সচিত্র

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

স্বর্গীয় মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তি প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস—২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা

১৯২১

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কালীদহে কমলে কামিনী।

ভূমিকা

কবিজীবনী, কাব্যপরিচয় ইত্যাদি

হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইলে ইসলামধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত পতাকা ভারত-গগনে শোভমান হইল। বহুদিনের শান্তিসুপ্ত হিন্দু মোসলমানের রণতাণ্ডবে ভীত হইয়া পড়িল। একদিকে সংসার-বৈরাগ্য অপরদিকে জীবনের অবসাদ উভয়ে মিলিয়া হিন্দুত্বকে যেন কোন্ কাল-সমুদ্রের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। মোসলমানেরা হিন্দুদিগকে 'কাফের' অর্থাৎ বিধর্ম্মী মনে করিয়া তাহাদের প্রতি প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। এইরূপে বিভেদের ভিত্তিতে এবং অত্যাচারের দ্বারা ক্রমশঃই নব্য-উদীয়মান মোসলমান-ধর্ম্মের বিস্তৃতি ঘটিতে লাগিল। বিরোধে—অত্যাচারে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহাতে কখনই মঙ্গলফল প্রসূত হইতে পারে না। ভারতের পূর্ব্বতন ইতিহাস মোসলমান রাজত্বের এই কলঙ্ক-কালিমা বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যেখানে রাজশক্তি প্রজাশক্তি হইতে অধিকতর বলশালী তথায় রাজার ভাষা প্রজার ভাষার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে ইহা পরীক্ষিত সত্য। পূর্ব্বকালে মোসলমান-প্রভাবে হিন্দুর সৌভাগ্যরবি যে কেমন নিষ্প্রভ হইতেছিল, তাৎকালিক হিন্দুসাহিত্য তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ইহারই ফলে তৎকালে হিন্দুসাহিত্যাভিধানে বহুল যাবনিক শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। অধুনা বৃটিশ অধিকারেও হিন্দুসাহিত্য নব নব শব্দ-সম্পদে গৌরবান্বিত হইতেছে। ইহা হইতেও অনুমিত হয় যে, তৎকালে মোসলমান-প্রভাব হিন্দুর উপর কতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

এইরূপ অত্যাচারের ফলে ও হিন্দুরমণীর প্রতি মোগলবাদসাহগণের অনুরাগের আধিক্যে হিন্দু-মোসলমানের মধ্যে বৈবাহিকতা সম্বন্ধও চলিতে লাগিল। মোগলকুলতিলক আকবরও এইরূপে এক হিন্দু-মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। সেই হিন্দুকন্যার গর্ভে তাঁহার জাহাঙ্গীর নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি যে-সময়ে দিল্লীশ্বর তখন:তদীয় শ্যালক মানসিংহ রাজমহলে সুবাদারী করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীর দিল্লীশ্বর হইয়া প্রথম প্রথম বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। কথায় বলে, 'অলস মস্তিষ্ক সয়তানের কারখানা'। সেই বাসনাসক্ত দিল্লীশ্বরের শ্যেনদৃষ্টি দিল্লীর সিংহাসনের গৌরব ভুলিয়া বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা সের আফগানের রূপীয়সী ভার্য্যার উপর নিপতিত হইল। কৌশলী মানসিংহের চাতুর্য্যে সের আফগান নিহত হইল। সের আফগানের আলোক-সামান্যা রূপবতী বিধবা ভার্য্যা এখন সম্রাটের অঙ্কশোভিনী হইলেন। দেশের এইরূপ বিশৃঙ্খলা—রাজনৈতিক গগনে অত্যাচারের মেঘ উঠিয়া প্রজাকুলকে সন্ত্রস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া তুলিল। বর্দ্ধমানের শাসন-কর্ত্তার পদে মামুদ সরীফ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অত্যাচারে বর্দ্ধমানের প্রজাকুলও শঙ্কিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

রাজা অত্যাচারী হইলে তাঁহার কর্ম্মচারিগণও অত্যাচার করিতে ত্রুটি করেন না। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর লেখক মুকুন্দরামও এই ডিহিদারের উৎপীড়নে তাঁহার 'সাতপুরুষের' বসতি দামুন্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কাব্যে যাহা লিখিয়াছেন, (৪পৃষ্ঠা—গ্রন্থোৎপত্তির কারণ) তাহা হইতে

জানা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সিলিমাবাজ (সিলিমাবাদ) পরগণার অধীন গোপীনাথ নিয়োগীর তালুক দামুন্যা গ্রামে ছয় সাত পুরুষ বাস করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছিলেন। কিন্তু ডিহিদার মামুদ সরীফের অত্যাচারে তাঁহাকে সেই ছয় সাত পুরুষের অধ্যুষিত বাসভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল। যে জন্মভূমির শ্যামল সৌন্দর্য্যে পুষ্ট হইয়া তাঁহার কবিপ্রতিভা গুপ্তভাবে ছিল, দারুণ দৈন্য ও রাজার অত্যাচারের তাড়নায় আজ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল।

রায়জাদা উজীর হইয়া ব্যবসায়ীদের শাসন করিতে লাগিল এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য হইয়া—প্রজাদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া ১৫ কাঠায় এক বিঘা মাপিয়া জমির বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। উৎকোচগ্রাহী রাজপক্ষীয় লোকগণ বিনা উপকারে উৎকোচ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং পতিত ও অনুর্ব্বর ভূমির কর নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল। পোদ্দারগণ টাকায় আড়াই আনা কম দিতে লাগিল এবং কুসীদ-ব্যবসায়িগণ টাকায় এক পাই হিসাবে সুদ গ্রহণ করিতে লাগিল। তাঁহার প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে বন্দী হইলেন। কবি মুকুন্দরাম গরিবখাঁর পরামর্শমতে চণ্ডীবাটীগ্রামবাসী শ্রীমন্তখাঁর সাহায্যে স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতা রামানন্দকে সঙ্গে লইয়া জন্মভূমির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। একদিকে জন্মভূমির চিরউন্মাদকরী স্মৃতি, অন্যদিকে অভাবের নিষ্পেষণ তাঁহাকে দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। দুঃখের মর্ম্মন্তুদ ঘাত-প্রতিঘাতে যখন তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছিল—ক্ষুধাতুর শিশুপুত্রের কাতর ক্রন্দনধ্বনি যখন তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতেছিল, তখন সেই নিরুদ্দেশগতি পথিক বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুচুট কালেশ্বর গ্রামের এক পুষ্করিণী হইতে কুমুদফুল তুলিয়া শালুকনাড়া নৈবেদ্য দিয়া বিশ্বজননীর পূজা করিলেন। জলজ কুমুদ-প্রসূন যেন গৃহত্যাগী সাধু পুরুষের হৃদয়প্লাবী অশ্রুসলিল-বিধৌত হইয়া দেবীর দয়া আকর্ষণ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিল না। ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে তিনি তথায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বমাতা চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া 'চণ্ডীকাব্য' লিখিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহার হৃদয় ঐশী শক্তিতে সুপ্রসারিত হইয়া উঠিল। স্থিরবিশ্বাসের সহিত ঐ আদেশকে ভগবতীর আদেশ ভাবিয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তখন হৃদয় নববলে জাগ্রৎ হইবামাত্র পল্লীশোভাপুষ্ট সুপ্ত প্রতিভাও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। কবি নানা স্থান অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণভূমিপতি আরড়ারাজ রঘুনাথের শরণাপন্ন হইয়া কাব্য-পরিচয়ে তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি রাজাকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া তদীয় শিশুপুত্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। এতদিনে বিপন্ন কবির দুরবস্থাপীড়িত অন্ধকারময়ী রজনীতে সৌভাগ্যের অরুণ-কিরণ নিপতিত হইল। কিন্তু এত সৌভাগ্যেও তাঁহার হৃদয় হইতে সেই নিভৃত দামুন্যা পল্লীর হৃদয়-মাতান চিত্রখানি অপগত হয় নাই। সেই অমৃতসলিলময় রত্নানদের মনোহারিণী স্মৃতির সহিত তাঁহার জীবন অবিচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত থাকিয়া তাহাকে চিরসরস করিয়া রাখিয়াছিল। অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় পল্লীবিতাড়িত কবি জন্মভূমির শ্যাম-সৌন্দর্য্যে হৃদয়কে একদিকে যেমন শ্যামায়িত করিয়াছিলেন, অপরদিকে প্রবাসের শত যন্ত্রণার মধ্যেও কবিত্বের স্রোতকে নানারূপে প্রবাহিত করিয়া নানা মাধুর্য্যে তাহা পুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্ভাব-পবিত্র হৃদয়ে বাল্যসহচরগণের সুখস্মৃতি চিরদিন বিলসিত ছিল। এবং সেই স্মৃতির আকুল উত্তেজনায় গ্রন্থমধ্যে তাহার পরিচয়ও দিয়াছেন। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন :—

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
সেই কালে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে কবিকঙ্কণ ১৪৯৯ শকে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পুস্তকখানি লিখিয়া যখন তিনি মুখবন্ধ রচনা করেন তখন তাঁহার বয়স ৪০ এর অধিক ধরা যাইতে পারে, কেননা কবি কাব্যে

তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা ও পৌত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ১৪৬০ শকাব্দার কাছাকাছি সময়ে জন্ম হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে কাব্যখানি প্রায় ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হইতেছে। কাব্যে তিনি নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম রামানন্দ, পুত্রের নাম শিবরাম। কবিকঙ্কণের পিতামহ 'মীনমাংস'-ত্যাগী একজন নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, তিনি 'গোপাল' দেবের পূজা করিতেন। তাঁহার বংশতালিকা এইরূপ পাওয়া গিয়াছে :—

বংশতালিকা।

তপন
(মিশ্র-উপাধিক কুয়ারী গ্রামীণ)
|
উমাপতি
|
মাধব
|
উদ্ধবণ | পুরন্দর | নিত্যানন্দ | সুবেশ্বর | বাসুদেব | মহেশ | সাগর | সর্ব্বেশ্বর | জগন্নাথ মিশ্র
|
দৈবকী + হৃদয় মিশ্র
|
নিধিরাম কবিচন্দ্র (কাহারও কাহারও মতে অযোধ্যারাম) | **মুকুন্দরাম** | রামানন্দ
|
চিত্রলেখা + শিবরাম | পঞ্চানন | কন্যা—যশোদা (জামাতা—মহেশ)
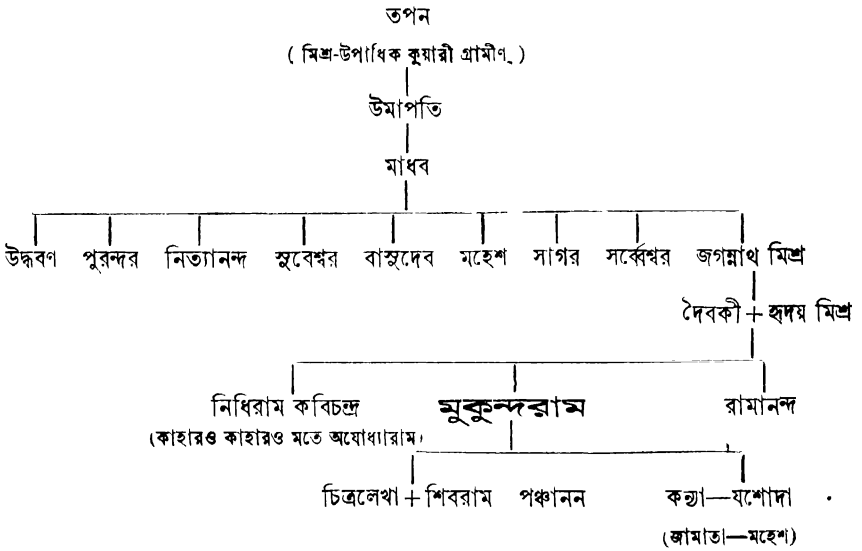
কবিকঙ্কণ কর্ম্মজীবন কিরূপ ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় কিছুই দেন নাই। অতীতের অন্ধকারময় গর্ভ হইতে এখন তাহার উদ্ধারের আশা নাই—তথাপি আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার সাংসারিক জীবন তত সুখকর ছিল না। ধনপতি দত্তের দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনার বিবাদবর্ণন উপলক্ষে তিনি লিখিয়াছেন :—

"একজন সহিলে কন্দল হয় দূর।
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥"

এই অংশটুকু হইতে জানা যায়, তাঁহার দুই স্ত্রী বিদ্যমান ছিল এবং সেই সপত্নীদ্বয়ের বিবাদে তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেন।

কবিকঙ্কণের ধর্ম্মমত

মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত কি ছিল এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। চণ্ডীর আদেশে তিনি চণ্ডী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এজন্য তিনি "শাক্ত" ছিলেন স্থূলদৃষ্টিতে তাহাই মনে হইলেও কাব্যের আভ্যন্তরিক রচনা ও কবির হৃদয়-ভাবের উচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয় তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন—এসম্বন্ধে

কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় ১৩২৭ —অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার অভিমতানুসারে উদ্ধৃত হইল। *

—"আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের কোনো ভক্ত বস্‌ওয়েল তাঁদের জীবনচরিত লিখিয়া রাখিতেন না; কবিরাও নিজেদের আত্মচরিত লিখিয়া রাখিতেন না। কেবল স্বরচিত কাব্যের মাঝে মাঝে ভণিতায় ও কাব্যঘটনার প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে নিজের নিজের পরিচয় কবিরা ছড়াইয়া যাইতেন। বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্য মালার মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিশেষ একটি মূল্যবান রত্ন; কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় অন্য কবিদের চেয়ে বেশ একটু ভালো রকমই রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ তাঁর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট পরিচয় দেন নাই; আভ্যন্তর প্রমাণ হইতে অনুসন্ধান করিয়া অনুমান করা ছাড়া আর উপায় নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিকে শাক্ত বলিয়া ধরিয়া লইবারই প্রবৃত্তি হয়। কবিকঙ্কণও গ্রন্থউৎপত্তির বিবরণে লিখিয়াছেন—

উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।

*   *   *

আশ্রয়ি পুকুর-আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া,
পূজা কৈলুঁ কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয়ে পরিশ্রমে নিদ্রা গেলুঁ সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
হাতে লয়ে পত্র মসী, অপনি কলমে বসি,
নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥ (৫ পৃষ্ঠা)

*   *   *   *

স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা প্রচার করা প্রাচীন কবিদের একটা প্রথামাত্র ছিল। আদিকবি বাল্মীকি দেবাদেশে রামায়ণ রচনা করেন; আদি ইংরেজ কবি কেডমন দেবাদেশে গান বাঁধেন; বাংলারও অনেক কবি দেবাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াছেন, যথা—কৃষ্ণরাম দাসের রায়-মঙ্গল, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর ভাগবত, সঞ্জয় রচিত মহাভারত প্রভৃতি কাব্য স্বপ্নাদেশে রচিত। এইসব দেখিয়া দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—'যে-সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত না।...এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল।'—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

এ রোগ শুধু আমাদের দেশের কবিদেরই ছিল তা নয়, এ রোগ বিশ্বব্যাপী—

---

* চারুবাবু বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠ ও পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আমরা আমাদের সংস্করণের পাঠ ও পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম।

That a god inspired his soul expresses the ordinary belief of early historic times.—Encyclopaedia Britannica.

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর চরণে ভক্তি ও নতি মাঝে মাঝে করিয়াছেন দেখা যায়—

উমাপদে হিত-চিত রচিল নূতন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।

* * *

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।

*

অভয়া-চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
অনুক্ষণ রহু মম কায়-মনো-বাক্য॥

কিন্তু চণ্ডীচরণে ভক্তি হইতে বা চণ্ডীর আদেশ পাইয়াই যে কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্য রচনায় **প্রবৃত্ত হন নাই,** তার প্রমাণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন—

রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে। (৪২ পৃষ্ঠা)

*

দিল অনুমতি বিপ্র নরপতি,
গাইল শ্রীকবিকঙ্কণ। (১৪৪ পৃষ্ঠা)

*

চণ্ডীপদ ভাবি চিত রচিল মুকুন্দ গীত,
রাজা রঘুনাথের কৌতুক। (৪৮ পৃষ্ঠা)

*

ব্রাহ্মণভূপতি কুতূহলী। (১৮ পৃষ্ঠা)

ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের আদেশে কবিকঙ্কণ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন—**এইটিই আসল কথা; চণ্ডীর আদেশ বা ভক্তি** রঘুনাথের আদেশের অনুসঙ্গী গৌণ কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কবি নিজের গ্রামবাসী ও পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে তাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাসের একটু পরিচয় দিয়াছেন—

দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত,
সেই পুরী হরের ধরণী।

*

ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নাস্থ নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥
গঙ্গা সম সুনির্ম্মল তোমার সুচরণ-জল
পান কৈলুঁ শিশুকাল হৈতে।

সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে ॥

*

সর্ব্বেশ্বর-অনুজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
এক-ভাবে পূজিল শঙ্কর।

*

শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ান।

এইসব পদ হইতে কবিকে বংশানুক্রমে শৈব বলিয়াই অনুমান করার সম্ভাবনা হয়।* কিন্তু আবার পাই—

কৈয়ড়ি বংশজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
এক ভাবে সেবিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল ॥

কবির পিতামহ একবার "একভাবে পূজিল শঙ্কর" আবার "একভাবে সেবিল গোপাল।" তিনি আগে বোধ হয় মীনমাংসভোজী শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল' গোপালের দশাক্ষর মন্ত্র 'ওঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' জপ করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতামহের এই গোপাল-সেবার কথা কবি নিজের কাব্যে তিন-তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা হইতে অনুমান হয় কবির পিতামহ শেষ-বয়সে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। এবং বৈষ্ণব বংশের ছেলে বলিয়া কবিও বৈষ্ণবই ছিলেন। এ-সম্বন্ধে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল হইতে বহু পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(১) চণ্ডীমঙ্গলের একেবারে প্রথম সূত্রপাতেই মঙ্গলাচরণে গণেশ-বন্দনা শেষ করিয়া কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ। (১ পৃষ্ঠা)

* * * *

(২) ডিহিদার মামুদ সরীফ "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি" বলিয়া অত্যাচারপীড়িত কবি অনুযোগ ও দুঃখ করিয়াছেন। (৪ পৃষ্ঠা)

* * * *

(৩) নীলাম্বর যখন অভিশপ্ত হইয়া দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে দেবদেহ ত্যাগ করিতেছেন, তখন তাঁর—"চৌদিকে বান্ধব-মেলা, গলাতে তুলসীমালা।" (৪১ পৃষ্ঠা) এবং নীলাম্বরের পত্নী ছায়া স্বামীর সহমরণের সময় "হরি হরি স্মরয়ে বিধাতা।" (৪২ পৃষ্ঠা)

(৪) চণ্ডীকে বারম্বার নারায়ণী ও বৈষ্ণবী বলা হইয়াছে। যেখানে যেখানে যতবার যে-কেউ চণ্ডীর স্তব করিয়াছে, তার মধ্যে চণ্ডীমাহাত্ম্যের চেয়ে কৃষ্ণকথাই প্রবল ও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; চণ্ডীর

গৌরব যে "নানা অবতারে মাতা বিষ্ণুসহায়িনী।" বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে সাহায্য করিতে পারাতেই যেন চণ্ডীর চরম মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। যাদব-ভগিনী (২৫৯ পৃঃ) "নন্দগোপসুতা হয়ে রাখিলে গোকুল।"

যদুযোষা যুগন্ধরা যজ্ঞবিনাশিনী।

"যশোদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী॥ (১০৬)

(৫) চণ্ডী বিশ্বকর্ম্মাকে কাঁচুলিনির্ম্মাণে নিযুক্ত করিলে বিশ্বকর্ম্মা কাঁচুলিতে ছবি লিখিলেন চণ্ডীর দশমহাবিদ্যা রূপের কীর্ত্তি-কাহিনী অবলম্বন করিয়া নহে; সেসব ছবি হইল বিষ্ণুর দশাবতারের কার্য্যকলাপ এবং বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ-অবতারের কাহিনী! (৬২।৬৩)

* * * *

(৬) চণ্ডীর সতীন গঙ্গাকে দিয়া কবি চণ্ডীকে শুনাইয়াছেন—

হই গো বিষ্ণুর দাসী, বিষ্ণুপদ হৈতে আসি,
সেই প্রভু গতি সবাকার। (৮০ পৃষ্ঠা)

(৭) চণ্ডীর কৃপাতেই নূতন গুজরাট নগর পত্তন হইয়াছে। কিন্তু সেখানে দেখা যায়—"সারি সারি বিষ্ণুর সদন।" (৮৭ পৃষ্ঠা) এবং—

দিয়া হীরা নীলাখণ্ড, নির্ম্মাইল দোলপিণ্ড,
কদম্ব-কানন-সন্নিধান। (৮০ পৃষ্ঠা)

এই গুজরাটপুরী—"রূপে জিনি দ্বারাবতী" শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী, এবং "দ্বারিকা সমান পুরী" (৮০ পৃষ্ঠা)। গুজরাটের ক্ষত্রিয় বৈশ্য "কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ।" তা ছাড়াও অনেক "বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে" যারা "সদা লয় হরিনাম" (৮৭)। কলিঙ্গরাজের কোটাল গুজরাট দেখিয়া আসিয়া রাজার কাছে বর্ণনা করিতেছে—

দেখিলাম গুজরাট, প্রতি বাড়ী গীতনাট,
যেন অভিনব দ্বারাবতী।
অযোধ্যা মথুরা মায়া নাহি ধরে তার ছায়া,
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি॥
প্রতি বাড়ী দেবস্থল, বৈষ্ণবের অন্নজল,
দুই সন্ধ্যা হরিসঙ্কীর্ত্তন। (৯৫)

(৮) কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় চণ্ডীর কৃপাভাজন কালকেতু চণ্ডীকে ভুলিয়া "হরি সঙরণে বীর এড়ে যতনে" (৯৯) এবং চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু কলিঙ্গরাজের কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া ও স্বাধীন রাজা হইয়া নিশ্চিন্ত মনে—

বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ।
শুনেন কৃষ্ণের গুণ হয়ে সাবধান॥ (১১২)

* * * *

(৯) শুককে বন্দী করিয়া ব্যাধ শুকের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছে— "বৈষ্ণব জনার সঙ্গ বিস্তারের বীজ" (১৩২)।

* * * *

(১০) রাজা রঘুনাথের পরিচয়-প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

আড়রা উচিত ভূমি, পুরুষে পুরুষে স্বামী,
সেবনে গোপাল কামেশ্বর। (১৪৪)

(১১) কবি আকাশ শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বিষ্ণুপদ; এবং আকাশে চণ্ডীর আবির্ভাব তিনি দেখিতেছেন—"আজি বিষ্ণুপদতলে উরিলা ভবানী।" চণ্ডীকে বিষ্ণু-পদতলে স্থাপন করিয়া চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা কবি আপনার ইষ্টদেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন মনে হয়। এইটিই কবির বৈষ্ণবত্বের চরম প্রমাণ বলিয়া আমার বিশ্বাস। (১৫৩ পৃঃ)

(১২) ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধের সভায় হরিবংশ ও রামায়ণ পাঠ হইয়াছিল। (১৮১-১৮২)

(১৩) চণ্ডীব বরপুত্র শ্রীমন্তের জন্ম হইলে "দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত" (২১৭)।

এবং—

"স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া কামনা।
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন খুল্লনা॥ (২১৭)

বালক শ্রীমন্ত—

শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা। (২১৭)
কৃষ্ণলীলা অনুরূপে করে নানা ছলা। (২১৭)

(১৪) শ্রীমন্ত সদাগরকে জগন্নাথক্ষেত্র দর্শন করিতে পাঠাইয়া কবি শ্রীক্ষেত্রের বিশদ বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে কবির হৃদয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। (২৪১)

(১৫) শ্রীমন্ত সিংহলরাজের কাছে উজানীরাজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছে—

পবিত্র নির্ম্মল যেন গঙ্গাজল,
সদাই কৃষ্ণ ধেযান। (২৫১)

বিক্রমকেশরী রাজা কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এবং তিনি শৈব ছিলেন, তার প্রমাণ আছে।

(১৬) জরতী ব্রাহ্মণীর বেশধারিণী চণ্ডী সিংহলের কোটালকে বলিতেছেন—

কোটাল, দুঃখ পাই নিজ কর্ম্মদোষে।
জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ না সেবিলুঁ নারায়ণ,
কাহারে না রাখিলুঁ সন্তোষে॥ (২৬৬)

(১৭) মশানে শ্রীমন্ত কোটালকে অনুরোধ করিতেছে—"দেহ তুলসীর মালা।" (২৬৭)

(১৮) সিংহলেশ্বর চণ্ডীর স্তুতির সময় বলিতেছেন—"খগেন্দ্রবাহন-সহচরী।" (২৭৯)

* * *

(১৯) শ্রীমন্ত শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলে তার স্ত্রী সুশীলা তার স্বামীকে নিজের পিত্রালয়ে রাখিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতেছিল; তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রলোভন এই—

সখী মেলি গাব গীত, সখী মেলি গাব গীত,
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত। (২৯০)

* * *

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(২০) চণ্ডী খুল্লনাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার চেষ্টায় নানা শাস্ত্র-উপদেশ দিয়া খুল্লনার পৃথিবীর মমতা প্রায় শিথিল করিতেছেন ; তখন তিনি খুল্লনাকে "গজেন্দ্রমোক্ষণ উপাখ্যান" এবং অজামিলের উপাখ্যান শুনাইতে শুনাইতে বলিতেছেন--

হরির নামের কথা কলুষনাশিনী।

*　　*　　*

অভয়া বলেন, ঝিয়ে শুন ইতিহাস।

হরিনাম গুণ দেখাইল কৃত্তিবাস॥ (৩০৮)

(২১) গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

সর্ব্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত।

সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত॥ (৩১৩)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হরিকথার এত ছড়াছড়ি সেই কালের উপর বৈষ্ণব প্রভাব অথবা বৈষ্ণব শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজের ধর্ম্মমতের জন্যই হওয়া বেশী সম্ভব বলিয়া আমার অনুমান।"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী মুকুন্দরামের পূর্ব্বতন বঙ্গসমাজের একখানি নিখুঁৎ চিত্রপট। ইহাতে এমন কতকগুলি ব্যবহার আছে যাহা বর্ত্তমান সময়ে নাই। আমরা যথাস্থানে তাহা দেখাইব। প্রাচীন বঙ্গসমাজকে তিনি যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা সাধারণ কবির সাধ্যায়ত্ত নহে। চণ্ডীকাব্য কাব্যগরিমায় প্রাচীন সাহিত্যের উজ্জ্বলরত্ন, এইজন্য ইহা অদ্যাবধি বঙ্গীয় সমালোচকের নিকট আদরণীয় রহিয়াছে। তিনি যেভাবে চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যেভাবে মিথ্যা কল্পনাকে সত্যের সমুজ্জ্বল পোষাকে আবৃত করিয়াছেন এবং সন্দেহ-কুহেলিকার মধ্যে মীমাংসার স্বর্ণকিরণ নিপাতিত করিয়া যেরূপে কাব্যখানিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাকে একজন অন্তর্দর্শী দার্শনিক কবি বলিয়াই মনে হয়।

কাব্য-পরিচয়।

কবি মুকুন্দরাম সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিঘ্নবিনাশন গণেশের বন্দনা করিয়া এই পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে সরস্বতী, লক্ষ্মী, চৈতন্য, শ্রীরাম ও চণ্ডীবন্দনা লিখিত হইয়াছে। অতঃপর মনুর প্রজাসৃষ্টি হইতে ভগবতীর জন্ম, শিববিবাহ, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর উগ্রতপ, হরগৌরীর বিবাহ, গণেশ কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, হর-পার্ব্বতীর কন্দল, গৌরীর খেদ বর্ণনা করিয়া শেষে শিখরিসুতা চণ্ডচণ্ডিকারূপিণী মর্ত্ত্যে স্বীয় পূজা-প্রচারের জন্য যেরূপ ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন এবং তজ্জন্য তিনি যেরূপ চেষ্টাপরা হইয়াছিলেন এই কাব্যে তাহাই লিখিত হইয়াছে। পূজাপ্রচারের জন্য দেবদেবীগণের এতাদৃশ চেষ্টা হিন্দুসাহিত্যে সুদুর্ল্লভ নহে। কিন্তু যিনি দেবী—তাঁহাকে পূজাপ্রাপ্তির জন্য এতদূর ক্রিয়াশীল করিয়া বর্ণন করিলে দৈবীশক্তিকে খর্ব্ব করিয়া তাহার স্থানে মানুষীধর্ম্মের ছায়াপাত করা হয়। কিন্তু দৈবীশক্তির এই অবিসংবাদিত ও অসন্দিগ্ধ শক্তিতে অপূর্ব্ব ও অটল শ্রদ্ধাই বোধ হয় বঙ্গীয় কবিকে এদিকে দৃষ্টিহীন করিয়াছে।

চণ্ডী স্বীয় পূজা-প্রচারের জন্য কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন। কংসনদীর তটে তিনি নিজে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন,—কলিঙ্গরাজ যেন প্রজা, পুত্র, পুরোহিত সঙ্গে লইয়া সাবধানে তাঁহার পূজা করেন। রাজা ঐ উষাস্বপ্নে সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত সমারোহের সহিত পূজা সমাপন করিলেন। এদিকে ভগবতী বিন্ধ্যপর্ব্বত-সান্নিধ্যে তদ্বনাশ্রয়ী পশুকুলের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের পরস্পরের এক একটা কর্ম্মবিধান করিয়া দিলেন। শৃঙ্খলাহীন জনসংঘের দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হয় না।

জগতের মাতৃরূপিণী ভগবতীর এই যে পশুকুলের কার্য্যবিভাগ-স্থিরীকরণ ইহা উপযুক্তই হইয়াছে এবং ইহাই যেন সেই সমস্ত উদ্দাম পশুকুলের শক্তির গণ্ডীস্বরূপ হইয়া শৃঙ্খলা ও কল্যাণ বিতরণ করিতেছে।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র শিবপূজার্থ স্বীয় পুত্র নীলাম্বরকে পুষ্পচয়নে নিযুক্ত করিলেন। নীলাম্বর বহু বন্যকুসুম আহরণ করিয়া শিবপূজা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। দৈবীমায়ায় স্বর্গীয় উদ্যান পুষ্পশূন্য হইলে নীলাম্বর পুষ্প-চয়নার্থ পৃথিবীতে আসিলেন। দেবী আপনার পূজা-প্রচারের জন্য মৃগীরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মকেতু ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলেন।

নীলাম্বর সেই ধর্ম্মকেতু ব্যাধের ব্যায়ামপুষ্ট স্বাস্থ্যললিত দেহশ্রীতে স্বাধীনতার সরল মাধুর্য্য দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং স্বীয় পদমর্য্যাদা ভুলিয়া ব্যাধজন্মই কাঙ্ক্ষিত বলিয়া বিশ্বাসকরতঃ চিন্তাপর হইলেন। চঞ্চলপ্রাণে কোন কার্য্যই সুন্দর হয় না। সেদিন নীলাম্বরের আহৃত পুষ্পগুলি শিবের সন্তোষকর হইল না। অধিকন্তু তন্মধ্যস্থ কীটের দংশনে শিব যন্ত্রণাকুল হইয়া পুষ্পচয়নকারী নীলাম্বরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। নীলাম্বরের সাধ্বীপত্নী ছায়া স্বামীর মরণে দেহত্যাগ করিলেন। নীলাম্বর ধর্ম্মকেতু ব্যাধের গৃহে এবং ছায়া সঞ্জয়কেতুর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মকেতুর পুত্রের নাম কালকেতু এবং সঞ্জয়কেতুর কন্যার নাম ফুল্লরা হইল। চণ্ডীকাব্যের পূর্ব্বার্দ্ধের নায়ক নায়িকা এই দুইটী অভিশপ্ত কুমার-কুমারী।

কালকেতুর বিক্রমে পশুকুল অস্থির। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি নখায়ুধ প্রাণিগণ কালকেতুর বজ্ররবে সন্ত্রস্ত। মাতা নিদয়া ও পিতা ধর্ম্মকেতু বৃদ্ধবয়সে পুত্র কালকেতুর বিবাহদানের জন্য সচেষ্ট হইয়া, কুল-পুরোহিত সোমাই ওঝার উপর ভার দিলেন। সোমাই ওঝা সঞ্জয়কেতুর তনয়া ফুল্লরাকে পাত্রী নির্ব্বাচন করিল। দৈব-অভিশাপ আজ যেন কোন্ দুর্লক্ষ্যসূত্র ধরিয়া দুইটী অভিশপ্ত কুমার-কুমারীর সন্তপ্ত জীবনের মিলন-ক্ষেত্রে সুশীতল বারিকণার ন্যায় নিপতিত হইল। সোমাই ওঝার ঘটকালিতে ফুল্লরা কালকেতুর পরিণীতা স্ত্রী হইল। আজ এই ভিন্নদশাপ্রাপ্ত কুমার-কুমারীর হৃদয়ে মিলনের দিনে যেন পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের অস্ফুটস্মৃতি দেখা দিল; তাহারা যেন আজ শতযন্ত্রণাদিগ্ধ পৃথিবীর মধ্যে পবিত্র মিলনে অমরাবতীর অম্লান কুসুম-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। ফুল্লরা সুশীলা এবং জাতিব্যবসায়ে চতুরা। এস্থলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত পাত্রীই চিত্রিত করিয়াছেন। যেমন কালকেতু ব্যাধ-তনয়, ফুল্লরাও তদ্রূপ ব্যাধ-নন্দিনী। ফুল্লরা পরিশ্রমশীলা এবং চতুরা। সে মাংসের পসরা লইয়া হাটে হাটে বিক্রয় করিতে সমর্থ। কবি শুদ্ধ তাহাকে এই গুণশালিনী বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। নামটীও তদ্রূপ [ফুল্ল—(বিকশিত) বা (রব)—উচ্চনিনাদকারিণী] নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্যাধ-নন্দিনীর উচ্চরব থাকাও তাহার একটা পারদর্শিতার পরিচায়ক। এইরূপ খুঁটিনাটী তুচ্ছ বিষয়েও কবি কত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সকল কারণেই কি কাব্যহিসাবে, কি চরিত্রচিত্রণে, কি কালোচিত বর্ণবিন্যাসে কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রথমশ্রেণী কাব্যের অন্তর্গত।

ব্যাধনন্দন মায়ামমতা ভুলিয়া পশুশিকারে নিযুক্ত। ফুল্লরাও পশুদিগের শৃঙ্গ, নখ, দন্ত, চর্ম্ম প্রভৃতি বাজারে বিক্রয়তৎপরা। অনলস, উদ্বেগবিহীন দম্পতীর সম্মুখে সাংসারিক সুখের নিকুঞ্জ-কাননে কোকিল ডাকিতেছে। —মলয় ছুটিতেছে। পত্নী বক্ষঃভরা প্রেম দিয়া স্বাস্থ্যললিত হৃদয়েশ্বরের পূজায় বিভোরা—এই দৃশ্যের মধ্যে প্রেমের রাজ্যে একটী চাঞ্চল্য উপস্থিত! পশুকুল কালকেতুর শরানলে সন্ত্রস্ত ও ব্যাকুল। তাহারা কৃতান্তস্বরূপী সেই কালকেতুকে বনে দেখিলেই জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিত। কালকেতু পশুকুলের এই ভীতি অনুভব করিয়া মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইত। এক দিকে দারুণ অন্নকষ্ট—অপরদিকে ভীত পশুকুলের উদাস দৃষ্টি মনে করিয়া কালকেতুর মমতাহীন প্রাণের মধ্যেও জীবপ্রেমের স্বর্গগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া হৃদয়কে সরস করিয়া তুলিত।

কালকেতু পশুশিকারে ভগ্নোদ্যম। পত্নী ফুল্লরা কংসনদীর তীরে শ্যামল পত্র বিছাইয়া কালকেতুর বিশ্রামের উপায় করিত; বন ফল সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধা দূর করিত এবং কংসনদীর সুস্বাদু জলপান করাইয়া তাহাকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিত। আর স্বামি-সোহাগিনী ফুল্লরা নিজের ভরা যৌবনে অনশন ক্লিষ্টতার ছায়াপাত করিয়া নিদাঘ পদ্মিনীর মত শোভা পাইত।

দারিদ্র্য-নিপীড়িত দম্পতী জীবপ্রেমের মধুর মন্ত্রে দীক্ষিত। তাহাদের জীবন মধুময় হইয়াছে। তাই তাহারা জন্মান্তরের সেই পুণ্য-কাহিনী যেন কি এক নবীন আলোকচ্ছটায় দেখিতে পায়। সুনীল গগনরূপ মহাগ্রন্থে তারকাহারে যেন আপনাদের পূর্ব্ব জীবনের মধুর কাহিনী আলিখিত দেখিতে পায়—সর্ব্বোপরি মৃদু সঞ্চারিত মলয়-পবন যেন দেবতার আশীর্ব্বাদ লইয়া তাহাদের সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট পার্থিব জীবনের অবসাদ মুছিয়া দিয়া তাহাদিগকে স্বর্গীয় বলে উৎসাহিত করে। নবপ্রকাশিত অরুণ-রেখায় ভবিষ্যতের গাঢ় কালিমা বিদূরিত করিয়া স্বর্গের সেই পবিত্র জীবন যেন সেই নব-জীবনের মধ্যে স্বপ্নের মত—চকিতের মত দাগ ফেলিয়া যায়।

দৈবীমায়ায় বিভ্রান্তমস্তিষ্ক কালকেতুর হৃদয়ে নূতন বল আসিল। পত্নীর ভুবনভুলানী যৌবনশ্রীতে অনশনের কাল দাগ দেখিয়া প্রেমিক পতি কাতর হইয়া পড়িল। কালকেতু ভাবিল, ব্যাধের হৃদয়ে মায়া মমতা কেন? ভগবান যে তাহাকে ঐ কার্য্যের জন্যই পাঠাইয়াছেন। ইহা মনে করিয়া সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল—যেমন করিয়াই হউক এই দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইবে।

কালকেতুর প্রতাপে পশুকুল অস্থির হইয়া পড়িল। কালকেতু নবোদ্যমে পশুবধ করিতে লাগিল। ফুল্লরাও মাংসের পসরা মাথায় করিয়া কিরাত নগর মুখরিত করিয়া তুলিল।

এদিকে আরণ্য পশুকুল কালকেতুর মেঘান্তরিত মার্ত্তণ্ডতাপবৎ অসহনীয় তেজে অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা নীরবে জগজ্জননীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। জগন্মাতা নির্ব্বাক্ পশুকুলের নীরবক্রন্দনে চলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। চণ্ডী কিরাতনগরের পার্শ্বস্থ বনবিভাগে উপস্থিত হইয়া তদ্বনবাসী হতশ্রী পশুকুলের মর্ম্মবেদনার কথা অবগত হইলেন। জগন্মাতার মধুর আশ্বাসে পশুকুল শান্তচিত্ত হইল। সমবেত প্রাণিকুলের হৃদয়ভরা হা-হুতাশের সহিত অশ্রুজল মিলিত হইয়া যেন তাহা জগন্মাতার রাতুল চরণে হেমন্ত নীহারের মত উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ হইয়া উঠিল। শতধাবিচ্ছিন্ন শক্তি আজ শক্তীশ্বরীর আদেশবাণীতে সম্মিলিত হইয়া যেন কোন্ অশরীরিণী সাধনার মত মিলিত হইল। যাহা অনুতাপের অশ্রুজলে বিধৌত, তাহাতে দেবতার স্নেহাশিস্ বর্ষিত হইবেই—আজ অনুতপ্ত অপমানিত পশুকুলের কাতর ক্রন্দনে জগন্মাতার আসন টলিল। যেন আজ বিভিন্নপ্রভৃতিক পশুকুল একতা ও প্রেমের বলে দুর্জ্জয় শক্তিলাভ করিল। কর্ম্মগৌরব সমর-বিজয়ী বীরের গলায় অনেক সময়ে জয়মাল্য প্রদান করিতে উদাসীন হয়। কিন্তু নিরাশ্রয় বালকের অনন্য-নির্ভর মাতৃ-সম্বোধন পাষাণপ্রতিমার বক্ষঃনিহিত মাতৃত্বের সুধা-স্রোত সবলে আনয়ন করিতে পারে; তাই যেন আজ মমতার প্রাঙ্গণে মিলিত এবং অন্যোন্যনির্ভর প্রাণিকুলের সম্মুখে বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে বিরাজমানা—সন্তানের আময় নিজ মঙ্গল হস্তে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টাপরা।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যে স্থানটী পড়া যায়—সেই স্থানেই একটী অনিন্দ্য সাংসারিক চিত্র যেন প্রাণের মধ্যে দাগ ফেলিয়া দেয়। কবিসুলভ কল্পনা তাঁহার লেখনীকে লীলাময়ী করিলেও তিনি তথায় এমন দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কল্পিত ঘটনাটী যেন সত্যের আলোকযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পশুগণ কালকেতুর প্রতাপে কাতর হইয়া ভগবতীর স্তবপরায়ণ হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই কবি-কল্পনার স্বর্ণরাগে অনুরঞ্জিত কিন্তু তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ের মধ্যে যেন কোন্ সুগুপ্ত সত্যের বরমূর্ত্তির মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পাঠক ৫৫ পৃষ্ঠায় 'পশুগণ প্রতি ভগবতীর প্রশ্ন' এই অংশটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যেন—উৎপীড়িত কবি

পশুদের দুঃখ-দুর্দ্দশা ভাবিয়া সহানুভূতির অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যেন সেই মনোবেদনা সান্ত্বনার বাঁধন না মানিয়া কোথাও প্রকাশ পাইয়াছে :—

"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥"

আবার ;—

"বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে স্থান নাহি বীরের গোচর॥
পলাইয়া কোথা যাই কোথা গেলে তরি।
আপনার দন্ত দুটা আপনাব অরি॥"

কবির লেখনী এখানে পশুদের কথায় তাৎকালিক রাজনৈতিক সমস্যাব উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। মুকুন্দরামের কৃতিত্ব এইরূপ বর্ণনায়।

কালকেতু প্রভাতে বীর-সাজে সজ্জিত হইয়া বনগমন করিল। পথিমধ্যে নানা শুভ-চিহ্ন দেখিয়া বীর মনে মনে ভাবিল, আজ সরলা পত্নীর প্রেম-পূত মুখখানিতে যে স্বর্গ-শোভা দেখিয়া আসিয়াছি, বোধ হয় প্রাকৃতিক শুভ-চিহ্ন সকল তাহারই পূর্ব্বাভাষ বিজ্ঞাপিত করিতেছে। সরল পত্নীনিষ্ঠ প্রেমিকের প্রেম-প্রবাহ সরলা প্রেমিকার হৃদয় নিহিত প্রেম-ধারার সহিত যেন সঙ্গত হইয়া এই বিশ্বকে প্রেমময় করিয়া তুলিল। কিন্তু আচম্বিতে এ কোন্ অভিশাপ উদিত হইয়া বাসনার ঘরে আজ অন্ধকাব ঢালিয়া দিল! বীর পুরোভাগে এক অযাত্রিক অমঙ্গলময় স্বর্ণগোধিকা দেখিয়া একবারে বিস্মিত হইল। বীর বুঝিল না—অমঙ্গলেই মঙ্গলের অধিষ্ঠান। সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী বিশ্বমাতা মায়া-আবরণের মধ্যেই নিজের প্রকট মূর্ত্তি লুক্কায়িত রাখিয়াছেন! উষার ক্ষীণ আলোকের পশ্চাতেই সত্য-সূর্য্যের কনক-কিরণ যেমন ধরণীকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে তদ্রূপ পাথিব অশুভ চিহ্নকে পুরোভাগে অবস্থাপিত করিয়া যেন শুভময়ীর প্রেমাহ্বান শিখণ্ডীপুরতঃ বিজয়ের মত উপস্থিত হইল।

কালকেতু মৃগয়াবেশে সজ্জিত হইয়া বনগমন করিয়া বনমধ্যে এক স্বর্ণগোধিকা দর্শনে কিছু বিস্মিত হইল। সে রোষে তাহাকে বন্ধন করিয়া গভীর বনে প্রবেশ করিল। দেখিল এক মৃগ সেই বনে ক্রীড়া করিতেছে; কালকেতু তাহার প্রতি শরসন্ধান করিবামাত্র সে কোথায় লুকাইয়া পড়িল। আজ এই অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া কালকেতু চিন্তিত হইয়া পড়িল। প্রভাতের সমস্ত শুভ-চিহ্ন দেখিয়া তাহার হৃদয় যে অপরিসীম আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন মায়ামৃগের যবনিকায় তাহাতে বিষাদের ছায়াপাত হইল। প্রচণ্ড কালকেতু তখনও বুঝিল না—তাহার পক্ষে আজ্‌কার মত শুভদিনের উদয় আর কখনই হয় নাই—সে আজ সাক্ষাৎ জগজ্জননীর দেখা পাইবে।

কালকেতু বনে বনে পশু-অন্বেষণে গলদ্ঘর্ম্ম-দেহ। আজ মায়াময়ীর মায়ায় বন যেন প্রাণিশূন্য বোধ হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই রজ্জুবদ্ধ গোধিকা টাকে ধনুগুণে লম্বিত করিয়া পত্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। ফুল্লরা প্রাণপতির চিরসরস মুখখানিতে আজ বিষাদের কালিমা দেখিয়া প্রমাদ গণিল। হৃদয়ের ব্যথা চাপা দিয়া সখী বিমলার গৃহে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আনিতে লাগিল। কালকেতু:ক্লান্তির মধ্যে উদ্যম, হতাশার মধ্যে সফলতা বুকে রাখিয়া মূর্ত্তিমান ধৈর্য্যের মত গোলাঘাটে লবণ আনিবার জন্য যাত্রা করিল।

এদিকে গোধিকারূপিণী ভগবতী বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী রমণীর রূপে ব্যাধের কুটীর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এমন সময়ে সখীগৃহ-প্রত্যাগতা ফুল্লরা তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই অপূর্ব্ব মহিমাশালিনী রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি কাহার জায়া কহ সত্য ভাষা'। দেবী পরিচয়চ্ছলে বলিলেন :—

"ইলাবৃতে ঘর মোর জাতিতে ব্রাহ্মণী।
শিশুকাল হইতে আমি ভ্রমি একাকিনী॥
বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী, বাপেরা ঘোষাল।
সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল॥
তুমি গো ফুল্লরা যদি দেও অনুমতি।
এই স্থানে কত দিন করিব বসতি॥"

উত্তর শুনিয়া ফুল্লরা যেন বজ্রাহতের মত নিশ্চল হইয়া ভাবিতে লাগিল—একি উৎপাত! তখন মনে মনে নানা বিতর্ক করিয়া—"হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।" ওগো সুন্দরি! তুমি কেন এরূপ ভরা-যৌবন লইয়া স্বামি-পরিত্যাগিনী হইয়াছ। যাও, বাড়ী ফিরিয়া যাও—এই বলিয়া তাঁহাকে কত শাস্ত্রকথা শুনাইল কিন্তু ভগবতী বলিলেন :—

"শুন গো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী
আইলুঁ বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে॥
যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবারিব॥"

ইহা শুনিয়া পতিসোহাগিনীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামী ঐ ভুবনমোহিনী রমণীকে আনিয়াছে শুনিয়া সে যেন অস্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল,—হায় কেন এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আমি কত সাধে সোনার সংসার পাতাইয়া বসিয়াছিলাম—ইহার মধ্যে কেন এ উৎপাত। আজ আমাদের প্রেমের স্বর্গরাজ্যে এ কোন্ মায়াবিনী আসিয়া উপস্থিত হইল—ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সুন্দরী ফুল্লরা অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্বামীর নিশ্চয়ই ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে মনে করিয়া যেন তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল; কাতর প্রাণে ব্যাধ-জীবনের দুঃখদুর্দ্দশার কথা শুনাইল। দেবী কহিলেন, আমি তোমাদের দুঃখ-দুর্গতি দূর করিব। ফুল্লরা যখন শুনিল :—"আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে" তখন তাহার মনে যে বিষাদ ও বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়।

কবি এখানে একটী বড় চাতুরী দেখাইয়া বাঙ্গালীর নারীচরিত্রের কেমন এক উজ্জ্বল চিত্র দেখাইয়াছেন।—দেবীর মুখে—আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে" কথাটী বাহির করাইয়া সন্দিগ্ধার হৃদয়ে কেমন সন্দেহটী বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন। গুণ অর্থে ধনুকের ছিলা। কালকেতু ধনুকের ছিলায় বাঁধিয়া স্বর্ণ গোধিকারূপিণী ভগবতীকে আনিয়াছিলেন, দেবী এই কথা বলিলেন। কিন্তু পতি-প্রেম-সন্দিগ্ধা ফুল্লরা ইহাতে প্রমাদ গণিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। সতী সব সহ্য করিতে পারেন—কিন্তু স্বামি-সোহাগের বিন্দুমাত্র ত্রুটি সহ্য করিতে পারেন না। আজ অভিমানিনীর অভিমান উথলিয়া উঠিল। স্বামীর এত সোহাগে তাহার সন্দেহ জন্মিল। ফুল্লরা নিজের দিক দিয়া দেখিতে লাগিল—আমি যে দেবতাকে আত্মবিস্মৃত প্রেম দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছি—পার্থিব কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করি নাই—দুরন্ত শীতে উপাধানহীন মস্তক স্বামীর বিশাল ভুজদণ্ডে আরোপিত করিয়া স্বামিদেহ-সংস্পর্শে যখন উষ্ণবস্ত্রের অনাবশ্যকতা বুঝিয়াছি—নিজে অভুক্ত থাকিয়াও স্বামীর ভোজনতৃপ্ত মুখমণ্ডলের পবিত্র শোভা দেখিয়া প্রেমাশ্রু-সিক্ত হইয়া নিজের নারীজন্ম ধন্য

বলিয়া মানিয়াছি—যে জীবন-দেবতার পবিত্র প্রেমই নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ পণ্য বলিয়া বুঝিয়াছি—চিরপরিহিত মৃগচর্ম্ম স্বামি-প্রেমের উজ্জ্বল বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া যাহাকে রাজরাণীর কৌষেয় বস্ত্র অপেক্ষাও মূল্যবান্ বোধ করিয়াছি—মনঃশিলা-চূর্ণে ললাটদেশ অনুরঞ্জিত করিয়া স্বামীর আত্মবিস্মৃত প্রেমকে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছি—স্বামি-প্রদত্ত লৌহ-আয়তিকে আমি রাজেন্দ্রাণীর রত্নবিজড়িত কনক-কঙ্কণ অপেক্ষাও মূল্যবান্ বোধ করিতেছি, অহো—এই সুখের রাজ্যে কেন এ অনর্থপাত হইল! খণ্ডমেঘ-কলুষিত পৌর্ণমাসী রজনীতে যেমন ক্ষণে ক্ষণে চন্দ্র মেঘান্তরালে লুক্কায়িত হয় আবার বাহির হইয়া পড়ে, সন্দিগ্ধার হৃদয়ও তদ্রূপ একবার সন্দেহের মেঘে আবৃত হইতেছিল, আবার ক্ষণপরে স্বামীর প্রেম কোন্ মধুমূর্ত্তি ধরিয়া যেন স্নেহাঞ্চলে সেই বক্ষঃপ্লাবী অশ্রুজল মুছাইয়া দিতেছিল; কিন্তু এই অলোকসামান্যা রূপবতী রমণী কি মিথ্যা কথা বলিতেছে? এইরূপে :—

> "বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা রূপসী।
> নয়নের লোহেতে মলিন মুখশশী॥
> কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন।
> গোলাঘাটে বীর পাশে দিল দরশন॥"

একরাশি অভিমান-মিশ্রিত মনোবেদনা বক্ষে লইয়া স্বামি-সকাশে উপনীত হইল। কালকেতু পত্নীর নিষ্প্রভ মুখখানি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

> "শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
> কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা॥'

কি স্বাভাবিক বর্ণনা! পতির হৃদয়ে পবিত্রতা, পত্নীর হৃদয়ে আশঙ্কা—একের হৃদয়ে বিস্ময়, অন্যের হৃদয়ে সংশয়। আজ এই দুইটী বিরুদ্ধধর্ম্মের সংগ্রামে দম্পতীর প্রাণ যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার যেরূপে এই অংশটী বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইতে প্রয়াস পাওয়া বড় কঠিন। কবি মুকুন্দরাম নিজের জীবনব্যাপী দুঃখের দাবদাহে ভস্মীভূত হইয়া দুঃখ-বর্ণনায় যে কৃতিত্ব ও কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু তাঁহার কাব্য পাঠ করিলেই অনুভব করিতে পারা যায়। যতই তাঁহার কাব্যের সহিত পরিচিত হওয়া যায় ততই বুঝিতে পারা যায়—কাব্যখানিতে যেন তাঁহার জীবনের দুঃখকাহিনীই অনুস্যূত রহিয়াছে। যত সুখের কথা দুঃখ-দাবানলে যেন সংস্কৃত হইয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণশোভা ধারণ করিয়াছে। পাঠক একবার সুশীলার বারমাস্যা পাঠ করুন, দেখিবেন—তাহাতে প্রেমগীতির যে ঝঙ্কার উঠিয়াছে খুল্লনা ও ফুল্লরার বারমাস্যায় দুঃখের ঝটিকায় তাহা যেন বিশ্বসঙ্গীতের বিরাট সুরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বিরাট জগৎ যেমন মানুষকে বিশ্বপাতার সহিত পরিচিত করে তদ্রূপ এই কাব্যখানিও কবিকে আমাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেছে। এই জন্যই মুকুন্দরামের কাব্যখানি এখনও অমর হইয়া রহিয়াছে।

ফুল্লরা কাঁদিয়া কহিল :—

> "সতা সতিন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
> ফুল্লরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা॥"

আজ তাহার অশ্রু-নিরুদ্ধ কণ্ঠ যেন হৃদয়ের কথাটী বলিতে দিল না। একদিকে রাজশাসনের ভয়, অপর দিকে স্বামীর প্রতি সন্দেহ—উভয় স্রোতের মধ্যে পড়িয়া ফুল্লরা সতী হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

কালকেতু কত ভাবিতে ভাবিতে গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল—কুটীর-দ্বারে ভুবনমোহিনী দাঁড়াইয়া—তাঁহার রূপজ্যোতিতে :—

"ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরখানি করে ঝলমল।
কোটী চন্দ্র প্রকাশিত গগনমণ্ডল॥"

কালকেতু বিস্মিত হইয়া বলিল :—

"আমি ব্যাধ নীচ জাতি, তুমি রামা কুলবতী,
পরিচয় মাগে কালকেতু॥
কিবা দেব-দ্বিজ-কন্যা, ত্রিভুবনে এক ধন্যা,
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু॥
ব্যাধ গোঃহিংসক রাড়, চৌদিকে পশুর হাড়,
শ্মশান সমান এই স্থান।
কহি আমি সত্য বাণী, এই ঘরে ঠাকুরাণী,
প্রবেশে উচিত হয় স্নান॥
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ,
থাকিতে থাকিতে দিননাথে।
যদি হয় পাপ নিশা, লোকে গাবে দুষ্ট ভাষা,
রজনী বঞ্চিলা কার সাথে॥
কিবা পথ পরিশ্রমে, আইলা দিগের ভ্রমে,
আয়াস ছাড়িতে এই ঘর।
চল বন্ধুজন পথে, ফুল্লরা চলুক সাথে,
পিছে লয়ে যাব ধনুঃশর॥"

তখনও দেবী নিরুত্তর। কালকেতু আবার বলিল :—

"পুরাণ বসন ভাতি অবলা জনার জাতি,
বক্ষা পায় অনেক যতনে।"

দেবী তখনও নিরুত্তর। এইবার বীরের হৃদয়ে ক্রোধেব আবির্ভাব হইল। বলিল :—

* * *

আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥

* * *

বড়র বহুড়ি তুমি বড় লোকের ঝি।
বুঝিয়া ব্যাধেব ভাব তোর লাভ কি॥"

এত মিনতিতেও দেবীর কোন সাড়া নাই।—তখন কালকেতু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল :—

"চরণে ধরিয়া মাগি ছাড় গো নিলয়।"

কালকেতু 'ভানুসাক্ষী' করিয়া মায়াময়ীকে বধ করিবার জন্য ধনুকে বাণ-যোজনা করিল। কিন্তু দৈবী-মায়ায় সে ধনুঃশর হাতেই রহিয়া গেল। মানুষ ক্রোধে অন্ধ হইলে কাম্য লাভ করিতে পারে না। যখন কালকেতুর ক্রোধ সংযত হইয়া দেবীর চরণে বিলীন হইল—তখন জগজ্জননী মৃদুমন্দ হাস্যচ্ছটায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া কহিলেন, বৎস কালকেতু :—

"আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর॥"

দেবীর কথায় কালকেতুব বিশ্বাস হইল না। সে ভাবিল :—

"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি।
কি কারণে মোর ঘরে আসিবে পার্ব্বতী॥"

বোধ হয় কোন মায়াবিনী মায়াবিস্তাব কবিয়া আমার বাণ ব্যর্থ করিয়াছে। তখন কালকেতু চণ্ডীকে কহিলেন, যদি তুমি সত্যই চণ্ডী হও, তাহা হইলে তোমার দশভুজা মূর্ত্তি দেখাইয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। তখন দেবী দশভুজা মূর্ত্তি ধরিলেন—কালকেতু সবিস্ময়ে বিশ্বমাতার মূর্ত্তি দেখিল। এস্থলে মুকুন্দরাম বিশ্ব-

জননীর যে মূর্ত্তিটী চিত্রিত করিয়াছেন তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়া অপরাধী হইব না। পাঠক ৭২ পৃষ্ঠায় একবার "চণ্ডীর মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ" অংশটী পড়িয়া দেখুন।

ফুল্লরা ও কালকেতু দেবীর চরণে প্রণত হইল। কালকেতু বুঝিল, প্রভাতের আলোকে পত্নীর প্রেম-পূত মুখখানিতে যে আনন্দ দেখিয়াছিলাম তাহা যেন এই আনন্দরূপিণীর প্রত্যক্ষ দর্শনের আনন্দের পূর্ব্বাভাষ জানাইয়াছিল। চণ্ডী কহিলেন, কালকেতু, আমি তোমার দুঃখ দূর করিব। এই বলিয়া একটী অঙ্গুরী তাহাকে দিলেন। ফুল্লরা বলিয়া উঠিল :—

"এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন্ কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম॥"

অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটী টাকা শুনিয়াও ফুল্লরার মন উঠিল না, দেখিয়া চণ্ডী আরও সাত ঘড়া ধন দিলেন। কালকেতু প্রথমবারে দুই ঘড়া ধন লইয়া নিজ ভবনে চলিল। ফুল্লরাও তাহার অনুগমন করিল। কালকেতু দুই ঘড়া ধন বাড়ীতে রাখিয়া আসিল। ফুল্লরা সেই ধনে পাহারা দিতে বাড়ীতে রহিল। কালকেতু পুনরায় দুই ঘড়া ধন আনিয়া রাখিয়া গেল। তৃতীয় বারে দুই ঘড়া ধন লইল। বাকী এক ঘড়ার জন্য আর একবার তথায় আসিতে হইবে মনে করিয়া :—

"মহাবীর বলে মাতা করি নিবেদন।
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন॥
যদি গো অভয়া ধন না দিবা অপর।
এক ঘড়া ধন মাগো নিজ কাঁখে কর॥"

ভক্তবৎসলা মাতা ভক্তের কথা এড়াইতে পারিলেন না। ভক্তের কথায় এক ঘড়া ধন কক্ষে লইয়া বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।—কালকেতু ভাবিতে লাগিল :—"ধন ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্ব্বতী।" কবির এই বর্ণনায় কেমন একটী অকৃত্রিমতা প্রকাশ পাইয়াছে। কালকেতু ব্যাধ—সে মূর্খ ও দরিদ্র। মূর্খ ও দরিদ্রের প্রাণে অর্থপিপাসা কত প্রবল কবি তাহা কেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্বভাব-সরল ব্যাধের প্রাণে যখন যে-ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার সবগুলিই সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। বুঝিতে হইবে, চণ্ডীকাব্যের নায়ক-নায়িকা ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী। কাজেই যে-সময়ে তাহাদের প্রাণে যে ভাবের উদয় হইয়াছে তাহা নিপুণ কবি ভিন্ন অন্যে যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে পারেন না। মুকুন্দরাম নায়কীয় চরিত্রে হীনতার আশঙ্কা না করিয়া তাহা বর্ণন করিয়াছেন। তাই ব্যাধ-নায়কের ঔদার্য্য, মূর্খতা, অমূলক সন্দেহ, সর্ব্বোপরি চরিত্রবল ফুটিয়া উঠিয়াছে। চরিত্রবল ও ঔদার্য্যের সহিত মূর্খতা প্রভৃতি কমলিনী-অঙ্গস্পৃষ্ট শৈবালের মত অথবা কুসুমসন্নিহিত হরিৎ পত্রের মতই শোভমান হইয়াছে।

কালকেতু দেবীপ্রদত্ত অঙ্গুরীটী ভাঙ্গাইবার জন্য মুরারিশীল নামক এক বণিকের আলয়ে গমন করিল। মুরারিশীল একজন প্রবঞ্চক ও জুয়াচোর। তাহার পত্নীও তদ্রূপ। তবে তাহার মধ্যে নারীস্বভাবসুলভ কোমলতা যে নাই তাহা নহে। কালকেতুর সহিত কপট মুরারিশীলের ও তদীয় পত্নীর কথোপকথনটীও অতি সুন্দর। পাঠক দেখিবেন—কবি এস্থলেও কেমন কৌশলে এক প্রবঞ্চক বণিক ও বণিকপত্নীর অধ্যায়টী বর্ণনা করিয়াছেন। বণিকের কপট সম্ভাষ—আর সরলচিত্ত ব্যাধ-নন্দনের সত্যপ্রিয়তার সংগ্রামে কিরূপে সত্য জয়ী ও কপটতা উপহসনীয় হইয়াছে, পাঠক ৭৩।৭৪ পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন এবং দেখিতে পাইবেন, বঙ্গীয় কবি কেমন অন্তর্দৃষ্টির লোকাতীত ক্ষমতায় প্রবঞ্চক বণিকের খিড়কী-পথে বহির্গমন-দৃশ্যটীও দেখিয়া ফেলিয়াছেন।

কালকেতু অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটী টাকা পাইয়া দেবীর আদেশে গুজরাটের বন কাটাইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিল। দেবীর মায়ায় কলিঙ্গরাজ্য জলমগ্ন হইল। প্রজাকুল "রাজার পাপে প্রজা ক্ষয়" মনে করিয়া দলে দলে কালকেতুর নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। প্রথমে বুলান মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি কালকেতুর প্রজা হইল। কালকেতু নবাগত প্রজাকে সাদরে অভর্থনা করিল। বুলানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভাঁড়ুদত্ত নামক একজন মূর্ত্তিমতী শঠতার ন্যায় উপস্থিত হইল। কালকেতু তাহাকেও সমাদরে স্থান দান করিল। ভাঁড়ুদত্ত প্রথম প্রথম নিজের ভণ্ডামি চাপা দিয়া নগর-নির্ম্মাণে কালকেতুর অনেক সাহায্য করিয়াছিল। স্বভাব-সরল কালকেতু ভাঁড়ুদত্তের চাতুরীর রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিল না।

ক্রমে ভাঁড়ুদত্ত রাজ্যের মধ্যে অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। ভাঁড়ু প্রতিদিন হাটে তোলা আদায় করে—তাহার বিধবা ভগিনী হাঁড়ি-বিক্রেতার হাঁড়ি ও গোয়ালাদের পসরা কাড়িয়া লয়—আর তার পুত্রের উৎপাতে ময়রাদের গুড় থাকিবার উপায় নাই—নাগরিক কুলবধূগণ তাহার দৌরাত্ম্যে সন্ত্রস্ত—নগরের শান্তিরক্ষকগণও ভাঁড়ুদত্তের প্রতাপে কেহ কোন কথা কহে না—ইত্যাদি নানা অত্যাচারের কথা বলিয়া প্রজারা রাজার নিকট নালিস করিল। কালকেতু সমস্ত কথা শুনিয়া ভাঁড়ুদত্তকে অত্যন্ত তিরস্কার করিল। ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর তিরস্কারে আস্ফালন করিতে করিতে :—

"যদি হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।
বেচাইব হাটেতে বীরের ঘোড়া হাতী॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা॥"

বলিয়া কিছু বার্জভেট সংগ্রহ করিয়া কলিঙ্গরাজের নিকট উপস্থিত হইল এবং কালকেতুর সম্বন্ধে কত কথা বলিয়া রাজার মন টলাইল। রাজা রোষকষায়িতলোচনে নগরপালকে ডাকাইয়া কালকেতুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। নগরপাল বলিল, রজনী-প্রভাতে তাবৎ সংবাদ যথাযথ নিবেদন করিবে।

নগরপাল গুজরাটে গমন করিল। রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য, নাগরিকগণের বেশভূষা এবং বিদ্যাধরীসন্নিভ কুলবধূগণকে অবলোকন করিয়া অনুভব করিল যেন মূর্ত্তিমতী রাজশ্রী বীরের রাজ্যে রাজ্য করিতেছে।

নগরপাল প্রাতে রাজদরবারে নিবেদন করিল। রাজা কালকেতুর সহিত যুদ্ধে অনুমতি দিলেন। কালকেতু তাহার সেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। যুদ্ধে ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর সিংহবিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন ভাঁড়ুদত্ত কলিঙ্গরাজের পলায়িত সৈন্যসকল সংগ্রহ করিয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধভীতা ফুল্লরা প্রমাদ গণিল। স্বামীকে ভুলাইয়া ধান্যঘরে লুকাইয়া রাখিল।

এদিকে ভাঁড়ুদত্ত কৌশলে কার্য্য সাধনের চেষ্টা করিয়া কপটভাবে ফুল্লরার নিকট উপস্থিত হইয়া কত আশ্বাসের কথা শুনাইল। সরলা ফুল্লরা ভাঁড়ুদত্তের চাটুকারিতায় প্রতারিত হইয়া ধান্যঘরে লুক্কায়িত বীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। চতুর ভাঁড়ুদত্ত সমস্ত বুঝিতে পারিয়া ফুল্লরার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ভাঁড়ু পুরীর বাহিরে গিয়া কোটালকে সমস্ত জানাইল। কবি এস্থলে কালকেতুকে 'ভীরু বাঙ্গালীর' মতই বর্ণনা করিয়াছেন। কালকেতুর মত বীর পত্নীর কথায় লুক্কায়িত হইয়াছিল, বর্ণনা করিয়া তিনি বাঙ্গালী-চরিত্রে অনির্ম্মোচ্য কলঙ্ক-কালিমাকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বোধ হয় তৎকালীন বঙ্গবীরের ঘৃণ্য উদাহরণ কবিকে এ-বিষয়ে দৃষ্টিহীন করিয়াছিল।

এদিকে কালকেতুর শাপাবসান কাল উপস্থিত হইলে চণ্ডী কালকেতুর অমিতপরাক্রম হরণ করিলেন। কোটালের সৈন্যগণ কালকেতুকে বন্ধন করিয়া কলিঙ্গরাজের নিকট লইয়া চলিল। পতিপ্রাণার কাতর ক্রন্দন

কোটালের পাষাণবক্ষঃ দ্রবীভূত করিতে পারিল না। কোটাল কালকেতুকে বাঁধিয়া সম্মুখে আনিবামাত্র কলিঙ্গরাজ তাহাকে কারাগারে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

কালকেতু কারাগারে ভগবতীর স্তব করিতে লাগিল। কালকেতুর কাতর প্রার্থনায় পাষাণীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি স্বর্গীয় শোভায় বন্দিশালা আলোকিত করিয়া কালকেতুকে কহিলেন—"বৎস, কালকেতু! আমি তোমার প্রতি সদয় হইয়াছি—তুমি তোমার ব্যাধ-জীবনের পশুবধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেছ—তোমার পাপের শাস্তিভোগ পূর্ণ হইয়াছে—তুমি কল্যই পবিত্রাণ পাইবে", এই বলিয়া স্বপ্নে কলিঙ্গরাজকে দেখা দিয়া বলিলেন, "তুমি কালকেতুকে ছাড়িয়া দাও"। কলিঙ্গপতি স্বপ্নে চামুণ্ডামূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কালকেতুর বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য বন্দিশালায় গমন করিলেন। দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, কালকেতু ইতঃপূর্ব্বেই বন্ধন-মুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

রাজা পরম সমাদরে কালকেতুকে বিদায় দিলেন। কালকেতু কলিঙ্গভূপতিকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া নিজ রাজধানী গুজরাটে প্রত্যাগত হইল। কালকেতুর অভাবে যে গুজরাট শ্মশানসদৃশ হইয়াছিল আজ তাহা নাগরিকগণের আনন্দ-কোলাহলে ত্রিদশালয়ের মত মুখরিত হইয়া উঠিল।

কালকেতু নগরে আসিয়াই চণ্ডিকার বরে যুদ্ধে নিহত সৈন্যগণকে বাঁচাইল। গুজরাটে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। মৃতপুত্রা মাতা পুত্র ফিরিয়া পাইল। স্বামিবিয়োগবিধুরা তাহার স্বামী দেখিতে পাইল। সকলে কালকেতুকে শাপভ্রষ্ট দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর নিকট আগমন করিল। কালকেতু উপযুক্ত ব্যক্তির উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিদায় দিল।

এদিকে কালকেতুর শাপাবসান কাল উপস্থিত হইল। ইন্দ্র, পুত্রের শাপাবসান কাল জানিয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন। শিবের কথায় চণ্ডিকা বীরের শিয়রে বসিয়া পূর্ব্বজীবনের কাহিনী শুনাইলেন। কালকেতু স্বীয় পুত্র পুষ্পকেতুকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পত্নী ফুল্লরার সহিত দেবতার রূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিল।

মহাদেব ও পার্ব্বতী সাদরে অভিশপ্ত দম্পতীকে বরণ করিয়া লইলেন।—আনন্দময় অমরাবতীতে আনন্দের স্রোত উথলিয়া উঠিল।

উত্তরার্দ্ধ।

পূর্ব্বার্দ্ধ বর্ণিত কালকেতুর উপাখ্যানে পুরুষ কালকেতুর দ্বারা দেবীর পূজা প্রচারিত হইল। এখন দেবী "স্ত্রীলোকের পূজা" লইতে ইচ্ছা করিয়া রত্নমালা অপ্সরীকে ডাকিয়া দেবসভায় তাহার নৃত্য আরম্ভ করাইয়া দিলেন। দেবীর আদেশে অনঙ্গ যৌবন-গর্ব্ব-স্ফুরিতা নৃত্যপরা রত্নমালাকে অব্যর্থ পুষ্পশর হানিলেন। সম্মোহনবাণে রত্নমালার তালভঙ্গ হইলে দেবী ভবানী তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "তুমি ইছানী নগরবাসী লক্ষপতির দুহিতা হইয়া জন্মগ্রহণ কর, তোমার নাম হইবে খুল্লনা; তুমি উজানী নগরবাসী সাধু ধনপতি দত্তের দ্বিতীয়া স্ত্রী হইবে।" রত্নমালা কত কাঁদিয়া শেষে বলিলেন:—"আচ্ছা তাহাই হউক—কিন্তু আমি পৃথিবীতে গিয়া তোমারই পূজায় কালাতিপাত করিব এবং তোমার পূজা-প্রচারে যত্নবতী হইব।" দেবী ইহা শুনিয়া প্রীত হইলেন।

উজানীনগরবাসী সাধু ধনপতি দত্ত একদিন পারাবত-ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক

শ্যেনপক্ষীকে তথায় আসিতে দেখিয়া পারাবতসকল নানাদিকে উড়িয়া গেল। ধনপতি দত্তের শ্বেতা পারাবতীও ইছানী নগর অভিমুখে যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ধনপতি দত্ত সখা জনার্দ্দনকে সঙ্গে লইয়া ঊর্দ্ধমুখে পারাবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। শ্যেনভীতা শ্বেতা উড়িতে উড়িতে সখীপরিবেষ্টিতা, ক্রীড়াপরায়ণা, ঈষদুদ্ভিন্ন-যৌবনা খুল্লনার অঞ্চলে লুক্কায়িত হইল। খুল্লনা শ্বেতাকে অঞ্চলাবৃতা করিয়া সখী সঙ্গে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ধনপতি খুল্লনার নিকট পারাবত ভিক্ষা করিলে যৌবন-আলিঙ্গিতা রহস্য-প্রিয়া খুল্লনা স্বীয় ভগিনী-পতিকে চিনিতে পারিয়া তাহার সেই প্রফুল্ল কুসুমতুল্য মুখখানি রহস্য-পুলকিত করতঃ বলিল, 'এই পারাবত আমার শরণাগত, আমি ইহা আপনাকে দিতে পারি না।' ধনপতি রাজভয় দেখাইলেন; রহস্যমুখরা কিশোরী তাহাতে কর্ণপাতও করিল না বরং কৌতুকের হাস্যে ধনপতির বিভ্রম লাগাইয়া দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

ধনপতি খুল্লনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং জনার্দ্দনকে বলিলেন, 'সখে! তুমি এই কুমারীর সহিত আমার বিবাহ দিয়া আমার জীবনরক্ষা কর।'

দ্বিজ জনার্দ্দন লক্ষপতির গৃহে গিয়া খুল্লনার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। লক্ষপতি 'কুলে শীলে রূপে গুণবান', 'দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত', 'শুদ্ধ সদাচার', 'দাতা', 'কাব্য-নাটকে সুপণ্ডিত' ধনপতিকে বরত্বে পাইয়া খুল্লনার সহিত বিবাহে সম্মতি দিলেন। পত্নী রম্ভাবতীর অমতকে দৈবজ্ঞের আজ্ঞায় প্রশমিত করিয়া লক্ষপতি ধনপতির সহিত খুল্লনার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

এদিকে ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনা স্বামীর পুনঃ দারপরিগ্রহের কথা শুনিয়া যেন শেলাহত হইল। ধনপতি দত্ত তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন :—

"রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে॥
স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী।
রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে পানী॥
অবিরত ওই চিন্তা অন্য নাহি গণি।
রন্ধনের শালে নাশ হইলে পদ্মিনী॥
মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী।
কেহ নাহি রহে ঘরে হইয়া রান্ধনী॥
যুক্তি যদি লহে মনে কহিবে প্রকাশি।
রন্ধনের তরে তব ক'রে দিব দাসী॥
বরিষা বাদলেতে উনানে পাড় ফুঁক।
কর্পূর তাম্বূল বিনা রসহীন মুখ॥"

স্বামীর এই মমতার কথা শুনিয়া, অধিকন্তু একখান পাটশাড়ী ও পাঁচপল সোনা পাইয়া অভিমানিনীর অভিমান দূরীভূত হইল। স্বামী পুনরায় বিবাহে অনুমতি পাইলেন।

খুল্লনার সহিত ধনপতির বিবাহ হইয়া গেল। লহনা ভগিনীকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। কিন্তু লহনার এই ভাব অধিক দিন স্থায়ী হইল না। রাজা বিক্রমকেশরী কোন ব্যাধের নিকট হইতে শুক ও সারিকা উপহার পাইয়াছিলেন। রাজা তাহাদিগকে স্বর্ণ-পিঞ্জরে রাখিতে ইচ্ছা করিয়া ধনপতি দত্তকে গৌড়দেশে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। প্রবাসগামী ধনপতি যাইবার সময় খুল্লনাকে লহনার হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন। লহনা, খুল্লনাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ দাসী দুর্ব্বলা ভাবিল :—

"লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি।
প্রাইট করি মরিব, দুর্জনে দিবে গালি॥
যেই ঘরে দু-সতিনে না হয় কন্দল।
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল॥
একের করিয়া নিন্দা যাব অন্যস্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥"

ইহা ভাবিয়া দুর্ব্বলা লহনার পবিত্র প্রাণকে কলুষিত করিবার উপায় করিল। লহনা বড় সরলপ্রকৃতিক রমণী ; সে দুর্ব্বলার কূটবুদ্ধিতে পড়িয়া নিজের সারল্য বিসর্জ্জন দিল। লহনা দুর্ব্বলার পরামর্শে খুল্লনাকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিল। একদিন লহনা দুর্ব্বলার পরামর্শমত সখী লীলার দ্বারা এক জাল পত্রলিখাইয়া খুল্লনাকে দেখাইল। বুদ্ধিমতী খুল্লনা বুঝিল, তাহা স্বামিকর্ত্তৃক লিখিত নহে। নিজের শুদ্ধচারিতার কথা ভাবিয়া স্বামি-স্বাক্ষরিত সেই কঠিন আদেশলিপির ভীষণতা সে তখনও বুঝিতে পারিল না। সে বলিল—'হয়ত কোন দুষ্ট ব্যক্তি অনর্থ ঘটাইবার জন্য এইরূপ কাণ্ড ঘটাইয়াছে।' খুল্লনা কিছুতেই বোঝে না। অবশেষে লহনা ও খুল্লনার মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গেল। পরিণতবয়স্কা লহনা সমরবিজয়িনী হইল।

খুল্লনা হৃতালঙ্কারা হইয়া বনে ছাগল চরাইতে গমন করিল। তাহার সেই শোকখিন্ন তরুণশ্রী বন্যকুসুমের পরিমলে যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুন্দরী খুল্লনা নব-বসন্তের আগমনে প্রকৃতিসতীর যৌবনভরা সৌন্দর্য্যে বিহ্বলা হইয়া পড়িল। কোকিলের কুহুরব, ভ্রমরের গুঞ্জন, মলয়ের আকুল স্পর্শন খুল্লনাকে বিরহবিধুরা করিয়া তুলিল। বিরহতপ্তা খুল্লনা অবসন্নদেহে বৃক্ষতলে নিদ্রিতা হইয়া পড়িলে চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, "সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে।" খুল্লনা স্বপ্নে মার দেখা পাইয়া কত কাঁদিল। এতদিন মাতা তাহার কোন সংবাদ লয় নাই মনে করিয়া তাঁহার অভিমান উথলিয়া উঠিল। কাতর প্রাণে সর্ব্বশীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কোথাও সর্ব্বশীর দেখা পাইল না। সপত্নীর দারুণ শাসন মনে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বনের চতুর্দ্দিকে উদ্‌ভ্রান্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিল।

খুল্লনা বনে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবকন্যাগণের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিল। দেবকন্যাগণ খুল্লনাকে চণ্ডীমাহাত্ম্য কহিয়া চণ্ডীপূজা করিতে উপদেশ দিলেন। দেবকন্যারা খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিখাইয়া দিলেন—পূজা শেষ হইলে চণ্ডী আবির্ভূতা হইয়া খুল্লনাকে বর দিলেন—"তোমার স্বামী শীঘ্রই প্রত্যাগত হইবেন এবং তুমি স্বামি-সোহাগিনী হইয়া পুত্রবতী হইবে।"

ধনপতি গৌড়ে গিয়া হীনচরিত্র হইয়াছিলেন। চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন—"তুমি অদ্যই বাটী গমন কর।" ধনপতি যেন স্বপ্নযোগে নবশক্তি লাভ করিয়া পরদিনেই উজানীতে আসিবার জন্য রাজার নিকট অনুমতি চাহিলেন। রাজার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ধনপতি উজানীতে প্রত্যাগত হইলেন। লহনা প্রত্যাগত-স্বামীর অনুরঞ্জনের জন্য কালাপগত যৌবনশ্রীকে মার্জ্জিত করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল। খুল্লনা সেদিন সপত্নীর নিষেধসত্ত্বেও নিজে ভগবতী চণ্ডিকাকে স্মরণ করিয়া রন্ধন করিল এবং স্বামীকে ও স্বামীর নিমন্ত্রিতগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইল।

রজনীযোগে খুল্লনা স্বামীর শয়ন-গৃহে লুক্কায়িত রহিল। স্বামী প্রিয়তমা খুল্লনার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রহস্যপরা খুল্লনা স্বামীর আকুল উদ্বেগে আর থাকিতে না পারিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল এবং অশ্রুজলে স্বামীর বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া লহনা তাঁহাকে যত দুঃখ দিয়াছে একে একে সব বলিল। শুনিয়া ধনপতি দত্ত লহনাকে কত তিরস্কার করিলেন।

ধনপতি দত্ত পিতৃশ্রাদ্ধ করেন নাই। পুরোহিত আসিয়া ধনপতিকে পিতৃশ্রাদ্ধের কথা বলিলেন। ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কুটুম্ববর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণের সম্মানের পর স্বজাতি-পূজার সময় ধনপতি চাঁদবেণেকে মাল্যচন্দন দিলেন। তাহাতে বণিকসমাজে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা প্রকৃতই অনুধাবনযোগ্য। (১৮০। ১৮১ পৃঃ) তখন রুষ্ট স্বজাতীয়গণ এক ছল ধরিয়া বসিল যে, ধনপতি দত্তের স্ত্রী পূর্ণ-যৌবনে বনে ছাগল চরাইত।

"শুখানের মৎস্য আর নারীর যৌবন।
ত্রিপান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥
অযত্নে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন্ জন।
দেখিলে ভুলয়ে ইথে মুনি জনার মন॥
খুল্লনা পরীক্ষা দেক যদি হয় সতী।
তবে নিমন্ত্রণে দিব সবে অনুমতি॥"

জ্ঞাতিগণের কথা শুনিয়া খুল্লনা পরীক্ষাদানে আগ্রহবতী হইল। ধনপতি বলিলেন, 'তোমার পরীক্ষা দিয়া কাজ নাই, জ্ঞাতিগণের দ্বিতীয় কথা রক্ষা করিব—আমি একলক্ষ মুদ্রা দিতেছি।' খুল্লনা বলিল—'না, তাহা হইবে না—পরীক্ষা না দিলে আমার কলঙ্ক রহিয়া যাইবে, অধিকন্তু জ্ঞাতিগণ আজ এক লক্ষ মুদ্রা পাইয়া আবার অন্য সময়ে হয়ত অন্য ছলে মুদ্রা আদায় করিবে—অতএব এ অনর্থে প্রয়োজন কি?'

খুল্লনা সতী পরীক্ষা দিল, পরীক্ষায় সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। খুল্লনা সতী অগ্নিসংস্কৃত স্বর্ণের মত মনোজ্ঞ হইয়া উঠিল।

ইন্দ্রপুত্র মালাধর শঙ্করের শাপে খুল্লনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। মালাধরের দুই পত্নীর মধ্যে একজন সিংহলরাজের ও অপরে বিক্রমকেশরীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিল।

এদিকে রাজভাণ্ডারে শঙ্খ চন্দনাদির অভাব হওয়াতে ধনপতি সিংহলে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। ধনপতি রাজার আদেশ এড়াইতে না পারিয়া সিংহলে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অন্তর্ব্বত্নী খুল্লনা স্বজাতির ভয়ে স্বামীর নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া লইল। ধনপতি বিদায়ের কালে খুল্লনার প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী-পূজার মঙ্গলঘটে পদাঘাত করিয়া "স্ত্রী দেবতা" বলিয়া অবজ্ঞা করতঃ গমন করিলেন।

যথাকালে খুল্লনার এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। স্বামীর আদেশানুসারে তাহার নাম শ্রীপতি (শ্রীমন্ত) রাখা হইল। শ্রীপতি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়ে; একদিন শ্রীপতি গুরুকে এক কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। গুরুমহাশয়ের উত্তরে শ্রীপতির তৃপ্তি হইল না—তাহার বদনে যেন উপহাসের রেখা দেখা দিল। গুরু বুঝিতে পারিয়া অকথ্য ভাষায় তাহাকে গালাগালি দিলে শ্রীপতি মনোবেদনা পাইয়া মাতার নিকট পিতার কথা উত্থাপিত করিল। খুল্লনা শ্রীপতিকে সমস্ত পরিচয় দিল। শ্রীপতি দ্বাদশবর্ষাধিক নিরুদ্দিষ্ট পিতার অনুসন্ধানের জন্য সিংহল যাত্রা করিল।

এদিকে ধনপতি দেবীর ঘটে পদাঘাত করিয়া 'সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরে' চড়িয়া কালীদহে উপনীত হইলেন। দেবীর মায়ায় এক মধুকর ব্যতীত সমস্ত ডিঙ্গা জলমগ্ন হইল। ধনপতি কালীদহে কমলবনে এক গজগ্রাস-শীলা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কামিনী দেখিয়া গিয়া সিংহলরাজের নিকটে নিবেদন করিলেন। সিংহলরাজ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া ধনপতিকে বলিলেন, 'যদি তুমি ইহা দেখাইতে না পার তবে তোমাকে যাবজ্জীবন বন্দিশালে থাকিতে হইবে।' ধনপতি রাজাকে কমলকাননমধ্যস্থা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কামিনী দেখাইতে না পারিয়া রাজাকর্ত্তৃক বন্দিশালায় নিক্ষিপ্ত হইয়া কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীপতিও পিতার অন্বেষণার্থ সিংহলে আসিতে রাজার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সাত খানি তরী লইয়া বহির্গত হইল। চণ্ডী মগরায় শ্রীমন্তকে ছলনা করিলেন। শ্রীমন্ত বিপদে পড়িয়া চণ্ডীর স্তব করিতে লাগিল। চণ্ডী শ্রীমন্তকে আশ্বাস দিলেন। শ্রীমন্ত ক্রমে কালীদহে উপস্থিত হইয়া কমলাসনা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। শ্রীমন্ত সিংহলে গিয়া রাজাকে এই অসম্ভব কথা জানাইলে, সিংহলরাজ কুপিত হইয়া বলিলেন,—'বহুকাল পূর্ব্বে এক ব্যক্তি এই কথা বলিয়া শাস্তি ভোগ করিতেছে, আজ আবার

বালক হইয়া তুমি এমন কথা কহিতেছ কেন? যদি তোমার কথা মিথ্যা হয় তবে দক্ষিণ মশানে তোমার শির কর্ত্তিত হইবে।' শ্রীমন্ত স্বীকৃত হইল,—কিন্তু দেখাইতে না পারিয়া কোটালকর্ত্তৃক দক্ষিণ মশানে নীত হইল।

শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে উপস্থিত হইয়া চণ্ডিকার স্তব করিতেছে এমন সময়ে চণ্ডী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া কোটালের নিকট শ্রীমন্তের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। কোটাল শ্রীমন্তকে ছাড়িতে চাহিল না দেখিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীরূপিণী চণ্ডিকা ক্রোধে কম্পিত কলেবরে হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন। সেই হুহুঙ্কারে কোটাল ভয়প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। বৃদ্ধা শ্রীমন্তকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বকুল বৃক্ষের তলদেশে উপবেশন করিলেন। রাজা এই সংবাদ পাইয়া অনেক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন; বৃদ্ধার সমরে অনেকেই প্রাণ হারাইল।

শালবান রাজা বুঝিলেন, এই বৃদ্ধা সামান্য বৃদ্ধা নহেন, ইনি লোকমাতা শক্তিরূপিণী চিরপুরাতনী। সিংহলরাজ স্তব করিয়া চণ্ডীর দয়া আকর্ষণ করিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন,—"যাও এবার কালীদহে প্রফুল্ল কমলারূঢ়া গজগ্রাসশীলা কামনী দেখিয়া আইস।"

শ্রীমন্ত রাজাকে ঐ দৃশ্য দেখাইয়া আনিল। সিংহলরাজ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন,—এত যে লীলা—সেই লীলাময়ীর কার্য্য ইহা বুঝিলেন। শ্রীমন্তের প্রার্থনায় দেবীর আদেশে ধনপতি দত্ত কারামুক্ত হইলেন। ধনপতি পত্নী খুল্লনাকে যে জয়পত্র দিয়া আসিয়াছিলেন শ্রীমন্ত তাহা তাঁহাকে দেখাইল। দেবীর বরে ধনপতির বিকৃতদেহ পূর্ব্ববস্থা প্রাপ্ত হইল। অতঃপর দেবীর আদেশে সিংহল-রাজকন্যা সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। সুশীলা ও শ্রীমন্ত তাহাদের মিলনের দিনে যেন পূর্ব্ব-জীবনের মিলন-দৃশ্য দেখিতে পাইল।—যেন শুভদৃষ্টির পবিত্র মুহূর্ত্তে তাহারা কোন্ সুদূর স্বর্গের মনোহর দৃশ্য দেখিয়া ও অমৃত কণ্ঠের কোলাহল শুনিয়া আত্মহারা হইল। শ্রীমন্তের জন্য খুল্লনার ব্যস্ততা দেখিয়া চণ্ডী শ্রীমন্তকে স্বপ্নে মাতার কথা বলিলেন। শ্রীমন্ত দেশে যাইবার প্রস্তাব করিল। সিংহলরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যা ও জামাতাকে বিদায় দিলেন।

এততেও ধনপতির "স্ত্রীদেবতার" উপর বিদ্বেষভাব অপগত হইল না। সিংহলরাজ ও পুত্র শ্রীমন্ত তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু তাঁহার সে ধনুর্ভঙ্গ পণ কিছুতেই টলিল না। পথিমধ্যে মগরায় ধনপতি পূর্ব্ব-বিপদের কথা মনে করিয়া দুঃখে সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিলেন। দেবীর কৃপায় ধনপতি জলমগ্ন হইলেন না।

পিতাপুত্রে গৃহে পৌছিলে খুল্লনা পুত্রবধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিল।

অতঃপর পিতাপুত্রে রাজা বিক্রমকেশরীর সভায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্ত কথায় কথায় কালীদহের কথা বলিলে, রাজা বিক্রমকেশরী মনে করিলেন, মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে উপহাস করিতেছে। এই মনে করিয়া বিক্রমকেশরী বলিলেন, 'যদি ইহা দেখাইতে পার তবে আমি আমার কন্যা জয়াবতীর সহিত তোমার বিবাহ দিব।' শ্রীমন্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিল। রাজা বিক্রমকেশরী আড়ম্বরের সহিত কালীদহে গমন করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া শ্রীমন্তকে উত্তর মশানে প্রেরণ করিলেন। শ্রীমন্তের স্তবে চণ্ডী সদয় হইয়া রাজার সেনাবল ব্যর্থ করিলেন। রাজা পরিহার প্রার্থনা করিয়া মৃত সৈন্যের জীবন-ভিক্ষা চাহিলেন। চণ্ডী মৃত সৈন্যগণকে বাঁচাইয়া দিলেন। পরে চণ্ডীর অনুগ্রহে রাজা কালীদহে "কমলে-কামিনী" দেখিতে পাইয়া অর্দ্ধরাজ্য ও স্বীয় জয়াবতী নাম্নী কন্যা দান করিলেন।

ধনপতি দত্ত ধ্যানে হরপার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন।

"দোষ ক্ষমা করি মোর লহ পুষ্পজল।
অন্তকালে চরণ-কমলে দিও স্থল॥"

চণ্ডী পরিতৃপ্ত হইলেন। সপত্নীদর্শনে সুশীলার শোকাশ্রুপ্রবাহ উথলিয়া উঠিল। ভগবতী সুশীলাকে আশ্বাস দান করিলেন।

শ্রীমন্ত জরতী বেশধারিণী চণ্ডিকাকে চিনিতে পারিল। তখন চণ্ডী খুল্লনাকে বলিলেন,—"মা খুল্লনা, মনে করিয়া দেখ তুমি কে? তোমার শাপভোগ শেষ হইয়াছে। তখন খুল্লনা স্বর্গের দুন্দুভি শুনিতে পাইল—স্বর্গীয় কাননের সৌরভ যেন খুল্লনার সমস্ত ব্যথা হরণ করিয়া লইয়া গেল। খুল্লনা বলিল—'আমি আর কত দিন পৃথিবীতে থাকিব?' তখন খুল্লনা নিজের স্বামীকে সকল কথা বলিল। ধনপতি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

চণ্ডিকার আদেশে খুল্লনা, শ্রীমন্ত, সুশীলা ও জয়াবতী দেবজ্যোতি ধরিয়া স্বর্গারোহণ করিল। চণ্ডীর অনুগ্রহে লহনা পুত্রবতী হইল। ধনপতি দত্ত চণ্ডীপূজা করিয়া আবার সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। খুল্লনার পবিত্র স্মৃতি তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইয়া রহিল। *

কাব্য-সমালোচনা।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী বঙ্গভাষার এক মূল্যবান্ সম্পদ্। মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি ছিলেন এজন্য তিনি মানব-জীবনের সুখ দুঃখের কথা, সমাজের নিখুঁৎ চিত্র যেমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন অন্য কবির পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁহার কাব্য বঙ্গীয় সমালোচকের এখনও সমালোচ্য হইয়া রহিয়াছে। এ বিষয়ে ১৩২৫ সালের চৈত্র সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় যে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইয়াছে, আমরা এস্থানে তাহা ভারতবর্ষ-সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত করিলাম।

"কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উপাখ্যান-ভাগ দুইটি। প্রথম ভাগে কালকেতুর উপাখ্যান, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। দুইটী উপাখ্যানই মনোহর, তন্মধ্যে শ্রীমন্তের কাহিনী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল বাঙ্গালীই জানে অথবা জানিত। এরূপ করুণসপূর্ণ কাহিনীর যিনি প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বঙ্গ-নরনারী তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিবে সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণ এই উপাখ্যান-ভাগ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এই উপাখ্যান পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, কবি তাহাই পুনরায় সাজাইয়া নূতন করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। চণ্ডীর গান পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; কবিরা তাহাই উপজীব্য বিষয় করিয়া নূতন বাক্যে রচনা করিতেন। এইরূপেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, "ধর্ম্মমঙ্গল" "বিদ্যাসুন্দর" ও "মনসার ভাসান" বহু কবির হাত দিয়া আসিয়াছে। প্রথমে কোন্ ব্যক্তি এই সকলের সৃষ্টি করেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই সুকঠিন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, 'মুকুন্দরামের পূর্ব্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না।' বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃঃ প্রণীত হয়। এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন। মুকুন্দরাম তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন,

'গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ।'

ইহা দ্বারা অনুমান হয়, বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় কাব্য রচনা করেন। মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু।

* এই ভূমিকা লিখিতে শ্রদ্ধাস্পদ দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং বঙ্গবাসীর সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

সে যাহা হউক, গল্পটি মৌলিক নহে বলিয়া মুকুন্দরামের কাব্যের অপ্রশংসা করিবার কিছু নাই। তিনি কেমন সাজাইয়াছেন, তাহাই দেখিতে হইবে। ইংরাজ কবি সেক্সপীয়র যে-সকল নাটক লিখিয়া এত যশস্বী হইয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক উপাখ্যানই তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকদিগের নিকট হইতে ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৌলিকতার হানি হয় নাই। তিনি যে-প্রকার সাজাইয়াছেন, তাহাতে অভিনবত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি রচনা-ভঙ্গীতে, কি নায়কনায়িকা পাত্রপাত্রীর চিত্রাঙ্কণে কবিকঙ্কণ যে শিল্প-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ,—গল্প মৌলিক না হইলেও ক্ষতি নাই।

কবিকঙ্কণের ভাষা অতি সবল। তাঁহার বচনাতে ছত্রে-ছত্রে প্রসাদগুণ পরিস্ফুট। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভাষার পারিপাট্য তাঁহার নাই;—এই ভাষার পারিপাট্য নাই বলিয়াই আমার মনে হয়, তাঁহার কবিত্ব এত সুন্দর ফুটিয়াছে।

মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি বলিয়াই প্রাণের সুখ-দুঃখের কথা এত সোজা ভাষায় অথচ এমন মর্ম্মস্পর্শী কথায় ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। কবি দরিদ্র ছিলেন; দরিদ্রের কাহিনী বলিতে তিনি যেরূপ পারিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় অল্প কবিই পারেন। কালকেতুর উপাখ্যান অন্য বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও এই জন্যই এত হৃদয়গ্রাহী। বস্তুতঃ কবি নিজে যাহা ভুগিয়াছেন, তাহাই যেন অকপটে বলিয়া আমাদিগের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছেন। গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে তিনি যে নিজের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া পাষণ্ডেরও চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়।

কবিকঙ্কণের কবিত্বের আর এক বিশেষত্ব এই যে, তিনি তৎকালের সমাজের এক নিখুঁৎ চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। লোকে তখন কিরূপে জীবন যাপন করিত, কি খাইত পরিত, কি ভাবিত, চিন্তা করিত, এ সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। এ সকল বিষয়ে কবির অতিরঞ্জনের একটুকুও প্রয়াস নাই, বরং খুঁটিনাটি লইয়াই তিনি এই সকল চিত্র আঁকিয়াছেন। কেহ-কেহ মনে করেন যে, মানুষে কি খায় পরে, কি প্রকার থাকে, বেড়ায়, ইত্যাদি সামান্য কথার বর্ণনায় আর কবিত্ব কি? কিন্তু লোক-চরিত্রের প্রকৃত ছবি দিতে গেলে, এই সকলের আবশ্যকতা আছে,—নতুবা কাব্যে প্রকৃত লোক-চরিত্র বুঝান অসম্ভব। এই সকল খুঁটিনাটির মূল্য আছে বলিয়াই দুর্ব্বলা দাসীর নিখুঁৎ চরিত্রটি এত স্পষ্ট। দুর্ব্বলা ধনপতির শয্যা রচনা করিয়া যে ক্ষুদ্র কাণ্ডটা করিল, তাহা যদি কবি না বলিতেন, তবে দুর্ব্বলা-চরিত্র বুঝিতাম কি প্রকারে?

"শয্যা বিছাইয়া দাসী, ধরিতে না পারে হাসি,
বার চারি গড়াগড়ি যায়।"

পুনশ্চ, দুর্ব্বলার বেসাতি করার খুঁটিনাটি বর্ণনা না দিলে কি তাহার প্রকৃত চরিত্র হৃদয়ঙ্গম হইত? এই প্রকারে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুল্লনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়ুদত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক (কালকেতু উপাখ্যান), দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী সংসারের নিখুঁৎ চিত্র; এবং নিপুণ কবি খুঁটিনাটি দিয়াই এই সকলের বর্ণনা আমাদিগের নিকট উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন।

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, মুকুন্দরাম বাঙ্গালী মহাকবিদিগের মধ্যে একজন প্রধান। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের পরেই তাঁহার আসন।"

শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশকের নিবেদন।

রামায়ণ ও মহাভারতের মত কবিকঙ্কণ চণ্ডীও বঙ্গবাসীর তুল্য আদরের। যে কাব্য প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া এপর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সাহিত্যকে অলঙ্কৃত এবং নানারূপে বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাতীয়ত্বের বীজ সতেজ রাখিয়াছে আমরা তাহার এক সংস্করণ বাহির করিলাম।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী পূর্ব্বতন বাঙ্গালী-সমাজের একখানি নিখুঁৎ চিত্রপট। ইহা বহুদিন হইতে বঙ্গসমাজে সবলতা ও স্বাস্থ্য প্রদান করিয়া জাতীয়ভাবকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাহার একখানিও সুন্দর ও ভদ্রসমাজে পাঠোপযোগী সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। বটতলার কুৎসিত ছাপা ও ভ্রান্ত পাঠপূর্ণ পুস্তকই সকলে পড়িয়া থাকেন। সেই অভাব দূরীকরণের জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

"বাঙ্গালী সকল দিক হইতে আপন বাঙ্গালিত্বের দ্বারা পুষ্ট হইলেই তবে যথার্থভাবে সার্ব্বজাতীয় মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে। স্বদেশের ভূমি হইতে তাহার হৃদয়ের শিকড় গুলিকে বিচ্ছিন্ন করিলেই সে যে উদার মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে তাহা কখনই নহে—"

কবি রবীন্দ্রনাথের এই অমূল্য উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস এই কবিকঙ্কণ চণ্ডীও আধুনিক সময়ে প্রকাশিত রামায়ণ ও মহাভারতের মত সুদৃশ্য সুখপাঠ্য ও সুরুচিসঙ্গত করিয়া মুদ্রিত হইল।

মাননীয় E B. Cowell সাহেব বঙ্গভাষার একজন অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি বঙ্গীয় কবির এই কাব্য-খানিকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাঙ্গালীর গ্রাম্য সৌন্দর্য্যটুকু যে সরল গ্রাম্যসুরে মনোরম হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ইংরাজীতে তাহার আংশিক অনুবাদও করিয়াছেন। তিনি মুকুন্দরামকে চসারের মত উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং স্বয়ং ভূমিকার একাংশে লিখিয়াছেন :—

"It is this vivid realism which gives such a permanent value to the descriptions. Our author is the Crabbe among Indian poets and his work thus occupies a place which is entirely its own. * In fact, Bengal was to our poet what Scotland was to Sir Walter Scott ; he drew a direct inspiration from the village-life which he so loved to remember."

কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি, বঙ্গবাসী সংস্করণ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও ১২৩৫ সালে মুদ্রিত একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আমরা আমাদের এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। ১২৩৫ সালের মুদ্রিত পুস্তকখানি বাঁকুড়াজেলার অন্তর্গত বেলিয়াতোড় গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতেও আমরা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া 'বঙ্গবাসীর' নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

সকল সময়ের রুচি একরূপ থাকে না। কাল ও অবস্থাভেদে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এজন্য আমরা স্থানে স্থানে যাহা আধুনিক রুচির বহির্ভূত এমন কয়েকটি স্থল পরিবর্জ্জন এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি অশ্লীল শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি—তাহাতে গ্রন্থের মূল সৌন্দর্য্যের হানি না হইয়া বরং তাহার বৃদ্ধি এবং সকল পাঠক পাঠিকারই উপযোগী হইয়াছে।

চণ্ডীকাব্য প্রাদেশিকশব্দবহুল। এজন্য অনেক স্থলে তাহার অর্থবোধ করা কষ্টকর ও অসাধ্য হইয়া উঠে। আমরা পাদটীকায় ও পরিশিষ্টে সেই দুর্ব্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। ইহাতে পাঠক পাঠিকাগণের সুবিধা হইবারই কথা।

গ্রন্থমধ্যে এমন কতকগুলি সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ আছে, যাহার ব্যবহার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—আশুশুক্ষণি, কুরুতা, মথ, নিম্ব, মাতুলুঙ্গ, মারুতি (গর্ভস্থ ভ্রূণ), তনূনপাৎ, তবক, পশ্চাতোহর, রথাঙ্গপাণি, লাস, জরঠ, ঝস, ঘনসার, বার্ত্তন (বার্ত্তায়ন), প্লবঙ্গ, মাকন্দ, উপালম্ভ প্রভৃতি—আবার এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা পশ্চিম বঙ্গে ও হিন্দীভাষায় প্রচলিত, যথা—খেদাবাগ, বেঙতড়কা, ফরিকাল, সঞ্চেসঞ্চ (যথাস্থানে), ছামনি, মোকা, বাগুলা, ছড়, ধুকড়ি, খোসলা, ওচা, রাড়, জাত, বাড়ি, দেড়ি, বেরুণ, দাঁত্যা, নাছ, ডোল, বাব, ফজব, বেবাদার, দানিশবন্দ, কলন্তর, বিড়া, আউচালি, ধাবাড়ে, লাদিয়া, ডাড়ুকা, চামাটি, গাভা, কড়া, তোক, ববাতি, নেউটিয়া, গাহা (৫টাতে গণনা হয়), ছাট, ফাবড়, পাকল, নিচোড়, তপাস, বেসাতি, বেসার, সাঁপুড়া, নিয়ড়, বিহান, নাযব, পোয়াল, তড়েবাঁকে, আখুচী, বকাল, ঝনকাঠ, আহড, আগলী, রেজা, দিগারী, উসাস, কুলি, বেগর, মালুমকাঠ, সাট, হোলা ফেফাতুরা, ডাঙ্গাতি ভ্রুকুণ্ডা, বড়াইবুড়ী, আউলী, গাবান, মুনসিব, আহলবাহল, ঢেম্বা, হাবেশ, নিয়ড় ইত্যাদি। গ্রন্থমধ্যে পাদটীকায় ও পরিশিষ্টে এ সকলের অর্থ লিখিত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী বহুপ্রাচীন কাল হইতে চামর মন্দিরা সহযোগে গীত হইয়া আসিতেছে। এজন্য গায়কগণ শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য যে আপনারা কিছু কিছু যোগ করিয়া দিয়াছেন ইহা সহজেই অনুমেয়। প্রধানতঃ এই কারণেই চণ্ডীকাব্য মূল রচনা হইতে অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একই বিষয় বিভিন্নচ্ছন্দে রচিত হইয়াছে দেখিতে পাইয়া আমাদের এই অনুমান বদ্ধমূল হইয়াছে।

মুকুন্দরাম একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কবি ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মুকুন্দরামের চণ্ডী বলিয়া প্রসিদ্ধ পুস্তকে শ্রীমন্তের চৌত্রিশা স্তবে অন্তঃস্থ ও বর্গীয় ব এর প্রয়োগে অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্যও আমরা অনুমান করি, হয়ত কোন অসংস্কৃতজ্ঞ কবিকর্ত্তৃক ঐরূপ লিখিত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাঠ করিলে জানা যায়, খুল্লনা লহনা প্রভৃতি রমণীগণ শাস্ত্রকথা অবগত ছিলেন; এমন কি ব্যাধনন্দিনী ফুল্লরার মুখেও অনেক শাস্ত্রকথা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই অনুমান হয় যে, তৎকালে সমাজের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ছিল। গ্রন্থে দীর্ঘ কেশ রাখার কথাও লিখিত আছে। যখন যাহাকে কোন কার্য্য করিতে বলা হইয়াছে তখন তাহাকে পাণ দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য অনুমান হয়, তখন পাণের ব্যবহারটা প্রচুর পরিমাণে ছিল। এতদ্ভিন্ন স্বামিবশীকরণের জন্য মন্ত্র তন্ত্র ঔষধ ব্যবহারের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে এ-সকলের ব্যবহার প্রায়ই শুনা যায় না। ১২৮ পৃষ্ঠায় বর ও বরযাত্রীর গমন অংশে—

ধূলাখেলা ঢেলাবৃষ্টি, মেলিলে না রহে দৃষ্টি,
দুই দলে খুনাখুনি পড়ে ॥”

এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কালক্রমে সভ্যসমাজে এখন এই বর্ব্বরতা বিগত হইয়াছে। তবে পশ্চিম বঙ্গে কোথাও কোথাও “ঢেলাই চণ্ডীর টাকা” বলিয়া বরপক্ষীয় লোকদের নিকট হইতে কিছু আদায়ের প্রথা প্রচলিত আছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী যে কেবল বাঙ্গালীর সমাজচিত্র তাহা নহে; ইহা কবির সমসাময়িক সমাজচিত্র এবং বাঙ্গালীর চরিত্রচিত্রে যেমন বাঙ্গালীমাত্রেরই জ্ঞাতব্য এবং ইতিহাস-রসিকের আদরণীয়, তেমনি ইহা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, সত্যের জয়, সতীত্বের মহিমা এবং পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের গৌরবে প্রত্যেক বাঙ্গালীর চরিত্রগঠনে ও মনুষ্যত্বলাভে সহায়স্বরূপ। এরূপ উপাদেয়ত্ব অনুভব করিয়াই প্রাচীন কাব্যখানির বর্ত্তমান সুলভ সচিত্র সুখপাঠ্য সংস্করণ বঙ্গীয় পাঠকপাঠিকার করে অর্পণ করিতেছি।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। যদিও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, তথাপি নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। প্রথম সংস্করণ কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রকাশের সময় আমরা যে উদ্বেগ পোষণ করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় আমাদের সে উদ্বেগ নাই। বুঝিয়াছি বাঙ্গালী পাঠক ভাল জিনিষের আদর করিতে শিখিয়াছে এবং প্রাচীন কাব্যেতিহাসের প্রতি অনুরাগ তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে হিতবাদী-সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতি রূপে কবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন;—তাহাতে তিনি আমাদের সংস্করণ চণ্ডীর যে যে ক্রটির উল্লেখ করিয়াছেন আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বর্ত্তমান সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া দিলাম। গণেশ বন্দনায়—

"কুঙ্কুম-চর্চ্চিত অঙ্গ   শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ,
শূল দণ্ড ইষ্ পাশ করে॥"

এই উক্তিতে তিনি গণেশের প্রচলিত ধ্যানের সহিত অসামঞ্জস্য দেখাইয়া আমাদের সংস্করণের যে ক্রটি দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমান সংস্করণে তাঁহার নির্দেশমত তন্ত্রসারধৃত গণেশের ধ্যানানুযায়ী—

"কুঙ্কুম-চর্চ্চিত অঙ্গ,   শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ,
শৃণি দন্ত ইষ্ট পাশ করে॥"

এইরূপ পরিবর্ত্তিত পাঠ সংযোজন করিয়া দেওয়া গেল। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য অংশও এইরূপে সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য অংশ আমরা বাদ দিই নাই। তবে প্রথম সংস্করণে খুল্লনার চণ্ডী পূজা অংশে (১৫১ পৃঃ—)

"শিখীর উর্দ্ধে ব্যোম,   তাহার উর্দ্ধে সোম,
বামাক্ষী-বিন্দু-বিভূষিত।"

কবিতাংশ না বুঝিতে পারার জন্য বাদ দিয়াছিলাম বলিয়া সভাপতি মহাশয় যে অনুযোগ করিয়াছেন তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য যে, আমাদের আদর্শ পুঁথি বা মুদ্রিত পুস্তকে ঐ কবিতাংশ ছিল না। পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যদি বঙ্গবাসী-সংস্করণ চণ্ডীর ১৪৭ পৃষ্ঠায় উক্ত কবিতাংশ দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন অনেক পুথিতে বা মুদ্রিত পুস্তকে ঐ কবিতাংশ না থাকায় ঐ পুস্তকে উক্ত কবিতাংশ বন্ধনী মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। যাহাই হউক সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশমত উক্ত কবিতাংশটি এই সংস্করণে সংযোজিত হইল এবং ঐ কবিতাংশের তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যাও পাদটীকায় সংযোজিত করিয়া দিলাম।—১৫১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

প্রথম সংস্করণে ব্যস্ততার সহিত পুস্তক ছাপিতে হইয়াছিল বলিয়া যে-সকল মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটিয়াছিল এবং সম্পাদকের অজ্ঞাতসারে আরো যাহা দুই একটি ভুল রহিয়া গিয়াছিল এ সংস্করণে সবিশেষ যত্ন-সহকারে সেই সকল ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল। পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়

কৃপাপূর্ব্বক আমাদের ঐ সকল ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছেন এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী-কাব্য এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এজন্য বর্ত্তমান সংস্করণ ইহা পরীক্ষার্থিগণের উপযোগী করিয়া সম্পাদিত হইল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্বন্ধে আমাদের দেশের সুধী কৃতবিদ্যগণ "ভারতী" "প্রবাসী" "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা" "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রে যে-সকল যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন তাহা ঐ ঐ পত্রিকার সম্পাদকগণের অভিমতানুসারে পুস্তকের ভূমিকা ও পরিশিষ্ট ভাগে প্রদত্ত হইল। আশা করি ইহাতে পরীক্ষার্থিগণের বিশেষ উপকার হইবে। ফলতঃ এই সংস্করণে পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য আমরা চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে প্রথম সংস্করণের ন্যায় বর্ত্তমান সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্যামোদিগণের মনোরঞ্জন করিতে পারিলে আমাদের অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

সূচী।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান।

চিত্রসূচী

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

গণেশ বন্দনা।

বেদান্ত দরশনে, ব্রহ্মা বলি বাখানে,
অন্যে বলে পুরুষ-প্রধান।
বিশ্বের পরম-গতি, হেতু অন্তরায়-পতি,
তাঁরে মোর লক্ষ পরণাম॥
বন্দ দেব গণপতি দেবের প্রধান।
ব্যাস আদি যত কবি, তোমার চরণ সেবি,
প্রকাশিলা আগম পুরাণ॥
গিরিসুতা অঙ্গজনু, খর্ব্ব পীবর তনু,
একদন্ত কুঞ্জর-বদন।
প্রণত জনের নিঘ্ন, দূর কর মম বিঘ্ন,
তব পদে করিনু বন্দন॥
অবনী লোটায়ে কায়, প্রণাম তোমার পায়,
কর মোরে কৃপাবলোকন।
করিয়া তোমায় ভক্তি, মুনিগণে পায় মুক্তি,
চারি পুরুষার্থের সাধন॥

অঙ্গের বন্ধুক-ছটা, আজানুলম্বিত জটা,
শশিকলা মুকুট-মণ্ডন।
চরণ-পঙ্কজ-রাজে, কনক নূপুর বাজে,
অঙ্গদ বলয় বিভূষণ॥
কুঙ্কুমচর্চ্চিত অঙ্গ, শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ,
শৃণি দন্ত ইষ্ট পাশ করে।
শিবসুত লম্বোদর, আজানুলম্বিত কর,
রণজয়ী যে তোমারে স্মরে॥
পরিধান দ্বীপিচর্ম্ম, নিরন্তর জপ কর্ম্ম,
দুই করে কুশ সুশোভন।
অঙ্গে যোগপাটা শোভে, অলিকুল মধুলোভে,
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান॥
নিরন্তর জপস্তুতি, বিঘ্নরাজ গণপতি,
হৈমবতী-হৃদয়-নন্দন।
গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অন্তরায়—বিঘ্ন। অঙ্গজনু—পুত্র। আগম—তন্ত্রশাস্ত্র। পীবর—মোটা। নিঘ্ন—আয়ত্ত। চারি পুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বন্ধুক—বাঁধুলি ফুল। অঙ্গদ—বাজু। শৃণি—অঙ্কুশ। ইষ্ট—বর। মাতুলুঙ্গ—দাড়িম্ব বা লেবু। যোগপাটা—পূজাদির প্রথমে ধারণীয় উত্তরীয় বিশেষ।

সরস্বতী বন্দনা।

বিধিমুখে বেদবাণী, বন্দ মাতা বীণাপাণি,
ইন্দু-কুন্দ-তুষার-সঙ্কাশা।
ত্রিলোকতারিণী ত্রয়ী, বিষ্ণুমায়া বর্ণময়ী,
কবিমুখে অষ্টাদশ ভাষা॥
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান, শ্বেতবস্ত্র পরিধান,
কণ্ঠে ভূষা মণিময় হার।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে,
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার॥
শিরে শোভে ইন্দুকলা, করে শোভে জপমালা,
শুকশিশু শোভে বাম করে।
নিরন্তর আছে সঙ্গী, মসীপাত্র পুঁথি খুঙ্গি,
স্মরণে জড়িমা যায় দূরে॥
দিবানিশি করি ভাগ, সেবে যাবে ছয় রাগ,
অনুক্ষণ ছত্রিশ রাগিণী।
রবাব খমক বেণী, সপ্তস্বরা পিনাকিনী,
বেণু বীণা মৃদঙ্গ-বাদিনী॥
সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দ্দশ, সঙ্গীত কবিত্বরস,
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
কহি গো অঞ্জলিপুটে, উর গো আমার ঘটে,
দূর কর দুর্গতি কুজ্ঞান॥
দেবতা অসুর নর, যক্ষ রক্ষঃ বিদ্যাধর,
সেবে তব চরণ-সরোজে।
তুমি যারে কর দয়া, সেই বুঝে বিষ্ণুমায়া,
বসে সেই পণ্ডিত-সমাজে॥
দিবানিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নূতন-মঙ্গল অভিলাষে।
উরিয়া কবির ধামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

লক্ষ্মী বন্দনা।

অজিত-বল্লভা দেবি ব্রহ্মার জননি।
তোমার চরণ বন্দি জোড় করি পাণি॥
যখন করিলা হরি অনন্ত-শয়ন।
তাঁহার উদরে ছিল এ তিন ভুবন॥
জন্ম জরা মৃত্যু তব নাহি কোন কালে।
সেই কালে ছিলা তুমি হরি-পদতলে॥
অনল গরল আর কুম্ভীর মকর।
কত শত ছিল রত্নাকরের ভিতর॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে।
তোমা কন্যা হতে রত্নাকর বলি তারে॥
ধন জন যৌবন নগর নিকেতন।
পদাতি বারণ বাজী রত্নসিংহাসন॥
অহঙ্কার তাহার তাবত শোভা করে।
কৃপাময়ী লক্ষ্মী গো যাবৎ থাক ঘরে॥
তোমারে চঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেই জনে।
তোমার মহিমা সেই কিছুই না জানে॥
ছাড়হ সে জনে মাতা তার দোষ দেখি।
নির্দ্দোষ পুরুষে রাখ চিরকাল সুখী॥
কমলা থাকিলে মান সকল ভুবনে।
লক্ষ্মীবান্ হইলে বিজয়ী হয় রণে॥
কুলীন পণ্ডিত সেই, সেই মহাবীর।
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির॥
তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া, কৃপা নাহি কর যারে।
থাকুক অন্যের কার্য্য দারা নিন্দে তারে॥
লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ কুটুম্ব-বাড়ী যায়।
থাকুক আসন জল, সম্ভাষ না পায়॥
লক্ষ্মীর মহিমা কবিকঙ্কণেতে গায়।
ভক্ত নায়কেরে মাতা হবে বর দায়॥

সঙ্কাশা—তুল্য। ত্রয়ী—সাম, ঋক, যজুর্ব্বেদ। অষ্টাদশ ভাষা—১৮শ বিদ্যা,—৪ বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব ও অর্থ-সাধনা। **উর**—আবির্ভূত হও। ইন্দু—চন্দ্র। তনুরুচি—দেহকান্তি। অজিত-**বল্লভা**—বিষ্ণু যার স্বামী। অনন্ত—শেষ নাগ। নিকেতন—ঘর। বাজী—ঘোড়া। বারণ—হাতী।

চৈতন্য বন্দনা।

অবনীতে অবতরি, চৈতন্য রূপেতে হরি,
বন্দিব সন্ন্যাসি-চূড়ামণি।
সঙ্গে সখা নিত্যানন্দ, ভুবনে আনন্দ-কন্দ,
মুকুতির দেখালে শরণি॥
ভুবনে বিখ্যাত নাম, সুধন্য সুপুণ্য গ্রাম,
জম্বুদ্বীপ-সার নবদ্বীপ।
ঘোর কলি অন্ধকার, শ্রীচৈতন্য অবতার,
প্রকাশিল হরিনাম গীত॥
নদীয়া নগরে ঘর, ধন্য মিশ্র পুরন্দর,
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবনে অবতংস, হইয়া মিহির-অংশ,
ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণী॥
সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর, ভুবন-লোচন-চৌর,
করঙ্গ কৌপীন দণ্ডধারী।
নয়নে গলয়ে লোর, গলেতে ললামডোর,
সদাই বলেন হরি হরি॥
ভট্টাচার্য্য শিরোমণি, সার্ব্বভৌম সন্দীপনি,
ষড়্ভুজ দেখি কৈল স্তুতি।
প্রেমভক্তি কল্পতরু, অখিল জীবের গুরু,
গুরু কৈলা কেশব ভারতী॥
কপট সন্ন্যাসি-বেশ, ভ্রমিলা অনেক দেশ,
সঙ্গে পারিষদ পুণ্যশালী।
রামকৃষ্ণ গদাধর, গৌরী বাসু পুরন্দর
মুকুন্দ মুরারি বনমালী॥
কৃপাময় অবতার, কলিকালে কেবা আর,
পাষণ্ডদলনে দৃঢ়পণ।
জগাই মাধাই আদি, অশেষ পাপের নিধি,
হরিপদে দৃঢ় কৈল মন॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া, যথা হরি পদছায়া,
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারিকা।
ত্রিগর্ত্ত লাহোর দিল্লী, ভ্রমিলা অনেক পল্লী,
করি প্রভু মুক্তির সাধিকা॥
কয়াড় অনুজজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
একভাবে পূজিল গোপাল।
বিনয়ে মাগিলা বর, জপি মন্ত্র দশাক্ষর,
মীনমাংস ত্যজি বহুকাল॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়, বিকাইনু রাঙ্গাপায়,
আজি মোর সফল জীবন।
গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীরাম বন্দনা।

আনন্দে বন্দিব রাম, মুক্তিদাতা যাঁর নাম,
প্রভু রাম কমললোচন।
অযোধ্যার পতি রাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
প্রণমহ কৌশল্যানন্দন॥
প্রণমহ প্রভুরাম, মন্ত্রী যাঁর জাম্বুবান,
মিত্র যাঁর গুহক চণ্ডাল।
রিপু যাঁর দশানন, সদা সত্য-পরায়ণ,
যাঁর কীর্ত্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল॥
লক্ষ্মীরূপে উপনীতা, শ্রীরাম-বনিতা সীতা,
সঙ্গে যার অনুজ লক্ষ্মণ।
আসি দেব পুরন্দরে, ধরিলেক দণ্ড শিরে,
সেবে যারে পবননন্দন॥
বাঞ্ছা করি নিরন্তর হই শ্রীরামকিঙ্কর,
পক্ষিরাজ যাঁহার বাহন।
কর্ণের সমান দাতা, প্রজার পালনে পিতা,
অশেষ গুণের নিকেতন॥
ধনুর্ব্বাণ করে ধরি, ভয়েতে পলায় অরি,
অনুগত জনে কৃপাবান্।
ধন্য রাজা রঘুনাথ কুলে শীলে অন্নদাত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

আনন্দ-কন্দ—আনন্দের মেঘ স্বরূপ অথবা আনন্দের মূল। শরণি—পথ। জম্বুদ্বীপ—ভারতবর্ষ। অবতংস—কর্ণ-ভূষণ বা কিরীট। নিধি—আধার। জাঙ্গাল-বাঁধ।

চণ্ডী-বন্দনা।

বন্দ নারায়ণী, ভৈরবী ভবানী,
নগেন্দ্রনন্দিনী চণ্ডী।
বীণা সপ্তস্বরা, মুরজ মন্দিরা,
বাজায়ে দুন্দুভি ডিণ্ডি॥
স্থলাম্বুজদল, চরণ-যুগল,
তথি শোভে নখচন্দ।
চরণে চণ্ডীর, কনক মঞ্জীর,
গঞ্জে গজগতি মন্দ॥
করি-অবি জিনি, মাজা অতি ক্ষীণি,
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে।
জিনি করিকর, জঘন সুন্দর,
নিতম্বে বসন সাজে॥
নাভি-সরোবর, তথির উপর,
তনুরুহাঙ্কুর-দাম।
উচ্চ কুচগিরি, জিনি কুম্ভ করী,
কিবা শোভে অভিরাম॥
জিনি শতদল, বদন-কমল,
অধর বন্ধুক ভোর।
পরিহরি ব্রীড়া, করে কত ক্রীড়া,
নয়ন-খঞ্জন জোর॥
নয়নের কোণে, আছে কত তূণে,
অসুর-নাশিনী ইষু।
চাঁচর কুন্তলে, মালতীর মালে,
ভ্রময়ে ভ্রমর-শিশু॥
শিরে শশিকলা, তারকের মালা,
ঈষৎ চন্দনবিন্দু।
ললাটফলকে, অলকা ঝলকে,
জিনি অকলঙ্ক ইন্দু॥
হেমকান্তি বর, অঙ্গ মনোহর,
আননে ঈষৎ হাস।
নির্ম্মিত রতনে, অঙ্গের ভূষণে,
দশদিক পরকাশ॥
তাল মান গানে উর গো গায়নে,
বলি বেদস্তুতিমতে।
পূর্ণ কর কাম, আসি এই ধাম,
কৃপা কর গিরিসুতে॥
ভবপারাবারে তরী করিবারে,
ইহা বিনা নাহি আন।
অভয়া-চরণে, শ্রীকবিকঙ্কণে,
রচিল মধুর গান॥

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ।

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হইল যেমতে।
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে,
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
সহর শিলিমাবাজ, তাহাতে সুজনরাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ,
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহিদার মামুদ সরিপ॥
উজীর হলো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।
মাপে কোণে দিয়ে দড়া পোনের কাঠায় কুড়া,
নাহি মানে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লিখে মাল,
বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিনপ্রতি॥
ডিহিদার অবোধ খোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।

অম্বুজ—পদ্ম। তনুরুহাঙ্কুর-দাম—লোমাবলি। ব্রীড়া—লজ্জা। জোর—যুগল। কুন্তল—চুল। অলকা—ললাটের চন্দন-চর্চ্চা। খেদা—তাড়া। কুড়া—বিঘা। গোহারি—কাকুতি মিনতি; দোহাই। খতি—উৎকোচ। খিল—অনুর্ব্বর; পতিত।

প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
পেয়াদা সভার নাছে, প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।
প্রজারা ব্যাকুলচিত্ত, বেচে ধান্য গরু নিত্য,
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্তখাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ,
যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই,
পথে চণ্ডী দিলে দরশনে ॥
ভাই নহে উপযুক্ত, রূপরায় নিল বিত্ত,
যদুকুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর,
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা ॥
বাহিয়া গোড়াই নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি,
তেউট্যায় হলু উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি, পাইল বাতনগিরি
গঙ্গাদাস বড় কৈল হিত ॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম দামোদর
উপনীত কুচুট নগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥
আশ্রয়ি পুকুরআড়া, নৈবেদ্য শালুকনাড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয়ে পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেইধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া,
আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত।
করে লয়ে পত্র মসী, আপনি কমলে বসি,
নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব ॥
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই,
আড়রা নগরে উপনীত।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥

আড়রা ব্রাহ্মণ ভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি,
রাজা দিল দশ আড়া ধান ॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়,
সুত-পাশে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত,
গুরু করি করিল পূজিত ॥
সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি,
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গায়কেরে দিলেন ভূষণ ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত,
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
সম ভাষা করিয়া কুশল ॥

মঙ্গলবারেব গান আরম্ভ।

আজ্ঞা দিল মহীপাল, শুভ তিথি শুভ কাল,
শুভক্ষণে বারি-সংস্থাপন।
নৈবেদ্য বিবিধরূপ, গন্ধপুষ্প দীপ ধূপ,
পট্টবস্ত্র নানা আয়োজন ॥
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত, আর যত নিমন্ত্রিত,
আনন্দিত সবে একস্থানে।
ভেরী তুরী বাজে ভাল, কাংসবাদ্য করতাল,
পটহ দুন্দুভি বাজে বীণে ॥
রামা দেয় জয়ধ্বনি, সপ্তস্বরা পিনাকিনী,
বাজে নানা মঙ্গল-বাজন।
হয়ে অতি শুচিকায়, দ্বিজগণে বেদ গায়,
মহামায়া করি আরাধন ॥
ঘট সংস্থাপন করি, মহামায়া মহেশ্বরী,
স্থিতি কর এ অষ্ট রাসর।

নাছে—দরজায়। থানা—চৌকি ; আড্ডা। পাইল—পাইলাম। ওদন—খাদ্য। আড়া—পাড ; তীর। নাড়া—ডাঁটা।
আড়া—৪ মণ সুত-পাশে—পুত্রকে শিক্ষাদানার্থে। সন্ধি—সূত্র ; বিবরণ। বারি-সংস্থাপন—ঘটস্থাপন। বাসর - দিবস।

লক্ষ্মী বাণী আদি করি, আর যত সহচরী,
লয়ে শরজন্মা লম্বোদর ॥
তুমি আদ্যা মহামায়া, আর যে তোমার কায়া,
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
ভক্ত নায়কের প্রতি, কৃপা কর ভগবতি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

প্রার্থনা।

ত্যজিয়া কৈলাসগিরি, উর গো মরতপুরী,
ভক্তেরে করিতে পরিত্রাণ।
বিশ্রাম দিবস আট, শুন গীত দেখ নাট,
আসরে করহ অধিষ্ঠান ॥
লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ, না জানি সঙ্গীতপন্থ,
কৃপা করি দিলা গুরুভার।
অনভিজ্ঞ তালমানে, কেমনে শিখিবে আনে,
দোষ গুণ সকলি তোমার ॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি,
তুমি কর মোরে উপদেশ।
প্রচারে যেমতে কাব্য, শুনয়ে যেমন ভব্য,
করি চিন্তা, হর মোর ক্লেশ ॥
বলি-হোম-ধূপ-দীপে, তোমা পূজে সপ্তদ্বীপে,
তোমার সেবক জগজন।
নায়কের থাকে দোষ, দূর কর অভিরোষ,
কর মোরে কৃপাবলোকন ॥
তুমি রমা তুমি বাণী, যোগনিদ্রা নারায়ণী,
ত্রয়ী-বিদ্যা অনাদি-বাসনা।
মহাযোগ কালরাত্রি, গায়ত্রী ভুবনধাত্রী,
ক্রিয়াশক্তি সংসার-বাসনা ॥
সলিলে ডুবিল মহী, আশ্রয় করিয়া অহি,
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবসান কালে, প্রভুর শ্রবণমলে,
জন্মিল দানব দুইজন ॥
মধু আর কৈটভ নাম, দুই দৈত্য অনুপম,
ব্রহ্মারে করিল বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি, তোমারে করিল স্তুতি,
তাহে তুমি হইলা শরণ ॥
তুমি শ্রদ্ধা তুমি তুষ্টি, তুমি ক্ষমা তুমি পুষ্টি,
গিরিকন্যা ঈশান-গৃহিণী।
আগম নিগম তন্ত্র, বীজরূপা মহামন্ত্র,
বেদমাতা বিশ্বের জননী ॥
গোকুলে গোমতীনামা, তমলুকে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে, বিজয়া নন্দের ঘরে,
হবি সন্নিধানে মহামায়া ॥
অমরকুলের দর্পে, দেবকী অষ্টম-গর্ভে,
হৈলা প্রভু ক্ষিতিভার নাশে।
হরিতে হরির ভীতি, যোগনিদ্রা ভগবতী
থুইলা যশোদা-গর্ভবাসে ॥
ভোজরাজ-মহাতঙ্কে, শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে,
বসুদেব গেলা নন্দাগার।
অগাধ যমুনা জল, মায়া পাতি কৈলা স্থল,
শিবারূপে নদী হৈলা পার ॥
হরিতে অবনী-ভার, কৃপাময় অবতার,
যদুকুলে হৈলা নারায়ণ।
হইলা নন্দের সুতা, কি কব সে সব কথা,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

আদিদেব।

আদিদেব নিরঞ্জন, যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন,
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি, চিন্তিলেন মহামতি,
সৃজনের উপায় কারণ ॥
নাহি কেহ সহচর, দেবতা অসুর নর,
সিদ্ধ-নাগ-চারণ-কিন্নর।

বাণী—সরস্বতী। শরজন্মা—কার্তিক। দুন্দুভি—নাগরা। পিনাক—ধনুকের মত আকৃতি বিশিষ্ট বাদ্য যন্ত্র। নাট—নৃত্য। আসরে—সভাতে। প্রচারে—প্রচারিত হয়। অঙ্ক—কোল। নিরঞ্জন—নির্ম্মল, পরব্রহ্ম। চারণ—দেববোনি বিশেষ।

নাহি তথা দিবানিশি, না উদয়ে রবিশশী,
অন্ধকার আছে নিরন্তর ॥
কোটি ভানু পরকাশ, পরিধান পীতবাস,
অন্ধকারে ভাবে ভগবান।
কনক কঙ্কণ হার, দূর করে অন্ধকার,
পুরট-মুকুট মণিদাম ॥
কণ্ঠেতে কৌস্তভ-আভা, কোটিচন্দ্র মুখ-শোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড।
নবীন নীরদকান্তি, নখ জিনি ইন্দুপংক্তি
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড ॥
অচিন্ত্য অনন্তশক্তি, হৃদয়ে করেন যুক্তি,
জল স্থল আদি অধিষ্ঠান।
কথার সঙ্গতি নাই, চিন্তা করেন গোঁসাই,
আপনারে অশক্ত সমান ॥
চিন্তিতে এমন কাজ, একচিত্তে দেবরাজ,
তনু হৈতে নির্গত প্রকৃতি।
চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
প্রকাশে ব্রাহ্মণ মহামতি ॥

শক্তিরূপা মহামাযাব জন্ম।

আদিদেব নিত্যশক্তি, ভুবনমোহন মূর্ত্তি,
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।
রচিয়া সম্পুট পাণি, মৃদুমন্দ সুভাষিণী,
সম্মুখে রহিলা নারায়ণী ॥
রাজহংস-রব জিনি, চরণে নূপুরধ্বনি,
দশনখে দশ ইন্দু ভাসে।
কোকনদ-দর্পহর, যাবক-বেষ্টিত কর,
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥
রামরম্ভা জিনি উরু, নিবিড় নিতম্ব গুরু,
কেশরী জিনিয়া মধ্যদেশ।
মধুর কিঙ্কিণী বাজে, পরিধান পট্টসাজে,
বচন-গোচর নহে বেশ ॥
রাজহংস মন্দগতি, হেম জিনি দেহ-জ্যোতি,
করিকুম্ভ চারু পয়োধরে।
তাহে শোভে অনুপম, মণি মুকুতার দাম,
যেন গঙ্গা সুমেরু শিখরে ॥
হেম-হারবর ছলে, কিবা সে উজ্জ্বল গলে,
স্থির হয়ে সৌদামিনী বসে।
নিরুপম-পরকাশ, সুমন্দ মধুর হাস,
ভঙ্গী নব শিখিবার আশে ॥
বন্ধুক-কুসুম ছটা, কপালে সিন্দূর ফোঁটা
প্রভাত কালের যেন রবি।
অধর প্রবাল-দ্যুতি, দশন মাণিকপাঁতি,
দোঁহেতে বদল কবে ছবি ॥
কপালে সিন্দূরবিন্দু, নব অরবিন্দ-বন্ধু,
তার কোলে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির-মেলা, ধরিয়া কুন্তলছলা,
বন্দী করি রাখে রবি ইন্দু ॥
তিলফুল জিনি নাসা, বসন্ত-কোকিল-ভাষা
ভ্রূযুগল চাপ-সহোদর।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশিমুখী,
শিরোরুহ অসিত চামর ॥
শ্রবণ উপর দেশে, হেম-কলিকা ভাসে,
কুটিল কুঞ্চিত কেশপাশ।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিদ্যুৎ সাজে,
পরিহরি চঞ্চলতা দোষ ॥
অঙ্গদ বলয় শঙ্খ, ভুবন মোহন বঙ্ক,
মণিময় মুকুট মণ্ডন।
হাসিতে বিজুলি খেলে, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে,
হেমময় ভূষণ শোভন ॥
প্রভুর ইঙ্গিত পায়া, আদি দেবী মহামায়া,
সৃজন করিতে দিল মন।
উমাপদে রত চিত, রচিল নূতন গীত,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পুরট—স্বর্ণ। কৌস্তভ—শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-ভূষণ মণি। সঙ্গতি—মিলন, সংস্থান। প্রকৃতি—শক্তি। সম্পূট—যোগ। যাবক—আলতা। অরবিন্দ-বন্ধু—সূর্য্য। শিরোরুহ—চুল। বঙ্ক—বাঁকমল। পা'য়া—পাইয়া।

সৃষ্টি-প্রকরণ।

এক দেব নানা মূর্ত্তি হল মহাশয়।
হেম হতে কুণ্ডল বস্তুত ভিন্ন নয়॥
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিল আধান।
রূপবান্ হৈল তাতে তনয় মহান্॥
মহতের পুত্র হল নাম অহঙ্কার।
যাহা হতে হল সৃষ্টি সকল সংসার॥
অহঙ্কার হইতে হইল পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন॥
এই পঞ্চ জনে লোক বলে পঞ্চভূত।
ইহা হতে প্রাণী বৃদ্ধি হইল বহুত॥
গুণ ভেদে এক দেব হল তিন জন।
রজোগুণে পিতামহ মরালবাহন॥
সত্ত্ব গুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশকারণ॥
ব্রহ্মার মানস-পুত্র হল চারিজন।
সনৎকুমার আর সনক সনাতন॥
সনন্দ হইল তথা চারের পূরণ।
বৈষ্ণবের আদি গুরু বিরিঞ্চিনন্দন॥
চারিজনে বুঝিলেন হরিভক্তি সুখ।
পিতৃবাক্য না শুনিয়া সংসারে বিমুখ॥
চারিপুত্র ত্যজে যদি পিতৃ-অনুরোধ।
বিধাতার হৃদয়ে জন্মিল বড়ক্রোধ॥
সেই ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি হইল বিধাতার।
তাহাতে জন্মিল নীল-লোহিত কুমার॥
শিশুভাবে মহাদেব করেন রোদন।
নাম ধাম জায়া মোর কর নিয়োজন॥
বিচারিয়া রুদ্রনাম থুইল প্রজাপতি।
উন্মত্ত মহেশ আর শিব পশুপতি॥
হৃদয় ইন্দ্রিয় ব্যোম বায়ু বহ্নি জল।
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর আকাশমণ্ডল॥
ধৃতি বৃদ্ধি ঈশী বশী শিবা আর অণিমা।
একভাবে ছয় নারী ভজিবেক তোমা॥
সৃষ্টি করহ পুত্র বাড়ুক পরমাই।
আজ্ঞা লঙ্ঘিল তোমার জ্যেষ্ঠ চারি ভাই॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় সৃষ্টি করেন শঙ্কর।
সৃজিল প্রথম প্রেত ভূত নিশাচর॥
জটাভস্ম হাড়মালা বিভূতি-ভূষণ।
দেখিয়া বিধাতা তারে কৈল নিবারণ॥
ভয়ঙ্কর প্রজা পুত্র, না কর গঠন।
তপস্যা করিয়া পুত্র, ভজ নারায়ণ॥
এত শুনি দিল শিব তপস্যায় মন।
তবে জন্মাইল ব্রহ্মঋষি দশ জন॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ভৃগু দক্ষ ক্রতু।
পুলহ পুলস্ত্য হৈল সংসারের হেতু॥
বশিষ্ঠ হইলা তথা মুনি মহাতপা।
দশম নারদ যাঁরে হৈল হরি-কৃপা॥
আপনার তনু ধাতা কৈল দুই খান।
বামদিকে নারী হল দক্ষিণে পুমান্॥
শতরূপা নামে নারী মনোহর তনু।
পুরুষ হইল স্বায়ম্ভুব নামে মনু॥
মনুরে কহিলা ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ।
প্রণাম করিয়া মনু করে নিবেদন॥
জগৎ সৃজিতে ভাল বলিলা গোঁসাই।
কোথা প্রজা বসিবে এমন স্থান নাই॥
যুগে যুগে প্রজাস্থিতি আছিল ধরণী।
অসুরে হরিয়া নিল পাতাল-শরণি॥
এ কথা শুনিয়া ব্রহ্মা হলেন চিন্তিত।
নাসাপথে বরাহ জন্মিল আচম্বিত॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বরাহ রূপধারণ।

অনন্ত অচিন্ত্যমায়া, ধরিয়া বরাহ কায়া,
অঙ্গে শোভে যজ্ঞপত্র-জাল।
ধীরে ধীরে মহারম্ভ, প্রবল-জলধি-অম্ভ,
প্রবেশিয়া পাইল পাতাল॥

তেজ—প্রভাব। আধান—স্থাপন। উদক—জল। নীল-লোহিত—কণ্ঠে নীল এবং কেশে লোহিত; মহাদেব। পরমাই—পরমায়ু। অপ—জল। ধৃতি—ধারণ। ঈশ—আমিত্ব। অণিমা—ঐশ্বর্য্য বিশেষ। শরণি—পথ।

মহাকায় মহাদন্ত, যাঁহার নাহিক অন্ত,
সেবক-বৎসল ভগবান্।
দশনে ধরণী ধরি, হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি,
জল হৈতে করিলা উত্থান॥
দশন কুন্দের আভা, তথি দেবী পান শোভা,
তমাল-শ্যামলা বসুমতী।
যেন করি-দন্তমাঝে, সপত্র পদ্মিনী সাজে,
বিধি সিদ্ধ ঋষি করে স্তুতি॥
জলের উপরে ক্ষিতি, আরোপি ভুবনপতি,
শরীর ঝাড়েন ঘনে ঘন।
উঠে বিন্দু ছটা ধৃত, ভুবন করয়ে পূত,
শিরোরুহ তপঃ-সত্য জন॥
জল ত্যজি দেবরায়, সঘনে ঝাড়েন কায়,
অঙ্গ হৈতে লোমচয় খসে।
পাইয়া ধরণী-গর্ভ, তাহাতে হইল দর্ভ,
মখ-বিঘ্ন নাশে সেই কুশে॥
অখিল পর্ব্বত গুরু, মধ্যে আরোপিয়া মেরু,
মন্দরপ্রমুখ গিরিচয়।
গন্ধমাদন মাল্যবান্, নীল শ্বেত শৃঙ্গবান্,
হিম হেমকূট হিমালয়॥
প্রথমে উদয় গিরি, পাছে অস্তশিখরী,
চৌদিকে বেড়িয়া লোকালোক।
বাহিরে কাঞ্চন ক্ষিতি, তথি যোগেশ্বর পতি,
দেখি বিধাতার ঘুচে শোক॥
সুমেরু-উপরভাগে, রবি-রথ-চক্র লাগে,
বেড়িয়া ফিরয়ে দিবাকর।
গতাগতি করি লক্ষ্য, দিন নিশা মাস পক্ষ,
হৈল ঋতু অয়ন বৎসর॥
কৃপাময় অবতার, হৈলা প্রভু শিশুমার,
উর্দ্ধ-পুচ্ছ হেঁট যার মাথা।
তথি রাশিচক্রভর, ফিরে প্রভু নিরন্তর,
গ্রহ তারাগণ কৈল তথা॥
উর্দ্ধলোক হইতে গঙ্গা, প্রবল-চপল-ভঙ্গা,
মেরু-শৃঙ্গে হৈলা চারি ধারা।
সিতা ভদ্রা বংখুনাম, অশেষ গুণের ধাম,
শ্রীঅলকানন্দা তীর্থবরা॥
বৃহস্পতি রাজধানী, তথি মনু নৃপমণি,
শতরূপা সঙ্গে কৈল বাস।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়, শুনিলে কৈবল্য পায়,
রাজা কৈল পাঁচালি প্রকাশ॥

মন্থর প্রজাসৃষ্টি।

শতরূপা মনু সঙ্গে ক্রীড়া কুতূহলে।
গুণযুত দুই সুত হৈল কতকালে॥
জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত হৈল নৃপবর।
রথচক্রে হৈল তার এ সপ্ত সাগর॥
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ বিখ্যাত ভুবনে।
ধ্রুব নামে পুত্র তার বিদিত পুরাণে॥
আকূতি প্রসূতি কন্যা আর দেবহূতি।
তিন কন্যা হৈল তার রূপ-গুণবতী॥
আকূতিরে বিভা দিল রুচি মুনিবরে।
দিলেন যৌতুক রথ তুরঙ্গ কুঞ্জরে॥
কর্দ্দম মুনিরে বিভা দিলা দেবহূতি।
নানা ধন যৌতুক দিলেন প্রজাপতি॥
প্রসূতিরে বিবাহ কৈলেন দক্ষ মুনি।
জন্মিলা যাহার ঘরে তনয়া ভবানী॥
যোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্যসুতা সতী।
যজ্ঞক্ষয় হেতু দেবী আপনি প্রকৃতি॥
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি।
মহাদেবে বিবাহ দিলেন কন্যা সতী॥
নানা ধন যৌতুক পূরিয়া অভিলাষ।
বর কন্যা দক্ষ মুনি পাঠাল কৈলাস॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বৎসল—স্নেহযুক্ত। ধূত—ত্যক্ত, কম্পিত। পূত—পবিত্র। দর্ভ—কুশ। মখ—যজ্ঞ। মেরু—মধ্যস্থল, শিরদাঁড়া। শিশুমার—তারকাচক্রবিশেষ। অলকানন্দা—গঙ্গা। কৈবল্য—মোক্ষ। যৌতুক—বিবাহকালে দত্ত ধন। প্রকৃতি—অবিদ্যা।

ভৃগুযজ্ঞে দক্ষের আগমন।

এমন সময়ে ভৃগু বিরিঞ্চি-নন্দন।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈলা আরম্ভণ ॥
দেবগণে নিমন্ত্রণ দিল ভৃগুমুনি।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা দিল নারদ আপনি ॥
আইলেন চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়।
বৃষভ বাহনে আইলেন চন্দ্রচূড় ॥
মহিষে চাপিয়া আইল চতুর্দ্দশ যম।
হরিণের পৃষ্ঠে ঊনপঞ্চাশ পবন ॥
রাশিচক্রে চাপিয়া আইল গ্রহগণ।
রথে দশদিক্‌পাল করিলা গমন ॥
চারিবেদে পণ্ডিত অঙ্গিরা যার হোতা।
সভাসদ হয়ে চলে আপনি বিধাতা ॥
মরীচি অঙ্গিরা আদি যত দেবঋষি।
দেখিতে আইল সবে হয়ে অভিলাষী ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
দেব ঋষি আইলেন ভৃগুমুনি ধামে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ।
আইল বিমানে চাপি ভৃগুর সদন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি বসিতে আসন।
মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন ॥
সিদ্ধান্ত করেন কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ।
এমন সময়ে তথা আইলা মুনি দক্ষ ॥
দক্ষেরে দেখিয়া সবে করিল উত্থান।
বিধি বিষ্ণু শিব বিনা করিল প্রণাম ॥
অনাদর দেখি শিবে দক্ষ কাঁপে রোষে।
সভাজনে নিবেদয়ে গদ-গদ ভাষে ॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

দক্ষের শিবনিন্দা।

শুনহ সভার লোক, এ বড় দারুণ শোক,
এই শিব আমার জামাতা।
আমি আসি যজ্ঞস্থান, না করে আমার মান,
মোরে নত না করিল মাথা ॥
নারদে বলিব কি, তার বাক্যে দিনু ঝি,
এমন ভাঙ্গড়মতি পাপে।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা, অপাত্রে দিলাম কন্যা,
তনু শুকাইল অনুতাপে ॥
নাহি জানি আদি মূল, কিবা জাতি কিবা কুল,
নাহি জানি কেবা মাতা পিতা।
ভূষণ হাড়ের মালা, শ্মশান বিনোদশালা,
হেন শূলী আমার জামাতা ॥
অঙ্গরাগ চিতা-ধূলি কান্ধেতে ভাঙ্গের ঝুলি,
বিষধর উত্তরী বসন।
শ্মশানে যাহার স্থান, কেবা তার করে মান,
দেব বুদ্ধি করে কোন্ জন ॥
যক্ষ দানা প্রেতভূত, বসতি যাহার যূথ,
সহযোগে শয়ন ভোজন।
হেন অমঙ্গল-ধাম, কে রাখিল শিব নাম,
দেব মাঝে কে করে গণন ॥
চাহিতে চাহিতে ভাল, কুল করিলাম কাল,
বাম হৈল আমারে বিধাতা।
আমি ছার মন্দবুদ্ধি, অনলে ফেলিনু নিধি,
সভামাঝে লাজে হেঁট মাথা ॥
সতীকন্যা গুণনিধি, তারে বিড়ম্বিল বিধি,
পতি হৈল হেন দিগম্বর।
মনে নাহি পরিতোষ, লোকে গায় ধর্ম্মদোষ,
অপযশে পূর্ণ দিগন্তর ॥
শ্বশুর যেমন তাত, তারে না জুড়িল হাত,
সভাতে করিল অপমান।
ত্রিলোকে যে অনুরাগ, ঘুচাব যজ্ঞের ভাগ,
বেদপথে নহে অবধান ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র-হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা। চক্রপাণি—বিষ্ণু। চন্দ্রচূড়—মহাদেব। সদন—গৃহ। বিমান—যান। পূর্ব্বপক্ষ—প্রশ্ন। ভাঙ্গড়মতি—সিদ্ধিখোর; বদমেজাজি। বিনোদশালা—আনন্দের জায়গা। অবধান—মনোযোগ; প্রণিধান।

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ।

এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন।
কোপে কম্পমান তনু লোহিত লোচন॥
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল নিল হাতে।
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তি-পথে॥
মহাদেবে যেই মুখে বল কুবচন।
অচিরাৎ হবে তোর ছাগল বদন॥
পরস্পর দুইজনে হবে প্রতিকূল।
জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গ-নকুল॥
জামাতা শ্বশুরে দ্বন্দ্ব হবে বহুকাল।
দক্ষের হৃদয়ে শেল বাজিল বিশাল॥
শঙ্কর বিমনা হয়ে চলিলা কৈলাসে।
দক্ষ প্রজাপতি গেলা আপনার বাসে॥
কতকালে দক্ষে ব্রহ্মা করিলা সম্মান।
সকল পুত্রের মাঝে করিলা প্রধান॥
ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা।
প্রসাদ দিলেন তারে কনক পইতা॥
ব্রাহ্মণ পালিতে তারে বুদ্ধি দিল বিধি।
এই হেতু কুল-শ্রেষ্ঠ হইল পালধি॥
ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষ করে মহাদম্ভ॥
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ।
নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সুর-নাগ-নরে।
কহিল নারদ মুনি প্রতি ঘরে ঘরে॥
বিধি বিষ্ণু শিব বিনা যত দেবগণ।
বিমানে চড়িয়া আইলা দক্ষের সদন॥
আকাশে শুনিয়া বিমানের কোলাহল।
দক্ষের দুহিতা সতী হইলা চঞ্চল॥
লোক মুখে শুনিয়া দক্ষের যজ্ঞবর।
নিবেদয়ে শঙ্করে জুড়িয়া দুই কর॥
দক্ষ প্রজাপতি নাথ, তোমার শ্বশুর।
তাঁর যজ্ঞে তিন লোক চলিল প্রচুর॥
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস।
বাপের উৎসব দেখি বড় অভিলাষ॥
শুনিয়া ঈষৎ হাসি বলেন শঙ্কর।
হেন বাক্য অনুচিত কি দিব উত্তর॥
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে হবে মাথা-কাটা।
আমার প্রসঙ্গে সতি, পাবে বড় খোঁটা॥
ভবানী বলেন, যাব বাপের সদন।
ইথে দোষ কিবা, কিবা লোকের গঞ্জন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শিবস্থানে সতীর প্রার্থনা।

অনুমতি দেহ হর, যাইব বাপের ঘর,
যজ্ঞ-মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিল বাপের বাসে,
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে॥
চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর গুণনিধি,
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইব বাপের বাস,
নিবেদন নাহি করি ডরে॥
পর্ব্বত কাননে বসি, নাহিক পাড়া পড়সী,
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী।
একতিল কোথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
বিধি মোরে কৈল জন্ম-দুঃখী॥
সুমঙ্গল সূত্র করে, আইলাম তব ঘরে,
পূর্ণ সে হইল বর্ষ সাত।
দূর কর বিসম্বাদ, পূরাহ মনের সাধ,
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পিতা মোর পুণ্যবান্, করিবে অনেক দান,
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
আমি আগে পাব মান, আভরণ পরিধান,
ভেদবুদ্ধি নাহিক পিতার॥
সতীর বচন শুনি, কহিলেন শূলপাণি
শুন প্রিয়ে আমার বচন।

উত্তরী—উড়ানি পালধি—বংশের নাম বিং। মুক্তি—সদ্গতি; নির্ব্বাণ, মোক্ষ, নিত্যসুখ ইত্যাদি। উৎসব—আনন্দজনক ব্যাপার; ধুমধাম। খোঁটা—কৃতকার্য্যের উল্লেখ করিয়া তিরস্কার; লজ্জা দেওয়া।

বাপ-ঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র-হৃদয়নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

চলিবারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি,
দাক্ষায়ণী হৈলা কোপবতী।
আপনি স্বভাবে রামা, চলিলা ভ্রূকুটিভীমা,
একাকিনী বাপের বসতি ॥
হইয়া উন্মত্ত-বেশা, যান দেবী মুক্তকেশা,
না শুনিয়া শিবের বচন।
হরের আদেশ পায়, পাছে পাছে নন্দী ধায়,
বৃষভের করিয়া সাজন ॥
সারিকা কুন্তল পেড়ি, পাছু লয়ে যায় চেড়ী,
কেহ লয় বিউনি দর্পণ।
পূরিয়া সুগন্ধি বারি, কেহ লয়ে যায় ঝারি,
শ্বেত-ছত্র লয় কোনজন ॥
ধাইল অনেক সেনা, সঙ্গে প্রেত ভূত দানা,
নেকা জোকা দুই সেনাপতি।
আগে পাছে সেনা ধায়, রাঙ্গা ধূলি মাখে গায়,
দেখি হরষিত হৈল সতী ॥
বৃষভ যোগান নন্দী, চাপিয়া চলেন চণ্ডী,
শিরে ছত্র নন্দীরে ধরান।
না জানি চলেন কত, তিন দিবসের পথ,
চারিদণ্ডে কবিল প্রয়াণ ॥
পাইলা বাপের গ্রাম, শুনিয়া সতীর নাম,
প্রসূতি ধাইল বেগবতী।
কোলেতে লইলা সতী, প্রসূতি পুলকবতী,
কৈল চণ্ডী মায়েরে প্রণতি ॥

আনিয়া আপন ঘরে, প্রসূতি দিলেন তাঁরে,
পাদ্য-অর্ঘ্য বসিতে আসন।
যতেক ভগিনীগণ, সবে হরষিত মন,
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসেন ॥
জননী ভগিনী সঙ্গে, ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে,
যান দেবী যজ্ঞের সদন।
চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

যজ্ঞস্থানে সতীর প্রবেশ এবং সতীর সহিত দক্ষের কথোপকথন।

দক্ষের চরণে সতী করিল প্রণতি।
হেঁট মুখে আশীষ করিল প্রজাপতি ॥
এয়োতে যাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি।
চিরজীবী হোক স্বামী সুস্থির সুমতি ॥
না দেখিয়া যজ্ঞস্থানে শিবের পূজন।
কোপে কম্পমান তনু বাপে জিজ্ঞাসেন ॥
শুন বাপা তোমারে এ করি অভিমান।
সতী ঝির প্রতি কেন টুটিল সম্মান ॥
ধর্ম্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুগণ।
সবাকে আসিতে যজ্ঞে দিলা নিমন্ত্রণ ॥
শিবে নিমন্ত্রণ নাহি কর কি কারণে।
সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে ॥
ব্রহ্মা যাঁর সতত বাঞ্ছয়ে পদ-ধূলি।
আপনি কমলাপতি করেন অঞ্জলি ॥
অন্য জামাতারে দিলা বস্ত্র অলঙ্কার।
শিব প্রতি ভাল নহে তব ব্যবহার ॥
দারুণ দৈবের ফলে আমি তব ঝি।
না করিলে ভাল কর্ম্ম নিবেদিব কি ॥
এমত শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন।
নিন্দিয়া বলেন শিবে শুন সর্ব্বজন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

পেড়ি—পেটিকা। চেড়ী—দাসী। বিউনি—পাখা। ঝারি—গাড়ু। প্রয়াণ—গমন। সদন—গৃহ (নিকট)। প্রসূতি—দক্ষ-পত্নী। টুটিল—কমিল। অঞ্জলি—জোড়হাত।

দক্ষের শিবনিন্দা।

কহিতে উচিত কথা, মনে প্নাছে পাও ব্যথা,
যেবা ছিল ললাটে লিখন।
তোমার কর্ম্মের গতি, স্বামী হৈল দুর্ম্মতি,
তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ॥
আরোহণ বৃষবরে, শিঙ্গা ডম্বুর করে,
ভক্ষ্য যার ধুতুরার ফল।
ভাঙ্গে বড় অভিলাষ, ভুজঙ্গ উত্তরী বাস,
ফণী হার ফণীর কুণ্ডল॥
পরিধান বাঘছাল, গলায় হাড়ের মাল,
বিভূতি-ভূষিত যেই অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, তারে কেবা করে মান,
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে॥
আরাধিয়া পশুপতি, পাইলে পশুর গতি,
অহি সঙ্গে একত্র শয়ন।
হর-শিরে শশিকলা, অহি সঙ্গে যার মেলা,
বঞ্চিত ভুবনে দুই জন॥
আমি ত ব্রহ্মার সুত, ত্রিভুবনে সুবিদিত,
মোর প্রতি তার ব্যবহার।
ভৃগুর যজ্ঞের স্থানে, দেবগণ বিদ্যমানে,
আমারে না করে নমস্কার॥
শুন সতী মম বাণী, ইথে যদি শিবে আনি,
অবশ্য হইবে যজ্ঞ নাশ।
দেখিয়া শিবের গুণ, আর যত দেবগণ,
নাহি করে একত্র নিবাস॥
এমত দক্ষের কথা, শুনিয়া ভুবন-মাতা,
সতী কোপে কাঁপে থর থর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
রচিল মুকুন্দ কবিবর॥

শিবনিন্দা শ্রবণে সতীর প্রাণত্যাগ।

শিব-নিন্দা শ্রবণে করিব প্রতিকার।
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর॥
সমুদ্র মথনে ঘোর উঠিল গরল।
তিন লোক দহে যেন প্রলয়-অনল॥
হেন বিষ পিয়া শিব রাখিল জগৎ।
সম্পদেতে মূঢ়মতি না জান মহৎ॥
পিনাক ধনুক যার অনন্ত শিঞ্জিনী।
আপনি হইলা শর যাহে চক্রপাণি॥
লোক-রিপু ত্রিপুর দাহন কৈল হর।
হেন জনে কি কারণে বল কটূত্তর॥
চরণের নিছনিফুল, চরণের রজ।
দুর্ল্লভ মানিয়া বীর আশা করে অজ॥
যত দেবগণ তাঁরে করয়ে পূজন।
তোমা বিনা দ্বেষভাব করে কোন জন॥
গুরুজন নিন্দা নাহি করিব শ্রবণ।
যেই নিন্দা করে তারি করিব শাসন॥
সেই স্থান ছাড়ি কিম্বা যাই অন্য স্থান।
পাপ প্রতিকার হেতু ত্যজিব পরাণ॥
হৃদয়-সরোজে চিন্তি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি ভগবতী পরিলা বসন॥
যোগেতে ছাড়িলা তনু জগতের মাতা।
মুকুন্দ রচিল গীত গৌরী-গুণ-গাঁথা॥

দক্ষযজ্ঞ নাশে শিব-দূতের গমন।

দক্ষযজ্ঞে রোষে সতী ত্যজিলা জীবন।
যজ্ঞ নাশ করিতে ধাইল দানাগণ॥
আগে নন্দী ধায় দুই দিকে নেকা জোকা।
শত শত দানা ধায় নাহি তার লেখা॥
দেব নাগ নরে সব করে হাহাকার।
সবে বলে দক্ষ-যজ্ঞে হৈল মহামার॥

বিভূতি—ছাই। অঙ্গজ—অঙ্গ হইতে উৎপন্ন। শিঞ্জিনী ছিলা। চক্রপাণি—বিষ্ণু। অজ—ব্রহ্মা। নিছনি—সজ্জা। সরোজ—পদ্ম। মহামার—ঘোর বিপদ।

যতেক অমরগণ করে কোলাহল।
যোগবলে সতী-অঙ্গে উঠিল অনল॥
বিপক্ষ নাশিতে ভৃগু দিলেন আহুতি।
কুণ্ড হৈতে উঠিল অনেক সেনাপতি॥
রথ তুরঙ্গমপতি উঠিল কুঞ্জর।
খরশরে দানাগণে করিল জর্জ্জর॥
ভঙ্গ দিয়া দানাগণ পলায় সমরে।
বৃষভ লইয়া নন্দী চলিল সত্বরে॥
শিবের কিঙ্কর সবে পলায় তরাসে।
ধাওয়াধায়ি উপস্থিত হইল কৈলাসে॥
অশ্রুমুখে বার্ত্তা কহে নন্দী মহেশ্বরে।
লোটায়ে কান্দয়ে রুদ্র মহীর উপরে॥
সতি সতি করিয়া আকুল শূলপাণি।
ত্রিজগৎ-নাথ হৈয়া লোটায় ধরণী॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল কোপে মহীতলে জটা।
বীরভদ্র হৈল তাহে সঙ্গে বীরঘটা॥
তিন সূর্য্য জিনি তার তিনটা লোচন।
মাথার মুকুট গিয়া ঠেকিল গগন॥
শূল হস্তে কৃতাঞ্জলি রহিলা সম্মুখে।
নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে॥
প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন।
কি কার্য্য করিব প্রভু করহ জ্ঞাপন॥
স্বর্গ উলটিব কিম্বা পাতাল ছেদিব।
সমুদ্র শোষিব কিম্বা পৃথিবী তুলিব॥
আজ্ঞা দিলা শিব তারে যজ্ঞ নাশিবারে।
বিশেষ কহিলা হর বধিতে দক্ষেরে॥
আজ্ঞা পা'য়া বীরভদ্র চলে শীঘ্রগতি।
নন্দী আদি চলিল যতেক সেনাপতি॥
সঙ্গে প্রেত ভূত চলে যোলকোটি দানা।
দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা॥
দক্ষ-যজ্ঞ-স্থানে গিয়া দিল দরশন।
যজ্ঞ-কুণ্ড ভাঙ্গিতে লাগিল দানাগণ॥
প্রাণভয়ে দ্বিজগণ দেখায় পইতা।
প্রাণেতে না মারি দেয় বহুতর ব্যথা॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস।

প্রবেশিল বীরভদ্র যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজ পুব, ভাঙ্গিয়া করে চুর,
কেহ নিবারিতে নারে॥
ব্রাহ্মণে ধরিয়া, পুঁথি লয় কাড়িয়া,
ডোর দিয়া ভুজ বান্ধে।
ব্রাহ্মণে না মার, ব্রাহ্মণে না মার,
পৈতা দেখাইয়া কান্দে॥
বেগে হোতা ধায়, দানা ধরি তায়,
পাড়িয়া উপাড়ে দাড়ি।
ভাঙ্গিল দশন, ছিঁড়িল বসন,
স্রুবের মারিয়া বাড়ি॥
দক্ষের আগুদল, ধাইল গজবল,
লোহাব মুদ্গব শুণ্ডে।
রুষিল বীরবর, করিল জর জর,
মুকুটি মারিয়া মুণ্ডে॥
করিবর শুণ্ডে, ধরিয়া মুণ্ডে,
মুকুটি মারি দিল টান।
ছিঁড়িল শুণ্ড, ভাঙ্গিল মুণ্ড,
কাঁকড়ি মত খানে খান॥
ধরিয়া বারণে, তুরঙ্গ চরণে,
মাথা তুলি দিল নাড়া।
অঙ্গ ছিঁড়িল, তুরঙ্গ পড়িল,
হাতেতে রহিল ফড়া॥
উভ করি পাণি, নাচে বীরমণি,
করিবব গাঁথি শূলে।
রুধিরেব পানা, পিয়ে যত দানা,
নাচে কত কুতূহলে॥
হইয়া বিচেতা, ধাইল প্রচেতা,
বীরবর ধরিয়া বান্ধে।

আহুতি—হোম; দেবোদ্দেশে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতদান। কুণ্ড—যজ্ঞপাত। কুঞ্জর—হাতী। নিকলে—বাহির হয়। হোতা—হোমকারী। স্রুব—কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘৃত-ক্ষেপণ পাত্র। মুকুটি—কিল। কাঁকড়ি—কাঁকুড়; ফড়া পা।

ব্রাহ্মণের জিউ রাখ, ব্রাহ্মণের জিউ রাখ,
বলিয়া প্রচেতা কান্দে ॥
দক্ষের সেনাবর, বরিষে ঘন শর,
মেঘে যেন পানী পসালা।
ঠেকি দানা গায়, উখড়িয়া যায়,
পুষ্পের যেমত মালা ॥
ভৃগুর লোচন, করিল মোচন,
প্রহারে ভাঙ্গিল দন্ত।
সূর্য্যের ঘোড়া, ছিঁড়িল দড়া,
দিগের না পায় অন্ত ॥
সঙ্গে বীর ঘটা, ধাইল নেঙ্গটা,
মূতয়ে যজ্ঞের কুণ্ডে।
কপাট ভাঙ্গিয়া, ভাণ্ডার লুটিয়া,
ঘৃত মধু ঢালে তুণ্ডে ॥
বীরবর লম্ফে, বসুমতী কম্পে,
অষ্ট-কুলাচল ফিরে।
ফণিগণ ছাড়িল, মণিগণ পড়িল,
ফণিপতি মাথা ঘোরে ॥
দক্ষের কাটি শির, অনলে মহাবীর,
ফেলিল যজ্ঞের কুণ্ডে।
মুকুন্দ নিবেদন, শুন হে সভাজন,
মহেশ-নিন্দার দণ্ডে ॥

বীরভদ্রের কৈলাসে গমন।

পলায় সকল দেব বীরের তরাসে।
কেশ নাহি বান্ধে কেহ ছাড়য়ে নিশ্বাসে ॥
পলায় ত্রিদশপতি গজেন্দ্র গমনে।
কাতর হইয়া বলে বীরের চরণে ॥
নাকে মুখে রক্ত পড়ে সূর্য্য ধায় রথে।
পলাইতে ঠেকি গেল বীরভদ্র-হাতে ॥
দন্ত ভাঙ্গি গেল বীর তোমার প্রহারে।
শিবের কিঙ্কর আমি না মারিহ মোরে ॥
ধর্ম্মরাজ পলাইতে মহিষ উপরে।
ঠেকিয়া বীরের হাতে পড়িল ফাঁপরে ॥
পরাণে কাতর যম পড়িল ভূমিতে।
শিবের কিঙ্কর বলি কুটা নিল দাঁতে ॥
দক্ষযজ্ঞ নাশি বীর গমনে উল্লাস।
দণ্ড মাত্রে বীরভদ্র পাইল কৈলাস ॥
সঙ্গে ষোল কোটি চলে প্রেত ভূত দানা।
দামামা দগড় বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা ॥
প্রণাম করিয়া শিবে করে নিবেদন।
প্রসাদ করিলা হর দিয়া আলিঙ্গন ॥
এমন দক্ষের মখ শুনি বিনাশন।
তপস্যায় মন দিলা দেব পঞ্চানন ॥
দেবীর বিরহে হর ছাড়িয়া কৈলাস।
হিমগিরি যান হর হইয়া উদাস ॥
তথা উপনীত হৈলা মরালবাহন।
করজোড়ে কহিলেন বিনয় বচন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শিবের প্রতি ব্রহ্মার স্তব।

তুমি দেব নিরঞ্জন, তুমি অহঙ্কার মন,
তুমি দেব পুরুষ-প্রধান।
সব তব অধিকার, পরম কৈবল্যাধার,
তুমি ব্রহ্ম তুমি দিব্য জ্ঞান ॥
স্থাবর জঙ্গমময়, তোমা ভিন্ন কিছু নয়,
ভাবিয়া বুঝিনু তুমি এক।
এক বই নহে অন্য, ঘটে ঘটে দেখে ভিন্ন,
দুষ্টমতি দেখয়ে অনেক ॥
তুমি ধর্ম্ম নিরাকার, তুমি সংসারের সার,
শুন গঙ্গাধর শূলপাণে।
ত্যজহ সকল রোষ, আমি কৈনু সব দোষ,
অকালে প্রলয় কর কেনে ॥

উখড়িয়া—ঠিকরিয়া। মূতয়ে—প্রস্রাব করে। তুণ্ডে—মুখে। অষ্ট-কুলাচাল—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র ও হিমালয়। কৈবল্য—মুক্তি। স্থাবর—জড়; স্থিতিশীল। জঙ্গম—গতিশীল। প্রলয়…কল্পান্ত।

অনাদি অনন্ত শিব, তুমি বুদ্ধিময় জীব,
আপনারে সৃজিলে আপনি।
গগন পবন জল, তেজ বসুমতী স্থল,
চারি বেদে তোমারে বাখানি ॥
সৃজিয়া অমর নর, করিলা আপন পর,
মহা অন্ধকারে দিলা মেলা।
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দেখ, গড়িয়া ভাঙ্গিয়া রাখ,
বালকে যেমন করে খেলা।
তোমার মহত্ত্ব যত, যদ্যপি বৎসর শত,
তবু কেহ বলিতে না পারে।
অতি মূঢ় হতজ্ঞানে, দক্ষ তোমা কিবা জানে,
না জানিয়া মৈল অহঙ্কারে ॥
করপুটে মাগি বর, জীয়াও অমর নর,
বারেক দক্ষেরে কর দয়া।
শঙ্কর, সম্বর রাগ, ভুঞ্জহ যজ্ঞের ভাগ,
উপজিবে দেবী মহামায়া।
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী, বলে দেব শূলপাণি,
তোমার বচনে হৈনু সুখী।
জীবেক অমর নর, সেই দক্ষ প্রজেশ্বর,
উপজীবে দেবী চন্দ্রমুখী ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র-হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দক্ষের জীবন লাভ ও গৌরীর জন্ম।

ব্রহ্মার স্তবনে শিব পেয়ে মহাসুখ।
কহিতে লাগিলা ধীরে যত মনোদুঃখ ॥
তুমি কি না জান ব্রহ্মা দক্ষের চরিত।
যত অহঙ্কার কৈল তোমার বিদিত ॥
বারে বারে সহিলাম তব মুখ লাজে।
না দিল যজ্ঞের ভাগ দেবতা সমাজে ॥
বাপ ঘর বলিয়া আপনি গেল সতী।
পাদ্য অর্ঘ্য নাহি দিল পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি ॥
যজ্ঞ-ভাগ নাহি দিল বসিতে আসন।
সেই অভিমানে সতী ছাড়িল জীবন ॥
মনস্তাপ পাইলাম সতীর মরণে।
ক্ষমিব সকল দোষ তোমার কারণে ॥
এতেক বলিয়া আশুতোষ ত্রিলোচন।
চলিল ব্রহ্মার সঙ্গে দক্ষের সদন ॥
জীয়াবারে দক্ষেরে চলিল দিগম্বর।
নন্দী আদি যোগায় বাহন বৃষবর ॥
চারি পায়ে বান্ধিল ঘাঘর উরুমাল।
পালান ভিড়িয়া বান্ধে কেঁদো বাঘছাল ॥
বাঘছাল পৃষ্ঠে শিব বৃষবরে সাজে।
মেঘের পশ্চাতে যেন ঐরাবত গজে ॥
বৃষ'পরে চাপিয়া চলিল ত্রিপুরারি।
হিমালয় শিখরেতে যেমন কেশরী ॥
বাসুকি সহস্র ফণা শিরে ছত্র ধরে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ মঙ্গল উচ্চারে ॥
ডাহিনে চলিল নন্দী বামে মহাকাল।
আগে পাছে দানা ধায় প্রথমে বেতাল ॥
দক্ষের সদনে গিয়া দিল দরশন।
প্রসন্ন-বদন শিব মুক্তির কারণ ॥
পুরীখান দেখিয়া অঙ্গার অস্থিময়।
অন্তরে হইলা শিব পরম সদয় ॥
হাতে জপমালা প্রভু বসিলা আসনে।
প্রাণ-সঞ্চারিণী বিদ্যা জপে মনে মনে ॥
যার যেই হস্ত পদ লাগে সঞ্চে সঞ্চ।
গাত্রে উপজিল মাংস হইল লোমাঞ্চ ॥
দক্ষে জীয়াবারে হর করে অনুবন্ধ।
মুণ্ড বিনা নাচিয়া বেড়ায় কাটা স্কন্ধ ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে ধায় রড়ে।
আশে পাশে ঠেকিয়া সে ঘুরে ঘুরে পড়ে ॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি সর্ব্বদেব হাসে।
করপুটে বলে ব্রহ্মা শঙ্করের পাশে ॥

বাখানি—প্রশংসা করে। মেলা—অনেক (অমর, নর, জল, স্থল ইত্যাদি)। উপজিবে—জন্মিবে। উপজীবে—বাঁচিবে ঘাঘর—ঘুংুর। উরুমাল—রুমাল? পালান—পশুপৃষ্ঠে বসিবার আসন। ভিড়িয়া—লাগাইয়া। অনুবন্ধ—উপক্রম। সঞ্চে সঞ্চ—এক একটু করিয়া। রড়ে—বেগে।

তোমার শ্বশুর দক্ষ হয় গুরুজন।
দোষ ক্ষম, কেন প্রভু কর বিড়ম্বন॥
নাহিক শ্রবণ প্রভু নাহি ঘ্রাণ চোক।
বিনা মুণ্ডে জীবন, শরীরে কিবা সুখ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি বলে চন্দ্রচূড়।
দক্ষের স্কন্ধেতে জোড়' ছাগলের মুড়॥
পূর্ব্বে শাপ দিল নন্দী দেবতা সভায়।
দক্ষের ছাগল মুণ্ড খণ্ডন না যায়॥
নন্দীর বচন কভু না হইবে আন।
আর কিছু না বলিহ কবি সাবধান॥
কাটা ছাগলের মুণ্ড ছিল যজ্ঞ ঘরে।
লাগিল দক্ষেব স্কন্ধে শঙ্করের বরে॥
সেই অধিকার দিল দক্ষেরে সম্মান।
দেবগণে উঠি যায় যাব যেই স্থান॥
ভৃগু গর্গ পরাশব আদি মুনিগণ।
গন্ধ পুষ্প দিয়া করে শিবের অর্চ্চন॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
রত্নময় পুরী তার হইল তখন॥
যতেক অদিতি দিতি আদি দেবীগণ।
সবারে দিলেন বর অক্ষয় যৌবন॥
বর দিলা দক্ষে শিব পাও যজ্ঞ-ফল।
স্থাপিলা যজ্ঞের ভাগ দক্ষের সকল॥
রুদ্র-ভাগ না দিয়া যে জন যজ্ঞ করে।
পিশাচ বেতাল আদি তার যজ্ঞ হরে॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর।
স্তুতি করে শঙ্করে করিয়া জোড়কর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে হয়ে একচিত।
বলিতে লাগিল সবে শঙ্করের হিত॥
এই যজ্ঞে সতী দেবী ছাড়িল শরীর।
তাঁহা বিনা সর্ব্বদেব হইল অস্থির॥
শুনিয়া হাসিল প্রভু দেব ত্রিলোচন।
আকাশে প্রকাশে যেন চন্দ্রের কিরণ॥
তৎক্ষণে উপজিল অন্তরীক্ষে বাণী।
হেমন্তের ঘরে জন্ম লভিলা ভবানী॥

এই মতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশি অভয়া।
পুণ্যবান্ দেখি হিমালয়ে কৈলা দয়া॥
লোক শুভহেতু সেই হৈল শুভ দিন।
হিমালয়ে জন্ম মাতা লইলা যে দিন॥
তুষার-শিখরী ভাগ্য নিবেদিব কি।
ভুবন-জননী হৈলা হিমালয়ের ঝি॥
মেনকার পুণ্য কিবা করিব গণন।
যাহার উদরে চণ্ডী লইলা জনম॥
মৈনাক যাহার ভাই ভুবনসুন্দর।
যার পক্ষ কাটিতে নারিল পুরন্দর॥
পর্ব্বতরাজাব ছিল যত কুলাচার।
ওদন-প্রাশন আদি করিল তাহার॥
করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষে।
শোভাতে বাড়েন চণ্ডী দিবসে দিবসে॥
নিবিষ্ট করিয়া মন শিবের চরণে।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

গৌরীর রূপ বর্ণনা।

ত্রিভুবন-জন-ধাত্রী, পর্ব্বত-ভূপাল-পুত্রী,
হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
অন্য বেশ দিনে দিনে, শোভে অলঙ্কার বিনে,
দেখি সুখী হইল মেনকা॥
উরুযুগ করিকর, নাভি সুগভীর সর,
দুই ভুজ মৃণাল-সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা,
অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
অধর বন্ধুক বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু,
খঞ্জন গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, ললাটে সিন্দূর-ফোঁটা,
তনু-রুচি ভুবনমোহন॥
নাসায় দোলয়ে মতি, হীরায় জড়িত তথি,
বদন-কমলে ভাল সাজে।

বেতাল—শিবের অনুচর। তুষার-শিখরী—হিমালয়। ওদন-প্রাশন—অন্নপ্রাশন। শ্রবণবেধ—কর্ণবেধ। পর্ব্বত-ভূপাল-পুত্রী—পর্ব্বতরাজের কন্যা। সঙ্কাশ—তুল্য। বন্ধুক-বন্ধু—সূর্য্য। বিলোচন—চক্ষু।

তুলনা যে দিতে নারি, তাহে অতি মনোহারী,
যেন সুধাকর তারা মাঝে ॥
গৌরীর বদন-শোভা, লখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
ম্লান চান্দ এই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে,
মিছে বলে কলঙ্কের রেখা ॥
গৌরীর দশন-রুচি, দেখিয়া দাড়িম্ব-বীচি,
মলিন হইল লজ্জাভরে।
হেন বুঝি অনুমানে, এই শোক করি মনে
পক্বতায় দাড়িম্ব বিদরে ॥
শ্রবণ উপর দেশে, হেম-মুকুলিকা ভাসে,
কুটিল কুঞ্চিত কেশপাশ।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিদ্যুৎ সাজে,
পরিহরি চপলতা দোষ ॥
স্থূলতা উদরে ছিল, বলে তা লুঠিয়া নিল,
উরঃস্থল জঘন দুজন।
চরণ চঞ্চল-ভাব, লোচন করিল লাভ,
নব নৃপ আসিতে যৌবন ॥
দেখিয়া গৌরীর রূপ, চিন্তিত পর্ব্বত-ভূপ,
কারে দিব এ কন্যা রতন।
উমাপদে হিতচিত, রচিল নূতন গীত,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

হিমালয়ের চিন্তা।

রূপবতী হৈমবতী, মেনকা হরিষ-মতি
হিমালয় চিন্তিত-অন্তর।
কুল শীল রূপবান্, নিরুপম স্ব-সমান,
কোথা পাব কন্যা-যোগ্য বর ॥
অকুলীনে দিলে সুতা, লাজে হবে হেঁট মাথা,
বংশে বহু থাকিবে গঞ্জন।
মনে হবে অসন্তোষ, লোকে গা'বে অপযশ,
বড় পুণ্যে পাই কুল-জন ॥
বিদ্যা-নিবেশিত-মন যদি পাই কুল-জন,
সদাচারী বিনয়-ভূষিত।
সকল লোকের মাঝে, যোগ্য বর সেই সাজে,
করিদন্ত কনকে জড়িত ॥
মেলি যত বন্ধুজন, দশ দিকে দেও মন,
যথা পাও অমলিন কুল।
তারে সমর্পিব কন্যা, ত্রিভুবনে এক ধন্যা,
কবে আমি হব নিরাকুল ॥
বন্ধুজন সঙ্গে করি, বিচার করেন গিরি,
সভায় বসিয়া দিনে দিনে।
ভাবিতে এমত কালে, শ্রীনারদ কুতূহলে,
আগমন করিলা সেখানে ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমন, দিয়া রত্ন-সিংহাসন,
নিবেদয়ে করিয়া অঞ্জলি।
ভাবিয়া চণ্ডিকা পায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়,
ব্রাহ্মণভূপতি কুতূহলী ॥

হিমালয়ের প্রতি নারদের উপদেশ।

কৃতাঞ্জলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেন গিরি।
কোন বরে বিভা দিব মোর কন্যা গৌরী ॥
হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ।
গৌরী হৈতে বাড়িবেক তোমার সম্পদ ॥
অচিরাতে হবে গৌরী হরের গৃহিণী।
অর্দ্ধ অঙ্গ দিবে হর গৌরীকে আপনি ॥
এই উপদেশ কহি গেলা নিজ বাস।
ত্যজিল হেমন্ত অন্যবর-অভিলাষ ॥
এমত সময় শিব তপস্যা কারণে।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে ॥
দেখি আনন্দিত বড় হৈল হিমালয়।
অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয় ॥
আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালী।
সংযোগ হইল যাহে তব পদ-ধূলি ॥

সুধাকর—চন্দ্র। লখিতে—দেখিতে। হেম-মুকুলিকা—স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্পকলিকা। বিদ্যা-নিবেশিতমন—বিদ্যাচর্চ্চায় নিযুক্ত মন। নিরাকুল—নিশ্চিন্ত। হেমন্ত—হিমালয়। অঞ্জলি—জোড়হাত।

কোপদৃষ্টে মহেশের ববিরে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস, কলিকাতা

আমার কামনা নাথ করহ সফল।
মম কন্যা নিত্য দিবে কুশ-পুষ্প-জল॥
হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি।
গৌরীকে করিতে সেবা দিলা অনুমতি॥
নানা উপহারে গৌরী পূজেন শঙ্করে।
হেনকালে দৈত্য-ভয় হৈল সুরপুরে॥

কামদেব ভস্ম।

দৈত্য-রণে দেবরাজ হৈলা পরাজয়।
দেবগণ মিলি গেলা ব্রহ্মার আলয়॥
তারকের ভয় ইন্দ্র করিল গোচর।
ধ্যানেতে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর॥
মহেশের পুত্র হবে নামে ষড়ানন।
তাঁর যুদ্ধে হইবেক তারক-নিধন॥
আমার বচন শুন যত দেবগণ।
সবে মিলি শিবের বিবাহে দেহ মন॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হেঁট কৈল মাথা।
বুঝিয়া ইন্দ্রের মন বলেন বিধাতা॥
অযোধ্যা নগরে আছে নৃপতি মান্ধাতা।
সূর্য্যসম পরাক্রমে, কর্ণ সম দাতা॥
তাহার তনয় বীর নামে মুচুকুন্দ।
পাইলে সংগ্রাম তার বাড়য়ে আনন্দ॥
মুচুকুন্দে ডাকি আনি দেহ রাজ্যভার।
যাবৎ না হয় কার্ত্তিকের অবতার॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র পরম আনন্দে।
রাজ্যভার সমর্পিল রাজা মুচুকুন্দে॥
মুচুকুন্দ তারকের দিবানিশি রণ।
কামদেবে পাণ দিতে ইন্দ্র আদেশন॥
দেবগণ লয়ে যুক্তি করি সুরপতি।
কামদেবে পাণ দিয়া দিলেন আরতি॥
মহেশের পুত্র হবে নামে ষড়ানন।
তাহার সমরে হবে তারক-নিধন॥

চল চল মদন চলহ হিমগিরি।
তপস্যা করেন যথা দেব ত্রিপুরারি॥
আছেন অভয়া তাঁর হয়ে অনুচরী।
তোমা হৈতে শিব যেন হন কামচারী॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কাম হয়ে ত্বরান্বিত।
সঙ্গে নিল সহচর বসন্ত-মারুত॥
ফুলময় ধনু নিল ফুল-পঞ্চবাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে কলগান॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে চলিলা মদন।
দণ্ডমাত্রে গেলা বীর যথা পঞ্চানন॥
ধেয়ানে আছেন শিব অজিন-আসনে।
ঝারি হাতে আছে গৌরী তাঁর সন্নিধানে॥
সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে॥
ধ্যান ভঙ্গ হয়ে শিব চারি দিকে চান।
সম্মুখে দেখেন চাপ ধরি পঞ্চবাণ॥
কোপ-দৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥
তপোভঙ্গ হৈলে শিব গেলা অন্যস্থান।
পর্ব্বত-নন্দিনী গেলা পিতৃ-সন্নিধান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রতির খেদ।

কামকান্তা কান্দে রতি, কোলে করি মৃত পতি,
ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায়ে কুন্তলভার, ত্যজে নানা অলঙ্কার,
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণতলে, রতি সকরুণে বলে,
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেকে দারুণ হয়ে, পাসরিলে প্রাণপ্রিয়ে,
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান॥

পরাজয়-পরাজিত। ষড়ানন—কার্ত্তিক। অবতার—উৎপত্তি; প্রাদুর্ভাব। পাণ দিতে—নিমন্ত্রণ করিতে, ইহা পূর্ব্ব প্রথা। আরতি—নিবেদন। অজিন-মৃগচর্ম্ম। সম্মোহন—মুগ্ধকরণ পঞ্চবাণ—মদন। দহন—অগ্নি। অবধান—মনোযোগ।

চাহিয়া উত্তর দেহ, রতিরে সংহতি লহ,
পাসবিলে পূরব পীরিতি।
তুমি নাথ যাবে যথা, আমি আগে যাব তথা,
তবে কেন হৈল বিপরীতি ॥
মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি পাইব আমি,
রহিব তোমার পদতলে ॥
শঙ্করে মারিতে বাণ, ইন্দ্রের লইলা পাণ,
রতিরে করিতে অনাথিনী।
দিয়া নিদারুণ শোক, গেলা প্রভু পরলোক,
মোর তরে পোহাল রজনী ॥
ভুবনে সুন্দর-তনু, তোমার কুসুমধনু,
সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।
লোটায় ধরণীতলে, মম পাপ-কর্ম্মফলে,
সুকঠিন বিধাতার প্রাণ ॥
এই হর-কোপানলে, তোমারে দহিল বলে,
না বধিল রতির জীবন।
তোমাবিনে প্রাণপতি, তিলেক না জীয়ে রতি,
এই বড় রহিল গঞ্জন ॥
দেহ যোগ নহে সত্য, কেবল মরণ নিত্য,
সর্ব্বলোকে এই কথা জানে।
যৌবনে মরণ-কাল, হৃদয়ে রহিল শাল,
নাহি মানে প্রবোধ পরাণে ॥
কুল শীল রূপগুণ, জীবন যৌবন ধন,
বিধবার সকলি বিফল।
বসন্ত প্রভুর সখা, মোরে আসি দেহ দেখা,
কুণ্ড কাটি জ্বালাও অনল ॥
সুন্দর সিন্দূর ভালে, চিরুণী কুন্তলজালে,
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।
সঘনে হুলুই পড়ে, রতি চতুর্দ্দোলে চড়ে,
ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল ॥
অনুমৃতা হবে রতি, হেনকালে সরস্বতী,
আকাশে কহিলা হিতবাণী।
উমাপদে হিতচিত, রচিল নূতন গীত,
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী ॥

রতির প্রতি দৈববাণী।

হিত উপদেশ বলি শুন দেবী রতি।
আমার বচন তুমি কর অবগতি ॥
অনলে পোড়ায়ে নষ্ট না করিহ তনু।
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু ॥
কিছুকাল থাক গিয়া সম্বরের ঘরে।
তথায় তোমার পতি মিলিবে সত্বরে ॥
আপনার নাম তুমি না বলিও রতি।
আজি হৈতে নাম তুমি ধর মায়াবতী ॥
রন্ধনশালার তুমি হবে অধিকারী।
তনয়া বলিবে তোমা সম্বরের নারী ॥
বলবৃত্তি তোমারে করিবে যেইজন।
সেইক্ষণে হবে তার অবশ্য মরণ ॥
যবে যদুকুলে হরি হবে অবতার।
হরিবে অসুর বধি অবনীর ভার ॥
কংস আদি অসুরের করিয়া বিনাশ।
অবনীর ভার প্রভু করিবেন হ্রাস ॥
রুক্মিণী বিবাহ হরি করিবে প্রথম।
তার গর্ভে হবে কামদেবের জনম ॥
সম্বর পাইয়া নারদের উপদেশ।
তাঁহার সুতিকাগারে করিবে প্রবেশ ॥
চুরি করি লয়ে যাবে কৃষ্ণের নন্দনে।
সমুদ্রে ফেলিয়া যাবে আপন ভবনে ॥
বিশাল বোদালি তাকে করিবেক গ্রাস।
কৃষ্ণের নন্দন তবু না হবে বিনাশ ॥
বোদালি হইবে বন্দী ধীবরের জালে।
তোমারে মিলিবে ভেট রন্ধনের শালে ॥
বোদালি কুটিতে তুমি পাবে নিজ স্বামী।
সকল বিশেষ কথা বলিলাম আমি ॥

সংহতি—সঙ্গে। গতি—অবস্থা, উপায়। পরলোক—লোকান্তর। গঞ্জন—অবমাননা; গ্লানি; যাতনা। নিত্য—নিশ্চিত। শাল—শূল। কুণ্ড—গর্ত্ত। অনুমৃতা—সহমৃতা। সুতিকাগার—আঁতুড় ঘর। বোদালি—বোয়াল মাছ। ভেট—সাক্ষাৎ।

কোলে কাঁখে করি তারে করিও পালন।
অতি অল্পকালে সেই পাইবে যৌবন॥
যদি মাতা বলি তোরে করে সম্ভাষণ।
সেই কালে আচ্ছাদিত করিও শ্রবণ॥
তার বিদ্যমানে তারে দিও পরিচয়।
সম্বর বধিয়া যেন যান নিজালয়॥
সরস্বতী চরণেতে করিয়া প্রণাম।
ত্বরায় চলিল রতি সম্বরের ধাম॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

গৌরীর তপস্যা।

তপস্যা করেন গৌরী হর-পদ-আশে।
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে॥
একদিন উপবাস দিনেক ভোজন।
ত্যজিল তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন॥
একপদে কৃতাঞ্জলি দিবস ক্ষেপণ।
রজনী সময়ে কুশে করেন শয়ন॥
পঞ্চতপ করেন জ্বালিয়া পঞ্চানলে।
ঊর্দ্ধ মুখ করি রহে অরুণ-মণ্ডলে॥
শুক্লবাস পিঙ্গ কেশ অরুণ মূরতি।
করিলেন বৈশাখেতে ব্রতের নিয়তি॥
দুই উপবাস করি করেন পারণা।
মহেশ পূজেন দেবী হয়ে সাবধানা॥
চিন্তেন শিবের পদ মুদ্রিত লোচন।
মাঘ মাসে নিশাকালে উদকে শয়ন॥
কৈল ব্রত গিরি-সুতা তিন উপবাস।
পারণা করিল শেষে সবে তিন গ্রাস॥
অন্ন ত্যজি খান দেবী কদলী বদর।
কত কাল পান করে কেবল পুষ্কর॥
শিব-পদ-ধ্যান গৌরী কৈল অনুক্ষণ।
বৃক্ষের গলিত পত্র করিল ভক্ষণ॥
ত্যজিল বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্ন পান।
এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান॥
ছলিতে আইলা হর দ্বিজবেশ ধরি।
জিজ্ঞাসিলা গৌরী প্রতি তথায় উত্তরি॥
তপস্বিনী কেন কর শিব-পদে আশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অম্বিকার দাস॥

গৌরীকে শিবের ছলনা।

কহ গো নিরুপমা, কার বোলে রামা,
ইচ্ছিলে বুড়া জটাধরে।
হইয়া সুন্দরী, ভজিবে ভিখারী,
দরিদ্রবর দিগম্বরে॥
শুন গো চন্দ্রমুখী, তোমারে আমি দেখি,
রূপেতে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর, ভুবনে মনোহর,
ইচ্ছিলা বুড়া বর আপনি॥
কহ গো রূপবতি, দেহ হেমদ্যুতি,
রুচির মাণিক-দশনা।
তৈল নাহি ঘরে, ইচ্ছিলে হেন বরে,
হইবে বিভূতি-ভূষণা॥
দরিদ্র পতি যার, বিফল জনম তার,
দারিদ্র্য গুণরাশি নাশে।
শুন গো গুণময়ি, তোমারে আমি কই,
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে॥
গঙ্গা থাকি শিরে, ভিক্ষু দেখি হরে,
মিলিল গিয়া রত্নাকরে।
শুন লো গুণময়ি, তোমারে হিত কহি,
দরিদ্রে কেহ না আদরে॥
ভিক্ষা অনুসারে, ভ্রমে ঘরে ঘরে,
ডম্বরু করিয়া বাজনা।
গৃহিণী হবে সুখে, জন্ম যাবে দুঃখে,
তোমারে দৈব বিড়ম্বনা॥

শ্রবণ—কাণ। টুটান—কমান। নিয়তি—নিয়ম। পুষ্কর—জল। বদর—কূল। পারণা—উপবাসের পর আহার। গলিত—স্খলিত। অভিধান—নাম। উত্তরি—উপস্থিত হইয়া। রুচির—উজ্জ্বল। বিভূতি—ছাই। অনুসারে—নিমিত্ত।

বসন বাঘছাল, গলেতে হাড়মাল,
উত্তরী যার বিষধর।
প্রেত ভূত সঙ্গে, চিতা-ধূলি অঙ্গে,
বাঞ্ছিলা কেন হেন বর॥
কার পুত্র হর, কোথা তার ঘর
নাহি ভাই বন্ধু জন।
ভজি শূলপাণি, হইবে দুঃখিনী,
কেমনি দৈবের ঘটন॥
দ্বিজের শুনি কথা, বলেন গিরিসুতা,
তপস্বী, কর অবধান।
যে যার মনে ভায়, সে নারী ভজে তায়,
মুকুন্দ এই রস গান॥

অভিপ্রায় বুঝি হর বলেন তাঁহারে।
প্রসন্ন হলাম গৌরী মাল্য দেহ মোরে।
তপস্যায় বশ আমি হলাম তোমারে।
অঞ্জলি করিয়া গৌরী কহিলা শঙ্করে॥
কৃপা করি যদি মোরে দিলে বর দান।
আমার পিতারে নাথ করহ প্রণাম॥
এমন শুনিয়া হর গৌরীর বিনয়।
নারদেরে পাঠাইয়া দিল হিমালয়॥
আসিয়া নারদ মুনি কহিল সকল।
শুনি হিমালয় হৈলা আনন্দে তরল॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

অণিমা লঘিমা আদি যাঁর অষ্ট সিদ্ধি।
যাঁহার ষোড়শ অংশ না ধরিল বিধি॥
ত্রিভুবনে দেখ যার পরম সম্পদ।
কে বা সেবা নাহি করে মহেশের পদ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে করেন অঞ্জলি।
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর বাঞ্ছে পদধূলি॥
ত্রিভুবনে রক্ষিলা করিয়া বিষপান।
মৃতুঞ্জয় বিনা বর কেবা আছে আন॥
এমত গৌরীর কথা শুনি তপোধন।
পুনরপি কিছু কহিবারে কৈল মন॥
তপস্বীরে দেখে কিছু চঞ্চল-অধর।
সে স্থান ছাড়িয়া গৌরী গেলা স্থানান্তর॥
এমত সময়ে হর নিজ বেশ ধরি।
পার্ব্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারি॥
মদনমোহন হর দেখি বিদ্যমান।
সম্ভ্রমে পাসরে গৌরী পূজার বিধান॥
সন্নিধানে দেখি গৌরী ত্রিজগত-নাথ।
অবনী লোটায়ে দেবী করে প্রণিপাত॥

হরগৌরীর বিবাহ।

হেমন্ত হরিষে কন্যা অধিবাসে
করিল দুন্দুভি বাজনা।
অমর নাগ নর, আসিবে মোর ঘর,
যে মোর আছে বন্ধুজনা॥
সকল দোষহীন, আজি সে শুভদিন,
গৌরীর বিবাহ-মঙ্গল।
খমক বেণু বীণা, মৃদঙ্গ ভেরী নানা,
বাদ্যেতে হইল কোলাহল॥
আনিয়া দ্বিজগণ, করিয়া শুভক্ষণ,
করিল স্বস্তিক বাচন।
আরোপি হেম ঘটে, যুগল করপুটে,
গণেশে করি আবাহন॥
পার্ব্বতী রূপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতি,
পরিয়া বসিল আসনে।
যতেক দ্বিজ মুনি, করয়ে বেদধ্বনি,
গৌরীর গন্ধাধিবাসনে॥
মহী গন্ধ শিলা, দূর্ব্বা পুষ্পমালা,
ধান্য ফল ঘৃত দধি।

ভায়—শোভা পায়; ভাল লাগে। চঞ্চল-অধর—বাক্যকথনাভিলাষী। সম্ভ্রম—ভয়াদি জন্য আবেগ; ব্যস্ততা। বর—দেবতার নিকট প্রার্থিত বিষয়। আনন্দে তরল - অত্যন্ত আনন্দিত। অধিবাসন—গন্ধ মাল্যাদির দ্বারা সংস্কার।

স্বস্তিক সিন্দূর, কজ্জল কর্পূর,
শঙ্খ দিল যথাবিধি ॥
বান্ধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপ-পাত্র,
মস্তকে করিল বন্দনা।
সুবর্ণ সিঁথি শিরে, কনকাঙ্গুরী করে,
করিল আশীষ যোজনা ॥
রজত কাঞ্চন, তাম্র গোরোচন,
সিদ্ধার্থ চামর দর্পণ।
মোদক আর লাজে, পূজিল দেবরাজে,
কন্যার গন্ধাধিবাসন ॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পূজা করি,
দিলেন বসুধারা দান।
বসুধে পূজা করি, বসিলা হিমগিরি,
করিলা নান্দীমুখ বিধান ॥
কাঁখে হেমঝারি, মেনকা সুন্দরী,
জল সাহে ঘরে ঘরে।
যত এয়ো মেলি, দেয় হুলাহুলি,
তণ্ডুল-মঙ্গল করে ॥
হেথা অধিবাস আদি, মহেশ যথা বিধি,
করিলা বেদের বিধান।
কণ্ঠে হাড়মাল, পরিল বাঘছাল,
বৃষভে কৈলা আরোহণ ॥
চলিলা দেবরায়, প্রমথ পিছে ধায়,
দেউটি ধরে দানাগণ।
শিঙ্গার বাজনা, করয়ে ভূত দানা,
চলয়ে ঝড় বরিষণ ॥
আইলা ত্রিপুরারি, হেমন্ত হাতে ধরি,
বসাইলা কনক আসনে।
বসন অঙ্গুরী, মাল্য দিয়া গিরি,
করিলা বরের বরণে ॥
বিবলে স্থান করি, মেনকা সুন্দরী,
করিল স্ত্রী-আচরণ।
রচিল ত্রিপদী ছন্দ, পাচালী করিয়া বন্ধ,
গাইল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

নাগরীদিগের বর দর্শনে গমন।

কোন নাগরীর আধ সীমন্তে সিন্দুর।
কারো ভ্রমে পদে হার করেতে নূপুর ॥
কারো এক নয়নে ভালে দিয়াছে কজ্জলে।
পত্রাবলী এক কুচে নহিল সকলে ॥
আঙ্লা বিমলা চাঁপা কমলা ভারতী।
পদ্মাবতী স্বর্ণরেখা রতি কলাবতী ॥
বল্লভা দুর্লভা রম্ভা সুভদ্রা যমুনা।
চরিত্রা তুলসী রাণী শচী সুলোচনা ॥
হীরা তারা সরস্বতী মদনমঞ্জরী।
কৌশল্যা বিজয়া গোপী সুমিত্রা সুন্দরী ॥
যশোদা রোহিণী রাধা রুক্মিণী শঙ্করী।
চিত্রলেখা সুধামুখী গোপী মন্দোদরী ॥
ত্বরা হেতু সবাকার বিপর্য্যয় বেশ।
এলো করি ধায় কেহ নাহি বান্ধে কেশ ॥
এক পদে কোন এয়ো দিয়াছে নূপুর।
কপালে সিন্দূর নাই সীমন্তে সিন্দুর ॥
এক চক্ষে কোন এয়ো দিয়াছে অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণপূর ত্বরায় গমন ॥
শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে মো।
কোন এয়ো আইসে তার হাতে কাঁখে পো ॥
চড়িয়া জাঙ্গালে এয়ো দিল বাহু নাড়া।
আঁখির কটাক্ষে ভাঙ্গিয়া আইল পাড়া ॥
বরণ করিতে এয়ো করিল পয়াণ।
অভয়া-মঙ্গল শ্রীকবিকঙ্কণে গান ॥

মেনকার খেদ।

মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে।
অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধরগণে ॥
চিতাভস্ম বিভূষণ দেখি কলেবরে।
মেনকা বিষণ্ণ অতি হইল অন্তরে ॥

স্বস্তিক—পিটুলি দ্বারা প্রস্তুত মাঙ্গলিক দ্রব্য সিদ্ধার্থ—শ্বেত সর্ষপ। লাজ—খই। ভূরি—অনেক। এয়ো-সধবা নারী। তণ্ডুল-মঙ্গল—চাল-মঙ্গলান। প্রমথ—শিবানুচর। দেউটি—প্রদীপ; মশাল। মো—মায়া। জাঙ্গাল—আলি; সেতু, রাস্তা।

কাঁদেন মেনকা রাণী গৌরী মায়ামোহে।
বসন তিতিল তাঁর লোচনের লোহে॥
চরণে নূপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ।
পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম দেখি লাগে ধন্ধ॥
অঙ্গদ বলয় সর্প সর্পের পইতা।
চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক দুহিতা॥
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ॥
ওষধি সহিত ঘৃত দিলাম কপালে।
ঘৃতযোগে ললাট-লোচনে বহ্নি জ্বলে॥
দেখিয়া বরের রূপ লেগে গেল ধাঁদা।
কি ভাগ্য কপাল মাঝে আলো করে চাঁদা॥
বর দেখি এয়োগণ করে কানাকানি।
চক্ষু খাক পিতা, চক্ষে পড়ুক ছানি॥
হেন বরে কন্যা দেয় কি দেখি সম্পদ।
বাপ হয়ে মূঢ়মতি কন্যা করে বধ॥
অঙ্গুলি বেষ্টিয়া ছিল গারুড় মহামণি।
তাহার কারণে মোরে না খাইল ফণী॥
পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া হর।
দেখিয়া বরের রূপ জ্বলয়ে অন্তর॥
মেনকার দাসী আনে ওষধিব ডালি।
আছিল ইসর মূল তাতে একফালি॥
ইসর মূলের গন্ধে পলায় ভুজঙ্গ।
অঙ্গনার মাঝে হর হইলা উলঙ্গ॥
পলায় মেনকা রাণী লাজে গুটি গুটি।
নিভাইল নন্দী কার্য্য বুঝিয়া দেউটি॥
সেই খানে ফেলাইয়া ছায়নির ডালা।
কান্দিতে কান্দিতে রামা নিজ গৃহে গেলা॥
মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি।
এ বুড়া পাগল বরে দিলা হেন ঝি॥
কহিলেন নন্দী, শুন দেব শূলপাণি।
মদন-মোহন রূপ ধরুন আপনি॥
এতেক নন্দীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন।
দেখিতে দেখিতে হৈল ভুবনমোহন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শিবের মদন-মোহন রূপ-ধারণ।

আছিল বাঘের ছাল হৈল বসন।
অঙ্গদ বলয় হৈল ভুজঙ্গমগণ॥
বাসুকি মাথায় হৈল কিরীট ভূষণ।
অঙ্গের বিভূতি হৈল সুগন্ধি চন্দন॥
অস্থিমালা ছিল যত হইল রত্নমাল।
হরিতাল তিলক শোভিত হৈল ভাল॥
মুকুট উপরে শোভে সুধাকব-কলা।
ধরিল মদনরিপু মদনের লীলা॥
যোগ-বলে ধরিলেন মনোহর বেশ।
জটাভার হইল কুঞ্চিত চারু কেশ॥
হেরিয়া এ হেন বর সবার আহ্লাদ।
আহ্লাদে মেনকা রাণী ত্যজিল বিষাদ
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নারীগণের পতিনিন্দা।

সবে বলে গৌরীর বর মিলিল ভালো।
মদনমোহন-রূপে ঘর করেছে আলো॥
দেখিয়া বরের রূপ যতেক যুবতী।
একে একে নিন্দা করে নিজ নিজ পতি॥
এক নারী বলে সই মোর পতি গোদা।
সদা কোঁয়া জ্বরের ঔষধি পাব কোথা॥
ভাদ্রপদ মাসে পায় পাঁকুই দুর্ব্বার।
গোদে তৈল দিতে মোর উঠয়ে নেকার॥
ফুলে যদি গোদ, কোঁয়া জ্বর করে বল।
কত বা বাঁটিব আর ওকড়ার ফল॥

গাড়ুড়—মরকত মণি। ইসরমূল—সর্প-বিষ-নিবারক এক প্রকার মূল। এক ফালি —এক টুকরা। ছায়নির ডালা—বরণ ডালা। অঙ্গদ—কেয়ূর, বাজু। ভুজঙ্গম—সর্প।

প্রভুর দোসর নাহি উপায় কে করে।
কাটনার কড়ি কত জোগাব ওঝারে॥
দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে।
টুটিল সূতার কড়ি উপায় কি হবে॥
দুপণ কড়ির সূতা একপণ বলে।
এত দুঃখ লিখেছিল অভাগী-কপালে॥
চক্ষু খেয়ে বাপ বিয়া দিল হেন বরে।
মিথ্যা রাত্রি জেগে মরি কি কব গোদারে॥
গোদের গেঁজের ফোড়া হয় বিপরীত।
পূর্ণিমা হইলে তায় বেরয় শোণিত॥
আর জন বলে পতি বঞ্চিত দশন।
ঝোলঝাল বিনা তার না হয় অশন॥
কঠিন ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি।
মারয়ে পীড়ির বাড়ি কোণে বসে কান্দি॥
আর জন বলে সই মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুটি চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে কেহ নাহি সই মোর পারা।
কোলে কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা॥
কেহ বলে মোর পতি বড়ই নির্গুণ।
কত বা পুষিব দিয়া মা বাপের ধন॥
আর জন কহে সখী মোর পতি খোঁড়া।
নড়িতে চড়িতে নারে ঘর করে জোড়া॥
আর জন বলে সখী মম পতি কুঁজা।
কুঁজ ভাল হইলে পূজিব দশভুজা॥
চিত হয়ে শুতে নারে মরি মরি করে।
আড়াই হাত খাদ করে মেজের ভিতরে॥
লোকের গঞ্জন আর সহিতে না পারি।
সংসার ছাড়িয়া আমি হব দেশান্তরী॥
আর জন বলে সই মোর স্বামী কালা।
অন্যের সংসার ভাল মোর বড় জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কথা কহি দিনে পতি সনে।
রাত্রি হৈলে থাকে যেন পশুর শয়নে॥
সার্থক তপস্যা গৌরী কৈল অভিলাষে।
সেই হেতু পাইল বর মনের হরিষে॥
অদৃষ্টের কথা কিছু কহনে না যায়।
যা লিখিয়া থাকে বিধি অবশ্য তা হয়॥
আর নারী বলে আসি না ভাবিও ব্যথা।
মনোদুঃখ মনে রাখ ভাল পাবে কোথা॥
যে হোক সে হোক স্বামী নারীর ভূষণ।
পতি সেবা কর সবে, জেনে নারায়ণ॥
নিবিষ্ট করিয়া মন শিবের চরণে।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে॥

গৌরীর মাল্য দান।

বৃষভেতে আরোহিলা দেব পঞ্চানন।
মধ্যেতে কাণ্ডার পট ধরে কত জন॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
মন্দ মন্দ নিনাদ করয়ে মেঘগণ॥
শিব প্রদক্ষিণ গৌরী কৈল সাতবার।
নিছিয়া ফেলিল পাণ কৈল নমস্কার॥
মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্নমাল।
দেখি দেবগণে সুখ বাড়িল বিশাল॥
হরিষে পুলক-তনু দুজনে ছামনি।
হুলাহুলি দেয় যত পুর-নিতম্বিনী॥
ব্রহ্মা পুরোহিত হৈলা বাক্যের বিধান।
হিমালয় আনন্দে করিল কন্যা দান॥
হর গৌরী দুই জনে বসি একাসনে।
গ্রন্থি-ছড়া বন্ধন করিল মুনিগণে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পূজে প্রজাপতি।
হর-গৌরী আনন্দে দেখিল অরুন্ধতী॥
ঝারি থালা ধেনু শয্যা দিল নানা দান।
উত্তম বসন শিবে দিল হিমবান॥
দিলেন বিজয়া জয়া সখী পদ্মাবতী।
সমর্পিলা গিরিরাজ মহেশে পার্ব্বতী॥
ক্ষীর খণ্ড দুই জনে করিল ভোজন।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন॥

দোসর—সঙ্গী। কাটনার কড়ি—সূতা কাটার পয়সা। দাদনি—দাদন; কোন কাজের জন্য যাহা অগ্রিম লওয়া যায়। গেঁজ—ফোড়া। বিপরীত—বিষম। কাণ্ডার—পর্দা। নিছিয়া—মুছিয়া। ছামনি—শুভদৃষ্টি। বিধান—বিধায়ক।

নিবাসে রহিলা দোঁহে কুসুম-শয়নে।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে॥

গণেশের জন্ম।

বিজয়া জয়াতে মেলি, তুলিল গৌরীর মলি,
কুঙ্কুম চন্দন দিয়া অঙ্গে।
একত্র করিয়া মলি, মনোহর পুত্তলি,
নির্ম্মাইল গৌরী খেলা রঙ্গে॥
খর্ব্ব পীবর তনু, বরণ প্রভাত ভানু,
চারি ভুজ আজানুলম্বিত।
নখ পাঁতি যেন কুন্দ, তাহার উপমা ইন্দু,
যোগ-পাটা হৃদয়ে শোভিত॥
পরিধান বাঘ-ছাল, গলায় রত্নের মাল,
চারি ভুজে নানা আভরণ।
বিকসিত কোকনদ, নিন্দিয়া উভয় পদ,
তাহে চারু মঞ্জীর শোভন॥
সুবলিত চারি কর, শূল পাশ মনোহর,
নির্ম্মাণ করিয়া দিল হাতে।
যে অঙ্গে যে অলঙ্কার, নির্ম্মাণ করিল তার,
নাহি মলি শির নিরমিতে॥
হেনকালে মহেশ্বর, ভিক্ষা মাগি আইলা ঘর,
লাজে ঘরে প্রবেশে পার্ব্বতী।
জিজ্ঞাসিলা শূলপাণি, কহ জয়া সত্য বাণী,
শালভঞ্জী কাহার নির্ম্মিতি॥
জয়া দিল তদুত্তর, শুন প্রভু মহেশ্বর,
এ গৌরীর পুত্তলি গঠন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
গাইলেক শ্রীকবিকঙ্কণ॥

জয়ার বচন শুনি বলেন শঙ্কর।
অভিপ্রায় বুঝি, তারে দিলেন উত্তর॥
পুত্র আশা বুঝিলাম পুত্তলি নির্ম্মাণে।
সঙ্গে নাহি খেলাবার কেহ সন্নিধানে॥
এত বলি নন্দীকে দিলেন আঁখি ঠার।
চলিলেন নন্দী অসি লইয়া সুধার॥
সুখে নিদ্রা যায় গজ উত্তর শিয়রে।
তথা গিয়া গজ-স্কন্ধ আনিল সত্বরে॥
এক চোপে গজ-স্কন্ধ করিয়া ছেদন।
মাথা লয়ে গেলা নন্দী যথা পঞ্চানন॥
পুত্তলির কান্ধে মাথা দিলা জোড়া শিব।
শিব-অঙ্গ পরশে পুত্তলি পাইল জীব॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া তবে বসিল পুত্তলি।
দেখিয়া মদন-রিপু হৈলা কুতূহলী॥
শিবের বচনে জয়া পুত্র লয়ে কোলে।
আদরে অর্পিল গিয়া পার্ব্বতীর স্থলে॥
দেখিলেন পুত্র গৌরী কুঞ্জর-বদন।
করুণা করিয়া বিধু বলেন বচন॥
এই পুত্রে আমার নাহিক কোন কাজ।
কি মতে বসিবে পুত্র দেবের সমাজ॥
সুন্দর সুন্দর যত দেবতানন্দন।
তার কাছে কেমনে বসিবে গজানন॥
গৌরীর বচনে জয়া পুত্র লয়ে কোলে।
পুনর্ব্বার গেল তবে মহেশের স্থলে॥
গৌরীর বচন শিবে কৈল নিবেদন।
হাসিয়া জয়াকে শিব বলেন বচন॥
এই পুত্র তোমার ভুবনে বিঘ্নরাজ।
ইহাকে পূজিবে যত দেবের সমাজ॥
সকল দেবতা মাঝে আগে পাবে পূজা।
ইহাকে পূজিবে আগে ইন্দ্র আদি রাজা॥
সকল দেবতা মাঝে হবেন প্রধান।
এই হেতু গণেশ হইল অভিধান॥
নাহি হবে যথা আগে গণেশের মান।
সকল বিফল তথা পূজার বিধান॥
শিবের আদেশে জয়া পুত্র লয়ে কোলে।
পুনরপি গেল জয়া পার্ব্বতীর স্থলে॥

পীবর—স্থূল। কোকনদ—রক্তপদ্ম। নির্ম্মিতি—নির্ম্মিত। শালভঞ্জী—পুতুল। সুধার—তীক্ষ্ণ। কুঞ্জর—হাতী। মলি—

যতেক শিবের বাক্য কহে জয়াবতী।
তবে সুতবুদ্ধি তারে করিলা পার্ব্বতী ॥
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কার্ত্তিকেব জন্ম।

কুসুম-রচিত ঘবে, হৈমবতী মহেশ্বরে,
কুসুম-শয়নে নিয়োজিত।
আনন্দিত গৌবী-হব, হাস্যপূর্ণবিম্বাধব,
দোঁহে অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত ॥
শুন সব সভাজন, হয়ে সাবধান মন,
কার্ত্তিকেব যে মতে জনম।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা, বিনাশে ভুবন ব্যথা,
শুনিলে কলুষ বিনাশন ॥
হর্ষ রস কুতূহলে, মহেশেব বিন্দু টলে,
গৌবী তাহা নারে ধরিবাবে।
অনলে ফেলিল গৌরী, অনল সহিতে নারি,
ফেলাইল জাহ্নবী নীরে ॥
চপল-প্রবল-ভঙ্গা, সহিতে না পারি গঙ্গা,
শরমূলে করিল স্থাপিত।
অমোঘ শিবের বিন্দু, তথি হইল গুণসিন্ধু,
ছয় মুখ কুমার কার্ত্তিক ॥
কাঞ্চন বরণ তনু, অভিনব চন্দ্রজনু,
শরবন করে বিভূষিত।
কৃত্তিকা প্রভৃতি করি, চন্দ্রের যে ছয় নারী,
কুমারে দেখিল আচম্বিত ॥
কৃত্তিকা ধরিয়া তোলে, রোহিণী করিলা কোলে,
মৃগশিরা করিল চুম্বন।
আর্দ্রা আর পুনর্ব্বসু, মানিল পরম বসু,
পুষ্যা কৈল অনেক পালন ॥
স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা, সেই হেতু ছয় মাথা,
ছয়মুখে কৈল স্তন পান।
সকল লক্ষণ-যুত, পুষিয়া পালিয়া সুত,
গৌরী কোলে করিলা আধান ॥
দুই পুত্র তিন দাসী, দেখি হয় অভিলাষী,
গৌরীসঙ্গে রহিলা নিবাসে।
গৌরী দৈব নিয়োজনে, কলহ মায়ের সনে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাসে ॥

গৌরীর পাশা খেলা ও মেনকার তিরস্কার।

কালি বাঙ্গি পাশা সারি আনিলা পার্ব্বতী।
আপনি নিলেন রাঙ্গি কালি পদ্মাবতী ॥
হাতে পাষ্টি করিয়া ডাকেন দশ দশ।
এ কালে মেনকা আসি করিল বিরস ॥
তোমা ঝি হইতে ঘর মজিল সকল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কতকাল ॥
ভিখারীর মাগু হয়ে পাশায় প্রবল।
কি খেলা খেলিতে যদি থাকিত সম্বল ॥
প্রভাতে খাইতে চাহে কার্ত্তিক গণাই।
চারিকড়া তোর ঘরে সম্ভাবনা নাই ॥
দরিদ্র তোমাব পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল ॥
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের লেখা নাহি জানি ॥
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষ বাস।
অন্ন বস্ত্র কতেক যোগাব বারমাস ॥
লোকলাজে স্বামী মোর কিছু নাহি কয়।
জামাতার পাকে হৈল ঘরে সাপের ভয় ॥
প্রেত ভূত পিশাচ মিলয়ে তার সঙ্গ।
শাশুড়ী হইয়া কত দেখিব তরঙ্গ ॥
নিরন্তর আমি কত সহিব উৎপাত।
রান্ধি বাড়ি দিতে মোর কাঁখে হৈল বাত ॥
দুগ্ধ উথলিলে তুমি নাহি দেও পানী।
পাশা খেলাইয়া গোঙাও দিবস রজনী ॥

সুতবুদ্ধি—পুত্র বলিয়া মনে করা। চপল-প্রবল-ভঙ্গা—উদ্দাম-গতি যুক্তা। চন্দ্রজনু—চন্দ্র-পুত্র বুধ। আধান—স্থাপন। বিরস—অশান্তি; আমোদে বাধা দান। মাগু—স্ত্রী। সম্বল—পুঁজি। লেখা-সংখ্যা, পরিমাণ।

শুনিয়া পার্ব্বতী তবে ঈষৎ হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা মাতা, মাতৃ সম্বোধিয়া॥
জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমিদান।
তথি ফলে মসূর কাপাস মাষ ধান॥
রান্ধি বাড়ি দেও বলে কত দেও খোঁটা।
তব ঘরে আসিলে দুয়ারে দিও কাঁটা॥
মৈনাক তনয় লয়ে সুখে কর ঘর।
কত বা সহিব নিন্দা, যাব স্থানান্তর॥
এত বলি যান দেবী ছাড়ি মায়া মোহ।
ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের লোহ॥
শঙ্করে কহেন গৌরী সর্ব্ব বিবরণ।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

হর-পার্ব্বতীর কৈলাসে গমন।

গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি, চলিলা কৈলাসগিরি,
শ্বশুরের ছাড়িয়া বসতি।
ভবনে সম্বল নাই, চিন্তাযুক্ত সে গোঁসাই,
ভিক্ষা হেতু করিলেন মতি॥
ত্রিজগদীশ্বর হর, ভিক্ষা মাগে ঘর ঘর,
আরোহণ করি বৃষোপরে।
বাজান ডম্বরু শৃঙ্গ, দেখিয়া বাড়য়ে রঙ্গ,
নগরিয়া যোগানিত ধরে॥
মাথায় বেষ্টিত ফণী, অমূল্য যাহার মণি,
কুণ্ডলী কুণ্ডল দোলে কাণে।
কাণে ধুতুরার ফুল, অমূল্য যাহার মূল,
বাসুকি কিরীট বিভূষণে॥
ভ্রমেন উজানভাটী, চৌদিকে কোচের বাটী,
কোচবধূ ভিক্ষা দেয় থালে।
থাল হৈতে চালগুলি, ভরিয়া রাখেন ঝুলি,
কান্ধেতে লম্বিত ঝুলি দোলে॥
কেহ দেয় চালকড়ি, কেহ দেয় ডালি বড়ি,
কুপি ভরি তৈল দেয় তেলি।
ময়রা মোদক দেই, সূত্রধার চিঁড়া খই,
বেণে দেয় ভাঙ্গের পুটলি॥
লবণিয়া দেয় লোণ, ঘৃতদধি গোপগণ,
তাম্বূলীতে দেয় গুয়াপাণ।
বেলা হইল দ্বিপ্রহর, শঙ্কর আইল ঘর,
কার্ত্তিক গণেশ আগুয়ান॥
শঙ্কর ঝাড়িল ঝুলি, চালু হৈল কতকগুলি,
নানাবস্তু থুইল নানাস্থানে।
দেখিয়া মোদক খই, দোঁহে আইল ধায়াধাই,
কোন্দল বাধিল দুইজনে॥
দোঁহারে প্রবোধ করি, বাটিয়া দিলেন গৌরী,
বন্ধন করিলা দাক্ষায়ণী।
ভোজন করিলা হর, সঙ্গে গুহ লম্বোদর,
সুখে গেল দিবস রজনী॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়ে মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

হর-পার্ব্বতীর কোন্দল।

রাম রাম স্মরণেতে পোহাল রজনী।
শয্যা হৈতে প্রভাতে উঠিল শূলপাণি॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপনে।
বসিলেন মহাদেব অজিন আসনে॥
বামদিকে কার্ত্তিক দক্ষিণে লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া গৌরী করিলা অঞ্জলি।
কহিছেন শঙ্কর ভোজন-কুতূহলী॥
কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইনু বহুধামে।
সকালে খাইয়া অদ্য থাকিব আশ্রমে॥
আজি গৌরী রান্ধিয়া দিবেক মনোমত।
নিম শিম বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত॥

মাষ—মাষ কলাই দুয়ারে দিও কাঁটা—দুয়ারে প্রবেশ করিতে দিও না। লোহ—অশ্রু। যোগানিত—ভিক্ষার জোগান? চালু—চাউল। কুপি—তৈল রাখিবার ছোট ভাঁড় বা চামড়ার থলি। মোদক—লাড়ু।

সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুষ্মাণ্ড বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥
ঘৃতে ভাজি শক্রাতে ফেলহ ফুলবড়ি।
চোঁয়া চোয়া করিয়া ভাজহ পলাকড়ি॥
রান্ধিবে ছোলার ডাল তাতে দিবে খণ্ড।
আলস্য ত্যজিয়া জ্বাল দিবে দুই দণ্ড॥
রান্ধিবে মসূব সূপ দিয়া লঘু জ্বাল।
সন্তোলিয়া দিবে তথি মরিচেব ঝাল
নটিয়া কাঁঠাল বীচি সারি গোটা দশ।
ঘৃত সম্ববিয়া দিবা জামিরের বস।
কড়ুই কবিয়া রান্ধ সরিষাব শাক।
কটু তৈলে বাথুয়া কবহ দৃঢ় পাক॥
বান্ধিবে মুগেব সূপ দিয়া ডাব জল।
খণ্ডে মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জের ফল॥
আমড়া সংযোগে গৌরী বান্ধহ পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কব গৌরী না কব বিলম্ব॥
গোটা কাসুন্দিতে দিবা জামিবেব রস।
এবেলাব মত রান্ধ এ ব্যঞ্জন দশ॥
বন্ধন উদ্‌যোগ গৌবী কব হয়ে স্থির।
ভোজনের শেষে খাব হাঁড়ি দশ ক্ষীর॥
বলিল এতেক বাক্য যদি পশুপতি।
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী॥
রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোঁসাই।
প্রথমে যা পাত্রে দিব তাহা ঘরে নাই॥
কালিকার ভিক্ষা নাথ, উধার শুধিনু।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন কবিনু॥
আছিল ভিক্ষার শেষ পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক করিল জলপান॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেও শূল।
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল॥
এমত শুনিয়া হর গৌরীর ভাবতী।
বলেন সক্রোধ হয়ে দেব পশুপতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শিবেব সংসার-বিরক্তি।

আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর,
কি মোর ঘর করণে।
হয়ে স্বতন্তর, তুমি কর ঘর,
লয়ে গুহ গজাননে॥
দেশে দেশে ফিরি, কত ভিক্ষা করি,
ক্ষুধায় অন্ন না মিলে।
গৃহিণী দুর্জ্জন, গৃহ হৈল বন,
বাস করি তরু-তলে॥
কত ঘবে আনি, লেখা নাহি জানি,
দেড়ি সম্বল নাহি থাকে।
কতেক ইন্দুব, কবে দুড় দুড়,
গণাব মূষিক পাকে॥
গুহাব ময়ূবে, খেদাইল মোবে,
সাপ ধবি ধবি খায়।
হেন লয় মোবে, এই পাপ ঘবে,
বহিতে নাবি যুয়ায়॥
কটাক্ষ কবিয়া, বাঘ ফিবে ধায়্যা,
দেখিয়া তাহাব চাহনি।
বলদ দুর্ব্বল, করে টল টল,
নাহি খায় ঘাস পানী॥
আন বাঘছাল, শিঙ্গা হাড়মাল,
বিভূতি ডমরু ঝুলি।
চল চল নন্দী, হও মোর সঙ্গী,
ঘবে না থাকিবে শূলী॥
এত বলি হব, ছাড়ি নিজ ঘর,
চলিলা বৃষ বাহনে।
করিয়া মিনতি, কহেন পার্ব্বতী,
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

শক্রা—চিনির রসে। পলাকড়ি—পটোল। সারি—বিস্তার করিয়া। কড়ুই—কড়া। সূপ—ঝোল। খণ্ড—খাঁড়গুড়, পাটালি। ঝাট—শীঘ্র। উধার—ধার। পালি—ক্ষুদ্র কাঠা, খুঁচি। জলপান—জলযোগ; ভক্ষণ গুহ কার্ত্তিক।

গৌরীর খেদ।

কি জানি তপের ফলে পাইয়াছি হর।
সই-সাঙ্গাতি নাহি থাকে দেখি দিগম্বর॥
উন্মত্ত ল্যাঙ্গটা হর চিতা-ধূলি গায়।
ছাড়িলে শিরের জটা অবনী লোটায়॥
এক শয়নে শুতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
ততোধিক পোড়ে প্রাণ বাঘছাল-বাসে॥
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি।
গণার মূষা কাটে ঝুলি আমি খাই গালি॥
বাঘ-বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীর দারুণ উপহত॥
বিনয়েতে ধার করি শুধিতে কোন্দল।
পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল॥
উচিত বলিতে আমি সবাকার বৈরী।
দুঃখিত জনেরে বাপ বিভা দিল গৌরী॥
শ্রীজয়া বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদর।
সঙ্গে লয়ে যাব আমি মা বাপের ঘর॥
এমত সময়ে পদ্মা গৌরীকে বুঝান।
আমার বচন মাতা কর অবধান॥
অকারণে ভিক্ষা ভাতে কবহ কোন্দল।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়া-মঙ্গল॥

গৌরীর প্রতি পদ্মার হিত-উপদেশ।

শুন গো শিখরি-সুতা, কহিব ভবিষ্য কথা,
শুনহ পুরাণ ইতিহাস।
সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে, তোমার অর্চ্চনা আগে,
আপনি করহ পরকাশ॥
দ্বাপর যুগের শেষে, কলিঙ্গ রাজার দেশে,
বিশ্বকর্ম্মা রচিত দেহারা।
মঙ্গল-চণ্ডিকারূপে, স্বপনে কহিবা ভূপে,
পূজা লৈবে সর্ব্বদুঃখহরা॥
পশুর লইয়া পূজা, সিংহেরে করিয়া রাজা,
নিজ ঘণ্টা দিবে নিদর্শন।
সম্পদ বিপদ ভূমি, দারিদ্র্য নাশিবা তুমি,
কাননে স্থাপিবা পশুগণ॥
প্রথমে কলির অংশে, জন্মিবে ব্যাধের বংশে,
মহেন্দ্রকুমার নীলাম্বরে।
ছলিয়া অবনী আনি, লবে তার ফুলপানী,
অবশেষে নিবে নিজ পুরে॥
তালভঙ্গ করি ছলা, দেবকন্যা রত্নমালা,
ছলিয়া আনিবা বসুমতী।
গন্ধবণিক জাতি, স্বামী হবে ধনপতি,
খুল্লনা হইবে তার খ্যাতি॥
পতি যাবে দেশান্তর, ঘরে সতা স্বতন্তর,
বিধিমতে দিবে তারে দুঃখ।
কাননে পূজিয়া তোমা, হবে পতিপ্রাণসমা,
তারে তুমি হইবা সম্মুখ॥
গৃহে আসিবেক পতি, লভিবে আনন্দ অতি,
তার গর্ভে হবে মালাধর।
জ্ঞাতি বন্ধু ধরি ছল, নাহি খাবে অন্নজল,
তাহে তুমি হবে শুভঙ্কর॥
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি, সঙ্গে লয়ে সাত তরী,
ধনপতি চলিবে সিংহলে।
লঙ্ঘিয়া তোমার ঘট, ছয় তরী হবে নট,
বন্দী হবে রাজবন্দিশালে॥
শ্রীপতি হইবে সুত, সঙ্গে সাত তরিযুত,
চলিবেক বাপের উদ্দেশে।
আপনি করিবা দয়া, রাজকন্যা বিভা দিয়া,
আনিবে তাহারে নিজ দেশে॥
বিক্রমকেশরী নাম, নিজকন্যা দিবে দান,
কেবল তোমার পূজাফলে।
হেমঝারি জলগর্ভা, অষ্টম তণ্ডুল দূর্ব্বা,
পূজা লৈবে মঙ্গলবাসরে॥
শুনিয়া পদ্মার বাণী, হরষিত নারায়ণী,
বিশ্বকর্ম্মা করিল ধেয়ান।

দিগম্বর - উলঙ্গ। উপহত - বিঘ্ন। দেহারা—মন্দির। নিদর্শন—চিহ্ন। মহেন্দ্র—ইন্দ্র। খ্যাতি—নাম। সতা—সতীন। সম্মুখ—অনুকূল। শুভঙ্কর—মঙ্গলকারিণী। নট—নষ্ট। উদ্দেশে—অনুসন্ধানে। জল-গর্ভা—জলপূর্ণা। বাসর—দিন।

রচিয়া ত্রিপদীছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

বিশ্বকর্ম্মার দেউল নির্ম্মাণ।

মনে লাগে পার্ব্বতীর পদ্মার উপদেশ।
যুক্তি করি সখী সঙ্গে উপায় বিশেষ ॥
বিশ্বকর্ম্মা ভগবতী করিল ধেয়ান।
সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা আইল সন্নিধান ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বিশ্ব করিল প্রণাম।
আশ্বাসিয়া ভগবতী হাতে দিলা পাণ ॥
তোরে ভার দিনু বাপু নিজ পূজামূল।
কলিঙ্গ দেশেতে মোর নির্ম্মাহ দেউল ॥
শুনি বিশ্বকর্ম্মা তবে কৈল নিবেদন।
যুগ্ম করি কর তবে বলয়ে বচন ॥
তবে সে দেউল পারি করিতে নির্ম্মাণ।
মোর সঙ্গে দেহ যদি বীর হনুমান ॥
স্মরণ করিবা মাত্র আইল মারুতি।
হাতে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি ॥
উপনীত বিশ্বকর্ম্মা কংস নদীকূলে।
শুভক্ষণে আরম্ভ তমাল তরুমূলে ॥
সাতাইশ বন্দে বিশাই ধরিলেক সূতা।
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোঁতা ॥
লুঠিয়া গহন গিরি আনে হনুমান।
চারি প্রহর নিশি মধ্যে দেউল নির্ম্মাণ ॥
হীরা-নীলা-মরকতে নিরমিল চূড়া।
রসান দর্পণে তার চারিদিকে বেড়া ॥
ধবল প্রস্তর ঘর মুকুতার পাঁতি।
পূর্ণিমা সমান হইল অমাবস্যা রাতি ॥
নখে চিরে হনুমান পর্ব্বত পাষাণ।
চারি প্রহর রাত্রে কৈল দেউল নির্ম্মাণ ॥
ধবল চামর শিরে শোভয়ে পতাকা।
রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরয়ে বলাকা ॥
নানারত্নে নির্ম্মাণ করিল জগতি।
হেমময় তথি আরোপিলা ভগবতী ॥
কাঞ্চনের দুই ঝারি বৃষভে মহেশ।
ময়ূরে কার্ত্তিক লিখে মূষিকে গণেশ ॥
হনুমান অভয়াধ লয়ে অনুমতি।
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল পূজার পদ্ধতি ॥
নখে খোদে হনুমান দিব্য সরোবর।
চারিখান পাড় কৈল যেন মহীধর ॥
পাষাণে রচিত কৈল চারিখানি ঘাট।
নানাচিত্রে রচিত পাষাণ কৈল বাট ॥
শূন্য দেখি সরোবর হনু মহাবল।
পাতাল ভেদিয়া তোলে ভোগবতী-জল ॥
সরোবর বেড়ি বিশাই রচিল উদ্যান।
পলাশ কাঞ্চন বস্তা রোপে হনুমান ॥
নারিকেল তাল গুয়া দাড়িম্ব খর্জ্জুর।
করুণা কমলা টাবা নারঙ্গ বীজপূর ॥
নেহালি বান্ধুলি চাঁপা টগর তুলসী।
রঙ্গণ মালতী জাতি শেফালি অতসী ॥
সেউতী পারুল সুমল্লিকা কুরুবক।
কেতকী ধাতকী কুন্দ বিল্ব কুরুণ্টক ॥
রাত্রি দিন জাগরণে পবননন্দন।
মলয় লুঠিয়া আনি রোপিলা চন্দন ॥
নির্ম্মাণ করিতে হৈল নিশা অবসান।
বিদায় দিলেন চণ্ডী করিয়া সম্মান ॥
বিদায় হইয়া দোঁহে গেলা নিজ বাস।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার দাস ॥

কলিঙ্গরাজকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

যামিনীর অবশেষে, রাজার শিয়রদেশে,
স্বপন কহেন ভগবতী।
সজল উভয় নেত্র, হয়ে লোমাঞ্চিত গাত্র,
শ্রবণ করেন নরপতি ॥

ধেয়ান—স্মরণ। বিশ্ব—বিশ্বকর্ম্মা। যুগ্ম—জোড়। মারুতি—হনুমান। পোঁতা—ঘরের মেজে, ভিত। রসান—স্বর্ণ-রৌপ্য—পরিষ্কারক প্রস্তরবিশেষ। রাকাপতি—চন্দ্র। জগতি—সিংহাসন। বাট—পথ। করুণা—গোঁড়ানেবু। মলয়—মলয় পর্ব্বত, পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত।

দক্ষযজ্ঞে ছাড়ি অঙ্গ, করি ·াব মখভঙ্গ,
ক্ষিতি নাহি আসি বহুকাল।
জন্মি হিমালয় ঘরে, আইলাম মবত পুরে,
শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল॥
করি বহু পরামর্শ, আইলাম ভারতবর্ষ,
লইব তোমার পূজা আগে।
করাব রিপুর ধ্বংস, বাড়াব তোমার বংশ,
নৃপতি করিব নর-আগে।
হয়ে তোরে কৃপাময়ী, সমরে করাব জয়ী,
একছত্রা পালিবে অবনী।
ভুবন করাব বশ, তোমার বাড়াব যশ,
করিব নৃপতি-চূড়ামণি॥
কংস নদীর তীরে, ইচ্ছিয়া কুসুমনীরে,
নিরমিলুঁ দেহারা আপনি।
প্রজা পুত্র পুরোহিত, সঙ্গে লৈয়া সাবহিত,
আমারে পূজিবে নৃপমণি॥
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী, কাশীপুরে বিশালাক্ষী,
লিঙ্গধারা নৈমিষকাননে।
প্রয়াগে ললিতা নামে, বিমলা পুরুষোত্তমে,
কামবতী শ্রীগন্ধমাদনে॥
গোকুলে গোমতী-নামা, তমলুকে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে, বিজয়া নন্দের ঘরে,
হরি সন্নিধানে মহামায়া॥
তুষিতে অমর সর্ব্বে, দেবকী-অষ্টমগর্ভে,
হৈলা প্রভু ক্ষিতিভার-নাশে।
হরিতে কৃষ্ণের ভীতি, যোগনিদ্রা ভগবতী,
থুইলা যশোদা-গর্ভবাসে॥
ভোজরাজ-মহাতঙ্কে, শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে,
বসুদেব গেলা নন্দাগার।
অগাধ যমুনা-জল, মায়া পাতি কৈলুঁ স্থল,
শিবারূপে নদী কৈলুঁ পার॥
পরিচয় পা'য়া রায়, ধরিল চণ্ডীর পায়,
কোকিলে পঞ্চম নাদ পূরে।
হইল প্রভাতকাল, ফুকারয়ে মহীপাল,
'ানন্দ হইল রাজপুরে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দেবীর পূজারম্ভ।

শুভ স্বপন দেখি, ভূপতি হৈল সুখী,
ঘন ঘন দুন্দুভি বাজনা।
কলিঙ্গ নগরে, বাহিরে অন্তঃপুরে,
পূজিল দেবী ত্রিনয়না॥
প্রভাতে করি স্নান, দ্বিজেরে হেম দান,
ভাটেরে দিল গজ ঘোড়া।
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, পুষ্পেতে ভরি থালা,
পূজিল হেমঝারি জোড়া॥
পূজিল নরপতি, আনন্দে হৈমবতী,
ব্রাহ্মণে করে বেদগান।
শঙ্খ ঘণ্টা ডম্ফ, খমক জগঝম্প,
বাজয়ে ডম্বরু বিষাণ॥
দেউল আচম্বিত, কাঞ্চন বিরচিত,
দেখি রাজা সবিস্ময়মতি।
শিশু বৃদ্ধ যুবা, বিহঙ্গ পশু কিবা,
দেখিতে ধাইল শীঘ্রগতি॥
অমাত্য পুরোহিত, জ্ঞাতি বন্ধু যত,
কন্যা তনয় পরিবারে।
খণ্ড-মধু-দধি, প্রচুর নানাবিধি,
নৈবেদ্য দিল ভারে ভারে॥
পূজার অবসানে, মহিষ ছাগ আনে,
উৎসর্গি দিল বলিদান।
দেউল চারি ভিতে, রুধির বহে স্রোতে,
চামুণ্ডা করেন রক্তপান॥

নররায়—নরশ্রেষ্ঠ। নর-আগে—নরগণমধ্যে। কুসুম-নীরে—ফুল ও জল পাইতে। নিরমিলুঁ—নির্ম্মাণ করিলাম। ফুকারে—উচ্চৈঃস্বরে বলেন ভাট-স্তুতি পাঠক, বন্দী। হেমঝারি—স্বর্ণঘট। ঝারি-ঘট-বিশেষ। বিষাণ—শিঙ্গা। নানাবিধি—নানাবিধ।

পুরনিতম্বিনী, ঝঙ্কারে জয়ধ্বনি,
দেখিতে ধায় গজগামা ॥
অষ্টমী ভৌমবারে, ষোড়শ উপচারে,
পূজার করিল বিধান।
মহিষ ছাগ মেষ, রোহিত রাজহংস,
শতেক দিল বলিদান ॥
জাহ্নবীজলগর্ভা, অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা,
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারি।
অঞ্জলি সরসিজে, চণ্ডিকারে রাজা পূজে,
নাচয়ে গায় বিদ্যাধরী ॥
পূজিয়া বারেবারে, করিল পরিহারে,
নৃপতি করেন অঞ্জলি।
প্রদক্ষিণ প্রণতি, করেন নরপতি,
পুলকে অঙ্গ কুতূহলী ॥
শ্রীরঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম,
ব্রাহ্মণভূমের পুরন্দর।
তাহার সভাসদ, রচিয়া চারু পদ,
মুকুন্দ গান কবিবর ॥

কলিঙ্গ ভূপতিকর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী।
গোকুল রাখিলা হৈয়া যশোদা-নন্দিনী ॥
নিদ্রারূপা হয়ে তুমি ভাণ্ডিলা প্রহরী।
যেকালে দেবকী-গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি ॥
নানা অবতারে তুমি বিষ্ণুসহায়িনী।
দুরিতহারিণী মাতা দুর্গতিনাশিনী ॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলা কৃষ্ণে হইয়া শৃগালী ॥
ভূভার খণ্ডিতে হৈলা আপনি প্রচার।
কংসভয়ে কৃষ্ণে কৈলা কালিন্দীর পার ॥
বিপদনাশিনী উমা গায় হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলা কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে ॥
নন্দগোপ-সুতা শুম্ভ-নিশুম্ভনাশিনী।
ভুবনবন্দিতা বিন্ধ্যশিখরবাসিনী ॥
নানা অস্ত্র বিভূষিতা অষ্ট-মহাভুজা।
বলি দিয়া দশদিকপালে কৈলা পূজা ॥
রাবণ-বধের হেতু মিলিয়া দেবতা।
তোমার বোধন কৈলা অকালে বিধাতা ॥
ষোড়শোপচারেতে পূজা কৈলা রঘুনাথ।
তবে সে রাবণ হৈল সবংশে নিপাত ॥
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে ॥
নাভি-পদ্মে বিধাতা পূজিয়া ভগবতী।
অসুরের বধ হেতু নারায়ণে স্তুতি ॥
যেই জন নাহি করে তোমার সেবন।
সে জন কি হয় হরি-সেবার ভাজন ॥
কাত্যায়নী ব্রত করি নিল বরদান।
"নন্দগোপ সুতং" দেখি ইহাতে প্রমাণ ॥
এত স্তুতি কৈল যদি কলিঙ্গ ভূপতি।
বর দিয়া কৈলাসে গেলেন ভগবতী ॥
রচিয়া মধুর পদ অমৃতের প্রায়।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় অভয়ার পায় ॥

পশুগণের ভগবতী পূজা।

পূজার দক্ষিণা দিল হেম দশ তোলা।
মস্তকে করিল রাজা দ্বিজ-পদধূলা ॥
দ্বিজে নিয়োজিল নিত্য-পূজায় নৃপতি।
শতেক ব্রাহ্মণে পাঠ করে সপ্তশতী ॥
শঙ্কর সদনে চণ্ডী যান নিজ বেশে।
অংশ রূপে পূজা নিলা কলিঙ্গের দেশে ॥

ভৌমবার—মঙ্গলবার। রোহিত—মৃগ বিশেষ। পরিহার—প্রার্থনা। পরা শ্রেষ্ঠা। দুরিত—দুষ্কৃতি, পাপ। আবর্ত্ত—জলের পাক। করালী ভয়ঙ্করী। বোধন—উদ্দীপন, জাগান। সজ্জা—উপকরণ। কর্ণমল—কাণের খোল। সপ্তশতী—চণ্ডী।

বিন্ধ্যের নিকটে যেতে যত পশুগণ।
পথ মাঝে পাইল চণ্ডিকা দরশন॥
কেশরী শার্দ্দূল অশ্ব বারণ গণ্ডার।
শরভ চমর শ্বেত গবয়াদি আর॥
মহাকায় পশুগণ কত কব নাম।
চণ্ডিকার পদে সবে করিল প্রণাম॥
ঊর্দ্ধমুখে পশুগণ করয়ে গোহারি।
কৃপা করি পূজা মোর লহ মহেশ্বরী॥
অপরাধ বিনা পশু সর্ব্বদা সশঙ্ক।
বর দিয়া মহেশ্বরি, কর নিরাতঙ্ক॥
পশুগণে সদয়া হইয়া ভগবতী।
স্নেহ করি পূজিবারে দিলা অনুমতি॥
আজ্ঞা পা'য়া পশুকুল আনন্দে আকুল।
বনে বনে খুঁজিয়া আনিল বনফুল॥
আম জাম শেহাকুল কালোচিত ফল।
নৈবেদ্য দিলেন, পাদ্য কংস-নদী-জল॥
প্রদক্ষিণ হয়ে পশু কৈল নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ ভদ্রকালী করিলা অপার॥
ব্যাঘ্র না খাইও মৃগ, কেশরী বারণে।
তুরঙ্গ মহিষ সবে থাক এক বনে॥
অবিরোধে থাক সবে শশারু খটাস।
স্মরণ করিলে দুঃখ করিব বিনাশ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

—

পশুরাজের সভা।

লইয়া পশুর পূজা, সিংহেরে করিয়া রাজা,
নিজ ঘণ্টা দিলা মহামায়া।
যে যার উচিত হয়, দিলা তারে সে বিষয়,
করি চণ্ডী পশুগণে দয়া॥
সিংহ তুমি মহাতেজা, পশুমধ্যে হও রাজা,
টিকা দিলা ভবানী ললাটে।
বারণ শুনহ কথা, ধরিয়া ধবল ছাতা,
থাক তুমি রাজার নিকটে॥
শরভ কুলীন তুমি, সকল পশুর স্বামী,
ব্রাহ্মণ যেমন নরমাঝে।
হয়ে তুমি পুরোহিত, চিন্তিবে মঙ্গল নীত,
এই কর্ম্ম অন্যে নাহি সাজে॥
দূর কর নিজ শোক, শার্দ্দূল ভল্লুক কোক,
বরাহ গণ্ডার মহাবীর।
গুরু সঙ্গে যেন ছাত্র, লয়ে পঞ্চ মহাপাত্র,
প্রতিদিন দিবে পুষ্পনীর॥
সত্য করি মৃগরাজে, অভয় দিলেন গজে,
করাইল সিংহের বাহন।
আনি তথা জোড়া জোড়া, বাহন করিতে ঘোড়া,
রায়বার হবে কপিগণ॥
নিয়োজি তোমারে আমি, শুনহে চমরি তুমি,
চামর ঢুলাবে রাজ-অঙ্গে।
তোরে আমি দিলু ভার, মেষ তুমি রায়বার,
ভ্রম বন সতত তরঙ্গে॥
বৈদ্য হে নকুল তুমি, খাইবা ইনাম ভূমি,
চিকিৎসা করিবা রাজপুরে।
পথ্যের নিয়ম শিক্ষা, করিবা পশুর রক্ষা,
দরশনে ভুজঙ্গম মরে॥
পশুর হাজরা মহ্য, খাইবা প্রজার শস্য,
হবে তুমি রাজার দুয়ারী।
নিশাতে জাগিয়া থাক, প্রহরে প্রহরে ডাক,
হবে তুমি শিয়াল প্রহরী॥
নীলকণ্ঠ বারতান, বারশিঙ্গা ঢোলকাণ,
পাঁজা মিস্থা কারফরমা।
আমার পূজার ফলে, থাক সবে কুতূহলে,
বাঘে আর না খাইবে তোমা॥
উট গাধা ক্ষেতি খাবে, রাজার নফর হবে,
বিপদে সম্পদে তোর ভার।
আর যত পশুগণ, সবে হবে প্রজাগণ,
মণ্ডল হইবে কালসার॥

গোহারি—বিচার প্রার্থনা। উচিত—উপযুক্ত। বিষয়—কার্য্য টিকা—রাজচিহ্ন। শরভ—মৃগ বিশেষ। কোক - বৃক নেকড়িয়া বাঘ। পাত্র—মন্ত্রী। রায়বার—স্তুতিপাঠক। মহ্য—মহিষ। ক্ষেতি—জায়গীর। খাবে—ভোগ করিবে।

পালধি বংশেতে জাত, দ্বিজপতি রঘুনাথ,
সভাসদ শ্রীকবিকঙ্কণ।
চণ্ডীর চরণে চিত, রচিল নূতন গীত,
শিব লয়ে শুনহ বচন॥

মহাদেবের অর্চ্চনা।

যে কালে ভবানী গেলা কলিঙ্গের দেশ।
সে কালে মর্ত্ত্যের পূজা লইল মহেশ॥
সপ্ত পাতালে শিবে পূজে নাগলোক।
বর দিয়া হর তার দূর কৈলা শোক॥
প্রথমে শিবের পূজা কৈল দৈত্যগণ।
শুম্ভ নিশুম্ভ আগে করিল পূজন॥
মহিষ চামুর পূজে বাতাপি ইল্বল।
মহেশ পূজিয়া তারা পায় নানা ফল॥
অবনীমণ্ডলে পূজে ধর্ম্মশীল নর।
জীবন্যাস করি পূজে মৃন্ময় শঙ্কর॥
পুরী মধ্যে দেয় কেহ শিবের মন্দির।
বর পেয়ে নরলোকে রণে হয় স্থির॥
চৈত্র মাসে শিব পূজে নানা উপচারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥
জিহ্বা ফোঁড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক।
অভিমত স্বর্গে যায় না যায় নরক॥
ত্রেতাযুগে সন্ন্যাস করিল দশানন।
সেইমত অবনীতে করে সংভজন॥
পিশাচ দানব শিবে পূজে প্রতিদিন।
যে জন শঙ্কর পূজে নহে ধনহীন॥
অমরাবতীতে শিব পূজে পুরন্দর।
তার সুত কুসুম যোগায় নীলাম্বর॥
পূজা লয়ে শূলপাণি আইলা কৈলাস।
হেনকালে আইলা গৌরী মহেশের পাশ॥
করজোড়ে গৌরী শিবে করেন প্রণতি।
আশ্বাসিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসেন পশুপতি॥
কহেন ভবানী তাঁরে পূজার বারতা।
চরণে ধরিয়া গৌরী কন নিজ কথা॥
অষ্ট দিন পূজা মোর মর্ত্ত্যের ভিতরে।
তিন দিবসের কথা লয়ে নীলাম্বরে॥
নীলাম্বরে শাপ দিয়া যদি লহ ক্ষিতি।
তবে সে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি॥
তিল আধ নাহি দেখি নীলাম্বরের পাপ।
কেমন প্রকারে তারে দিব অভিশাপ॥
যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙর।
তবে অভিশাপ দিব কি দোষ তোমার॥
অঙ্গীকার কৈলা হর গৌরী নিলা পাণ।
নারদেরে পাণ দিয়া স্বর্গেতে পাঠান॥
ইন্দ্র স্থানে বার্ত্তা দিতে চলিলা নারদ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মনোহর পদ॥

ইন্দ্র-সভায় নারদের গমন।

সুধর্ম্ম সভায়, বসি দেবরায়,
বিচিত্র হেম-সিংহাসনে।
লইয়া পাঁজি পুঁথি, সম্মুখে বৃহস্পতি,
বসিলা রাজ-সন্নিধানে॥
জয়ন্ত নীলাম্বর, আদি সহোদর,
বেষ্টিত শতেক কুমার।
সেবক প্রধান, যোগায় গুয়া পাণ,
মিলিত করিয়া ঘনসার॥
বাসয়ে শ্রীখণ্ড, হেম-রত্নদণ্ড,
চামর ঢুলায় মাতলি।
মাগধ বন্দী ভাট, করয়ে স্তুতি পাঠ,
মাথায় করিয়া অঞ্জলি॥
পাবক আদি করি, দিকের অধিকারী,
বরুণ নৈর্ঋত শমন।
কুবের প্রভঞ্জন, আদি দেবগণ,
আইলা ইন্দ্রের সদন॥

জীবন্যাস—প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র; যাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়। পুরন্দর—ইন্দ্র। ঘনসার—কর্পূর, চন্দন। বাসয়ে—সুবাস নির্গত হয়। শ্রীখণ্ড—চন্দন। হেম-রত্নদণ্ড (চামরের বিশেষণ) মাথায় করিয়া অঞ্জলি—নতি করিয়া।

অঙ্গিরা আদি জ্ঞানী, দুর্ব্বাসা জৈমিনি,
আইলা ইন্দ্রের ভবন।
এমন সময়, আইলা মহাশয়,
নারদ বিরিঞ্চিনন্দন॥
উঠি সুরনাথ, করি প্রণিপাত,
বসাইল কনক-আসনে।
করিয়া পূজন, বার্ত্তা জিজ্ঞাসন,
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥

দেবরাজের নারদ-সম্ভাষণ।

কহ হে নারদ মুনি দেশের বারতা।
এত দিন মহামুনি ছিলে তুমি কোথা॥
এই ত্রিভুবনে নাহি তোমার সমান।
ভূত ভবিষ্যৎ তুমি জান বর্ত্তমান॥
ভাগ্যে তব পদ-ধূলি আমার ভবনে।
পবিত্র হইনু আজি তব দরশনে॥
দেখিয়া তোমার কৃপা হেন লয় মনে।
চিরদিন লক্ষ্মী মোর থাকিবে ভবনে॥
নিজ সৃষ্টি রাখিতে করিলা ধর্ম্মসেতু।
তোমারে করিল বিধি পালনের হেতু॥
সেই জন বিশ্বজয়ী সকল ভুবনে।
যেই জন তোমার বীণার রব শুনে॥
ইন্দ্রের বচন এত শুনিল নারদ।
মুকুন্দ রচিল গীত মনোহর পদ॥

নারদের উক্তি।

নারদ কহেন কথা, কহিতে হৃদয়ে ব্যথা,
নিবেদিতে বড় ভয় করি।
নিবাতকবচ জম্ভ, আর শুম্ভ নিশুম্ভ,
বাড়িল তোমার বড় অরি॥
সর্ব্ব উপভোগ-হীন, শত ফুলে প্রতিদিন,
দশ দণ্ডে মহাদেব পূজে।
মহাদেব পূজাফলে, সেই সব ভুজবলে,
শুম্ভ নিশুম্ভ রণে যুঝে॥
সেই মহাশূর জম্ভ, কি কব তাহার দম্ভ,
ভুজবলে পর্ব্বত উপাড়ে।
সে অসুর মহাবলে, মহেশ পূজার ফলে,
দিক্‌করী তুলিয়া আছাড়ে॥
নানা পুষ্প নানা ছন্দে, কুঙ্কুম কস্তূরী গন্ধে,
নৈবেদ্য কি বলিব তাহার।
করিল পূজার সার, দিয়া ষোড়শোপচার,
দক্ষিণা কাঞ্চন শত ভার॥
শিবেরে করিতে প্রীত, দিন করে নাট্য গীত,
সন্ধ্যাকালে ব্যাল্লিশ বাজন।
যদি পায় চতুর্দ্দশী, থাকে বীর উপবাসী,
নিশাকালে করে জাগরণ॥
কিবা সে সঙ্কল্প করি, দৈত্য পূজে ত্রিপুরারি,
ইহাতে সন্দেহ বড় মনে।
বুঝিনু দৈত্যের কার্য্য, লইবে তোমার রাজ্য,
হেন আমি বুঝি অনুমানে॥
ভোগ কর নানা রঙ্গে, থাকহ কামিনী সঙ্গে,
রাজভোগে হইয়া বিহ্বল।
পাইয়া শিবের বর, দৈত্য হইল ধনুর্দ্ধর,
কোন দিন পাড়ে গণ্ডগোল॥
ত্যজিয়া সকল কাজ, এক চিত্তে দেবরাজ'
মহেশের করহ ভজন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ইন্দ্রের শিবপূজার আয়োজন।

উপদেশ বলিয়া চলিল মহামুনি।
ইন্দ্রেরে মেলানি করি গেলেন অবনী॥

মহাশূর—অত্যন্ত বলবান। জম্ভ—এক অসুরের নাম। দিক্‌করী—দিগগজ, ঐরাবত প্রভৃতি। ছন্দে—ছাঁদে, প্রকারে। বিহ্বল—অজ্ঞান। গণ্ডগোল—গোলমাল; বিশৃঙ্খলা। মেলানি—ভেট, সওগাদ।

সুরলোক সহিত উঠিলা সুরপতি।
বিদায় দিলেন তারে করিয়া প্রণতি॥
পুনরপি সভায় বসিলা সুররায়।
নিবিষ্ট করিয়া চিত্ত শিবের পূজায়॥
বৃহস্পতি বসিলেন লয়ে পাঁজি পুঁথি।
বিচার করেন গুরু শুভযোগ তিথি॥
বিচার করিলা গুরু কালি ভাল দিন।
গুণ বহু আছে তাহে দোষ পরিহীন॥
মহেশ পূজিতে ইন্দ্র হৈলা ভক্তিমান্।
জয়ন্তে ডাকিয়া আনি তারে দিলা পাণ॥
প্রভাতে উঠিয়া পুত্র করি গঙ্গাস্নান।
মহেশ পূজার সজ্জা কর সাবধান॥
শচীরে দিলেন ভার চন্দনের তরে।
কুসুম তুলিতে ভার দিলা নীলাম্বরে॥
পাণ লৈতে নীলাম্বর কৈল জোড়কর।
ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর॥
জ্যেঠীডাক নীলাম্বর করিল শ্রবণ।
দৈবযোগে তাহা নাহি শুনে অন্যজন॥
বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর।
পড়িল গোঁসাই বাধা মস্তক উপর॥
কুসুম তুলিতে কর অন্বেষে আরতি।
রোষযুক্ত হইয়া বলেন শচীপতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ।

পূজা করি মহেশ্বর শুন বৎস নীলাম্বর,
কুসুম তুলিতে লহ পাণ।
প্রবেশ নন্দন-বনে, দ্বিধা ঘুচাইয়া মনে,
মোর বাক্য নাহি কর আন॥
নাহি নিয়োজিনু রণে, দুরন্ত অসুর সনে,
নাহি পাঠাইনু দূর দেশ।
সবে চারি দণ্ড যাবে, কুসুম আনিয়া দিবে,
ইথে কেন মনে ভাব ক্লেশ॥
যযাতির পুত্র পুরু, তাহার চরিত্র চারু,
জরা নিল বাপের বচনে।
শান্তিরসে দিয়া মন, দিল আপন যৌবন,
যশ গায় সকল ভুবনে॥
অনুজ্ঞা দিলেন তাত, বনে গেলা রঘুনাথ,
ছাড়িয়া কনক-সিংহাসন।
জানকী লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে কানন-পথে,
যশে পূর্ণ করিলা ভুবন॥
ভৃগু নামে মহামুনি, সকল পুরাণে শুনি,
ব্রাহ্মণের কুলের নন্দন।
রেণুকা রমণী তার, সুত ভুবনের সার,
ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশন॥
রেণুকার দেখি দোষ হইল পরম রোষ,
সুতে আদেশিলা ভৃগু মুনি।
শুনিয়া পিতার কথা, কাটিল মায়ের মাথা,
ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি॥
বিষম আদেশ নয়, সবে যাবে দণ্ড ছয়,
এ নন্দন কানন ভিতরে।
নিকটে কুসুম আছে, উঠিতে না হবে গাছে,
আরাধনা করিব শঙ্করে॥
রোষযুক্ত পুরন্দর, দেখি বালা নীলাম্বর,
অঞ্জলি করিয়া নিল পাণ।
দামুন্যানগর-বাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

নীলাম্বরের পুষ্পচয়নে গমন।

গঙ্গাজলে করি স্নান, শুক্ল ধুতি পরিধান,
প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর।
সাজি আঁকুড়ি হাতে, চলিল কানন-পথে,
সোঙরিয়া ভবানীশঙ্কর॥

সজ্জা—আয়োজন। জ্যেঠী—টিক্‌টিকী। বাধা—বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক। টিক্‌টিকীর শব্দ করা, শকুনি মাথার উপর উড়া ইত্যাদি অমঙ্গলজনক এইরূপ সংস্কার। দ্বিধা—সন্দেহ, খুঁত। অনুজ্ঞা—আদেশ। বালা—পুত্র। আঁকুড়ি—আঁকশি।

নীলাম্বর গণিয়া তোলেন শত ফুল।
প্রবেশি নন্দনবনে, কুমার হরিষ মনে,
ছয় ঋতু দেখিল সঙ্কুল ॥
কর্ণাম্র কৈরব কলা, পানিশিয়লি পানিফলা,
কুমুদ কহ্লার ইন্দীবর।
অশোক কিংশুক ঝাঁটী, জাতী যুথি দোপাটি
রঙ্গণ তুলসী নাগেশ্বর ॥
কুরুবক কুরুণ্টক, কুন্দ তোলে মরুবক,
কদম্ব কনক-করবীর।
লবঙ্গ তুলসী দোনা গলঘাষ্যে বাকসোণা,
প্রত্যঙ্গিরা তোলে মহাবীর ॥
কুমার হরিষ মন, বাঁধুলি কদম্ব বন,
আর চাঁপা কাঞ্চন কেশব।
শ্বেতরক্ত তোলে ওড়, তুলিল মল্লিকা যোড়,
হর্ষে তোলে প্রফুল্ল টগর ॥
নেহালি পিয়লি দূব্বা, বন করবীর মূর্ব্বা,
অতসী শিউলি পারিজাত।
অপাঙ্গ কুসুম পালা, সাই তোলে ভদ্রকলা,
রক্তউৎপল অবদাত ॥
অমলা কুড়চি কেয়া, মদন বাসক জয়া,
কোবিদার তুলিল পাটলা।
সঙ্কুল শঙ্করজটা, বৃহতী ত্যজিয়া কাঁটা,
ভূমিচাঁপা তিলক সপুলা ॥
কস্তুরী কেশর কলা, তোলে আমলকী মালা,
বাছিয়া অখণ্ড শ্রীফল।
নত করি ধরি ডালে, তমাল পলাশ তোলে,
দুই কুড়ি তুলিল হিজল ॥
আকন্দ তপন কাঁটা, কর্ণিকার শ্বেত জটা,
সূর্য্যমণি তুলিল গুলাল।
বন-শোভা ভরদ্বাজী, তুলিয়া ভরিল সাজি,
কোকিলাক্ষ চিত্রাক্ষ দুলাল ॥
সেউতি কর্কটি যূথি, ইন্দুফুল তোলে ইতি,
বান্ধুলি তুলিল শতাবরী।
কয়ত যুগল সোনা, দাড়িম্ব মুদিত মনা,
রামতুলসী তুলিল বিদারী ॥
হইল পূজার বেলা, গাঁথিল শতেক মালা,
নীলাম্বর আইল ত্বরিত।
আচ্ছাদিয়া পদ্মদলে, রাখিল পূজার স্থলে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গীত ॥

ইন্দ্রের শিবপূজা।

আনন্দে জয় জয়, পূজেন হরিহয়,
অনন্যভাবে ভূতনাথে।
দোখণ্ড বাজে জোড়া, মৃদঙ্গ শঙ্খ পড়া,
শতেক পুত্র লয়ে সাথে ॥
দিবস নিশামান, রাগিণী সরস গান,
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা।
নারদ বীণাপাণি, গায়েন দ্বিজমণি,
শঙ্কর-গুণের গরিমা ॥
শঙ্করে প্রেম দিঠে, বসান হেমপীঠে,
পাখালে শিবের চরণ।
বসনে পদ মুছি, নিছনি করিল শচী,
বসন অমূল্য রতন ॥
শিবের মহাস্নান, করান মঘবান,
শতভার গঙ্গাজলে।
মৃগাঙ্ক জিনি ভাস, পরাইল দিব্যবাস,
কস্তূরী কোটা দিল ভালে ॥
কুঙ্কুম চন্দন, কস্তূরী বিলেপন,
বাসব দিল হর-অঙ্গে।
ষোড়শ উপচারে, পূজিল পুরহরে,
সকল পুরজন সঙ্গে ॥
ডম্বরু ডিণ্ডিমি, বাজান দেবস্বামী,
সুসঙ্গে ঘন ঘন শিঙ্গা।
প্রমথ-পতি কাছে, ত্রিদশ-পতি নাচে,
ডম্ফ ধিকি ধিকি ধিঙ্গা ॥

সঙ্কুল—ব্যাপ্ত, পূর্ণ। কৈরব—কুমুদ। কহ্লার—শ্বেতপদ্ম, সুঁদি। কুরুবক—ঝাঁটিফুল। গলঘাষো—দ্রোণপুষ্প। ওড়—জবা। কোবিদার—মন্দার, রক্তকাঞ্চন। হরিহয়—ইন্দ্র। হেমপীঠে—স্বর্ণাসনে। নিছনি—বেশবিন্যাস। মৃগাঙ্ক—চন্দ্র। ভাস—দীপ্তি।

স্তবন গদ্য পদ্য, সঘনে মুখ-বাদ্য,
অষ্টাঙ্গ নোয়ায়ে নতি।
বাসব পূজে নিত্য, একান্ত ভাবে চিত্ত,
তুষিল দেব উমাপতি॥
নৈবেদ্য নানাবিধি, খণ্ড মধু দধি,
শর্করা পূরি হেমথালে।
সুগন্ধি ধূপ-ধূমে, আমোদ কৈলা ধামে,
জ্বালিল রত্নদীপ-জালে॥
এতেক বিধানে, পূজেন দিনে দিনে,
নিয়ম দ্বাদশবৎসর।
ভ্রমিয়া বনে বনে, করিয়া যতনে,
পুষ্প তোলে নীলাম্বর॥
আপন ব্রত কথা, সাধিতে গিরিসুতা,
কাননে উরিলা ভবানী।
শ্রীকবিকঙ্কণ, কবয়ে নিবেদন,
বদনে নাচে যার বাণী॥

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ।

পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
নন্দনকাননে গিয়া পাতিলেন মায়া॥
ফুলহীন কৈলা মাতা যত উপবন।
হরিলা সকল ফুল নন্দন-কানন॥
বাম করে সাজি, আঁকুড়ি ডানি করে।
প্রবেশিলা নীলাম্বর কানন ভিতরে॥
ফুলহীন বন দেখি ভাবে নীলাম্বর।
কোথা পাব শত ফুল প্রহর ভিতর॥
অন্তরে ফুলের চিন্তা নীলাম্বর পায়।
রথে চড়ি নীলাম্বর বসুমতী ধায়॥
যাত্রার সময়ে ডোমচিল ডাকে মাথে।
কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার লয়ে যায় পথে॥
উপনীত নীলাম্বর হৈল ঘোর বনে।
হেথা ধর্ম্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে॥
সুন্দরী হরিণীরূপা হয়ে মহামায়া।
ধর্ম্মকেতু সম্মুখে রহিল হরজায়া॥
রয়ে বয়ে যান দেবী করিয়া তরঙ্গ।
তার পাছে ব্যাধ ধায় যেমন পতঙ্গ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু বীর এড়ে শর।
শর ছাড়ি দিতে দেবী উঠিলা অম্বর॥
অনিমিষলোচনে দেখিল নীলাম্বর।
ফুল চিন্তা দূরে গেল ভাবেন কুমার॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নীলাম্বরের খেদ।

বসিয়া তরুর তলে, ভাসিয়া নয়ন-জলে,
বিষাদ ভাবেন নীলাম্বর।
হৃদয়ে রহিল শাল, বরং ব্যাধ জন্ম ভাল,
কেন হৈনু ইন্দ্রের কোঙর॥
এই ব্যাধ ভাল জীয়ে, তৃষ্ণা হৈলে পানী পিয়ে,
ক্ষুধা কালে করয়ে ভোজন।
প্রমথনাথের পূজা, যাবত না করে রাজা,
ততক্ষণ উদর-দাহন॥
এই ব্যাধ গুণধাম, বনবাসী যেন রাম,
মৃগ দেখি মারীচ সমান।
সিংহ জিনি মধ্যদেশ, লতাতে বেষ্টিত কেশ,
অভিনব যেন পঞ্চবাণ॥
না করিনু কোন কর্ম্ম, বিফল দেবতা জন্ম,
বিদ্যার না কৈনু অন্বেষণ।
না করিনু ধনুশিক্ষা, কেমনে পাইব রক্ষা,
যদি হয় দেবাসুরে রণ॥
সাজি দণ্ড হাতে করি কাননে কাননে ফিরি,
অনুদিন যেন মালাকার।
চরণে কণ্টক ভুঁকে, শতেক আঁচড় বুকে,
নিদারুণ বিধাতা আমার॥
হইয়া বড় আকুল, সম্ভ্রমে তুলিল ফুল,
শ্রীফল-কণ্টক ছিল তথি।

মায়া—কুহক, ইন্দ্রজাল। তরঙ্গ—অঙ্গভঙ্গী। অম্বর—আকাশ। শাল—শেল, দুঃখ। জীয়ে—বাঁচে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পঞ্চবাণ—কামদেব। সাজি—পুষ্পপাত্র বিশেষ। দণ্ড—লাঠি, আঁকষ। অনুদিন—সকল সময়। ভুঁকে—বিদ্ধ হয়।

ভাবিয়া অম্বিকা পায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়,
বেগে রথ চালায় সারথি॥

পিপীলিকারূপে ভগবতীর পুষ্পমধ্যে প্রবেশ।

হইল পূজার কাল চিন্তিত কোঙর।
দুই হাতে তুলে ফুল কানন ভিতর॥
ঘন বেলা পানে চায় তৃষায় আকুল।
যত পায় তত তোলে না ছাড়ে মুকুল॥
কুসুম ভিতরে মাতা পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দারু-পিপীলিকা হৈয়া॥
ব্যোমযানে লঘুগতি আইল নীলাম্বর।
সুতের বিলম্ব দেখি ভাবে পুরন্দর॥
খেলায় উন্মত্ত শিশু কিবা কৈল পাপ।
আজি হর অবশ্য দিবেন অভিশাপ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করিল অবিলম্ব।
আসিলে নীলাম্বর করিল পূজারম্ভ॥
কুসুম-অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হর-শিরে।
কণ্টক যাতনা প্রভু পাইল অন্তরে॥
দারু-পিপীলিকা তবে প্রবেশে কুন্তল।
মরমে দংশিল হর হইল আকুল॥
অনল সমান জ্বলে পিপীলিকা-বিষ।
রোষেতে কহেন হর মনে বিমরিষ॥
শুন শক্র তুমি তো স্বর্গের অধিকারী।
কিসের কারণে পূজ জনম-ভিখারী॥
করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চ্চনা।
কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা॥
পট্টবস্ত্র পর তুমি গলে রত্নমাল।
হাড়মালা গলে মম পরি বাঘছাল॥
অচলা কমলা তব সম্পদ বিশাল।
পরিহাস কর মোরে দেখিয়া কাঙ্গাল॥
পুরহর নিষ্ঠুর ভ্রুকুটি ভীম মুখে।
নয়নে নিকলে শিখী ঝলকে ঝলকে॥
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে পুরন্দর।
মম দোষ নাহি ফুল তোলে নীলাম্বর॥
নীলাম্বরে জিজ্ঞাসা করেন শূলপাণি।
ভয় ত্যজি নীলাম্বর কহ সত্য বাণী॥
কহিল কুমার সত্য যে দেখিল বনে।
চণ্ডিকার সত্য কথা হর কৈল মনে॥
মোর সেবা ত্যজি তুমি কর অন্য সাধ।
ত্বরিত চলহ মহী হও গিয়া ব্যাধ॥
হেন বাক্য হৈল যদি মহেশের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কুমারের মুণ্ডে॥
এতেক বচন যদি বলে পুরহর।
চরণে ধরিয়া স্তুতি করে নীলাম্বর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শিবের প্রতি নীলাম্বরের স্তব।

চরণে ধরিয়া হরে, কুমার মিনতি করে,
অপরাধ ক্ষম কৃপাময়।
করিলাম লঘু পাপ দিলা নিদারুণ শাপ,
ব্যাধ-কুলে জনম নিশ্চয়॥
অবহেলে পাণিপুটে পান করি কালকূটে,
ত্রিভুবন কৈলা পরিত্রাণ।
তুমি সত্য গুণধাম, কিঙ্করে হইলা বাম,
মোরে দৈব ইহাতে নিদান।
সুর নর নাগ দেবা, করয়ে তোমার সেবা,
কেহ নাহি পায় অধোগতি।
আমার পাপের ফলে, শাপ দিয়া ব্যাধকুলে,
জন্ম করাইলে পশুপতি॥
স্মরণ লইয়া যেবা, করে শিব তব সেবা,
তার কিবা হয় অবিনয়।
না দেখি এমন সৃষ্টি, চন্দ্র হৈতে বিষবৃষ্টি,
চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয়॥

সম্ভ্রমে—ভয়ে ভয়ে। দারু-পিপীলিকা—কাঠপিঁপড়ে। ব্যোমযান—আকাশগামী রথ। বিমরিষ—বিমর্ষ, দুঃখিত। বিড়ম্বনা—চাতুরী, বঞ্চনা। শিখী—অগ্নি। পুরহর—মহাদেব। নিদান—মূলকারণ। বাম—প্রতিকূল। ধনঞ্জয়—অগ্নি।

অভিমত ইচ্ছা করি, সেবিলাম কাম-অরি,
ফল তাহে হৈল প্রতিকূল।
নিতান্ত দৈবের দোষে, ভরা দিনু লাভ আশে
হরি হরি নাশ গেল মূল॥
বেচিলু তোমার পায়, নীলাম্বর নিজ কায়,
যেই ইচ্ছা করহ তেমন।
কৃপা কর দেববর্গ, না চাহি নবক স্বর্গ,
তোমার চরণে রহু মন॥
দেখিয়া তাহাব দুঃখ, লাজে হয়ে হেঁট মুখ,
আজ্ঞা দিল দেব পঞ্চানন।
হইয়া চণ্ডীব ভক্ত, চারি মাসে হবে মুক্ত,
আসিবে আপন নিকেতন॥
এমত বলিতে হব, আইল মহেশজ্বর,
নীলাম্ববে কৈল আলিঙ্গন।
চৌদিকে বান্ধব-মেলা, গলায় তুলসীমালা,
গঙ্গাজলে করিল শয়ন॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, জ্যেষ্ঠেব আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শিবেব প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

নীলাম্বব শাপ হেতু ভাবিত অন্তর।
পূজা সাঙ্গ করি স্তুতি করে পুরন্দর॥
প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বার বার।
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
পুত্র মিত্র পরিবার শোকের নিদান।
তুমি সত্য তোমা বিনা নাহি দেখি আন॥
অভক্তি তোমার পদে বিপদ-নিদান।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ॥
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈলে জয়।
যে জন শঙ্কর ভজে তার কোথা ভয়॥
তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি।
ত্রিভুবন মধ্যে তার নাহিক দুর্গতি॥
জন্ম জরা মৃত্যু শোক ব্যাধি দৈন্য দোষ।
তাবৎ যাবৎ নহে তোমার সন্তোষ॥
মোব নিবেদন প্রভু কর অবধান।
পুষ্প তুলিবারে দেহ প্রবরেরে পাণ॥
ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিলা হব।
অঞ্জলি করিয়া পাণ লইল প্রবর॥
হরপদ-কমলে মজুক নিজ চিত।
ছায়ার প্রসঙ্গ না ছাড়িয়া গাব গীত॥

নীলাম্বব-মরণে ছায়ার সহমরণ।

হৈল জলশায়ী পতি, ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী,
লোকমুখে শুনিল বাবতা।
চৌদিকে বেষ্টিত সখী, সন্তাপে মলিনমুখী,
হরি হরি স্মবয়ে বিধাতা॥
ইন্দ্রবধূ কান্দে ছায়া, সকল ত্যজিয়া মায়া,
স্বামী মৈল প্রথম যৌবনে।
নীলাম্বরে করি কোলে, বসিয়া গঙ্গার জলে,
হৃদয়ে যুগল মুষ্টি হানে॥
পড়িয়া চরণ-তলে, ছায়া সকরুণে বলে,
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেকে দারুণ হয়ে, পাসরিয়া নিজ প্রিয়ে,
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান॥
জাগিয়া উত্তর দেহ, ছায়ারে সঙ্গেতে লহ,
পাসরিলা পূর্ব্বের পীরিতি।
তুমি যাহ যথা যথা, আমি আগে যাই তথা,
আজি কেন কৈলে বিপরীতি॥
মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবা তুমি, সে গতি পাইব আমি,
রহিব তোমার পদতলে॥

কাম-অরি—শিব। বেচিল—সমর্পণ করিল। চারিমাস—দেবস্থানে চারিমাস পৃথিবীর ১২০ বৎসর। মহেশজ্বর—শিবজ্বর। বান্ধব-মেলা—আত্মীয় সকল প্রবর—ইন্দ্রের একজন সখা।

যতেক করিনু আশ, হইল সকল নাশ,
অবশেষে ত্যজিলে জীবন।
বিধাতা হইল বামা, আর না দেখিব তোমা,
বিধি কৈল অকালে মরণ॥
তোমারে তুলিতে ফুল, বিধি হৈলা প্রতিকূল,
জীবন ত্যজিলা হর-শাপে।
খণ্ড-কপালিনী ছায়া, শঙ্কর ত্যজিলা মায়া,
মরিনু পরম পরিতাপে॥
দেহ যোগ নহে সত্য, কেবল মরণ নিত্য,
সর্ব্বলোকে এই কথা জানে।
যৌবনে মরণ কাল, হৃদয়ে রহিল শাল,
নাহি মানে প্রবোধ পরাণে॥
এলায়ে কুন্তল ভার, ত্যজে যত অলঙ্কার,
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।
সঘনে হুলুই পড়ে, ছায়া চতুর্দ্দোলে চড়ে,
শচীর হৃদয়ে বাজে শাল॥
অনল জ্বালিয়া কুণ্ডে, ঘৃত ঢালে ভাণ্ডে ভাণ্ডে
সুরনদী-তীরে সুরপতি।
দুই কুলে দিয়া বাতি, জীবন ত্যজিল সতী,
পতির মরণে ছায়াবতী॥
বিদায় হইয়া শিবে, লয়ে দুজনার জীবে,
গেলা চণ্ডী ব্যাধের নিবাসে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে॥

নিদয়াকে ভগবতীর ঔষধ দান।

প্রভাতে দ্বাদশী, অভয়া উপবাসী,
হইয়া জরতী ব্রাহ্মণী।
আইলা ভিক্ষা আশে, ধর্ম্মকেতুর বাসে,
নিদয়া দিলেক পীঁড়া পানি॥
কল্যাণ করেন ভগবতী।
পারণা হেতু ভিক্ষা দেহ, কর প্রাণ রক্ষা,
অচিরেতে হবে পুত্রবতী॥
শুন গো ব্রাহ্মণী, আমি অনাথিনী,
সফল কর মোর আশ।
পাইয়া তব বর, হৈলে বংশধর,
করিব তোমার দাস॥
হইয়াছে পঞ্চসুতা, পতির মনের ব্যথা,
ঘটক পাঠায় স্থানে স্থানে।
মোর পতি ধর্ম্মকেতু, অন্য বিবাহের হেতু,
গিয়াছে কন্যার অন্বেষণে॥
কহিনু সত্যবাণী, ঔষধ আমি জানি,
কুমারের জনম কারণ।
দিলে গো নাসাপুটে, সোহাগ নাহি টুটে,
হইবে পুত্রের জনম॥
শুনহ নিদয়া তুমি, ঔষধি জানি আমি,
মিথ্যা নহে বচন আমার।
স্নান করহ তুমি, ঔষধ দিব আমি,
বংশধর হইবে তোমার॥
নিদয়া পুত্রের আশে, স্নান করিয়া আইসে,
রহিল বসিয়া ঊর্দ্ধমুখে।
হইয়া মক্ষিকা বেশে, নীলাম্বর প্রবেশে,
ঔষধ দিলেন তার নাকে॥
নিদয়া পায়ে পড়ি, দিল তারে দালি বড়ি,
চালু আর কড়ি চারিপণ।
চণ্ডীর আদেশে, হীরার গর্ভবাসে,
ছায়াবতী লভিল জনম॥
শ্রীরঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম,
ব্রাহ্মণভূমের পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ, রচিয়া চারুপদ,
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

নিদয়ার গর্ভ।

সেই দিন ধর্ম্মকেতু হরষিত মনে।
আনন্দে বঞ্চিল নিশি নিদয়ার সনে॥

খণ্ড কপালিনী—হতভাগিনী। নিত্য—চিরস্থায়ী। জীবে—আত্মাকে। জরতী—বৃদ্ধা। পীঁড়া—কাষ্ঠাসন। পারণা—উপবাসের পর প্রথম ভোজন। অচিরে—শীঘ্র। টুটে—ঘুচে।

দেবীর মুখের বাক্য মিথ্যা নহে আর।
সেই দিন হৈতে হৈল গর্ভের সঞ্চার ॥
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দ্বিতীয় মাসের কালে হয় কাণাকাণি ॥
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন।
চতুর্থ মাসেতে করে মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন।
ছয়মাসে নাহি চলে আলস্যে চরণ ॥
সাত মাসে নব বাস দিল ধর্ম্মকেতু।
গণকে জিজ্ঞাসে পুত্র জনমের হেতু ॥
আট মাসে নিদয়ার বেড়ে যায় পেট।
চলিতে না পারে বামা চাইতে নারে হেঁট ॥
নয় মাসে নিদয়ার সাধ দেয় ব্যাধ।
নিদয়া স্বামীর আগে করয়ে বিষাদ ॥
রচিয়া মধুর পদ একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

নিদয়ার মনের কথা।

শুন প্রাণনাথ! কহিয়ে তোমারে।
এবে মোর প্রাণ কেমন কেমন করে ॥ধ্রু॥
কৈতে নিজ সাধ বড় লাজ বাসি।
পান্ত ওদনে ব্যঞ্জন বাসী ॥
বাথুয়া ঠনঠনি তেলের পাক।
ডগি ডগি লাউ ছোলার শাক ॥
মীন চড়চড়ি কুসুম বড়ী।
সরল সফরী ভাজা চিংড়ী ॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
চিনি ফেলি কিছু মিশায়ে খই ॥
পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়।
খাইতে মনের সাধ বড় ॥
কনকের থালে ওদন শালি।
কাঞ্জিকা সহিত করিয়া মেলি ॥
কাঞ্জি ভুঞ্জি কিছু মনেতে ভায়।
চাকা চাকা মূলা বেগুন তায় ॥
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালতা।
আম্‌সি কাসন্দী কুল করঞ্জা ॥
থোড় উড়ুম্বর ইচলি মাচে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে ॥
হিয়ে দগ্‌দগী অন্তরে ভোক।
মুখে নাহি চলে এ বড় শোক ॥
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা।
খীব নারিকেল তিলের পিঠা ॥
বসিতে উঠিতে ঘুরয়ে মাথা।
মুখে উঠে হাই কহিতে কথা ॥
সখী সাধে যদি বাড়াই পা।
আলাইয়া পড়ে সকল গা ॥
দুগ্ধে গুড়ে তিলে মিশায়ে লাউ।
দধির সহিতে খুদের জাউ ॥
শুন প্রভু কিছু কহি অপর।
চিঁড়া চাঁপাকলা দুধের সর ॥
আর কহি কিছু যে উঠে মনে।
শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দ ভণে ॥

নিদয়ার সাধ ভোজন।

প্রাণনাথ কাল গর্ভ হৈল কোন্ ফলে।
ক্রমে হ্রাস হয় বল, ওদন ব্যঞ্জন জল,
পেটে ক্ষুধা, মুখে নাহি চলে ॥
নিকটে নাহিক মাতা, কারে কব দুঃখকথা,
পিসী মাসী ভগিনী মাতুলী।
জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আর, যে জানে দুঃখের ভার
মনোদুঃখ বল কারে বলি ॥
গর্ভের দেখিয়া ভর, মনে লাগে বড় ডর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ।
আপনার মত পাই, তবে গ্রাস দুই খাই,
পোড়া মাছে জামিরের রস ॥

বাস—বস্ত্র। গণক—দৈবজ্ঞ। আপনার মত—মনের মত। সফরী—পুটিমাছ। শালি—এক প্রকার সরু ধান, এখানে তজ্জাত চাল। নোয়াড়ি—নোড় ফল, শিল আমড়া। ভোক—ক্ষুধা। আলাইয়া—অবশ হইয়া।

নিধানী কবিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।
যদি পাই সাজো ঘোল, পাকা-চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসি॥
আমার সাধের সীমা, হেলঞ্চা কলমী গিমা,
বোদালি কাটিয়া কর পাক।
ঘনকাটি খর জ্বালে, সম্ভোলিবে কটুতৈলে,
দিবে তাতে পলতার শাক॥
পুঁইডগা মুখী কচু, ফুলবড়ি আব কিছু,
দিবে তথি মরিচেব ঝাল।
সম্ভোলন কবি কাজি, উদব পূরিয়া ভুঞ্জি,
প্রাণ পাই পাইলে পাঁকাল॥
লোণ কিছু দিয়া বাড়া, নকুল গোধিকা-পোড়া
হংস ডিমে তোল কিছু বড়া।
ভাজ কিছু রাই খাড়া, চিঙ্গড়ির কর বড়া,
সজারু করহ শিক-পোড়া॥
সদাই ন্যাকার উঠে, দিনে দিনে বল টুটে,
বদনে সঘনে উঠে জল।
মূলা বেগুনেতে সিম, তাহে দিয়া রান্ধ নিম,
তাহে দেও উড়ুম্বর ফল॥
নিদয়ার সাধ হেতু, ঘবে ঘবে ধর্ম্মকেতু,
চাহিয়া আনিল আয়োজন।
আপনি রান্ধিয়া ব্যাধ, নিদয়াবে দিল সাধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর জন্ম।

পূর্ণ হৈল দশমাস, ইন্দ্রসুত গর্ভবাস,
ভুঞ্জেন আপন কর্ম্মফলে।
প্রসূতি মারুতি নড়ে, ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা বাড়ে,
লোটায় নিদয়া মহীতলে॥
সখীস্কন্ধে দিয়া কর, আসে যায় বা'র ঘর,
কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পাণি।
আসি কেহ প্রিয় সই, মুখে তুলে দেয় দই,
নিদয়া স্বামীকে কহে বাণী॥
বসিলে উঠিতে নারি, উদর হইল ভারি,
শুইলে ফিরিতে নারি পাশ॥
চাহিতে না পারি হেট, ছুঁচ যেন বিন্ধে পেট,
দূব হৈল জীবনের আশ॥
আমার বচন শুন, ধাত্রিকা ডাকিয়া আন,
যেই জানে প্রসব-সন্ধান।
খুঁজিয়া নগবে জ্ঞানী, করহ ঔষধপানী,
নিদয়ার রাখহ পবাণ॥
শুনি নিদয়াব কথা, মরমে পাইয়া ব্যথা,
চলে ব্যাধ কলিঙ্গ নগবে।
সেবক-সন্তাপ-খণ্ডী, ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী,
উত্তরিলা ব্যাধেব গোচরে॥
কি কব পুণ্যের লেখা, পথে চণ্ডী দিল দেখা,
ধর্ম্মকেতু পড়িলা চরণে।
কৃপা কব ঠাকুবাণী, জান কি ঔষধ পানী?
নিদয়াবে বাখহ পবাণে॥
চণ্ডী জিজ্ঞাসেন কথা, শুনিয়া প্রসব-ব্যথা,
কপটে মন্ত্রিত কৈলা জলে।
কেবল পুণ্যের ফল, নিদয়া পিলেন জল,
কুমার পড়িল ভূমিতলে॥
উঙা উঙা কবে সুত, দুই জন হর্ষ-যুত,
নিদয়ার সফল মানস।
সুতের কল্যাণ হেতু, স্নান করি ধর্ম্মকেতু,
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ॥
নিশি দিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নূতন মঙ্গল-অভিলাষে।
উব গো কবির ধামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

নিধানী—ধান-শূন্য। কটুতৈল—সরিষার তৈল। পাঁকাল—পান্তাভাত। গোধিকা—গোসাপ। শিক-পোড়া—শিক কাবাব্। আয়োজন—দ্রব্য সামগ্রী। মারুতি—গর্ভস্থ ভ্রূণ। বা'র—বাহির। সেবক-সন্তাপ-খণ্ডী—কিঙ্করের দুঃখ নাশকারিণী।

ব্যাধ-নন্দনের জন্ম ও সংস্কার।

পুত্র লাভে ধর্ম্মকেতু আনন্দিত মন।
ব্যোম-পথে ভগবতী উঠিলা গগন॥
ডাল কাটি জ্বালে অগ্নি সূতিকা ভবনে।
সঘনে হুলুই পড়ে নাড়িকা-ছেদনে॥
গো-মুণ্ডে পাতিল ষষ্ঠী দ্বার ডানিভাগে।
পূজা করি ধর্ম্মকেতু আগে বর মাগে॥
তুমি নিদয়ার কর বিপত্তি তাবণ।
তিন দিনে নিদয়াব সুপথ্য পাঁচন॥
পাঁচ দিনে পাঁচোটে পাঁউশ বিসর্জ্জন।
ছয় দিনে ষাটিয়ারা কৈল জাগবণ॥
আট দিনে আট কড়াই কৈল ধর্ম্মকেতু।
নয় দিনে নব নত্তা কৈল শুভ হেতু॥
আন রূপ ব্যাধ সুত দিবসে দিবসে।
ষষ্ঠীপূজা একুশে কবিল এক মাসে॥
পূজিল সোমাই ওঝা দিল বলিদান।
ঘোড়ারু দক্ষিণে বলি বাঁয়ে ঢোলকাণ॥
দীর্ঘ নিদ্রা যায় শিশু কবয়ে দেহালা।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে খেলে ব্যাধ-বালা॥
নিরাতঙ্কে যায় তাব দুই তিন মাস।
কিরাতনন্দন দেয় উলটিয়া পাশ॥
চারি পাঁচ মাস গেল ছয়েতে প্রবেশ।
ভোজন করায় বসি দিয়া ছাগ মেষ॥
গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু।
গণকে দক্ষিণা দিল পরমায়ু হেতু॥
সাত আট মাস গেল হৈল নয় মাস।
মুকুতা জিনিয়া দুই দশন প্রকাশ॥
দশ মাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি।
ধরিতে ধরিতে যায় বাকুড়ি বাকুড়ি॥
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর।
বাড়ী বাড়ী ফিরে শিশু নাহি করে ডর॥
দু তিন বৎসব গেলে শিশুগণ মেলে।
ভল্লুক শরভ ধরি কালকেতু খেলে॥
পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ-বেধন।
নানা খেলা খেলে বালা নিত্য যাহা মন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুব বিক্রম।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব বতিপতি,
সবাব লোচন-সুখ হেতু॥
নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।
রূপ গুণ শীল বাড়া, বাড়ে যেন শাল কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল॥
বিচিত্র কপাল তটী, গলায় জালের কাঁঠি,
করযুগে লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্রনখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী॥
কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মুক্তাপাঁতি জিনিয়া দশন॥
দুইচক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডাগুলি ভাঁটা,
কাণে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল।
পরিধান রাঙ্গা ধড়ী, মস্তকে জালের দড়ী,
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল॥
সহিয়া শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি করে, আছাড়ে ধরণী'পরে,
ডরে কেহ নিকটে না রয়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশারু তাড়িয়া ধরে,
দূরে গেলে ধরায় কুকুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥

ঘোড়ারু ও ঢোলকাণ – মৃগ বিশেষ। দেহালা—শিশুদিগের স্বপ্নে হাসি কান্না। বাকুড়ি বাকুড়ি—গৃহে গৃহে। কুন্দ—কাট কুঁদিবার যন্ত্র বিশেষ। শাল কোঁড়া—শালগাছের তেজাল চারা। তটী—দেশ। ত্রিবলী—মাংস সঙ্কোচ জনিত রেখাত্রয়।

ফোঁটা দিয়া বিন্ধে রেজা, ঝাড়িতে শিখায় নেজা
চামের টোপর দেয় শিরে ॥
ইচ্ছা হয় যেই দিনে, বনে যায় বাপ সনে,
আগে ধায় জিনিয়া পবনে।
তাড়িয়া হরিণ ধরে, কি কাজ ধনুক শরে,
বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে ॥
দৈবযোগে একবার, পিতাপুত্রে লয়ে ভার,
হাটে গেল নিদয়ার সনে।
হীরা নিদয়ার কাছে, মাংসের পসরা বেচে,
ফুল্লরা আছেন সন্নিধানে ॥
হীরা নিদয়ারে বলে, কি হয়েছে পুত্র কোলে?
তারে কিছু বলেন নিদয়া।
আশীর্ব্বাদ কর সই, বৃদ্ধি হয় পরমাই,
বর দেহ ঝাট হয় বিয়া ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ বড়, দুজনে একত্রে জড়,
মনে মনে চিন্তে হীরাবতী।
ফুল্লরা সেবেছে হর, এই তার যোগ্য বর,
যেমন মদন আর রতি ॥
সাঁই-ওঝা ফুল তুলি, হাতে কুশ কান্ধে ঝুলি,
আইল ধর্ম্মকেতু সন্নিধান।
কর্কট কমঠ ভেট, দিয়া কৈল মাথা হেঁট,
সাঁই-ওঝা করিল কল্যাণ ॥
হাতে লয়ে পত্র মসী, আপনি কলমে বসি,
যা বলান যেই বা লিখান।
না জানি কি কৌতুকে, অম্বিকা মুকুন্দ মুখে,
নিজ সঙ্কীর্ত্তন রস গান ॥

কালকেতুর বিবাহের উদ্‌যোগ।

সোমাই পণ্ডিত সনে বসিয়া বিরলে।
চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে ॥
দেবের সমান দেখি তোমার চরিত ॥
পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ।
কিরাত নগরে কন্যা করহ তল্লাস ॥
এতেক বলিল ব্যাধ দ্বিজের চরণে।
ফুল্লরা সঞ্জয়-সুতা পড়ে তার মনে ॥
অঙ্গীকার করি ওঝা চলিলেন ঝাট।
সবে গেলা নিকেতন সমাপিয়া হাট ॥
সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ।
বন্দিলা সঞ্জয় তার পদ-সরসিজ ॥
এমত সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
পুরোহিতে নতি করে করজোড় করি ॥
কহেন সঞ্জয়কেতু দিব এক ভার।
ফুল্লরার বর খোজ উদ্‌যোগ তোমার ॥
এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল পাবয়ে পসরা ॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
বন্ধুজন মিলিয়া ইহার গুণ গণে ॥
ইহা শুনি পুরোহিত দিলেন উত্তর।
ইহার সদৃশ আছে কালকেতু বর ॥
হৃদয়ে সন্তোষ পাবে দেখি সেই বরে।
নিত্য মৃগ বধ করে ভাত আছে ঘরে ॥
চন্দ্রকেতু পিতামহ বাপ ধর্ম্মকেতু।
তার পুত্র কালকেতু কুল যশ হেতু ॥
দৌড়িয়া ধরয়ে বাঘ রণে মত্ত হাতী।
অর্জ্জুন সমান যার ধনুকে সুখ্যাতি ॥
সেই বর-যোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা ॥
একে চায় আবে পায় বলে হীরাবতী।
আমার ফুল্লরা কন্যা আন্ধারের বাতী ॥
পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন।
ঘটকালি ওঝা তুমি পাবে বার পোণ ॥
পাঁচ গণ্ডা গুয়া পাবে গুড় দুই সের।
ইহা দিলে আর কিছু না করিও ফের ॥

ফোটা—দাগ; চিহ্ন রেজা—লক্ষ্য স্থান। নেজা—তীর; বাঁটুল। পসরা—দোকান, বিক্রয়ের দ্রব্য সকল। কর্কট—কাঁকড়া। কমঠ—কচ্ছপ। ভেট—উপহার। কিরাত—ব্যাধ। দ্বাদশ কাহন—বার কাহন কড়ি, প্রায় তিন টাকা। ফের—গণ্ডগোল।

কহিল সকল কথা হৈল বিভা হেতু ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য কবি কৈল বান্ধবের মেলা।
সঞ্জয় আনিয়া বরে দিল বর-মালা ॥
তিনটী পাতন কাঁড় দিল জামাতারে।
দু বেহাই কোলাকুলি দুঁহে গেল ঘরে ॥
গোলাহাটে পণ দিল দ্বাদশ কাহন।
কন্যার দর্শনী দিয়া করিল লগন ॥
রবিবার ত্রয়োদশী নক্ষত্র রেবতী।
বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিলা অনুমতি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কালকেতুর বিবাহ।

নানা দ্রব্য কিনে হাটে, হরিণ মহিষ কাটে,
নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধুগণ।
লয়ে অধিবাস-ডালা, কিরাত নগরে গেলা,
বন্ধু সহ সোমাই ব্রাহ্মণ ॥
আসনে বসিল দ্বিজ, পূর্ব্ব মুখ-সরসিজ,
শুভক্ষণে বান্ধিল ছান্দলা।
গোময়ে লেপিয়া মাটি, আলিপনা পরিপাটি,
চতুর্দ্দিকে বান্ধবের মেলা ॥
শুন, ফুল্লরার গন্ধ অধিবাস।
সুবেশ ফুল্লরা নারী, সঙ্গে সখী পাঁচ চারি,
হীরাবতী হৃদয়ে উল্লাস ॥
পরিয়া হরিদ্রা-বাসে, কটাক্ষ করিয়া হাসে,
যত ছিল পরিহাস্য জনে।
ছায়া-মণ্ডপের তলে, মন অতি কুতূহলে,
বসিলা পিতার সন্নিধানে ॥
ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে, বেদ মন্ত্র পড়ি ঘটে,
গণেশে করিল আবাহন।
পূজে পঞ্চ উপচারে, পূজে অন্য দেবতারে,
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন।
মহী গন্ধ ধান্য শিলা, দূর্ব্বা শ্বেত পুষ্পমালা,
ঘৃত দধি স্বস্তিক সিন্দুর।
শঙ্খ কজ্জল সোণা, তাম্র রূপা গোরোচনা,
চামর দর্পণ কর্ণপূর ॥
দ্বিজে সূত্র বান্ধে করে, মুকুট বাঁধিল শিরে,
জয় জয় ধ্বনি চারিভিতে।
ষোড়শমাতৃকা পূজা, ঘৃত-ধারে চেদি রাজা,
একে একে কৈল পুরোহিতে ॥
কর্ম্মকাণ্ড ছিল যত, কৈল সব পুরোহিত,
ধর্ম্মকেতু শুনিয়া কৌতুকে।
শাস্ত্রমত যত ছিল, একে একে নিবড়িল,
পশ্চাৎ করিল নান্দীমুখে ॥
এমত মঙ্গল কর্ম্ম, যেবা ছিল কুলধর্ম্ম,
ধর্ম্মকেতু কৈল সমাপন।
মুকুট-মণ্ডিত শির, কালকেতু মহাবীর,
বন্দে দ্বিজ গুরুর চরণ ॥
গমনের শুভ বেলা, বাউরী যোগায় দোলা,
তথি বীর কৈল আরোহণ।
বরযাত্রী পড়ে সাড়া, ঢেমছা দগড় কাড়া,
বর বেড়ি বাজায় বাজন ॥
কালকেতুর বিবাহ-মঙ্গল।
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি, দেয় ব্যাধ-নিতম্বিনী,
নিদয়ার মানস সফল ॥
চৌদিকে দেউটি জ্বলে, যায় সবে কুতূহলে,
বরযাত্রী আনন্দিত মন।
জামাতা-গৌরব হেতু, আসিয়া সঞ্জয়কেতু,
নানারূপে করে সম্ভাষণ ॥
ছায়া-মণ্ডপের মাঝে, বসাইল বরসাজে,
বন্ধুজনে মিলি কুতূহলে।
স্বস্তি বাক্য দ্বিজবরে, বরণ করিল বরে,
বীরধড়া স্ফটিক কুণ্ডলে ॥

কাঁড়—ধনুক। পাতন-কাঁড়—যে ধনু বনে পাতিয়া রাখিলে যন্ত্রবলে আপনাআপনি হিংস্রজন্তু বিষাক্ত শরবিদ্ধ হয়। পূর্ব্ব মুখ-সরসিজ—দ্বিজ, মুখ-সরসিজ পূর্ব্ব করিয়া। ছায়া-মণ্ডপ—চাঁদোয়া টাঙ্গান জায়গা। নিবড়িল—শেষ করিল। বাউরী—জাতি বিঃ।

বিরলে করিয়া স্থান, জামাতার করে মান,
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।
শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, নিছিয়া ফেলিল পাণ,
গাঁথি গলে দিল পুষ্পমালা ॥
পাট চড়ি রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি,
চৌদিক বেড়িয়া কোলাহল।
যতেক ব্যাধের নারী, গান করে মনোহারী,
ফুল্লরার বিবাহ-মঙ্গল ॥
চারিদিগে গীত নাট, ফুল্লরা চড়িল পাট,
কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে।
চৌদিগে ব্যাধের নারী, উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি,
ছামনি করিল কন্যারে ॥
বাপের পুণ্যের হেতু, আনন্দে সঞ্জয়কেতু,
হাতে কুশে করে কন্যাদান।
যৌতুক ধনুক খান, তিন তীর খরশাণ,
আরো দিল যে ছিল বিধান ॥
ঢেমচা বাজয়ে পড়া, দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া,
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণীসোম, লাজাহুতি করে হোম
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি ॥
দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে, মীনমাংস ভোগকরে,
রাত্রি গেল কুসুম-শয্যায়।
চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মকেতু, কুটুম্ব ভোজন হেতু,
বেহাইরে মাগিল বিদায় ॥
বেহাইর চরণে পড়ি, ব্যবহার দিলা কড়ি,
সাতনলা, জাল, আঠা ফান্দে।
পাথরে আমানি ভরি, দিল সঞ্জয়ের নারী,
ফুল্লরারে কোলে করি কান্দে ॥
ইষ্ট কুটুম্ব আদি, সঞ্জয়কেতুর জ্ঞাতি,
অভিলাষে দিলেন যৌতুক।
চণ্ডীপদ ভাবি চিত, রচিল-মুকুন্দ গীত,
রাজা রঘুনাথের কৌতুক ॥

কালকেতুর স্বদেশে গমন।

শ্বশুরে বিদায় করি, আইসে বীর নিজ পুরী,
ফুল্লরা সহিত সবিনয়।
শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, নিছিয়া ফেলিল পাণ,
নিদয়া দিলেন জয় জয় ॥
ছায়া-মণ্ডপের মাঝে, ঢেমছা দগড়া বাজে,
বন্ধুজন সমীপে কৌতুক।
পঞ্চ দিন ঘরে রাখি, অন্ন পানে করি সুখী,
বিদায়ের দিলেন যৌতুক ॥
সমান অর্জ্জুন ধীর, কালকেতু মহাবীর,
দেখি সুখী হৈল ধর্ম্মকেতু।
নিদয়ার সুখ বড়, গৃহ-কর্ম্মে বধূ দড়,
কুল-যশ রক্ষণের হেতু ॥
যে দিনে যতেক পায়, সেই দিন তাই খায়,
না রহে সম্বল দেড়ি ঘরে।
তিন বাণ শরাসন, বিনা আর নাহি ধন,
বান্ধা দিতে, পারে না উধারে ॥
প্রভাতে সম্বল ত্বরা, বাধে মৃগ খগ বরা,
প্রতিদিন করয়ে মৃগয়া।
পুত্র হেতু ধর্ম্মকেতু, নিশ্চিন্ত সম্বল হেতু,
আনন্দিত-হৃদয়া নিদয়া ॥
নিদয়া বসিয়া খাটে, মাংস লয়ে গোলা হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।
শাশুড়ী যেমত ভণে, সেইমত বেচে কিনে,
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা ॥
মাংস বেচি লয় কড়ি, চাল লয় দাল বড়ি,
তৈল লোণ কিনয়ে বেসাতি।
শাক বেগুন কচু মূলা, এঁটে থোড় কাঁচকলা,
নানা সজ্জ ভরে আনে পাঁতি ॥
ফুল্লরা আইল ঘরে, নিদয়া জিজ্ঞাসা করে,
কহে রামা হাট-বিবরণ।
নিদয়ার আজ্ঞা ধরে, ফুল্লরা রন্ধন করে,
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন ॥

পাট—পীঁড়া, পীঠ। ছামনি—শুভদৃষ্টি। খরশাণ—তীক্ষ্ণ, খুব ধারাল। গ্রন্থিছড়া—গাঁইট ছড়া। ব্যবহার—লৌকিকতা। দেড়ি—বাড়্তি। উধারে—ধার লইয়া। পসরা—পশার। বেসাতি—বাজারের সওদা। পাঁতি—বংশ নির্ম্মিত পাত্র

তনয়ে বাগুরা জাল, সমর্পিয়া বহুকাল,
ভুঞ্জে সুখ কিরাত-নন্দন।
খাওয়ায় ফুল্লরা মধু, ক্ষীরখণ্ড দধি মধু,
নিদয়ার সফল জীবন॥
ব্যাধের উত্তম দৈব, নিজে সে আছিল শৈব,
পাইল কুমার-বংশধর।
চিরদিন সাধুসঙ্গ, হইল বিপদ ভঙ্গ,
ধর্ম্মকেতু চিন্তে পুরহর॥
মুক্তি-পথে দিয়া মন, শিব চিন্তে অনুক্ষণ,
শুনয়ে পুরাণ উপাখ্যান।
জায়া সঙ্গে ধর্ম্মকেতু, ভাবিয়া মুক্তির হেতু,
বারাণসী করিল প্রস্থান॥
দম্পতী লোটায়ে কান্দে,কেশপাশ নাহি বান্ধে,
মাসে মাসে পাঠায় সম্বল।
সুধন্য আড়রা স্থান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
হৈমবতী-শঙ্কর-মঙ্গল॥

যন্ত্র পাতি ব্যাঘ্র মারে খুলে লয় ছাল।
ব্যাঘ্র-নখ ক্ষুদ দিয়া কিনয়ে ছাওয়াল॥
হাটে বাঘ-ছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী।
যতনে কিনয়ে তাহা যতেক সন্ন্যাসী॥
শরভে শরভে ধরি ঢুযাইয়া মুণ্ডে।
গণ্ডকে ধরিয়া তার খড়্গ লয় ছিণ্ডে॥
ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গ দরে এক পণ।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে লয় করিতে তর্পণ॥
বন বেড়ি জাল পাতি ঝোড়ে মারে বাড়ি।
জালে পড়ে ক্ষুদ্র পশু পায়্যা তাড়াতাড়ি॥
শশারু হরিণ ররা লতা-পাশে বান্ধে।
ঘরে আইসে মহাবীর ভার করি কান্ধে॥
একমতি হয়ে ছোট বড় পশুগণ।
আদ্দাসে চলিল সবে যথা পঞ্চানন॥
ফুল্লরা বীরের তরে করিছে রন্ধন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর মৃগয়া।

অনুদিন পশু বধে বীর মহাবলা।
কুরুরাজ-সেনা যেন বধে বৃহন্নলা॥
শুণ্ডে ধরি গজবর আছাড়িয়া মারে।
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে॥
চুপড়ি মূলিয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা।
কৃষকে যেমন বেচে মূলার পসরা॥
সাঁজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চমরী।
লেজ কাটি গছায় ফুল্লরা বরাবরি॥
ফুল্লরা পসরা করে নগর-চাতরে।
হাঁড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে॥
ভল্লুক সান্ধায় গর্ত্তে ভয়ে কম্পমান।
মহিষ তাড়িয়া ধরে উপাড়ে বিষাণ॥
শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে।
পণ দরে শিঙ্গ জোড়া, লয় শিঙ্গাদারে॥

কালকেতুর ভোজন।

দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পা'য়ে সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া॥
মোকা নারিকেলেতে পূরিয়া দিল জল।
ঝাঁটি জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল॥
পাখালিল মহাবীর পদ পাণি মুখে।
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে॥
সম্ভ্রমে ফুল্লরা দিল মাটিয়া পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিল নূতন খাপরা॥
মুচড়িয়া দুই গোঁপ বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় ক্ষুদ-জাউ।
ছয় হাঁড়ি মসূর সূপ মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় বন-ওল পোড়া।
বন-পুঁই ভাব দুই কলমি কাঁচড়া॥

চুপড়ি মূলিয়া—ঝুড়ি শুদ্ধ একবারে দাম ধরিয়া। সাঁজুড়িয়া—একত্র করিয়া। হাঁড়িয়া—বড়। সান্ধায—সেঁধোয়। বিষাণ—শৃঙ্গ। শিঙ্গাদার—শৃঙ্গ-ব্যবসায়ী। আদ্দাস—অভিযোগ। ছড়া—চামড়া। মোকা—মালা। পাখালিল—ধৌত করিল। উজাড়ে—খাইয়া ফেলে। জাউ—মণ্ড, মাড।

ফুল্লরা রন্ধন করে জ্বালে গোটা বাঁশ।
ঝোল রান্ধি দিল দুটা হরিণের মাস॥
গণ্ডা দশ মহাবীর খায় নেউল পোড়া।
সার কচু মিশাইয়া করঞ্জ আমড়া।
অম্বল খাইয়া বীর জায়াকে জিজ্ঞাসে।
রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে॥
এনেছি হরিণ দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া খায় বীর ভাত তিন কাঁড়ি॥
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলা তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল॥
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
হরীতকী খেয়ে কৈল মুখের শোধন॥
নিশাকাল হৈল বীর করিল শয়নে।
নিবেদয়ে পশুগণ রাজার চরণে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পশুরাজের নিকট পশুগণের গমন।

হেথা বার দেন গিরি-শিখরে কেশরী।
ছোট বড় পশু যায় করিতে গোহারি॥
আর্ত্তনাদে কান্দে গজ নিবেদয়ে দুঃখ।
তোমা সেবি দশনবর্জ্জিত হৈল মুখ॥
মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির।
কহিল এতেক দুঃখ দেয় মহাবীর॥
আদ্দাস করয়ে আসি চমরীর ঘটা।
ভাবয়ে বিষাদ সবাকার লেজ কাটা॥
গণ্ডক বলেন আমি বড় দুঃখ পাই।
খড়্গ হেতু আমার মরিল সাত ভাই॥
কপি বলে রাজা মোর কৈল জ্ঞাতি ধ্বংস।
কালকেতু বাঁধিয়া বেচিল মোর বংশ॥
বারশিঙ্গা ঘোড়ারু তুলারু ঢোলকাণ।
অবনী লোটায়ে কান্দে কবি অভিমান॥
করিল নিধন কালকেতু পরিবার।
বিফল জনম মোর মৈল সুত দার॥
রাণ্ডী হইয়া হরিণী কান্দয়ে উভরায়।
পতি-সুত-হীন পাপপ্রাণ নাহি যায়॥
পশুর গোহারি শুনি রাজা পঞ্চানন।
ভ্রূকুটি করিয়া কোপে কোটালে গর্জ্জন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পশুগণের প্রার্থনা।

শুন শুন রায়, মাগিয়ে বিদায়,
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকারী, না শুনে গোহারি,
বিপাকে ত্যজিব জীবন॥
নারীগণ সঙ্গে, থাক লীলা রঙ্গে,
না কর দেশের বিচার।
একা কালকেতু, পশু-বধহেতু,
নিত্য করে মহামার॥
এক মহাবীর, লয়ে তিন তীর,
কুড়িচা কাঠের ধনু।
পশুদের কাল, নিত্য পাতে জাল,
ধায় যেন রথে ভানু॥
ভুবনে বিখ্যাত, মোর প্রাণনাথ,
কালকেতু বধে বনে।
দেখি সুত-মুখ, ত্যজি পতি-দুঃখ,
না গেলাম পতি সনে॥
রূপ-গুণযুত, মোর দুই সুত,
কালকেতু কৈল বধ।
হাট নির্ম্মাইল, বসাতে নারিল,
হরিল বিধি সম্পদ॥ *
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক রাজ সুজন।

কাঁড়ি—রাশি, গাদা। বিটকাল—বীভৎস। তেআঁটিয়া—তিন আঁটিওয়ালা, সুতরাং খুব বড়। বার—সভা এখানে সাক্ষাৎ। উভরায়—উচ্চরবে। * বাজার প্রস্তুত করিয়াছিলাম, কিন্তু রাখিতে পারিলাম না, বিধি সকল সম্পদ হরণ করিল।

তাঁর সভাসদ, রচি চারু পদ
অম্বিকা-মঙ্গল গান ॥

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

সিংহের যুদ্ধ-সজ্জা।

পশুর গোহারি শুনি রাজা পঞ্চানন।
কোটাল কোটাল ডাক পাড়ে ঘনে ঘন ॥
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন।
ভয়ে কম্পমান তনু মুদিত লোচন ॥
সিংহ বলে ব্যাঘ্র ভাল তোরে কব কি।
তোমারে বিষয় দিয়া হইলাম দুঃখী ॥
পশুমাঝে তোমারে বলিয়ে বড় লোক।
রায়বার তোমারে করিলুঁ আমি কোক ॥
পশুর বচন শুনি মনে লাগে ব্যথা।
ভাল মন্দ নাহি দেখ দেশের বারতা ॥
আজি কালি যদি না দেখাও মহাবীর।
তোর বুক চিরি পান করিব রুধির ॥
বাঘ বলে রায় তুমি আজি হও স্থির।
কালিকার প্রভাতে দেখাব মহাবীর ॥
সেই নিশা গেল পরে হইল প্রভাত।
পাত্র মিত্র সঙ্গে যুক্তি কৈল পশুনাথ ॥
দক্ষিণদিগেতে তারা ধায় লঘুগতি।
গণ্ডার মহিষ ব্যাঘ্র তিন সেনাপতি ॥
যুঝিবারে সিংহ নিজে চলিল সত্বর।
জোড়করে তবে করে গণ্ডার উত্তর ॥
নর সনে রণে রায় বড় পাবে লাজ।
মক্ষিকা মারিতে কিবা সাজে গজরাজ ॥
এতেক শুনিয়া সিংহ গণ্ডার-ভারতী।
চন্দন তরুর তলে করিল বসতি ॥
চন্দন তরুর তলে রাজা ঢালে গা।
দুদিগে চমরী দেয় চামরের বা ॥
চারিদিকে চর পাঠাইল সাবধান।
শুভক্ষণে কালকেতু করিল প্রয়াণ ॥

পশুর সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ।

প্রভাতে উঠিয়া বীর পরে রাঙ্গা ধড়া।
যৌতুকের বাঁশে দিল মুরুগার চড়া ॥
জাল দড়ি বান্ধিয়া বঞ্চিত কৈল কেশ।
রাঙ্গা ধূলি মাখিয়া অঙ্গের করে বেশ ॥
প্রণাম করিয়া বীর চণ্ডীর চরণ।
গহন কাননে গিয়া দিল দরশন ॥
কাননে থাকিয়া বাঘা দেখে মহাবীরে।
সাড়া পেয়ে তখন আইসে ধীরে ধীরে ॥
চিরদিন রোষে বাঘা শোকাকুল তনু।
লম্ফ দিয়া বাঘা তার ধরিলেক ধনু ॥
বজ্র-মুকুটি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার তুণ্ডে ॥
বজ্র-মুকুটি শিরে মারে মহাবীর।
এক ঘায়ে বাঘা তথা ত্যজিল শরীর ॥
সমরে পড়িল ব্যাঘ্র হৈল বড় শোক।
রাজস্থানে বার্ত্তা দিতে চলিলেন কোক ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

পশুরাজের যুদ্ধে গমন।

শুনিয়া কোকের মুখে বাঘের মরণ।
কোপে সিংহ ধায়ে যায় করিবারে রণ ॥
লাঙ্গুল তোলয়ে সিংহ মাথার উপর।
কলার বাগুলা যেন কম্পিত কেশর ॥
পশুরাজ সঙ্গে বীর যুঁঝে কালকেতু।
দেবাসুরে রণ যেন হৈল সুধা হেতু ॥

গা ঢালে—শয়ন করে বা বিশ্রাম করে। বা—বাতাস। চর—গুপ্ত দূত বাঁশে- ধনুতে। মুরুগার চড়া দিল—মুগা সূতার জ্যা যোজনা করিল। বেশ—সজ্জা। মুকুটি—কীল; ঘুষি। কোক - বৃক; নেকড়ে বাঘ। বাগুলা—কলাগাছের ডাল।

চতুর্দ্দিকে বীর বেড়ি সিংহ ডাকি বলে।
আমার যতেক পশু তুমি ত মারিলে॥
পড়িলি আমার হাতে নিকটে মরণ।
নখে দন্তে লেজে তোর করিব নিধন॥
মহাবীর বলে মোর বড় লাভ হৈল।
মরিবার তরে পশু নিকটে আইল॥
যেই পশু চাহিয়া বেড়াই বনস্থলে।
হেন পশু বিধি আনি মিলাইল কোলে॥
ধনুকে টঙ্কার দিল ব্যাধের নন্দন।
আকাশেতে বজ্রাঘাত হইল যেমন॥
ধাইল কুঞ্জর, বল বড়ই দুরন্ত।
বীরের শরীরে আসি ঠেকাইল দন্ত॥
খর টাঙ্গি দিয়া বীর কাটে করি-শুণ্ড।
বালকেতে যেমন কাটয়ে ইক্ষুদণ্ড॥
পড়িল সকল সেনা দেখে পশুপতি।
ধাইল সমরে সিংহ সমীরণ গতি॥
দশ নখে আঁচড়ে বীরের কলেবর।
শোণিত বীরের অঙ্গে বহে ঝর ঝর॥
দেবীর বাহন সিংহ বিশাল-দশন।
মহাবীর চিয়াড় চাপড়ে করে রণ॥
দুই জনে যুদ্ধ করে দুই মহাবল।
দোঁহাকার পদভরে ক্ষিতি টলমল॥
বজ্র-মুকুটি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত নিকলয়ে তুণ্ডে॥
রণ ছাড়ি সিংহ পলাইল দড়বড়ি।
পাছে মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি॥
ধনুকের বাড়ি খায়ে সিংহ নাহি ফিরে।
লাঙ্গুল লোটায় তার অবনী উপরে॥
দেবীর বাহন বলে নাহি মারে বীর।
প্রাণ পেয়ে সিংহ তবে পান করে নীর॥
সেই দিন মহাবীর যায় নিকেতন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ।

প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া,
খর ক্ষুর কাছে তিন বাণ।
শিরে বান্ধে জালদড়ি, কাণে ফটিকের কড়ি,
মহাবীর করিল প্রয়াণ॥
দূরে থাকি দেখে চর, কহে সিংহ বরাবর,
কালকেতু ঐ আইসে বন।
করি অতি বড় দম্ভ, পথ আগুলিল সিংহ,
দুই জনে করে মহারণ॥
সিংহে মহাবীরে রণ, চমকিত পশুগণ,
অবিরত দোঁহার গর্জ্জন।
সিংহের না বল টুটে, অস্ত্র নাহি গায় ফুটে,
ঝড় বহে নিশ্বাস পবন॥
সিংহ-মুখ যেন দরী, নখ যেন তীক্ষ্ণ ছুরী,
দুটা গোঁপ লাগিল শ্রবণে।
দশনের কড়মড়ি, ঢাকে যেন পড়ে বাড়ি,
যেন তারা উদয় লোচনে॥
কাঁপয়ে উন্মত্ত জটা, ব্যোম ছাড়ি মেঘঘটা,
যেন ফিরে বিজুলি সঞ্চারে।
ধায় অতি শীঘ্রগতি, নখে আঁচড়িয়া ক্ষিতি,
ক্ষণে ভূমে ক্ষণেক অম্বরে॥
ঘন পাক দেয় গোঁপে, ফেলি শরাসন লোফে,
আগুলয়ে সিংহের শরণি।
ধায় বীর বীরদাপে, ভরে বসুমতী কাঁপে,
ধূলায় লুকায় দিনমণি॥
মার মার বীর ডাকে, বাণ মারে ঝাঁকে ঝাঁকে
সঘনে বাজয়ে জয় শঙ্খ।
সঘনে পড়য়ে গুলি, শ্রবণে লাগয়ে তালি,
ত্রিভুবনে লাগয়ে আতঙ্ক॥
গগনে উঠিয়া দাপে, বীরকে কেশরী ঝাঁপে,
হানিতে চাপড় চাহে বুকে।
তুলিয়া মহিষা ঢালে, সিংহের হানিল ভালে,
দারুণ মুকুটি মারি মুখে॥

দুরন্ত—দুর্নিবার। কলেবর—শরীর। চিয়াড় চাপড—ধনুর্ব্বাণ। খর—তীক্ষ্ণ। বরাবর—নিকটে। দরী—পর্ব্বত-গুহা। লোচনে—চক্ষু মধ্যে। ব্যোম—আকাশ। অম্বরে—শূন্যে। মহিষাঢাল—মহিষ চর্ম্মের ঢাল।

সিংহ বড় রণে দড়, বীরকে মারিল চড়,
লাফ দিয়া উঠিল গগনে।
পড়িতে বীরের গায়, লুকাইল ঢালে কায়,
সিংহ রহে চাপিয়া চরণে ॥
পরাক্রম নাহি টুটে, কেশরী ঠেলিয়া উঠে,
যেন ক্ষিতি উদয় তপন।
ধাইয়া কানন মাঝে, সিংহের ধরিল লেজে,
বিষধরে গরুড় যেমন ॥
লেজে ধরি দিল পাক, সিংহ যেন ফিরে চাক,
তথাপি সিংহের বড় বল।
তুলিয়া আছাড়ে ভূঁয়ে, শোণিত নিকলে মুয়ে,
তুই অঙ্গে বহে ঘামজল ॥
পৃষ্ঠে মারে ধনু বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি,
ভল্লুক প্রবেশে গিয়া গাড়ে।
শরভ পলায়ে যায়, বীর ধরে পাছু পায়,
পাক দিয়া তুলিয়া আছাড়ে ॥
মাথায় লাঙ্গুল তুলি, বাঘ আইসে মুখ মেলি,
বাকসনা পুষ্প হেন দাড়া।
ফেলিয়া মারিল টাঙ্গি, বাঘের দশন ভাঙ্গি,
লেজে ধরি দেয় পাকনাড়া ॥
ভঙ্গ দিয়া সেনাগণ, প্রবেশ করিল বন,
লাজে মনে হইয়া ব্যাকুলা।
কবাট বিশাল পাটা, গগনে লাগিল ছটা,
মূলার সমান দন্তগুলা ॥
সিংহ চাহে কোপ দৃষ্টে, আঁচড়ে বীরের পৃষ্ঠে,
করজে করিল ছারখার।
বিষসম নখে ধরে, তুই বীরে যুদ্ধ করে,
অঙ্গে বহে শোণিতের ধার ॥
মার মার ডাক ছাড়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ এড়ে,
বিবাদ পড়িল গজঠাটে।
শরভ ভালুক বাঘ, রণে আসি লয় লাগ,
কালকেতু বঙ্গে নাহি টুটে ॥
দোঁহে বাহু কসাকসি, যেন যুঝে রাহু শশী,
প্রখর নখর যমধার।
ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে, সিংহের নখর ভাঙ্গে,
অঙ্গ যেন যাঁতয়ে কিঙ্কর ॥
কেশরীকে ধরি বলে, পাঁজর ভাঙ্গিল কিলে,
কৃপায় ছাড়িল মহাবীর।
সিংহ রণ ছাড়ি যায়, ঘন পাছু পানে চায়,
ত্রাসে সিংহ পান করে নীর ॥
কালকেতু রণে জিতে, আনন্দে সরস চিতে,
আইল আপন নিকেতন।
রণে হারি পশুগণে, চলিল সিংহের সনে,
রচিলেন শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পশুদিগের রণে ভঙ্গ।

দেবীর বাহন বলি নাহি মারে বীর।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে পান করে নীর ॥
গণ্ডার শার্দ্দূল ভয়ে পলায় তুরঙ্গ।
শরভ মহিষ কোক রণে দিল ভঙ্গ ॥
গবয় পলায় পাছে নাহি পড়ে পা।
বড় বড় হ্রদে হাতী লুকাইল গা ॥
বায়ু ভর করি যায় তুলারু ঘোড়ারু।
উভকাণ করি ধায় আহত শশারু ॥
ভূমে লেজ লুটাইয়া যায় বনগরু।
বিকট কণ্টক বনে লুকাল শজারু ॥
নকুল সান্ধায় গর্ত্তে লুকায় জম্বুকী।
আড়ালে থাকিয়া কপি মারে উকিঝকি ॥
উপনীত হৈল পশু তমাল তরুতলে।
প্রদক্ষিণ নমস্কার করিল দেউলে ॥
দেউলের চারিদিকে করয়ে রোদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

তাড়াতাড়ি—খেদাইয়া। গাড়ে—গর্ত্তে। বাকসনা—বকফুল। দাড়া—বৃহদ্দন্ত; দংষ্ট্রা। পাকনাড়া—ঘুরান, আবর্ত্তন। পাটা—বক্ষের বিস্তৃতি। করজে—নখে। ঠাট—সৈন্য। লাগ—সঙ্গ। যমধার—কিরীচের মত অস্ত্র; ইহার দুইদিকে ধার।

পশুগণের রোদন।

কান্দে সিংহ আদি পশু স্মরিয়া অভয়া।
অপরাধ বিনা মাতা দূর কৈলা দয়া॥
ভালে টীকা দিয়া মাতা কৈলে মৃগরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ॥
সুখে রাজ্য করিতে আখেটী হৈল কাল।
কেন হেন দিলা মাতা বিষম জঞ্জাল॥
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
উদরের জ্বালা তাহে সোদরের শোক॥
তাহে গলে দড়ি দিয়া বাঁধে দুই তোক।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক॥
দয়াময়ি! পার কর অপার সংসার।
তোমার স্মরণে মাতা বিপদ উদ্ধার॥
বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥
সাত পুত্র মারে বীর বান্ধি জাল-পাশে।
সবংশে মজিলুঁ মাতা তোমার আশ্বাসে॥
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে।
পত্নী পুত্র মৈল মোর দুটি নাতি শেষে॥
কান্দয়ে ভালুক সদা করি আত্মঘাতী।
জরাকালে হৈল মোর অশেষ দুর্গতি॥
অবনী লোটায়ে কান্দে মহাআর্ত্ত ররা।
অরুণ লোচন-যুগে বহে জলধারা॥
শ্বশুর শাশুড়ী মৈল দেবর ভাশুর।
পতি মৈল সব সুখ বিধি কৈল দূর॥
ছিল অভাগিনীর পেটের এক পো।
পাসরিতে নারি মাতা তাহার মায়া মো॥
ধূলায় ধূসর হয়ে কান্দয়ে হস্তিনী।
মিথ্যা বর দিয়া কেন বধ কর প্রাণী॥
শ্যামল সুন্দর পুত্র কমল-লোচন।
ভুরু কামধনু রূপ মদনমোহন॥
কানন করয়ে আলো কপালের ছাঁদে।
সোঙরি তাহার রূপ প্রাণ মোর কাঁদে॥
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর॥
পলাইয়া কোথা যাই কোথা গেলে তরি
আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি॥
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন জন॥
শরভ করভ কাঁদে করি অভিমান।
আমার কুলের কথা তোমায় প্রমাণ॥
অন্যে ধায় চারি পদে আমি অষ্টপদে।
সকল বিক্রম টুটে বীরেরে দেখিতে॥
হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কটে।
জীবনে নাহিক কার্য্য বীর সনে হঠে'॥
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি।
সাগর তরিতে হৈল গণনে পদাতি॥
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে।
সাত পুত্র ধরি বীর বান্ধে ফাঁদ-জালে॥
বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকাণ।
ধরণী লোটায়ে কান্দে করি অভিমান॥
কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে।
জগত হইল বৈরী আপনার মাংসে॥
আক্ষেপ করিয়া কান্দে শজারু শশারু।
দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু॥
গর্ত্তের ভিতরে থাকি লুকি ভাল জানি।
কি করি উপায় বীর গাড়ে ঢালে পানী॥
চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটি ঝি।
পত্নী মৈল বুড়াকালে জীয়ে কাজ কি॥
কান্দেন নকুল সুত দারার হুতাশে।
সবংশে মজিলাম মাতা তোমার আশ্বাসে॥
পশুগণ ঘন স্মরে চণ্ডীর চরণ।
ধ্যানেতে জানিলা মাতা পশুর রোদন॥
পদ্মা জিজ্ঞাসিল মাতা দিল অনুমতি।
পশুগণ রক্ষিতে উরিলা ভগবতী॥
বলে পদ্মাবতী মাতা চলহ ত্বরিত।
বিজুবনে গিয়া কর পশুগণ-হিত॥

টীকা—রাজচিহ্ন। আখেটী—ব্যাধ কাল—যমসম ভীষণ। তোক—ছেলেমেয়ে (আরবী তবক অন্তঃস্থ ব "র" নহে)। রায়বার—স্তুতিপাঠক। আশ্বাসে—আশাদানে। মো—মোহ। ছাঁদে—গঠন-ভঙ্গিতে। হঠে'—হারিয়া। বিজুবন—বিজন বন।

পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
পশুগণে রাখিতে উরিলা মহামায়া॥
উরিলেন মহামায়া পশুর সমাজ।
লজ্জায় মলিন হয়ে বলে মৃগরাজ॥
অন্যের সেবক হয়ে সর্ব্বত্রেতে তরি।
তোমার সেবক হয়ে বিপাকেতে মরি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান নূতন সঙ্গীত॥

কপিগণ বলে মা, আমার যতেক ছা,
হাটেতে বেচিল মহাবীর।
হেন লয় মোর মন, ত্যজিয়া নিবাস-বন,
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া নীর॥
মৃগ আদি পশুগণ, কৈল সবে নিবেদন,
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ-ভূমেব পতি, রঘুনাথ নরপতি,
জয়চণ্ডী তারে কর দয়া॥

চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন।

চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।
একা বীর কালকেতু, সবার বধের হেতু,
শুনিতে কৌতুক বড় মনে॥
বলে বীর মৃগরাজ, নিবেদিতে করি লাজ,
কালকেতু ভাঙ্গিল দশন।
কৃপা কর কৃপাময়ি, তোমার বাহন হই,
জীবনে কি মোর প্রয়োজন॥
বাঘিনী কহেন কথা, কালকেতু দিল ব্যথা,
স্বামীকে বধিল এক বাণে।
ছিল মোর দুটি পো, তাহে বড় মায়া মো,
কালকেতু বধিল পবাণে॥
কান্দিয়ে মহিষ কয়, নিবেদিতে করি ভয়,
কালকেতু লাগিল বিবাদে।
হই গো তোমার দাস, বনে খাই জল ঘাস,
বধ করে বিনা অপবাধে॥
ভূমে নোয়াইয়া মাথা, গজ কহে দুঃখকথা,
দন্ত দুটা হৈল নাশ হেতু।
একবাণে করে অন্ত, টাঙ্গি দিয়া কাটে দন্ত,
হাটে হাটে বেচে কালকেতু॥
নিবেদন করে গণ্ডা, কার নাহি করি দণ্ডা,
বনমাঝে করিগো নিবাস।
কার হিংসা নাহি করি, কালকেতু হৈল অরি,
প্রতিদিন পাই গো তরাস॥

পশুগণপ্রতি ভগবতীর প্রশ্ন।

শুনিয়া পশুর কথা, মনেতে ভাবিয়া ব্যথা,
জিজ্ঞাসা করেন পশুগণে।
লাজে করি হেঁট মুখ, নিবেদন করে দুঃখ,
একে একে চণ্ডীর চরণে॥
সিংহ তুমি মহাতেজা, পশুমধ্যে তুমি রাজা,
তোর নখে পাষাণ বিদরে।
শুনিয়া তোমার রা, কাঁপয়ে সবার গা,
কি কারণে ভয় কর নরে?
বীর ক্ষত্রি অদ্ভুত, দ্বিতীয় যমের দূত,
সমরে হানয়ে বীরবত।
দেখিয়া বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান,
পলাইতে নাহি পাই পথ॥
আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কে পায় তোমার লাগ,
পবন জিনিতে পার জোরে।
তব নখ হীরাধার, দশন বজ্রের সার,
কি কারণে ভয় কর নরে?
যদি গো নিকটে পাই, ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই,
কি করিতে পারি আমি দূরে।
ব্যর্থ নহে তাব বাণ, এক বাণে লয় প্রাণ,
দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে॥
পশুমধ্যে তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাণ্ডা,
বিরোধ না কর কার সনে।

দণ্ডা—দণ্ড, শাসন। ছা—বাচ্চা। রা—শব্দ; গর্জ্জন। বীরবত—বীরের মত। ঠাম—আকার; ভঙ্গী। লাগ—সঙ্গ।
হীরাধার—হীরার ধার যেমন কিছুতেই নষ্ট হয় না তদ্রূপ তীক্ষ্ণ।

তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার,
নরে ভয় কর কি কারণে ?
কালকেতু মহাবীর, দূর হৈতে মারে তীর,
খড়্গো তার কি করিতে পারে।
বীরের অস্ত্রের বেগে, বত্রিশ দশন ভাঙ্গে,
পশুগণে মহামারী করে ॥
তুমি হস্তী মহাশয়, তোমার কিসের ভয়,
বজ্রসম তোমার দশন।
তোর কোপে যেই পড়ে, যম-ঘরে সেই নড়ে,
কেবা ইচ্ছে তব দরশন ?
মোর পিঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি,
উলটিয়া শুণ্ডে মোর খোঁচে।
দুই চারি ক্রোশ যায়, তবে মোর লাগ পায়,
ছাগলের মূলে লয়ে বেচে ॥
শুন হে মহিষ বাণী, মানুষ তোমার প্রাণী,
তুমি হও যমের বাহন।
তুমি যদি মনে কর, পর্ব্বত চিরিতে পারে,
নরে ভয় কর কি কারণ ?
কালকেতু বড় লড়ে, বলেতে ফেলয়ে গাড়ে,
পড়িলে উঠিতে নাহি পারি।
অনেক সন্ধান জানে, গাছে উঠে মারে বাণে,
নর মধ্যে আমি তারে হারি ॥
খসয়ে যেমন তারা, সেই রূপ ধাও বরা,
তোর দন্তে ক্ষিতি জরজর।
কালকেতু একা নর, সবে ধরে তিন শর,
কি কারণে তারে কর ডর ?
নিবেদন করি মাতা, শুনহ বীরের কথা,
পশু মারে বিবিধ প্রকারে।
জানয়ে অনেক তন্ত্র, এড়য়ে বড়শী যন্ত্র,
বিনা অপরাধে পশু মারে ॥
তুমি ধাও দিবানিশ, পবন জিনিয়া শশ,
কালকেতু কি করিতে পারে ?
বীর কালকেতু কাল, বনবেড়া পাতে জাল,
জীয়ন্ত বেচয়ে ঘরে ঘরে ॥
সবে জানে তুমি শিবা, ভক্ষণ তাহার কিবা,
কালকেতু হৈতে কিবা ভয় ?
শিবা-ঘৃতের হেতু, নিত্য ধরে কালকেতু,
বৈদ্যজনে করয়ে বিক্রয় ॥
তুলারু ঘোড়ারু মৃগ, পবন জিনিয়া বেগ,
কালসার বীর মহাশয়।
যদ্যপি মনেতে কর, পবন জিনিতে পার,
কি কারণে নরে কর ভয় ?
যাহারে কেশরী ডরে, তাড়িয়া কুঞ্জর ধরে,
আমরা তাহার ঠাঁই মশা।
কৃপাকর কৃপাময়ি, তোমার শরণ লই,
চিরদিন তোমার ভরসা ॥
মৃগ আদি পশুগণ, সবে কৈল নিবেদন,
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ-ভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি,
জয়দুর্গা তাঁরে কর দয়া ॥

ভগবতীর গোধিকারূপ ধারণ।

পশুর গোহারি শুনি শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা।
আশ্বাস করিয়া সিংহে দিলা কণ্ঠমালা ॥
আজি হৈতে মনে কিছু না করিহ ভয়।
না ধরিবে মহাবীর বলিনু নিশ্চয় ॥
না কর সন্তাপ সিংহ চলহ সত্বরে।
কালকেতু আজি হৈতে না দেখিবে তোরে ॥
অভয় পাইয়া সিংহ চলিল ভবনে।
নতি কৈল পশুগণ চণ্ডিকা-চরণে ॥
বর পেয়ে পশুগণ হরষিত মনে।
সকলে মিলিয়া গেল আপনার স্থানে ॥
পশুগণে বর দিয়া শঙ্কর-গৃহিণী।
সুবর্ণ-গোধিকা মাতা হইলা আপনি ॥
পথেতে হইলা চণ্ডী সুবর্ণ-গোধিকা।
কালকেতু কাননে যাইতে পাবে দেখা ॥

নড়ে—চলে। খোঁচে—আঘাত করে। লড়ে—লড়াই করে। তন্ত্র—ফন্দী; কৌশল। বড়শী—মাছ ধরিবার লৌহনির্ম্মিত কাঁটাবিশেষ। এড়য়ে বড়শী যন্ত্র—ঐ প্রকার কণ্টকযুক্ত কল পাতিয়া রাখে।

সুবর্ণ-গোধিকা হয়ে রহিলা অরণ্যে।
মহাবীর যাত্রা করে পূর্ব্বজন্মপুণ্যে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুর বন-যাত্রা।

প্রভাতে পরিয়া ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া,
খর ক্ষুর কাছে তিন বাণ।
শিরে বান্ধে জালদড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি,
মহাবীর করিল পয়াণ॥
কালকেতু দেখে সুমঙ্গল।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ, বিকশিত সরসিজ,
বামে শিবা ঘটপূর্ণ-জল॥
চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি, দক্ষিণে আশুশুক্ষণি,
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।
দেখিল রুচির তনু, বৎসের সহিত ধেনু,
পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি॥
দূর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা, হীরা নীলা মতিপলা,
বামভাগে বার-নিতম্বিনী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বায়, কেহ নাচে কেহ গায়,
শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি॥
আসি বৃষ কত দূরে, ধরণী আঁচড়ে ক্ষুরে,
ঘোরতর করয়ে গর্জ্জন।
সাজি আঁকুড়ি হাতে, মালাকার যায় পথে,
করিবারে কুসুম চয়ন॥
দেখি বীর শুভ রীত, আনন্দে সরস চিত,
প্রবেশ করিল বন-আগে।
দেখিল রুচির-তনু, রূপে জিনি হেম-ভানু,
সুবর্ণ-গোধিকা সব্য-ভাগে॥
সুবর্ণ-গোধিকা দেখি, মহাবীর হৈল দুঃখী,
অযাত্রিক পাপ দরশনে।
দেখিলুঁ মঙ্গল যত, সকল হইল হত,
দৈব দুঃখ দেয় সব গুণে॥
গোধিকা যাত্রিক নয়, [illegible] কয়,
কূর্ম্ম গণ্ডা শশক শল্লক।
কৃপা কর গুণধাম, সেবক-বৎসল রাম,
তব নাম দুঃখনিবারক॥
যদি বা হানিয়া বাণ, লই গোধিকার প্রাণ,
না যাইবে দৈন্য-দুঃখজালে।
যদি মৃগ পাই আমি, জানিব দেবতা তুমি,
নৈলে তোমা পোড়াব অনলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর কাননে প্রবেশ।

কাননে প্রবেশে বীর, করে শোভে তিন তীর,
ঘন ঘন গোঁপে দেয় তার।
পাতিয়া বাগুরা দড়া, আগুলি বনের সুড়া,
কাননে করিল মহামার॥
হাতে গাণ্ডী ফেরে কালকেতু।
জালফাঁদ বনে এড়ি, ঝোঁপেঝোঁপে মারে বাড়ি,
মৃগ বধে জীবিকার হেতু॥
উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে, নেহালয়ে ঝাড়ে ঝাড়ে,
দরী গিরি-শিখর কানন।
ধায় মৃগ অনুপদী, ঘামে অঙ্গে বহে নদী,
বেগ-বাতে কাঁপে তরুগণ॥
নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া যায়, লুকি হয়ে নিজ কায়,
ঝোঁপঝাঁপ উকটে গহন।
চৌদিকে নেহালে শাখী, বাসা আছে নাহি পাখী
সন্তাপে বীরের পোড়ে মন॥
দেখে মৃগ ক্ষুর নখ, না চলে লোচন-পথ,
কাছে মৃগ দেখিতে না পায়।
দৈন্য-দুঃখ-শোক-খণ্ডী, কৃপাদৃষ্টি দিলা চণ্ডী,
মৃগ পক্ষী হৈল লুকি কায়॥

আশুশুক্ষণি—অগ্নি। বায়—বাজে। রীত—লক্ষণ। যাত্রিক—যাত্রার সুলক্ষণ। তার—তা। সুড়া সঙ্কীর্ণ পথ। গাণ্ডী—ধনু। অনুপদী—পশ্চাদ্‌গামী। উকটে—উকটায়; তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজে। লোচন-পথ—চক্ষুর পাতা।

শুকান কানন দেখি, কাঠে কাঠে উঠি শিখী,
পোড়ে উলু কেশে বেণাবন।
দৈন্য-দুঃখ-শোক-খণ্ডী, পুনঃ দেখা দিলা চণ্ডী,
মায়ামৃগরূপেতে তখন ॥
দিবানিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উর গো কবির ধামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

সর্ব্বমঙ্গলার মৃগীরূপ ধারণ।

বীরের পাক্যালা দেখি চিন্তেন ঈশ্বরী।
যুগে যুগে দৈত্যগণ সঙ্গে রণ করি ॥
মহিষ চিকুর জম্ভ শুম্ভ ও নিশুম্ভ।
বীরের সমান কেহ নাহি করে দম্ভ ॥
মায়া-মৃগ হয়ে দেখি বীরের পাক্যালা।
মৃগরূপ হৈলা বনে শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা ॥
উত্তরিলা দেবী কালকেতু সন্নিধানে।
দেখি বীর আকর্ণ পূরিয়া ধনু টানে ॥
মৃগ অনুপদী বীর ধায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণে ক্ষণে ধূলায় লুকান ভগবতী ॥
রহিয়া রহিয়া যান দীঘল তরঙ্গ।
তার পাছে ধায় ব্যাধ যেমন পতঙ্গ ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর ছাড়ে ধনুঃ-শর।
শর ছাড়ি দিতে দেবী উঠিলা অম্বর ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কালকেতুর চিন্তা।

এই পাপ মায়ামৃগ, পবন জিনিয়া বেগ,
মোরে বিড়ম্বিতে কৈল বিধি।
শ্রীরামেরে বিড়ম্বিতে, আইল কানন-পথে,
মারীচ যেমন মায়ানিধি ॥
গায়ে রতন প্রচুর, রজতের চারি ক্ষুর,
হেমময় উভয় বিষাণ।
ইহার বেগের কথা, উপমা যে দিব কোথা,
লাগ নিতে নারে হনুমান ॥
বদরী-ফলের তুল্য, নাসা অগ্রেতে অমূল্য,
গজমুক্তা তাহে লম্বমান।
কণ্ঠেতে কনক হার, হীরার গাথনি তার,
কার সঙ্গে দিব উপমান ॥
অতসী কুসুম বর্ণ, প্রবাল-রুচির কর্ণ,
কমলের দল দুই আঁখি।
আমিত বৎসর সাত, মৃগ মারি খাই ভাত,
হেন মৃগ কভু নাহি দেখি ॥
হেন লয় মোর মনে, পুষিয়াছে কোন জনে,
এই ত হরিণ, অভিলাষে।
লইয়া এ নানা ধন, বিপাকে আইল বন,
আমার দুঃখের অবশেষে ॥
এই মৃগ যদি ধরি, বেচিয়া সম্বল করি,
ফুল্লরা পরিবে মৃগ-ছাল।
মণি মাণিক্য যত, হেমময় মরকত,
পাইলে ঘুচিবে দুঃখ-জাল ॥
হেমময় মৃগ দেখি, আমি মনে হেন লখি,
মোরে ধন মিলিল প্রচুর।
আমি যদি মনে করি, পবন ধরিতে পারি,
হরিণ পলাবে কত দূর ?
পুলকে পূর্ণিত তনু, লুকিয়া ধরয়ে ধনু,
ঘন ঘন গোঁফে দেয় তোলা।
দিয়া ধনুকে টঙ্কার, ছাড়ে বীর হুহুঙ্কার,
অঙ্গেতে মাখয়ে রাঙ্গা ধূলা ॥
মৃগ ক্ষণে ক্ষণে উড়ে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে,
মৃগ দেখি নাহি দেখি ছায়া।
ক্ষণেকে তাণ্ডব করে, ক্ষণে চক্রাবর্ত্তে ফিরে,
মৃগ নহে দেবতার মায়া ॥
মৃগের দেখিয়া মুখ, কালকেতু ভাবে দুঃখ,
না করিতে পারিল সন্ধান।

পাক্যালা—(পাইক + কর্ম্মার্থে আলা) বিক্রম। দীঘল তরঙ্গ—লম্বা লম্বা আঁকা বাঁকা লাফ। ধনুঃশর—ধনুঃহইতে শর। অভিলাষে—সখ করিয়া। মৃগ দেখি নাহি দেখি ছায়া—দেবতাদের ছায়াহীন কায়া, তাই মৃগের ছায়া নাই।

আকর্ণ পূরিল শর, কোথা গেল মৃগবর,
দূরে গেল বীরের অভিমান ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কাননে কালকেতুর খেদ।

বসিয়া তরুর তলে, ভাসিয়া লোচন-জলে,
বিষাদ ভাবয়ে কালকেতু।
কোন্ দেব দিল শাপ, কিবা পশুবধ পাপ,
দুঃখ আমি পাই সেই হেতু ॥
হয়ে ব্যাধ-কুলে জন্ম, করি পশুহিংসা কর্ম্ম,
বেচিয়া সম্বল নিত্য করি।
দুর্গম কাননে ভ্রমি, মৃগ না পাইনু আমি,
কেবল আশয়ে মিথ্যা ফিরি ॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক, কাহার নাহিক শোক,
নিবাস করয়ে ত্রিভুবনে।
পাপ ভোগ ভুঞ্জিবারে, বিধি জন্মাইল মোরে,
পশু মারি বিবিধ বিধানে ॥
অনুদিন বনে ফিরি, ঝোড়ে ঝোড়ে বাড়ি মারি,
গায়ে ছড় কাঁটা ফুটে পায়।
গণ্ডার শার্দ্দুল করী, কত বনে বধ করি,
তথাপি পরাণ নাহি যায় ॥
অধর্ম্ম সঞ্চয় করি, অনুদিন বনে ফিরি,
ধিক্ ধিক্ আমার জীবনে।
কাহারে মাগিব ধার, কে মোরে করিবে পার,
প্রাণ পোড়ে সম্বল বিহনে ॥
য দিনে যতেক পাই, সেই দিনে তাহা খাই,
সম্বল না থাকে দেড়ি ঘরে।
তিন শর শরাসন, বিনা আর নাহি ধন,
বান্ধা দিতে ধার বা উধারে ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, অচেতন ভূমে পড়ে,
রহিয়া ক্ষণেক নিদ্রা-জালে।
অনেক বিলাপ করি, উঠে প্রাণে ভর করি,
মুখ মুছে ধড়ার অঞ্চলে ॥
হাতে করি ধনুঃশরে, যায় বীর ধীরে ধীরে,
স্বুবর্ণ-গোধিকা পুনঃ দেখে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে, বান্ধে বীর গোধিকারে,
ধনুকেতে লম্বমান রাখে ॥
যাত্রাকালে তোমা দেখি, বনে ফিরি হয়ে দুঃখী,
নকুল বদলে তোমা খাব।
পড়িয়া আমার হাতে, এড়াবে কেমন মতে,
জীয়ন্ত লইয়া পোড়াইব ॥
এমন বীরের কথা, শুনিয়া ভুবন-মাতা,
মনে ভাবে কি বুদ্ধি করিব।
মহিষ চিকুর জন্ত, নাশিনু তাহার দন্ত,
বীরহস্তে কেমনে এড়াব ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত,
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কালকেতুর অন্নচিন্তা।

কংস নদীর জলে বীর করি স্নান।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে করে জল পান ॥
পথে যায় মহাবীর খায় বন-ফল।
মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল ॥
কান্দে বীর কালকেতু মনের সন্তাপে।
এত দুঃখ পাই কোন দেবতার শাপে ॥
আখেটীর ঘরে হইল আমার জনম।
পশু জাতি বধ হেতু আমার জীবন ॥
উত্তম মধ্যম যত স্বজিলা বিধাতা।
সবাকার নাহি হেন সম্বলের কথা ॥

অভিমান—গর্ব্ব। আশয়ে—ভরসাতে। ত্রিবিধ প্রকার লোক ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব। ছড়—আঁচড়। সম্বল—পুঁজি
এখানে খাদ্যদ্রব্য। লম্বমান—ঝুলাইয়া। আখেটী—ব্যাধ।

নানা উপভোগ সুখ করে এ সংসারে।
দুঃখ ভুঞ্জিবারে বিধি সৃজিলা আমারে॥
সেথাই নরক স্বর্গ শুনি ভাগবতে।
নরক ভুঞ্জিতে আমি আইলুঁ ভারতে॥
বিনা অপরাধে আমি বধি পশুগণ।
অধর্ম্ম সঞ্চয় হেতু আমার জীবন॥
দুঃখিনী ফুল্লরা আছে আমার প্রত্যাশে।
কি বলিয়া দাঁড়াইব ফুল্লরার পাশে॥
তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি।
শ্বশুর ঘরের ধান্য ধারি দুই আড়ি॥
সুকৃতি-পুরুষ জীয়ে সুখ-ভোগ-হেতু।
দুঃখ ভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু॥
কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধু জন নাহি সহে কেহ ভার॥
বিষম সম্বল-চিন্তা মহাবীরে লাগে।
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে জাগে॥
দুঃখ ভাবিয়া বীর চলে পথে পথে।
চিন্তায় মলিন চিত্ত ধনুঃশর হাতে॥
ধড়ার আঁচলে মোছে নয়নের নীর।
কাঞ্চন-গোধিকা পুনঃ দেখে মহাবীর॥
গোধিকা দেখিয়া বীর করয়ে তর্জ্জন।
তোমারে পোড়ায়ে আজি করিব ভক্ষণ॥
যাত্রার সময়ে দেখিয়াছি তোর মুখ।
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলুঁ বড় দুঃখ॥
যত দুঃখ পাই আমি অরণ্য বেড়ায়ে।
নকুল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়ে॥
এমত যুকতি বীর হৃদয়ে ভাবিয়া।
বান্ধিল গোধিকা বীর জালদড়ি দিয়া॥
চারি পায়ে বাঁধি তারে ফেলিল ধনুকে।
অভয়া লম্বিত উর্দ্ধপুচ্ছ হেঁটমুখে॥
ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা টাঙ্গিয়া।
ঘরে চলে মহাবীর বিষাদ ভাবিয়া॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দেবীর চিন্তা।

ধনুকে চিন্তেন মাতা হয়ে লম্বমান।
ব্যাধকে আইলাম ভাল দিতে বর দান॥
মহিষ চিকুর জম্ভ শুম্ভ ও নিশুম্ভ।
বীরের সমান কেহ নাহি করে দম্ভ॥
যেই কালে জন্মিলাম দৈবকী-উদরে।
কৃষ্ণ হেতু পড়িলাম পাপ কংস-করে॥
সারিলুঁ অনেক যত্নে শিলায় নিপাত।
কিরূপে এড়াব আজি আখেটীর হাত॥
উদ্যোগ করিল কংস করিতে নিধন।
কিন্তু না করিল মোরে দারুণ বন্ধন॥
এই হেতু উঠি কৈনু গগনে নিবাস।
বীরের বন্ধনে বড় পাইনু তরাস॥
কিন্তু এক অন্তরে লাগয়ে বড় ডর।
অপমান-কথা পাছে শুনেন শঙ্কর॥
সুরপুরী হতে এই মহেন্দ্র-কুমার।
ব্যাধের কুলেতে জন্ম হইল ইহার॥
অকারণে ভ্রমে বীর কপটে আমার।
যত দুঃখ তাহার হইল প্রতিকার॥
আপন অপেক্ষা কাজ করিল আপনি।
কি করিব ব্যাধ মোরে না জানে ভবানী॥
সুরপতি যারে নিত্য পূজে বিধিমতে।
হেন জন বন্ধ হইল আখেটীর হাতে॥
গোধিকা হইয়া করিলাম কোন কাজ।
দুঃখের উপরে দুঃখ পাই বড় লাজ॥
গোধিকা লইয়া বীর গেল নিজ বাসা।
অভয়ার না ঘুচিল বন্ধনের দশা॥
গোধিকা চুপড়ি দিয়া চাপিল পাষাণে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

প্রত্যাশে—ভরসায়। বুড়ি—২০টা। আড়ি—ধানের মাপ বিশেষ। সুকৃতি—সৌভাগ্যশালী। কিরাত—ব্যাধ। তর্জ্জন—আস্ফালন। সারিলুঁ—রক্ষা পাইলাম। কপটে—ছলনায়। বাসা—গৃহে।

ফুল্লরার খেদ।

ফুল্লরা নাহিক বাসে, আখেটী অন্নের আশে,
পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা।
পড়সী বারতা বলে, বীর গোলাহাটে চলে,
দূর হৈতে দেখিল বনিতা॥
বীরে দেখি শূন্যপাণি, কপালে আঘাত হানি,
করে রামা দেবতা স্মরণ।
বিধাতা আমারে দণ্ডী, জীয়ন্ত স্বামীতে রাণ্ডী,
কৈল দৈব দুঃখের ভাজন॥
কপালে আরোপি পাণি, কান্দে ব্যাধ-নিতম্বিনী
নিশ্বাসে মলিন মুখচাঁদে।
দারুণ দৈবের গতি, কপালে দরিদ্র পতি,
পড়িলুঁ সম্বল-চিন্তা-ফাঁদে॥
না করিনু কোন কর্ম্ম, বিফলুঁ মানব জন্ম,
অভাগীরে পাসরিলা মাতা।
ঘটক সোমাই-ওঝা, দিলেক দুঃখের বোঝা,
দুটি আঁখি খাইলেন পিতা॥
অন্ন বস্ত্র নাহি ঘরে, বিয়া দিল হেন বরে,
কর্ণ-বেধ জাতি-ব্যবহারে।
হরিদ্রা চন্দন চুয়া, কুঙ্কুম কস্তূরী গুয়া,
পেয়েছিনু বিবাহ বাসরে।
ফুল্লরা করুণ ভাষে, বীর আইসে তার পাশে,
প্রিয়ভাষে বলয়ে বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন।

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়।
আজি মহাবীর বল সম্বল-উপায়॥
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা।
লইয়া সেঙাতি ভেট যাহ তুমি তথা॥
ক্ষুদ কিছু ধার লহ সখীর ভবনে।
কাঁচড়া ক্ষু দর জাউ রান্ধিও যতনে॥
রান্ধিও নালিতা শাক হাঁড়ি দুই তিন।
লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ॥
সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার।
তোমার বদলে আমি করিব পসার॥
গোধিকা রেখেছি বান্ধি দিয়া জালদড়া।
ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শিক-পোড়া॥
সম্ভ্রমে ফুল্লরা চলে সখীর দুয়ার।
ভেট দিয়া সেঙাতি সে করে নমস্কার॥
আইস আইস বলি তারে ডাকিলেক সই।
দেখিতে লাগয়ে সাধ এতদিন বই॥
বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা।
চারি প্রহর দিন করি উদরের চিন্তা॥
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী।
সুন্দর সিন্দূর ভালে দিল সহচরী॥
চাপিয়া বসিতে দিল গাম্ভারের পীড়ি।
অঞ্চল ভরিয়া দিল খই আর মুড়ি॥
ফুল্লরা দু কাঠা চাল মাগিল উধার।
কালি দিব বলে' সই কৈল অঙ্গীকার॥
আইস প্রাণের সই ধরহ চিরণি।
মোর মাথে গোটা কত দেখহ উকুনি॥
দুই সই কথায় মজিয়া গেল চিত।
অভয়া লইয়া কিছু শুনহ সঙ্গীত॥

অভয়ার নিজমূর্ত্তি ধারণ।

হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ি, পরিয়া পাটের শাড়ী,
ষোল বৎসরের হৈলা রামা।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশিমুখী,
কিবা দিব রূপের উপমা॥
সুচারু নিতম্ব সাজে, চরণ-পঙ্কজে রাজে,
মণিময় কাঞ্চন-নূপুর।

শূন্যপাণি—রিক্ত হস্ত। দণ্ডী—দণ্ডদাতা; যম। ভাজন—পাত্রী। বাসরে—দিবসে। সেঙাতি—বন্ধুবান্ধবকে দিবার উপযুক্ত দ্রব্যাদি। উতারিয়া—তুলিয়া। হুঙ্কার—গর্জ্জন। পঙ্কজ—পদ্ম।

বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কারে শোভা,
রবির কিরণ করে দূর ॥
ত্রিবলি-বলিত মাঝে, সুবর্ণ-কিঙ্কিণী সাজে,
উরুযুগ রম্ভার সমান।
জিনিয়া কুঞ্জর-কুম্ভ, কুচ-যুগ ধরে দম্ভ,
কেবা দিতে পারে উপমান ॥
চঞ্চল নয়ন-কোণে, মদন এড়িল গুণে,
কাজল-গরলযুতশর।
বিউনী কেশের অন্ত, শোভয়ে মদন কুন্ত,
কবরীতে শোভিছে কেশর ॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-পঙ্ক, অঙ্গদ বলয় শঙ্খ,
বাহু-বিভূষণ-সুশোভন।
সকল অঙ্গুলি ভরি, মাণিকের অঙ্গুরী,
দন্তরুচি ভুবনমোহন ॥
মুখচন্দ্র অনুপাম, বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম,
সিন্দূর তিলক তিমিরারি।
অধরে বিদ্রুম-দ্যুতি, তাম্বূলের রাগ তথি,
নাসাগ্রে মাণিক মনোহারী ॥
পরি নানা আভরণে, অবশেষে পড়ে মনে,
হৃদয়ে কাঁচুলী আচ্ছাদন।
মনে করি ভগবতী, কাঁচুলী নির্ম্মাণে মতি,
বিশ্বকর্ম্মায় কৈলেন স্মরণ ॥

দেবীর কঞ্চুলী চিত্রণ।

বিশাই কাঁচুলী লেখে, ভারত পুরাণ দেখে,
লেখে নানা আগমের সার।
করিয়া চণ্ডীর ধ্যান, তূলি ধরে সাবধান,
আগে লিখে দশ অবতার ॥
মহামীন কলেবরে, প্রলয়-সাগর-নীরে,
লিখিলা প্রথম অবতার।
করে বহুতর লীলা, জলচর মাঝে খেলা,
কৈল সত্যব্রতের উদ্ধার ॥

নিজ বলে পৃষ্ঠে করি, ধরিয়া মন্দর গিরি,
সুধা হেতু জলধি-মন্থন।
লিখে কূর্ম্ম অবতার, ফিরে গিরি পৃষ্ঠে যার,
পৃষ্ঠে নিল লক্ষেক যোজন ॥
লিখিল বরাহ মূর্ত্তি, উদ্ধার করিল ক্ষিতি,
প্রবেশিয়া পাতাল ভিতরে।
আদি দানবেরে মারি, অবনী উদ্ধার করি,
আরোপিলা জলের উপরে ॥
লিখিল নৃসিংহ-তনু, অখণ্ড-প্রচণ্ড-ভানু,
স্ফটিকের স্তম্ভে অবতার।
হিরণ্যকশিপু বীর, নখে করি দুই চির,
নিজ তেজে নাশিল আঁধার ॥
লিখিল বামন-মূর্ত্তি, ভুবনমোহন কীর্ত্তি,
অসুরকুলের হৈলা কাল।
হইয়া ত্রিলোকস্বামী, ত্রিপাদ মাগিলা ভূমি,
দৈত্যরাজে লইল পাতাল ॥
ক্ষত্রিয়কুলের বাম, লিখিল পরশুরাম,
ত্রিভুবন রাখিল শাসনে।
বার একবিংশতি, নিঃক্ষত্রিয়া কৈল ক্ষিতি,
দান কৈলা মরীচি-নন্দনে ॥
লিখে দূর্ব্বাদল-শ্যাম, জানকী সহিত রাম,
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ।
জায়া হরণের হেতু, সাগরে বান্ধিল সেতু,
ভুজবলে বধিলা রাবণ ॥
রূপে অভিনব কাম, লিখে হলধর রাম,
প্রলম্ব-ধেনুক-বিনাশন।
মুষ্টিক মারিয়া বীর, হলাগ্রে যমুনা-নীর,
প্রবেশ করিলা বৃন্দাবন ॥
হরিতে অবনীভার, যদুকুলে অবতার,
মধ্যে লিখে যশোদানন্দন।
প্রকাশি শৈশব-রঙ্গ, করিল শকট-ভঙ্গ,
পূতনাকে করিল নিধন ॥
হইয়া বিষম ভারী, তৃণাবর্ত্ত বীরে মারি,
বিশ্বরূপ দেখালে বদনে।

চন্দন-পঙ্ক—ঘষা চন্দন। বিউনী—বেণী। কুন্ত—বাণ; ভল্লাস্ত্র। কেশর—বকুল ফুল। অনুপাম—অনুপম। তিমিরারি—অন্ধকার নাশকারী। বিদ্রুম—প্রবাল বা পদ্মরাগ মণি। রাগ—রঙ্গ। বাম—প্রতিকূল। মরীচি-নন্দন—কশ্যপ।

যশোদা পরম-রঙ্গে, যমল-অর্জ্জুন ভঙ্গে,
লিখে অঘাসুর বিনাশনে ॥
লিখিল যমুনা হ্রদ, কালিয়-মস্তকে পদ,
তাণ্ডব করেন বনমালী।
গোপগণে করি বল, বনমাঝে দাবানল,
পান কৈলা করিয়া অঞ্জলি ॥
ইন্দ্রমুখ-ভঙ্গ-কারী, লিখে গোবর্দ্ধনধারী,
গোকুলের করিল রক্ষণ।
ইন্দ্রের পরম গর্ব্ব, আপনি করিলা খর্ব্ব,
নিবারিয়া ঝড় বরিষণ ॥
লিখিল পরম ধন্যা, রাধা আদি গোপকন্যা,
লিখে বৃন্দা বিপিনবিহারী।
যতেক আভীর-নারী, সবাকার মনোহারী,
নানা ছন্দে লিখিল মুরারি ॥
আসিয়া মথুরাপুরী, কুবলয় গজে মারি,
রণেতে চানুর-বিনাশন।
ভোজরাজ অবতংসে, মঞ্চ হৈতে পাড়ি কংসে,
কৃষ্ণ তার করিল নিধন ॥
জনক জননী লোক, হরিল সবার শোক,
মথুরার করিল পালন।
ধরিয়া পাষণ্ডমত, নিন্দা করি বেদ-পথ,
বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ ॥
লিখিল কলির শেষ, হৈলা প্রভু কল্কিবেশ,
তাহা লিখে হয়ে সাবধান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক কঞ্চুলীতে অন্যান্য
চিত্র লিখন।

ডানদিকে বিশ্বকর্ম্মা লিখে মুনিগণ।
কপালে তিলক ফোঁটা লোহিত বসন ॥
দেবঋষি-জ্যেষ্ঠ লিখে সনৎকুমার।
শ্রীনীললোহিত লিখে অনুজ তাহার ॥
দীঘল ধবল দাড়ী তপ-জপ-শীল।
পিতা পুত্রে লিখিলেক কর্দ্দম কপিল ॥
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ ভৃগু পরাশর।
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা অত্রি ব্যাস মুনিবর ॥
পুলস্ত্য কশ্যপ কর্ণ পুলহ অসিত।
নারদ পর্ব্বত ধৌম্য শঙ্খ সে লিখিত ॥
দণ্ড-কমণ্ডলুধারী জটা সুবিচিত্র।
বামদেব জমদগ্নি লিখে বিশ্বামিত্র ॥
মরীচি গৌতম লিখে মৃকণ্ডুনন্দন।
শুকদেব তুম্বুরু লিখিল তপোধন ॥
বামদিকে লিখিল গরুড় মহাবীরে।
জটায়ু সম্পাতি লিখে সুপর্ণ-কিঙ্করে ॥
জলে তাম্রচূড় লিখে চকোর চকোরী।
পেকম ধরিয়া নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥
সারসী সারস হংস লিখে চক্রবাক।
দেবরূপী বিহঙ্গ লিখিল শ্বেতকাক ॥
উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্যরাঙ্গা।
ভুজঙ্গ ধরিয়া খায় ধোকড়িয়া কাঙ্গা ॥
উড়িয়া কমলে বৈসে খঞ্জনীখঞ্জন।
চাতকী চাতক জল চাহে ঘনে ঘন ॥
চটক কপোত লিখে বায়স পেচক।
সারি শুক কোকিল লিখিল আর বক ॥
সংক্ষেপে লিখিয়া পক্ষী লিখে পশুগণ।
কেশরী শার্দ্দুল আর গণ্ডার বারণ ॥
ভালুক লিখিল দেবরূপী জাম্বুবান।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল হনুমান ॥
পনস কুমুদ আদি যত রামসেনা।
বনপশু আর লিখে বিশ্বকর্ম্মা নানা ॥
তুলারু ঘোড়ারু কৃষ্ণসার ঢোলকাণ।
গবয় মহিষ মহাবিষম বিষাণ ॥
শশক শল্লকী লিখে নকুল শৃগাল।
তরক্ষু প্রভৃতি পশু লিখিল বিশাল ॥
জলপক্ষ মকর লিখিল সাবধান।
চারিদিকে নানা চিত্র করিল নির্ম্মাণ ॥

আভীর—গোয়ালা। সুপর্ণ—গরুড়। ধোকড়িয়া—ছেঁড়া বস্ত্র খণ্ড। তরক্ষু—নেকড়েবাঘ। বিষাণ—শৃঙ্গ।

শুশুক কুম্ভীর লিখে ঘড়াল হাঙ্গর।
রোহিতাদি মৎস্য বিশাই লিখিল বিস্তর॥
কাঁচুলীর মধ্যভাগে লিখে বৃন্দাবন।
পূর্ব্বভাগে দোলমঞ্চ কদম্ব-কানন॥
লিখিল আবর্ত্তশালী যমুনা নিকট।
তালের কানন লেখে ভাণ্ডীরক বট॥
অশোক কিংশুক শাল পিয়াল রসাল।
শিংশপা আসন ধব খর্জ্জুর তমাল॥
অশ্বত্থ কপিত্থ জম্বু জম্বীর পনস।
টগর তুলসী দোনা নারঙ্গ বেতস॥
রঙ্গণ চম্পক পারিজাত কুরুবক।
নেহালি বান্ধুলী করবীর কুরণ্টক॥
লিখিল কালিয়-হ্রদে ভুজঙ্গমগণা।
গোনস প্রভৃতি সর্প উভ যার ফণা॥
গোখুরা কেউটা আর লিখে বড়া চিতি।
পাতালে বাসুকি লিখে শেষ অহিপতি।
বিশ্বকর্ম্মা কাঁচুলী দিলেক অভয়ারে।
প্রসাদ পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা গেল ঘরে॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গান কাঁচুলী রচিত।
চারি সাতে রচিল আটাশপদী গীত॥

চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ।

সখি-গৃহে ক্ষুদ সের করিয়া উধার।
সত্বরে চলিলা রামা কুঁড়ের দুয়ার॥
বামবাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি।
কুঁড়ের দুয়ারে দেখে রামা চন্দ্রমুখী॥
প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কাহার জায়া কহ সত্য ভাষা॥
হাস্যমুখী অভয়ার হৃদয়ে উল্লাস।
ফুল্লরারে অভয়া করেন উপহাস॥
ইলাবৃতে ঘর মোর জাতিতে ব্রাহ্মণী।
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী॥
বন্দ্য বংশে জন্ম স্বামী, বাপেরা ঘোষাল।
সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল॥
তুমি গো ফুল্লরা যদি দেও অনুমতি।
এইস্থানে কত দিন করিব বসতি॥
হেন বাক্য হৈল যদি অভয়ার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে॥
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল রন্ধনের ত্বরা॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবি মুকুন্দ॥

ফুল্লরার সহিত চণ্ডীর কথোপকথন।

এরূপ যৌবনে, ছাড়িয়া ভবনে
কেন আইলা পর-বাস।
কহগো সুন্দরি, কেন একেশ্বরী,
ভ্রমিতেছ নাহি ত্রাস॥
ছাড়ি মকরন্দে, তোর মুখ গন্ধে,
কত শত ধায় অলি।
তোর মুখশশী, মন্দ মৃদু হাসি,
সঘনে পড়ে বিজুলি॥
জিনি নীল-গিরি, তোমার কবরী,
মণ্ডিত মল্লিকা-মালে।
বিধি কুতূহলী, সুস্থির বিজুলি,
আনিলেক কেশজালে॥
কপোল-মণ্ডল, চঞ্চল কুণ্ডল,
বদন-বিধু-মণ্ডলে।
তোর রূপ সীমা, কি দিব উপমা
নাহি তিন লোকে মিলে॥
ললাটে সিন্দূর, তমঃ করে দূর,
যেন প্রভাতের ভানু।
চন্দনের বিন্দু, তাহে কিবা ইন্দু,
শোভে অকলঙ্ক-তনু॥

স্ত্রীলোকের বামাঙ্গ স্পন্দন শুভচিহ্ন। ইলাবৃত—জম্বুদ্বীপের নববর্ষের চতুর্থ বর্ষ। ইলাবৃত বর্ষ মেরু পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বন্দ্য—পূজনীয় ও উপাধি বিং। ঘোষাল—প্রসিদ্ধ ও উপাধি বিং। সতা—সপত্নী। অকলঙ্ক-তনু ইন্দুর বিশেষণ।

হেমলতা তনু, তোর ভুরু-ধনু,
অপাঙ্গ-মদন-তূণে।
কাজল গরল, বিশিখ প্রবল,
তাহা ধর কি কারণে॥
জিনি গজমতি, তোর দন্তপাঁতি,
হাসিতে বিজুলি খেলে।
পক্ক বিম্ববর, জিনিয়া অধর,
নাসায় মাণিক দোলে॥
বরণে উজ্জ্বলি, কনক বউলি,
শোভিছে তোর কুণ্ডলে।
দিতে তার শোভা, সৌদামিনী কিবা,
ছাড়ি আইল কেশজালে॥
শোভে অনুপম, কণ্ঠে মণিদাম,
কত মরকত তায়।
বক্ষের কাঁচুলী, করে ঝিলিমিলি,
শোভিছে অঙ্গ ছটায়॥
করে শঙ্খ দেখি, হেন মনে লখি,
উর্ব্বশী আইল আপনি।
কিবা আইলা উমা, রম্ভা তিলোত্তমা,
কমলা কিবা ইন্দ্রাণী॥
জিনি মৃগরাজ, তোর ক্ষীণ মাঝ,
হেলয়ে মলয় বায়।
ওরূপ মাধুরী, তোর কুচগিরি,
ভরে পাছে ভাঙ্গি যায়॥
নাহি লখি তোমা, কার বোলে রামা,
কি হেতু ছাড়িলা পতি।
কিসের কারণ, একাকী ভ্রমণ,
কেন কৈলে হেন মতি॥
কিবা পতি-দোষ, দেখি কৈলা রোষ,
সত্য কহ মোরে বাণী।
তোর বিরহ-জ্বরে, পতি যদি মরে,
কোন ঘাটে খাবে পানী॥
শাশুড়ী ননন্দ, কিবা বৈল মন্দ,
স্বরূপ কহ আমারে।
তোর সঙ্গে যাব, অনেক নিন্দিব,
বুঝাব নানা প্রকারে॥
ফুল্লরার বাণী, শুনিয়া আপনি,
উত্তর দিলা পার্ব্বতী।
রচিয়া সুচ্ছন্দ, গাইল মুকুন্দ,
বদনে যার ভারতী॥

ফুল্লরাকে চণ্ডীর পরিচয় দান।

কি আর জিজ্ঞাসা কর, এলাম তোমার ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুঃখ।
দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন,
আজি হৈতে পাবে বড় সুখ॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়,
ভবন ত্যজিলুঁ এই দুঃখে॥
গঙ্গা বড় আউচালি, সদাই পাড়য়ে গালি,
স্বামীর সোহাগ পরতাপে।
দেখিয়া পতির দোষ, হইল পরম রোষ,
লাজে জলাঞ্জলি দিলুঁ তাপে॥
সতিনের সম্মান, সেই মোর অপমান,
অভিমানে নাহি মেলি আঁখি।
দেখিয়া দারুণ সতা, বিবাহ দিলেন পিতা,
পিতৃকুলে হৈলাম বিমুখী॥
আমার কর্ম্মের গতি, উগ্র হৈল মোর পতি,
পাঁচমুখে মোরে দেয় গালি।
তাহে সতিনের জ্বালা, কত বা সহিবে বালা,
পরিতাপে হয়ে গেলুঁ কালী॥
দারুণ দৈবের গতি, দরিদ্র আমার পতি,
পঞ্চমুখে গালি পাড়ে কোপে।
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী, সহিতে না পারি আমি,
তনু শুকাইল সেই তাপে॥

কাজল গরল ইত্যাদি—চক্ষের কাজল গরলযুক্ত বাণতুল্য। বিশিখ—বাণ। বউলি—বকুল ফুল; কর্ণালঙ্কার। লখি—ভাবি। **স্বরূপ**—যথার্থ। আউচালি—উথলা, চঞ্চলা। তাপে—দুঃখে। উগ্র—ক্রুদ্ধ, শিব। কালী—ম্লান, বিবর্ণ, কালিকা দেবী।

প্রভুর সম্পদ্ বড়, সাত সতিনেতে জড়,
অনুক্ষণ জঞ্জাল কোন্দল।
কি মোর কপালে ফল, খাইয়া ধুতূরা ফল,
আচম্বিতে হইল পাগল ॥
বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়,
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল।
ভুজঙ্গ-বেষ্টিত-অঙ্গ, বাজায় ডম্বরু শৃঙ্গ,
গলায় শোভিছে হাড়মাল ॥
কি হবে বিষয়-সুখ, তাহে পতি পরাঙ্মুখ,
তারে বলে সবে কাম-অরি।
সাত সতিনীরা মারে, বুঝিয়া না শাস্তি করে,
সাত সতা পরাণের বৈরী ॥
যে ঘরে সতিনী রয়, হিংসানলে প্রাণ দ'য়,
যেমন লাগয়ে বিষজ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম, না গণিনু পরিণাম,
বনবাসী হইনু একেলা ॥
এবে বিধি হৈল সখা, বীরসঙ্গে পথে দেখা,
সত্য করি আনে নিজ ঘরে।
শুন গো ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাব কোথাকারে ॥
ফুল্লরা দেবীরে কয়, এ মন যাবার নয়,
বুঝাইয়া পাঠাইব ঘরে।
বুঝি ফুল্লরার মতি, কহিছেন ভগবতী,
আমি না ছাড়িব মহাবীরে ॥
খাও পর যত তুমি, সকল যোগাব আমি,
তুমি মোরে না ভাবিও ভিন্ন।
সমরে কানন-ভাগে, থাকিব বীরের আগে,
আজি হইতে সম্পদের চিহ্ন ॥

তোরে আমি পরিচয় করি।
আমার করম-দোষী, বসি গুপ্ত বারাণসী,
স্বামী মোর জনম ভিখারী ॥
শতেক রাজার ধন, অঙ্গে মোর আভরণ,
ভুবন কিনিতে পারি ধনে।
সম্পদ বিস্তর দিব, কেবল ভকতি নিব,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ।

আমি তোরে বলি ভাল, স্বামীর বসতি চল,
পরিণামে পাবে বড় সুখ।
শুন গো বিমূঢ় মতি, যদি ছাড় নিজ পতি,
কেমনে দেখাবে লোকে মুখ ॥
স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্য জন,
কেহ নহে সুখ-মোক্ষ দাতা ॥
সন্তোষে বসায় খাটে, দোষ দেখি নাক কাটে,
দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।
শুনগো শুনগো সই, হিতবাণী তোরে কই,
ইতিহাসে কর অবগতি ॥
রাবণে বধিয়া রাম, সীতাকে আনিল ধাম,
করাইল পরীক্ষা দহনে।
লোক-বাদ খণ্ডিবারে, বনবাস দিল তারে,
আদেশিয়া সুমিত্রানন্দনে ॥
পঞ্চমাস গর্ভকালে, সাধ খাওয়াবার ছলে,
লয়ে গেল গহন কাননে।
শুনগো দারুণ কথা, কাননে এড়িয়া সীতা,
পুনঃ বীর আইল ভবনে ॥
ভৃগু নামে মহামুনি, সকল পুরাণে শুনি,
ব্রহ্মার কুলের নন্দন।
রেণুকা রমণী তার, সুত ভুবনের সার,
ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশন ॥
রেণুকার দেখি দোষ, করিল পরম রোষ,
সুতে আজ্ঞা দিল মহামুনি।
শুনিয়া পিতার কথা, মায়ের কাটিল মাথা,
ত্রিভুবনে করে জয়ধ্বনি ॥

পরাঙ্মুখ—বিমুখ। দ'য়—দহে। বাম—প্রতিকূল। বিমূঢ়মতি—জড়বুদ্ধি। পতি—পালনকর্ত্তা। গতি—অবলম্বন। বিধাতা বিধানকর্ত্তা। দণ্ডে—দণ্ডদান কার্য্যে। দহন—অগ্নি। বাদ—কথা, এখানে অপবাদ। কুলের—বংশের।

দেখি গো উত্তমজাতি, দেবতা সমান কাঁতি,
কোপ কর নীচের সমান।
ছাড়িয়া পতির পাশ, আইলা পরের বাস,
আপনার কি সাধিতে মান॥
অধম অবলা জাতি, যদি থাকে এক রাতি,
পরের ভবনে কদাচিত।
লোকে ব্যভিচারী বলে, জ্ঞাতি বন্ধু ছল ধরে,
অবিচারে কৈলে অনুচিত॥
সতিনে কোন্দল করে, দ্বিগুণ শুনাবে তারে,
কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী।
কোপে কৈলে বিষপান, আপনি ত্যজিবে প্রাণ,
সতিনের কিবা হবে হানি॥
কৌশল্যা রামের মাতা, কৈকেয়ী তাহার সতা,
দোঁহার কোন্দলে সর্ব্বনাশ।
না গণিয়া হিতাহিত, কৈল সেই অনুচিত,
রামচন্দ্র গেলা বনবাস॥
ফুল্লরার কথা শুনি, ভগবতী মনে গুণি,
উত্তর না দেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ-ভূমির পতি, রঘুনাথ নরপতি,
জয়চণ্ডী তাঁরে কর দয়া॥

পুনর্ব্বার ফুল্লরার উপদেশ।

পুনঃ শুন ঠাকুরাণী, কহি আমি হিতবাণী,
ইতিহাসে কর অবধান।
ভারত-বিধান-ক্রমে, শুনেছি পণ্ডিত-ধামে,
সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান॥
মদ্রদেশ-নরপতি, নাম তার অশ্বপতি,
অপুত্রক সেই নৃপবর।
পুত্র জনমের হেতু, দ্বিজ আনি করে ক্রতু,
অগ্নি তারে দিল কন্যাবর॥
কন্যা হৈল রূপবতী, দেখি বলে নরপতি,
মনে ভাবি করহ বরণে।
পিতা দিল অনুমতি, অবিলম্বে রূপবতী,
মনে বরি আইলা সত্যবানে॥
কন্যা আসি কহে বাণী, হরষিত নৃপমণি,
সেই কালে আইল নারদ।
নারদ শুনিয়া কথা, বলে রাজা পা'য়ে বাথা,
সত্যবানের নিকট আপদ॥
সাবিত্রী শুনিল কথা, বলেন শুনহ পিতা,
যে হৌক সে হৌক মোর পতি।
আর না ভাবিহ আন, তার পাছে মোর প্রাণ,
ইথে তুমি কর অনুমতি॥
শুনি নরপতি কয়, যে জন আমার হয়,
কর সবে এই আয়োজন।
রাজার বচন মাথে, করি সব চলে সাথে,
চলে রাণী কুতূহল-মন॥
জনক জননী কাছে, যথা সত্যবান্ আছে,
তথা রাজা দিল দরশন।
সত্যবানে আদেশিল, সাবিত্রীকে সমর্পিল,
পুনঃ রাজা দেশেতে গমন॥
ভাবিয়া সাবিত্রী মনে, দেব পূজে দিনে দিনে,
স্বামীর পালন করে নিত।
শাশুড়ী শ্বশুর অন্ধ, দেখে বধূর প্রেমতরঙ্গ,
ছুঁহে বুঝি, হন হরষিত॥
সত্যবান্ চলে বনে, সাবিত্রী ভাবিল মনে,
যেবা কথা নারদ কহিল।
শ্বশুরে বিদায় হয়, পতিব্রতা সঙ্গে ধায়,
গহন কাননে রামা গেল॥
কুতূহলে দুইজনে, ভ্রমিয়া গহন বনে,
তরুমূলে বৈসে সত্যবান্।
ত্যজিল কুমার বোল, কাল আসি দিল কোল,
তারে বিধি করিল নিদান॥
যমে না করিয়া ভয়, প্রণতি করিয়া কয়,
তুমি দান দেহ মোর পতি।
আর যেবা চাহ বর, দিব আমি যাও ঘর,
পতি-কথা না কহিও সতি॥

গুণি—চিন্তা করিয়া। ক্রতু যজ্ঞ। মদ্রদেশে পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। প্রেমতরঙ্গ—প্রেমলীলা, ভালবাসা প্রভৃতি। কাঁতি—কান্তি সৌন্দর্য্য।

শুনিয়া ধর্ম্মের বাণী, করিয়া যুগল পাণি,
যদি বর দিবে মহাশয়।
শ্বশুর পাইবে দৃষ্টি, লভিবে আপন সৃষ্টি,
পিতৃকুলে শতেক তনয়॥
বর দিয়া ধর্ম্মরায়, আপন ভবন যায়,
অনুগতি যায় রূপবতী।
পুনরপি দেখি তারে, কৃপা করি দিল বরে,
যাও তুমি হবে পুত্রবতী॥
জোড় হাতে কহে সতি, তুমি লয়্যা যাও পতি,
কেমতে হইবে পুত্র মোর।
বুঝি বলে ধর্ম্মরায়, ক্ষমিলুঁ সকল দায়,
পতির জীবন দিলুঁ তোর॥
সাধিল আপন কার্য্য, পতি লয়্যা আইল রাজ্য,
এই কথা শুনেছি পুরাণে।
তুমি অতি মূঢ়মতি, ত্যজিয়া আপন পতি,
একা ফির গহন কাননে॥
শুনিয়া এমত বাণী, কহে মাতা নারায়ণী,
না ছাড়িব তোমার ভবন।
অভয়া-চরণে চিত, রচিয়া নূতন গীত,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ফুল্লরার প্রতি চণ্ডীর আদেশ।

শুনগো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরি।
আইলুঁ বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে॥
যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবারিব॥
কুলের বহুড়ি আমি কুলের নন্দিনী।
আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি॥
মোরে উপদেশ দিয়া তোমার কি কাজ।
আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ॥
আইলুঁ তোমার ঘর হিত করিবারে।
কত না নিষ্ঠুর বাণী বল বারে বারে॥
এতেক বচন যদি বলিলা ভবানী।
না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধ-নিতম্বিনী॥
বারমাসের দুঃখ রামা করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ফুল্লরার বারমাস্যা।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘর তালপাতার ছাউনি॥
ভেরেণ্ডার খুঁটী তার আছে মধ্যঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে অনল সম খরতর খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন॥
বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥ ১
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস প্রচণ্ড তপন।
রবিকরে করে সর্ব্ব শরীর দাহন॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে নাহি পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস।
বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস॥ ২
আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে।
কিছু ক্ষুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে॥
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়।
কাহারে বলিব কি দূষিব বাপ মায়॥ ৩

গুণ—বিনয়াদি, ধনুকের ছিলা। কুলের—সদ্বংশের। বারমাস্যা—বার মাসের দুঃখ বর্ণনা। খরা—রৌদ্র। পসরা—দোকান। খুঁয়া—মোটা ছোট কাপড়। আধাসারি—আধাআধি।

শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টি-নীরে॥
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥ ৪
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আটদিকে জল॥
কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ।
দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ॥
দুঃখ কব অবধান দুঃখ কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান॥ ৫
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা করে জগজনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥ ৬
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়॥
অভাগ্য মনে গণি অভাগ্য মনে গণি।
পুরান দোপাটা গায় দিতে টানাটানি॥ ৭
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥ ৮
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন।
তৈল তূলা তনূনপাৎ তাম্বূল তপন॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন॥

হরিণ বদলে পাই পুরান খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
বৃথা বনিতা-জনম বৃথা বনিতা-জনম।
ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন॥ ৯
নিদারুণ মাঘ মাস সদাই কুজ্ঝটি।
আঁধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী॥
ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥
নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস॥ ১০
সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্গুন মাসে।
পোড়য়ে রমণীগণ বসন্ত-বাতাসে॥
যুবতী-পুরুষ অঙ্গ পোড়ায় মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর-দহনে॥
শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী।
কোন্ সুখে আমোদিতা হইবে ব্যাধিনী॥ ১১
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মধুকর মালতীর পিয়ে মকরন্দ॥
অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।
ক্ষুদ সেরে বান্ধা দিলুঁ মাটিয়া পাথরা॥
কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥
দারুণ দৈব-দোষে দারুণ দৈব-দেষে।
একত্র শয়ন স্বামী যেন যোল ক্রোশে॥ ১২
ফুল্লরার কথা শুনি কহেন পার্ব্বতী।
আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি॥
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ॥

সিতাসিত—শুক্ল-কৃষ্ণ। কুঁড়ায়—কুটীরে। ভানু—সূর্য্য। কৃশানু—অগ্নি। তনূনপাৎ—অগ্নি। খোসলা—কম্বল। উড়িতে—গায়ে দিতে। তুলিতে নাহি—তুলিতে নিষেধ।

কালকেতু ও ফুল্লরার কথাবার্ত্তা।

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা রূপসী।
নয়নের লোহেতে মলিন মুখশশী॥
কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন।
গোলাহাটে বীর-পাশে দিল দরশন॥
গদ-গদ বচনে চক্ষুতে বহে নীর।
সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর॥
শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা॥
সতাসতিন নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
ফুল্লরারে এবে হৈল বিমুখ বিধাতা॥
কি দোষ দেখিলা মোর জাগ্রতে স্বপনে।
দোষ না দেখিয়া কর অপমান কেনে॥
কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন।
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ॥
আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম।
তুমি হৈলে রাবণ বিপক্ষ হৈল রাম॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার যোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্ব্বশী॥
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্ব্বার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥
এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বলে বাণী।
পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী॥
সুব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥
সত্য-মিথ্যা-বচনে আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী।
তিন দিবসের চন্দ্র দ্বারে বসে দেখি॥
পসরা চুবড়ী পাখি লইল ফুল্লরা॥
চলিলেন গোলাহাটের তুলিয়া পসরা॥
আগে আগে চলিল ফুল্লরা নারীজন।
পশ্চাতে চলিল কালু ব্যাধের নন্দন॥
দূর হইতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির ফেটেছে যেন তপন-তরাসে॥
নিজ নিকেতনে গিয়া দিল দরশন।
দেখিতে পাইল দোঁহে অভয়া-চরণ॥
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর খানি করে ঝলমল।
কোটী চন্দ্র প্রকাশিত গগনমণ্ডল॥
প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ।

আমি ব্যাধ নীচ জাতি, তুমি রামা কুলবতী,
পরিচয় মাগে কালকেতু।
কিবা দেব-দ্বিজ-কন্যা, ত্রিভুবনে এক ধন্যা,
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু॥
ব্যাধ গো হিংসক রাড়, চৌদিকে পশুর হাড়,
শ্মশান সমান এই স্থান।
কহি আমি সত্যবাণী, এই ঘরে ঠাকুরাণী,
প্রবেশে উচিত হয় স্নান॥
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ,
থাকিতে থাকিতে দিননাথে।
যদি হয় পাপনিশা, লোকে গাবে দুষ্টভাষা,
রজনী বঞ্চিলা কার সাথে॥
কিবা পথ-পরিশ্রমে, আইলা দিগের ভ্রমে,
আয়াস ছাড়িতে এই ঘর।
চল বন্ধুজন রথে, ফুল্লরা চলুক সাথে,
পিছে লয়ে যাব ধনুঃশর॥
সীতা যে পরম সতী, তার শুন যে দুর্গতি,
দৈবে ছিলা রাবণ-ভবনে।
রণে রাম তারে হানি, সতী জানকীরে জানি,
তবে সে আনিল নিকেতনে॥
রজকের শুনি কথা, পরীক্ষা করায়ে সীতা,
পুনরপি পাঠান কাননে।

রাতা—রাঙ্গা। শিয়রে—নিকটে। দুর্ব্বার—দুরন্ত। পাখি—পেঁথে—বংশনির্ম্মিত পাত্র। রাড়—ইতর। আয়াস ছাড়িতে—বিশ্রাম করিতে।

দূর হইতে দেখে বীর আপনার বাসে।
নিমিষ কেটেছে যেন রূপম নবাসে
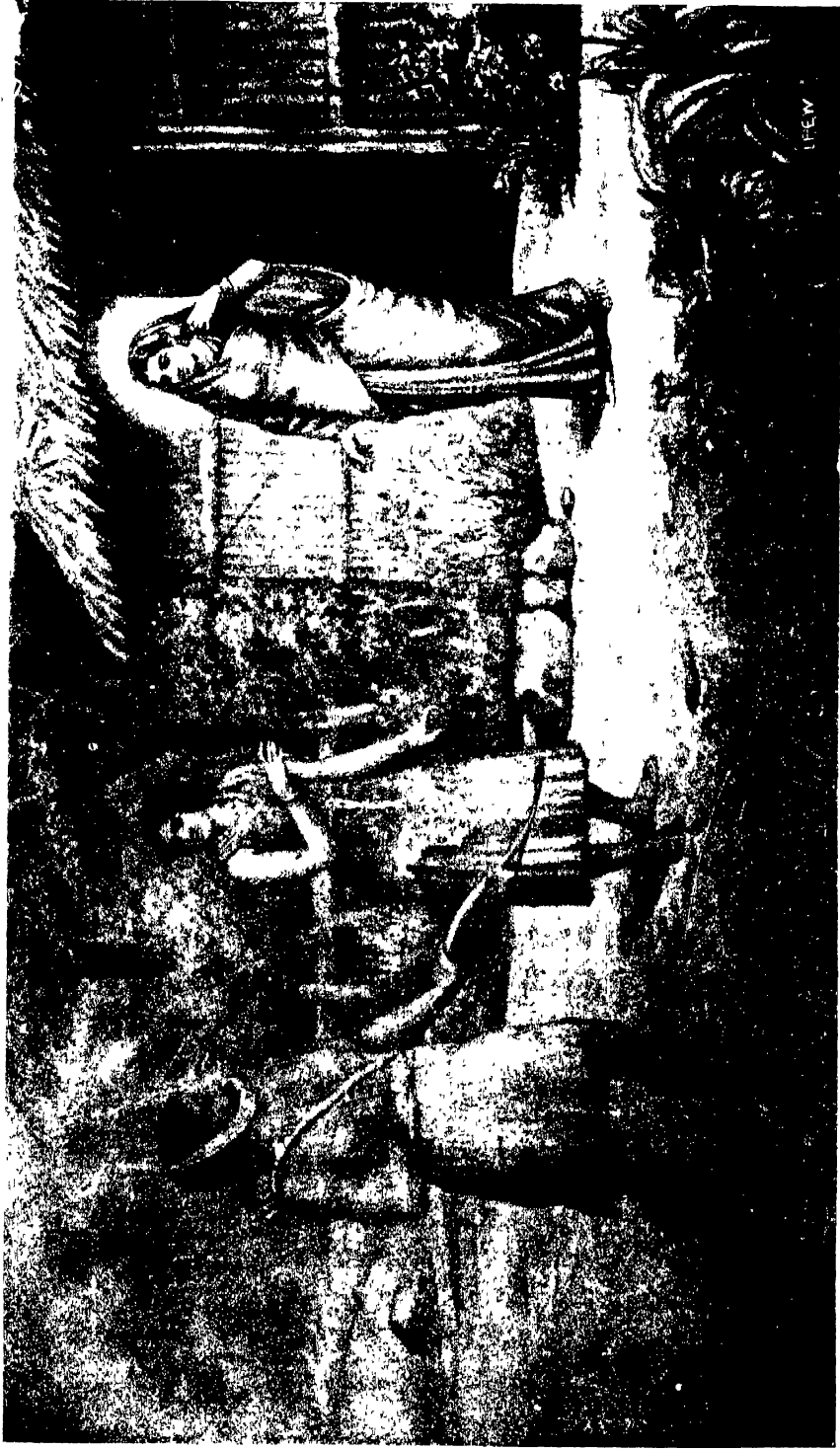
যেমন তিলক-পানী, তেমনি অসত্য বাণী,
সত্যবাণী তিলক চন্দনে ॥
পুরান বসন ভাতি, অবলা জনার জাতি,
রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যথা তথা অবস্থিতি, দোঁহাকার একগতি,
হিত বিচারিয়া দেখ মনে ॥
দেখি গো উত্তমজাতি, দেবের সমান ভাতি,
তুয়া পদে কি বলিতে জানি।
শুনিয়া বীবেব কথা, লাজে চণ্ডী হেঁটমাথা,
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥

শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
হাতে শর রহে যেন চিত্রের নির্ম্মাণ ॥
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর।
পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর ॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
হত-বল-বুদ্ধি হৈল আখেটী-নন্দন ॥
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর।
ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁফর ॥
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

দেবীব প্রতি কালকেতুব ক্রোধ।

মৌনব্রত কবি যদি রহিলা ভবানী।
ঈষৎ কুপিত বীর বলে জোড়পাণি ॥
বুঝিতে না পারি গো তোমাব ব্যবহার।
যে হও সে হও তুমি মোর নমস্কার ॥
ছাড় এই স্থান রামা ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান ॥
একাকিনী যুবতী ছাড়িলা নিজ ঘব।
উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তব ॥
বড়র বহুড়ি তুমি বড় লোকের ঝি।
বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোর লাভ কি ॥
শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে।
মোহিনী হইয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে ॥
চোর খণ্ডা হৈতে তুমি নাহি কর ভয়।
চরণে ধরিয়া মাগি ছাড় গো নিলয় ॥
হিত উপদেশ বলি শুন ব্যবহার।
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরাচার ॥
মোর বোলে চল ঘর পাবে বড় সুখ।
রাজার গোচর হৈলে পাবে বড় দুঃখ ॥
এত বাক্যে যদি চণ্ডী না দিলা উত্তর।
ভানু সাক্ষী কবি বীর জুড়িলেক শর ॥

দেবীর পরিচয় দান।

শবধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে।
করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে ॥
আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর।
লহ বব কালকেতু ত্যজ ধনুঃশর ॥
মাণিক-অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন।
ভাঙ্গাইয়া কাট গিয়া গুজরাটের বন ॥
প্রজাগণে বসাইবা দিয়া গরু ধান।
পালিহ সকল প্রজা পুত্রের সমান ॥
শনি কুজ বারেতে কবিহ মোব জাত।
গুজরাট নগরেতে হৈবে তুমি নাথ ॥
এতেক শুনিয়া বীর চণ্ডীর বচন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন ॥
হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি।
কি কারণে মোর ঘরে আসিলে পার্ব্বতী ॥
আদ্যাশক্তি মোর মনে না হয় পতরা।
শরস্তম্ভ-বিদ্যা জান হেন বুঝি পারা ॥
আদ্যাশক্তি যদি হও নগেন্দ্রনন্দিনী।
তোমার চরণ বন্দি জোড় করি পাণি ॥
যদি রূপ ধর গো প্রত্যয় যাই মনে।
যেইরূপে লোকে তোমা পূজয়ে আশ্বিনে ॥

তিলক-পানী -জলের তিলক। মোহিনী—মোহকারিণী। ফাফর—হতবুদ্ধি। কুজ—মঙ্গল। জাত—পূজা, মেলা। পতরা—বিশ্বাস শরস্তম্ভ-বিদ্যা—শর চালনা করিবার শক্তি ব্যাহত করা যায় যে বিদ্যা দ্বারা।

এমন শুনিয়া চণ্ডী বীরের বচন।
নিজমূর্ত্তি ধরিতে চণ্ডিকা কৈল মন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

চণ্ডীর মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ।

মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরিলা চণ্ডিকা।
অষ্টদিকে শোভা করে অষ্টনায়িকা॥
সিংহপৃষ্ঠে আরোপিয়া দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বামপদ আরোপণ॥
বামকরে ধরিলেন মহিষের চুল।
ডানি করে বুকে তার আঘাতিল শূল॥
বামদিগে লম্বমান শোভে জটাজূট।
গগনমণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট॥
অঙ্গদ কঙ্কণযুতা হৈলা দশভুজা।
যেইরূপে অবনীমণ্ডলে নিলা পূজা॥
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন।
বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ॥
অসি চক্র শূল শক্তি সুশোভিত শর।
পাঁচ অস্ত্রে শোভা করে ডানি পাঁচ কর॥
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর॥
দক্ষিণে জলধি-সুতা বামে সরস্বতী।
সম্মুখেতে দেবগণ করে নানা স্তুতি॥
তপ্ত কলধৌত জিনি হৈল অঙ্গ-শোভা।
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের আভা॥
শশিকলা শোভে তাঁর মস্তক-ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদ চন্দ্র জিনিয়া বদন॥
দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন।
মূর্চ্ছিত পড়িল ভূমে মুদিত-লোচন॥
ফুল্লরা পড়িল ভূমে হইয়া মূর্চ্ছিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি।

মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী।
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠ পুত্র ত্যজিয়া ধরণী॥
উঠ লহ ফুল্লরা বলেন মহামায়া।
বিনাশ করিব দুঃখ তোরে করি দয়া॥
চণ্ডীর বচনে উঠে ব্যাধের কুমার।
অভয়া সম্মুখে রহে জুড়ি দুই কর॥
কৃতাঞ্জলি করিয়া কহেন বীর বাণী।
ত্যজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নগেন্দ্রনন্দিনী॥
এমত বচন যদি বৈল মহাবীর।
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্ব্বের শরীর॥
প্রদক্ষিণ করি কালু কৈল নমস্কার।
ফুল্লরা সুন্দরী দিল জয় জয়কার॥
বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মানিক্য অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী॥
এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্ণাম॥
এই অঙ্গুরীর মূল্য সাত কোটি টাকা।
ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা॥
ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
আর কিছু ধন দিতে করিলেন মতি॥
অভয়া বলেন বাছা লহ শিকা ভার।
লহ ঝুড়ি কোদালি খনতা ক্ষুরধার॥
কোদালি খনতা মাতা না পাব নিয়ড়ে।
তুমি আজ্ঞা দিলে ধন খুঁড়িব চিয়াড়ে॥
আগে আগে হৈল মহামায়ার গমন।
পশ্চাতে চলিল বীর হাতে শরাসন॥
দাড়িম্ব তরুর তলে দিল দরশন।
দেখাইয়া দিল চণ্ডী যেই খানে ধন॥
চণ্ডিকা স্মরিয়া বীর লইল চিয়াড়।
চেলা কাটি ফেলে যেন পুকুরের পাড়॥
তুলিয়া বান্ধিল বীর সপ্তঘড়া ধন।
চণ্ডীর সম্মুখে রাখে ব্যাধের নন্দন॥

মহিষমর্দ্দিনী—মহিষাসুরবিনাশিনী। অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী এই অষ্টনায়িকা। খেটক—ঢাল। প্রহরণ—অস্ত্র। জলধি-সুতা—লক্ষ্মী। কলধৌত—স্বর্ণ। নিয়ড়ে—নিকটে।

একেবার লয়ে যান দুই ঘড়া ধন।
ফুল্লরা ভারের পাছে করিল গমন ॥
ধন রক্ষা হেতু মাতা রহে তরুতলে।
ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে ॥
আর বারে আনে বীব দুই ঘড়া ধন।
দেখি আনন্দিত হৈল ফুল্লরাব মন ॥
আর বার মহাবীর শীঘ্রগতি যায়।
দুই দিকে দুই গোটা কলসী বসায় ॥
এক ঘড়া অবশেষ দেখি মহাবীব।
নিতে নারে দেড়ি ভার হইল অস্থির ॥
মহাবীর বলে, মাতা কবি নিবেদন।
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন ॥
যদি গো অভয়া ধন না দিবা অপব।
এক ঘড়া ধন মা গো নিজ কাঁখে কর॥
অস্থির দেখিয়া বীবে ভাবেন অভয়া।
ধন ঘড়া কাঁখে কৈলা বীবে করি দয়া ॥
আগে আগে মহাবীর করিল গমন।
পশ্চাতে চলিল্ চণ্ডী লয়ে তার ধন ॥
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।
ধন ঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্ব্বতী ॥
কালুর মন্দিরে মাতা দিলা দরশন।
চিয়াড়ে খুঁড়িয়া পোতে সপ্ত ঘড়া ধন ॥
চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন।
নগরের মাঝে দেহ আমার ভবন ॥
পূজিও মঙ্গলবারে করাইও জাত।
গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ ॥
এমন শুনিয়া কালু চণ্ডীর বচন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন ॥
আমি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাড় ॥
পুরোধা আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ।
নীচ কি উত্তম হয় পাইলে বহু ধন ॥
চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন।
তোমার কুটীরে হইল মোর দরশন ॥
পবিত্র হইলা পুত্র মম দরশনে।
আইস বাছা কালকেতু মন্ত্র দিব কানে ॥
তব পুরোহিত পাবে মম দরশন।
লইবে তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণ ॥
মহাবীরে মন্ত্র দিয়া দেবী মহেশ্বরী।
কৈলাসে চলিলা মাতা যথা ত্রিপুবারি ॥
সর্ব্বধন সম্বরিয়া রাখিল খনিয়া।
ব্যয় কবিবার যোগ্য রাখিল গণিয়া ॥
অঙ্গুবী ভাঙ্গাইতে হৈল বীরের গমন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কালকেতুব অঙ্গুবী ভাঙ্গাইতে বণিকালযে গমন।

বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল,
লেখা জোখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর বেড়া,
মাংসেব ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ,
আমি আইলাম সেই হেতু ॥
বীবেব বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণেনী,
আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।
প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতক পাড়া,
কালি দিব মাংসের উধার ॥
আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন একভার, হাল বাকি দিব ধার,
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর ॥
শুন গো শুন গো খুড়ি, কিছু কার্য্য আছে দেড়ি,
ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
আমার জোহাব খুড়ি, কালি দিহ বাকি কড়ি,
অন্য বণিকের যাই বাড়ী ॥
বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন।
সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে-নিতম্বিনী,
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন ॥

দেড়ি—দেড় গুণ। চোয়াড়—অতিনীচ, হেয়। খাতক—অধমর্ণ ঋণী। জোহার—মিনতি, আবেদন। বদর—কুল।

ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ,
ধায় বেণে খিড়কির পথে।
মনে বড় কুতূহলী, কান্ধেতে কড়ির থলী,
হড়পী তরাজু কবি হাতে॥
[illegible]রে বীব বেণেরে জোহার।
বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখিতো,
এ তোর কেমন ব্যবহার॥
খুড়া উঠিয়া প্রভাত কালে, কাননে এড়িয়া জালে,
হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি।
ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে,
এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥
খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
হয়ে মোরে অনুকূল, উচিত করিবে মূল,
তবে সে বিপদে আমি তরি॥
বীর দেয় অঙ্গুরী, বেণিয়া প্রণাম করি,
জোখে রতন চড়ায়ে পড়্যান।
কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

অঙ্গুরী বিক্রয়।

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হইল বীর দশ গণ্ডা দর।
দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা বাকী ধাবি দেড়বুড়ি॥
একুনে হৈল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।
চাল ক্ষুদ কিছু লহ, কিছু লহ কড়ি॥
বীর বলে কিবা আমি দেখেছি স্বপন।
অঙ্গুরী সমান মিথ্যা সাত ঘড়া ধন॥
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই।
যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই॥
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট।
আমা সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট॥
ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেনা দেনা।
তাহা হৈতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি।
চাল ক্ষুদ না লইও গুণে লও কড়ি॥
হাতবদল করিতে বেণের গেল মনে।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী হাসেন গগনে॥
এমন সময়ে হৈল আকাশ-ভারতী।
লইতে বীরের ধন না করহ মতি॥
সাত কোটী টাকা দেহ অঙ্গুরীর মূল।
দিয়াছেন চণ্ডী বীরে হয়ে অনুকূল॥
অকপটে সাত কোটী টাকা দেহ বীরে।
বাড়িবে তোমার ধন অভয়ার বরে॥
আকাশ-ভারতী শুনে বণিক-নন্দন।
দৈবযোগে অন্য নাহি শুনে কোন জন॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া বেণে বলে মহাবীরে।
এতক্ষণ পরিহাস করিনু তোমারে॥
সাত কোটী টাকা লহ অঙ্গুরীর ধন।
তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের নন্দন॥
সিন্দুক হৈতে বেণে গুণে দেয় টাকা।
অকপটে দিল ধন না হইল বাঁকা॥
লেখা করি বীরে দিল সাত কোটী ধন।
বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন॥
বলদ আনিতে বীর করিল গমন।
গোলাহাটে গিয়া বীর দিল দরশন॥
বীরের সম্বাদ যদি শুনে মহাজন।
বীর সম্ভাষিতে বৈশ্য করিল গমন॥
মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ॥
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত।
মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাস অর্জ্জুন অদ্বিত॥

হড়পী—পেটীকা। জোখে—ওজন করে। পড়্যান—বাটখারা। পিছিলা—আগেকার। সওদা—কেনাবেচা। পঞ্চবট—পাঁচকড়া। হাতবদল করিতে—লুকাইয়া সেইরূপ অন্য অঙ্গুরী দিতে। ভারতী—বাক্য। লেখা করি—হিসাব করিয়া।

দামোদর গদাধর সুবল শ্রীদাম।
পীতাম্বর হরিহর বাসু শিবরাম॥
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস।
ব্যাধ-সুত ধন-যুত শুনি মহা হাস॥
নিত্যানন্দ আদি যত জবাযুত কায়া।
বিবেচনা করে সবে দেবতার মায়া॥
বনে বনে ফিরিত এ ব্যাধের নন্দন।
মাংস বেচি করিত সে উদর ভরণ॥
জনে জনে বলদেব কবিল ফুরাণ।
সাত লক্ষ পাঁচ হাজার করিল প্রয়াণ॥
বলদ প্রতি এক তঙ্কা লবে অঙ্কে অঙ্কে।
বলদ ভিড়িয়া চলে মহাবীরের সঙ্গে॥
সত্বরে পঁহুছিল সবে বণিকের বাড়ী।
ছালায় ভরিল সবে উমানিয়া আড়ি॥
বলদের সঙ্গে বীর করিল গমন।
বারে বারে ধন বীর আনিল ভবন॥
ভাড়া লয়ে নিজ স্থানে গেল বৈশ্যগণে।
সর্ব্ব সম্ভাষিয়া ধন রাখে বীর খুন্যে॥
নিত্য ব্যয় হেতু ধন কিছু রাখে গুণে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

কালকেতুর দ্রব্যাদি ক্রয়।

লইয়া টাকার পাট, চলে বীর গোলাহাট,
পাছে ধায় শতেক কিঙ্কর।
সেবক যোগায় পাণ, বিউনি বীজয়ে আন,
বৈসে বীর ছুলিচা উপর॥
কানে কলম হাতে দোত, আসিয়া কায়স্থসুত,
মহাবীরে নত কৈল মাথা।
রাহুত মাহুত মাল, যেবা ধরে অসি ঢাল,
বীরের শুনিয়া আইল কথা॥
আনন্দে পূর্ণিত মন, ভাঙ্গায়ে চণ্ডীর ধন,
কিনে দ্রব্য নাহি করে শঙ্কা।
বিচারিয়া কেহ দেখে, ভাণ্ডারে কায়স্থ লেখে,
সায় করি বেণে দেয় টঙ্কা॥
কনকের সাঁজাকুড়া, বিচিত্র পাটের গড়া,
হীরাময় রতন জড়িত।
চন্দন তরুর কুড়া, লম্বিত মুকুতা ছড়া,
কিনে দোলা রতন-ভূষিত॥
পার্ব্বত্য টাঙ্গন ত্যজি, বাছিয়া কিনিল বাজী,
গজ কিনে পর্ব্বতের চূড়া।
লম্বমান মতি যার, অঙ্গদ কঙ্কণ হার,
কিনে বীর কনক সাপুড়া॥
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম, অভেদ্য কিনিল বর্ম্ম,
নানা রতন বিচিত্র মুকুটে।
কিনিল মহিষা ঢাল, তাড়ীপত্র করবাল,
মুট যার বিচিত্র পুবটে॥
তবক বেলক টাঙ্গি, ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি
ভুষণ্ডি ডাঙ্গয খরশাণ।
হীরামুটি যমধার, পট্টিশ খেটক শর,
কিনে বীর কামান কৃপাণ॥
পূরাতে জায়ার সাধ, কিনিল পাটের জাদ,
শোভে তাহে মুকুতার বেড়ি।
হীরা নীলা মতি পলা, কলধৌত কণ্ঠমালা,
কিনিল কুণ্ডল স্বর্ণচুড়ি॥
নিয়োজিয়া জনে জনে, গোধন মহিষ কিনে,
বলদ কিনিল আর খাসী।
শকট বিমান রথ, কিনে বীর শত শত,
খট্টা পালঙ্ক দাস দাসী॥
সরিষা মসূর মাস, ধান্য নাহি দিশ পাশ,
গুড় তিল মুগ বরবটি।
কিনিল তণ্ডুল ছোলা, শত শত লোণ গোলা,
তৈল কিনে মূলাইয়া ঘটী॥
কিনে বীর নানা ধন, গজ পৃষ্ঠে আরোহণ,
নিকেতনে করিল পয়াণ।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

উমানিয়া—মাপিয়া। খুন্যে—খুড়িয়া। পাট—বস্তা; ছালা। রাহুত—জাতি বিশেষ। সায়—শেষ। সাজাকুড়া—বর্ম্ম। গড়া—সাদা থান। টাঙ্গন অশ্ব। সাপুড়া কৌটা। তাড়ীপত্র—তালপাতা। মুট—ধরিবার হাতল। জাদ—ফিতা।

কালকেতুর গুজরাট বনকাটা।

মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুণিয়া গণ,
আইসে সবে নানা দেশ হইতে।
কাতদা কুড়ল বাসি, টাঙ্গিবাণ রাশি রাশি,
কিনে বীর সবাকারে দিতে॥
উত্তর দেশের জন, আইসে যেন দানাগণ,
শতেক জনের আগুয়ান।
বেরুণিয়া দেখি বীর, মনে বড় সুস্থির,
জনে জনে দিল গুয়াপাণ॥
দক্ষিণ দেশের জন, আইল নাম বিকর্ত্তন,
পঞ্চশত জনের অধিকারী।
আশ্বাসিয়া মহাবীর, সবাকারে করে স্থির,
দেখে বীর জন সারি সারি॥
পশ্চিমের বেরুণিয়া, আইল দাফর মিয়া,
সঙ্গে তার জন দুহাজার।
রুটি যুত দুই কর, সেবে পীর পেগম্বর,
বন কাটে পাতিয়া বাজার॥
ভোজন করিয়া জন, প্রবেশ করিল বন,
বেরুণিয়া শত শত জন।
শুনি কুঠারের নাদ, মনে ভাবি পরমাদ,
উঠে বাঘা করিয়া তর্জ্জন॥
কেহ বা মূর্চ্ছিত পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
কেহ বীরে করে কৃতাঞ্জলি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
গান শ্রীমুকুন্দ কুতূহলী॥

বনে ব্যাঘ্রভয়।

মহাবীর তোমার বেরুণে নাহি সাধ।
কানন ভিতরে বাঘ, আজি পেয়েছিল লাগ,
হয়েছিল বড় পরমাদ॥
যে দেখি বাঘার কোপ, ঝাঁটা পারা দুটা গোঁপ,
গগনে লেগেছে দুটা কান।
বিকট দশনগুলা, যেন মাঘ মাসে মূলা,
জিহ্বাখান খাণ্ডার সমান॥
ধাইতে চঞ্চল গতি, নখে আঁচড়ায় ক্ষিতি,
দেউটি সমান দুটা আঁখি।
তার অতি ক্ষীণ মাঝ, জ্ঞান হয় মৃগরাজ,
চলিছে উড়য়ে যেন পাখী॥
বিশ নখ যমধার, দেখিয়া লাগয়ে ডর,
লাঙ্গুল লাগায় তার শিরে।
কপাট সমান বুক, যম সম ভীমমুখ,
কুমারের চাক যেন ফিরে॥
যদি পায় কারো সাড়া, মেলিয়া বিকট দাড়া,
বেরুণিয়া জনে খাইতে ধায়।
আছে পরমায়ু বল, তোমার পুণ্যের ফল,
বিদায় হইনু তুয়া পায়॥
বেরুণের কথা শুনি, মহাবীর মনে গণি,
আশ্বাস করিল জনে জনে।
প্রণাম করিয়া ভানু, হাতে লয়ে শরধনু,
প্রবেশ করিল বীর বনে॥
উটকিয়া ঝোপে ঝাড়ে, নেহালে পর্ব্বত আড়ে,
পাইল বাঘের দরশন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর ব্যাঘ্র সহ যুদ্ধ।

বাঘ দেখি আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
কালকেতু বলে ধর্ম্ম তুমি সে প্রমাণ॥
মহাবীর দেখি বাঘা নাহি করে ভয়।
পথ আগুলিয়া বাঘা মুখ মেলি রয়॥
লাফে লাফে ধায় বাঘা আঁচড়িয়া ক্ষিতি।
শর হাতে বলে বীর কে দিল দুর্ম্মতি॥
সূর্য্য সাক্ষী করি বলে ব্যাধের কুমার।
ভাল মন্দ সবাকার করহ বিচার॥

বেরুণিয়া—মজুর। জন—মজুর। বেরুণে—মজুরী করিতে।

ধন দিয়া সত্য কৈলা নগেন্দ্রনন্দিনী।
আজি হৈতে আর না বধিও কোন প্রাণী॥
মোর কিছু দোষ নাহি হইবে প্রমাণ।
জানু ভূমে পাতি বীর ছেড়ে দিল বাণ॥
সাঁই সাঁই করি বাণ চলে ব্যোমপথে।
বাণটা লুফিয়া বাঘা চিবাইল দাঁতে॥
জুড়িতে উদ্যম বীর কৈল আর বাণ।
লাফ দিয়া বাঘা আসি ধরে ধনুখান॥
বজ্র মুকুটি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে তার রক্ত উঠে তুণ্ডে॥
মুকুটির শব্দ যেন তবকের গুলি।
এক ঘায়ে বাঘার মাথার ভাঙ্গে কুলি॥
মুকুটি খাইয়া বাঘা পুনরপি ধায়।
বজ্র চাপড় মারে মহাবীরের গায়॥
মহাবীরের গায়ে তার নখ নাহি ফুটে।
চাপড় খাইয়া বীর বলে নাহি টুটে॥
পাছু হয়ে মহাবীর জুড়িল কৃপাণ।
এক ঘায়ে বাঘারে করিল দুই খান॥
হরি হরি স্মরিয়া কানন কাটে জন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নির্ব্বিবাদে বন-কর্ত্তন।

মহাবীর হাতে গাণ্ডী ফিরয়ে কাননে।
বন কাটে বেরুণিয়া জনে॥
শর নল-খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ,
ওকড়া ধুতূরা কাটে আপাঙ্গ,
আকড়া কাটে নিয়লি সিয়লি।
আটসর খাটসর কাটিল নাটা,
ভাতুল্যা ভারুল্যা চোর পালিতা,
ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী॥
গোরক্ষ বৃহতী কাটে সোমরাজি
পটোলা পারুল্যা ভারদ্বাজী,
টাণ্ডুরঝাটি কাল্যানয়া।
হোগল হেঁতাল চামরা কসা
বাতাস বেতাস রাখালসশা
সাঁজ্যোতা পাঁজ্যাতা কাটে সর্ব্বজয়া।
ঘোড়াসিজ পাতাসিজ গুড়কাঙলী
বাকস বাকসনা পানীসিয়লী
কুলিতা চালিতা কাটিল মাবাটী।
নেয়াতি সেয়াতি বরুণা সাঁই
বেউড়বাঁশের অবধি নাই
কেতকী ধাতকী কাটিল বামুনহাটী॥
সিঁয়াকুল ডামাকুল শিঙ্গার বেত
কোদালে কাটিয়া করিল ক্ষেত
চিঞ্চার বহুবাঁশ কাটিল মান্দারি।
দেবধান গড়গড় ময়নাকাঁটা
শালপাণি চাকুল্যা কাটিল জটা
কুকুর ছড়্যা কাটিল গাম্ভারি॥
পোড়াতি বিছাতি কাটিল বনশর
বনবাইগুণ পিড়িরা উড়ুম্বর
পড়াশি পুড়াশি কাটিল ভুবণ্ডী॥
আমড়া বহেড়া হরিড়া ধব
শুকনা কাননে মেজাইল দব
সবল ছাড়ি কাটিল সামলা।
তেফল কাফল করঞ্জাবন
করন্দি মহিন্দি কাটে আসন
এরণ্ড মামুড়ি কাটিল বাবলা॥
সরল ছাতিম কাটিল নিম
পারুল দেবদারু বরুণাসীম
শিমুল সোণা কাটিল বলিচা।
শিরীষ কর্কট বনচালিতা
বালিগড়্যা বাকুলি কুচাইলতা
কুসুম কাটিল নাটাবীচ্যা॥
পালাপাকুড়ি খদিরের বন
কহাকড়া কেল্যাকড়া উলু বেণাবন
ভাঠি শঠি কাটিল আদাড়ে।

প্রমাণ—সাক্ষী। ব্যোম—আকাশ। তবক—বন্দুক।

মাণ্ডার পণ্ডার কাটে শতমূলী
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলী
নন্দন চারুকুল কাটিয়া উপাড়ে॥
ঘাটুফুল ঘাটুকাল কাটিল কেয়া
অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া
রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ।
মালতী মল্লিকা নেহালী চাঁপা
ভুজঙ্গকেশর রাখিল জবা
টগর তুলসী রাখিল নারঙ্গ॥
করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা
তাল নারিকেল নগর-শোভা
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বিল্ববন।
বক শেফালিকা আর কাঞ্চন,
করবীকুন্দ করিল স্থাপন,
টগর তুলসী রাখিল স্থাপন॥
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জন-বিশ্রাম
মূল বান্ধিবারে আনিল থৈকর।
নৃপতি রঘুনাথ করিল অবধান
দিয়া বহুধন কৈল অনুমান
গাইল মুকুন্দ নামে কবিবর॥

চণ্ডিকার প্রতি কালকেতুর স্তব।

কত মায়া জান মায়াধারি,
কে তোমা চিনিতে পারে।
ব্রহ্মার ধেয়ানে এ চারি বয়ানে,
জোড়করে স্তুতি করে॥
আদ্যা সনাতনী, শম্ভুর গৃহিণী,
শক্তিরূপা তিন দেবে।
শঙ্খিনী শূলিনী, কপালমালিনী,
তিন লোকে তোমা সেবে॥
ধাত্রী শাকম্ভরী, গৌরী দিগম্বরী,
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।
তুমি ভদ্রকালী, সেবে পুণ্যশালী,
হরতনু হেমমালা॥
দুর্গা শিবা ক্ষমা, চণ্ডী চণ্ড-ভীমা,
বাল-শশি-শিরোমণি।
ভৈরবী ভারতী, বাণী বসুমতী,
সংসার-দুঃখ-তারিণী॥
কৌশিকী কুমারী, রোগ-শোক-হারী,
বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।
উগ্রা উগ্রচণ্ডা, বাসন্তী চামুণ্ডা,
শ্রীফলশাখা-বাসিনী॥
দক্ষমখহরা, দুর্গা দুর্গা পরা,
মহাকালী বর্গভীমা।
ব্রহ্মা পুরন্দর, হর দিবাকর,
দিতে নারে তব সীমা॥
ক্ষমা কপর্দ্দিনী, মহিষমর্দ্দিনী,
শঙ্করী সিংহবাহিনী।
যাদব-সেবিতা, নন্দগোপ-সুতা,
শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী॥
বিপদের কালে, প্রবেশি পাতালে,
রমানাথে কৈলে দয়া।
খণ্ডিয়া দুর্গতি রামে ভগবতী,
দেহ চরণের ছায়া॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজন।
তার সভাসদ, রচি চারু পদ,
গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর গৃহ-নির্ম্মাণ।

এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।
কৈলাসে চণ্ডীর হৈল সচঞ্চল মন॥

থৈকর—মাটী বা পাথর।

পদ্মাবতী বলি মাতা ডাকেন পার্ব্বতী।
স্মরণ করিবামাত্রে আইলা পদ্মাবতী॥
গণনা করিয়া পদ্মা বলেন বচন।
মহাবীর কালকেতু করিছে স্মরণ॥
এমত শুনিয়া চণ্ডী পদ্মার ভারতী।
বিশ্বকর্ম্মে পাণ দিয়া দিলেন আরতি॥
মোর ব্রতে বিশ্বকর্ম্মা কর অবধান।
মহাবীরের নিজ পুরী করহ নির্ম্মাণ॥
বিশ্বকর্ম্মা শিরে ধরি চণ্ডীর আদেশ।
বেরুণিয়া বেশে তথা করিল প্রবেশ॥
সেই মতে প্রবেশ করিল হনুমান।
বীরের তুলিতে ঘর হয়ে সাবধান॥
আওয়াস তুলিল এক ক্রোশ পরিমাণ।
আপনি কোদালি ধরে বীর হনুমান॥
বিশ্বকর্ম্মা নিরমিয়া দিলেন কোদাল।
আড়ে দীর্ঘে দশ বাঁও প্রমাণ বিশাল॥
যখন কোদাল ধরে বীর হনুমান।
বাসুকি সহিত নাগ হয় কম্পমান॥
নাহি ঝালি কাটে বীর না ধরে সিউনি।
অঞ্জলি করিয়া হনুমান তোলে পানী॥
কাদা তুলে দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।
পোয়ালকুড় সম হনুমান তোলে ঢেলা॥
এমন প্রাচীর দিল হৈল চারি পাট।
বাউটি পাথর তায় দিল ঝনকাট॥
তাল তরু সম উচ্চ করিল প্রাচীর।
পাথরের দাঁত্যা দিল হনুমান বীর॥
মুড়লী রচিয়া তথি আরোপিলা কাঠ।
চারি হালা খড়ে বিশাই ছায় চারি পাট॥
পুরীর ভিতরে রচে চারি চতুঃশালা।
মাঝে আটচাল পিঁড়া বান্ধে দিয়া শিলা॥
অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্ম্মাণ।
পাষাণে বাঁধিল তার ঘাট চারি খান॥
উত্তরে খিড়কী সিংহদ্বার পূর্ব্বদেশে।
পাষাণে রচিত পাঠশালা চারি পাশে॥
সাতানই বন্দে বিশাই ধরাইল সূতা।
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা॥
সপ্তম মহলে তোলে চণ্ডীর দেউল।
নানা চিত্র লিখে বিশাই হয়ে অনুকূল॥
নানা রতন দিয়া তথি রচিল পিণ্ডিকা।
গান কবি শ্রীমুকুন্দ প্রসন্ন চণ্ডিকা॥

নগর নির্ম্মাণ।

সিত পক্ষ ত্রয়োদশী, তাহে গুরু যুত শশী,
তথি যোগ নামে আয়ুষ্মান।
সুধন্য কার্ত্তিক মাস, বীর তোলে আওয়াস,
বিশ্বকর্ম্মা সঙ্গে হনুমান॥
দেবকারু বিশ্বকর্ম্মা, তার সুত ব্রহ্মকর্ম্মা,
শিরে ধরে চণ্ডিকার পাণ।
চারি প্রহর রাতি, জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি,
নানা চিত্র করয়ে নির্ম্মাণ॥
হনুমান মহাবীর, নখে করে দুই চির,
শিলা তরু পর্ব্বত সঞ্চয়।
পিতা পুত্রে একচিত, পাষাণে রচিল ভিত,
গিরি সম রচিল নিলয়॥
চারি চৌরী চতুঃশালা, মাঝে পিঁড়ে কাঁচ ঢালা,
পাষাণে রচিল নাছ বাট।
নির্ম্মাণ করয়ে তথি, রূপে জিনি দ্বারাবতী,
পাঠশালা পুরট কবাট॥
আওয়াসের পূর্ব্বদেশে, বিচিত্র কলস বৈসে,
বিরচিল বিষ্ণুর দেউল।
দিয়া হীরা নীলা খণ্ডী, বসিতে বিষ্ণুর পিণ্ডী,
অনল বিজুলি সমাকুল॥
বাম ভাগে দুর্গা মেলা, তার কাছে নাটশালা,
সিংহদ্বার পূর্ব্বে জলাশয়।
খিড়কি উত্তর ভাগে, জলটুঙ্গি তার আগে,
প্রতি বাড়ী কূপের সঞ্চয়॥

আওয়াস—আবাস। বাঁও—৩॥০ হাত। ঝন কাট—দ্বারের কপালী। দাঁত্যা—প্রাচীরে সংলগ্ন ভূমির সহিত সমান্তরাল কাষ্ঠখণ্ড। মুড়লী—প্রাচীরের সর্ব্বোচ্চ স্তবক। পিণ্ডিকা—পিঁড়ি। নাছ বাট—বাড়ীর বাহিরের রাস্তা। জলটুঙ্গি—জলমধ্যস্থ গৃহ।

নগব চাতর মাঝে, শিবেব মন্দির সাজে,
অনাথমণ্ডপ ভাতশালা।
বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে,
প্রবাসি-জনের যথা মেলা॥
কাষ্ঠ আনে ভার বোঝা, কুমারে পোড়ায় পাঁজা,
নানা স্থান করয়ে নির্ম্মাণ।
দিয়া হীরা নীলা খণ্ড, নির্ম্মাইল দোল পিণ্ড,
কদম্ব-কানন সন্নিধান॥
পশ্চিমদিগেতে সেহ, তুলিল নমাজ-গৃহ,
দলিজ মস্‌জিদ নানা ছান্দে।
সুধন্যা কোমল শালা, তুলিল বন্ধনশালা,
বিবি চাখে বান্দী তথা রান্ধে॥
অযোধ্যা সমান পুরী, বিশাই নির্ম্মাণ কবি,
পুরদ্বারে বচিল কপাট।
কবিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
বর্ণিলা নগব গুজবাট॥

এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।
কৈলাসে চণ্ডীর হৈল সচঞ্চল মন॥
পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
স্মরণ করিতে পদ্মা দিল দরশন॥
গণনা করিয়া পদ্মা কহিল বচন।
কালকেতু মহাবীর করয়ে স্মরণ॥
অবিলম্বে গেল মাতা কলিঙ্গ নগরে।
স্বপন কহেন মাতা প্রতি ঘরে ঘরে॥
নগর বসায় বীর বনের ভিতরে।
ধান্য গরু টাকা কড়ি দেন সবাকাবে॥
তোমাদেব বলি শুন বুলান মণ্ডল।
তথা গেলে তোমাদেব হইবে মঙ্গল॥
স্বপন কহেন মাতা কেহ নাহি শুনে।
পদ্মা কহে মাতা চল গঙ্গা সন্নিধানে॥
অবিলম্বে যান চণ্ডী গঙ্গা বিদ্যমান।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

নগব-স্থাপনাথ কালকেতুর প্রার্থনা।

দ্বারকা সমান পুরী কবিয়া নির্ম্মাণ।
দুই জন চণ্ডীর প্রসাদ পাইল পাণ॥
পুরী দেখি বীবের না পূরে অভিলাষ।
কেহ নহে গুজরাটে শূন্য রহে বাস॥
বিষাদ ভাবেন বীব শূন্য দেখি পুবী।
সন্তাপনাশিনী মাতা সোঙবে শঙ্করী॥
তুমি সত্ত্ব তুমি বজ তুমি তমোগুণ।
আরাধেন হরি হর ব্রহ্মা তিন জন॥
বিপদনাশিনী দুর্গা গায় হবিবংশে।
কৃষ্ণের করিলা কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে॥
ধন দিয়া কাটাইলা গুজরাট বন।
কি লাগিয়া এতগুলা করিলা ভবন॥
প্রজাকে আনিতে নাহি আমার শকতি।
নগর বসাতে মাতা উর ভগবতি॥

গঙ্গাব সহিত চণ্ডীব কোন্দল।

সাধিতে আপন কাম, আইলু তোমার ধাম,
সহিবে আমাব কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে, চলহ আমার সঙ্গে,
হাজাও রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥
গঙ্গে, সন্তাপ করহ মোর দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ, হাজাবে কলিঙ্গ দেশ,
তবে বৈসে গুজরাট পুর॥
হই গো বিষ্ণুব দাসী, বিষ্ণুপদ হইতে আসি,
সেই প্রভু গতি সবাকার।
হই গো বিষ্ণুব অংশা, কারো নাহি করি হিংসা,
কেন রাজ্য হাজাব রাজার॥
দিদি, পর-পীড়া দেখি লাগে ভয়।
পবের দেখিয়া দুঃখ, হই আমি অশ্রুমুখ,
বড় হই সদয় হৃদয়॥

ভাত-শালা—অন্নসত্র। মন্দির—ঘর। হাজাও—ডুবাইয়া দাও। বসে—স্থাপিত হয়।

কুম্ভীর মকরগণ, প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ,
কি কারণে ধর তারে কোলে।
মহাপাপ যার গায়, সে পাপী তোমাতে নায়,
বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে॥
গঙ্গা, গবব না কব মোব আগে।
আসিয়া তোমার নীরে, বালিঘট করি মরে,
সেই বধ তোমারে ত লাগে॥

দুর্গা, তাব বধে মোর নাই দায়।
পূর্ব্বের করম ফলে, আসিয়া আমাব জলে,
প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়॥
ছাগল মহিষ মেষ, খেয়ে কৈলা অবশেষ,
নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।
স্ত্রী হয়ে কবিলা রণ, মারিলা অসুবগণ,
সমরে কবিলা পান সুবা॥

তোবে আমি ভাল জানি,পিয়াছিল জহ্নু মুনি,
তব জল নাহি কবি পান।
কোন মড়া পোড়ে কূলে,কোন মড়া ভাসে জলে
শ্মশানে তোমাব অধিষ্ঠান॥
ছাড় গঙ্গা আপন বড়াই।
উচিত বলিব যদি, তোমাব সমান নদী,
ভুবনে তুলনা দিতে নাই॥

দোঁহার কোন্দল শুনি, পদ্মাবতী বলে বাণী,
চল মাতা সমুদ্রেব স্থান।
আজ্ঞা দিলে জলনিধি, আসিবে সকল নদী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট চণ্ডীব গমন।

মহাকোপে কম্পমান হয় সর্ব্ব গা।
যোজন যোজন হৈতে পড়ে এক পা॥
নিমিষেকে উত্তরিল সমুদ্রের ধাম।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সিন্ধু করিল প্রণাম॥
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিল আচমন।
পূজা করি পাদপদ্ম কবিল স্তবন॥
অবনী লোটায়ে সিন্ধু বলে জোড়কর।
কিসের কারণে মাতা আইলা মোর ঘর॥
চিরদিন নাহি মাতা আইস ভদ্রকালী।
আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালী॥
মোব পুণ্যতরু এবে হৈল ফলবান।
আমাব আশ্রমে চণ্ডী তুমি অধিষ্ঠান॥
পূর্ব্বেতে পবিত্র আমি গঙ্গার মিলনে।
ততোধিক মাতা তব পদ দবশনে॥
চণ্ডিকা বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি।
দেহ নদ নদীগণ আমাব সংহতি॥
হাজাব কলিঙ্গ দেশ, বসাব নগর।
ঘোষণা রাখিব বীরের অবনী-ভিতর॥
এমত শুনিয়া সিন্ধু চণ্ডীব বচন।
হাতে হাতে নদ নদী কৈল সমর্পণ॥
প্রণাম কবিয়া দিল পুষ্পক-বিমান।
দণ্ড মাত্রে গেলা মাতা ইন্দ্র বিদ্যমান॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া ইন্দ্র বলে জোড়কব।
কিসের কারণে মাতা আইলা মোর ঘব॥
নীলাম্বরে ক্ষিতি লয়ে মনে ভাবি ব্যথা।
মহেন্দ্র, তোমাব লাজে নাহি তুলি মাথা॥
পুত্র-শোকে পুবন্দর কান্দিয়া বিকল।
সুবপুরে উঠিল ক্রন্দন-কোলাহল॥
চণ্ডিকা বলেন বাপা শুন পুবন্দর।
অবিলম্বে আনি দিব তোমার কোঙব॥
সাত দিবসের তরে দেহ চাবি মেঘে।
নীলাম্বরের কার্য্য সাধি আনি দিব বেগে॥
এমত শুনিয়া ইন্দ্র চণ্ডীব বচন।
হাতে হাতে চাবি মেঘ কৈল সমর্পণ॥
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বালিঘট—গলে বালিপূর্ণ কলস বন্ধন। বড়াই—অহঙ্কার। অধিষ্ঠান—অবস্থিতি, উপস্থিতি। ঘোষণা—খ্যাতি, নাম। পুষ্পক-বিমান—পুষ্পক-রথ, ব্যোম-পথে গমনশীল যান।

মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ।

শুন শুন মেঘগণ, কর ঝড় বরিষণ,
কলিঙ্গে হইয়া প্রতিকূল।
মোর যজ্ঞ-ভঙ্গ-কালে, আকুল করিলা জলে,
যেন নন্দ-গোপের গোকুল ॥
পাণ লহ ওরে দ্রোণ, শোধহ আমার লোণ,
শীঘ্র চল চণ্ডিকার সঙ্গে।
পুণ্ডরীক ঐরাবতে, দুই গজ লয়ে সাথে,
বৃষ্টি করি ডুবাও কলিঙ্গে ॥
চলহ পুষ্কর মেঘ, দুষ্কর তোমার বেগ,
সঙ্গে লহ কুমুদ বামন।
তুমি যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার,
কলিঙ্গের কোথায় গণন ॥
সংবর্ত্ত জলদ-রাজ, সাধহ চণ্ডীর কাজ,
লইয়া অঞ্জন পুষ্পদন্ত।
চলিবে চণ্ডীর কাজে, সঙ্গে করি দুই গজে,
কলিঙ্গ নগর কর অন্ত ॥
তুমি প্রলয়ের মিত, আবর্ত্ত করহ হিত,
সার্ব্বভৌম সুপ্রতীক লইয়া।
মোর কার্য্যে কর দৃষ্টি, কলিঙ্গে করহ বৃষ্টি,
যেমন বলেন মহামায়া ॥
গজ যোগাইবে নীরে, বরিষ মুষলধারে,
ঝাট চল কলিঙ্গ নগর।
ঝনঝনা বৃষ্টি শিলা, সঙ্গে লয়ে কর খেলা,
কলিঙ্গেতে না রাখিবে ঘর ॥
ইন্দ্রের আদেশ পায়, শীঘ্রগতি মেঘ ধায়,
উনপঞ্চাশ পবনে করি ভর।
ক্ষণেকেতে বায়ু বেগে, গগন জুড়িল মেঘে,
চতুর্দ্দিকে কলিঙ্গ নগর ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কলিঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি।

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
চিনিতে না পারি ভাই তনু আপনার ॥
ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুড় দুড় ॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল ॥
কলিঙ্গে রহিয়া মেঘ করে ঘোরনাদ।
প্রলয় দেখিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় বিমুখিয়া ঝড়।
বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা দেয় রড় ॥
আচ্ছাদিত ধূলায় হইল চারি ভিত।
উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত ॥
চারি মেঘে জল বর্ষে অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে ঘন ঘন বাজ ॥
করিকর সমান বরিষে জল-ধারা।
জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা ॥
ঘন বজ্রাঘাত পড়ে মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জনক জননী ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ ॥
গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গম ভেসে যায় জলে।
নাহিক নির্জ্জল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে ॥
সাত দিন জলধর-বৃষ্টি নিরন্তর।
আছুক অন্যের কার্য্য হাজিলেক ঘর ॥
মাঝিয়াতে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল ॥
চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান।
মুষ্ট্যাঘাতে ঘরগুলা করে খান খান ॥
চারি দিকে ধায় ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দোলমাল ॥

বেগে—সত্বর। নীলাম্বরের—এখানে কালকেতুর। প্রতিকূল—বিরুদ্ধ। দ্রোণ, পুষ্কর, সংবর্ত্ত, আবর্ত্ত এই চারি মেঘনায়ক ৫২ মেঘের অধিপতি। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক পূর্ব্বাদিক্রমে এই আট দিক্‌হস্তী। চিকুর—বিদ্যুৎ। বিমুখিয়া—এলোমেলো। ভিত—দিক। মণ্ডলে—সমস্ত কলিঙ্গে।

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নদনদীগণের কলিঙ্গ গমন।

আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিল মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া গগনে স্থিতি।
সঙ্গে মকর-জাল, ছাড়িয়া পাতাল,
বেগে ধায় ভোগবতী॥
প্রলয়-তরঙ্গা, ধাইলেন গঙ্গা,
ভৈরবী কর্ম্মনাশা।
ধাইল দ্রুপদ, শোণ মহানদ,
ধাইল বাহুদা বিপাশা॥
আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর,
শিলাই চন্দ্রভাগা।
দেবাই দানাই, ধাইল দুই ভাই,
বগড়ির খানা ধায় বাগা॥
ধাইল ঝুমঝুমি, করিয়া দামাদামি,
বিষাই মুষাই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলি, গুস্কারা কুতূহলী,
রতনা চলিল রঙ্গে॥
খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী,
কাণা ধায় দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে, চলিলা রঙ্গে,
বুড় মন্ত্রেশ্বর॥
গঙ্গা যমুনা, ধাইল বরুণা,
অজয়া সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী, বাঁকা ধায় গোমতী,
সরযূ সুধাবতী॥
ধাইল কাঁসাই, মহানদী বিড়াই,
খর ধায় বামনখানা।
চারিদিগের জল, হইয়া ধবল,
কলিঙ্গ জুড়িয়া বহে ফেনা॥
বাজায়ে দণ্ডী, আপনি চণ্ডী,
চলিলা সত্বরা হয়ে।
সঙ্গে কোলাঘাই, চলিল মহানই,
সুবর্ণরেখা লয়ে॥
দ্বিজবর অংশে, পালধি বংশে,
নৃপতি রঘুরাম।
তাঁর সভাসদ, রচিল চারু পদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

দুর্য্যোগের শান্তি।

দুঃখিত কলিঙ্গরায়, হাতী ঘোড়া ভেসে যায়,
অট্টালিকা উঠে রামাগণ।
মহলে প্রবেশে জল, রহিতে নাহিক স্থল,
খাট পালঙ্ক ভাসে নানা ধন॥
দেখিয়া জলের রীতি, চিন্তা করি নরপতি,
সন্ধান করিয়া আনে নায়।
পরিবার সহ রাজা, করিয়া নৌকার পূজা,
আরোহণ কৈল দণ্ডরায়॥
চণ্ডীর আজ্ঞায় হনু, হাতে পাঁজি দ্বিজ জনু,
উপনীত রাজার সভায়।
পঞ্জিকা শুনায়ে কয়, মহারাজ নাহি ভয়,
গণে আমি কহিয়ে উপায়॥
দেখিয়া তোমার দোষ, কোন দেব কৈল রোষ,
মজিল তোমার জনপদ।
কলধৌত দেহ দান, সাধ দেবতার মান,
ঘুচিবেক তোমার আপদ॥
শুনিয়া দ্বিজের বাণী, কলিঙ্গের নৃপমণি,
কলধৌত দ্বিজে করে দান।
সঙ্কল্প করিয়া দ্বিজে, ধূপদীপে শিব পূজে,
কেবল উদক কবি পান॥
নদ নদী পেয়ে মান, সবে গেল নিজস্থান,
রাজার সুস্থির হৈল মন।

রীতি—গতিক। দণ্ডরায়—রাজা। জনু—যেন। কলধৌত—স্বর্ণ।

দিনে দিনে টুটে নীর, দেখিয়া নৃপতি স্থির,
দ্বিজগণে দিল নানা ধন ॥
রাজা বৈসে সিংহাসনে, আনন্দ হইলা মনে,
করে নানা পুরাণ শ্রবণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ভাঁড়ু দত্ত বলে ভাই মোর কর্ম্মফল।
আমার দুয়ারে জল হইল অথল ॥
উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার।
জটে ধরি পত্নী মোর করিল নিস্তার ॥
বুলান মণ্ডল গেলা বীরের নগরে।
গাইল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবরে ॥

কলিঙ্গবাসীদিগের খেদ

বিষাদ ভাবিয়া প্রজা করয়ে রোদন।
দুই চক্ষে বহে যেন ধারার শ্রাবণ ॥
বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল ক্ষেতের শস্য তাহে না ডরাই ॥
মশিল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।
চাহিয়ে প্রথম মাসে এক তেহাই কড়ি ॥
এ দেশে বসতি নাহি ঘর নদীকূলে।
হাজিবে সকল শস্য বরষার কালে ॥
তেসনী ইনাম পাব গুজরাট যাই।
শুনি ভাঁড়ু দত্ত দেয় রাজার দোহাই ॥
বুলান মণ্ডল বলে শুন মহাশয়।
তোমার সকল প্রজা জানিবে নিশ্চয় ॥
তেসনী ইনাম পাব গুজরাটপুর।
আগুয়ান তোমার প্রজা তুমি সে ঠাকুর ॥
কেহ কেহ বলে ধন থুয়েছিলাম চালে।
চালের সহিত ধন ভেসে গেল জলে ॥
দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল।
স্রোতে ভেসে গেল মোর কাপাসের ডোল ॥
আর এক জন বলে শুন মোর বাণী।
সর্ব্বস্ব ভাসিয়া গেল সাত মণ চিনি ॥
কোন কোন লোকে বলে শুন মোর কথা।
প্রাণে বাঁচিলাম আমি ধরি চালের বাতা ॥
অনেক যতনে ভাই পাইলুঁ জীবন।
সকল সহিত ভেসে গেল নিকেতন ॥

বুলান মণ্ডলের গুজরাট যাত্রা।

বুলান মণ্ডল বলে শুন সব ভাই।
কলিঙ্গ ছাড়িয়া চল গুজরাটে যাই ॥
কালকেতু মহারাজ বড় ভাগ্যবান।
ধান্য গরু টাকা দিয়া করিবে সম্মান ॥
গুজরাটে গেলা তবে বুলান মণ্ডল।
পশ্চাতে চলিল প্রজা হইয়া বিকল ॥
সিংহাসনে বসিয়াছে কালু দণ্ডধর।
নক্ষত্রগণের মধ্যে যেন নিশাকর ॥
পণ্ডিতে পুরাণ পড়ে স্তব করে ভাটে।
গায়কে গাইছে গীত নর্ত্তকীরা নাটে ॥
হেনকালে তথায় বুলান উপস্থিত।
আইস আইস বলি রাজা করিল সম্বিত ॥
কহ কহ বুলান স্বদেশের বারতা।
কিসের কারণে আইলে কহ সত্য কথা ॥
বুলান বলেন রায় কর অবধান।
রহিতে নাহিক ঘর বসিবারে স্থান ॥
জলেতে ভাসিয়া গেল সকল আমার।
কি খাইব কিবা দিব খাজনা বাজার ॥
আইস বুলান ভাই ধর হে কম্বল।
যত চাহ দিব টাকা ভক্ষণ সম্বল ॥
ভাবিয়া চণ্ডিকা-পদদ্বয় একচিতে।
রচিল নূতন গীত মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥

মশিল জুলুম। তেহাই—তৃতীয়াংশ। দেশমুখ—দেশের প্রধান। ডোল—বংশনির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র। অথল—অতল। বিকল—অস্থির, বিহ্বল। সম্বিত—সম্মান, অভ্যর্থনা।

বুলানের প্রতি কালকেতুর সম্ভাষণ।

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর,
কানে দিব কনক কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস, যত ভূমি চাহ চষ,
তিন সন বই দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা, না করো কাহার শঙ্কা,
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
খন্দে নাহি নিব বাড়ি, রয়ে বসে দিও কড়ি,
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামী কি বাঁশগাড়ী, নানা বাবে যত কড়ি,
না লইব গুজরাট বাসে॥
পার্ব্বণী পঞ্চক যত, গুয়া লোণ সানাভাত,
ধানকাটি কলম-কস্তুরে।
যত বেচ চালধান, তার না লইব দান,
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥
যত বৈসে দ্বিজবর, কাকু না লইব কর,
চাষীজনে বাড়ি দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণ-দাস, পূরাব সবার আশ,
প্রতি জনে সাধিব সম্মান॥
ভাঁড়ুদত্ত হেন কালে, উঠিয়া মধুর বোলে,
মোর আগে কেবা পাবে মান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর নিকট ভাঁড়ুদত্তের গমন।

ভেট লয়ে কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা,
আগে ভাঁড়ুদত্তের প্রয়াণ।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ, ছিঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব,
শ্রবণে কলম লম্বমান॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।
ছিঁড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥
আইলুঁ বড় প্রীতি আশে বসিতে তোমার দেশে,
আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ুদত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ,
কুল শীল বিচার মহত্ত্বে॥
কহি আপনার তত্ত্ব, আমলহাঁড়ার দত্ত,
তিন কূলে আমার মিলন।
ঘোষ ও বসুর কন্যা, দুই নারী মোর ধন্যা,
মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ॥
গঙ্গার দুকূল পাশে, যতেক কায়স্থ বসে,
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
পট্টবস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করে ব্যবহার,
কেহ নাহি করয়ে বন্ধন॥
বহু পরিবার মেলা, দুই জায়া তিন শ্যালা,
চারি পুত্র ভগিনী শাশুড়ী।
ছয় জামাই আট বেটা, এই হেতু সাত বাটি,
সান্য দিলে নাহি দিব বাড়ি॥
হাল বলদ দিবে খুড়া, দিবে হে বীচের পুঁড়া,
ভেনে খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে।
আমি পাত্র তুমি রাজা, আগে কর মোর পূজা,
অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবে॥
ভাঁড়ুর বচন শুনি, মহাবীর মনে গণি,
ভাঁড়ুরে করিল বহু মান।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

ভাঁড়ুদত্তের চাতুরী।

সঘনে নাড়িয়া শিরে, চাতুরী প্রবন্ধে বীরে,
ভাঁড়ুদত্ত কহে কানকথা।

চষ - চাষ কর। হাল পিছে—লাঙ্গল প্রতি। পাট্টা—ভূমি সংক্রান্ত ক্রয়পত্র। খন্দ—রবিশস্য, সরিষা কলাই ইত্যাদি। বাড়ি—বৃদ্ধি; সুদ। ডিহিদার—৫।৭ খানি গ্রামের অধিকারী। বাব—রকম, বাবৎ, দফা। সানা—কোটাল। সানাভাত= সানাভাতা—চৌকিদারী ট্যাক্স। লম্বমান—ঝোলান, এখানে গোঁজা। কান-কথা—মন্ত্রণা।

যেই বেলেন প্রজা বসে, কহি আমি সবিশেষে,
একে একে প্রজার বারতা॥
ভাড় বালা দিবা মান, করজ বলদ ধান,
উচিত বলিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া, জমি দিবে মাপিয়া,
বন্দে বন্দে প্রজা যেন লয়॥
যখন পাকিবে খন্দ, পাতিবা বিষম দ্বন্দ্ব,
দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন, না পালায় যেন জন,
অবশেষে নাহি পাবে দাগা॥
দিয়ান ভেটের বেটা, বহিত আমার চিঠা,
যারে বল বুলান মণ্ডল।
থাকিতে সকল প্রজা, আগে আন মোর পূজা,
কহি দিব প্রকার সকল॥
পরি দু-পণের কাচা, ভানিত আমার ভাচা,
সেই বেটা হবে দেশমুখ।
নফরের হাতে খাঁড়া, বহুড়ি জনের ভাড়া,
পরিণামে দেয় বড় দুঃখ॥
শুনিয়া ভাঁড়ুর বাণী, মহাবীর মনে গণি,
মনে ভাবি না দিল উত্তর।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
নায়কেরে দেহ চণ্ডী বর॥

মুসলমানগণের আগমন।

কলিঙ্গ নগর ছাড়ি, প্রজা লয় ঘর বাড়ী,
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরের পাইয়া পাণ, বসিল মুসলমান,
পশ্চিম দিক বীর দিল তারে॥
আইসে চড়িয়া তাজী, সৈয়দ মোগল কাজী,
খয়রাতে বীর দিল বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী, বলায় হাসন হাটী,
একত্র সবার ঘর বাড়ি॥
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়ে লোহিত পাটী,
পাঁচবেরি করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে, জপে পীর পেগম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদারে, বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন পড়য়ে কোরাণ।
সাঁঝে ডালা দেই হাটে, পীরের শিরণি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানিশবন্দ, কারো নাহি করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথায় না রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে, দশ রেখা টুপী মাথে,
ইজার পরয়ে দৃঢ় নারী।
যাব দেখে খালি মাথা, তা'সনে না কহে কথা,
সারিয়া ঢেলাব মারে বাড়ী॥
আপন টোপব নিয়া, বসিল অনেক মিঞা,
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে পোঁছে হাত।
সাবানি লোহানি আব, লোদানি সুরয়ানি চার,
পাঠান বসিল নানা জাত॥
আপন তরফ নিয়া, বসিল অনেক মিঞা,
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়ে নিকা, দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরী, মুরগী জবাই করি,
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।
বখরী জবাই যথা, মোল্লারে দেয় মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥
যত শিশু মুসলমান, তুলিল মক্তব স্থান,
মখদম পড়ায় পঠনা।
করিয়া চণ্ডীর ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
গুজবাট পুরীর বর্ণনা॥

করজ—কর্জ্জ, ঋণ। বন্দে বন্দে—কেতা মাফিক, প্রণালীবদ্ধ। ভাচা ভানিত—ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিত। তাজী—ঘোড়া। ফজর—প্রত্যূষ। বেরাদার—ভাই বন্ধু। দানিশবন্দ—পুণ্যবান। ছন্দ—প্রবঞ্চনা। সারিয়া—দফারফা করিয়া। দোয়া—আশীর্ব্বাদ। কলমা—ইষ্টমন্ত্র। মক্তব—পাঠশালা। মখদম—মৌলবী।

মুসলমানগণের শ্রেণীভেদ।

রোজা নমাজ করি কেহ হইল গোলা।
তাসন করিয়া নাম বলাইল জোলা ॥
বলদ বাহিয়া কেহ বলায় মুকেরি।
পিঠা বেচিয়া নাম কেহ বলায় পিঠারি ॥
মৎস্য বেচি নাম কেহ ধবাল কাবারি।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি ॥
হিন্দু হয়ে মুসলমান হয় গরসাল।
নিশাকালে ভিক্ষা মাগে নাম ধরে কাল ॥
সানা বান্ধি নাম বলাইল সানাকব।
জীবন উপায় তাব পেয়ে তাঁতি ঘর ॥
পট পড়িয়া বুলে কেহ নগবে নগর।
তীরকর হয়ে কেহ নিরমায় শর ॥
কাগজ কুটিয়া নাম ধরায় কাগতি।
কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি ॥
বসন রঙ্গায়ে কেহ ধরে রঙ্গরেজ।
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ ॥
সুন্নত করিয়া নাম বলায় হাজাম।
সহরে সহবে ফিবে না কবে বিশ্রাম ॥
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দবজির ঘটা।
নেয়াল বুনিয়া নাম বলায় বেনটা ॥
নানা বৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান।
সাবধান হয়ে শুন হিন্দুব বাখান ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ॥

ব্রাহ্মণগণের আগমন।

পাইয়া বীরের পাণ, বৈসে যত কুলস্থান,
বীরের নগরে বিপ্রগণ।
শাস্ত্র বিবেচনা করে, আশীষ করিয়া বীরে,
নিত্য পায় ভূষণ চন্দন ॥
কুলে শীলে নহে নিন্দ্য, মুখুটী চাটুতি বন্দ্য,
কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলী ঘোষাল।
পূতিতুণ্ডি বৈসে হড়, রাইগাঁই কেশর গুড়,
ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলিন্যাল ॥
পারীঘাতী পীতিতুণ্ডি, ঝিকরারী মালখণ্ডী,
ব্রাহ্মণ বড়াল কুলমাল।
চোটচণ্ডী পলসাঁই, দীর্ঘাড়ী কুসুম গাঁই,
সাঁই-গাঁই কুলভি পড়াল ॥
কড়িয়াল কুলস্যাল, সিমলাই কুড়িলাল,
পিপলাই বৈসে পূর্ব্ব গাঁই।
ধনে মানে অতিচণ্ড, বাপুলি বিশালমুণ্ড,
করাল নিবসে সিমলাই ॥
পালধি হিজল গাঁই, মাসচটক ডিঙ্গসাই,
কাঞ্জারী সাহরি ভূম্বিষ্ঠাল।
বটগ্রামী নন্দী-গাঁই, ভাটাতি সিদ্ধলদায়ী,
নায়েরী কোয়ারী মতিলাল ॥
গাঁই নাই গোত্র আছে, বসিল বীরের কাছে,
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সাত শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু, নিত্য পড়ে বেদ যজু,
বেদ বিদ্যা পড়ে অবিরত ॥
দেখিতে সুধার সারি, ব্রাহ্মণের আগুয়ারি,
সারি সারি বিষ্ণুর সদন।
কনক কলস চূড়ে, নেতের পতাকা উড়ে,
গৃহ-শিরে শোভে সুদর্শন ॥
কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা, কোন দ্বিজ কহে কথা,
কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।
নানা দেশ হইতে আসে, পড়ুয়া বিদ্যার আশে,
দেই বীর হয় গজ দান ॥
মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে,
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজে ঘরে ঘরে,
চাউলের ষোচকা বান্ধে টান ॥
ময়রাঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধিভাণ্ড,
তেলিঘরে তৈলকূপী ভরি।

কলন্দর—মুণ্ডিতকেশ মুসলমান সন্ন্যাসী। তাসন—কাপড় তৈয়ার করিবার সুতা মাজা।

কোথাও মাসবা কড়ি কেহ দেয় দালি-বড়ি,
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতাবি ॥
গুজরাট নগবে, নগবিয়া শ্রাদ্ধ কবে,
গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয়, কাহন দক্ষিণা হয়,
হাতে কুশে দক্ষিণা ফুবাণ ॥
গালি দিয়া লণ্ডভণ্ডে, ঘটক ব্রাহ্মণে দণ্ডে,
কুলপাজী কবিয়া বিচাব।
যে নাহি গৌবব কবে, সভায় বিড়ম্বে তারে,
যাবৎ না পায় পুবস্কাব ॥
গুজরাট এক পাশে, গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে,
বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতী ধবে, শাস্ত্র বিচাব কবে,
বালকেব লেখে জন্মপাতি ॥
মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী কাপালী ঘটা,
ঝুপড়ি বান্ধিয়া এক পাশে।
গায়ে নানা তীর্থ চিন, ভিক্ষা কবি অনুদিন,
একপাশে তাবা সব বৈসে ॥
সদা লয় হরি নাম, ভূমি পাইয়া ইনাম,
বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।
কাঁথা কম্বল লাঠি, গলায় তুলসী কাঁঠি,
সদাই গোঙায় গীত নাটে ॥
আয়তন ভূমি বাড়ি, বীব দেয় বাক্য পড়ি,
কুশ নীব তিল করি করে।
বচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবিল মুকুন্দ,
সুখে থাকি আড়বা নগরে ॥

ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতিব আগমন।

বীর দেয় বাস যত, প্রজা বৈসে শত শত,
আপনাব ছাড়িয়া নিবাস।
তেসনী ইনামে বাড়ি, প্রজা নাহি গণে কড়ি,
সবাকাব হৃদয়ে উল্লাস ॥

ক্ষত্রি বৈসে ভানুবংশ, সর্ব্বলোক-অবতংস,
চন্দ্রবংশে বৈসে মহাজন।
পুবাণ শ্রবণ আশে, বসিল বিপ্রের পাশে,
অনুদিন দ্বিজে দেয় ধন ॥
দোসব যমের দূত, বৈসে যত রাজপুত,
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ, দাম করে নানা ধন,
দেশে দেশে যাহার সুকীর্ত্তি ॥
তুলিয়া আখড়া ঘরে, মল্ল যুদ্ধ কেহ করে,
মালবিদ্যা গুলী চাপগারি।
লইয়া ঢাল খাঁড়া, কেহ কবে তোলাপাড়,
পশু বধে, কেহ বা শিকাবী ॥
আসি পুব গুজবাট, নিবাস করয়ে ভাট,
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল।
বীব দেয় খাসা জোড়া, চড়িতে উত্তম ঘোড়া,
নিত্য চিন্তে বীরেব মঙ্গল ॥
বৈশ্য বৈসে মহাজন, কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ,
কৃষিকর্ম্ম কবে গো-বক্ষণ।
কেহ কলন্তর লয়, বয়ে কেহ ধান্য বয়,
কালে কিনে রাখে কোন জন ॥
কেহ দর কবি তোলা, হীরা নীলা মতি পলা,
নানা দেশ ভ্রমে স্থানে স্থানে।
সাজন কবিয়া নায়, নানান সহরে যায়,
আনে শঙ্খ চামর চন্দনে ॥
চামর চমবী ভোট, সগল্লাদ গজ ঘোট,
কবচ পট্টিশ অঙ্গরাখি।
এক বেচে এক কেনে, নিতি নিতি বাড়ে ধনে,
গুজরাটে বৈশ্য-জন সুখী ॥
বৈদ্য জনের তত্ত্ব, গুপ্ত সেন দাস দত্ত,
কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কাব যশ, কেহ প্রয়োগের বশ,
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান ॥
উঠিয়া প্রভাত কালে, উর্দ্ধ ফোটা করে ভালে,
বসন মণ্ডিত করি শিবে।

জোড়া—শাল। কলন্তর—সুদ। সগল্লাদ—এক রকম দামী কাপড়।

পরিয়া জর্জ্জর ধুতি, কক্ষদেশে করি পুঁথি,
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
কার দেখি সাধ্য রোগ, ঔষধ করয়ে যোগ,
বুকে ঘা মারয়ে সর্ব্বদায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ, পলাইতে করে যোগ,
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়॥
কর্পূর পাঁচন করি, তবে জীয়াইতে পারি,
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয়ে বলে, কর্পূর আনিতে ছলে,
সেই পথে বৈদ্যের প্রয়াণ॥
বৈদ্য জনের পাশে, অগ্রদানীগণ বসে,
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজ-কর নাহি দেয়, বৈতরণী ধেনু লয়,
হেম রজত লয় তিলদান॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কায়স্থগণের আগমন।

ভেট লয়ে দধি মাছ, ঘৃতকুম্ভে বান্ধি গাছ,
কায়স্থ আইল মহাজন।
প্রণাম করিয়া বীরে, নিজ নিবেদন করে,
সুখী হৈলা ব্যাধের নন্দন॥
কায়স্থ মিলিয়া ভাষে, আইলাম তব দেশে,
গুজরাটে করিব বসতি।
বিচার করিয়া তুমি, দিবে ভাল বাড়ী ভূমি,
প্রজাগণে কর অবগতি॥
কোন জন সিদ্ধকুল, সাধ্য কেহ ধর্ম্ম মূল,
দোষহীন কায়স্থের সভা।
প্রসন্ন সবারে বাণী, লেখা পড়া সবে জানি,
সর্ব্বজন নগরের শোভা॥
অনেক কায়স্থ মেলা, শুনিয়া তোমার খেলা,
আইলাম তব সন্নিধান।
কুলে শীলে নাহি দোষ, কেহ মাহেশের ঘোষ,
বসু মিত্র কুলের প্রধান॥
তব গুণে হয়ে বন্দী, পাল পালিত নন্দী,
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ্র, ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ,
এক স্থানে করিব নিবাস॥
বীর কর অবধান, প্রজাগণে দেহ দান,
ভূমি বাড়ী করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য বাড়ি, বলদ কিনিতে কড়ি,
সাধন না কর বিলম্বিত॥
ত্যাগ করিয়া কলিঙ্গ, লক্ষ ঘর প্রজা সঙ্গ,
এক স্থানে করিব নিবাস।
বিচার করিয়া তুমি, দিবে ভাল বাড়ী ভূমি,
শুনি বীর হৃদয়ে উল্লাস॥
ধার লহ লক্ষ তঙ্কা, কাহারে না কর শঙ্কা,
দক্ষিণ আওয়াসে কর বাস।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশ॥

বণিক্ ও নবশায়কদিগের আগমন।

নিবসে বণিক্ গোপ, না জানে কপট কোপ,
ক্ষেতে উপজায় নানা ধন।
মুগ তিল গুড় মাসে, গম সরিষা কাপাসে,
সবার পূর্ণিত নিকেতন॥
তেলি বৈসে যত জনা, কেহ চাষী কেহ ঘনা,
কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল।
কামার পাতিয়া শাল, কোদালি কুড়ালি ফাল,
গড়ে টাঙ্গি আঙ্গারখি শেল॥
লইয়া গুবাক পাণ, বৈসে তাম্বুলী জন,
মহাবীরে নিত্য দেয় বিড়া।

উপজায়—জন্মায়। বিড়া—পানের খিলি।

গুবাক সহিত পাণ, বিড়া বান্ধে সাবধান,
কখন না পায় বাজপীড়া ॥
কুম্ভকার গুজরাটে, হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পিটে,
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া।
শত শত একজায়, গুজরাটে তন্তুবায়,
ভুনি ধুতি আদি বুনে গড়া ॥
মালী বৈসে গুজবাটে, মালঞ্চে সদাই খাটে,
মালা মৌড় গড়ে ফুল-ঘব।
ফুলের পুটলি বান্ধে, সাজি ভবে লয়ে কান্ধে,
ফিবে তারা নগবে নগবে ॥
বারুই নিবসে পুবে, ববজ নির্ম্মাণ করে,
মহাবীবে নিত্য দেয় পাণ।
বলে যদি কেহ নেয়, বীবেব দোহাই দেয,
অনুচিত না কবে বিধান ॥
নাপিত নিবসে তথা, কক্ষতলে কবি কাতা,
করে ধরি রসাল দর্পণ।
আগরী নিবসে পুরে, আপনার বৃত্তি করে,
অনুচিত না কবে কখন ॥
মোদক প্রধান জনা, কবে চিনি কারখানা,
খণ্ডলাড়ু কবয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা কবিয়া শিবে, নগবে নগরে ফিরে,
শিশুগণে করয়ে যোগান ॥
সরাক বসে গুজরাটে, জীব জন্তু নাহি কাটে,
সর্ব্বকাল কবে নিবামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ী, বুনে নেত পাট শাড়ী,
দেখি বড় বীরের হরিষ ॥
পুরে বসে গন্ধবেণ্যা, গন্ধ বেচে ধূপ ধূনা,
পসরা সাজিয়ে চলে হাটে।
শঙ্খবেণে কাটে শঙ্খ, কেহ কবে নবরঙ্গ,
মণিবেণে বসে গুজরাটে ॥
কাঁসারি পাতিয়া শাল, গড়ে ঝাবি খুরি থাল,
ঘটী বাটী বড় হাঁড়ী সীপ।
ডাবর চূণাতি বাটা, সাঁপুড়া ঘাঘর ঘণ্টা,
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ ॥

সুবর্ণবণিক বসে, রজত কাঞ্চন কষে,
পোড়ে ফোড়ে হইলে সংশয়।
কিছু বেচে কিছু কেনে, মনুষ্যেব ধন টানে,
পুব মধ্যে যাহাব নিলয় ॥
নিবসে পশ্যতোহর, পুব মধ্যে যাব ঘর,
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন, হরয়ে সবাব ধন,
হাতে হাতে বদলিতে জানে ॥
পল্লব গোপ বসে পুবে, কান্ধে ভার বিকি করে,
বনভাগে বসায় বাথানে।
বচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

ইতর জাতিগণেব আগমন।

পাইয়া ইনাম ক্ষিতি, বসে প্রজা নানাজাতি,
আনন্দিত বীরের নগবে।
বীর করে বহুমান, দেয় দিব্য পরিধান,
নৃত্য গীত সবাকার ঘরে ॥
মৎস্য মাবে চযে চাষ, দুই জাতি বসে দাস,
নগরে ফিরায় কলু ঘানি।
বাইতি নিবসে পুরে, নানাবিধ বাদ্য করে,
নগরে মঞ্জুবী বিকি কিনি ॥
বাগ্দী নিবসে পুরে, নানা অস্ত্র ধরি করে,
দশ বিশ পাইক কবি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুবে, জাল বুনে মৎস্য ধরে,
কোঁচগণ বসে লীলা রঙ্গে ॥
নগর করিয়া শোভা, বসিল অনেক ধোবা,
দড়ায় শুকায় নানা বাস।
দরজী কাপড় সীয়ে, বেতন করিয়া জীয়ে,
গুজরাটে বসে এক পাশ ॥
সিউলি নগরে বসে, খেজুরের কাটি রসে,
গুড় করে বিবিধ বিধান।

একজায়—অনবরতঃ। ভুনি—সাড়ী। মৌড—টোপর। সরাক—নিরামিষাশী জৈনী। সীপ—কোষা। ঘাঘর—ঘুঙ্গুর। পশ্যতোহর—স্বর্ণকার। বাথান—গোষ্ঠ। বাইতি—বাদ্যকর। মঞ্জুরী-মাদুর।

ছুতার হাটের মাঝে, চিড়া কুটে খই ভাজে,
কেহ করে চিত্র নিরমাণ ॥
পাটনি নগরে বসে, রাত্রি দিন জলে ভাসে,
পার করি লয় রাজকর।
আসি পুর গুজরাট, বসে তথি রাজভাট,
ভিক্ষা মাগি বলে ঘরে ঘর ॥
চৌহুলি চূণারি নাঝি, কোবাঙ্গা ভরদ্বাজী,
মাল বসে পুরের বাহিরে।
চণ্ডাল নিবসে পুরে, লবণ বিক্রয় করে,
পানিফল কেশুর পসারে ॥
গোয়ালে গাইয়া গীত, কোয়ালি ফিরয়ে নিত,
একদিকে বসে মারহাটা।
ফিরে তারা গুজরাটে, শোলঙ্গে পীলিহা কাটে,
ছানি কাটে চক্ষে দিয়া কাঁটা ॥
পুলিন্দ কিরাত কোল, হাটেতে বাজায় ঢোল,
জায়াজীবী বসিল কেওলা।
বেহারা বসিল হাড়ি, ঘাস কাটি লয় কড়ি,
শুঁড়ির অঙ্গনে যার মেলা ॥
মোজা পানই আর জিন, নিরময়ে অনুদিন,
চামার বসিল এক ভিতে।
বিউনি চালনী ঝাঁটা, ডোম গড়ে টোকা ছাতা,
জীবিকার হেতু এক চিতে ॥
নগরের এক পাশে, বারবধূজন বসে,
এক পাশে তার অধিষ্ঠান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

হাট স্থাপন।

মস্কারা পুতিয়া বীর বান্ধে বনমালা।
হাটুরে আনিয়া বীর দিল তাড় বালা ॥
বেরুণিয়া জন আনি বান্ধিল বিপণি।
যত লোক আসিবেক রাজহাট শুনি ॥
কেহ তৈল আনে কেহ আনে ঘৃত দধি।
ভক্ষ্য দ্রব্য উপহার আনে নানাবিধি ॥
এমন সময়ে ভাঁড়ুদত্ত হাটে আইসে।
পসারী পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে ॥
পসরা লুঠিয়া ভাঁড়ু পূরয়ে চুপড়ি।
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি ॥
লণ্ডে ভণ্ডে গালি দেয় বলে শালা শালা।
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা ॥
টানাটানি করে ভাঁড়ু হাটুরে না ছাড়ে।
চুলে ধরে কিল লাথি মারে তার ঘাড়ে ॥
পিঠে চূণ মাখি চলে হাটুরে আন্দাসে।
ভাই বন্ধু পসরা লইয়া যায় বাসে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

রাজার নিকট হাটুরেদের নালিশ।

মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ুদত্ত লয়ে।
হের দেখ পিঠে চূণ, ভাঁড়ুদত্ত করে খুন,
সবে যান বিদায় হইয়ে ॥
ভাঁড়ু জানে বহু কলা, পরদ্বন্দ্বে পাতে ছলা,
টাকা সিকা নিত্য খায় খতি।
ভাঁড়ু যত পীড়া করে, কেবা তা সহিতে পারে,
না জানি পলায়ে যাব কথি ॥
শাক বেগুন কলা মূলা, হাটে ভিন্ন লয় তোলা,
ঘরে পুনঃ লোটে তার বেটা।
তাহার ভগিনী বাঁড়ী, লুট করে লয় হাঁড়ী,
কুমারে মারিয়া লয় ভেটা ॥
পরাক্রম নাহি টুটে, গোপের পসরা লুটে,
নিত্য ধরে ঘাস-কাটা দায়।
তার বেটা বড় মূঢ়, লুটে ময়রার গুড়,
নিবেদিতে নাহিক সহায় ॥

মোজা—চরণাবরণ। পানই—জুতা। মস্কারা—ধ্বজদণ্ড। আন্দাস—আপশোষ কলা—চাতুরী, ছল। তোলা - বিক্রেয় দ্রব্য হইতে বিক্রেতাদের নিকট সম্মানরূপে প্রাপ্তদ্রব্য।

চাল লয় চালকি ঘরে, কড়ি চাইলে তারে মারে
পাণ গুয়া নিত্য লয় ঠেঁটা।
নানা দেশ হৈতে আইসে, পড়ুয়া বিদ্যার আশে,
নানা বাদে তারে দেয় লেটা॥
চলিতে না পারে খোঁড়া, সাত বাড়ী দেয় জোড়া
গাছ নাহি রোয় তাহে কলা।
ছাগ মেষ যদি পায়, মেরে খুন করে তায়,
নিত্য ধরে অপরাধ ছলা॥
ভাঁড়ুর বেটার কাজ, কহিতে লাগয়ে লাজ,
জাতি লয়ে পড়ে গেল খেলা।
বহুড়ি জলেতে যায়, আড়ালে থাকিয়া তায়,
গাছে হৈতে ফেলে মারে ঢেলা॥
প্রজার বচন শুনি, রোষযুত বীরমণি,
দূত দিল ভাঁড়ুরে ধরিতে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
গিরিসুতা-নূতন-সঙ্গীতে॥

কালকেতুসমীপে ভাঁড়ুদত্তের আগমন।

দূতের বচনে ভাঁড়ু আইসে লঘুগতি।
জুড়িয়া উভয় পাণি বীরে কৈল নতি॥
বীর বলে ভাঁড়ুদত্ত কি তোর ব্যভার।
কি কারণে লোট তুমি আমার বাজার॥
হিত উপদেশ বলি শুন ভাঁড়ুদত্ত।
আপনি করিলা দূর আপন মহত্ত্ব॥
ইনাম বাড়ী তোলা ঘরে তুমি কর ঘর।
ঋণ বাড়ি নাহি দেহ নাহি দেহ কর॥
কিসের কারণে খুড়া ধর মোরে ছলা।
পরস্পর আছে মোর মণ্ডলিয়া তোলা॥
প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।
নগর ভাঙ্গিলি বেটা করিয়া কোন্দল॥
মণ্ডল বলাতে বেটা মুখে নাহি লাজ।
খর্ব্ব হয়ে ধরিবারে বাহ দ্বিজরাজ॥

ভাঁড়ুদত্ত বলে কিছু বীরের সদনে।
উচিত বলিতে পাছে ব্যথা পাও মনে॥
তিন গোটা বাণ ছিল একখান বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস॥
দৈবযোগে আমি যদি ছিলাম কাঙ্গাল।
দেখিয়াছি খুড়া গো তোমার ঠাকুরাল॥
এমত শুনিয়া বীর ভাঁড়ুর বচন।
লাঞ্ছিত করিয়া তারে দিল বিসর্জ্জন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভাঁড়ু যায় পথে।
নিমিষেকে উত্তরিল কেহ নাহি সাথে॥
যদি হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।
বেচাইবে হাটেতে বীরের ঘোড়া হাতী॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা॥
অনুক্ষণ চিন্তে ভাঁড়ু বীরের বিপাক।
রাজভেট কাঁচকলা নিল পুঁইশাক॥
চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা।
পত্নীর বসন পরি ভূমে লম্বা কোঁচা॥
পাগখানি বান্ধে ভাঁড়ু নাহি ঢাকে কেশ।
কেশরের তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ॥
কৈফিয়তী পাঁজি খান নিল সাবধানে।
হরি স্মৃতি করিয়া কলম গোঁজে কানে॥
ভাঁড়ুর কনিষ্ঠ ভাই তার নাম শিবা।
পঁচিশ বৎসরে তার নাহি হয় বিভা॥
ছোট ভাই শান্তবাক্যে নিবারিল ক্রোধ।
বিয়া নাহি হয় তার দুই পদে গোদ॥
বলে ভাঁড়ুদত্ত ভাই দড় কর হিয়া।
এবার মণ্ডলী পাইলে দিব তোর বিয়া॥
ছোটভাই লইল ভেটের আয়োজন।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ুদত্ত করিল গমন॥
দক্ষিণে বিজয়হাটি বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সওয়া ক্রোশ বাট॥
রাজার দ্বারেতে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট এড়ে চারি ভিত॥

চালকি—চালওয়ালা। দূত—পেয়াদা। ছলা—দোষ। দ্বিজরাজ—চন্দ্র। সদনে—নিকটে। বাঁশ—ধনু। বিসর্জ্জন তাড়াইয়া দেওয়া।

আইস আইস বলে সবে রাজ-সভাজন।
অনেক দিবস নাহি আইস কি কারণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কলিঙ্গ-রাজসমীপে ভাঁড়ুদত্তের নিবেদন।

জুড়িয়া যুগল পাণি, ভাঁড়ুদত্ত বলে বাণী,
ক্ষিতিনাথ চরণে তোমার।
দিন গোঁয়াও মিছা কার্য্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোরখণ্ড না কর বিচার॥
কাননে বধিয়া পশু, উপায় করিত বস্থু,
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে।
কোটালে পাঠাও দেশ, দেখুক বীরের বেশ,
কালকেতু রাজা গুজরাটে॥
ভাণ্ডে পূর্ব্বে পি'ত বারি, এবে তার হেম ঝারি
বাটী ঘটী বালা হেমময়।
চড়ন পার্ব্বত্য ঘোড়া, পরিধান খাসা জোড়া,
ঘর বাড়ী কুবের-নিলয়॥
রঙ্ক দুঃখী নাহি জানি, হেমঘটে পিয়ে পানী,
নাট গীত সবাকার ঘরে।
তব পুরে যেবা বসে, চলিবে বীরের দেশে,
না থাকিবে কলিঙ্গ নগরে॥
বীর বড় ভাগ্যবান্, যথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান,
চারিদিকে পাথরের গড়।
দ্বারে বান্ধা মত্তহাতী, থাকে তার দিবা রাতি,
কেবা তার হইবে নিয়ড়॥
বার দেয় দণ্ড পাটে, রাজ্য করে গুজরাটে,
কার তরে নাহি করে শঙ্কা।
অযোধ্যা সমান পুরী, আমি কি বলিতে পারি,
সুবর্ণে জড়িত যেন লঙ্কা॥
ভাঁড়ুদত্ত যত কয়, এক যদি মিথ্যা হয়,
তবে কর প্রাণবধ দণ্ড।
কহি আমি হিত-বাণী, মন দেহ নৃপমণি,
কালকেতু হয়েছে প্রচণ্ড॥
স্মরিয়া তোমার গুণ, শুধিতে আইলুঁ লোণ,
বারতা জানাইবার তরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
সুখে থাকি আড়রা নগরে॥

গুজরাটে কলিঙ্গপতির দূত প্রেরণ।

ভাঁড়ুর বচনে উঠে নৃপতির রোষ।
পাত্র মিত্র সবে বলে কোটালের দোষ॥
কোপে আজ্ঞা করে রাজা লোহিত লোচন।
কোটাল কোটাল বলি ডাকে ঘনে ঘন॥
আসিয়া কোটাল নৃপে করিল জোহার।
কোটালে বাঁধিতে আজ্ঞা হইল রাজার॥
বলে রাজা কোটালিয়া খাও বৃত্তি ভূমি।
দেশের বারতা বেটা নাহি পাই আমি॥
এক রাজ্যে দুই রাজা কোথাও না শুনি।
খতি খেয়ে ফির বেটা ইহা নাহি জানি॥
এমন কোটাল শুনি রাজার বচন।
সকরুণভাষে কিছু করে নিবেদন॥
খলের বচনে নাহি করিহ প্রমাণ।
প্রভাতে করিয়া দিব বীরের সন্ধান॥
পাত্র মিত্র সবে ধরি রাজার চরণ।
দূর কৈল কোটালের নিগড় বন্ধন॥
ঢাল খাঁড়া ছাড়িয়া যোগীর কৈল বেশ।
বিভূতি মাখিয়া কৈল জটাভার কেশ॥
যাত্রা কৈল কোটালিয়া শুভক্ষণ বেলা।
প্রহরী যতেক পাইক সবে হৈল চেলা॥
দক্ষিণ চরণ বান্ধে লোহার শিকলে।
ত্রিবঙ্ক মস্করা দণ্ড শোভে করতলে॥
কান্ধে ধরে বাঘছাল গলে শৃঙ্গনাদ।
কি জানি শিবের পায় হয় অপরাধ॥

বস্থু—ধন। পি'ত—পান করিত। রঙ্ক—দরিদ্র। নিয়ড়—সমুখীন। প্রমাণ—বিশ্বাস। নিগড়—শিকল।

গুজরাটে নিশীশ্বর দিল দরশন।
শিবের মন্দিরে কৈল অজিন আসন॥
ভিক্ষা ছলে ফেরে চেলা পুরের অষ্টদিশা।
কেহ গেল বীর যথা খেলিছেন পাশা॥
মিষ্ট অন্ন পানে বীর পূরি দিল থালা।
কর্পূর তাম্বুল দিল দিব্য পুষ্পমালা॥
নিশাকালে নিশীশ্বর দেখয়ে নগর।
পুরের সৌন্দর্য্য দেখি বিস্মিত অন্তর॥
চারিদিকে চলে যত নফর চাকর।
ভ্রমিয়া বেড়ায় তারা নগরে নগর॥
শোভাময় ঘরে দেখে নেতের পতাকা।
রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরয়ে বলাকা॥
হাতী ঘোড়া দেখে তারা সৈন্য সেনাগণ।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কোটালের গুজরাট দর্শন।

দেখিয়া নগর, ভাবে নিশীশ্বর,
ভাঁড়ু কহে সত্যবাণী।
গুজরাট পুরে, বীর রাজ্য করে,
ইহা ত না মোরা জানি॥
মণির প্রকাশ, তম করে নাশ,
নিশি দিন সম দেখি।
বীরের নগরে, রজনী বাসরে,
তারা চন্দ্র ভানু সাক্ষী॥
যত বসে লোক, নাহি করে শোক,
সবে নানা সুখে ভাসে।
সুগন্ধি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
মাল্য শোভে কেশপাশে॥
শঙ্খ বেণু বীণা, তূরী ভেরী নানা,
বাদ্য বাজে প্রতি ঘরে।
হয় নাট গীত, দেখি সুচরিত,
মঙ্গল প্রতি বাসরে॥
গুজরাট কথা, গড় চারি ভিতা,
চৌদিকে বেউড় বাঁশ।
অন্যের সামন্ত, নাহি পায় অন্ত,
যদি ভ্রমে এক মাস॥
পাথরের জড়, পাথরের গড়,
কঙ্গুরা পুরট শোভা।
মধ্যে মধ্যে মণি, যেন দিনমণি,
চারি দিকে করে আভা॥
নগরের নারী, যেন বিদ্যাধরী,
ভূষণে ভূষিত কায়।
যতেক পুরুষ, মনোহর বেশ,
পীড়িত বসন্ত বায়॥
বীরের সম্পদ, দেখি দ্রুতপদ,
চলিল রাজার স্থানে।
কণ্ঠেতে কুঠার, মাগে পরিহার,
সুকবি মুকুন্দ ভণে॥

রাজদূতের গুজরাট বার্ত্তা নিবেদন।

জুড়িয়া উভয় কর, মুখে গদগদ স্বর,
নিবেদয়ে নৃপতি-চরণে।
শুন শুহ নরনাথ, কহি আমি জুড়ি হাত,
গিয়াছিলাম বীরের ভুবনে॥
লৈয়া রাজা নিজ ঠাট, মৃগয়াতে গুজরাট,
ভ্রমিতে মৃগের অন্বেষণে।
যত মহাবন ছিল, এক চিহ্ন না পাইল,
তার মধ্যে সুবর্ণ ভুবনে॥
সেই গুজরাট পুরে, কত মহাজন ফিরে,
যেন দেখি দেবতার বেশ।
কত কত গুণবান্, সাধুজন ভাগ্যবান্,
যেন দেখি শ্রীরামের দেশ॥
কোন জন নাহি দুঃখী, উত্তম অধম সুখী,
ধরে সবে বেশ মনোহর।

নিশীশ্বর—কোটাল। অজিন—মৃগচর্ম্ম। অষ্টদিশা—আটদিক। কঙ্গুরা—বুরুজ। পুরট—স্বর্ণ পরিহার—মুক্তি।

যেমন দেখিলুঁ পুরী, কহি তুয়া বরাবরি,
হেন বুঝি অমর-নগর॥
যখন প্রবেশে নিশি, সবে হয়ে সন্ন্যাসী,
প্রবেশ কবিলুঁ সেই স্থানে।
দেখিয়া বীরেব পুর, সন্দেহ হইল দূর,
ভাঁড়ু দত্ত সব সত্য ভণে॥
এক ক্রোশ পথ জুড়ি, দেখিলুঁ বীরের বাড়ী,
পাথরেব গড় চারি ভিত।
শত শত সেনাপতি, হাতে কবি ঢাল কাতি,
আছে তার আওয়াস বেষ্টিত॥
ঘোড়া হাতী নাহি সীমা, দুন্দুভি বাজায় দামা
চতুর্দ্দিকে পদাতিব রোল।
অনেক সামন্ত সেনা, বারি গড়ে দিয়া থানা,
অনুক্ষণ করে গণ্ডগোল॥
ব্যাধ বড় ধনবান্, দ্বিজে ভাটে দেয় দান,
দাতা বীব কর্ণের সমান।
দুঃখী লোকে দয়া করে, ভয়ানকে ভয় হবে,
অর্জ্জুন সমান ধরে বাণ॥
ব্যাধের ধনুক-শিক্ষা, কেবা তাহে পায় রক্ষা,
পেলে ধনু লোকে অনুক্ষণ।
সর্পের সমান গর্জ্জে, গোঁফ তোলা দিয়া তর্জ্জে,
বড় ক্ষেত্রী ব্যাধের নন্দন॥
দণ্ডপাটে কর দিয়া, আপন সেনা লইয়া,
আছে বীর রাজ প্রয়োজনে।
কাহারে না করে ডর, খড়্গ ধরে খরতর,
দেখি ডব পাইল বড় মনে॥
শরীর সূর্য্যের কান্তি, নখ জিনি ইন্দুপাঁতি,
গজমতি জিনিয়া দশন।
প্রফুল্লিত দুই গণ্ড, শিরে ধরে ছত্র দণ্ড,
বসিয়াছে প্রচণ্ড তপন॥
শুন রাজা নর-স্বামী, যতেক দেখিলুঁ আমি,
কহি যদি হয় পাঁচ মুখ।
দেখিয়া বীরের দাপ, অঙ্গে মোব হইল কাঁপ,
বেগে আইলুঁ মনে পেয়ে দুঃখ॥

যোদ্ধাপতি বীরবর, জিনিতে কদাচ পার,
নিশ্চয় কহিতে নাহি পারি।
কোটালিয়া যত কয়, শুনিয়া অন্তরে ভয়,
ক্রোধযুত হৈল অধিকারী॥
বাজাহ দামামা কাড়া, ঝাটে রাত্রে দেহ সাড়া,
সাজন করহ ব্যাধপুরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ কয়, যদি সহস্র বাহু হয়,
তবু ত নারিবে মহাবীরে॥

কলিঙ্গরাজ সমীপে কোটালের গুজরাট বর্ণন।

দেখিলাম গুজরাট, প্রতিবাড়ী গীত নাট,
যেন অভিনব দ্বারাবতী।
অযোধ্যা মথুরা মায়া, নাহি ধরে তার ছায়া,
যেন দেখি ইন্দ্রেব বসতি॥
প্রতি বাড়ী দেবস্থল, বৈষ্ণবের অন্ন জল,
দুই সন্ধ্যা হরি সংকীর্ত্তন।
দেখিলাম অপরূপ, সুগন্ধি অগুরু ধূপ,
সায়ংকালে ব্যাল্লিশ বাজন॥
প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে, মণিময় দীপ জ্বলে,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেণী।
কাঁসর মহুরি পড়া, জগঝম্প বাজে কাড়া
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে সানি॥
আশ্রয়ী কালুর স্থল, খেলে পাশা বুদ্ধি বল,
গুণিজন থাকে গীত নাটে।
যেন বীব রাম রাজা, দুঃখিত নাহিক প্রজা,
কোন চিন্তা নাহি গুজরাটে॥
নগরে নাগর জনা, কানে লম্বমান সোনা,
বদনে গুবাক হাতে পাণ।
চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু,
তসর বসন পবিধান॥
পাষাণে রচিত গড়, দ্বারে মত্তহাতী বড়,
নিয়োজিত চৌদিকে কামান।

কাতি—খড়্গ। সামন্ত—অধীন রাজা। বারি গড়—পরিখা বেষ্টিত রাজবাড়ী। ভয়ানক—ভীত। লোকে—পৃথিবীতে
অনুক্ষণ—অত্যাশ্চর্য্য।

পদাতি সারথি রথী, কত শত সেনাপতি,
সেনাভরে মহী কম্পমান ॥
বীরের ঐশ্বর্য্য দেখি, অনুমানে আমি লখি,
তোমারে না করে ভয় বীর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ
কালকেতু সমরে সুধীর ॥

———

কলিঙ্গপতির যুদ্ধ-সজ্জা।

কালকেতু বড় ধনী, কোটালের মুখে শুনি,
কোপে রাজা লোহিত লোচন।
আজ্ঞা দিল দণ্ডরায়, রাহুত মাহুত ধায়,
চারিদিকে দুন্দুভি বাজন ॥
কলিঙ্গে নৃপতি সাজে, ব্যাল্লিশ বাজন বাজে,
গজঘণ্টা বাজে উত্তরোল।
সাজ সাজ ডাক পড়ে, রাহুত মাহুত লড়ে,
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল ॥
শত শত মত্তহাতী, লয়ে আসে সেনাপতি,
শুণ্ডে বান্ধা লোহার মুদ্গরে।
মাহুত হাতীর পিঠে, শেলশূল শক্তি জাঠে,
গগন পূরয়ে আড়ম্বরে ॥
চারি চারি মহারয়, রথেতে জুড়িয়া হয়,
মহারথী ধায় সারি সারি।
ভিন্দিপাল খরশাণ, তবক বেলক বাণ,
ভুষণ্ডী ডাঙ্গশ গদাধারী ॥
নব লক্ষ ফিরে কাল, ধাইল মদনপাল,
ঘন ঘন ঢাল খাঁড়া লোফে।
দুঃসহ সেনার ভরে, ক্ষিতি টল মল করে,
ফণিপতি আদিনাগ কাঁপে ॥
আশীগণ্ডা বাজে ঢোল, তের কাহন সাজে কোল
কাঁড় ধরে তিন তিন কোটি।
পরিধান পীতধড়ী, মাথায় জালের দড়ি,
অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গা মাটি ॥

বাজন নূপুর পায়, বীরঘটা পাইক ধায়,
রায়বাঁশ ধরে খরশাণ।
সোনার টোপর শিরে, ঘন সিংহনাদ পূরে,
বাঁশে দোলে চামর নিশান ॥
চতুরঙ্গ বল ধায়, পদ-ধূলা উড়ে বায়,
তিরোহিত হয় দিননাথ।
রাজার চরণ ধরি, বলে পাত্র অধিকারী,
মাথায় করিয়া জোড় হাত ॥
কোন ছার কালকেতু, আপনি তাহার হেতু,
কেন রায় করিবে প্রয়াণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

———

রাজকুমারের যুদ্ধে গমন।

পাত্রের বচনে রহে কলিঙ্গ ভূপতি।
আগুদলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি ॥
ডানি দিগে ধাইল কোটাল ভীম মল্ল।
রাজার জামাতা ধায় নামে বীর শল্য ॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
আগুদলে ধায় গজ পার্ব্বতীয় ঘোড়া ॥
রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাটা।
তিন ভাই তীর বিন্ধে দিয়া চূণের ফোঁটা ॥
পাইকের প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল ॥
রাজ-পুরোহিত চলে বিষম করাল।
হয়-বলে আগুদলে রাঘব ঘোষাল ॥
তবক বেলক টাঙ্গি কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে তূণেতে পূর্ণিত শোভে বাণ ॥
পথে পথে বিভাগ করিয়া নিল ঠাট।
চারি দিকে বেড়িল নগর গুজরাট ॥
সম্ভ্রমে বীরের পায় নিবেদিল চর।
বিরচিল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর ॥

দণ্ডরায়—দণ্ড দিবার মালিক। উত্তরোল=উচ্চশব্দ। মহারয়—মহাবেগগামী। হয়—ঘোড়া। বেলক—বন্দুক বিশেষ। রায়বাঁশ—অস্ত্রবিশেষ। চতুরঙ্গ বল—হস্তী, অশ্ব, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য। ঠাট—সৈন্যদল।

গুজরাট আক্রমণ।

সভাতে বসিয়া, দশ দশ বলিয়া,
মহাবীর পাশা খেলে।
হেন-সময়ে চর, জুড়িয়া দুই কর,
সচকিত হয়ে বলে॥
দেখ বাহির হয়ে, চারিদিক জুড়িয়ে,
আইসে কাহার ঠাট।
হেন লয় মোর মতি, কলিঙ্গ নৃপতি,
আসি বেড়িল গুজরাট॥
ভীষণ অতিবড়, আইসে গজ ঘোড়,
সিন্দূরে মণ্ডিত মাথা।
সিন্দূরে মেঘনাদ, আইসে দ্রুতপদ,
গগন ছাড়িয়া হেথা॥
দেখেছি নিকটে, শত শত শকটে,
কামান আছে থরে থর।
হয়-গজ-রব শুনি, কাঁপিছে মেদিনী,
ঘোরতর আড়ম্বর॥
করিবর-পৃষ্ঠে, শবদ বড় উঠে,
দেখিয়া লাগয়ে ডর।
দেখিয়া সন্ধান, করি অনুমান,
আইসে কলিঙ্গ নৃপবর॥
বাদ্যের নাহি সীমা, দুন্দুভি বাজে দামা,
ঘন বাজে শিঙ্গা কাড়া।
সানি বাজে ঢোল, চারিদিকে রোল,
ডিম ডিম বাজয়ে পড়া॥
শত শত বাজে ঢাক, পাইক ধায় লাখে লাখ,
কার কেহ না শুনে বাণী।
রায়বাঁশ তবকী, ফরিকাল ধানুকী,
আগুদলে কনকনিশানী॥
হয়-রবে লাগে তালি, উঠয়ে পদধূলি,
তেজোহীন হৈল ভানু।
মমতা করি দূর, ছাড়হ এই পুর,
শরণ করহ সানু॥
চর মুখে ভাষা শুনিয়া, পাশা,
ফেলিয়া মহাবীর সাজে।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
চণ্ডীর চরণ-সরোজে॥

কালকেতুর রণ-সজ্জা।

সাজিল রে মহাবীর, বিষম-সমরে ধীর,
চর দেয় নগরে ঘোষণা।
শত শত শৈল পড়ে, রাহুত মাহুত নড়ে,
শুনি ধায় পুরী-সর্ব্বজনা॥
বীর-কাছ পরিধান, কোপে বীর কম্পমান,
কনক-টোপর শোভে শিরে।
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম, গায়ে আরোপিল বর্ম্ম,
দুই দিগে কাছে যমধরে॥
দেয়াড় চিয়াড় বাণ, করবাল খরশাণ,
ভুষণ্ডী ডাঙ্গস চক্রবাণ।
যেই দিকে চাহে বীর, কোপ দৃষ্টি অতি ধীর,
কোকনদ-রুচির বয়ান॥
কাল বসে বাম ভাগে, শমন শরের আগে,
করাল ভৈরবী দুই ভুজে।
শিঞ্জিনীতে বসে শেষ, ভৈরব উন্মত্ত বেশ,
যতক্ষণ মহাবীর যুঝে॥
ধায় পাইক চাপ ঢাল, ঢালে বান্ধে উরমাল,
পায়ে বাজে কনক নূপুর।
কোন পাইক শিঙ্গা বায়, রাঙ্গাধূলি মাখে গায়,
রণসিংহ পাইক ঠাকুর॥
ধাবাড়ে পাখীর বাড়, জোড়ে চৌখণ্ডিয়া কাঁড়,
বাঁশে বান্ধে হাঁড়িয়া চামর।
রণমাঝে দেয় হান, বাহুমূলে বান্ধে বাণ,
খেদাবাগ রণে অকাতর॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।

সন্ধান—ভাবগতিক। ফরিকাল—খেলোয়াড়। সানু—পর্ব্বতের উপরিস্থ সমান ভূমি। বীর কাছ—মালকোঁচা। কাছে—যোজনা করে। কোকনদ—রক্তপদ্ম। রুচির—মনোহর। শিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা। বায়—বাজায়। ধাবাড়ে—যে খুব দৌড়িতে পারে যে। বাড়—বাড়া; বেশী। বাণ—বাণাধার, তূণ। খেদাবাগ—একজনের নাম, খেদাইয়া (তাড়াইয়া) বাঘ ধরে যে, সে।

তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কালকেতুর যুদ্ধ-যাত্রা।

পূর্ব্ব দ্বারে রহিল কোটাল ভীমবথ।
রাহুত মাহুত আর সেনা শতে শত ॥
নিয়োজে বিশাল নামা দুয়ার দক্ষিণে।
যার কোলাহলে লোক কিছুই না শুনে ॥
রহিল পশ্চিম দ্বারে সৈয়দ ওমার গাজী।
যাহার ভিড়নে রহে ষোল শত তাজী ॥
উত্তর দুয়ারে রহে বলাগন খান।
রণে ভঙ্গ দেয় সেনা দেখি তার বাণ ॥
চারি দিকে রাহুত মাহুত শতশত।
গুজরাটে সেনাগণ আগুলিল পথ ॥
এমত সময়ে সাজে ব্যাধের নন্দন।
প্রদক্ষিণ হয়ে বন্দে চণ্ডীর চরণ ॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা চণ্ডীর প্রসাদ।
মস্তকে ধরিয়া যুদ্ধে চলিলেন ব্যাধ ॥
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া দিল দরশন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কালকেতুর যুদ্ধারম্ভ।

বীর বালা দুই ভুজে, বীব কালকেতু যুঝে,
পশ্চিম দুয়ারে দিল থানা।
রাহুত মাহুত পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
খর বহে রুধিরেব খানা ॥
বায়ু বসে পত্রভাগে, শমন শরেব আগে,
করাল ভৈরবী দুই ভুজে।
শিঞ্জিনীতে বসে শেষ, ভৈরব উন্মত্ত বেশ,
যতক্ষণ মহাবীর যুঝে ॥
শ্রীকালকেতুর বোলে, যুঝে দানা রণস্থলে,
উলটি পালটি দেয় হানা।
বাণ বৃষ্টি করে বীর, মেঘ যেন বর্ষে নীর,
খর বহে রুধিরের ফেনা ॥
রাজসেনা বীর হানে, মিলিয়া যোগিনীসনে,
কৌতুকে গাঁথয়ে মুণ্ডমালা।
রণে অলক্ষিত হয়ে, চৌষট্টি যোগিনী লয়ে,
উরিলেন শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা ॥
বাজদলে দিতে হানা, ধায় ষোলকোটি দানা,
চণ্ডীর আদেশ ধরি শিরে।
আনন্দে তরলমনা, পিয়ে রুধিরের পানা,
কালকেতু সনে রণে ফিরে ॥
চৌদিকে বাজাব ঠাট, ঘন ডাকে কাট কাট,
পরাক্রমে বীব নাহি টুটে।
অম্বিকাব বর পায়, বীরের পাষাণ কায়,
শেল টাঙ্গি অস্ত্র নাহি ফুটে ॥
তার বাণে নাহি রক্ষে, বাণ এড়ে লক্ষে লক্ষে,
ভীমমল্ল বাজ-সেনাপতি।
আনন্দে তরলমনা, কাটা মুণ্ড লোফে দানা,
মহাবীব রণে অব্যাহতি ॥
ফেলে অস্ত্র লোফে বীর মারে মালসাট।
বিপক্ষ মারিতে বীর, জুড়িলেক কাট ॥
চৌদিকে ধাঁ ধাঁ, বাজয়ে দামামা,
তবকী তবকে রোল।
পাইক দেয় উড়া পাক, ঘন বাজে জয়ঢাক,
কারো কেহ নাহি শুনে বোল ॥
ডিম ডিম ডম্বর, পূরয়ে অম্বর,
ঘন ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে সানি, রণজয় বেণী,
গুজরাটে উঠিল কম্প ॥
কোটাল বীরবর, এড়য়ে ঘন শর,
মেঘে যেন পানী পসালা।
ঠেকিয়া বীর গায়, বাণ পিছাইয়া যায়,
পুষ্পের যেমন মালা ॥

ভিড়নে—অধীনে। তাজী—আরবী ঘোড়া। বালা—তাগা; বলয়। থানা—গর্ত্ত। পত্র—শরমূলযুক্ত পালক। শেষ—অনন্ত নাগ; সর্পরাজ। হানা—অস্ত্রাঘাত কিম্বা হুহুঙ্কার। যোগিনী—ভগবতীর সখী। অব্যাহতি—অব্যাহত, বাধাহীন।

কোটাল আগুদল, ধাইল গজবল,
লৌহের মুদ্গর শুণ্ডে।
হানিয়া বীরবর, করিল জর জর,
শোণিত নিকলে তুণ্ডে॥
ধরিয়া সে রণে, তুরঙ্গ চরণে,
মাথায় তুলি দিল নাড়া।
অঙ্গ ছিঁড়িল, তুরঙ্গ পড়িল,
হাতেতে রহিল ফড়া॥
বীরবর লম্ফে, বসুধা কম্পে,
অষ্ট কুলাচল ফিরে।
ফণিগণ ছাড়িল, মণিগণ পড়িল,
ফণিপতি মাথা ঘুরে॥
বীরবর ঝম্পে, বসুধা কম্পে,
মুটকি মারিয়া দিল টান।
ছিণ্ডিল শুণ্ড, ভাঙ্গিল মুণ্ড,
কাঙ্কড়ি যেন খান খান॥
বীরের বিক্রম, দেখিয়া নিরুপম,
নৃপতি-সেনা দেয় ভঙ্গ।
শ্রীকবিকঙ্কণ, গীত বিরচন,
দ্বিজবর নৃপতির বঙ্গ॥

পূর্ব্বদ্বারের যুদ্ধ বিবরণ।

পূর্ব্ব দুয়ারে ঘন বাজে ডিণ্ডিম।
বীরবর যুঝে যেন কুরু-রণে ভীম॥
তাড়িপত্র খাণ্ডা উভারিল বীরবর।
তুরগ সহিত রণে পড়ে হরিহর॥
নৃপতি-সেনারে বীর করিছে উত্তর।
তোহার বেটার সনে হইস সোসর॥
সেবকের যোগ্য নহে তোর নৃপবর।
ধরিতে বামন হয়ে চাও সুধাকর॥
মহাকোপ-মতি হয়ে দুই বীরে রোষে।
দুইজনে যুঝে যেন তুরঙ্গ-মহিষে॥
মণি হেতু যুঝে যেন কেশরী প্রসেনে।
মাংস হেতু যুদ্ধ যেন সৈতানে সৈতানে॥
বীরের দাবড়ে পড়ে নৃপতির দল।
গজের চাপনে যেন ভাঙ্গে বন-নল॥
ভাঙ্গিল রাজার বল হৈয়া ছত্রাকার।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালির সার॥

উত্তর দ্বারের যুদ্ধ বিবরণ।

উত্তর দুয়ারে ছিল বীর বলাগন।
সেনাগণ পড়ে রণে, না হয় গণন॥
খয়ের দুন্দা, হরির বিন্দা,
রাজসেনা পড়ে কাট।
হরি সঙরণে, বীর এড়ে যতনে,
কবাইয়া সেনা পাট।
হবীব উল্লা, সেখ সাদুল্লা,
রাজ-সেনা পাটে পাট।
বীরের আগুয়ান, পূরিয়া সন্ধান,
হান হান শব্দে ভাঙ্গে ঠাট॥
বিষম কবাল, রাঘব ঘোষাল,
করবাল মারে বীরের অঙ্গে।
বীরের অঙ্গে, করবাল ভাঙ্গে,
স্বর্গে ত্রিপুরা হাসে রঙ্গে॥
রণ করে যুবরাজ, সেনাপতি পায় লাজ,
রাজ-শরাসন পূরে।
উভারে বীরে, বীর চর্ম্ম ধরে,
চর্ম্মের উপরে ঘুরে॥
ভীমরথ ভীমমল্ল, আর বীরসেন শল্য,
ভাঙ্গি উভারে বীরে।
বীরের অঙ্গে, শেল লাঠি ভাঙ্গে,
রঙ্গে শিবা শঙ্খ পূরে॥
এমন সময়ে, দানাগণ নাচয়ে,
বীর মারে মালসাট।

উভারিল—নামাইল। সোসর—তুলা। প্রসেন—যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশধর সত্রাজিতের ভ্রাতা। সত্রাজিত সূর্য্য প্রদত্ত স্যমন্তকমণি তদীয় ভ্রাতা প্রসেনকে দান করেন। একদিন প্রসেন অশুচি অবস্থায় বনে মৃগয়ার্থ গমন করিলে এক সিংহ সেই মণির জন্য তাঁহাকে বধ করে।—বিষ্ণুপুরাণ। সৈতান—সয়তান। দাবড়ে—মাড়ামাড়িতে। মালসাট—বাহুর আস্ফালন।

বীরের বিক্রম, ভীম সম যম,
সমরে জোড়ে কাট্ কাট্ ॥
সমরে বীরবর, ধরিয়া করিবর,
মাথায় তুলে দিল পাক।
শুণ্ড গেল ছিঁড়ে, হস্তী মণ্ডলে পড়ে,
তায় সেনা পড়ে লাখে লাখ ॥
জগদবতংসে, পালধি বংশে,
শ্রীনৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম ॥

যুদ্ধ দর্শনে ভাঁড়ুর চিন্তা ও কোটালের প্রতি তর্জ্জন।

রাজসেনা ভঙ্গ দিল ভাঁড়ু ভাবে দুঃখ।
পলায় রাজার সেনা না হয় সম্মুখ ॥
পরিবার রৈল মোর পাপ গুজরাটে।
গলিত কাঁকুড়ি প্রায় মোর বুক ফাটে ॥
চিন্তায় চিন্তিত ভাঁড়ু বিক্রমে বিশাল।
নিষ্ঠুর বচনে বলে তর্জ্জিয়া কোটাল ॥
সেনাপতি সমস্ত সামন্ত বিদ্যমান।
বীর ধরিবার তরে তুমি নিলা পাণ ॥
বীর স্থানে লক্ষতঙ্কা খাইলে কি খতি।
ভাঁড়ুদত্ত জীয়ন্তে পালাবে বেটা কতি ॥
গাছ দাগে ডাল ভাঙ্গে লোকে করে সাক্ষী।
ভাঁড়ুর বচনে লাগে কোটালের ভেলকী ॥
তরাসে কোটাল পুনঃ গুজরাটে বেড়ি।
রহ রহ বলিয়া দামামায় পাড়ে বাড়ি ॥
সমর করিতে পুনঃ আইসে কালকেতু।
ফুল্লরা বুঝায় তারে জীবনের হেতু ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ।

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
হারিয়া যে জন যায়, পুনরপি আইসে তায়,
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ ॥
যদি আছে জীয়ে আশা, ত্যজিয়া দেশের বাসা
প্রাণ লয়ে চল মহাবীর।
আজি পূর্ণ হৈল কাল, সাজি আইল মহীপাল,
তার রণে কেবা হয় স্থির ॥
নখর-রঞ্জিত নরু, নাহি কাটে তাল তরু,
ফুল্লরার শুনহ আদ্দাস।
আমি কহি উপদেশ, যদি না ছাড়িবে দেশ,
রামায়ণে শুন ইতিহাস ॥
সুগ্রীবে জিনিয়া রণে, দয়ায় রাখিল প্রাণে,
আরোপিয়া হৃদয়ে পাষাণ।
বিষম সমরে ধীর, কিষ্কিন্ধ্যা আইল বীর,
জয় ঘণ্টা বাজায়ে বিষাণ ॥
সুগ্রীব পলায়ে যায়, আশ্বাসিয়া রাম তায়,
সখা ভাবে রহে ঋষ্যমূকে।
সুগ্রীব রামের তেজে, বালীর দুয়ারে গর্জ্জে,
ধায় বালী রণ-অভিমুখে ॥
কান্দিয়া এমন কালে, চরণে ধরিয়া বলে,
পতিব্রতা বালীর রমণী।
আমি করি নিবেদন, আজি না করিহ রণ,
হেতু কিছু আমি মনে গণি ॥
যে জন তোমার ভয়ে, ঋষ্যমূকে স্থির নহে,
সেই জন দ্বারে দেয় ডাক।
হেন লয় মোর মনে, কোপে রাজা আসি রণে,
ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক ॥
তারে বিড়ম্বিল বিধি, না মানে জায়ার বুদ্ধি,
সমরে পড়িল রাম-শরে।
ফুল্লরার কথা রাখ, কিছুকাল জীয়া থাক,
না যাইও রাজার সমরে ॥
ফুল্লরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গণি,
লুকাইল বীর ধান্য-ঘরে।

কতি—কোথায়। জীয়ে—জীবনে। নরু—নরুন। পাড়য়ে—ফেলে, উপস্থিত করে। বিড়ম্বিল প্রতারণা করিল। ধান্যঘরে—হামারে, গোলা ঘরে।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
সুখে থাকি আড়রা নগরে ॥

কোটালের চিন্তা।

লইয়া রাজার ঠাট, বেড়ে পুনঃ গুজরাট,
কোটাল ভাবয়ে মনে মন।
নাহি শুনি শিঙ্গা কাড়া,না পাই বীরের সাড়া,
ইথে কিছু আছয়ে কারণ ॥
শঙ্কা করিয়া মনে, নাহি রহে এক স্থানে,
অনুক্ষণ চঞ্চল-লোচন।
লুকাইয়া রৈল ব্যাধ, পাছে পাড়ে পরমাদ,
এই চিন্তা করে মনে মন ॥
দেয় কোটাল লাফ ঝাঁপ,অন্তরে হতেছেকাঁপ,
আশ্বাস করয়ে সেনাগণে।
ধরি লব কালকেতু, নাহি ভয় তার হেতু,
একাকী জিনিব তারে রণে ॥
আপনা বুঝাতে নারে, পরকে প্রবোধ করে,
ভয়ে অঙ্গ পুলকি উঠিল।
চলিতে না চলে পা, বদনে না সরে রা,
তরাসে কোটাল হীনবল ॥
যদি উচ্চ-স্থান পায়, সত্বর উঠিয়া তায়,
দশ দিক করে নিরীক্ষণ।
উভ করিয়া শ্রুতি, গুজরাটে দেয় মতি,
নিবারয়ে বাদ্য বাজন ॥
কোটাল স্মরয়ে ধর্ম্ম, কেন হেন কৈনু কর্ম্ম,
মনে ভাবে সংশয় জীবন।
কালকেতু তরে ভয়, লুকাইয়া কেহ রয়,
ছলা করি রহে কোন জন ॥
কোটালের ভয় দেখি, ভাঁড়ু দত্ত মনে দুঃখী,
কহে তারে বিশেষ উপায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায় ॥

কালকেতুর সন্ধানে ভাঁড়ুর গমন।

বাহির গড়ে রহ সবে সাজন করিয়া।
মোর বুদ্ধে মহাবীরে আনিব ধরিয়া ॥
মোর সঙ্গে দেহ তুমি একটি ব্রাহ্মণ।
তার হাতে দেহ পাণ কুসুম চন্দন ॥
রাজা দিয়াছেন পাণ তোমারে প্রসাদ।
এমন বলিয়া আমি ভাণ্ডাইব ব্যাধ ॥
ছল বুদ্ধে জানি আসি বীরের চরিত।
সাড়া নাহি দেয় বীর করে কোন রীত ॥
আপনার বলে তুমি থাক সাবহিতে।
বীরের দেখিয়া কার্য্য আসিব ত্বরিতে ॥
তোমা সনে নিবন্ধ করিনু দুই দণ্ড।
ইহা বই বেড়িও পুরী হইয়া প্রচণ্ড ॥
ভাঁড়ুর যুকতি লাগে কোটালের মনে।
আপন ব্রাহ্মণে দিল ভাঁড়ুদত্ত সনে ॥
ব্রাহ্মণ সহিত ভাঁড়ু যায় সচকিত।
বীরের দুয়ারে গিয়া হৈল উপনীত ॥
এক দুই তিন দ্বার ভাঁড়ুদত্ত যায়।
দুয়ারী প্রহরী কারে দেখিতে না পায় ॥
সভয় হইয়া গেল চারি পাঁচ দ্বার।
বীরের ঐশ্বর্য্য দেখে উদ্যমে অপার ॥
সপ্তম মহলে দেখে ফুল্লরা সুন্দরী।
আগে পাছে বসিয়াছে যত সহচরী ॥
খুড়ী খুড়ী বলি ভাঁড়ু করিল জোহার।
অঞ্জলি করিয়া কহে কপট প্রকার ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ফুল্লবার প্রতি ভাঁড়ুর ছলনা-বাক্য।

শুন গো শুন গো খুড়ি,যত কার্য্য ছিল দেরি,
করিলাম সব সমাধান।

বুঝাতে সান্ত্বনা দিতে। পুলকি—রোমাঞ্চিত হইয়া। উভ—উঁচু। গড়—কেল্লা। প্রসাদ—অনুগ্রহ। রীত—রীতি, কার্য্য বা আচরণ। বলে—সৈন্যে। নিবন্ধ—এখানে নির্দ্ধারণ, করার। দুই দণ্ড—দুই দণ্ডের জন্য। সমাধান—সমাপ্ত।

খুড়া মোর কোথা গেলা, এই শুভক্ষণ বেলা,
লউন আসি নৃপতির পাণ॥
না করিয়া নিবেদন, কাটিল গুজরাট বন,
সেই হেতু নৃপতির রোষ।
বীরের পাইকালা দেখি, নৃপতি হইল সুখী,
বীর প্রতি রাজার সন্তোষ॥
বীরের ধনের বাদ, বড় ছিল পরমাদ,
নাবড়ে কহিল রাজস্থানে।
করিয়া অনেক ন্যায়, ঘুচাইনু সব দায়,
ভয় কিছু না করিও মনে॥
রাজা হয়ে পরিতোষ, ক্ষমিলা সকল দোষ,
বীরকে করিবে সেনাপতি।
গুজরাটে জায়গীরি, আর দিবে মধুপুরী,
এবে তুমি বড় ভাগ্যবতী॥
আমার বচন শুন, খুড়াকে ডাকিয়া আন,
মনে কিছু না করিও শঙ্কা।
নিজ যদি পর হয়, তবে বিপক্ষের ভয়,
বিভীষণ নাশ কৈল লঙ্কা॥
রথ রথী ঘোড়া হাতী, আর যত সেনাপতি,
বীর হইবে সবার প্রধান।
পাণ দিয়াছেন হাতে, ব্রাহ্মণ এসেছে সাথে,
অবিলম্বে করিতে প্রয়াণ॥
প্রাণদাতা তোর স্বামী, তাহার সেবক আমি,
মনে কিছু না ভাবিও আন।
খুড়া কৈল অপমান, নাহি করি বিজ্ঞাপন,
তার কার্য্যে আমি সাবধান॥
ঠকের মধুর বাণী, একচিত্তে রামা শুনি,
ধান্য-ঘরে করে নিরীক্ষণ।
সুচতুর ভাঁড়ু দত্ত, বুঝিল কার্য্যের তত্ত্ব,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর বন্ধন।

ভাঁড়ু দত্ত বিলম্বিতে কার্য্য সিদ্ধি গণি।
কোটাল বীরের পুরী ঘেরিল তখনি॥
শুনিয়া বৃত্তান্ত বীর হয়ে রোষান্বিত।
বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে হৈল উপনীত॥
এক দিকে একা বীর হানে লাখে লাখে।
কোটালের চতুরঙ্গ সৈন্য অন্যদিকে॥
কৈলাসে গিরীন্দ্রসুতা স্মরি পূর্ব্বকথা।
ডাকি পদ্মাবতীকে কহেন বিশ্বমাতা॥
বীরের শাপের কাল হৈল অবসান।
আমি স্বর্গে গেলে ইন্দ্র করে অভিমান॥
বিংশতি বৎসর হৈল কাল নাহি আর।
ইহার ভিতরে কবি পূজার প্রচার॥
এমন বিচার চণ্ডী করি পদ্মা সনে।
বীরের অঙ্গের বল হরিল সেই ক্ষণে॥
চতুরঙ্গ দলেতে কোটাল বীরে বেড়ে।
সৈন্য ঠেলাঠেলিতে ভূমিতে বীর পড়ে॥
দশ বিশ জন মেলি ধরে এক হাত।
বীরে ধরি কোটাল স্মরয়ে বিশ্বনাথ॥
গজের শিকল দিয়া বান্ধে মহাবীর।
হাতে হাতকড়ি দিল গলায় জিঞ্জির॥
কোটালের হৃদয়ে উরিলেন মহামায়া।
বন্দী করি মহাবীরে বড় হৈল দয়া॥
এমন সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
গলায় কুঠারি বান্ধি করেন গোহারি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কোটালের প্রতি ফুল্লরার বিনয়।

না মার না মার বীরে শুনরে কোটাল।
গলার ছিঁড়িয়া দিব শতেশ্বরী হার॥

বাদ—কথন; অপবাদ নাবড়—দুষ্ট, খল। ন্যায়—যুক্তি। দায়—বিপদ। তত্ত্ব—তথ্য, সন্ধান। জিঞ্জির—শিকল। গোহারি—কান্নাকাটি; সুবিচার প্রার্থনা।

না করি তস্কর বৃত্তি না করি ডাকাতি।
দুঃখ দেখে ধন দিয়া গেলেন পার্ব্বতী॥
গো মহিষ ধান্য লহ অমূল্য* ভাণ্ডার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীকে আমার॥
দেহ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
সর্ব্বস্ব লইয়া রাখ বীরের পরাণ॥
বিচার করিয়া দেখ দোষ নাহি করি।
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী॥
কারো নাহি লই রাজকর এক পণ।
তৌলিয়া গণিয়া লহ যত আছে ধন॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
অসিঘাত করি আগে ফুল্লরারে হান॥
তবে শেষে করিও বীরের প্রাণদণ্ড।
পিতৃ-পুণ্যে জ্বালি মোরে দেহ অগ্নি-কুণ্ড॥
কুঞ্জরে লাদিয়া লহ যত আছে ধন।
এই বার রক্ষা কর বীরের জীবন॥
ঘোড়াশালে ঘোড়া লহ হাতীশালে হাতী।
লহ মোর যত আছে সৈন্য সেনাপতি।
ফুল্লরার বিনয় শুনিয়ে নিশীশ্বর।
মধুর বচনে তারে দিলেন উত্তর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুকে লইয়া সৈন্যগণের কলিঙ্গে গমন।

শুন শুন মোর বাক্য ফুল্লরা সুন্দরি।
আমার শকতি বীরে ছাড়িতে না পারি॥
পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর।
লঘুদোষে গুরুদণ্ড করে নরেশ্বর॥
কহি গো তোমারে আমি স্বরূপ বচন।
রাজারে কহিয়া বীরের রাখিব জীবন॥
প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুল্লরা।
বীরে ধরি আনিতে কোটাল করে ত্বরা॥
হাতে হাতকড়ি দিল গলায় জিঞ্জির।
চরণে ডাঁড়ুকা দিয়া বাঁধে মহাবীর॥
চৌদিকে বেড়িয়া সেনা চলিল সত্বরে।
মহাবীরে বান্ধি তোলে কুঞ্জর উপরে॥
দিন-অবশেষে কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গে।
দেখিতে কলিঙ্গবাসী ধায় বড় রঙ্গে॥
বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ ভূপাল।
ডানিদিগে পুরোহিত বিজয় ঘোষাল॥
বামদিকে মহাপাত্র নরসিংহ দাস।
সম্মুখে পাঠক সিংহ পড়ে ইতিহাস॥
রাজার সভাতে বসে সুপণ্ডিত-ঘটা।
পরিধান দিব্যবাস ভাল জুড়ে ফোঁটা॥
নৃপতির ছয় পুত্র আঠার ভাগিনা।
গুণিজন গায় গীত বাজাইয়া বীণা॥
চারি দিকে রাউত মাহুত সেনাপতি।
মহলা করয়ে গজ তুরঙ্গ পদাতি॥
সামন্তের অধিপতি নৃপতির মামা।
সভায় বসিয়া শুনে কোটালের দামা॥
বিচার করয়ে তারা লয়ে সভাজন।
হেন বুঝি কোটাল জিনিয়া আইসে রণ॥
এমন সময়ে তথা আইল নিশাপতি।
বীরে ভেট দিয়া নৃপে করিল প্রণতি॥
বীরে দেখি কোপে রাজা লোহিত-লোচন।
ভীষণ ভাষায় কিছু বলেন বচন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কলিঙ্গ নৃপতির সহিত কালকেতুর
কথোপকথন।

কোন দেশে নিবাস বৈসহ কোন গ্রাম।
তোমার দেশের রাজা তার কিবা নাম॥
কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী।
এত তেজ ধর ব্যাধ কার আজ্ঞা ধরি॥

তৌলিয়া—ওজন করিয়া। লাদিয়া—বোঝাই করিয়া। স্বরূপ—যথার্থ। ডাঁড়ুকা—বেড়ি। বার দিয়া—সভা করিয়া। গুণী—সঙ্গীতজ্ঞ। মহলা—আখড়াই বা শিক্ষার পরীক্ষা।

আমারে না মান বেটা হইয়া প্রবল।
অচিরাতে পাবে তুমি তাব প্রতিফল॥
বীর কহে গুজরাটে নিবাস চণ্ডীপুর।
আমার দেশের রাজা মহেশ ঠাকুর॥
আমি তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।
তাঁর তেজ ধরি আমি তাঁব আজ্ঞাকারী॥
অবিচার করি রায় মোবে কর রোষ।
পরিণামে জানিবা ব্যাধের নাহি দোষ॥
কোন সাধুজন বধি পাইলে বহুধন।
গোচর না করি মোরে কাটাইলে বন॥
ধনের গৌরবে বেটা কর পরিহাস।
কতেক আমার সৈন্য কবেছ বিনাশ॥
ছুঁইতে নিষেধ বেদে অতি হীন জাতি।
সভা মাঝে বসিয়া কথার দেখ পাঁতি॥
কোন সাধু জনে আমি নাহি করি বধ।
ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাড়ায় সম্পদ॥
তাঁহার আদেশে আমি কাটিয়াছি বন।
তাঁর ধন ব্যয় করি বসাইনু জন॥
মোর বাক্যে অবধান কর নৃপমণি।
ইহা ভাল মন্দ জানে হেমন্ত-নন্দিনী॥
বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দব।
ধ্যানেতে চরণ যাঁর না পায় অন্তর॥
নীচ জাতি ব্যাধকে চণ্ডিকা দিল ধন।
এমন কথায় তোর বিশ্বাসে কোন জন॥
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে।
এমত বচন যেন কেহ নাহি বলে॥
দেহ যদি গজতলে নিবারিতে নারি।
ইহা ভাল মন্দ জানে হেমন্ত-ঝিয়ারি॥
সঁপিলুঁ আপন তনু চণ্ডিকার পায়।
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়॥
অবধান কর রায় করি নিবেদন।
জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ॥
রাজার আদেশে পাত্র কুঞ্জর আনায়।
চরণে ধরিয়া কিছু পাত্র নিবেদয়॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালকেতুর কারাগারে প্রবেশ।

পাত্র মিত্র পণ্ডিত বুঝায় নরপতি।
কালকেতু বধিতে না দিও অনুমতি॥
রাজার তর্জ্জনে ব্যাধ নাহি করে ভয়।
দেবের অভয় তারে আছয়ে নিশ্চয়॥
চণ্ডীর চরণ বিনা নাহি ভাবে আন।
বীরকে বধিতে রায় না দিবে বিধান॥
সবার বচনে রাজা না বধিল বীরে।
বন্দী করি থুতে আজ্ঞা দিল কারাগারে॥
দশ বিশ পোতামাঝি বীরে লয়ে ধায়।
একমুণ্ডা ঘর খানে প্রবেশ করায়॥
সওয়া ক্রোশ ঘর খান একটি দুয়ার।
দিবস দুপরে তাহে ঘোর অন্ধকার॥
প্রবেশ করায় তারে আন্ধারিয়া কোণে।
উপবাসী বন্দী তথা আছে পণে পণে॥
বন্দী দেখি মহাবীব বলে ভাই ভাই।
উসরি পসারি দেহ একটুকু ঠাঁই॥
হাড়ি দিল মহাবীরে করি উভমুণ্ডা।
চারিদিকে পোতামাঝি দিল তুষের ধুঁয়া॥
জটে দড়ি দিয়া ধীরে বান্ধিলেক চালে।
হাতে হাতকড়ি দিল গলায় জিঞ্জিরে॥
বুকে তুলে দিল পাঁচ সাঙ্গের পাথর।
পাথর চাপানে বীর করে থর থর॥
মনে ভাবে মহাবীর সংশয় জীবন।
ফুল্লরা স্মরণ করি করয়ে রোদন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পাঁতি—ধরণ; ছাঁদ; শ্রী। অন্তর—হৃদয়ে। সঁপিলুঁ—সমর্পণ করিলাম। অভয়—বর। পোতামাঝি—বলবান্ রক্ষী।
পণে পণে—অনেক। উসরি পসারি—বিস্তৃত করি; হাত পা মেলি। জটে—চুলে। সাঙ্গ—চারিজনবাহ্য তাম্রদণ্ড বিশেষ।

কালকেতুর খেদ।

কান্দে বীর ফুল্লরার মোহে।
দাবানল জিনি শ্বাস, মুখে গদ গদ ভাষ,
জলশয্যা লোচনের লোহে॥
তোর বাক্য নাহি ধরি, চণ্ডিকার অঙ্গুরী
লয়েছি আপন মাথা খাইয়া।
সুখেতে থাকিতে বিধি, বিড়ম্বিলা দিয়া নিধি,
কেবা মোরে নিবে উদ্ধারিয়া॥
যেই কালে মহেশ্বরী, মনোহর বেশ ধরি,
বসেছিলা আমার কুটীরে।
তুমি কৈলে কদুত্তর, আমি জুড়িলাম শর,
এই হেতু ছাড়িলা আমারে॥
মরিলাম কারাগারে, তারে সমর্পিব কারে,
ফুল্লরা হইল অনাথিনী।
মাংস বেচিতাম ভাল, এবে সে পরাণ গেল,
বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী॥
কুলিতার ধনু খান, ছিল গোটা তিন বাণ,
আছিলাম আপনার দম্ভে।
কে বা চাহে সম্পদ, ধন দিয়া কৈল বধ,
ভগবতী আমারে বিড়ম্বে॥
স্মরিয়া চণ্ডীর মন্ত্র, পূজার বিধান তন্ত্র,
মনে মনে পূজয়ে পার্ব্বতী।
ত্যজিয়া বিষাদ মতি, মহাবীর করে স্তুতি,
হৃদয়ে ভাবিয়া ভগবতী॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতু কর্ত্তৃক চৌত্রিশা স্তব।

কহিছে কালীকে কালকেতু রক্ষা তরে।
কৈলাস ছাড়িয়া মাগো উর কারাগারে॥
কালী কপালিনী মাতা কপোলকুন্তলা।
কালরাত্রি কঞ্জমুখী কত জান কলা॥
কারাগারে কালুর কলুষ কর নাশ।
কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজদাস॥
তব ধনহেতু কালী তব ধন হেতু।
কঠিন কলিঙ্গ রায় বধে কালকেতু॥
খরতর রাজা মাতা যেন ক্ষুরধার।
খণ্ড খণ্ড কলেবর করিল আমার॥
এ খেদ খণ্ডন করি খলে কর নাশ।
খণ্ডিয়া সকল দোষ রাখ নিজদাস॥
গিরিজা গণেশমাতা গতি সবাকার।
গোকুল রাখিলা গোপকুলে অবতার॥
গহন-নিগড়ে মাতা দগধে শরীর।
গলিত করহ মাতা গলার জিঞ্জির॥
ঘোররূপা ঘোরতপা ঘোষণ-ভীষণা।
ঘন ঘন কৈলা রণে ঘণ্টার বাজনা॥
ঘন শ্বাস বহে মুখে গায়ে কালঘাম।
ঘরের সেবক মাতা স্মরে তব নাম॥
উচ্চ নীচ সমান করিতে জান তুমি।
উমা মহেশ্বরী মাগো বেরুণীয়া আমি॥
উদ্ধার করহ মাতা রাজ-কারাগারে।
উচিত বলিতে মাগো নাহিক আমারে॥
চঞ্চল-চেতন আমি চল্লিশ বন্ধনে।
চোরের চরিত্র হৈল চণ্ডিকার ধনে॥
চণ্ডী চণ্ডবতী মাতা চণ্ড কর দূর।
চরণ-সরোজে স্থান দেহ মা কালুর॥
ছল ধরি রাজা গো ধনের ছলে বান্ধে।
ছলে ধন দিয়া বধ বিনা অপরাধে॥
ছেদন করিবে রাজা তব-ধন-ছলে।
ছায়া দিয়া রাখ তব চরণ-কমলে॥
জগত-জননী জয়া জগত-বন্দিনী।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা জয়ন্তী জননী॥
জটাজূটবতী জয়া শশি-শিরোমণি।
জীবের জীবন জনার্দ্দন-সহায়িনী॥

মোহ—মূর্চ্ছা, অজ্ঞান; (এখানে মমতা অর্থে ব্যবহৃত।) চৌত্রিশা—চৌত্রিশ অক্ষরে নিবদ্ধ। কঞ্জমুখী—পদ্মমুখী। গহন—যন্ত্রণাদায়ক। ঘোষণ-ভীষণা—ভয়ানক শব্দকারিণী। কালঘাম—বিষম ঘাম। চণ্ড—উগ্র, ভয়ঙ্কর।

ঝোপ ঝাপে বধিতাম যত পশুগণ।
ঝগড়াবিহীন ছিল ব্যাধের নন্দন ॥
ঝনঝনা-সম মাতা হৈল তব ধন।
ঝটিতি করহ মাতা ঝগড়া মোচন ॥
টানাটানি করে চুলে ধরিয়া কোটাল।
টঙ্গ টাঙ্গি হানে কেহ কেহ করবাল ॥
টিটকারি করে পাইক নামে পরাজয়ী।
টঙ্কারিয়া দুঃখ দূর কর কৃপাময়ী ॥
ঠাকুরাণী হয়ে দাসে দিলে গো শরণ।
ঠাকুরালি দিয়া মাতা বধ কি কারণ ॥
ঠন ঠন করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে।
ঠাঁই দেহ ঠাকুরাণি চরণারবিন্দে ॥
ডাহিনে ডাকিনী মাতা ডমরুরূপিণী।
ডমরু-মধ্যমা মাতা ডিণ্ডিমবাদিনী ॥
ডাকা নাহি দেই ডাকাতের নহি সাথী।
ডরে প্রাণ ডোল হৈল রক্ষ ভগবতী ॥
ঢঙ্গ ঢঙ্গাতি নহি আখেটীর জাতি।
ঢোল ঢঙ্গা নাহি করি পরের যুবতী ॥
ঢেকা মারি লয় প্রাণ শত শত জন।
ঢালিনু তোমার পায়ে আপন জীবন ॥
ত্রিগুণা ত্রিবীজা তারা ত্রিলোক-তারিণী।
ত্রিপুরা করহ ত্রাণ ত্রিপুর-নাশিনী ॥
ত্বরিতে তারহ তারা তাপিত তনয়।
ত্রাণ হেতু তুমি মাতা আর কেহ নয় ॥
থর থর করে প্রাণ পাথর চাপনে।
থুইলা কলঙ্ক মাতা এ তিন ভুবনে ॥
থাকিয়া রাজার আগে বন্ধ কর দূরে।
স্থিতি কর আরবার গুজরাট পুরে ॥
দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দক্ষের দুহিতা।
দনুজ-দলনী দয়াবতী দেবমাতা ॥
দুর্জ্জয়া দক্ষিণা কালী দুরিত-নাশিনী।
দুঃখী দাসে কর দয়া দুঃখ-বিমোচনী ॥
দূর কর দুঃখ মোর অকাল মরণ।
দুর্জ্জয় সাগরে দুর্গা করহ রক্ষণ ॥

ধীষণা ধারণাবতী ধেয়ান-ধারিণী।
ধরিত্রী ধরণী ধরাধরের নন্দিনী ॥
ধরিয়া ধনের দায় ধরাপতি বান্ধে।
ধন দিয়া বধ কর বিনা অপরাধে ॥
নিশুম্ভনাশিনী জয়া নীলপতাকিনী।
নিগুণা নির্ভয়া মাতা কুণ্ডল-বাসিনী ॥
নমো নমো নারায়ণী নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃপতি নিবাসে ভয় ভাঙ্গহ ভবানি ॥
নন্দ-গোপ-সুতা হয়ে রাখিলা গোকুল।
নৃপতি-নিবাসে আসি হও অনুকূল ॥
পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ পুরাণ।
পদ্মযোনি-প্রিয়া দেবী পার্ব্বতী আখ্যান ॥
প্রজাপতি প্রতিদিন পূজা করে তোমা।
পশু সম শিশু আমি কি জানি মহিমা ॥
প্রণত-বৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবক-বৎসলা ॥
ফারক করিয়া দেহ ব্যাধের নন্দনে।
ফল বেচি ফল খাই কিবা ফল ধনে ॥
ফণি-ফণা-মণি দিয়া ফের দিলে মোরে।
ফেফাতুড়া হইয়া ফুল্লরা পাছে মরে ॥
বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসার-বন্দিনী।
বন্ধ দূর কর মোর বন্ধন-হারিণী ॥
ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভারতী।
ভয়ঙ্কর স্থানে রক্ষা কর ভগবতি ॥
ভদ্রকালী ভূপালিনী ভ্রমর-ভূষণী।
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবানি ॥
মৃগাঙ্ক-মুকুট-মণি-মস্তক-মালিনী।
মহিষ-মর্দ্দিনী মধু-কৈটভ-নাশিনী ॥
মহেশ-মোহিনী মন্দ-মরাল-গমনা।
মহামায়া মহেশ্বরী মহেন্দ্র-মাননা ॥
মহামেঘসমা মেরু-মন্দার-মন্দিরা।
মহামায়া মহাদেবী মাধবী ইন্দিরা ॥
যদু-যোষা যুগন্ধরা যজ্ঞ-বিনাশিনী।
যশোদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী ॥

ঝগড়া—বিপদ আপদ। ঠাকুরালি—প্রভুত্ব। ঠাট—সৈনদল। ডোল—লোমাঞ্চিত অস্থির। ঢঙ্গ—খল। ঢেকা—ধাক্কা ঠেলা। বন্ধ—বন্ধন। দুরিত-পাপ। ধীষণা—মতি; বুদ্ধি। বৎসলা—স্নেহকারিণী। ফারক—পৃথক। ফেফাতুড়া—হতবুদ্ধি। মাননা—মাননীয়া।

যমের যাতনা হৈতে বড়ই যাতনা।
যশ গাই যদি মম পূরাও বাসনা ॥
রঙ্ক হয়ে রয়েছিনু রঙ্কুবধে রত।
রত্ন দিয়া রঙ্গরস করাইলা হত ॥
রাজা সনে রণ কৈনু রক্ষা নাহি আর।
রঙ্গিণী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার ॥
লুট গেল ধন লণ্ড ভণ্ড হৈল গারী।
লক্ষ্য নাহি দিলা যথা রহে মোর নারী ॥
লোভমতি আমি অতি লম্পট পাতকী।
লোভে লক্ষ ধন লয়ে লাভ কৈলুঁ কি ॥
বিশালাক্ষী বিশ্বময়ী বিশ্বনির্ম্মায়িণী।
বাসুদেব-বামদেব-বিধি-সহায়িনী ॥
বিপদে করিলে বসুদেবের উদ্ধার।
বশ হয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার ॥
শঙ্খিনী শূলিনী শিবা শর্ব্বাণী শঙ্করী।
শক্তিরূপা শিখরবাসিনী শাকম্ভরী ॥
শিখরিনন্দিনী শান্তি শশিশিরোমণি।
শরণদা শক্তিরূপা শম্ভু-বিলাসিনী ॥
ষড়ানন-মাতা শিবা ষড়ঙ্গ-রূপিণী।
ষড়রিপু নিবারিয়া রাখ গো ভবানি ॥
সতী সাধ্যা সনাতনী সংসার-তারিণী।
সারদা সাবিত্রী সর্ব্ব সঙ্কটত্যারিণী ॥
সর্ব্ব লোকে গায় তোমা সেবকবৎসলা।
সেবকে তারিতে উর শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা ॥
হরিহর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
হরিলা নন্দের ভয় রাখিলা গোকুল ॥
হর-জায়া হৈমবতী হেমন্ত-নন্দিনী।
হও অনুকূলা মাতা হরের গৃহিণী ॥
ক্ষিতির হরিয়া ভার দৈত্য কৈলা ক্ষীণ।
ক্ষণেক উরিয়া রাখ দাস আমি দীন ॥
ক্ষমা কর ভগবতী ক্ষয় কর অরি।
ক্ষমহ সকল দোষ রক্ষ ক্ষেমঙ্করী ॥
কালকেতু কৈল যদি এত স্তুতি বাণী।
কৈলাসে জানিলা মাতা হেমন্ত-নন্দিনী ॥
অবিলম্বে কারাগারে উরিলা অভয়া।
কর গো করুণাময়ী শিবরামে দয়া ॥

কালকেতুর বন্ধন মোচন।

অবতরি কারাগারে, বন্ধন দেখিয়া বীরে,
লজ্জা হৈল চণ্ডীর তখন।
করি চণ্ডী অবলীলা, ঘুচাল বুকের শিলা,
হুহুঙ্কারে ছিণ্ডিল বন্ধন ॥
চাহিতে তোমার মুখ, মনে পাই বড় দুঃখ,
পাইলা দুঃখ দুরদৃষ্ট-দোষে।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা, করিবে তোমার পূজা,
আরোপিবে গুজরাট দেশে ॥
শুন পুত্র কালকেতু, পশু-বধ-পাপ হেতু,
আছিল তোমার গুরু পাপ।
দূর হৈল এত কালে, রাজার বন্ধনশালে,
মনে না করিহ পরিতাপ ॥
ঘুচিবে সকল ক্লেশ, প্রভাতে চলিবে দেশ,
পুত্রবৎ পালিবে প্রজাগণ।
নিজ হস্তে নরপতি, ধরিবে ধবল ছাতি,
প্রসাদ করিবে নানা ধন ॥
চণ্ডিকা বলেন যত, নহে সে বীরের মত,
পলাইতে চাহে ঘনে ঘন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কলিঙ্গ-রাজের প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

কালকেতু বলে মাগো শুন ভগবতি।
কাঁথ ভাঙ্গি পলাইতে দেহ অনুমতি ॥
দেহ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
ধন লয়ে চণ্ডী মোর করু পরিত্রাণ ॥

রঙ্ক - দরিদ্র ; নীচ। রঙ্কু—যে হরিণের পৃষ্ঠদেশ নানাবর্ণ বিচিত্র। গারী—গৃহ। অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া, আবির্ভূত হইয়া। অবলীলা - অসঙ্কোচ। বন্ধন—বন্ধ। প্রসাদ—অনুগ্রহ। কাঁথ—দেওয়াল। করু—করুক।

বন্ধন ঘুচায়ে তুমি যাইবে কৈলাস।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে বিনাশ॥
চণ্ডিকা বলেন পুত্র না যাব আগার।
যাবৎ না করে রাজা তব পুরস্কার॥
এমত বলিয়া মাতা করিলা গমন।
ডানি বামে দেখিলা অনেক বন্দিগণ॥
কৃপাদৃষ্টে সবাকার ঘুচান বন্ধন।
দুয়ারে আছয়ে যত পোতামাঝিগণ॥
তবক বেলক টাঙ্গি কামান কৃপাণ।
ডানি বামে শিঙ্গা কাড়া ঠমক নিশান॥
কোপে আঁখি ঠারি চণ্ডী দিলা দানাগণে।
এক এক মাঝিকে কিলায় তিন জনে॥
লুটিল অনেক দানা সবাকার ধন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পোতামাঝিগণ॥
চণ্ডিকা চলিলা নরপতির বসতি।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে চামুণ্ডা মূরতি॥
গলে মুণ্ডমালা দোলে বিকট দশন।
কাতি খর্পর হাতে লোহিত-লোচন॥
বিভীষিকা অনেক দেখান নৃপবরে।
স্বপন দেখান মাতা বসিয়া শিয়রে॥
রাজারে বলেন বেটা কর অবধান।
আমার সেবক জনে তোর অল্পজ্ঞান॥
তোরে বধি মহাবীরে ধরাইব ছাতা।
করাব বীরের দাসী তোমার বনিতা॥
নানামত স্বপন দেখায় মহামায়া।
মহাপাত্র পুরোহিতের শিয়রে বসিয়া॥
রাম রাম স্মরণে উঠিল নরপতি।
পদ্মা সঙ্গে অম্বরে রহিলা ভগবতী॥
প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিল বার।
সবে মেলি স্বপনের করেন বিচার॥
সভাজন শুনে রাজা কহেন স্বপন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

রাজার স্বপ্ন বিবরণ।

আজি দেখিলাম নিশি ভীষণ স্বপন।
পরমায়ু-বলে মোর রহিল জীবন॥
দেখিলুঁ ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্ডমাল॥
হান হান করিয়া ধরিল মোর কেশ।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ॥
পৃষ্ঠদেশে লম্বমান শোভে জটাভার।
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে ভীষণ আকার॥
পরিধান সবাকার লোহিত বসন।
বাকসনা ফুল যেন দুপাটী দশন॥
বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায়।
চৌদিকে যোগিনীগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
গজ ঘোড়া কাটি পিয়ে রুধিরের পানা।
নাচয়ে আপন তালে প্রেত ভূত দানা॥
মড়ার আঁতড়ি কেহ করিয়া উত্তরী।
অঙ্গুলিতে ধরে কেহ হাড়ের অঙ্গুরী॥
তিলক করয়ে কেহ হাড়ের চন্দনে।
তর্পণ করেন কেহ কপাল ভাজনে॥
গর্দ্দভে চাপায়ে মোরে দেয় হাড়মাল।
পশ্চাতে ঢোলের বাদ্য বাজায় বিশাল॥
পশ্চাতে যোগিনীগণ করে তাড়াতাড়ি।
মোর অঙ্গে মারে কেহ দোহাতিয়া বাড়ি॥
গজপৃষ্ঠে কালকেতু কৈল আরোহণ।
শিরে ছত্র ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণ॥
আশীর্ব্বাদ করে যত দেব মুনিগণ।
চৌদিগে শঙ্খের ধ্বনি মঙ্গল বাজন॥
রাজার বচন শুনি বলে দ্বিজগণ।
নর নহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন॥
তার অপমানে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

আগার—গৃহ। নিশি—রাত্রিতে। আঁতড়ি—অন্ত্র; নাড়ীভুঁড়ি। উত্তরী—উড়ানি; চাদর। ভাজন—পাত্র।

সভাসদ্‌গণ সহ কলিঙ্গরাজের যুক্তি।

রাজার বচন শুনি, সভাজন বলে বাণী,
কোপে রায় কৈলা অনুচিত।
আজিকার শেষ নিশি, বড় অমঙ্গল বাশি.
স্বপন দেখিলুঁ বিপরীত॥
অবধান কর নরপতি
ঠক নাবড়ের বোলে, দেবীর কিঙ্কর মাইলে,
এই হেতু স্বপনে দুর্গতি॥
স্বপনে তোমার ভয়, বীরের দেখিলুঁ জয়,
পুরস্কার করিলা ভবানী।
দেখিলুঁ অদ্ভুত যত, তাহা বা কহিব কত,
আর কিছু মনে নাহি গণি॥
আপনার দিয়া ধন, কাটাইলা চণ্ডী বন,
বসাইলা নগর গুজরাট।
আখেটীর কিবা দোষ, কেন তারে কর রোষ,
ভাঁড়ুদত্ত কৈল এত নাট॥
কোন্ ছার বনভূমি, তার তরে রায় তুমি.
মিছা কার্য্যে করিলা আদেশ।
ছাড়ান করিয়া আনি, কহিয়া মধুর বাণী,
বীরকে পাঠাও নিজ দেশ॥
রথ অশ্ব গজ দোলা, সগল্লাদ ঝারি থালা,
বিভূষণ সুগন্ধি চন্দনে।
বীরের করিয়া পূজা, গুজরাটে কর রাজা,
চণ্ডীর সন্তোষ হবে মনে॥
পাত্রের বচন শুনি, নরপতি মনে গণি,
কারাগারে করিলা পয়াণ।
বীরের বন্ধন ক্ষয়, দেখি রাজা সবিস্ময়,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর স্বদেশে গমন।

রাজা দেখি কালকেতু করিল উত্থান।
প্রণাম করিতে রাজা না দিল বিধান॥
ভাই ভাই বলি রাজা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমকথা আলাপে বসিলা দুইজন॥
নৃপতি বলেন বীর ক্ষম অপরাধ।
চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্ব্বাদ॥
বন্দি-ঘর মহাবীর মাগি নিল দান।
বসন কাঞ্চন দিয়া করিল ছাড়ান॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে পোতামাঝিগণ।
রাজারে কহিল সব নিশা-বিবরণ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার কুসুম চন্দনে।
পুরস্কার কৈল রাজা ব্যাধের নন্দনে॥
মাতঙ্গ তুরঙ্গ দিল রথবর দোলা।
চন্দন চৌখুরি ঝারি রত্নময় মালা॥
অভিষেক করাইল বসাইয়া খাটে।
আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে॥
নিজ-হস্তে ভালে টীকা দিল নরপতি।
যত ভূঞা রাজা মেলি ধরাইল ছাতি॥
গজ-পৃষ্ঠে চড়াইয়া দিলেন বিদায়।
অনুবর্ত্তী নরপতি পাছু পাছু যায়॥
পুরে প্রবেশিতে শুনে নারীর ক্রন্দনা।
অনুমৃতা হৈতে বার হয়েছে অঙ্গনা॥
বিরসবদনে বীর জিজ্ঞাসে বারতা।
বীরকে গর্জ্জিয়া কেহ কহে কটু কথা॥
যেই জন মৈল তোমা সনে করি রণ।
অনুমৃতা হৈতে যায় তার নারীগণ॥
লজ্জাভয়ে মহাবীর হেঁট কৈল মাথা।
একভাবে স্মরে বীর হেমন্ত-দুহিতা॥
অভিপ্রায় তাহার বুঝিয়া ভগবতী।
আকাশ বিমানে থাকি বলেন ভারতী॥
'জীয়াইয়া দিব যত মৃত সেনাগণ।'
চণ্ডীর ভারতী নাহি শুনে অন্যজন॥
শুনি বীর অনুমৃত্যু করে নিবারণ।
মরা জীয়াইয়া দিবে ব্যাধের নন্দন॥
ভৃগুসুতে গিরিসুতা করিলা স্মরণ।
আইলা ভৃগুসুত যথা বীর কৈল রণ॥

মাইলে—মারিলে। নাট—রঙ্গ, কাণ্ড। আলাপে—কথোপকথনে। ভূঞা—সামন্ত রাজা। অনুমৃতা—সহমৃতা। গিরিসুতা—পার্ব্বতী। ভৃগুসুত—শুক্রাচার্য্য।

পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা পাছু পাছু যায়।
বীরসঙ্গে রণস্থলে বসিল সভায়॥
কৌতুকে বসিয়া দোঁহে কহে মৃদু বাণী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব্ব কাহিনী॥

মৃত সৈন্যগণের প্রাণলাভ।

উশনা কুশপাণি, চিন্তি সঞ্জীবনী,
মন্ত্রিত কৈল কুশজল।
দিলেন যাহার অঙ্গে, করিয়া অঙ্গে ভঙ্গে,
উঠিল সেই মহাবল॥
জলের পেয়ে বাস, উঠিয়া দিল পাশ,
উশনা জল দিল মাথে।
পাইয়া পরাণ, করিয়া হান হান,
উঠে বীর খাণ্ডা হাতে॥
উঠিয়া পদাতি, ধরি ঢাল কাতি,
চৌদিগে ফিরায় লোচন।
পদাতি কেহ কান্দে, ছিলাম কাঁচা নিঁদে,
কে মোর নিল শরাসন॥
রাজার রণে শির, পড়িল যেই বীর,
জুড়িল তার স্কন্ধে মুণ্ডে।
পাইয়া কুশজল, উঠিল হস্তিবল,
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে॥
কাটা ঘোড়া যত, উঠিল শত শত,
আনহি স্কন্ধে আন শির।
শুক্রের কুশনীরে, চেতন করে তারে,
উঠিল হইয়া সুস্থির॥
একের শুন কথা, গৃধিনী পাইয়া মাথা,
খাইল লোচন-যুগলে।
নবীন হৈল তার, লোচন-যুগ আর,
কেবল বিদ্যার ফলে॥
পিশাচীগণ যত, গিলিল শত শত,
যতেক সৈন্যের শির।
শুক্রের কুশনীরে, পিশাচী উদ্ধারে,
সন্ধান পাইয়া শরীর॥
রাজার খণ্ডিয়া দৈন্য, জীয়াইয়া সব সৈন্য,
উশনা চলিল বিমানে।
মঙ্গল নব্য-গীতি, হরয়ে ভব-ভীতি,
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥

গুজরাটে আনন্দোৎসব।

ধন্য ধন্য বীরের চরিত।
মৃত সেনা প্রাণ পায়, আনন্দিত দণ্ডবায়,
সভাজন পুলকে পূর্ণিত॥
উঠিল সকল সেনা, রাজা আনন্দিতমনা,
নাচে সবে সেনার জীবনে।
শঙ্খ বীণা পড়া খোল, শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল,
বাজায় দুন্দুভি বীরগণে॥
মন্দিরা ধরিয়া করে, মধুর মধুর স্বরে,
গায়নে মঙ্গল গায় গীত।
পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি, কাঁখেতে করিয়া পুঁথি,
হাতে কুশ নাচে পুরোহিত॥
বীরকে বিদায় দিয়া, নিজ সেনা সঙ্গে নিয়া,
যায় রাজা কলিঙ্গ নগরে।
গুজরাটে যত লোক, ঘুচিল সবার শোক,
বীরকে দেখিতে আগুসরে॥
শুভক্ষণ করি বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
প্রবেশ করিল নিজবাসে।
ফুল্লরা সম্ভ্রমে আসি, পতির বদন-শশী,
দেখিয়া আনন্দ-রসে ভাসে॥
বুলান মণ্ডল আদি, প্রজা আসি যথাবিধি,
নানারত্ন দিয়া কৈল নতি।
হাট চত্বর মাঠে, নাট গীত গুজরাটে,
সবার সুস্থির হৈল মতি॥

উশনা—উশনাঃ, শুক্রাচার্য্য। বাস—গন্ধ পাশ—পাশ-মোড়া। আনহি—অন্যপ্রকার। গায়ন—গায়ক।

দ্বিজে বীর দেয় দান, সবার করিল মান,
চন্দন-কুসুম-অধিবাসে।
ভাঁড়ুদত্ত হেনকালে, আসিয়া মধুর বোলে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

কালকেতুর নিকটে ভাঁড়ুদত্তের আগমন।

ভেট লয়ে কাঁচকলা, শাক বেগুন কচু মূলা,
ভাঁড়ুদত্ত করিল পয়াণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব, নিবেদয়ে ভাঁড়ুদত্ত,
পশ্চাতে করিয়া অবজান॥
ভাঁড়ুদত্ত করিল জোহার।
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে,
খুড়া, দেখি ঘুচিল আঁধার॥
খুড়া,ছিলে গুপ্তবেশে, প্রকাশ করিলা দেশে,
সম্ভাষা করিল নৃপমণি।
টীকা দিয়া নরপতি, ধরিল ধবল ছাতি,
ভূঞা রাজা মধ্যে তোমা গণি॥
যখন দুপ্রহর নিশা, করি রাজ সম্ভাষা,
অনেক বুঝাই নরপতি।
ধরিয়া রাজার পায়, খণ্ডালুঁ সকল দায়,
খুড়ী জানে আমার সে মতি॥
কোথা বীর পাইল ধন, ঘুষিত সকল জন,
পরিবাদ ছিল লোকমাঝে।
প্রকাশ করালুঁ আমি, বড় সুখ পাবে তুমি,
খ্যাত হৈলে নৃপতি-সমাজে॥
খুড়া তুমি হৈলে বন্দী, অনুক্ষণ আমি কান্দি,
খুড়ী মোর নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ, দূরে গেল সর্ব্ব দুঃখ,
দশদিক হৈল অবদাত॥
হইয়া রাজার চূড়া, সিংহাসনে বৈস খুড়া,
আমাকে রাজ্যের লাগে ভার।
থাকহ পুরাণ শুনি, রাজ্য জানে আমি জানি,
নফরে করিবে ব্যবহার॥
ঠকের শুনিয়া বাণী, রোষযুক্ত নৃপমণি,
বীর ধর্ম্মকেতুর নন্দন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ভাঁড়ুর প্রতি কালকেতুর তিরস্কার।

ভাঁড়ুরে নিজ দোষে খোয়ালে আপনা।
বাড়ীর রাজস্ব দিয়া, করজে ফাবক হইয়া,
ছাড় গুজরাটের বাসনা॥
তোর বড় বাপ ছিল, অকালে লুটায়ে মৈল,
লোক-মুখে জগতে বিদিত।
তোর বাপ কলিঙ্গে খ্যাত, নাম তার হরিদত্ত,
মুখ-দোষে শ্রবণ-বর্জ্জিত॥
যখন আছিলে পূর্ব্বে, পত্নী পোয়ে অন্নাভাবে,
অকালে কুড়ায়ে খাইল হাটে।
জগতে নাহিক জ্ঞাতি, কুলের নাহিক স্থিতি,
কায়স্থ বলাস গুজরাটে॥
হয়ে তুই রাজপুত, বলাস কায়স্থ-সুত,
নীচ হয়ে উচ্চ অভিলাষ।
সেবকের যোগ্য নও, কুটুম্ব করিয়া কও,
কুলের মহিমা কৈলি নাশ॥
আমি হই নীচ জাতি, তাহে তোমার কিবা ক্ষতি,
ধন-গর্ব্বে বল দুরক্ষর।
শিয়রে কলিঙ্গ রায়, গোহারি করিব তায়,
খারিজ করিব বাড়ী ঘর॥
খুড়া, কাহে বা ছাড়িব ঘর বাড়ী।
তোমা সনে নাহি দায়, বসাতে যতেক হয়,
সদরে গণিয়া দিব কড়ি॥
শুনিয়া ভাঁড়ুর বোল, কালকেতু উত্তরোল,
কোপে বলে ব্যাধের নন্দন।

ভেট—নজর। অবজান—অবজ্ঞা। সম্ভাষা—আলাপ; সম্ভাষণ। পরিবাদ—নিন্দা. অপবাদ। অবদাত—নির্ম্মল, মনোজ্ঞ। কাহে—কি নিমিত্ত।

মুণ্ডাইয়া ভাঁড়ুর মুণ্ড, অভক্ষ্যে পূরিয়া তুণ্ড,
দুই গালে দেহ কালি চূণ॥
নাপিত নিকটে ছিল, বীরের ইঙ্গিত পাইল,
করে ধরে ভাঁড়ুরে বসায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

ভাঁড়ুর মস্তক মুণ্ডন।

ভাঁড়ুদত্ত কপট প্রবন্ধে যত বলে।
শুনি বীর কালকেতু অগ্নি হেন জ্বলে॥
দেহ কম্প হৈল বীর চাপে শরাসন।
কোপে কম্পমান তনু লোহিত-লোচন॥
বলে বীর ছাড় ঠকা তুই ভাঁড়ুদত্ত।
আপনি করিলি দূর আপন মহত্ত্ব॥
কহিতে জানিস ঠক করিয়া প্রবন্ধ।
কলিঙ্গ রাজার সনে বাধাইলি দ্বন্দ্ব॥
হৃদয়ে পূরিত বিষ মুখে মকরন্দ।
মিথ্যা কথা কহি বেটা পাত নানা ছন্দ॥
ইনাম বাড়িতে বেটা কর তুমি ঘর।
লেখা করি দেহ বেটা তিন সনের কর॥
নগরিয়া মেলি সবে মার বেড়া বাড়ি।
যাবৎ না দেয় বেটা তিন সনের কড়ি॥
হরিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখিঠার।
মনের হরিষে ক্ষুর আনে মুড়াধার॥
বীরের হুকুম পেয়ে নাপিতের সুত।
ভাড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া অশ্বমূত॥
চামাটি থাকিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর।
দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুর্ দুর্॥
দূরে থাকি শুনে সে ক্ষুরের চড় চড়ি।
নাক মুণ্ডে ধরি তার উপাড়য়ে দাড়ি॥
বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
ভাঁড়ু বলে খুড়া দোষ ক্ষম এইবার॥
পাঁচ ঠাঁই ভাঁড়ুর মাথায় রাখে চুলি।
নগরিয়া লোক গালে দেয় চূণ কালি॥
পুরের কোটাল আসি শিরে ঢালে ঘোল।
পাছে পাছে ভাঁড়ুর বাজায় কেহ ঢোল॥
মালাকার আনি গলে দিল ওড় মালা।
টিটকারি দেয় যত নগরিয়া বালা॥
পুরের বাহির করি মারে বেড়া বাড়ি।
ছড়া হাঁড়ী ফেলে মারে কুলের বহুড়ি॥
ভাঁড়ুর লাগিয়া বীর দুঃখ ভাবে বড়ি।
কৃপা করি পুনরপি দেন ঘর বাড়ী॥
ঠক নাবড় শুনে এই কথা কর্ণ ভরি।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে দুর্গাপদ স্মরি॥

কালকেতুর শাপান্ত।

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈলা রাজা।
আর যত ভূঞা রাজা করে তার পূজা॥
কোন রাজা সম নহে করিতে সমর।
পরাজিত হয়ে সবে দেয় রাজকর॥
বিহানবিকালে বীর শুনেন পুরাণ।
শুনেন কৃষ্ণের গুণ হয়ে সাবধান॥
গুজরাটে রাজভোগে রহে কুতূহলে।
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হৈল কতকালে॥
গুজরাটে প্রজা বীর পালে চিরকাল।
শচীর হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল॥
কৃতাঞ্জলি পুরন্দরে করে নিবেদন।
পাবক সহিত যত শুনে দেবগণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শিবের প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

চরণে ধরিয়া হরে, ইন্দ্র নিবেদন করে,
নীলাম্বরে হও কৃপাময়।

মকরন্দ—মধু। ঠকা—ছল। নগরিয়া—নগরের লোক। মুড়াধার—ভোঁতা। চামাটি—ক্ষুর শাণাইবার চামড়া। ওড়—জবা। বালা—ছেলে। বিহান-প্রাতঃ।

অভিশাপ-কাল গেল, মুক্তির সময় হৈল,
তবু পুত্র না এল নিলয় ॥
দুঃখমনা পুলোমজা, কোলে তার নাহি প্রজা,
কত তার শুনিব ক্রন্দন।
না দেখিয়া নীলাম্বর, শোকে হিয়া জর জর,
বিধি কৈল মোরে বিড়ম্বন ॥
শূন্য হৈল সুরলোক, অবিরত বাড়ে শোক,
ঘর বন নীলাম্বর বিনে।
আঁধার ঘরের বাতি, মোর বধূ ছায়াবতী,
কোথা গেলে পাব দরশনে ॥
শুন শশি-শিরোমণি, অবিরত মনে গণি,
কবে মোর আসিবে কুমার।
আনহ আপন কাছে, সেবকের শোক ঘুচে,
মিথ্যা নহে বচন তোমার ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, মনে গণি শূলপাণি,
পার্ব্বতীরে বলেন বচন।
চল প্রিয়ে গুজরাটে, নীলাম্বরে আন ঝাটে,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডীর গুজরাটে গমন।

শঙ্করে করিয়া নতি, অবিলম্বে ভগবতী,
পদ্মা সঙ্গে গুজরাটে যান।
গিয়া অবশেষ নিশি, বীরের শিয়রে বসি,
তাহাকে দিলেন দিব্যজ্ঞান ॥
স্বপন কহেন মহামায়া।
শুন পুত্র নীলাম্বর, অবিলম্বে চল ঘর,
সঙ্গে লয়ে ছায়াবতী জায়া ॥
নাহি স্মর নীলাম্বর, পিতা তোর পুরন্দর,
পুলোমজা তোমার জননী।
ব্যাধকুলে উৎপত্তি, শাপে গুজরাটে স্থিতি,
ঝাট চল ছাড়িয়া অবনী ॥

বাপ দেবতার রাজা, শিবের করিত পূজা,
ফুল যোগাইত নীলাম্বর।
দেখি ধর্ম্মকেতু ব্যাধ, ব্যাধ হইতে গেল সাধ,
তেঁই আইলা অবনী ভিতর ॥
হইয়া বড় আকুল, অভাবে তুলিলা ফুল,
শ্রীফল-কণ্টক ছিল তথি।
হরের মস্তকে ফুটে, হর তোরে মন টুটে,
শাপে হৈল গুজরাটে স্থিতি ॥
ছাড়িলে অমর-লোক, মাতা তোর করে শোক,
মৃতসুতা যেমন কুররী।
তোমার করিয়া মো, নয়নে পড়য়ে লো,
দুঃখে পোহাইল বিভাবরী ॥
কেবল চণ্ডীর বর, দোঁহে হইল জাতিস্মর,
মাতা পিতা সোঙরিয়া কান্দে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
মনোহর পাঁচালি প্রবন্ধে ॥

পুষ্পকেতুকে কালকেতুর রাজ্য সমর্পণ।

রাম রাম স্মরণে পোহাইল রজনী।
প্রভাতে শুনেন বীর কোকিলের ধ্বনি ॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন।
স্নান করি বীর পরে উত্তম বসন ॥
পুষ্পকেতু রাজা হবে পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে নাট্য গীত ব্যাল্লিশ বাজনা ॥
সুতে রাজ্য দিতে বীর মনে অভিলাষ।
শুভক্ষণে করাইল গন্ধ অধিবাস ॥
আপনি আইল রাজা কলিঙ্গ ভূপতি।
মহাপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি ॥
অভিষেক করাইয়া বসাইয়া পাটে।
শুভক্ষণে পুষ্পকেতু রাজা গুজরাটে ॥
দূত দিয়া আনাইল যত ভূঞা রাজা।
একে একে বীর কৈল সকলের পূজা ॥

পুলোমজা—শচী। প্রজা—পুত্র। কুররী—মেনা, উৎক্রোস পক্ষিণী। জাতিস্মর—পূর্ব্বজন্মের কথা যাহাদের মনে থাকে, তাহারা।

নিজ হস্তে ভালে টিকা দিল নরপতি।
যত ভুঞা রাজা মেলি ধরাইল ছাতি॥
হেনকালে মহাবীর কহে সবিনয়।
সবাকারে সমর্পিলুঁ আমার তনয়॥
বুলান মণ্ডল আদি যত প্রজাগণ।
পুষ্পমালা হাতে করি কৈল সমর্পণ॥
রাজগণ মেলি তথা জোড় কৈল হাত।
চণ্ডীর চরণে বীর করে প্রণিপাত॥
স্বর্গে যাবে বলি বীর পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল ক্রন্দনা॥
মাতলি আনিল পরে পুষ্পক বিমান।
সুবর্ণ রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
হয় জুড়ি মাতলি যোগাল পুষ্পযান।
রথে চড়ে নীলাম্বর দ্বিজে দিয়া দান॥
বৈসে তার বামভাগে ফুল্লরা সুন্দরী।
মোহন-মূরতি রামা রূপে বিদ্যাধরী॥
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা আগে যান রথে।
সিদ্ধগণে নমস্কার কৈল বীর পথে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ।

পুষ্পক বিমানে চাপি, হৈলা বীর দেবরূপী,
লুকাইল মনুষ্য-মূরতি।
ভুমে রাখি কীর্ত্তি শেষ, নীলাম্বর চলে দেশ,
সঙ্গে লয়ে জায়া ছায়াবতী॥
বায়ুবেগে রথ ধায়, উর্দ্ধমুখে সবে চায়,
পুষ্পকেতু উভরায় কান্দে।
গুজরাটে যত নারী, কান্দে বুকে ঘা মারি,
কেশ বাস কেহ নাহি বান্ধে॥
যায় বীর দিব্য রথে, মাতলি সারথি সাথে,
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা।
ত্রিদশগণের নাথ, কেমন আছেন তাত,
কহ সুরপুরের বারতা॥
অন্য যত দেবগণ, কহ তার বিবরণ,
কহ আর পুরের কল্যাণ।
কেবা দেবতার রাজা, কেবা করে শিবপূজা,
কোন দেব কুসুম যোগান॥
মাতলি কহেন কথা, কল্যাণে আছেন মাতা,
কুশলে আছেন পুরন্দর।
পুনঃপুনঃ তোমা চান, তোমা না দেখিয়া আন,
এবে পুষ্প যোগান মালাধর॥
ঘরের কথায় মতি, রথ যায় লঘুগতি,
উত্তরিল মন্দাকিনী-কূলে।
চণ্ডীর আদেশ পেয়ে, সঙ্গে ছায়াবতী লয়ে,
স্নান দান কৈল গঙ্গাজলে॥
স্নান করি নীলাম্বর, ধরে পূর্ব্ব কলেবর,
নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ।
দম্পতী বিমানে চড়ে, পবন-গমনে উড়ে,
সসম্ভ্রমে লইল সুরেশ॥
ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর, গণাধিপ নিশাচর,
কুবের বরুণ সমীরণ।
শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান, আশীষ করিল দান,
প্রসাদ করিল দেবগণ॥
আইলা দুর্ব্বাসা মুনি, ব্রহ্মাসুত বীণাপাণি,
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা পরাশর।
কুশ হস্তে করি দান, উচ্চস্বরে বেদ গান,
অভিষেক করে নীলাম্বর॥
অশেষ-দুর্গতি-খণ্ডী, নীলাম্বরে লয়ে চণ্ডী,
চলিলা হরের সন্নিধান।
কৃপা দৃষ্টে হর চান, নীলাম্বরে দিলা পাণ,
পুনর্ব্বার কুসুম যোগান॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত,
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান, সুখেতে বৈকুণ্ঠ যান,
প্রেমভাষা করিও কুশল॥

মাতলি—ইন্দ্র-সারথি। সিদ্ধ—দেবযোনিবিশেষ; দৈবশক্তিসম্পন্ন মুনি। ত্রিদশ—দেবতা। নাটুয়া—নট, অভিনেতা।

পুষ্পকেতুরে কালকেতুর রাজ্যসমর্পণ।

নিউ আর্টিষ্টিক্ প্রেস

বিনোদবাঁশী কে আনি দিল দেশে॥ ধ্রু॥

পুত্রের বারতা পেয়ে আইলা ইন্দ্রাণী।
ডমরু খমক বাদ্য বাজে বীণা বেণী॥
শুভবার্ত্তা পাইয়া হইয়া আনন্দিতা।
উঠানে টাঙ্গায় চান্দা আম্রশাখাযুতা॥
আরোপিয়া হেমবারি বিবিধ বিধান।
পুত্র-বধূ নিছিয়া ফেলিয়া দিল পাণ॥
শুভক্ষণে দোঁহে গৃহে করিল প্রয়াণ।
আনন্দিত পুরজন সুমঙ্গল গান॥
নীলাম্বর হৈতে হৈল পূজার প্রকাশ।
সাঙ্গ হৈল বীরের পূজার ইতিহাস॥

কালকেতুর প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

প্রস্তাবনা।

স্ত্রীলোকের পূজা নিতে দেবী কৈলা মতি।
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করেন পার্ব্বতী॥
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশিমুখী।
পরমসুন্দরী কন্যা ইন্দ্রের নর্ত্তকী॥
পাণ দিয়া দেবী তারে দিলেন আরতি।
দেখিতে তোমার নৃত্য চান পশুপতি॥
তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিলা নিমন্ত্রণ।
হরের সভায় বসে যত দেবগণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রত্নমালার নৃত্য।

ধরিয়া মোহিনী লীলা, নাচে রামা রত্নমালা,
তাণ্ডব দেখেন দেবগণ।
তাথিনি তাথিনি থিনি, মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনি,
ঘন বাজে রতন কঙ্কণ॥
হয়ে মুনি সাবহিত, নারদ গায়েন গীত,
বীণা-গুণে তরল অঙ্গুলি।
ডিমি ডিমি ডম্বুর বায়, ডমকের বাজনা তায়,
নারদ পিনাকী কুতূহলী॥
ভুবন-মোহন কাচে, রত্নমালা তথি নাচে,
গান মুনি গান্ধার নিষাদ।

বীণা-গুণে—বীণার তারে। তরল—চঞ্চল। কাচে—সজ্জায়, অঙ্গভঙ্গীতে।

মুখর নূপুরশালী, ঘন দেয় করতালি,
দেবগণে করে সাধুবাদ ॥
নৃত্য করে রত্নমালা, অঙ্গ ভঙ্গ নানা লীলা,
শ্রোতাদের করে অবসাদ।
নানা বাদ্য নানা ছন্দে, নৃত্যগীতের আনন্দে,
শুনি হবে মনের বিষাদ ॥
সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে, কপোলে কুন্তল দোলে,
অভিনব বিজুলি সঞ্চার।
অধর প্রবাল দ্যুতি, দশন মুকুতা পাঁতি,
যেন মৃদু হাস্য সুধাধার ॥
সুরঙ্গ পাটের জাদে, বিচিত্র কবরী বাঁধে,
মালতী মল্লিকা চাঁপা-গাভা।
কপালে সিন্দূর-ফোঁটা, প্রভাত-ভানুর ছটা,
চৌদিকে চন্দনবিন্দু শোভা ॥
পরি দিব্য পাট-শাড়ী, কনক-রচিত চুড়ি,
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মতি পলা, কলধৌত-কণ্ঠমালা,
কলেবরে মলয়জ-পঙ্ক ॥
পীত তড়িত বর্ণে, হেম মুকুলিকা কর্ণে,
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলি।
রতন পাশুলি ছটি, পরে দিব্য তুলাকোটি,
বাহু-বিভূষণ ঝলমলি ॥
দেবীর আদেশে স্মর, হাতে ফুল-ধনুঃশর,
হানে বীর সম্মোহন বাণ।
অবশ হৈল অঙ্গ, হৈল তার তাল ভঙ্গ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

রত্নমালার অভিশাপ।

তাল ভঙ্গ হৈল রামা লাজে হেঁটমুখী।
যত দেবগণ সবে হৈল মহাদুঃখী ॥
তাল ভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী।
যৌবন-গরবে নাচ হয়ে অভিমানী ॥
সুধর্ম্ম-সভায় নাচ হয়ে খলমতি।
মানব হইয়া ঝাট চল বসুমতী ॥
ইচ্ছানি নগরে ঘর পিতা লক্ষপতি।
হইবে তোমার মাতা নাম রম্ভাবতী ॥
উজানী নগরে ঘর সাধু ধনপতি।
সদা শিব-পদযুগে যার দৃঢ়মতি ॥
প্রথম বনিতা তার আছয়ে লহনা।
দ্বিতীয় বনিতা তার হইবে খুল্লনা ॥
এত বাক্য বলিলা যদি সর্ব্বমঙ্গলা।
চরণে ধরিয়া তাঁর বলে রত্নমালা ॥
দোষ অনুরূপ কেন নাহি দিলা শাপ।
চণ্ডীর চরণ ধরি করেন বিলাপ ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

রত্নমালার বিলাপ।

চণ্ডীর চরণ ধরি, কান্দে স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
অচেতন হয়ে মায়ামোহে।
ধূলায় লোটায়ে কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
বসন ভিজিল আঁখি-লোহে ॥
কেন দিলা গুরু শাপ, কিবা হৈল মম পাপ,
মোর তরে পোহাল রজনী।
রোষযুক্ত ভগবতী, হৈল মোর অধোগতি,
কিরূপে এড়াব শাপ-বাণী ॥
কেমন দারুণ বেলা, আইলুঁ তাণ্ডব-শালা,
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধ।
বিধাতা দণ্ডিল মোরে, ফিরে না গেলাম ঘরে,
মনে বড় রহিল বিষাদ ॥
ভাই বন্ধু পিতামাতা, যে মোর আছয়ে যেথা,
উদ্দেশেতে সবারে প্রণাম।
পরিহারে আমি বলি, দিও মোরে জলাঞ্জলি,
জীবনে বিধাতা হৈল বাম ॥

অবসাদ—জড়তা। গাভা—পুষ্পের মুকুল হইতে স্ফুটনোন্মুখ অবস্থা। কুলুপিয়া—খিল দেওয়া। তুলাকোটি—শব্দহীন পাদভূষণ। পাশুলি—পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ। পরিহার—বিদায় কিম্বা প্রার্থনা।

ক্ষমহ আমার দোষ, হও মোরে পরিতোষ,
কৃপাময়ি, কর অবধান।
অবনীমণ্ডলে যাব, তোমার কিঙ্করী হব,
করাইব ব্রতের বিধান॥
শুনিয়া তাহার কথা, হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা,
সানুকম্পা বলেন ভবানী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
দয়া কর গণেশজননি॥

খুল্লনার জন্ম।

আশ্বাস করিয়া তারে বলেন পার্ব্বতী।
মোর আশীর্ব্বাদে তুমি হবে পুত্রবতী॥
দেবমানে ভ্রম ক্রমে যাবে চারি মাস।
আমার করাহ গিয়া ব্রতের প্রকাশ॥
এত বাক্য কৈল যদি শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈল রত্নমালা॥
হোথা ঋতুমতী রম্ভা হয়েছে বেণেনী।
ব্যতীত হইল তার অষ্টম যামিনী॥
নবম নিশার যদি হৈল অবশেষ।
তার গর্ভে রত্নমালা করিল প্রবেশ॥
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দোয়জ মাসের বেলা লোকে কাণাকাণি॥
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
পাঁচ মাসে কাঁজী করঞ্জায় যায় মন।
ছয় মাসের বেলা তারে না রুচে ওদন॥
সপ্ত মাসে বন্ধুজনা দিল নানা সাধ।
নয় মাসে প্রসব-বেদনা অবসাদ॥
সাধুর কিঙ্করী ডাকি আনিল পাচতি।
শুভক্ষণে হৈল তার কন্যা রূপবতী॥
চালের ফাড়িয়া খড় জ্বালিল আঁতুড়ি।
গোমুণ্ড দুয়ারে আনি পূজে ষষ্ঠীবুড়ী॥
হুলাহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন।
তিন দিনে কৈল রামা সুপথ্য পাঁচন॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা কৈল জাগরণে।
অষ্ট-কলাই তার পর কৈল অষ্ট দিনে॥
নত্তা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে।
একুইশা কৈল তার একুশ দিবসে॥
খুল্লনা থুইল নাম পরিপূর্ণ মাসে।
মাস দুই তিনে দেয় উলটিয়া পাশে॥
নিদ্রায় দিয়ালা করে ঘন ঘন হাস।
দেখি হরষিত রম্ভা মনের উল্লাস॥
সাত মাসে রম্ভা তারে করায় ভোজন।
মোদিত হইল রম্ভা দেখিয়া দশন॥
বৎসর পূর্ণিত হইলে ভ্রমে স্থানে স্থানে।
নানা অলঙ্কার পরে করিয়া যতনে॥
এই মতে তিন চারি পাঁচ বৎসর যায়।
কন্যাগণ সঙ্গে করি ধূলিতে খেলায়॥
করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ রামা দিবসে দিবসে॥
আটদিগে ভাল বর চাহে লক্ষপতি।
অবিরত অই চিন্তা স্থির নহে মতি॥
অভয়ার চরণ মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার রূপ।

দেবীর ব্রতের তরে, খুল্লনা বেণের ঘরে,
রম্ভাবতী সফল মানিল।
দিতে নাহি উপমা, খুল্লনা-রূপের সীমা,
বদন-চান্দেতে করে আলো॥

সানুকম্পা—দয়ার সহিত। দেবমানে—দেবতাদের ১দিন আমাদের ১ বৎসর। দোয়জ—দ্বিতীয়। ব্যতীত—অতীত। পাচতি—ধাত্রী। ফাড়িয়া—টানিয়া। মোদিত—আনন্দিত।

খুল্লনা বাড়য়ে দিনে দিনে।
হইল বৎসর ছয়, বরণ বর্ণন নয়,
শোভা করে অলঙ্কার বিনে॥
সুফল মানস মানি, আনি ভৃঙ্গারের পানী,
মলা দূর করে রম্ভাবতী।
যতনে বুঝায়ে তায়, আভরণ দিল গায়,
রূপের মঞ্জরী কলাবতী॥
চাঁচর চিকুর ছান্দে, কবরী টানিয়া বান্ধে,
বেড়ি নব মালতীর ফুল।
সরস কানন ছাড়ি, ভ্রময়ে কবরী বেড়ি,
মধু-লোভে ভুলে অলিকুল॥
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর-ফোঁটা,
অধব জিনিল জবাফুলে।
ভুরুযুগ ধনুবর, তাহার কটাক্ষ শর,
রবি শশী শোভে তাব কোলে॥
গলে শতেশ্বরী হার, শোভে নানা অলঙ্কার,
করে শঙ্খ শোভে তাড় বালা।
কুচশ্রী দাড়িম্ব ফল, মাঝা মৃগরাজ তুল,
উরু যুগ জিনি রামকলা॥
গুরুয়া নিতম্ব ভরে, দিনে আন বেশ ধরে,
চলে রাজহংসের গমনে।
চরণে নূপুর বাজে, নব নৃপ যেন সাজে,
হেনমতে বাড়য়ে যৌবনে॥
নখে তম করে নাশ, রম্ভার সফল আশ,
যৌবন দেখিয়া কলাবতী।
খুল্লনার শিশু-বেশে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি॥

খুল্লনার বিবাহ-চিন্তা।

খুল্লনার রূপ দেখি ভাবে রম্ভাবতী।
আমার খুল্লনা কন্যা আঁধারের বাতি॥
খুল্লনার রূপে কার দিব গো তুলনা।
ঢাকিয়া রবির রথ রাখয়ে খুল্লনা॥
বংশধর পুত্র আছে মইআই কোঙর।
খুল্লনার রূপ হেতু আলো হইল ঘর॥
এত দিনে নাহি দেখি এমন বরণ।*
কামরূপী মোর গৃহে বাড়ে কোনজন॥
লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস।
নাহি জানি কন্যা মোর হবে কার বশ॥
কুলে শীলে হীন-দোষ হয় সেই জন।
সেখানে করিব আমি কন্যা সমর্পণ॥
যেমন করীর দন্ত সুবর্ণ জড়িত।
অকলঙ্কে দিলে সুতা হয় সমুচিত॥
অকুলীনে দিলে সুতা থাকয়ে গঞ্জন।
লোকে অপযশ গায় দগধে জীবন॥
আটদিগে ভাল বর ভাবে লক্ষপতি।
অবিরত ঐ চিন্তা অন্য নাহি মতি॥
হেনমতে কত কাল বাড়য়ে খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান উজানী বর্ণনা॥

উজানী নগববর্ণন।

উজানী নগর, অতি মনোহর,
বিক্রম-কেশরী রাজা।
করে শিব পূজা, উজানীর রাজা,
কৃপা কৈলা দশভুজা॥
যেন রঘু রাজা, তেন পালে প্রজা,
কর্ণের সমান দাতা।
যুধিষ্ঠির বাণী, শুকদেব জ্ঞানী,
তাহারে প্রসন্না মাতা॥
উজানীর কথা, গড় চারি ভিতা,
চৌদিকে বেউড় বাঁশ।
রাজার সামন্ত, নাহি পায় অন্ত,
যদি ভ্রমে একমাস॥
মহা ধর্ম্মুর্দ্ধর, দিব্য কলেবর,
নারদ সমান গানে।

মইআই—লক্ষ পাতর পুত্র। কামরূপী—মদনের মত রূপ যার।

শুনে অবিরত, পুরাণ ভারত,
দ্বিজে দেয় হেমদানে ॥
নগরের নারী, যেন বিদ্যাধরী,
ভূষণে ভূষিত কায়।
যতেক পুরুষ, মনোহর বেশ,
পীড়িত বসন্ত বায় ॥
বিক্রম-কেশরী, তাঁহার নগরী,
আছে কত সদাগর।
রাজার আদেশে, ধনপতি বসে,
যারে সুখী নৃপবর ॥
লয়ে শিশুগণ, বেণের নন্দন,
পায়রা উড়াতে যায়।
সঙ্গে শিশু যত, লয়ে পারাবত,
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় ॥

———

ধনপতির পারাবত-ক্রীড়া ও খুল্লনা দর্শন।

সখা সঙ্গে ধনপতি, আনন্দে পূর্ণিত মতি,
পায়রা উড়ায় সদাগর।
ছাড়িয়া পাটের দোলা, সবে করে পাখী-খেলা,
পড়ে খসি ভূষণ অম্বর ॥
সঙ্গে দ্বিজ জনার্দ্দন, খেলে নগরিয়া জন,
ধনপতি করিল নিশ্চয়।
পায়রী রাখিয়া হাতে, উড়াইল পারাবতে,
আগে আইলে তার হবে জয় ॥
নগরিয়া শিশু মেলি, দেয় ঘন করতালি,
শ্বেতারে উড়ায় ধনপতি।
তার পাছে ভাই যত, উড়াইল পারাবত,
বাম হাতে রাখি পারাবতী ॥
উড়াইল পারাবতে, দৈবে গগন-পথে
আসি তাড়া দিলেক সেচান।
পায়রা প্রাণের ভয়ে, গগনে সুস্থির নহে,
আট দিকে করিল প্রয়াণ ॥

ইছানি নগর-মুখে, শ্বেতা ধায় অন্তরীক্ষে,
উর্দ্ধমুখে ধায় সদাগর।
উভমুখে সাধু ধায়, কাঁটা খোঁচা ফুটে পায়,
সঙ্গে জনার্দ্দন দ্বিজবর ॥
পায়রী রাখিয়া করে, শ্বেতা বলি উচ্চৈঃস্বরে,
উর্দ্ধমুখে ডাকে ধনপতি।
পগার খন্দক খানা, উলু কেশে নল বেণা,
নাহি সাধু করে অব্যাহতি ॥
নাহি সাধু যায় পথে, জনাই পণ্ডিত সাথে,
পাছু পাছু ধায় অবহেলে।
পাঁচ সাত সখী মেলি, খুল্লনা খেলায় ধূলি,
পারাবত পড়িল অঞ্চলে ॥
পায়রা আঁচলে ঢাকি, চৌদিকে বেড়িয়া সখী,
যায় রামা আপন ভবনে।
সদাগর যায় পাছে, পারাবত তরে যাচে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

———

খুল্লনার সহিত ধনপতির কথোপকথন।

কে তুমি পায়রা লয়ে যাও হে সুন্দরি!
পারাবত লয়ে মোর কর প্রাণ চুরি ॥
অমূল্য পায়রা মোর জানে সর্ব্বজনে।
লুকায়ে রাখিলা তাহা ঝাঁপিয়া বসনে ॥
পারাবত দিয়া মোরে করহ পীরিতি।
নহিলে জানাব গিয়া বিক্রম ভূপতি ॥
সাধু ধনপতি আমি বসি হে উজানী।
গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী ॥
বনিতা-জনের ঠাঁই নিতে নারি বলে।
পরাণ ধরিয়া মোর রাখিলে আঁচলে ॥
পরিচয় পেয়ে ভাবে খুল্লনা সুমতি।
জ্যেঠার জামাতা বটে সাধু ধনপতি ॥
ঈষদ হাসিয়া রামা করে উপহাস।
পারাবত হেতু সাধু তুমি ছাড় আশ ॥

সুখী—সদয়, অনুকূল। দোলা—দোলাই, গায়ের কাপড়। শ্বেতা—একটা শাদা পায়রার নাম। সেচান—সঞ্চান, শিকরে পাখী। অব্যাহতি -বিস্তার। পীরিতি—প্রীতি।
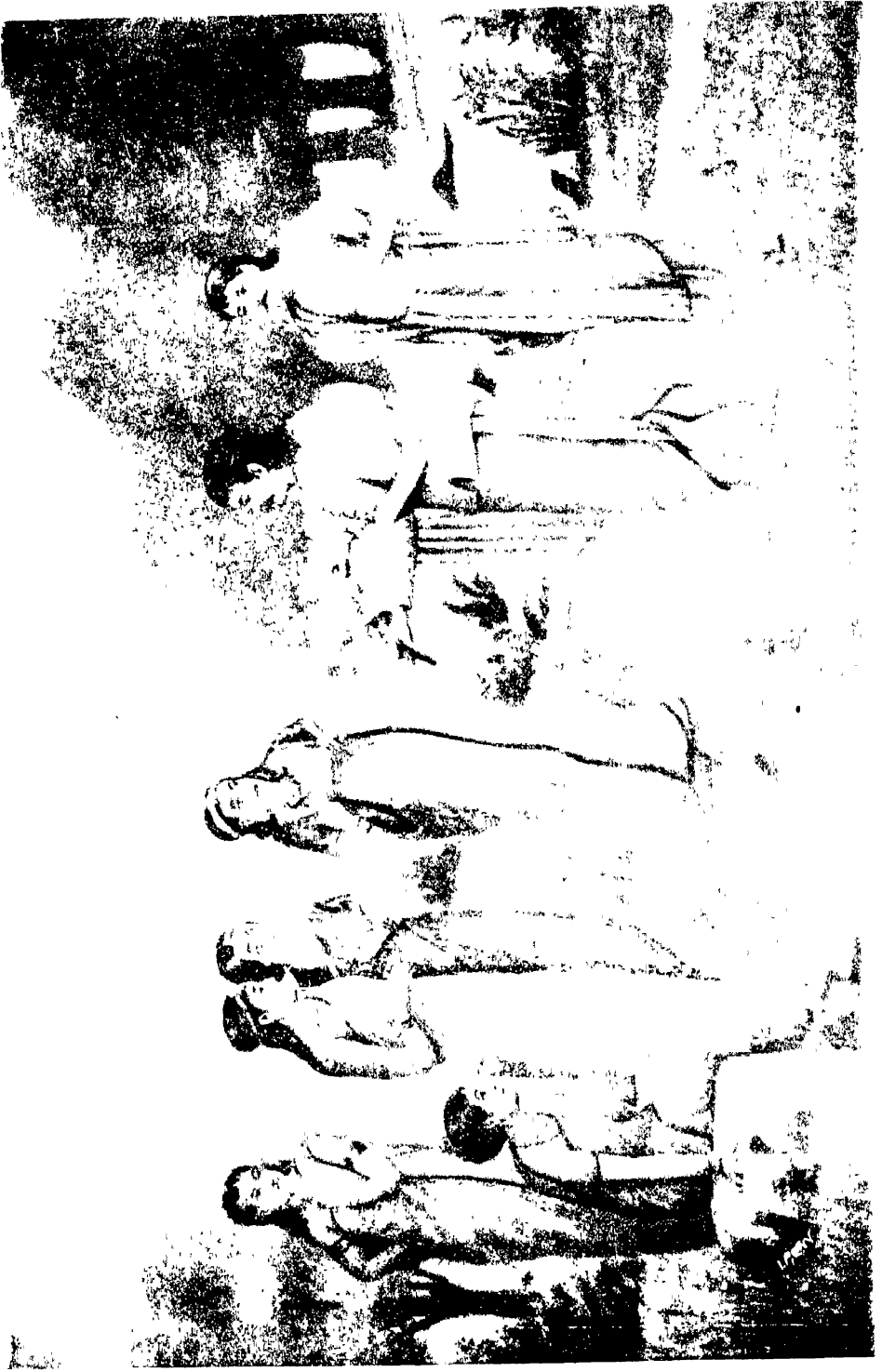
আজিকার মত ছাড় মাংস অনুরোধ।
আপনা আপনি সাধু করহ প্রবোধ ॥
সুজন হইয়া কর খগ তাড়াতাড়ি।
উভ মুখে ধাও সাধু যেমন আহুড়ি ॥
প্রাণভয়ে পারাবত লয়েছে শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন ॥
দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি।
মিথ্যা কার্য্যে কর সাধ কপট চাতুরী ॥
তুমিত রাজার সাধু কে তোমাতে টুটা।
তবে দিব পারাবত দাঁতে কর কুটা ॥
পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্য্য গতি।
এ কন্যার পিতা বুঝি সাধু লক্ষপতি ॥
জনাই পণ্ডিত সনে করেন যুকতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

জনাই পণ্ডিতের লক্ষপতির ভবনে গমন।

এমন শুনিয়া সাধু তরুতলে বসে।
নগরে কন্যার কথা লোকেরে জিজ্ঞাসে ॥
লোক-মুখে শুনে সাধু খুল্লনার কথা।
কামশরে সাধুর হৃদয়ে লাগে ব্যথা ॥
জনাই পণ্ডিত সাথে করিয়া বিচার।
বলে, সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার ॥
এমন শুনিয়া দ্বিজ সাধুর বচন।
ত্বরা করি গেল লক্ষপতির সদন ॥
লক্ষপতি ভবনেতে গেলা পুরোহিত।
দেখি লক্ষপতি হৈলা বড় আনন্দিত ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
প্রণাম করিয়া কহে নিজ নিবেদন ॥
পিতা পুত্র দুহিতা করিল প্রণাম।
জিজ্ঞাসা করিল দ্বিজ সবাকার নাম ॥
লক্ষপতি বলে মোর কুমার মইআই।
রাম রঘু অনুজ তাহার দুই ভাই ॥
এইত দুহিতা মোর খুল্লনা নামিনী।
ইহার খেলার সঙ্গী পাঁচটি ভগিনী ॥
ইহা শুনি পুরোহিত কহে অভিরোষে।
কেনবা আইলুঁ আমি তোমার নিবাসে ॥
বসন কাঞ্চন আদি নাহি দিলা দান।
ব্যবহার ঘচালে সন্দেশ গুয়া পাণ ॥
এইত কন্যার আমি নাহি দেই বিয়া।
সম্বন্ধ করহ গুরু বিচার করিয়া ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুল্লনার বিবাহ-প্রস্তাব।

শুন হে অবোধ লক্ষপতি।
বার বৎসরের সুতা, তব ঘরে অবস্থিতা,
কেমনে আছহ সুস্থ-মতি ॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা, বিয়া দিলে হয় ধন্যা,
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আনি, কহিয়া মধুর বাণী,
পণ বিনা করে সমর্পণ ॥
নবম বৎসরে যদি, বর আনি যথাবিধি,
তনয়া করয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল, সুরপুরে পায় স্থল,
পিতৃকুলে গায় বহুমান ॥
না বুঝাল কেহ তোমা, সুতা হৈল দশসমা,
তথাচ না কৈলে কন্যা দান।
প্রবেশিলে একাদশে, মদন হৃদয়ে বসে,
নব রস হয় একস্থান ॥
না করিলা কর্ম্ম ভাল, এগার বৎসর গেল,
অপযশ করিলা সঞ্চয়।
দ্বাদশ বর্ষের বেলা, কন্যা হয় রজস্বলা,
পুরুষেরে নাহি করে ভয় ॥
পুষ্পিতা যাবত নয়, তাবত পুরুষে ভয়,
রহে সয়ে তাবত কামনা।

আহুড়ি—ধাবক। তোমাতে টুটা—তোমা হইতে কম। পাবন—পবিত্রতাকারক। আহরিয়া—খুঁজিয়া। দশসমা—(দশসমা?) দশ বৎসর বয়স্কা।

নর দেখি অভিরাম, যদি কন্যা করে কাম,
পায় পিতা নরক-যন্ত্রণা ॥
দ্বিজের বচন শুনি, লক্ষপতি বলে বাণী,
উচিত করিব ব্যবহার।
বর্দ্ধমান আদি স্থান, বর দেখ রূপবান্,
মুকুন্দ রচিল গীত সার ॥

জনার্দ্দন পণ্ডিতের পাত্র-নির্ব্বাচন।

এমন বচন শুনি, দ্বিজবর বলে বাণী,
শুন লক্ষপতি সদাগর।
যত আছে গন্ধবেণে, সব দেখি মনে গণে,
খুল্লনার যোগ্য নাহি বর ॥
যেবা চাঁদ সদাগর, তার নাতি আছে বর,
ঘর যার চম্পক নগরী।
তার সনে কৈলে কাজ, সভাতে পাইবে লাজ,
জাতি নাশ কৈল বিষহরী ॥
বর্দ্ধমানে ধূস দত্ত, যার বংশে সোম দত্ত,
মহাকুল বেণের প্রধান।
বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী, দ্বাদশ বৎসর বন্দী,
বিশালাক্ষী কৈল অপমান ॥
মহাস্থান সাত গাঁ, যথা বৈসে রাম দাঁ,
তার শুন কুলের বাখান।
মড়ায় পূর্ণিত বাড়ী, বাসা দিয়া লয় কড়ি,
তার ঘর শ্মশান সমান ॥
হরি দত্ত বড়স্থলে, তব সম নহে কুলে,
রাজা তার কৈল অপমান।
ফতেপুরে রাম কুণ্ডু, সেই বেটা লুণে ভণ্ড,
সেহ নহে তোমার সমান ॥
কর্জ্জনার হরি লা, নাহি পোঁষে বাপ মা,
প্রভাতে না করি তার নাম।
ভাল্লকির সোমচন্দ, সে জন কপট ছন্দ,
দীক্ষা পথে শূন্য তার ধাম ॥

যে যে বেণে আছে যথা, সবাকার জানি কথা,
সবে হয় দোষের আকর।
গঙ্গার দুকূল কাছে, গন্ধবেণে যত আছে,
খুল্লনার যোগ্য নাহি বর ॥
তোমার কন্যার মত, বর ধনপতি দত্ত,
কুলে শীলে রূপে গুণবান্।
দ্বিজের শুনিয়া কথা, লক্ষপতি হেঁটমাথা,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

ধনপতির সহিত খুল্লনার সম্বন্ধ।

গৌড়েতে বিখ্যাত যার নাম উজ্জয়িনী।
মহাকুল দত্তবংশ সবা মধ্যে গণি ॥
যেন রূপ তেন গুণ উত্তম স্বভাব।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত শুদ্ধ সদাচার ॥
দানে বলি কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ।
নাটক নাটিকা কাব্য যাহার অভ্যাস ॥
সাত্ত্বিক ধার্ম্মিক বর শাস্ত্র-বিচক্ষণ।
হেম-কলেবর সাধু সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
তার যোগ্য বটে নারী খুল্লনা যুবতী।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী যেন মদনের রতি ॥
ঘটকের মুখে শুনি বরের প্রকৃতি।
সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল লক্ষপতি ॥
ব্রাহ্মণ সহিত যত লক্ষপতি ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি রম্ভাবতী শুনে ॥
স্বামীরে গঞ্জিয়া বামা কহিছে বচন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

লক্ষপতির সহিত রম্ভাবতীর কথোপকথন।

আগু পাছু না গণিয়ে, কথায় বিহ্বল হয়ে,
কেন দেহ হেন অনুমতি।
হিতাহিত নাহি গণ, না লব কন্যার পণ,
কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি ॥

পড়ে শুনে হৈলে পশু, ব্যয় করি নিজ বস্তু,
কন্যা দিবে দারুণ সতিনে।
লহনাকে নাহি জান, হেন কথা মনে আন,
করুণা নাহিক তব মনে॥
তোমারে বুঝাব কি, লহনা ভায়ের ঝি,
তুমি যদি তারে দিবে সতা।
কেন কৈলে হেন কাজ, সঞ্চয় করিলা লাজ,
লোক মাঝে না তুলিব মাথা॥
খুল্লনা বান্ধিয়া গলে, মরিব গঙ্গার জলে,
নাহি দিব দারুণ সতিনে।
ছুরন্ত ঝিয়ের মোহ, লোচনে গলয়ে লোহ,
ধরে লক্ষপতির চরণে॥
নাহিক মধুর কথা, যে ঘরে লহনা সতা,
ভেবে দেখ যেমন বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ, পদ গলে দিয়া বন্ধ,
ভেট দিবে খুল্লনা হরিণী॥
ধন জন যাব ঘরে, আনিয়া প্রথম বরে,
বিলম্বে করিব কন্যাদান।
কন্যা পাবে কুতূহল, তুমি পাবে দান-ফল,
লোকে গাবে অতুল সম্মান॥
গণকে কয়েছে মোরে, দিবে দোজবেরে বরে,
বিচারিয়া বিধবা লক্ষণ।
এত যদি কহে পতি, রম্ভা দিল অনুমতি,
রচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

রম্ভাবতীর জামাতা নিরীক্ষণ।

স্বামীর বচনে রম্ভা দিল অনুমতি।
আমন্ত্রিয়ে জামাতারে আনে লক্ষপতি॥
বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল কেয় কেহ চরণ পাখালে॥
আড়ালে থাকিয়া রম্ভা জামাতা নেহালে।
এয়ো সুয়ো আনিতে বিজয়া দাসী চলে॥
ত্বরা করি নগরে চত্বরে ধায় চেড়ী।
সইসাঙ্গাতি ডাকিয়া আনিল বাড়ী বাড়ী॥
আইল বিমলা চাঁপা কমলা ভারতী।
পার্ব্বতী সুবর্ণরেখা লক্ষ্মী পদ্মাবতী॥
বল্লভা ছুর্ল্লভা রম্ভা সুভদ্রা যমুনা।
চরিত্রা তুলসী শচী রাণী সুলোচনা॥
হীরাবতী সরস্বতী মদনমঞ্জরী।
চিত্রলেখা সুধা জয়া তারা মন্দোদরী॥
কৌশল্যা বিজয়া গৌরী সুমিত্রা সুন্দরী।
যশোদা রোহিণী বামা রাধা কাদম্বরী॥
ত্বরা হেতু সবাকার বিপর্য্যয় বেশ।
এলান কবরীভার নাহি বান্ধে কেশ॥
এক করে কঙ্কণ নূপুর এক পায়।
অর্দ্ধকেশ আঁচড়ি কেহ দ্রুতগতি ধায়॥
এক চক্ষুকোণে কেহ দিয়াছে অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণফুল ত্বরায় গমন॥
শিশু কান্দে দুগ্ধ দিতে নাহি করে মো।
কোন এয়ো আইসে তার হাতে কাঁখে পো॥
চড়িয়া আঙ্গালে এয়ো দিল বাহুনাড়া।
হীরাবতী এক ডাকে ভেঙ্গে আসে পাড়া॥
সাধুর মন্দিরে আসি দিল দরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন॥
বর দেখি বামাগণ সানন্দ-চরিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ছুর্ব্বলার নিকটে লহনার খেদ।

দেখিয়ে কুস্বপ্ন বহু, স্পন্দে ডানি আঁখি বাহু
লহনা কহেন মন-কথা।
শুনিয়া লোকের মুখে, শেল যেন বাজে বুকে,
প্রভু দিবে নিদারুণ সতা॥
কহ ছুয়া জীবন উপায়।
কানে তোর দিব হেম, চিন্তহ আমার ক্ষেম,
যেমতে সম্বন্ধ ভাঙ্গাযায়॥

কুতূহল—আনন্দ। বিপর্য্যয় উল্টে পাল্টে যাওয়া। ছুয়া—ছুর্ব্বলা। ক্ষেম-মঙ্গল।

খুড়া হয়ে দেয় সতা, কারে কব দুঃখ-কথা
কারে বা করিব অভিমান।
বরঞ্চ মরণ ভাল রহিল হৃদয়ে শাল,
সই এবে কব সমাধান॥
পায়রা উড়ান ব্যাজে, গেলা প্রভু নিজ কাজে,
নাহি জানি এ সব বারতা।
সম্বন্ধ নির্ণয় হৈল, এবে সে লহনা মৈল,
হরি হরি নিষ্ঠুর বিধাতা॥
একলা ঘরের দারা, আছিলাম স্বতন্তরা,
আপনি গৃহিণী এ ভবনে।
বিধাতা হইল বাম, পরে নিবে ধন ধাম,
মন পোড়ে তুষের আগুনে॥
শোকানলে পোড়ে মন, দাবানলে যেন বন,
আঁখি-জল নিবারিতে নারি।
এ শেল রহিল মনে, স্বামী দিব আন জনে,
সঞ্চয় করিয়া ঘর বাড়ী॥
বহু ব্যয় করি কড়ি, করিলাম খাট পিঁড়ি,
সগল্লাদ নিহালী পামরী।
চন্দন কুসুম গুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া,
কারে দিব মন্দির মশারি॥
এমত কপট বন্ধে, শুনিয়া দুর্ব্বলা কান্দে,
লীলারে আনিতে দাসী যায়।
সদাগর আইলা বাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

লহনার প্রতি ধনপতির প্রবোধ।

লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর।
অভিমানযুক্ত রামা না দেয় উত্তর॥
ইঙ্গিতে বুঝিল লহনার অভিমান।
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান॥
রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে॥
স্নান করি আসি শিরে না দাও চিরুণী।
রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিন্ধে পানী॥
অবিরত ওই চিন্তা অন্য নাহি গণি।
রন্ধনের শালে নাশ হইলে পদ্মিনী॥
মাসী পিসী মাতুলানী ভগিনী সতিনী।
কেহ নাহি রহে ঘরে হইয়া রান্ধনী॥
যুক্তি যদি লহ মনে কহিবে প্রকাশি।
রন্ধনের তরে তব করে দিব দাসী॥
বরিষা বাদলেতে উনানে পাড় ফুক।
কর্পূর তাম্বূল বিনা রসহীন মুখ॥
সদাগর বলে যত কপট আশ্বাস।
উত্তর না দেয় রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
দুর্ব্বলা করিল স্নান বসিলা ভোজনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

ধনপতির ভোজন।

শিবকে স্মরিয়া সাধু কৈল আচমন।
লহনা কনক থালে যোগায় ওদন॥
সুবর্ণের বাটিতে দুর্ব্বলা দেয় ঘি।
হাসিয়া পরশে বামা বেণিয়ার ঝি॥
স্মরিয়া শ্রীজনার্দ্দন পুরাণ পুরুষ।
সুরনদীর জলে সাধু করিল গণ্ডুষ॥
প্রথমে সুকুতাঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক॥
কটাক্ষে সাধুর মন হরিল লহনা।
ভোজন সম্বরে সাধু হয়ে দৃঢ়মনা॥
ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন॥
চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন।
বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন॥
মনোদুঃখ বামা তারে করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সমাধান—নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত, বিরোধ ভঞ্জন। ব্যাজ—ছল। নিহালী ও পামরী—মূল্যবান বস্ত্রবিশেষ। চিন্তামণি—অভীষ্টফলপ্রদায়ক মণিবিশেষ। পদ্মিনী—চারি প্রকার স্ত্রী মধ্যে প্রথমা স্ত্রী; কমলের ন্যায় নেত্র, নাসিকা রক্ত ক্ষুদ্র, চারুকেশী, কৃশাঙ্গী, মৃদুবচনশীলা, গীতবাদ্যানুরক্তা, অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্না, পদ্মগন্ধা নারী।

দম্পতী-কলহ।

কপট সম্ভাষ, ত্যজ পরিহাস,
সে সব সময় গেল॥
কোন মূঢ়মতি, দিনে জ্বালে বাতি,
সে বা কি করয়ে আলো॥
স্ত্রী গত-যৌবনে, পুরুষ নির্ধনে,
কিবা আদরের চিন্।
কামদেব পাপ, নাহি ধরে চাপ,
কবি বাখে গুণহীন॥
কপট প্রবীণ, কুলিশ কঠিন,
তোমার দারুণ হিয়া।
সত্য কৈলে যত, সব হৈল হত,
কি দোষ মোর দেখিয়া॥
না করিল বিধি, জীবন অবধি,
নারীর যৌবন কাল।
শিশির উদয়ে, কমল না রহে,
মরণে রহিল শাল॥
অঙ্গনা-সমাজে, কিবা গৃহ-কাজে,
কি করিলুঁ অনুচিত।
যদি দিবা সত্য, কে তার রক্ষিতা,
কেন না কৈলে ইঙ্গিত॥
থাকে পুণ্য অংশ, কোলে রহে বংশ
সুকৃতি সেই দম্পতী।
যদি নহে তোক, শূন্য দুই লোক,
দোঁহার কর্ম্মের গতি॥
সাধু হাত ধরে, লহনা নিবারে
চঞ্চল কঙ্কণ পাণি।
মাঝে পঞ্চবাণ, হয়ে আগুয়ান,
কন্দল ভাঙ্গে আপনি॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজন।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বিবাহের দিন নির্ণয়।

পরিতোষে লহনারে দিয়া পাটশাড়ী।
পাঁচ পল সোণা দিল গড়িবারে চুড়ি॥
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মম মনে।
যেমন আছিলা পূর্ব্বে বিবাহের দিনে॥
বস্ত্র পেয়ে যত্নে নিল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি॥
রাম রাম স্মরণেতে যামিনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে গেলা নিশানাথ॥
আশীষ করিতে আইল জনাই পণ্ডিত।
প্রণাম করিয়া দ্বিজে করিল ইঙ্গিত॥
আঁখিঠারে হৈল কথা সঙ্গে গ্রহ ওঝা।
নানা দ্রব্য পূর্ণিত সাজিল ভার বোঝা॥
চলিল ব্রাহ্মণ লক্ষপতির ভবন।
সম্ভ্রমে আসিয়া বস্তা যোগায় আসন॥
লক্ষপতি আসি বন্দে দ্বিজের চরণ।
নিবেদয়ে দ্বিজ তারে নিজ প্রয়োজন॥
গ্রহ ওঝা করে মেষরাশির কল্যাণ।
সভা বিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাঁজি খান॥
সূর্য্য নমস্কারি করে শাস্ত্র অবগতি।
আজিকার বারে সাত দণ্ড ষষ্ঠী তিথি॥
মৃগশিরা নয় দণ্ড বণিজ-করণ।
শুভযোগ সাত দণ্ড চন্দ্র দশম স্থান॥
পুনরপি পড়ি বলে হয়ে সাবধান।
আগামী বৎসর-কথা গণক বুঝান॥
সংক্রমণ শিরঃস্থানে বৎসর যাবে ভালে।
বড়ই সম্পদ্ দেখি তোমার এই কালে॥
বৈশাখ হইতে হবে লুপ্ত সংবৎসর।
শুভকর্ম্ম নাহি আগে বৎসর ভিতর॥
এমন বচন শুনি গ্রহ ওঝা তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে লক্ষপতির মুণ্ডে॥
বৈশাখে হইবে কন্যা বারতে প্রবেশ।
ফাল্গুনেতে তবে লগ্ন করহ উদ্দেশ॥

তোক—বালক। সুকৃতি—পুণ্যশালী। পাঁচপল—৪০ তোলা। আশা—দিক্।

লগ্ন করিল ওঝা শুভক্ষণ গণি।
গণিয়া নির্ণয় কৈল উত্তর-ফাল্গুনী॥
ত্রয়োদশী রবিবার ইন্দ্র নামে যোগ।
দ্বোযাম রজনী মধ্যে মাসেব অর্দ্ধভোগ॥
পূজা পেয়ে গেল ওঝা আপন ভবনে।
কহিল সকল কথা সাধু-বিগুমানে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥

———

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হেম পেয়ে তোলা চারি, মানিল লহনা নারী,
দূব কৈল যত অভিমান।
প্রেমবন্ধ মুখে মুখে, আলিঙ্গন বুকে বুকে,
যামিনী হৈল অবসান॥

ধনপতিব হৃদয়ে উল্লাস।
বসিয়া তুলিচা মাঝে, নিয়োজিল নানা কাজে,
শুভ মুখকমল প্রকাশ॥
শয্যা ত্যজি ধনপতি, আনন্দে পূর্ণিত মতি,
ডাকি আনি জনাই ব্রাহ্মণে।
গুরু গৌরব ব্যবহার, নিয়োজিত কৈল ভার,
কৈল ওঝা ইছানি গমনে॥
লক্ষপতি পায় পড়ি, বসিবারে দিল পিঁড়ি,
তুই কর পাখালি চরণ।
আশীষ কবিয়া দ্বিজ, স্মেরমুখ-সরসিজ,
আয়োজন করে সমাপন॥
কি কর কি কর ভায়া, শুভযোগ যায় বইয়া,
অবধান কর সদাগর।
বৎসরেক নাহি বিয়া, কেমনে ধরিছ হিয়া,
লুপ্ত হবে এক সংবৎসর॥
লক্ষপতি জায়া সনে, বিচার করিয়া মনে,
জ্ঞাতি-বন্ধু পুরোহিত সনে।
গ্রহবিপ্র আনি ঘরে, লগন বিচার করে,
জয়ধ্বনি বনিতা-বদনে॥
কাম তিথি ত্রয়োদশী, রোহিণী সহিত শশী,
শুভযোগ বণিজকরণ।
লগনে আছয়ে জীব, ইহাতে পবম শিব,
সায় দেয় সেইত গণন॥
আসিয়া ঘটকরাজ, নিবেদন কৈল কাজ,
আয়োজন কৈল সদাগর।
বচিযা ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
গাইল মুকুন্দ কবিবব॥

———

বিবাহ-অধিবাস।

ফাল্গুন উত্তম মাস, কালি হবে অধিবাস,
শুনি আনন্দিত সদাগব।
পুলকে পূর্ণিত মতি, কহে সাধু ধনপতি,
প্রিয় ভাষে করেন উত্তব॥
সাধু করে আয়োজন, চাবিদিগে ধায় জন,
কিনে বেচে হাটে নানা ধন।
সাধুব আদেশ পায়, ইছানি নগরে যায়,
ঘটক পণ্ডিত জনার্দ্দন॥
লয়ে বিবাহেব সাজ, চলিল ঘটকরাজ,
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত।
আগুপাছে সারি সারি, সজ্জা লয়ে যায় ভারী,
গায়নে মঙ্গল গায় গীত॥
তৈল সিন্দূব পাণ গুয়া, বাটি ভরা গন্ধ চূয়া,
আম্র দাড়িম্ব পাকা কাঁচা।
পাটে ভরি নিল খই, ঘড়া ভরি ঘৃত দই,
সাজায়ে সুরঙ্গ নিল বাছা॥
ক্ষীরপুলি গঙ্গাজল, কাঁদি বান্ধা নারিকেল,
চিনির পুরিয়া নিল গাছ।
চাল ডাল রাশি রাশি, জোড়া জোড়া নিল খাসি,
সাঁজুড়িয়া ভারে নিল মাছ॥

পাট—বস্তা। সাঁজুড়িয়া—ভারবাহক।

সর্ব্বস্ব পুঁটুলি ভরা, বান্ধি নিল কোলসরা,
স্থতা নিল নাটাই সহিত।
সুরঙ্গ পাটের সাড়ি, লইল্ল রঙ্গিন কড়ি,
দিব্য মালা সুবর্ণজড়িত॥
চিনি চাঁপা মর্ত্তমান, কড়ি নিল দিতে দান,
হরিদ্রায় রঞ্জিত বসন।
গোরোচনা নিল শঙ্খ, চামর চন্দন পঙ্ক,
ফুল-মালা কজ্জল দর্পণ॥
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, বসিল দ্বিজের ঘটা,
সগল্লাদ পামরী কম্বলে।
পতাকা থুবায় বান্ধা, উপরে বাঁধিয়া চান্দা,
ধূপে আমোদিত কৈল স্থলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র-হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির সহিত খুল্লনার বিবাহ।

সকল দোষেতে হীন, শুভ লগ্ন শুভ দিন,
ধরে কন্যা মনোহর বেশ।
হরিদ্রা-রঞ্জিত ধুতি, পরাইল রম্ভাবতী,
বৈসে বামা বাপের সকাশ॥
খুল্লনার গন্ধ অধিবাস।
মেলি, পুরনিতম্বিনী, সবে করে উলুধ্বনি,
রম্ভাবতী-হৃদয়ে উল্লাস॥
দিয়া নিমন্ত্রণ পাঁতি, আনাইল বন্ধু জ্ঞাতি
জনে জনে পায় আবাহন।
শ্রীলক্ষপতির বাসে, জ্ঞাতিবন্ধু সবে আসে,
বোঝা ভারে লয়ে আয়োজন॥
পটহ মৃদঙ্গ সানি, দগড় কাঁসর বেণী,
শঙ্খ বাজে দোখণ্ডী ঝিল্লকী।
খমক ঠমক ভেরি, জগঝম্প বাজে তূরী,
অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নর্ত্তকী॥

দিনপতি গণপতি, পূজিলেন প্রজাপতি,
বিধি আশাপতি গ্রহগণে।
স্থাপিয়া মন্থন যষ্টি, পুরোহিতে পূজে ষষ্ঠী,
পূজা কৈল মৃকণ্ডুনন্দনে॥
দ্বিজে কবে বেদ গান, মহী গন্ধ শিলা ধান,
দূর্ব্বা পুষ্প ফল ঘৃত দধি।
রজত দর্পণ হেম, স্বস্তিক সিন্দূর ক্ষেম,
কজ্জল গোরোচনা যথাবিধি॥
সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ, ভুবনে উপমা রঙ্ক,
পূর্ণপাত্র প্রদীপ ভূষিত।
করি শাখা পরিচ্ছেদ, ব্রাহ্মণ পড়েন বেদ,
সূত্র বান্ধে জনাই পণ্ডিত॥
পূজিল প্রতিমা রুচি, গৌরী পদ্মা মেধা শচী,
সাবিত্রী বিজয়া জয়া তথা।
স্বাহা স্বধা দেবসেনা শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা,
পূজিলেন যতেক দেবতা॥
ঘৃত দিয়া সাত ডোবা, কাঁথে দিল বসুধারা,
কৈল নান্দীমুখের বিধান।
লয়ে সাত কুলবতী, হরষিতা রম্ভাবতী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

রম্ভাবতীর বশীকরণ ঔষধ সংগ্রহ।

ঔষধ করিয়া রম্ভা ফিরে বাড়ী বাড়ী।
দোছটি করিয়া পরে তসরের সাড়ী॥
কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।
দুর্গার প্রদীপ পুতে রেখেছিল চেড়া॥
সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্ব্বসু।
খুল্লনার হবে সাধু নাকবিন্ধা পশু॥
আনিল পাকড়ি ডাল হাঁই আমলাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি॥
সাপের আঁটুলি আনে খুজে বেদের ঘরে।
রুইমৎস্য-পিত্ত আনে মঙ্গল বাসরে॥

থুবায়—থোপায়? পাঁতি—পত্র। আবাহন—নিমন্ত্রণ; আহ্বান। আশাপতি—দিক্‌পাল। কাঁথে—দেওয়ালে।

কাপাসের বাড়ী হৈতে আনিল গোমুণ্ড।
দাণ্ডাইয়া রবে সাধু তায় তুই দণ্ড॥
খুল্লনা করয়ে যদি সাধুর অপমান।
মৌনে রবে সাধু যেন গোমুণ্ড সমান॥
বিমলা ব্রাহ্মণী হয় রম্ভাবতীর সই।
আণ্ডা সরায় আনে গন্ধভের দুগ্ধ দই॥
ঔষধ করেন রম্ভা খুল্লনার হিত।
খুল্লনার তরে সব হবে বিপরীত॥
খুল্লনার সমাপিল গন্ধ-অধিবাস।
উজানী আইল দ্বিজ হৃদয়ে উল্লাস॥
সহাস্য বদনে কথা কহে দ্বিজবর।
চান্দোয়া টাঙ্গাতে আজ্ঞা দিল সদাগর॥
হেমঘটে গণাধিপ কৈল আরোপণ।
করিল জনাই ওঝা স্বস্তিক বাচন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বর ও বরযাত্রীর গমন।

মদন-মূরতি, সাধু ধনপতি,
বসিলা গান্ডারি পীঠে।
বদন নিন্দি বিধু, চৌদিগে বারবধু,
মঙ্গল গায় নাচে নাটে॥
ব্রাহ্মণ পড়ে স্তুতি, সানন্দ ধনপতি,
চৌদিকে জয় জয় ধ্বনি।
মঙ্গল বস্তু যত, করয়ে নিয়োজিত,
মঙ্গল পড়া বাজে সানি॥
সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম, যে ছিল কুলধর্ম্ম,
ব্রাহ্মণে দিলেন দক্ষিণা।
বরাতি পুঞ্জে পুঞ্জে, সাধুর ঘরে ভুঞ্জে,
চৌদিকে ডম্বুরু বাজনা॥
হইল গোধুলি বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
গলায় শোভে বত্নমালা।
কুসুম শিরে রোপে, কুঙ্কুম অঙ্গে লেপে,
শোভিত হেম তাড় বালা॥
কেহ গায় কেহ নাট, রায়বার পড়ে ভাট,
গজ-পৃষ্ঠে ঘন বাজে দামা।
হাস্য কথা কুতূহলে, পদাতি পদাতি খেলে,
আগুদলে চলে রণভীমা॥
জুড়িয়া ক্রোশেক বাট, চলে বরযাত্র ঠাট,
চমকিত ইছানি নগর।
গজ-বলে সাবধান, সাধিতে আপন মান,
আইল লক্ষপতির কোঙর॥
দুই দলে ঠেলাঠেলি, চুলাচুলি গালাগালি,
বরাতি দেউড়ি নাহি ছাড়ে।
ধূলা খেলা ঢেলা বৃষ্টি, মেলিলে না বহে দৃষ্টি,
দুই দলে খুনাখুনি পড়ে॥
বুঝিয়া কার্য্যের গতি, আসি তথা লক্ষপতি,
কন্দল ভাঙ্গিল সমঞ্জসে।
জামাতার হাতে ধরি, লয়ে গেল অন্তঃপুরী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

স্ত্রী-আচার।

প্রমোদ লোচন-জলে হৈল সাধু অন্ধ।
কোলে করি জামাতারে শিরে দিল গন্ধ॥
বসাইল জামতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে॥
অঙ্গদ অঙ্গুরী হার ভূষণ চন্দন।
দিয়া লক্ষপতি করে বরের বরণ॥
হোথা রম্ভা স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি।
পদে পাদ্য শিরে অর্ঘ্য ঢেলে দিল দধি॥
সূত্র দিয়া মাপে রম্ভা বরের অধর।
সেই রূপে মাপে আর দুইখানি কর॥
সেই সূতা দিয়া বান্ধে খুল্লনার সনে।
সাধু রহিলেন যেন নিগড় বন্ধনে॥

আণ্ডা—আধপোড়া। বরাতি—বরযাত্রী। ঠাট—দল। গজ-বলে—হাতী ঘোড়া প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য লইয়া। দেউড়ি—দরজা। পাখালে—প্রক্ষালন করে।

আনিল এয়োর সূতা নাটাই সহিত।
সাত ফের ফিরাইয়া কবিয়া বেষ্টিত॥
সেই সূতা বান্ধি রাখে খুল্লনা-অঞ্চলে।
গাঁলি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

লক্ষপতির কন্যাসম্প্রদান।

সাধু করে কন্যাদান, দ্বিজগণে বেদ গান,
নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি, পটহ দুন্দুভি বেণী,
আনন্দিতা লক্ষপতি-নারী॥
পাটে চড়ি রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি,
শুভক্ষণে দুজনে চাওনি।
দিলেন সাধুর গলে, আপনার কণ্ঠমালে,
রামাগণে দিল হুলুধ্বনি॥
অভয়ার পুণ্যফলে, করে কুশে গঙ্গাজলে,
লক্ষপতি করে কন্যা-দান।
রথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধৌত কণ্ঠমালা,
দিয়া কৈল জামাতার মান॥
বাজয়ে মঙ্গল পড়া, দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া,
বর-কন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম,
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি॥
দম্পতী প্রবেশি ঘরে, ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে,
রাত্রি গেল কুসুম-শয্যায়।
করিয়া চণ্ডিকা-ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

বিবাহ করিয়া ধনপতির স্বদেশে গমন।

রাম রাম স্মরণে পোহাইল রাতি।
শয্যা ত্যজি প্রভাতে উঠিলা ধনপতি॥
শয্যাতোলা কড়ি চাহে পরিহাস্য জন।
আদেশ করিল দিতে পঞ্চাশ কাহন॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি সমাপন।
হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমন॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
খমক ঠমক শিঙ্গা বাজে জগঝম্প॥
কেহ শ্বেত কেহ নেত দেয় পাটশাড়ী।
কুঙ্কুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি॥
নানা রঙ্গে জামাতার কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশ ভার॥
বিদায় হইয়া বর-কন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চ রত্ন হাতে দিল সাধুর মহিলা॥
শ্বশুর-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
চড়িয়া পাটের দোলা যায় নিজ ধাম॥
রাজপথে যায় সাধু নগরে নগর।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর॥
ছিটা ফোঁটা করিয়াছে ঔষধ প্রবন্ধে।
প্রাণ ছট্ ফট্ করে বিটকাল গন্ধে॥
বিদগধ সদাগর করে অনুমান।
হৃদয়ে জানিল তাবে অলপ-গেয়ান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ধনপতির রাজসভায় গমন

যৌতুক দিলেন রত্ন বস্ত্র বন্ধুগণ।
নানা উপচারে সাধু করায় ভোজন॥

বিটকাল—বিশ্রী। বিদগধ—চতুর; পণ্ডিত।

বহুদিন সদাগর আছেন ভবনে।
নানা ধন লয়ে চলে রাজ-সম্ভাষণে ॥
ভার দশ দধি চাঁপাকলা মর্ত্তমান।
দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পাণ ॥
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
আর নিল সগল্লাদ থান দশ জোড়া ॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
দোলায় চাপিয়া চলে বেণের নন্দন ॥
রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত ॥
নৃপাদেশে আসনে বসিল সদাগর।
পরিহাস করে রাজা বিক্রমকেশর ॥
পরিধান-বাসেতে হরিদ্রা অতিশয়।
লক্ষণে জানিল বিভা করিল নিশ্চয় ॥
দ্বিতীয় বিবাহ তেঁই জান নব রস।
লভিয়া ভাবিনী ভায়া প্রসন্ন মানস ॥
লজ্জায় মলিন সাধু জোড় কৈল হাত।
নিবেদয় সকল তোমার প্রসাদাৎ ॥
খগান্তক লয়ে কিছু শুনহ বচন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খগান্তক ও মৃগান্তক ব্যাধের বনপ্রবেশ।

খগান্তক মৃগান্তক, দুই ভাই কালান্তক,
উজ্জয়িনী-নগরনিবাসী।
প্রভাতে কাননে চলে, জালফাঁদ সাতনলে,
বিহঙ্গম ধরে রাশি রাশি ॥
করে ধরি ধনুঃশর, ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর,
প্রাণী বধে বিবিধ প্রবন্ধে।
উৰ্দ্ধমুখে চাহে শাখী, বধে নানাজাতি পাখী,
সাতনলা জাল আঠা-ফান্দে ॥
ভর্জ্জিত তণ্ডুল সনে, কাননে কলাই বুনে,
রহে ব্যাধ ঝোপের আহড়ে।
লুব্ধ ভক্ষণের আশে, ঝাঁকে ঝাঁকে জালে বৈসে,
নানা বিহঙ্গম বন্দী পড়ে ॥
কপোত চাতক, ফিঙ্গা, টেসকনা মাছরাঙ্গা,
নাবক সারস গাঙ্গচিল।
বায়স বত্তিকা হংস, শ্বেত ভাস কারুধ্বংস,
বাঙ্গাচূড়া বাবুই কোকিল ॥
কুরব কুক্কুট কঙ্ক, কামী কোক কলবিঙ্ক,
কলরব কুলিঙ্গ কর্কট।
কালকণ্ঠ কুবলাক্ষা, কুমার কাদম্ব পাখী,
কারণ্ডব খঞ্জন করকট ॥
উৰ্দ্ধমুখে কপিঞ্জলে, বিন্ধে ব্যাধ সাতনলে,
বক আর বিন্ধে চকোরে।
গুড়গুড় ভাটুই ঘটা, টুনটুনি তালচটা,
নানাবিধ ফাঁদে বন্দী করে ॥
হয়পুচ্ছ-লোম-ফান্দে, শত শত পক্ষী বান্ধে,
দলপিপী শবালি বাদুড়ে।
কাঠঠকরিয়া পেঁচা, টিয়া চটা কাদাখোঁচা,
পানকৌড়ি বধে তাম্রচূড়ে ॥
দৈব নিবন্ধন ফলে, শারী শুয়া পড়ে জালে,
ধরণী লোটায়ে শুয়া কান্দে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
মনোহর পাঁচালি প্রবন্ধে ॥

শারী শুকের উপদেশ।

শুনরে অবোধ ব্যাধ, কি তোর জীবন সাধ,
কেন কর প্রাণিবধ পাপ।
অধর্ম্ম করিয়া নিত্য, পোষ বন্ধু দারাপত্য,
পরলোকে পাবে পরিতাপ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ, যেমন আপনা দেখ,
সবে দেখ সেই অনুমানে।
সবাকার অন্তর্যামী, বুঝিয়া অনন্ত স্বামী,
পরিতোষ দেন সবার মনে ॥

*বিড়া—খিলি। প্রবন্ধে—উপায়ে; রকমে। শাখী—গাছ। আহড়ে—আড়ালে।

বধিয়া অনেক দ্বিজ, সঞ্চয়িলে পাপ-বীজ,
কত কড়ি পাও পক্ষি-মাংসে।
নিরীহ পক্ষীর শাপে, অতি গুরুতর পাপে,
আচিরাতে মরিবা সবংশে॥
যত দেখ ভাই বন্ধু, সবে পীরিতের সিন্ধু,
মৈলে কবে দিন দুই শোক।
সকল কুটুম্ব মিলে, পড়িবা যমের জালে,
যতনে রাখহ পরলোক॥
প্রাণিবধে দিয়া মন, সঞ্চয় করিয়া ধন,
তুমি মৈলে নিবে অন্যজন।
যবে যাবে যমপথে, পাপ পুণ্য যাবে সাথে,
যত দেখ সব অকারণ॥
কোপে পরিহর মতি, পুণ্যে কর অবগতি,
বারেক রাখহ মোর প্রাণ।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ, বাড়িবে অনেক সুখ,
আমা লহ নৃপসন্নিধান॥
হৈল প্রিয়া তোর বশ, রাখহ আপন যশ,
আমি তোর লইলুঁ শরণ।
অনুগতে কৃপা যদি, কৃপা করে কৃপানিধি,
তবে হবে ধর্ম্মের রক্ষণ॥
শুন ব্যাধ মহাশয়, যে জন শরণ লয়,
প্রাণপণ তাহার কারণে।
শরণ পালন গুণ, শ্রবণ পাতিয়া শুন,
যেই কথা শুনিলুঁ পুরাণে॥
সূর্য্যবংশে শিবিরাজা, সুতসম পালে প্রজা,
দানে কল্পতরুর সমান।
ত্যজে যিনি নিজ বংশ, কেবল বিষ্ণুর অংশ,
জীবনামে বংশের আখ্যান॥
দেখিয়া রাজার রীত, হয়ে বড় সবিস্মিত,
আইলা ধর্ম্ম ছলিতে রাজারে।
আদিদেব ধর্ম্মরায়, হইল সঞ্চান-কায়,
কপোত করিল পুরন্দরে॥
কপোত প্রাণের ভয়ে, গগনে সুস্থির নহে,
উপনীত রাজার সভায়।
করিয়া উভয়পাণি, বলে শুন নৃপমণি,
অনুগত হলেম তোমায়॥
সঞ্চান আসিয়া কয়, শুন ওহে মহাশয়,
এই খগ আমার আহার।
কপোত রাখিলে মোহে, ক্ষুধায় উদর দহে,
এই কোন্ ধর্ম্মের বিচার॥
শুনিয়া নৃপতি কয়, এমন উচিত নয়,
অনুগত না দিব ছাড়িয়া।
আর যেবা চাহ ভক্ষ্য, দিব নানাজাতি পক্ষ,
লৈলুঁ দান কপোত মাঙ্গিয়া॥
যদি বা রাখিলে পক্ষ, আমাকে ত দেহ ভক্ষ্য,
নিজ মাংস দেহ নৃপমণি।
রাজা কৈল অঙ্গীকার, আনে অসি খরধার,
হাহাকার করে সবে শুনি॥
মাংস কাটি খানি খানি, সঞ্চানে কহেন বাণী,
লহ মাংস করহ ভক্ষণ।
এমত সাহস তার, অস্থিমাত্র হইল সার,
তবু রাজা কুতূহল মন॥
এতেক জানিয়া মর্ম্ম, কৃপা তারে কৈল ধর্ম্ম,
অনুগত-পালন দেখিয়া।
তোর আমি হব বশ, রাখিবে আপন যশ,
বল তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া॥
প্রতিজ্ঞা-পালন-কাম, বনবাস গেলা রাম,
সমুদ্র বান্ধিল কুতূহলে।
প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণ সনে, লক্ষ্মণ গেলেন বনে,
দৈত্যরাজ গেলেন পাতালে॥
পক্ষি-মুখে নরবাণী, ব্যাধ সবিস্ময় মানি,
শুকের বচনে দিল মন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

———

দ্বিজ—পক্ষী। সঞ্চান—শ্যেন পাখী

শারী শুকের বন্ধন মুক্তি।

শুকের বচনে ব্যাধ হৈল মতিমান্।
বন্ধন কাটিয়া তার দিল প্রাণদান॥
কাটিল চেয়াড়ে ব্যাধ শুকের বন্ধন।
করে বসাইয়া করে অঙ্গের মার্জ্জন॥
নির্ম্মল কাঞ্চন জিনি চরণের আভা।
রত্নের প্রবর জিনি পালকের শোভা॥
ব্যাধ বলে হেন পক্ষী কভু নাহি দেখি।
আজি কিবা বিধি মোরে করিলেন সুখী॥
আজি হৈতে শুক তুমি হৈলা মম গুরু।
ধর্ম্ম-অবতার শুক তুমি কল্পতরু॥
বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ।
তোমা হৈতে ঘুচিল যতেক পাপ নিজ॥
আর না করিব কভু প্রাণিবধ পাপ।
পাপ-চিত্ত ঘুচাইলে ধর্ম্মদাতা বাপ॥
শারীর বন্ধনে শুক দুঃখ ভাবে চিতে।
উড়িয়া বসিল গিয়া আখেটীর হাতে॥
পক্ষী বলে নিয়া চল নৃপতির পাশ।
সম্পদ বাড়াব তোর পূরাব অভিলাষ॥
শারী শুক লয়ে চলে ব্যাধ রাজপথে।
পক্ষী দেখি নগরিয়া ধায় সাথে সাথে॥
কেহ বলে পক্ষিমূল্য দিব চারি পণ।
কেহ বলে একখানি লহরে বসন॥
নগরিয়ার কথা ব্যাধ কানে নাহি শুনে।
দণ্ডমাত্রে উত্তরিল নৃপতি-সদনে॥
দ্বারী সম্ভাষিয়া গেল রাজ-বিদ্যমান।
শারী শুক ভেট দিয়া হৈল নতিমান্॥
শুকের পাখের আড়ে শারী হৈল লুকী।
পক্ষীর চরিত্র দেখি রাজা হৈলা সুখী॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রাজার সহিত শারী শুকের কথোপকথন।

শারী শুক করে প্রণিপাত।
তোমার চরণ দেখি, সফল হইল আঁখি,
বড় ধন্য তুমি ক্ষিতিনাথ॥
শ্রীবৎস রাজার ঘরে, কলধৌত-পিঞ্জরে,
আছিলাম সভায় পণ্ডিত।
প্রতিদিন নরনাথ, অঙ্গে বুলাইত হাত,
কবিত চন্দনে বিভূষিত॥
শনিগ্রহ কৈল পীড়া, গেল রাজ্যপাট ছাড়্যা,
দ্বাদশ বৎসর বনবাস।
চিন্তা নামে মহাদেবী, রাজার চরণ সেবি,
চলে রামা পতির সম্ভাষ॥
ত্রিভুবনে সুদুর্ল্লভা, দেখিয়া তোমার সভা,
যাহে নবরত্নের বিচার।
যুক্তিকরি জায়া সনে, আইলুঁ তোমার স্থানে,
দেখিতে তোমার ব্যবহার॥
পিয়া নানা ফল রসে, আইলুঁ তোমার দেশে,
নানা কাব্য বিচার প্রবন্ধে।
ভ্রমিতে তোমার দেশ, বহু পাইলাম ক্লেশ,
বান্ধা গেলাম চর্ম্মময় ফান্দে॥
পরাণ রক্ষার আশে, কহিলুঁ মধুর ভাষে,
এই ব্যাধ গুণের সাগর।
আর না করিহ বধ, বাড়াইব সম্পদ,
লয়ে চল নৃপতি-গোচর॥
সত্য করিয়াছি বাণী, শুন নৃপচূড়ামণি,
বাড়াইও ব্যাধের সম্মান।
শাস্তি-কথা কুতূহলে, থাকিব তোমার স্থলে,
ক্ষিতিনাথ, কর অবধান॥
পক্ষিমুখে নর-বাণী, নৃপতি বিস্ময় গণি,
দিল ব্যাধে অনেক কাঞ্চন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

প্রবর—উজ্জ্বল্য; শুভ্রতা।

প্রহেলিকা।

প্রহেলিকা কহে শুক রাজার সমাজে।
নৃপতির আদেশে পণ্ডিতগণ বুঝে ॥
বিধাতা-নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র-পুরুষ তায় আছে নিরাহার ॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান্।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান ॥ ১
মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যত্নবান।
বিনা অপরাধে তারে করে অপমান ॥
অপমানে গুণ তার দূর নাহি যায়।
অবশ্য করিয়া দেয় সম্বল উপায় ॥ ২
বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছের পল্লব নয়—অঙ্গে পত্র হয় ॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে ॥ ৩
বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা।
না চলে সারথি তার পসারিয়া গা ॥
হিঁয়ালি প্রবন্ধে হে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথি ॥ ৪
শিরঃস্থানে নিবসে পুরের দুই সার।
ভাল মন্দ সবাকার করয়ে বিচার ॥
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী।
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালী ॥ ৫
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল।
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল ॥
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের পীড়ন ॥ ৬
তৃষ্ণায় আকুল বড় জল খাইলে মরে।
স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাহি তরে ॥
উগারয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ ॥ ৭
দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায় ॥
মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝহ পণ্ডিত ভাই সভা মাঝে বৈসে ॥ ৮
জীয়ন্তেতে মৌনী সে মরিলে ভাল ডাকে।
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে ॥
অবশ্য আনয়ে নব মঙ্গল-বিধানে।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥ ৯
রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই।
জীবকালে স্থানে স্থানে মরণে এক ঠাই ॥
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে কিবা জানে।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥ ১০
একবর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়।
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায় ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিঁয়ালি রচিত।
বার মাস ত্রিশ দিন বান্ধেন পণ্ডিত। ১১
এক ঘরে জন্ম তার দুই সহোদর।
এক নাম ধরে সে দুই কলেবর ॥
প্রবল জীবন সেই না ধরে জীবন।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১২
দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক নহে পথিক ডরায় ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী।
ধরাধর নহে সেই নিবিষয়ে পাণী ॥ ১৩
আঁখিতে জনম তার নহে আঁখিমল।
মারি কাটি বান্ধি ধরি নহে দুষ্ট খল ॥
মারিলে মধুর বোলে নহে সাধুজন।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১৪
জন্ম হৈতে গাছ বায় রুধির ভক্ষণ ॥
দুই জনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ ॥
মরণ সময়ে নব ছাড়ে হুলঙ্কার।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিঁয়ালির সার ॥ ১৫

প্রহেলিকা—হিঁয়ালি। সমাজে—সভাতে। ১ ডিম্ব। ২ কুম্ভকারের মৃত্তিকা। ৩ পক্ষী। ৪ ঘুড়ি। ৫ লেখনী। ৬ জলের পানা। ৭ অগ্নি। ৮ গাড়ু। ৯ শঙ্খ। ১০ পাশার গুটি। ১১ কবিতা। ১২ নাসিকা। ১৩ কুজ্ঝটিকা। ১৪ ইক্ষু। ১৫ উকুন।

রাজার সহিত শুকের কথোপকথন।

প্রশ্ন করি ওহে পক্ষ, এই বড় অশক্য,
বট তুমি শাস্ত্রে বিশারদে।
অনভিজ্ঞ নহ শাস্ত্রে, পড়িলে দৈবের অস্ত্রে,
তবে কেন আখেটীর ফাঁদে॥
শুন শুন দণ্ডরায়, নিবেদি তোমার পায়,
দৈবদোষে বুদ্ধি গেল নাশ।
সুবুদ্ধি পুরুষকারে, দৈবে কি লঙ্ঘিতে পারে,
শুনহ পূর্ব্বের ইতিহাস॥
লোহিত চর্ম্মের ফাঁন্দে, পাকা খর্জ্জুরের গন্ধে,
দেখি লোভে হইলুঁ তরল।
দারুণ দৈবের দশা, আছিল বন্ধন দশা,
দৈবযোগে না হৈল বিফল॥
ধর্ম্মপুত্র নৃপমণি, যথা ভীম গদাপাণি,
গাণ্ডীব ধরেন ধনঞ্জয়।
কি কব পুণ্যের লেখা, বাসুদেব যার সখা,
তথা কেন হৈল শত্রুভয়॥
সকল গুণের ধাম, ভানু-বংশে রাজা রাম,
কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি।
রাম সহ গেলা বন, সীতা হরে দশানন,
রামায়ণে এই কথা শুনি॥
চন্দ্রবংশে রাজা নল, দৈব তারে কৈল বল,
পাশাতে হারিল নিজ দেশ।
পিতৃ-দেশ পরিহরি, সঙ্গে দময়ন্তী নারী,
কাননেতে করিল প্রবেশ॥
সুদেব শ্রীবৎস রাজা, যারে সবে করে পূজা,
দৈবদোষে শনি পীড়ে তায়।
হয় গজ পরিহরি, দাস দাসী নিজ নারী,
মহাদেবী পশ্চাতে গোড়ায়॥
চিন্তা, দুঃখে ক্ষীণ-দেহ, দেখে না সম্ভাষে কেহ,
উপবাস প্রথম বাসরে।
ক্ষুধায় আকুল রায়, পদব্রজে চলে যায়,
জায়া সহ কানন ভিতরে॥
বাদ ছিল শনি সাথে, আসি দেখা দিল পথে,
হৈয়া মীন চারিটী শকুলে।
চিন্তা, দুঃখে অতি ক্ষীণ, পেয়ে চারি শোল মীন,
দিল মহাদেবীর অঞ্চলে॥
কহিল পোড়াও মাছে, সুবন্ধে রাখহ কাছে,
স্নান করি আসি নদীজলে।
এতেক বলিয়া রায়, স্নান করিবারে যায়,
রাণী যত্নে পোড়ায় শকুলে॥
পোড়াইয়া চন্দ্রমুখী, ভস্মেতে মলিন দেখি,
পাখালিতে নিল সরোবরে।
শুনহ দৈবের মায়া, মৎস্য গেল পলাইয়া,
রাণী অধোমুখী লজ্জাভরে॥
মৎস্য খাইবার আশে, রাজা স্নান করি আসে,
শুনে পোড়া মৎস্য-পলায়ন।
হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা, রাজা কৈল হেঁট মাথা,
রাণী কৈল এ মৎস্য ভক্ষণ॥
এই হেতু দুই জনে, বিচ্ছেদ হইল মনে,
নিজ ভার্য্যা ত্যজে নৃপমণি।
বুদ্ধিনাশ দৈবদোষে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
এই কথা বনপর্ব্বে শুনি॥

পিঞ্জর গঠনার্থে ধনপতির গৌড়দেশে গমন।

রাজা বলে হেন পক্ষী কভু নাহি দেখি।
আমাকে করিল বিধি আজি বড় সুখী॥
রাজা বলে ঝাট আন সুবর্ণ-পিঞ্জর।
ঘৃত অন্ন দিয়া পক্ষী তোষহ সত্বর॥
একথা শুনিয়া পাত্র হেঁট করে মাথা।
পিঞ্জর গড়িতে কারিগর নাহি হেথা॥
গউড় নগরে হয় পিঞ্জর উৎপত্তি।
তথাকারে পাঠাও বেণিয়া ধনপতি॥
পাত্রের ইঙ্গিতে রাজা বুঝিল অন্তরে।
ধনপতি ভায়া যাও গৌড় নগরে॥

গোড়ায়—পিছু পিছু যায়। বাসর—দিবস। শকুল—শোল মাছ। সুবন্ধে—যত্ন করিয়া।

রাজার চরণে সাধু করে নিবেদন।
দুই জায়া মাত্র ঘরে নাহি অন্য জন॥
নৃপবর বলে সব বুঝিলাম ভায়া।
দুঃখ লাগে ছাড়িয়া যাইতে ছোট জায়া॥
তেঁই তোমা পাঠাইতে সর্ব্বদা বিহিত।
পিঞ্জর লইয়া তুমি আসিবা ত্বরিত॥
লজ্জায় হাসিয়া সাধু কৈল অঙ্গীকার।
নৃপতি প্রসাদ দিয়া কৈল পুরস্কার॥
কাঞ্চন জুখিয়া লয়ে হইল বিদায়।
বিলম্ব করিতে নারে নৃপের আজ্ঞায়॥
ঘরকে যাইতে নাহি রাজার আদেশ।
দূত-মুখে লহনারে কহে সবিশেষ॥
পিঞ্জর আনিতে সাধু চলিল সত্বরে।
প্রথম প্রবাস তার মজলিসপুরে॥
বারবকপুরে গেলা দ্বিতীয় দিবসে।
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি-অবশেষে॥
বালিঘাটা উত্তরিল দোলার বাহনি।
রন্ধন ভোজন করি পোহাল রজনী॥
রাত্রি দিবা চলে সাধু না করে রন্ধন।
ক্ষীরখণ্ড দধি কলা করয়ে ভোজন॥
শীতলপুরে উত্তরিল চতুর্থ দিবসে।
বড়গঙ্গা পার হয়ে গৌড়েতে প্রবেশে॥
রাজভেট লয় সাধু যুঝরিয়া ভেড়া।
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী নিল দুই জোড়া॥
কান্দি বান্ধা নিল রাঙন নারিকেল।
ঘড়ায় পূরিয়া নিল লাড়ু গঙ্গাজল॥
রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত॥
বসিবারে আদেশ করিল নৃপবর।
নৃপাদেশে আসনে বসিল সদাগর॥
পরিচয় জিজ্ঞাসে নৃপতি গুণবান।
কোন দেশে বসতি তোমার কিবা নাম॥
পরিচয় দেয় সাধু রাজার চরণে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

গৌড়দেশীয় রাজার সহিত ধনপতির পরিচয়।

সাধু বলে মহাশয়, দেই আত্ম-পরিচয়,
আমার বসতি উজ্জয়িনী।
প্রজার পালনে রাম, সমস্ত গুণের ধাম,
বিক্রমকেশরী গুণমণি॥
সুশীতল সুধাকর, রামবৎ ধনুর্দ্ধর,
রূপে মীনকেতুর সমান।
পাত্র তাঁর হরিহর, জনার্দ্দন দ্বিজবর,
পুরোহিত বিদ্যার নিধান॥
রাজার কৃপায় রায়, আমি সদাগর তায়,
ধনপতি দত্ত অভিধান।
উৎপত্তি বণিককুলে, নিবেদি চরণতলে,
যেই কামে আমার পয়াণ॥
ব্যাধ বন্দী করি বনে, ভেট নৃপতির স্থানে,
আনিয়া দিলেক শারী শুক।
পক্ষী শাস্ত্র-কথা কয়, তাহা শুনি অতিশয়,
নরনাথ পাইল কৌতুক॥
দেখিয়া তাহার রূপ, পুরট-পিঞ্জর ভূপ,
গড়াইতে করিল যতন।
সে দেশে কামিনা নাই. পাঠালেন তব ঠাই,
আপ্তভাবে নৃপতি-নন্দন॥
সাধুর বচন শুনি. আনন্দিত নৃপমণি,
অবিলম্বে আনে কারিগর।
প্রসাদ করিয়া তারে, দিল পিঞ্জরের তরে,
যতনে জুখিয়া পরিকর॥
কর্ম্মী পুটাঞ্জলি কয়, অবিরত মাস ছয়,
যদি গড়ি দশ বিশ জনে।
তবে সে পিঞ্জর হয়, নাহলে ত্বরিতে নয়,
নির্ম্মাইব যদি সুগঠনে॥
আদেশিল মহীপাল, তথায় পাতিল শাল,
গড়ে কলধৌত কারিগর।
সাবধানে পিটে পোড়ে, ভোওরিতে কেহ ফোঁড়ে
দেখিয়া হরিষ সদাগর॥

জুখিয়া—ওজন করিয়া। যুঝরিয়া—লড়াযে। নিধান—খনি, আধার। অভিধান—উপাধি। ভেট নজর। পুরট—স্বর্ণ। কামিনা—কারিগর। আপ্ত—আত্মীয়, মিত্র। পরিকর—অনুচর, ভৃত্য। শাল—কারখানা। ভোওরি—ভ্রমর, ছিদ্র করিবার যন্ত্র।

জাঁতিয়া গাঁথিয়া সোনা, সাঁড়াশীতে টানে গুণা,
নিরূপণ সূতার সঞ্চার।
সাবধানে কেহ আঁটে, ছেবানিতে কেহ কাটে,
কোন জন বিবিধ প্রকার।
পাঁচ পাড়ি চারি খুঁটী, বিচিত্র বলয়া কুটী,
চারি চাল করিল চৌরস।
বান্ধিয়া সোনার গিরা, বসায় পাথর হীরা,
রূপা দিয়া করিল কলস॥
চারি কোণে গড়ে আর, চারি চারি শুয়া তার,
উলটিয়া পিঠে বহে মুখ।
নানা রত্ন করি পাখে, গবাক্ষ-সম্মুখে রাখে,
মনোহর নয়ন-কৌতুক॥
আজি কালি বলে নিত্য, নৃপতি সহিত প্রীত,
পায় ধনপতি সদাগর।
রাত্রি দিবা খেলে পাশা, ভক্ষণ সময়ে বাসা,
যাওয়া মাত্র পাসরিল ঘর॥
গৌড়েতে রহিল সাধু, মন্দিরে লহনা বধূ,
খুল্লনার করয়ে পালন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার প্রতি লহনার একান্ত স্নেহ।

সাধু গেলা গৌড়পথে, লহনার হাতে হাতে,
খুল্লনা করিয়া সমর্পণ।
পালয়ে স্বামীর সত্য, জননী সমান নিত্য,
খুল্লনার করয়ে পালন॥
যবে ছয়দণ্ড বেলা, কুঙ্কুমে তুলিয়া মলা,
নারায়ণ তৈল দিয়া গায়।
হইয়া প্রাণের সখা, শিরে দিয়া আমলকী,
তোলা জলে সিনান করায়॥
আপনি লহনা নারী, শিরেতে ঢালয়ে বারি,
পরিবারে জোগায় বসন।
করেতে চিরুণী ধরি, কুন্তল মার্জ্জন করি,
অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন॥
যবে বেলা দণ্ড দশ হেম থালে ছয় রস,
সহিত যোগায় অন্ন পান।
ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী, কাছে থোয় হেমঝারি,
লহনার খুল্লনা পরাণ॥
ওদন পায়স পিঠা, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা,
অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা।
পারশে লহনা নারী, গায়ে দেখি ঘর্ম্মবারি,
পাখা ধরি ব্যজয়ে দুর্ব্বলা॥
অন্ন খায় লজ্জা করি, যদিবা খুল্লনা নারী,
লহনা মাথার দেয় কিরা।
দু-সতিনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ,
সুবর্ণে জড়িত যেন হীরা॥
ভোজন করিয়া নারী, আচমন করে ফিরি,
জল আনি জোগায় দুর্ব্বলা।
খট্টায় পাতিয়া তুলী টাঙ্গায় মশারি জালি,
শয়ন করয়ে শশিকলা॥
কপূরবাসিত গুয়া, তাম্বুল যোগায় দুয়া,
সুগন্ধি চন্দন দেয় গায়।
সুগন্ধি মালতী ফুল, ফিরে যাহে অলিকুল,
মালাকার আনিয়া যোগায়॥
বিকালে ব্যঞ্জন দশ, পরিষ্টে টাবার রস,
ভোজন করয়ে কলাবতী।
কর্পূর তাম্বুল লয়ে, দু-সতিনে থাকে শুয়ে,
একত্র শয়ন দিবা রাতি।
প্রেমবন্ধে দু-সতিনে, দেখিয়া দুর্ব্বলা মনে,
সাত পাঁচ ভাবে দুঃখমতি।
করিয়া চণ্ডিকা-ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দামুন্যায় যাহার বসতি॥

গুণা—তার। ছেবানি—ছেনি। কুন্তল মার্জ্জন—চুল আঁচড়ান। পরশে—পরিবেষণ করে। কিরা—শপথ, দিব্য। ধন্ধ—ধাঁধা। তুলী—শয্যা। পরিষ্ট—পাস্তা, পর্য্যুষিত।

লহনার প্রতি দুর্ব্বলার উপদেশ।

দু-সতিনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্ব্বলা।
হৃদয়ে লাগিল তার কালকুট-জ্বালা॥
লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি।
পাইট করি মরিব দুজনে দিবে গালি॥
যেই ঘরে দু-সতিনে না হয় কন্দল।
সে ঘরে যে দাসী থাকে সে বড় পাগল॥
একের করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥
এমন বিচার দাসী করি মনে মনে।
উপনীত হইল লহনাবিদ্যমানে॥
করেতে চিরুণী ধরি আঁচড়য়ে কেশ।
লহনাকে দুর্ব্বলা শিখায় উপদেশ॥
শুন শুন মোর বোল শুনগো লহনা।
আপনি করিলে নাশ এবেশে আপনা॥
ঋজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে এই তোমায় বধিবে পরাণে॥
খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর।
ওই ছাড়াইবে তোমা সোয়ামীর কোল॥
কলাপি-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধপাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ॥
খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল।
মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ডস্থল॥
কদম্ব-কোরক জিনি খুল্লনার স্তন।
তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন॥
ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন মধুকরী।
যৌবনবিহীনা তুমি হৈলা ঘটোদরী॥
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন।
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥
নেউটিয়া আইসে ধন সুত বন্ধুজন।
না নেউটে পুনঃ দেখ জীবন যৌবন॥
দুর্ব্বলার বচনে লহনার অভিমান।
কানে হেম দিয়া তার সাধিল সম্মান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

লীলাবতীর নিকটে দুর্ব্বলার গমন।

উপদেশ দিলে দুয়া জীবন-উপায়।
তোমা বিনা ইথে মোর কে আছে সহায়॥
আমার লাগুক কড়ি তোমার হউক যশ।
ঔষধ করিয়া সাধু কর মোর বশ॥
তোমা বিনা প্রিয় বড় কে আছে আমার।
বিপদ-সাগরে দুয়া হও কর্ণধার॥
ব্রাহ্মণী আমার সই আছে লীলাবতী।
দুর্ব্বলা তাহার স্থানে যাও শীঘ্র গতি॥
লহনার বচনেতে ঝটিতি দুর্ব্বলা।
ভেট লয়ে যায় দাসী পাঁচ কান্দি কলা॥
পাঁচ ভার চাল নিল তিন ভার বড়ি।
সাতেক কাহন বাছি নিল ঘেঁচি কড়ি॥
ভার দুই খণ্ড নিল দধি পাঁচ ভার।
পাঁচ ভার দ্রব্য নিল দিব্য আপনার॥
গাহা দুই গুবাক নিল আপনার তরে।
একেবারে দুই গুয়া দুই গালে ভরে॥
আগে পাছে ভারী যায় মধ্যেতে দুর্ব্বলা।
পথে কতগুলা নিল চম্পকের মালা॥
ধীরে ধীরে যায় দুয়া দিয়া বাহু নাড়া।
বাম ভাগে এড়াইল কায়স্থের পাড়া॥
প্রবেশে ব্রাহ্মণ-পাড়া দুয়া হরষিত।
বাঁড়রী ওঝার ঘরে হৈল উপনীত॥
লীলা ঠাকুরাণী বলি ডাকিলেক চেড়ী।
দুর্ব্বলার ডাকে লীলা আইল তাড়াতাড়ি॥

পাইট—ষড়ের কাজ। ঋজুমতি—সরলমনাঃ। কলাপী—ময়ূর কলাপ—ময়ূরপুচ্ছ। নেউটিয়া—ফিরিয়া। ঘেঁচি কড়ি—গেঁঠেকড়ি। গাহী—সুপারিগণনার একক—১০টা সুপারিতে এক গাহা।

ভেট দিয়া দুর্ব্বলা তাহারে নমস্কারে।
আশীষ করয়ে লীলা ছুয়া পায়ে ধরে॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে সখীর বারতা।
অনেক দিবস হুয়া নাহি আইস হেথা॥
দুর্ব্বলা কহিল তারে সব বিবরণ।
তোমা সহ আছে তার বিরল-কথন॥
দুর্ব্বলার বাক্যে লীলা করিল গমন।
সখীর ভবনে গিয়া দিল দরশন॥
দুই সইয়ে কোলাকালি দোঁহে আলিঙ্গন।
লহনা করিল তার চরণ-বন্দন॥
সম্ভ্রমে দুর্ব্বলা আসি যোগায় আসন।
কর্পূর তাম্বূল দিল নানা আয়োজন॥
লীলাবতী করে তারে কুশল জিজ্ঞাসন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লীলাবতীর সঙ্গে লহনার কথাবার্ত্তা।

কি কহিব আর, কুশল বিচার,
কহিতে বিদরে বুক।
কারে কব কথা, খুড়া দিল সতা,
দুঃখের উপরে দুখ॥
প্রভু নাহি ঘরে, প্রাণ কেমন করে,
কি মোর ঘর করণে।
রাত্রি দিন গণি, মম গুণমণি,
রহিলেন কি কারণে॥
গড়াতে পিঞ্জর, গেল সদাগর,
তথা রৈল চিরকালে।
নাহি শুনি কথা, কুশল বারতা,
কি মোর আছে কপালে॥
ধিক্ সাধুয়াল, দুঃখে গেল কাল,
বেরুনিয়া ভাল জীয়ে।
হাস পরিহাস, করে বার মাস,
পতি-মুখমধু পিয়ে॥
হইয়া আকুলি, কত চিন্তে তুলি,
পাঁজর বিন্ধিল ঘুণে,।
খুল্লনা দারুণী, নিশাচরী গণি,
সাধু কি না জীয়ে প্রাণে॥
নারীর যৌবন, কেবল আধন,
যেমন জলের ফোঁটা।
দুষ্ট কামশর, করে জর জর,
দিনে দিনে হয় টুটা॥
দিনে থাকি ভাল, রাত্রি হয় কাল,
দুঃসহ বিরহ-ব্যথা।
এরূপ যৌবনে, দারুণ সতিনে,
ওই সনে মন-কথা॥
তুমি দেহ মন, আন গুণিজন,
যে প্রভু আনিতে পারে।
জুখিয়া আপনা, তারে দিব সোনা,
প্রাণদান দেহ মোরে॥
আইল কি ক্ষণে, আমার ভবনে,
পাপিনী এই সতিনী।
বিষম আরতি, দিল নরপতি,
ঘর ছাড়ে গুণমণি॥
এমন লহনা, বিরহে বিমনা,
দেখি কহে লীলাবতী।
করি নানাছন্দ, গাইছে মুকুন্দ,
যাঁরে তুষ্টা হৈমবতী॥

লীলার প্রবোধ দান।

কেন গো লহনা, হয়েছ বিমনা,
দেখিয়া এক সতিনী।
এ ছয় সতিনী, মনে নাহি গণি,
সাবাসি মোর পরাণী॥
ফুলিয়া নগর, মোর বাপ ঘর,
বাপেরা ফুলে মুখটি।

বিরল—নির্জ্জন। চিরকালে—দীর্ঘকালে। সাধুয়াল—সওদাগরী। আধন—অস্থায়ী। গুণী—মন্ত্র তন্ত্রে নিপুণ।
আরতি—আদেশ।

নারায়ণ-সুত, ভুবনে বিদিত,
মহাকুল বন্দ্যঘাটি ॥
বিদ্যা-কুলযুত, চরিত্র অদ্ভুত,
দেখিয়া রূপ যৌবনে।
নাহি করি দয়া, বাপ দিল বিয়া,
দারুণ ছয় সতিনে ॥
অল্প বয়েস, মোর পরবেশ,
এ ছয় সতিন ঘরে।
শাশুড়ী ননদী, ঔষধেতে বান্ধি,
আমার বচন ধরে ॥
ঔষধের গুণে, স্বামী বোল শুনে,
যেন পিঞ্জরের শুয়া।
নিদ্রা গেলে আমি, চিয়াইয়া স্বামী,
মুখে তুলি দেয় গুয়া ॥
ঔষধের বশে, প্রকার বিশেষে,
স্বামী ধুলা ঝাড়ে মুখে।
গেলে পিতৃবাস, করে উপবাস,
যাবত মোরে না দেখে ॥
শুনি মধুমতী, লীলার ভারতী,
ঔষধ মাগে লহনা।
ব্রাহ্মণী সহাস, করিল আশ্বাস,
মুকুন্দ করিল রচনা ॥

লহনার প্রতি লীলাবতীর ঔষধ-ব্যবস্থা।

মোর বোলে লহনা করহ অবধান।
ঔষধ করিয়া তোর সাধিব সম্মান ॥
পত্রিকার কলাগাছ রোপিয়া অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তাহে দিবে রাত্রি দিনে ॥
নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হবে কিঙ্কর খুল্লনা হবে চেড়ী ॥
শ্মশানের ক্ষীরা আর কবর-বিছাতি।
বসন ত্যজিয়া তাহা আন শেষ রাতি ॥
ইহাই বাঁটিয়া দেহ খুল্লনা-বসনে।
খুল্লনা পড়িবে তার বিষের নয়নে ॥
চূর্ণে পাণে খয়েরে করিবা তার ক্ষার।
কাল গরুর গাঁজ আন ঔষধের সার ॥
দুর্গার মুখের আর আন হরিতাল।
উপরাগ সময়ে আনহ বেড়াজাল ॥
দুই বস্তু কপালে রাখিবে সাবধানে।
সোহাগ বাড়িবে তব দুর্গার সমানে ॥
আনিবে আঠুলি কীট ফণিফণা হৈতে।
তাবিজ গড়াইয়া রাখিবে বাম হাতে ॥
বসুদেব-সুতা দেবী কৃষ্ণেব ভগিনী।
দ্রৌপদীর হইল যবে প্রবল সতিনী ॥
ইহা ধরি দ্রৌপদী বশ কৈল নাথ।
পতি ছাড়ি গেল ভদ্রা যথা জগন্নাথ ॥
যতনে আনিবে জোড়া অশ্বথের দল।
দুর্গার প্রদীপ তৈলে পাড়িবা কাজল ॥
লোচনে কাজল দিয়া চাহ একবার।
সাধুকে করিয়া দিব যেন কণ্ঠহার ॥
গাড়র গালের গুয়া বকুলের পাত।
পীরিতি করিয়া দিব তব প্রাণনাথ ॥
একছত্রির গাছ আন হাই আমলাতি।
শনি কুজ বারে তাহা জাগাইবে রাতি ॥
কাঙুরের কামিক্ষা মুখে বাটিবে প্রভাতে।
ললাটে তিলক দিলে প্রীতি নানা মতে ॥
ত্রিশিরার পাতেতে পাড়িয়া আন কালী।
কালিয়া বিড়াল আনি দ্বারে দেও বলি ॥
রাই শরিষা ভাজিবে শশারুর তৈলে।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি ভুঞ্জ কুতূহলে ॥
আনহ শ্মশানের হাড় করিয়া যতন।
আইবড় চুলের জল আঁইশ হাঁড়ির লোণ ॥
ভুজঙ্গের ছাল আর নেউলের তুণ্ড।
কেশরী স্মরণ করি আন গজ মুণ্ড ॥
পত্রিকা ভাসায়ে আন হরিদ্রার মূল।
যতনে আনিবা শ্মশানের তিলফুল ॥

'চয়াইয়া —জাগাইয়া

ইহা করি সত্যভামা বশ কৈল নাথ।
যার প্রেমে গোবিন্দ আনিল পারিজাত॥
ঔষধ করিল লীলা লহনা সংহতি।
সতিনীরে বঞ্চিয়া ভুঞ্জিবে নিজ পতি॥
ছিনা জোঁক আর শ্বেত কাকের আন রক্ত।
কাল কুক্কুর মারিয়া আনহ তার পিত্ত॥
কচ্ছপের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত।
কোটরের পেঁচা আন গোধিকার আঁত॥
বাদুড়ের পাখা আন সজারুর কাঁটা।
তেমাথায় পোড়ায়ে কপালে দিবা ফোঁটা॥
শঙ্খের মুখটী জেঠি-মিথুনের মুণ্ড।
জোমা গাড়রের শৃঙ্গ চাতকের তুণ্ড॥
দিগম্বরী হইয়া কাণ্ডুরি মুখে বাটে।
অলক্ষিতে রাখিবে প্রভুর শয়ন-খাটে॥
মালীর মালঞ্চে ফুল আনিবে গুলাল।
শিরীষ বকুল কুন্দ পদ্মের মৃণাল॥
পঞ্চ ফুল সমতুল করিয়া আধান।
মন্ত্র পড়ি স্বামীরে হানিবে পঞ্চবাণ॥
স্বামীর সম্ভোগ চান্দ রাখিবে যতনে।
বাঘ-তৈল সনে রামা মাখিবে বদনে॥
ঔষধ প্রবন্ধ কহে মুকুন্দ বিশারদ।
বুড়াকে না করে গুণ:মোহন ঔষধ॥

লহনার প্রতি লীলাবতীর উপদেশ।

শুনলো লহনা উপদেশ মোর।
হইবে স্বামীর চিত্তের চোর॥
হাসিয়া পরশে অলবণ রান্ধে।
স্বামীর চিত্তে আপনারে বান্ধে॥
রুষিয়া পরশে কর্পূর চিনি।
নিম সম তিক্ত নবযৌবনী॥
মুখরা যত্যপি যৌবনবতী।
রূপে নিন্দে যদি ভারতী রতি॥
সুপুরুষ তাহে না করে কেলি।
সিমুল কুসুমে না বসে অলি॥
কালিয়া কস্তুরী গন্ধের রাজা।
রূপ সত্বে আগে গুণের পূজা॥
প্রিয়বাদী পতি রসিক মন।
কাল কোকিলের ধ্বনি যেমন॥
অপ্রিয়বাদিনী যৌবন ধন্ধ।
ভ্রমরে না রুচে কেতকী-গন্ধ॥
পতিভক্তি বিনা মিথ্যা যৌবন।
দুঃখহেতু যেন কৃপণের ধন॥
নিজ অনুভব করহ সখী।
কোকিলের রবে কে নহে সুখী॥
প্রিয়বাণী সই যৌবন রূপ।
পতি-মনোমৃগ-পতন-কূপ॥
সংক্ষেপে তোমারে কহি সকল।
মুখে ক্ষরে মধু হৃদে গরল॥
কুবাণী পতির মন উচাটন।
শাস্ত্র ভাষা কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লীলার প্রতি লহনার উক্তি।

সই নাহি জানি বিনয় বচন।
ঘরে স্বতন্তরা আমি, আমার অধীন স্বামী,
সদা মানে আমার শাসন॥
দেখিয়া স্বামীর দোষ, করিতাম অভিরোষ,
শিরে পিঁড়ি করিয়া প্রহার।
বিনয় বচন বিনে, উপায় চিন্তহ মনে,
আমার দুঃখের প্রতিকার॥
পূর্ব্বে জানিতাম আমি, আমার অধীন স্বামী,
সদা সুখে পোহাব রজনী।
না জানি দৈবের মায়া, আসি কোন পথ দিয়া,
নারিকেলে সান্ধাইল পানী॥
পূর্ব্বে জানিতাম যদি, প্রমাদ পাড়িবে বিধি,
করিতাম প্রকার প্রবন্ধ।

জোমা—জোড়া। প্রবন্ধ—যোগাযোগ

শুন গো শুন গো সহি, লোচনে দংশিল অহি,
কোন খানে দিব তাগা-বন্ধ॥
চিরদিন দোঁহে দেখা, কত দুঃখ দিব লেখা,
রাখ মোর পূর্ব্বের সম্মান।
কৃপা কর ঠাকুরাণী, করহ ঔষধপানী,
চরণ-কমলে দেহ স্থান॥
ডাকিয়া লহনা কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
আশ্বাস করয়ে লীলাবতী।
চণ্ডীর আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দামুন্যায় যাঁহার বসতি॥

লীলাবতীর পত্র লিখন।

জীবন যৌবনে আর বড়ই পীরিত।
আদির অক্ষরে দেখি দুইজনে মিত॥
এই দুঃখ রহিল সতত মোর মনে।
না গেল জীবন কেন যৌবনের সনে॥
যখন যৌবন মম করিল প্রয়াণ।
তার সঙ্গে কেন নাহি গেল পাপ প্রাণ॥
ঔষধ প্রবন্ধ কিছু না লাগিল মনে।
ভিতর মহলেতে বসিল দুই জনে॥
খুল্লনার রূপ-নাশে চিন্তেন উপায়।
উপভোগ দূর হৈলে রূপ নাশ হয়॥
দুইজনে এক ভাবে করেন যুকতি।
কপট প্রবন্ধে পাঁতি লিখে লীলাবতী॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল ধাম লহনা যুবতী॥
তোরে আশীর্ব্বাদ মোর পরম পীরতি।
আমার বচনে প্রিয়ে কর অবগতি॥
মোর সমাচার দূত-বচনে শুনিবে।
আপন কুশল প্রিয়ে লিখিয়া পাঠাবে॥
মন্দ ক্ষণে পাইলাম রাজার আরতি।
গৌড়ে কত দিন মোর হইবে বসতি॥
নিজ বার্ত্তা দিয়া দুঃখ করিবে বারণ।
পিঞ্জরের হেতু কিছু পাঠাবে কাঞ্চন॥
তোমারে সে লাগে মোর গৃহস্থের ভার।
খুল্লনার খুলি লবে অষ্ট অলঙ্কার॥
খুল্লনারে দিয়া তুমি রাখাবে ছাগল।
অর্দ্ধসের দিবা মাত্র খাইতে সম্বল॥
পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা।
শয়ন করিতে তারে দিবে ঢেঁকিশালা॥
তোরে বলি প্রিয়ে মোর রাখিহ আদেশ।
সত্য না পালিলে তোর মুণ্ডাইব কেশ॥
অবশ্য করিবে বলি লিখিবেক পাঁতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

খুল্লনা ও লহনার বাকবিতণ্ডা।

লহনার হাতে দিয়া করিল গমন।
ব্যবহারে পাইল সে শতেক কাহন॥
ঘরে পত্র বিলম্ব করিল দিন দশ।
খুল্লনারে দিতে যায় হইয়া বিরস॥
সখী সঙ্গে এই মত করিয়া বিচার।
হাতে পাঁতি যায় রামা চক্ষে জলধার॥
খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দয়ে কপটে।
কেমনে তরিবে বোন বিষম সঙ্কটে॥
প্রভুর লিখিত পত্র শুন বিবরণ।
তাহার লিখনে বোন না রহে জীবন॥
লহনার বচনে খুল্লনা পড়ে পাঁতি।
হাসয়ে খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি॥
খুল্লনা বলেন দিদি নাহি গো তরাস।
কে মোরে লিখিয়া পাঁতি করে উপহাস॥
প্রভুর অক্ষর নহে দেখি ভিন্ন ছন্দ।
কেবা এ লিখিল পত্র করিয়া প্রবন্ধ॥
প্রভুর আজ্ঞায় পত্র যদি লিখে আন।
তবে কি করিতে পারি আমি অল্পজ্ঞান॥

উপভোগ—সুখাদি ভোগ। কপট প্রবন্ধে—মিথ্যাবাক্য রচনা দ্বারা। পাঁতি—পত্র। বারণ—দূর। খুঞা—ছোট মোটা কাপড়। উড়িতে—গায়ে দিতে। বিরস—বিষণ্ণ। ছন্দ—ছাদ, ধরণ। ভাতি—রকম। প্রবন্ধ—রচনা।

কত কত জন আছে প্রভুর সকাশে।
আনিলেক এই পত্র প্রভুর আদেশে॥
প্রভুর শাসন তোর এই আইল পাঁতি।
কাননে চরাহ ছেলি পর খুঞা ধুতি॥
মাথার মউড়ে আমি আসিয়াছি বাসে।
কভু নাহি বসি আমি প্রভুর সকাশে॥
কোন দোষ আমার দেখিল নিজপতি।
কেন প্রভু মোরে দিল এমন আরতি॥
কতবা দেখাও মোরে এ গৃহিণীপনা।
আপনা লইয়া তুমি থাকলো লহনা॥
তুই অলক্ষণা লো খুল্লনা পাপিনী।
কোন পাপ ক্ষণে তুই আইলি দারুণী॥
ভূপতি সাধুরে দিল বিষম আরতি।
পাঠাইল পিঞ্জরের হেতু শীঘ্রগতি॥
এই পাকে হৈলি তুই ছাগল-রাখাল॥
মোর কেন দোষ দেহ দোষহ কপাল॥
স্বরূপে যদ্যপি প্রভু দিয়াছেন পাঁতি।
আনিল কেমন জন আন শীঘ্রগতি॥
প্রভুর সহিত আছে কতেক কিঙ্কর।
পত্র লয়ে অবশ্য আসিত কেহ ঘর॥
পিঞ্জর গঠনে তাঁর নাহি আটে সোনা।
সোনা লয়ে গেল ঝাট সেই তিন জনা॥
বিলম্ব না করিল তাহারা এক তিলে।
আছিলা বহিনী তুমি পাশার বিহ্বলে॥
তুমি আমি দুসতিনে সাধুর বটি নারী।
সাধুর বিহনে হয় দোঁহাকার গারী॥
ধন লোভে সাধুর বটহ তুমি দারা।
তোর মুই চেড়ী বটি হেন বুঝ পারা॥
হেদে বলি বাঁঝি তুই মোরে নাহি ঘাঁটা।
গৌরবেতে দিব তোরে গৃহস্থের ঝাঁটা॥
ধিক ধিক বলে ছুঁড়ি মোর ছোট হয়ে।
শুনিয়া লহনা রামা রহিল সহিয়ে॥
কালি আইল ছুঁড়ি মাথায় মউড়ি।
মোর সঙ্গে সম হয়ে করে হুড়াহুড়ি॥

ঝন ঝন কঙ্কণ দুজনে বাহু নাড়া।
শুনিয়া ধাইয়া আইল বণিকের পাড়া॥
খুল্লনার অঙ্গুলি বিধির বিপাকে।
দৈবাৎ লাগিল গিয়া লহনার বুকে॥
লহনা হইল তাহে যেন অগ্নিকণা।
খুল্লনার দুই গালে মারে দুই ঠোনা॥
লহনা কোপেতে সে অনল হেন জ্বলে।
সাক্ষী করিয়া তার ধরিলেক চুলে॥
কেহ বলে ছোট দেখ সতিনের কাঁটা।
এই মুখে নিতে চাহ গৃহস্থের বাটা॥
চুলাচুলি দুসতিনে অঙ্গনেতে ফিরে।
চাহিয়া রহিল সবে নিবারিতে নারে॥
চাহিয়া রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়ে।
উচিত কহনা কেহ ভাতার পুত খেয়ে॥
লহনার কটু ভাষে সবে গেল বাসে।
পাঁচালি প্রবন্ধ কবিকঙ্কণেতে ভাষে॥

খুল্লনার সহিত লহনার কলহ।

মল্ল যেন কন্দলে যুঝে দুসতিন।
বিদেশে সদাগর, পাইয়া শূন্যঘর,
লাজ ভয় হৈল হীন॥
বড় বহুড়ী প্রবলা, ছোট জন একলা,
কলহ হৈল সেই দিন।
চক্ষে চক্ষে চাহিয়া, রোষযুতা হইয়া,
খুল্লনা হইল বলাধীন॥
চরণ থর থর, আদেশে ধর ধর,
কানেতে দোলমান সোনা।
করিয়া মহাক্রোধ, না মানে উপরোধ,
খুল্লনা মারিল ঠোনা॥
মূর্চ্ছাগত হইয়া, ভূমিতলে পড়িয়া,
দেখয়ে সরিষার ফুল।

মউড়—বিবাহ সময়ে মাথার যে টোপর। মাথার মউড়ে আসিয়াছি—বিবাহের পরে প্রথম আসিয়াছি। পাকে—ফেরে কারণে। স্বরূপে—যথার্থই। বিহ্বলে—ঝোঁকে। গারী—গালি; কটূক্তি। বাঁঝি—বন্ধ্যা। উপরোধ—খাতির, সম্মান।

সম্বিত পাইয়া, উঠি উঠি কাঁপিয়া,
ধোঁহায় ধরিল চুল ॥
চট চট চাপড়, ছিণ্ডিলেক কাপড়,
বেগে মারিল কঙ্কণ।
দোঁহে করে বড় ধুম, কিলের গুম গুম,
মেঘে যেন শিলা বরিষণ ॥
কিঙ্কিণী কন কন, বাজয়ে ঝন ঝন,
ঘন বাজে সদাগর বাসে।
দেখিয়া হুড়াহুড়ি, বড় ঘরের বহুড়ি,
নারীগণ পলায় ত্রাসে ॥
পায়ে পায়ে জড়ায়ে, করে কর ধরিয়ে,
ক্ষিতিতলে যুঝে পড়িয়া।
দোঁহার অলঙ্কার, ঝন ঝন ঝঙ্কার,
শব্দে তর তর হইয়া ॥
খুল্লনার বিধি বাম, দুজনার সংগ্রাম,
লহনার হইল জয়।
যৌবনে ঢল ঢল, হাসয়ে খল খল,
শ্রীকবিকঙ্কণে কয় ॥
কোপে মারে লহনা ভীমের মত কিল।
ভাদ্রমাসে পাকা তাল তার সম শিল ॥
চুলে ধরি কিল লাথি মারে তার পিঠে।
জ্যৈষ্ঠমাসে গোয়ালা গোয়ালি যেন পিটে ॥
কাতর খুল্লনা দেয় সাধুর দোহাই।
অনাথ দেখিয়া মোরে কারো দয়া নাই ॥
বলে নিল শিরোমণি কর্ণের কনক।
ললাটের সিঁতি নিল গলার পদক ॥
নাকের বেসর নিল পায়ের পাশুলি।
অঙ্গদ কঙ্কণ নিল দিয়া গালাগালি ॥
খুঞা পরাইয়া পাটশাড়ী কৈল দূর।
বলেতে কাড়িয়া নিল মণিকর্ণপুর ॥
লইল কাড়িয়া শঙ্খ হেমময় কড়ি।
শতেশ্বরী হার নিল হেমময় চুড়ি ॥
হাতে পায়ে দড়ি দিয়া করিল বন্ধন।
তৃষ্ণায় আকুল রামা করয়ে ক্রন্দন ॥
আভরণ সব লয়ে সুধু কৈল হাত।
বাম হাতে লৌহমাত্র প্রকাশে আয়ত ॥
ধাইয়া দুর্ব্বলা যায় হাতে হেমঝারি।
সানুকম্প হয়ে তার মুখে দেয় বারি ॥
দুর্ব্বলারে বলে রামা বিনয় বচন।
তুমি না রাখিলে দুয়া না রয় জীবন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

দুর্ব্বলার প্রতি খুল্লনার বিনয়।

হইয়া অচেতনা, কান্দয়ে খুল্লনা,
ধরিয়া দুর্ব্বলার পায়।
মিনতি তোরে করি, দাঁতেতে কুটা ধরি,
বারতা দেহ মোর মায় ॥
হামলুঁ দুঃখমতি, বিদেশে গেলা পতি,
নিকটে নাহি বন্ধুজন।
পাইয়া শূন্য ঘরে, লহনা খুন করে,
দুর্ব্বলা রাখহ জীবন ॥
অনাথ দেখিয়া, মোরে কর দয়া,
যাহ তুমি ইছানি নগরে।
প্রাণের দুর্ব্বলা, যদি কর হেলা,
মোর বধ লাগে তোরে ॥
কহিও মোর মায়, বিশেষ করিয়া তায়,
খুল্লনা মরিল মারণে।
খুল্লনা ঝিয়ে বধি, পাইলা কত নিধি,
থাকহ পরম কল্যাণে ॥
কহিও মোর বাপে, বিষম পরিতাপে,
আগুনে ফেলিলা খুল্লনা।
দারুণ সতিনী, লহনা বাঘিনী,
কেবল যমের যাতনা ॥
শুনিয়া দুঃখ বাণী, দুর্ব্বলা মনে গণি,
কান্দি করে নিবেদন।

কর্ণপুর—কর্ণালঙ্কার। সানুকম্প—দয়ার্দ্র। মারণে—প্রহারে। পরিতাপ—দুঃখ, মনস্তাপ।

দিল অনুমতি, বিপ্র নরপতি,
গাইল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার ছাগরক্ষণে স্বীকার।

উপদেশ কহি আমি শুন গো যুবতি।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি ॥
সদাগর নাহি ঘরে লহনা মুখরা।
নিবন্ধ করিয়া তোরে হৈল স্বতন্তরা ॥
দুই জন সম হও সাধুর গৃহিণী।
তাহে অন্য ভাব নয় খুড়তুতা বহিনী ॥
কোন দোষে আমার করিল অপমান।
দোষ দেখি মোর যদি কাটে নাক কান ॥
সত্বরে বারতা আমি দিতে নাহি পারি।
ছাগল রক্ষণ কর দিন দুই চারি ॥
আন ছলে গিয়া আমি কহিব বারতা।
যত্ন করি তোমা যেন লয়ে যান পিতা ॥
আমার বচন তুমি শুন ইতিহাস।
রামের বচনে সীতা গেল বনবাস ॥
এমন শুনিয়া রামা দুয়ার ভারতী।
ছাগল রক্ষণে তবে দিল অনুমতি ॥
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুল্লনাকে ছাগ-প্রদান।

লহনার বরাবরি, গেলেন খুল্লনা নারী,
সাধুকে খুল্লনা দেয় গালি।
পাড়া পড়শী দেখে, লীলা ঠাকুরাণী লেখে,
দুর্ব্বলা ধরিয়া আনে ছেলি ॥
শ্যামলী বিমলী ধলী, ধূলিচাঁছা উষম্মলী,
সুরা পিঙ্গলা কলাবতী।
কমলা বিমলা মায়া, চোঙরী বিমলী জায়া,
আধ নাক ভাঙ্গা শৃঙ্গবতী ॥
আগুয়ানি বাড়ুড়ি, কাটবরী সূরিয়া-কড়ি,
ছানি-চখী ভাঙ্গ-দাঁতী বকী।
গগনা বাউড়ি ডাশী, লিখিল আঠার খাসী,
শাওলী বিমলী চাঁদমুখী ॥
পাখরি পতিত টাঙ্গি, ডাশী ডাসিবতা বঙ্গী,
কালি-বুহি মহি-মঙ্গলী।
সুন্দরী সুন্দর জয়া, ধবলী সাওলী মায়া,
ধূলি খাটী জুঝার পাঙ্গুলী ॥
চাউড়ি বাউড়ি বাণী, দুনি বনি উভকাণী,
সামানী পাপানী মুঠা-লেজী।
বাঙ্গালি দিঘলি-গতি, সোনা রূপা হীরামতি,
হরিণী নেমানী বুড়া বাঁঝি ॥
সর্ব্বশী নেউলী কালী; চসানী বড়নী মালী,
সর্ব্বাণী কপিলা কাল-মুখী।
চন্দনী চামরী রসা, কাঁকালি কাঙ্গালী শশী,
সুকৃতি সুন্দরী ম্লান-মুখী ॥
লিখিল তেত্রিশ ছা, বোকা তার কুড়িটা,
সাতটা লিখিল বীজ বোকা।
কালসার উভশৃঙ্গা, আভাঙ্গা জুঝার রঙ্গা,
মদ মরা কাল ধল বাকা ॥
চেড়ীকে লহনা কয়, যদি বা বদল হয়,
দাগ দেহ সবাকার পায়।
ইথে যদি কেহ মরে, আনিয়া দেখাবে মোরে,
তবে খুল্লনার নাহি দায় ॥
দুলাল সিংহের সুতা, দনা দেবী পাট মাতা,
কুলে শীলে গুণে অবদাত।
তার সুত নৃপরত্ন, করিল বহুত যত্ন,
বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ ॥
আড়রা উচিত ভূমি, পুরুষে পুরুষে স্বামী,
সেবনে গোপাল কামেশ্বর।
দ্বিগুণ করিয়া আশে, নৃপতির অভিলাষে,
রচিল মুকুন্দ কবিবর ॥

খুল্লনার ছাগরক্ষণে গমন।

খুল্লনারে দুর্ব্বলা তুলিল হাতে ধরি।
সারিয়া পরিল খুঞা খুল্লনা'সুন্দরী॥
সানুকম্পা দুর্ব্বলা অঙ্গের ঝাড়ে ধূলি।
আপনি লহনা তার বান্ধিলেক চুলি॥
ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল।
ছাট হাতে পাত মাথে যেমন পাগল॥
নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি।
দেখিয়া কৃষাণ সব দেয় গালাগালি॥
শিরীষ কুসুম-তনু অতি অনুপাম।
বসন ভিজিয়া তাব গায়ে পড়ে ঘাম॥
উজানীর নিকটে অজয় নদী খান।
কোলেতে করিয়া ছেলি পার করি যান॥
প্রবেশ করিল ছেলি গহন কানন।
কেঙুদা-ডাঙ্গায় রামা দিল দরশন॥
চোরা ছাগল সব চারিদিকে ধায়।
ফুটিল কুশের কাঁটা রক্ত পড়ে পায়॥
বৃক্ষতলে বসি ছেলি করে অপেক্ষণ।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ বচন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥

দুর্ব্বলার ইছানি গমন।

দুর্ব্বলার হাতে ধরি কহেন লহনা।
মন দিয়া তুয়া মোর সাধহ কামনা॥
ঔষধ করিয়া মোর সাধহ সম্মান।
সাধু সনে করি দেহ একই পরাণ॥
দুর্ব্বলা বলয়ে যদি ভ্রমি দিন চারি।
তবে সে ঔষধ আমি করিবারে পারি॥
ঔষধের ছলে তুয়া হইয়া বিদায়।
দ্রুতপদে দুর্ব্বলা ইছানি পথে যায়॥
প্রভাতে চলিল—হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
লঘুগতি পাইল গিয়া লক্ষপতির ঘর॥
দুর্ব্বলার সাড়া পেয়ে ধায় রম্ভাবতী।
চরণে ধরিয়া তুয়া করিল প্রণতি॥
জিজ্ঞাসা করিল তারে ঝিয়ের বারতা।
অনেক দিবস তুয়া নাহি আইস হেথা॥
খুল্লনা বিবাহ সাধু কৈল পাপ ক্ষণে।
বিবাহের কালে কেতু আছিল লগনে॥
লগনের কথা সাধু না কৈল বিচার।
খুল্লনা ছাগল রাখে তার প্রতিকার॥
ছাগল রক্ষণে যদি তুমি দেও বাধ।
তোমার জামাতা লয়ে পড়িবে প্রমাদ॥
হেন বাক্য হৈল যদি দুর্ব্বলার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রম্ভাবতীর মুণ্ডে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দুর্ব্বালার নিকট রম্ভাবতীর রোদন।

ক্রন্দন করেন রম্ভা খুল্লনার মোহে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে॥
স্পন্দন করয়ে ডানি ভুজ ডানি আঁখি।
কুৎসিত স্বপন আজি দিন চারি দেখি॥
দুর্ব্বলা গরল মোরে আনি দেহ দান।
খুল্লনার তাপে আমি ত্যজিব পরাণ॥
সাজায়ে কাহারে দিলুঁ কনকের ডালি।
সাধের খুল্লনা ঝিয়ে কেবা দেয় গালি॥
সোনার পুতলি মোর আঁধারের বাতি।
কেন বা ঝিয়েরে মোর মারে কিল লাথি॥
বিভা দিলুঁ সদাগরে দেখিয়া সুজন।
ছেলির রক্ষণে তারে করিল যোজন॥
চলরে ময়াই পুত্র উদ্দেশ করিতে।
ময়াই বলেন দুঃখ নারিব দেখিতে॥

সারিয়া—সামলাইয়া। ছাট—ছড়ি, ঠেঙ্গা। পাত—পত্র, পাতা। রম্ভাবতী—খুল্লনার মাতা। বাধ—বাধা। সাধহ—সিদ্ধ কর, উপায় কর, সাহায্য কর। লোহ—অশ্রু। উপদেশ—তত্ত্ব।

দুর্ব্বলার শিরে হাত করি আরোপণ।
বিদায় দিলেন তারে দিয়া নানা ধন ॥
তিন দিন বৈ দুয়া আইল নিকেতন।
লহনার কাছে আসি দিল দরশন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুল্লনার গৃহে আগমন।

অজা লয়ে আইল রামা বেলা অবশেষ।
অজা সব অজাশালে করাল প্রবেশ ॥
দুয়ারে দাড়ায় বামা বুকে দিয়া হাত।
লহনার আদেশে আনিল কচুপাত ॥
ভুঞ্জয়ে খুল্লনা রামা কচুপাতে ভাত।
পরশিতে লহনা করয়ে গতায়াত ॥
পুরাণ খুদের জাউ তাহে আছে কোণ।
সকল ব্যঞ্জনে বাঁঝি নাহি দেয় লোণ ॥
রেন্ধেছে পাজাতা শাক কলমী কাঁচড়া।
কলাই খুদের কিছু তুলিয়াছে বড়া ॥
বার্ত্তাকুর খাড়া কচু কুমড়া বেকলা।
কাঠশিমের ব্যঞ্জন পূরিয়া দিল থালা ॥
দুঃখে না ভুঞ্জয়ে বামা চক্ষে বহে জল।
কোপেতে লহনা চক্ষু করিল পাকল ॥
খুল্লনারে গঞ্জিয়া লহনা কিছু বলে।
এতেক ব্যঞ্জনে তোর ভাত নাহি চলে ॥
হৃদে বিষ মুখে মধু পাপমতি বাঁঝি।
অবশেষে বড় সরা ভরে দিল কাঁজি ॥
কিছু খায় কিছু ফেলে খুল্লনা সুন্দরী।
তৃণের শয্যায় তার গেল বিভাবরী ॥
প্রভাতে ছাগল লয়ে করিল গমন।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান দুঃখের ভোজন ॥

খুল্লনার বিলাপ।

প্রভাতে ছাগল লয়ে চলিল খুল্লনা।
আঁচলে বান্ধিয়া দিল চালু আদ-কোণা ॥
ছাট হাতে পাত মাথে ধীরে ধীরে যায়।
জল আনিবার ছলে দুর্ব্বলা গোড়ায় ॥
কত দূরে দুয়া গিয়া করে নিবেদন।
গিয়াছিলাম তোমার বাপের ভবন ॥
একত্র আছিল তব পিতা আর মাতা।
কহিলাম উভয়েরে তব দুঃখ-কথা ॥
শুনি ভাল মন্দ না বলিল লক্ষপতি।
মৌনেতে রহিল তব মাতা রম্ভাবতী ॥
দেখিলাম তব পিতা বড়ই কৃপণ।
দিলেন তোমার তরে কড়ি চারি পণ ॥
শুনিয়া খুল্লনা দুঃখে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
পাতালে প্রবেশি যদি পাই অবকাশ ॥
খুল্লনা ছাগল রাখে পাপ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
অগ্নি সম পোড়ে অঙ্গ রবির প্রকাশে ॥
আষাঢ়ে পূরিত মহী নবমেঘ-জল।
ছাগ চরাইতে রামা নাহি পায় স্থল ॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
ছাগ চরাইতে স্থান নাহিক অবনী ॥
শরের আড়াতে রামা চরায়েন ছাগী।
কোলে করি নালা পার করে দুঃখভাগী ॥
ভাদ্রে চরাইতে ছেলি ভিজে সর্ব্ব গা।
অঙ্গুলির সন্ধিতে হইল পাঁকুই ঘা ॥
ভাদরের জলবৃষ্টি যেন বাজে শেল।
তিন দিন চাহিলে লহনা না দেয় তেল ॥
দুঃখে সুখ খুল্লনা শরৎকালে ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু অম্বিকা-উৎসবে ॥
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের প্রকাশ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস ॥
তুষার-শীতল ঋতু হিম চারি মাস।
খুল্লনার শীত খণ্ডে রবির প্রকাশ ॥

কোণ—ধানের ফণা। পাকল—রক্তবর্ণ, শাসনভঙ্গীযুক্ত। বিভাবরী—রাত্রি। আদ-কোণা—অৰ্দ্ধ পোয়া। অবকাশ—ফাঁক।

আইল বসন্ত ঋতু প্রচণ্ড তপন।
অশোক কিংশুক ফুটে পলাশ কাঞ্চন॥
নগরিয়া প্রজাগণ শুকাইছে ধ্রান।
অপুরাধ কৈলে লোক করে অপমান॥
উজানী নগর কাছে অজয় নদীর পানী।
খুঞা পরি ছেলি ধরে করি টানাটানি॥
গহন কাননে রামা দিল দরশন।
বৃক্ষতলে বসি করে ছেলি অপেক্ষণ॥
বনে বনে ছেলি লয়ে ভ্রময়ে যুবতী।
অটবী ভ্রমিয়া বুলে কাম-সেনাপতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বসন্ত আগমনে খুল্লনার খেদ।

সঙ্গেতে মকরকেতু, আইল বসন্ত ঋতু,
তরুলতাগণ পুলকিত।
অজয় নদীর কূলে, অশোক তরুর মূলে,
কাম-শরে কামিনী মূর্চ্ছিত॥
নবীন পল্লবগণ, রামার হরয়ে মন,
দেখি মনে ভাবয়ে খুল্লনা।
বসন্ত আসিয়া কিবা, অটবী করিল শোভা,
ভালে দিয়া সিন্দূর অর্চ্চনা॥
এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ,
ধায় অলি অপর কুসুমে।
এক ঘরে পেয়ে মান, গ্রামযাজী দ্বিজ যান,
অন্য ঘরে চলেন সম্ভ্রমে॥
মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে, পড়য়ে কুসুম বনে,
পাতিলেন অঞ্চল খুল্লনা।
হইয়া কামের দাস, প্রভু আসিবেন বাস,
ভাবি, করে কামের অর্চ্চনা॥
কোকিল পঞ্চম গায়, অলি মকরন্দ খায়,
মন্দ মন্দ সুগন্ধি পবনে।
তরুডালে সারীশুকে, আলিঙ্গন মুখে মুখে,
দেখি রামা আকুল মদনে॥
দেখি মুকুলিত তরু, কাম-শরে রামা ভীরু,
গঞ্জিয়া বলেন সারীশুকে।
বসন্তের উপাখ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে॥

সারী-শুক প্রতি খুল্লনা।

সারী-শুক, তুমি দিলে এতেক যাতনা।
আইয়া রাজার স্থান, পিঞ্জরে সাধিতে মান,
অনাথিনী করিলে খুল্লনা॥
গৌড়ে গেলা প্রাণনাথ, ছেলি রাখি খাই ভাত,
পরিতে না মিলে পরিধান।
সতিনী মরণ তাকে, কেবল তোমার পাকে,
খুল্লনার এত অপমান॥
আমার বধিতে প্রাণ, আইলা কিবা এইস্থান,
পিঞ্জরের বিলম্ব দেখিয়া।
হের আইস সারী-শুক, তুমি দিলা এতদুঃখ,
গৌড়ে বারতা দেহ গিয়া॥
শিখিয়া ব্যাধের কলা, হাতে লয়ে সাতনলা,
কাননে এড়িব জাল ফান্দে।
তোমারে বধিয়া শুক, ঘুচাব মনের দুঃখ,
একাকিনী সারী যেন কান্দে॥
খাইয়া সারীর মাথা, শুন মোর দুঃখ-কথা,
তোমাকে লাগিবে মোর বধ।
কর ধর্ম্মে অবধান, রাখহ আমার প্রাণ,
ঝাট যাহ গৌড়-জনপদ॥
আমারে করিয়া দয়া, দুঃখের বারতা লৈয়া,
দেহ মোর স্বামীরে বারতা।
উড়ি গেল সারী-শুক, খুল্লনা ভাবেন দুঃখ,
মুকুন্দ রচিল গীত গাথা॥

অটবী—বন। কাম-সেনাপতি—বসন্ত। মকরকেতু—মীনধ্বজ, কন্দর্প। প্রভঞ্জন—পবন। অর্চ্চনা—পূজা, আরাধনা।
তাকে—প্রতীক্ষা করে, বাঞ্ছা করে। পাকে—কারণে, নিমিত্ত। কলা—বিদ্যা।

তরুলতার প্রতি খুল্লনা।

মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন॥
কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক কাঞ্চন।
কুসুম-পরগে মত্ত হৈল অলিগণ॥
লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক।
খুল্লনা বলেন সই তুমি বড় লোক॥
সই সই বলি রামা কোলে করে লতা।
স্বরূপে বলিবা সই তপ কৈলে কোথা॥
আমা হৈতে তোমার জনম দেখি ভাল।
তোমার সোহাগে সখি বন হৈল আলো॥
ময়ুর ময়ূরী ডাকে সুমধুর নাদ।
শুনিয়া খুল্লনা রামা ভাবয়ে বিষাদ॥
এক ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমর-দম্পতী।
সুমধুর গায় গীত দোঁহে এক মতি॥
বিনয় করিয়া তায় বলেন খুল্লনা।
জুড়িয়া উভয় কর করেন মাননা॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ভ্রমরের প্রতি খুল্লনা।

ভ্রমরী ভ্রমর, তোরে জুড়ি কর,
না গাও মধুর গীত।
তোর মধু রায়, কামশরে তায়,
চিত্ত হয় চমকিত॥
সঙ্গেতে অলিনী, নিবস নলিনী,
না জান বিরহ-ব্যথা।
চিত্ত চমকিত, যদি গাও গীত,
খাও ভ্রমরীর মাথা॥
ষট্‌পদী সঙ্গেতে, পাপ কৈলি পথে,
বিনয়ে মাতয়ে অরি।
করিলুঁ বিনয়, না হলি সদয়,
কিসের বিনয় করি॥
তুই মাতয়াল, মোরে হৈলি কাল,
না শুন বিনয় বাণী।
ধুতুরার ফুলে, কত মধু পিলে,
তাহা মনে নাহি গণি॥
ছাড়িয়া সুহৃদ্‌, চলে ষট্‌পদ,
কোকিল সুনাদ পূরে।
বিনয় ভর্ৎসনা, করয়ে খুল্লনা,
করজোড় করি শিরে॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজন।
তার সভাসদ্‌, রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

কোকিলের প্রতি খুল্লনা।

কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা।
মধুস্বরে দিবানিশ, উগারহ নিত্য বিষ,
বিরহিজনের পোড়ে গা॥
নন্দন-কাননে বাস, সুখে থাক বারমাস,
কামের প্রধান সেনাপতি।
কেবা তোরে বলে ভাল, অন্তরে বাহিরে কাল,
বধ কৈলি অনাথা যুবতী॥
আর যদি কাড় রা, বসন্তের মাথা খা,
মদনের শতেক দোহাই।
তোর রব সম শর, অঙ্গ মোর জর জর,
অনাথারে তোর দয়া নাই॥
জাতি অনুসারে রা, নাহি চিন বাপ মা,
কাল সাপ কালিয়া-বরণ।
সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ॥

রায়—শব্দে। নিবস—বাস কর। পিলে—পান করিলে।

আসিয়া বসন্ত কালে, বসিয়া রসাল-ডালে,
প্রতিদিন দেহ বিড়ম্বনা।
হেন লয় মোর মনে, আসি কিবা এই স্থানে,
পিকরূপী হইল লহনা॥
খাও সুমধুর ফল, উগারহ হলাহল,
যোষা বধ করহ কি রীতি।
পিক যাও অন্য বন, খুল্লনা অস্থির মন,
মুকুন্দের মধুর ভারতী॥

বস্তাবতী-বেশে খুল্লনাকে চণ্ডীর ছলনা।

প্রচণ্ড তপনে গাত্র ভাসে ঘর্ম্মজলে।
পল্লব-শয্যায় বামা শোয় তরুতলে॥
নিদ্রায় আকুল রামা হন অচেতন।
কোমল-পল্লব-লোভে ধায় ছেলিগণ॥
আকাশ-বিমানে যান দেবী মহেশ্বরী।
জয়া পদ্মা বিজয়া সহিতে সহচরী॥
অধোমুখে দুঃখে তারে দেখি ভগবতী।
কহেন তরুর তলে কাহার যুবতী॥
পরম রূপসী কন্যা দেব অবতার।
পরিতে নাহিক বস্ত্র নাহি অলঙ্কার॥
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণি।
রত্নমালা এই কন্যা ইন্দ্রের নাচনী॥
তাল ভঙ্গে শাপ দিয়া আনিলে অবনী।
এবে অবধান কেন নাহি গো ভবানি॥
সতিনের হাতে রামা পড়িল সঙ্কটে।
কাননে ছাগল রাখে তোমার কপটে॥
এতেক শুনিয়া চণ্ডী পদ্মার ভারতী।
খুল্লনার শিয়রে বসিলা ভগবতী॥
কপটে ধরিল চণ্ডী রম্ভার আকৃতি।
কান্দিয়া কান্দিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী॥
কত দুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে।
সর্ব্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে॥
তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিন্ধে ঘুণ।
আজিকে লহনা তোরে করিবেক খুন॥
এমন স্বপন তারে দিয়া মহেশ্বরী।
নিজ ব্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী॥
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিল অন্তরে॥
নিদ্রা হৈতে উঠে রামা খুল্লনা সুন্দরী।
ধরণী লোটায়ে কান্দে জননীকে স্মরি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

মাতৃ-স্মরণে খুল্লনার আক্ষেপ।

নিদয়া নিষ্ঠুরা হৈয়ে, অভাগীরে দেখা দিয়ে,
ঘরে গেলো না দিয়ে বোলান।
খাইয়া আমার মাথা, না শুনিলে দুঃখ-কথা,
তোর কোলে যাউক পরাণ॥
দুঃখ পেয়ে দশমাস, দিলে মোরে গর্ভ-বাস,
কোলে কাঁখে করিলে পালন।
নিরপেক্ষে একদণ্ডে, ফেলিলে অনল-কুণ্ডে,
মাতা হয়ে হৈলে অভাজন॥
না শুনিলে এক কথা, যে ঘরে লহনা সতা,
একেশ্বরী ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ, পদ গলে দিয়া বন্ধ,
ভেট দিলে খুল্লনা-হরিণী॥
জলে ঝাঁপ দেই যদি, শুকায় অগাধ নদী,
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়।
ভুজঙ্গ করিলে কোলে, সেহ নাহি মুখ মেলে,
দারুণ পরাণ নাহি যায়॥
এখনি শিয়রে ছিলে, না বলিয়া কোথা গেলে,
তুয়া পায় হৈতাম বিদায়।
সর্ব্বশী হারায় যদি, প্রাণ মোর নিল বিধি,
জলদানে হইও সদয়॥

রসাল—আম্র। বিড়ম্বনা—যাতনা, পীড়া। যোষা—রমণী। অবধান—মনোযোগ। কপটে—ছলে। ব্রতে—কার্য্যে, নিয়মে। অন্তরে—তফাতে। বোলান—বাক্য, উত্তর। নিরপেক্ষে—প্রধীস। না করিয়া বা বিচার না করিয়া। অভাজন—অযোগ্য। ভুখিল—ক্ষুধার্ত্তা।

উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে, নেহালয়ে ঝোড়ে ঝাড়ে,
দরী গিরিশিখর কানন।
একঠাঁই হৈল ছাগ, সর্ব্বশী না পাইল লাগ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ছাগী-অন্বেষণ।

অচেতন হয়ে কান্দে হারায়ে সর্ব্বশী।
লোচনের লোহেতে মলিন মুখশশী॥
উভরায় কান্দে রামা শিরে দিয়া হাত।
বিকল হইয়া বলে কোথা প্রাণনাথ॥
একে একে ভ্রমে রামা সকল কানন।
সর্ব্বশী বলিয়া ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন॥
উছটে ছিণ্ডিল নখ রক্ত পড়ে ধারে।
সর্ব্বশী বলিয়া রামা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কতদূরে সরোবরে শুনি হুলাহুলি।
খুল্লনা ভাবেন কেহ ছাগ দেয় বলি॥
ঘনশ্বাস বহে রামা গেল সরোবরে।
জিজ্ঞাসে ছাগীর কথা জোড় করি করে॥
ইন্দ্রের কুমারী বলে নাহি দেখি ছাগী।
পরিচয় দেহ কন্যা কেন দুঃখ-ভাগী॥
উর্ব্বশী সমান রূপ জাতিতে পদ্মিনী।
কিসের কারণে বনে ভ্রম একাকিনী॥
যদি সত্য কহ তবে খণ্ডাব সন্তাপ।
যদি মিথ্যা বল তবে দিব অভিশাপ॥
একথা শুনিয়া রামা দেয় পরিচয়।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে কয়॥

দেবকন্যার সহিত খুল্লনার পরিচয়।

কহিব কি আর, কুশল বিচার,
কহিতে বিদরে বুক।
স্বামী দেশান্তর, সতা স্বতন্তর,
নিত্য দেয় মোরে দুখ॥
গন্ধবেণে জাতি, পিতা লক্ষপতি,
স্বামী সাধু ধনপতি।
আনিতে পিঞ্জর, গউড় নগর,
গেছেন আমার পতি॥
করিয়া প্রহার, অষ্ট অলঙ্কার,
সতিনী লইল বলে।
পাট শাড়ী নিয়া, মোরে দিল খুঞা,
রক্ষিতে দিল ছাগলে॥
কুবের সমান, স্বামী ধনবান,
উজানী সমাজে জানে।
পরিতে বসন, না মিলে ওদন,
ছেলি লয়ে ভ্রমি বনে॥
লহনার ভয়ে, উচিত না কহে,
যে আছে পাড়াপড়শী।
কহিতে উচিত, করে বিপরীত,
লহনা পাপ রাক্ষসী॥
উজানী নগরে, দেখি ভাল বরে,
বিয়া দিল বাপ মায়।
সতিনী দুর্ব্বার, যেন ক্ষুরধার,
কাননে ছাগ রাখায়॥
মোর মাতা পিতা, না গণিল সতা,
লহনা কাল-সাপিনী।
এক সনে মেলা, রাহু শশিকলা,
বাঘিনী সঙ্গে হরিণী॥
উদর দহন, হয় অনুক্ষণ,
তৈল বিনে ঘোরে মাথা।
কি বিধি নিষ্ঠুর, লবণ কর্পূর,
কারে কব দুঃখ-কথা॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বশে, নিদ্রার আবেশে,
শুইলুঁ তরুর মূলে।
হারাইয়া ছাগী, পাপিনী অভাগী,
চেয়ে ভ্রমি বনতলে॥
হইয়া আকুল, নাহি বান্ধি চুল,
চাহিয়া ভ্রমি ছাগলে।

দরী—পর্ব্বতগুহা। লাগ—সন্ধান;দেখা। উভরায়—উচ্চ-শব্দে চেঁচাইয়া। স্বতন্তরা—স্বাধীনা।

খুল্লনার চণ্ডিপূজা।

যদি ছাগ পাই, তবে ঘরে যাই,
নহে প্রবেশিব জলে ॥
নিরবধি ফিরি, ঝোপ দরী গিরি,
সাপে বাঘে নাহি খায়।
বঞ্চিল গোসাঞি, হেন জন নাই,
সতিনে কেহ বুঝায় ॥
আপনি লহনা, করয়ে গণনা,
সন্ধ্যাকালে যত ছেলি।
সর্ব্বশী হারায়ে, বনে ভ্রমি চেয়ে,
শুনি আইলুঁ হুলাহুলি ॥
লহনার ভয়ে, প্রাণ স্থির নহে,
কেমন করি উপায়।
হইয়া সদয়, দেহ পরিচয়,
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় ॥

খুল্লনার প্রতি দেবকন্যাগণের
চণ্ডীমাহাত্ম্য কথন।

আমরা ইন্দ্রের সুতা সকল ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর পূজা এসেছি অবনী ॥
পূজার উচিত স্থান এ ভারত-ভূমি।
বিপদ হইবে দূর ব্রত কর তুমি ॥
পূজিবে অভয়া প্রতি মঙ্গল বাসরে।
কাণ্ডারী হবেন দুর্গা বিপদ-সাগরে ॥
দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ে সুরপতি।
পুনরপি শ্রী পাইল করি দেবী-স্তুতি ॥
সুরলোকে সুস্থির করিল সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায় ॥
হইল মধুকৈটভ হরি কর্ণমলে।
ব্রহ্মাকে বধিতে যায় নিজ-বাহু-বলে ॥
শতদলে বিধাতা পূজিল ভগবতী।
দুই অসুর বধ হেতু নারায়ণে মতি ॥
রাবণবধের হেতু মিলিয়া দেবতা।
দেবীর বোধন কৈল অকালে বিধাতা ॥
ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ।
তবে সে রাবণ হৈল সমরে নিপাত ॥
হইলা নন্দের সুতা যশোদা-জঠরে।
তাঁরে দিয়া বসুদেব ভাণ্ডিল কংসেরে ॥
দেব-হিত হেতু হৈলা গোকুলে প্রকাশ।
কংস হৈতে কৃষ্ণের করিলা ভয় নাশ ॥
এই পূজা-ফলে তোর আসিবেক পতি।
স্বামীর প্রেমেতে তুমি হবে পুত্রবতী ॥
লহনা মানিবে তোমা প্রাণের সমান।
হারানো ছাগল পাবে ইথে নাহি আন ॥
সবে মিলে দিল তারে পূজা-আয়োজন।
পরিবারে দিল তারে উত্তম বসন ॥
খুল্লনা করেন পূজা দেবকন্যা সনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

খুল্লনার চণ্ডী-পূজা।

গোময়ে লেপিয়া সদ্ম, লিখে অষ্টদল পদ্ম,
তথায় সুগন্ধি চন্দনে।
আরোপিয়া হেমঝারি, খুল্লনা সুন্দরী,
করিল অভয়া-পূজনে ॥
খুল্লনা পূজেন চণ্ডী, শোক-দুঃখ-খণ্ডী,
মিলিয়া ইন্দ্রের নন্দিনী।
কুমারীগণ মেলি, দিতেছে হুলাহুলি,
সঘনে করয়ে শঙ্খধ্বনি ॥
কুমারী কহে বিধি, খুল্লনা ভূত-শুদ্ধি,
কৈল আগম বিধানে।
আসন জলশুদ্ধি, করিল যথাবিধি,
মাতৃকা কৈল আবাহনে ॥
শিখীর ঊর্দ্ধে ব্যোম, তাহার ঊর্দ্ধে সোম,
বামাক্ষি-বিন্দু-বিভূষিত ।*
আসিয়া বিদ্যাধরী তাহারে কৃপা করি,
করিল কার্য্যের পুরোহিত ॥

* ইহার দ্বারা "হ্রীঁ" বীজটী বলা হইয়াছে। যথা—শিখী=অগ্নি। 'র' অগ্নিবীজ। 'র' এর ঊর্দ্ধে ব্যোম=আকাশ অর্থাৎ আকাশবীজ "হ"। তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া "হ্র" হইল। তাহাতে বামাক্ষি=ঈ যোগ করিলে "হ্রী" হয়। তাহার পর অর্দ্ধসোম এবং বিন্দু=চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে "হ্রীঁ" হয়।—হিতবাদী ১৩২৭ সাল ২৮ শ্রাবণ।

প্রথমে লম্বোদর, পূজিল দিবাকর,
রথাঙ্গপাণি উমাপতি।
ময়ূরবাহন, পূজিল ষড়ানন,
পরে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
তণ্ডুল অষ্ট দূর্ব্বা, জাহ্নবী-জলগর্ভা,
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারি।
অঞ্জলি সবসিজে, চণ্ডিকা রামা পূজে,
নাচে গায় বিদ্যাধরী ॥
খুল্লনা পুষ্পপাণি, উরিলা নারায়ণী,
অভয়া বরদরূপিণী।
শ্রীকবিকঙ্কণ, কবিল বিরচন,
বদনে নাচে যার বাণী ॥

খুল্লনার চণ্ডীদর্শন ও বর প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণী বলেন কেন পূজহ অভয়া।
এই ত অরণ্যে চণ্ডী বড়ই নিদয়া ॥
না নিন্দ ব্রাহ্মণী তুমি না নিন্দ অভয়া।
যদি মোর কর্ম্মফলে হয় তাঁর দয়া ॥
কি করিবে তোরে দয়া অভয়া পার্ব্বতী।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র কবিল ভকতি ॥
খুল্লনা বলেন বিধি হেথাও লাগিল।
অভাগী-কপালে কিবা লিখন আছিল ॥
ভবানী বলিয়া বামা কান্দিতে লাগিলা।
আচম্বিতে ব্রাহ্মণী সে চতুর্ভুজ হৈলা ॥
মাগ ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লহ বর।
কামনা করিব পূর্ণ কানন ভিতর ॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা নিত্য নিরমিয়া।
পূজহ মঙ্গলবারে জয় জয় দিয়া ॥
পূজিব মঙ্গলবারে কোন দেবতাকে।
তোমারে চিনিতে নারি তুমি বট কে ॥
আমা নাহি চিন ঝিয়ে খুল্লনা বেণেনী।
আমি ত মঙ্গলচণ্ডী বিপদনাশিনী ॥
কি বর মাগিব যারে তুমি অনুকূলী।
দুই সন্ধ্যা পাই যেন হারাইলে ছেলি ॥
এবা কোন বর ঝিয়ে করাব সম্মতি।
মুখ্যা গৃহিণী ঘরে হবে পুত্রবতী ॥
সকলি ভণ্ডন মাতা করগো পার্ব্বতি।
স্বামী ঘরে নাহি আমি হব পুত্রবতী ॥
ভকত-বৎসলা মাতা লাগিল হাসিতে।
গৌড়ে যাই আমি তব স্বামীরে আনিতে ॥
চাতুরী করিয়া মাতা কর কুতূহলী।
আছুক পুত্রের কার্য্য নাহি পাই ছেলি ॥
হাসিতে লাগিল মাতা সেবকবৎসল।
দানা হাঁকাইয়া জড় কবিল ছাগল ॥
ছাগল দেখিয়া রামা চিত্তে উতরোল।
সর্ব্বশী বলিয়া তারে ঘন দেয় কোল ॥
জন্মে জন্মে ছেলি তুমি হও নিজ জন।
তোমা হৈতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ ॥
শুন ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লহ বর।
যে বর মাগিবা দিব কানন ভিতর ॥
পুত্রবর চাব কিবা স্বামী নাহি ঘরে।
কি করিব ধন বহু আছয়ে ভাণ্ডারে ॥
যদি বর দিবা মাতা সেবকবৎসলে।
অনুক্ষণ রহে মন তব পদতলে ॥
মরীচি বিরিঞ্চি যাঁরে নাহি পায় ধ্যানে।
হেন বর খুল্লনা মাগিয়া লইল বনে ॥
পুটাঞ্জলি খুল্লনা করয়ে স্তুতি বাণী।
খুল্লনাকে দিলা বর বরদা ভবানী ॥
খুল্লনার শিরে মাতা আরোপিয়া পাণি।
কোল দিয়া আশীর্ব্বাদ কৈলা নারায়ণী ॥
অবিলম্বে গৌড় হৈতে আসিবেন পতি।
স্বামীর সৌভাগ্যে তুমি হবে পুত্রবতী ॥
বিপদ সময়ে তুমি করিও স্মরণ।
সেইক্ষণে তোরে আসি দিব দরশন ॥
অষ্ট বিদ্যাধরী সহ চাপিলেন রথে।
কনকের ঝারি দিয়া খুল্লনার হাতে ॥
জয় দিয়া খুল্লনা চণ্ডিকা পূজে বনে।
বিদ্যাধরীগণ যায় আকাশ-বিমানে ॥

রথাঙ্গপাণি—চক্রপাণি বিষ্ণু। মাগ—চাও; প্রার্থনা কর। ঝিয়ে—কন্যে। মুখ্যা—প্রধানা। উতরোল—বিহ্বল। ঝারি—ঘট বিশেষ।

চণ্ডী গেলা লহনারে কহিতে স্বপন।
তাহার শিয়রে বসি করেন তর্জ্জন॥
চামুণ্ডা মূরতি হৈলা গলে মুণ্ডমালা।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে করে নানা খেলা॥
ভীষণ স্বপনে রামা হৈল কম্পবতী।
লহনা গঞ্জিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

লহনার প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

তোরে লো লহনা বলি, হইলি কুলের কালি,
খুল্লনারে রাখালি ছাগল।
যারে সমর্পিল পতি, তার কৈলি হেন গতি,
স্বামী আইলে পাবি প্রতিফল॥
ধরিয়া বাঁঝির চিহ্ন, সতিন্ ভাবিস্ ভিন্ন,
জাতিনাশে না করিলি ভয়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক সনে, সতিনী ভ্রময়ে বনে,
স্ত্রী বধে পড়িলি নিশ্চয়॥
অধর্ম্মে হইলি বাঁঝ, দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁঝ,
সতিনের না কর তল্লাস।
যুবতী অবলা জন, প্রতিদিন ফিরে বন,
বেণের করিলি জাতিনাশ॥
জ্ঞাতি নাহি ধরে ছল, নৃপতি না করে বল,
ধিক থাকুক এই ছার দেশে।
স্বামী যার লক্ষেশ্বর, ধনপতি সদাগর,
নারী ফিরে কাঙ্গালের বেশে॥
সোহাগ করিব দূর, গৌরব করিব চূর,
বাটীতে আসুক ধনপতি।
গৌরব করিলি যত, সকলি হইবে হত,
মতি-মত হইবেক গতি॥
তোর সই পাপমতি, কপটে লিখিল পাঁতি,
অধোগতি যাবে লীলাবতী।
সদাগর আইলে দেশ, ঘুচিবেক লাস-বেশ,
পাবি শাস্তি ইহার যেমতি॥
কর নানা পরবন্ধ, লেপহ কুসুম গন্ধ,
নাহি নেউটিবেক যৌবন।
শুনিয়া লহনা কান্দে, গান মনোহর ছন্দে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার উদ্দেশে লহনার বন-গমন।

দুর্ব্বলা বলহ মোরে হিত উপদেশ।
ভাবিতে ভাবিতে মোর পঞ্জর হৈল শেষ॥
কালি ছেলি লয়ে গেল প্রভাতে সতিনী।
আজি বিষ্ণুপদতলে উরিলা ভবানী॥
আপনা খাইয়া তার কৈনু অপমান।
অভিমানে বুঝি কিবা ত্যজিল পরাণ॥
গহন কাননে কিবা তারে খাইল বাঘ।
চোরখণ্ড লম্পট পাইল কিবা লাগ॥
হেন বুঝি খুল্লনার হইল সাপ ডঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক॥
মোর হাতে আরোপণ করি নিজ শিরে।
সমর্পিয়া প্রাণনাথ গেল খুল্লনারে॥
তারে বধি রাখিলুঁ বিমল কুলে কালি।
আমি হইলাম যেন স্বামীর চক্ষে বালি॥
মরিল খুল্লনা নারী পর্ব্বতের চূড়া।
উদ্দেশ করিতে কালি আসিবেন খুড়া॥
অবনী বিদরে যদি পূরয়ে কামনা।
তাহে প্রবেশিয়া লাজ খণ্ডাবে লহনা॥
বৈশাখে অনল সম নিরন্তর খরা।
আতপে মলিন বোন লয়ে ছেলি চোরা॥
পরের বচনে তারে না করিলুঁ দয়া।
অন্ন কষ্ট দিয়াছি আপন মাথা খায়্যা॥
দেখিলুঁ ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি খর্পর হাতে গলেতে মুণ্ডমাল॥

লাস—নৃত্য; এখানে বিলাস। পরবন্ধ—উপায়। বিষ্ণুপদতলে—আকাশে। ডঙ্ক—দংশন। আরোপণ—প্রদান। খরা—রৌদ্র। চোরা-ছেলি—দুষ্ট-ছাগল।

হান হান করিয়া ধরে আমার কেশে।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশে ॥
পৃষ্ঠে লম্বমান তার শোভে জটাজূট।
গগনমণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট ॥
খুল্লনার উদ্দেশে লহনা যায় বন।
মধ্যপথে দুসতিনে হৈল দরশন ॥
খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দয়ে লহনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা ॥

খুল্লনার সহিত লহনার মিলন।

আইস আইস প্রাণ বহিনি, আমি পরিহার মানি
মনে নাহি ভাবিও বিষাদ।
আমার কপাল মন্দ, তব সনে হৈল দ্বন্দ্ব,
বোন বলে ক্ষম অপরাধ ॥
কাল তুমি ছিলা কোথা, আমার হৃদয়ে ব্যথা,
জাগরণে পোহালুঁ রজনী।
ক্ষমহ আমার দোষ, দূর কর অভিরোষ,
কোল দেহ হাসিয়া ভগিনী ॥
তোমার কর্ম্মের বন্ধ, পরে করাইল দ্বন্দ্ব,
দুঃখ পাইলে এ এক বৎসরে।
দেখিয়া তোমার মুখ, পাসরিলুঁ সব দুঃখ,
হের মোর হাত দেহ শিরে ॥
আজ হৈতে তুমি প্রাণ, ইথে মোর নাহি আন,
ক্ষমহ আমার অপরাধ।
আমি তোরে কহি দৃঢ়, যেই সহে সেই বড়,
মনে নাহি রাখহ বিবাদ ॥
যে ঘরে নিবসে সতা, অবশ্য কন্দল তথা,
বৈরিভাব না ভাবিও মনে।
যার সনে বারমাস, একত্রেতে করি বাস,
অবশ্য কন্দল তার সনে ॥
কৌশল্যা রামের মাতা, কেকয়ী তাহার সতা,
দোঁহার কন্দলে সর্ব্বনাশ।
শ্রীরাম গেলেন বন, সীতা নিল দশানন,
শুনেছি পুরাণে ইতিহাস ॥
শুনি লহনার বাণী, খুল্লনা মনেতে গণি,
লহনার পড়িল চরণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে ॥

খুল্লনার আদর।

হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল আনিল দুর্ব্বলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়া দূর কৈল মলা ॥
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।
স্নান করি পরাইল উত্তম বসন ॥
অঙ্গে আরোপিল হার ভূষণ চন্দন।
একভাবে স্মরে রামা চণ্ডীর চরণ ॥
রন্ধন করিতে যায় লহনা সত্বরে।
নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্ধিল থরে থরে ॥
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে গণ্ডাদশ।
মুঠে নিচোড়িয়া তাহে দিল আদারস ॥
খণ্ডে মুগের সূপ উভারে ডাবরে।
আচ্ছাদন দিল থালা তাহার উপরে ॥
রন্ধন ত্যজিয়া দোঁহে বসিল ভোজনে।
থালীতে ওদন বাটী পূরিয়া ব্যঞ্জনে ॥
ভোজন করিয়া দোঁহে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন ॥
প্রমোদ শয্যায় দোঁহে করিল শয়ন।
নিশাকালে দেখে রামা সাধুকে স্বপন ॥
চিয়াইয়া হুতাশ করে কোকিল নিঃস্বরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার বরে ॥

খুল্লনার বিরহ-বেদনা।

কহ দুয়া উপদেশ মোরে।
কামরূপী হয়ে আমি, যদি হই বিহঙ্গমী,
উড়ে যাই গউড় নগরে ॥

বন্ধ—পাক। গণি—বুঝিয়া। নিচোড়িয়া—নিঙড়াইয়া। চিয়াইয়া—জাগাইয়া। কামরূপী—যাহারা ইচ্ছামত আকার ধারণ করিতে পারে।

দিনে থাকি গৃহকাজে, সকল সখীর মাঝে,
যামিনী আইলে মোর কাল।
আলায় মন্দির পথে, প্রবেশ করিব তাতে,
হিমকর-কর-শরজাল॥
স্বপনে দেখিলুঁ আমি, একত্র শয়নে স্বামী,
বাহু পসারিয়া কৈলুঁ কোলে।
স্বপনে পাইয়া নিধি, পুনঃ বিড়ম্বিল বিধি,
চিয়াইল পিক কোলাহলে॥
অশোক কিংশুক ফুল, হইল লোচন-শূল,
কেতকী কুসুম কামকুন্ত।
বৈরী কুসুম-বাণ, অস্থির করয়ে প্রাণ,
ঝাট নাশ যাওরে বসন্ত॥
দুঃসহ মদন-শরে, সর্প দংশে কলেবরে,
শীতল চন্দন হলাহল।
কুটিল কোকিল-রব, দহে মোর তনু সব,
কাননে যেমন দাবানল॥
শুইলে নলিনী-দলে, কলেবর মোর জ্বলে,
জল দিলে নাহি প্রতিকার।
মলয়ের সমীরণ, অগ্নিকণা বরিষণ,
পতি বিনে জীবন অসার॥
দেখিয়া খুল্লনা দুঃখ, প্রকাশিয়া কাক রূপ,
কহে চণ্ডী মধুরস বাণী।
বিনয় করিয়া তারে, খুল্লনা জিজ্ঞাসা করে,
পুটাঞ্জলি সজল-নয়নী॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

চণ্ডিকার কাকরূপ ধারণ।

কহ কাক কুশল বারতা।
জোড় হাতে করি নতি, কবে আসিবেন পতি,
কহ পুনরপি মোরে কথা॥
তোমার সমান পাখী, কোথাও নাহিক দেখি,
আইলে কিবা মোর ভাগ্য-ফলে।
যদি আসিবেন পতি, উড়ে যাও লঘুগতি,
পুনর্ব্বার বৈস মোর চালে॥
যবে আসিবেন নাথ, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত,
হেম থালে করাব ভোজন।
সুবর্ণ-পিঞ্জরে বাস, পূবাব তোমার আশ,
দাসী হয়ে করিব সেবন॥
পরাশর ভৃগু গর্গ, আব যত মুনিবর্গ,
গায় তোমা বসন্তের রাজে।
যত দেখি চরাচর, নহে তব অগোচর,
থাক ধর্ম্মরাজের সমাজে॥
খুল্লনার স্তব শুনি, কাকরূপা নারায়ণী,
উড়ে গেলা গউড় নগরে।
গিয়া অবশেষ নিশি, সাধুর শিয়রে বসি,
স্বপন কহেন সদাগরে॥
কাম-বাণ পঞ্চশরে, খুল্লনা বিষাদ করে,
তুয়া মোর শুনহ বচন।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

চণ্ডীর লহনা ও পদ্মাব খুল্লনারূপে
সাধুকে স্বপ্নাদেশ।

যামিনীর অবশেষে, আপনি লহনা-বেশে
গেলা চণ্ডী সাধু-সন্নিধানে।
তার পাছে পদ্মাবতী, ধরিয়া খুল্লনাকৃতি,
শিয়রে বসিল দুইজনে॥
গঞ্জিয়া বলেন সদাগবে।
পরস্ত্রীতে লুব্ধ হয়ে, পাসরিলে নিজ প্রিয়ে,
সুখে আছ গউড় নগবে॥
আইলা রাজাব কাজে, রহিলা পিঞ্জর-ব্যাজে,
বিলাস ব্যসন অভিলাষে।

হিমকর-কর-শরজাল—যাতনাপ্রদ বাণতুল্য চন্দ্রকিরণ। কুন্ত—ভল্লাস্ত্র; বাণ বিশেষ। কামকুন্ত—মদনের খোঁচা। ব্যাজে—ছলে।

মিথ্যা কর শিব-পূজা, তোরে নিন্দা করে রাজা,
মুখ না দেখাও নিজ দেশে ॥
পাশায় গোঁয়াও দিন, মর্য্যাদা করিলা হীন,
কৈলে নিজ কুলের কলঙ্ক।
সাধে কৈলে দুই বিয়া, কেমনে ধরহ হিয়া,
দুই নারী ঘরে পতি রঙ্ক ॥
পাশে দুইজায়া কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
দেখিয়া উঠিল সদাগর।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

ধনপতির স্বদেশে যাত্রা।

স্বপ্ন দেখি উঠিয়া বসিল ধনপতি।
আপনার শিরে সাধু করে আত্মঘাতী ॥
সদাগর ভাবে কেন কৈলুঁ হেন কাজ।
সারী শুকের মুণ্ডে পড়ুক গিয়া বাজ ॥
পক্ষী যদি হই তবে উড়ে যাই ঘর।
চিন্তা-শোকে সাধুর হৃদয় জর-জর ॥
রাজ-ভেট নিল সাধু যুঝারিয়া ভেড়া।
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী নিল দুই ঘোড়া ॥
রাজারে প্রণাম করি দিল রাজ-ভেট।
বিদায়ের নামে রাজা মাথা কৈল হেঁট ॥
মাস দুই থাক সাধু বলে দণ্ডরায়।
রাজার বচনে সাধু নাহি দেয় সায় ॥
পুরস্কার সাধুরে করিল দণ্ডরায়।
নানা রত্ন দিয়া তারে করিল বিদায় ॥
হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া সুজিন কুঞ্জর।
কারিগরে আনি দিল সুবর্ণ-পিঞ্জর ॥
পিঞ্জর দেখিয়া সাধু মনে মনে গণি।
লক্ষ তঙ্কা দিল সাধু পিঞ্জরের বানী ॥
ব্রাহ্মণ গণক ভাটে দিল নানা ধন।
শুভক্ষণ করি সাধু চলিল সদন ॥
দুই জনে কোলাকুলি পরম সাদরে।
সকরুণে নৃপবর বলে সদাগরে ॥
তব সহ মিলন না হইবেক আর।
কহিতে সাধুর চক্ষে পড়ে জলধার ॥
বন্দিয়া ভূপতি পাত্র পণ্ডিত সমাজ।
শুভক্ষণে ধনপতি চড়ে গজরাজ ॥
গজ-পৃষ্ঠে সদাগর চলে বড় ত্বরা।
নাহি মানে ঘোরতর বসন্তের খরা ॥
লহনা খুল্লনা বিনে নাহি তার মনে।
ছয়মাসের পথ সাধু আইল ছয় দিনে ॥
শিমলিয়া বালিঘাটা ফাঁসুড়ের ভয়।
দ্রুতগতি যায় সাধু তিলেক না রয় ॥
রায়খাল এড়াইয়া আইল রাজপুরে।
অজয় এড়ায়ে আইল উজানী নগরে ॥
আউটবেক তেমোহানি চলিয়া এড়ায়।
উপনীত সদাগর রাজার সভায় ॥
পিঞ্জর রাখিয়া সাধু নত কৈল মাথা।
নৃপতিরে কহিলেন গৌড়ের বারতা ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

রাজার সহিত ধনপতির সাক্ষাৎ।

কহ ভায়া এতেক বিলম্ব কি কারণে।
উড়ে গেল সারী শুক, অকারণে পাইলা দুখ,
কলধৌত-পিঞ্জর-গঠনে ॥
তুমি গেলা পরবাস, দুঃখ পাই বারমাস,
দূরে গেল পাশার কৌতুক।
দেখিতে লাগয়ে সাধ, কত কর্ম্ম গেল বাদ,
সারী শুক দিলা এত দুঃখ ॥
গিয়াছ আমার কাজে, আছিলা পিঞ্জর-ব্যাজে,
অপেক্ষণ নাহি তব ঘরে।

আত্মঘাতী—নিজে নিজে আঘাত। খাসা-জোড়া—উত্তম ধুতি চাদর। হাঁসা—শাদা। বানী—স্বর্ণ-,রৌপ্যাদি ধাতুনির্ম্মিত অলঙ্কারাদির মজুরী।

লোকে করে অনুযোগ, সাধুর কি হৈল রোগ,
এই মোর ভাবনা অন্তরে॥
মরে যাক সারী শুয়া, তোমার বালাই লৈয়া,
তোমা বিনা মনে নাহি আন।
বিলম্ব না কর ভায়া, দুঃখ ভাবে দুই জায়া,
ঘরে গিয়া কর স্নান দান॥
সফল হইল আশা, আজি সুপ্রভাত নিশা,
দেখিলাম তোমার কল্যাণ।
রাজা সাধু পরিহাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
অভয়া-মঙ্গল রস গান॥

ধনপতির নিজালয়ে গমন।

পিঞ্জর দেখিয়া রাজা করে সাধুবাদ।
সাধুকে দিলেন পাণ ভূষণ প্রসাদ॥
ভূপতি-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
চড়িয়া পাটের দোলা যায় নিজ ধাম॥
শিঙ্গা কাঁড়া ঠমক বাজনা উতরোল।
চারিদিগে হইল পাইকের কোলাহল॥
বন্ধুজনে সম্ভাষে নগরে নগর।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর॥
পতির আগতি বার্ত্তা শুনি দূত-মুখে।
দুর্ব্বলারে বলে রামা বিষাদ কৌতুকে॥
চিরদিনে প্রাণনাথ ঘরে আইল মোর।
খুল্লনার রূপ দেখি হইবে বিভোর॥
এড়িয়াছ কোথা মোর ঔষধ উপায়।
প্রাণনাথে কর বশ হইয়া সহায়॥
লহনার বচনে স্মরণ করে চেড়ী।
অবিলম্বে আনি দিল ঔষধের পেড়ি॥
দুর্ব্বলা আলুয়ে দিল বন্ধনের দড়ি।
লহনার হাতে দিল ঔষধের পেড়ি॥
মোর বোলে লহনা করহ অবধান।
ঔষধ করিয়া সাধ আপন সম্মান॥
লহনারে এমন কহিয়া প্রিয়কথা।
খুল্লনার কাছে দাসী হৈল উপনীতা॥
এত সমাচার তারে করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার বেশভূষা ধারণ ও স্বামীর
নিকটে গমন।

আর শুনেছ ছোট মা গো সাধু আইল ঘরে।
বাহির হইয়া শুন বাজনা নগরে॥
পোহাইল আজি যে তোমার দুঃখ-নিশা।
ভবানী-প্রসাদে তোর পূর্ণ হৈল আশা॥
আমারে আপনা বলে রাখিবে চরণে।
দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে॥
তোমার প্রাণের বৈরী পাপমতি বাঁঝি।
সাধুর নিকটে তার আলাইও পাঁজি॥
দোষ মত যদি না করহ প্রতিকার।
কি জানি ঘটায় পাছে দুঃখ পুনর্ব্বার॥
যত দুঃখ পাইলা তুমি মোর মনে ব্যথা।
তোমার হইয়া আমি কহিব সে কথা॥
দনার ছাট খুঞা-বাস রাখ বাসঘরে।
সাধুর চক্ষুর বালি কর লহনারে॥
এক বলিতে দশ বলিবে না করিবে ত্রাস।
উন বুকে নাহি হয় সতিনের হ্রাস॥
দুর্ব্বলার বোলে হাসে খুল্লনা সুন্দরী।
প্রসাদ করিল তারে মাণিক অঙ্গুরী॥
খুল্লনার চরণে প্রণাম কৈল চেড়ী।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ি॥
সন্নিধানে আলুইল বন্ধনের দড়ি।
খুল্লনার হাতে দিল আভরণ পেড়ি॥
দোছোটী করিয়া পরে তসরের সাড়ী।
শঙ্খের উপরে পরে কনকের চুড়ি॥
দুর্ব্বলা আচড়ে কেশ লইয়া চিরুণী।
বাম করে হেম-দণ্ড রসাল দর্পণী॥

অনুযোগ—প্রশ্ন, নিন্দা। উতরোল—উচ্চৈঃশব্দ, গণ্ডগোল। আগতি—উপস্থিতি। আলুয়ে—আলা৹ করিয়া, খুলিয়া। প্রসাদ—অনুগ্রহ। আলাইও পাঁজি—পঞ্জিকা খুলিও, সব কথা বলিয়া দিও। দনার ছাট—দনা কাঠের ছড়ি। উন-বুকে—কম-সাহস, ভীরুতায়।

কবরী বাঁধিয়া দিল কুসুমের গাভা।
আষাঢ়িয়া মেঘে যেন বিদ্যুতের শোভা॥
নয়নে কজ্জল দিল সীমন্তে সিন্দূর।
মার্জ্জন করিয়া পরে মণি-কর্ণপুর॥
শ্রবণ উপরে পরে কনক-বউলি।
সজল জলদে যেন খেলিছে বিজুলি॥
বাহু-যুগে আরোপিল কনক কেয়ূর।
পদযুগে আরোপিল বাজন নূপুর॥
মণিবিরাজিত হেম মধুর কিঙ্কিণী।
পদে পদে শুনি মত্ত মরালের ধ্বনি॥
ডানি করে নিল বামা রজতের ঝারি।
বাম করে নারায়ণ তৈল বাটী পূরি॥
কবরী শোভিত করি মল্লিকার মালে।
হেন কালে সদাগর আইল বাসশালে॥
প্রণাম করিয়া বন্ধুজন গেল ঘর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিল সদাগর॥
খুল্লনা আইসে তথা কুঞ্জরগামিনী।
যেমন আছিলা পূর্ব্বে ইন্দ্রের নাচনী॥
দুর্ব্বলা রহিল তথা কপাটের আড়ে।
ধীরে ধীরে যায় বামা সাধুর নিয়ড়ে॥
অবনীতে থুইল বামা তৈল হেমঝারি।
সাধুকে প্রণাম করে রূপবতী নারী॥
শিবকে স্মরিয়া কিছু সদাগর বলে।
হেঁট মুণ্ডে খুল্লনা রহিল সেই স্থলে॥
না দেয় উত্তর রামা, সাধুর বচনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

খুল্লনার প্রিয়সম্ভাষণ।

সুন্দরি, মাথা তুলি কহ মোরে কথা।
বলিবারে করি ভয়, দেহ মোরে পরিচয়
ঘুচাও মনের সব ব্যথা॥
বিচিত্র কবরী-মাল, উড়ে বৈসে অলিজাল,
মণিময় জাদ তথি দোলে।
রত্নময় কর্ণপুর, তিমির করয়ে দূর,
অচঞ্চল বিজুলি কপোলে॥
বদন শারদ ইন্দু, তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু,
সুধাংশুমণ্ডলে যেন তারা।
রাহু তোর কেশপাশ, আইসে করিতে গ্রাস,
পুণ্যের সময় হৈল পারা॥
জিনিয়া প্রভাত-রবি, সিন্দূর ফোঁটার ছবি,
তার কোলে চন্দনের চাঁদা।
ও রূপমাধুরী তোর, আমার লোচন চোর,
ভুলায়ে মানস নিলি বাঁধা॥
নাহি লখি কি কারণে, ধরসি অপাঙ্গ-তূণে,
কজ্জল গরল-যুত বাণ।
তোমার কর্ণিকা ফাঁদে, মোর মন-মৃগ বান্ধে
কার তরে করেছ সন্ধান॥
তুই অতি কৃশোদরী, তথি উরে দুই গিরি,
রামরম্ভা জিনি উরু-ভার।
তোর কণ্ঠে অনুপম, মণি মুকুতার দাম,
মেরু-শৃঙ্গে মন্দাকিনী-ধার॥
যত প্রিয় ভাবে সাধু, ঝাঁপিয়া বদন-বিধু,
যায় বামা ভিতর মহলে।
দোঁহার রাখিতে প্রীতি, ধায় দাসী লঘুগতি,
লহনার ঠাই কিছু বলে॥
গুণরাজ মিশ্র-সুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

লহনার আভরণাদি ধারণ।

আর শুনেছ বড় মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধুর কাছে বলে বিপরীত॥
যেই সদাগরের পাইল ভেরী সাড়া।
আনিল ভাণ্ডার হৈতে আভরণ পেড়া॥

কেয়ূর—তাড়, বাজু। গাভা—গুচ্ছথুপি (কেশ রচনা বিশেষ)। জাদ—ভিতা। কপোল—গণ্ডস্থল। কর্ণিকা—কর্ণভূষণ।

অঙ্গদ কঙ্কণ হারে ভূষিত করি গা।
যৌবন-গরবে ভূমে নাহি পড়ে পা॥
যেই সদাগর আইল আপনার বাসে।
মোহন কাজল পরি বৈসে তার পাশে॥
আড় নয়নে কহে কথা অমৃতের কণা।
কোথায় নাহিক দেখি হেন ঠৈটপণা॥
উহার সে গৌরগায়ে নবীন যৌবন।
গুরুজন দেখি অঙ্গে না দেয় বসন॥
তুমি বড় সতিনী সুজন লখি তথি।
স্বামী ভেটিবারে নাহি লয় অনুমতি॥
ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।
অন্য স্বামী হৈলে তার গলে দিত পদ॥
উহার হাতে রাঙ্গা শাঁখা ঐ বরণে গৌরী।
অই কি জানে স্ত্রীর কলা মোহন চাতুরী॥
হেলন দোলন চলনখানি কে সহিতে পারে।
ভাল হইল আইল সাধু আপনার ঘরে॥
অলকা তিলকা পর মোহন কাজল।
স্বামীকে ভেটিতে লহ ভৃঙ্গারের জল॥
দুর্ব্বলা-বচনে রামা করে বহু মান।
মন দিয়া দুয়া মোর সাধহ সম্মান॥
লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
ভাণ্ডার হইতে আনে আভরণ পেড়ি॥
অবধানে আলুলায় বন্ধনের দড়ি।
দোছুটী করিয়া পরে বাব হাত সাড়ী॥
দুর্ব্বলা মাজয়ে কেশ লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হেম দণ্ড রসাল দর্পণী॥
আঁচড়িল কেশ তার নানা পরিবন্ধে।
গন্ধতৈলযুত হয়ে পড়ে তার স্কন্ধে॥
কবরী বান্ধিল রামা নামে গুয়া-ঠুঁটি।
দর্পণে নেহালে রামা যেন গুয়া গুটি॥
মেছেতো দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।
বাছিয়া পরিল মেঘ-ডম্বরু কাপড়॥
যতনে পরয়ে রামা কজ্জল সিন্দূর।
মার্জ্জন করিয়া পরে মণিকর্ণপুর॥
দোহারা কাঁকালি বান্ধি হৈল ঋজুকায়।
মণিময় হার কুচযুগলে লোটায়॥
বসনে তুলিয়া রামা বান্ধে পয়োধর।
বিনোদ কাঁচলী পরে তাহার উপর॥
লহনা লইল জল পূরিয়া ভৃঙ্গারে।
বিবিধ ঔষধ নিল মিশ্রিত কর্পূরে॥
ভেট দিয়া সদাগরে করিল প্রণতি।
লহনার প্রতি কিছু বলে ধনপতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

লহনার প্রতি ধনপতির প্রেম-সম্ভাষণ।

মোর দিব্য তোরে, সত্য বল মোরে,
কা দিয়া পাঠালি জল।
আকুল পরাণ বিন্ধে যেন বাণ
জীউ করে টলমল॥
মন মত্ত হাতী, ছুটে দিবা রাতি
নিবারি শান্তি-অঙ্কুশে।
আসিয়া সে নারী, শান্তি কৈল চুরি,
হাতী নিবারিব কিসে॥
অনেক সহর, ভ্রমি নিরন্তর,
না দেখি হেন রূপসী।
রম্ভা তিলোত্তমা, নহে তার সমা,
ইন্দ্রাণী কিবা উর্ব্বশী॥
দেখিতে হরিষ, পরশিতে বিষ,
অমৃত বিষে জড়িত।
নাহিক পণ্ডিত, নিবারয়ে চিত,
বুঝিয়া আপন হিত॥
সুরাসুর গণে, অমৃত মন্থনে,
শ্রীহরি হইল মোহিনী।
তাহা দেখি শূলী, হয়ে কুতূহলী,
সঙ্গেতে আইলা ভবানী॥

ঠেটপণা—বেহায়ামি। অলকাতিলকা—অঙ্গলিপ্ত কুঙ্কুম দ্বারা তিল ফুলের মত চিহ্ন। প্রসাধনী—কাঁকুই; চিরুণী। পরিবন্ধে—রকমে; ঢঙ্গে। ভেট—সাক্ষাৎ। কা দিয়া—কাহাকে দিয়া।

অঙ্গ জর-জর, দহে কলেবর,
বিরহ দারুণ বাণ।
দূর কর শঠ, ছাড়হ কপট,
সত্য কহি রাখ প্রাণ ॥
কহ সত্য বাণী, কাহার রমণী,
সত্বরে সাধিল মান।
সে ক্ষণ হইতে, অন্য নাহি চিতে,
হেরিয়া রহিল প্রাণ ॥
বর্ষ একাদশ, যখন বয়স,
বিবাহ করিনু তোরে।
ভাল মন্দ যত, তোমারে বিদিত,
এবে ছল কেন মোরে ॥
সাধুর ভারতী, শুনি মধুমতী,
হাসিয়া কহে লহনা।
করিয়া সুছন্দ, সুকবি মুকুন্দ,
পাঁচালি করিল রচনা ॥

ধনপতির সহিত লহনার কথোপকথন।

মোর হাত দিয়া শিরে, সমর্পিয়া খুল্লনারে,
গৌড়ে গেলে গড়াতে পিঞ্জর।
তোমার আদেশ পাইয়া, করিলুঁ অনেক দয়া,
পালিলাম এক সম্বৎসর ॥
নাহি বাড়ে নাহি বান্ধে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
আপনি বন্ধন করি কেশ।
চারি পাঁচ সখী মিলে, রাত্রি দিন পাশা খেলে,
যতনে উহার করি বেশ ॥
হরিদ্রা কুঙ্কুম লয়ে, ঘরে ঘরে ভ্রমি চেয়ে,
করিতে অঙ্গের মলা দূর।
অঙ্গদ কঙ্কণ হার, আর যত অলঙ্কার,
আপনি পরাই কর্ণপুর ॥
যবে বেলা দণ্ড দশ, হেম থালে ছয় রস,
সহিত জোগাই অন্ন পান।
ভুঞ্জাই মৎস্যের ঝোলে, শয়ন করাই কোলে,
আপনার দেখি যেন প্রাণ ॥
ঘৃত খণ্ড ক্ষীর দধি, ভেট পাই নিরবধি,
পুনর্ব্বার না করি তপাস।
সুখে থাকে মোর ঠাঁই, লৈতে আইলে বাপ ভাই
নাহি যায় বাপের নিবাস ॥
আপনি ভাঙ্গায় তঙ্কা, কারে নাহি করে শঙ্কা,
যত ইচ্ছা তত করে ব্যয়।
আমি দেখি যেন প্রাণ, খায় পরে করে দান,
কার তরে নাহি করে ভয় ॥
একলা ঘরের কৃত্য, আপনি যে করি নিত্য,
খুল্লনার দুর্ব্বলা কিঙ্করী।
জাগায়ে ভুঞ্জাই ভাত, শুনহে প্রাণের নাথ,
কেবল তোমারে ভয় করি ॥
লহনার বাক্য শুনি, সদাগর মনে গুণি,
প্রসাদ করিল হেমহার।
উমা-পদে হিত চিত, মুকুন্দ রচিল গীত,
আজ্ঞা লয়ে ব্রাহ্মণ রাজার ॥

দুর্ব্বলার প্রতি রাজার কবিবার আদেশ।

হাস্য পরিহাসে দোঁহে বসিল দম্পতী।
জিজ্ঞাসে ঘরের কথা সাধু ধনপতি ॥
লহনা বলেন নাথ তুমি ভাগ্যবান।
তোমার প্রাসাদে নাথ সবার কল্যাণ ॥
কৌতুকে জিজ্ঞাসে সাধু খুল্লনার কথা।
লহনার হৃদয়ে লাগিল বড় ব্যথা ॥
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি যদি দেহ মন।
খুল্লনা বন্ধন-শালে করুক রন্ধন ॥
নিমন্ত্রণ কর তুমি জ্ঞাতি বন্ধুজনে।
অন্ন খাব খুল্লনার প্রথম রন্ধনে ॥
সাধু সম্ভাষিতে যত আইল বন্ধুগণ।
সেই খানে দুর্ব্বলা করিল নিমন্ত্রণ ॥

তপাস—তল্লাস। কৃত্য—কাজ।

পাণ দিয়া দুর্ব্বলাবে সাধু দিল ভার।
কাহন পঞ্চাশ লয়ে চলহ বাজার॥
কিনিতে তোমার যদি নাহি আঁটে কড়ি।
তঙ্কা দুই চারি লবে বণিকেব বাড়ী॥
নিয়োজিল তার সঙ্গে ভারী দশজন।
ধীবে ধীরে হাটে দুয়া কবিল গমন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥

দুর্ব্বলার হাটে গমন।

দুর্ব্বলা বাজারে যায়, পাছে দশ ভারী ধায়,
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া, হাতে পাণ মুখে গুয়া,
পরিধান তসরের সাড়ী॥
দুর্ব্বলা হাটেতে যায়, উভমুখে লোক চায়,
ঐ আইসে সাধু ঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমত কাজ, যার আছে ভয় লাজ,
ভাল বস্তু রাখিল লুকাই॥
লাউ কিনে কচু কুমড়া, সের মূলে পলাকড়া,
পাকা আম্র কিনে ঝুড়ি মূলে।
বিশা দরে ছেনা কিনি, কিনিল নবাৎ চিনি,
গণে পণ-মূলে পাণ নিলে॥
মূল্য দিয়া পণ দশ, কিনিল জীয়ন্ত শশ,
জরঠ কমঠ কিনে রুই।
খরসুলা কিনে কই, কিনিল মহিষা দই,
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই॥
চাঁপাকলা মর্ত্তমান, সরস গুবাক পাণ,
কিনিলেক কর্পূর চন্দন।
শাক বেগুণ সার কচু, খামআলু কিনে কিছু,
বিশা দুই কিনিল লবণ॥
বাছি কিনে তালশাঁস, হিঙ্গু জীরা রস বাস,
চঁই মেথি জোয়ানি মহুরী।
মুগ মাষ বরবটি, কিনিল সরল পুঁটী,
সের দরে ঘৃত ঘড়া পূরি॥
রন্ধন সন্ধান জানে, চিতল বোয়ালি কিনে,
শোলপোনা কিনিল চিঙ্গড়ী।
চতুর সাধুব দাসী, আট কাহনেতে খাসী,
তৈল সেব দরে দশ বুড়ি॥
কড়ি মূলে নারিকেল, কুলকরঞ্জা পানীফল,
কাঁটাল কিনিল দুই কুড়ি।
কিছু কিনে ফুলগাভা, করুণা কমলা টাবা,
সেরে জুখে কিনে ফুলবড়ি॥
তোলা মূলে তেজপাত, ক্ষীর কিনে বিশা সাত,
আদা বিশা দরে দশ বুড়ি।
মান ওল কিনে সারি, দুগ্ধ কিনে ভার চারি,
ভার দুই কিনিল কাঁকুড়ি॥
নির্ম্মাণ করিতে পিঠা, বিশা দরে কিনে আটা,
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
বেসাতি দুর্ব্বলা জানে, অবশেষে হাঁড়ি কিনে,
মেগে লব ভাবে কিছু ভাট॥
কিনিয়া রন্ধন সাজ, অঞ্জলিতে লয় ব্যাজ,
হরিদ্রা চুবড়ি ভরি কিনে।
স্নান করি দুর্ব্বলা, খায় দধি খণ্ড কলা,
চিঁড়া দই দেয় ভারিজনে॥
আগে পাছে ভারিজন, দুয়া আসে নিকেতন,
উপনীত সাধুর মন্দিরে।
চতুর সাধুর দাসী, আগে ভেট দিল খাসী,
প্রণাম করিল সদাগরে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পলাকড়া—পটোল। জরঠ—বৃদ্ধ, পাকা। খরসুলা—মৎস্য বিশেষ। বেসাতি—বাজার করা। ছেনা—ছানা।

দুর্ব্বলার হাটের হিসাব দান।

হাটের কড়ির লেখা, একে একে দিব বাপা,
চোর নহে দুর্ব্বলার প্রাণ।
লেখা পড়া নাহি জানি, কহিব হৃদয়ে গণি,
এক দণ্ড করহ বিশ্রাম॥
প্রবেশিতে হাটমাঝে, আসি হরি মহারাজে,
ডাকে মীন রাশির কল্যাণ।
আসিয়া আমারে গঞ্জি, শ্রবণ করাইল পঞ্জি,
দিলুঁ তারে কাহনেক দান॥
কান্ধেতে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা,
বেদ পড়ি করয়ে আশীষ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিলুঁ তারে পণ দশ,
দক্ষিণাও ধাবি বহু দিস॥
বাজারে কর্পূর নাই, চাহি বলি ঠাই ঠাঁই,
যতনে পাইলাম পাঁচ তোলা।
পাঁচ কাহনের দব, পঁচিশ কাহন ধর,
চারি কাহনের নিলুঁ কলা॥
আলু কচু শাক পাত, আদি নানা বস্তুজাত,
নিলুঁ চারি কাহন আটপণে।
তৈল ঘি লবণ ছেনা, পাঁচ কাহনের কেনা,
খাসী নিলুঁ অষ্ট কাহনে॥
প্রবেশ কবিতে হাট, দেখা পাইল রাজভাট,
রায়বাব পড়ে ঊর্দ্ধহাত।
ইচ্ছিয়ে তোমার যশ, তারে দিলুঁ পণ দশ,
কড়ি কাণা পড়িল পণ সাত॥
হাটে ভ্রমে অনুদিন, সেখ ফকির উদাসীন,
ব্যয় হৈল সপ্তদশ বুড়ি।
সঙ্গে ভারী দশজন, দিলুঁ তারে দশ পণ,
আমি খাই চারি পণ কড়ি॥
প্রাণভয়ে দুয়া কয়, সাধু বলে নাহি ভয়,
দুর্ব্বলা কহিল প্রাণপণে।
যদি মিথ্যা হয় ভাষা, কাটিও আমার নাসা,
শ্রীকবিকঙ্কণ বস ভণে॥

রন্ধনশালে চণ্ডিকার বর দান।

শুনহ দুর্ব্বলা তুমি বলে সদাগর।
কি বলে খুল্লনা জান গিয়া অতঃপর॥
রন্ধন কবিতে তারে নিতে বল পাণ।
খুল্লনারে আনে দুয়া সাধু বিদ্যমান॥
অঞ্জলি করিয়া রামা নিল গুয়া পাণ।
গোপনে লহনা তথি পাতি আছে কান॥
তর্জ্জন গর্জ্জন কবে অধব দংশন।
দশ বন্ধুজনে সাধু দিল নিমন্ত্রণ॥
কেহ ছোঁচা কেহ বোঁচা কেহবা সরল।
কেহবা সুজন আছে কেহ আছে খল॥
লহনা বলেন প্রভু শুনহ বচন।
তোমার চবণে আমি করি নিবেদন॥
সবাকার মন যেবা কবয়ে রঞ্জন।
তাহার উচিত হয় রান্ধিতে ব্যঞ্জন॥
নাহি রান্ধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফু।
পরের রন্ধন খেয়ে চান্দপারা মু॥
পাণ লৈতে তোমার সনে না কৈল বিচার
রন্ধনশালাতে ছুঁড়ি আনিবে খাঁখার॥
দশ ঘবে দশ জনে দিল নিমন্ত্রণ।
যৌবন দেখিয়া সবে করিবে ভোজন॥
লহনার কথা সাধু না করে সোয়াদ।
ভিতর মহলে যায় ভাবিয়া বিষাদ॥
খুল্লনা গঙ্গার জলে কৈল স্নান দান।
চণ্ডিকা পূজেন বামা করিয়া ধেয়ান॥
রন্ধনের হেতু নিবেদয়ে এক চিতে।
হেনকালে অভয়া আছিলা ইল্লাবৃতে॥
সুমেরু উপরে আছে কুমুদ ভূধর।
তাহার উপরে আছে বট তরুবর॥
এগার যোজন সেই তরুবর বট।
যার সুখে হর নাহি ছাড়েন নিকট॥
তাহাব কোটরে আছে পাঁচখানি নদী।
তাহে বহে গুড় দুগ্ধ ঘৃত মধু দধি॥

দিস্—দিন অর্থে ব্যবহৃত। রায়বার—স্তুতি বাক্য। খাঁখার—কলঙ্ক, অপযশ। সোয়াদ—তৃপ্তি, স্বস্তি। ইলাবৃত—ভারতের একটি খণ্ড বা বর্ষ।

তাহে ঝুলি খেলে চণ্ডী মেলি সখীগণে।
হেনকালে খুল্লনা পড়িয়া গেল মনে॥
পাঁচখানি নদী লয়ে দেবীর গমন।
রন্ধনের ঘরে আসি দিলা দরশন॥
পাঁচনদী চণ্ডিকা রাখিলা তার পাশে।
ব্যঞ্জন অমৃত যার রসের পরশে॥
চণ্ডিকা দেখিয়া রামা মুখে নাহি বোল।
শিরে হাত দিয়া দেবী দিলা তারে কোল॥
নখইন্দু-ভাসে দূর কৈল অন্ধকার।
কবরী মল্লিকা-মালে ভ্রমর-ঝঙ্কার॥
শিরে হাত দিয়া চণ্ডী করিল আশ্বাস।
উজানী মোহিবে তোর সম্ভলের বাস॥
শুভক্ষণে খুল্লনা করিল অনুবন্ধ।
প্রথম সন্তলে উঠে অমৃতের গন্ধ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার রন্ধন।

প্রভুর আদেশ ধরি, রান্ধয়ে খুল্লনা নারী,
স্মরিয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘি লবণ ঝাল, আদি নানা বস্তুজাল,
সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥
বার্ত্তাকু কুমুড়া কচা, তাহে দিয়া কলা মোচা,
বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।
ঘৃতে সম্ভোলন তথি, হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি,
সুক্তার রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি, নটেশাকে ফলবড়ি,
চিঙ্গড়ী কাঁটালবীচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক, তৈলেতে বেথুয়া পাক,
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥
দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড,
সম্ভোলিল মউরির বাসে।
মুগ সূপে ইক্ষু রস, কই ভাজে গণ্ডাদশ,
মরিচ গুঁড়িয়া আদারসে॥
মসূরি মিশ্রিত মাষ, সূপ রান্ধে রস বাস,
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিতলের কোল, রোহিত মৎস্যের ঝোল,
মানকচু মরিচভূষিত॥
বোদালি হিলঞ্চা শাক, কাটিয়া করিল পাক,
ঘন বেসার সম্ভোলন তৈলে।
কিছু ভাজে বাই খাড়া, চিঙ্গড়ীর তোলে বড়া
খরসুলা ভাজি কিছু তোলে॥
করিয়া কণ্টক হীন, আম্রযোগে শোলমীন,
খর লোণ ঘন দিয়া কাঠি।
রান্ধিল পাকাল ঝষ, দিয়া তেঁতুলের রস,
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল দিয়া ভাটি॥
কলাবড়া মুগসাউলি, ক্ষীরমোনরা ক্ষীরপুলি,
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অন্ন রান্ধে সব শেষে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
পণ্ডিত রন্ধন-উপদেশে॥

সদাগরের জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত ভোজন।

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত হইল রন্ধন।
দেখিয়া দুর্ব্বলা যায় সাধুর সদন॥
বেলা হৈল অবশেষ ফুরাইল স্তুতি।
শালগ্রাম শিলাজল পিয়ে ধনপতি॥
আইস আইস বলি ডাকে চেড়ী ত দুর্ব্বলা।
বিদগধ সদাগর পাতে কিছু ছলা॥
সাধু বলে দুয়ারে ভুঞ্জাও বন্ধুজন।
অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন॥
ভোজনে বসিল তবে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
খুল্লনা কনকথালে যোগায় ওদন॥
প্রথমে সুক্তার ঝোল দিল ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সবে খুল্লনার পাক॥

অনুবন্ধ—উপক্রম। বাস—সুগন্ধ। বেসার—বাঁটনা। কোল—পেটি। ভূষিত—সংযুক্ত। ভাটি কম। ঝষ—মৎস্য। ক্ষীরমোনরা—ক্ষীরমোহন? স্তুতি—পূজার পর স্তব পাঠ করা। দুয়ারে—দুর্ব্বলাকে।

প্রশংসা করয়ে যত সকল ব্যঞ্জন।
শুনি লহনার গলে নয়ন অঞ্জন॥
ভাজা মীন মুণ্ড ঝোল মাংসের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত হৈল সাধুর ভবন॥
দধি পিঠা খাইল সবে মধুর পায়স।
রসাল পনস-কোষ রসালের রস॥
সমাপি ভোজন তারা হইল বিদায়।
বসন-কাঞ্চন-মালা সাধু স্থানে পায়॥
পশ্চাতে ভোজনে যায় সাধু ধনপতি।
খুল্লনারে মনে ভাবি উল্লসিত মতি॥
শিবকে স্মরিয়া সাধু কৈল আচমন।
কৌতুকে বসিয়া সাধু করয়ে ভোজন॥
সুবর্ণের বাটিতে দুর্ব্বলা দিল ঘি।
হাসিয়া পরোশে রামা বণিকের ঝি॥
ভাজামীন, ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন।
ভোজন করয়ে সাধু আনন্দিত মন॥
ঘৃতে জর জর খায় মীনমাংস বড়ি।
বাদ করি কৈ ভাজা খায় দেড় বুড়ি॥
আম্র খাইল পিঠা জল ঘটী ঘটী।
দধি খায় ফেণী তথি করে মটমটি॥
মৌনতে ভোজন সাধু করে বার মাস।
ভোজনের বেলা আজ করে উপহাস॥
যতেক ব্যঞ্জন খাই প্রীতি নাহি তথি।
টাবা রস হৈতে হৈল পরম পীরিতি॥
হাসিয়া খুল্লনা দিল কুমুড়ার খোলা।
ভূমে গড়াগড়ি হেসে পড়িল দুর্ব্বলা॥
দুর্ব্বলার হাসিতে চিন্তিত ধনপতি।
হেন বুঝি গন্ড মোরে করিল যুবতী॥
হেঁট মুখে ধনপতি রহে আনমনা।
হরিদ্রা গুলিয়া হাতে দিলেক খুল্লনা॥
হরিদ্রা পাইয়া সাধু করে অনুমান।
হেনকালে মনে পড়ে গ্রন্থ অভিধান॥
রজনী পর্য্যায়ে আছে হরিদ্রা আখ্যান।
হেন বুঝি রামা মোরে দিল নিশা দান॥
ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমন।
দুর্ব্বলারে আদেশ করিল ততক্ষণ॥
ভোজন করিয়া আর মন কুতূহলে।
কর্পূর তাম্বূল খায় হাসি খল খলে॥
সাধুর ইঙ্গিত দাসী বুঝিয়া সত্বরে।
শয্যা বিছাইতে যায় বিনোদ মন্দিরে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

দুর্ব্বলার শয্যা রচনা।

সাধুর আদেশ ধ'রে, প্রবেশি শয়ন-ঘরে,
খট্টা করে চন্দনে ভূষিত।
সুগন্ধি কুসুমদাম, আমোদিত করে ধাম,
লহনার উচাটন চিত॥
দুর্ব্বলা সানন্দ-মনা, করে আয়োজন নানা,
কবিলেক বিনোদ আসন।
চৌদিকে উন্নত স্থলে, মণিময় দীপ জ্বলে,
যেন দেখি ইন্দ্রের ভবন॥
ধবল চামর বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চান্দা,
প্রতিচালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড়, ভূমে নামে গজ দেড়,
মাঝে মাঝে লাল পাট ডোরা॥
দুই দিকে আলবাটী, জল পূরা গাড়ু দুটী,
দুই দিকে রাখে দুই পাখা।
বাটা ভরি বিড়াগুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া,
সুগন্ধি চন্দন মদলেখা॥
অঙ্গুরী পাশুলি ছটা, সুবর্ণের কড়ি কাঁটা,
মণি মতি পলা হেমহার।
সাধু খুল্লনারে দিতে, আনিয়াছে গৌড় হইতে,
আছে তাহা গুপ্ত প্রকার॥
শয্যা বিছাইয়া দাসী, ধরিতে না পারে হাসি,
বার চারি গড়াগড়ি যায়।

পরোশে- পরিবেষণ করে। অঞ্জন—কাজল। পনস—কাঁটাল। গন্ড—ঠাট্টা। আলবাটী—পিকদানী।

সাধু আইসে নিকেতনে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

লহনার ক্রোধ-শান্তি।

চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন।
পদ্মনাভ স্মরি সাধু করিল শয়ন॥
হোথায় খুল্লনা রামা আছে পাকশালে।
সাধু ভেটিবারে বাঁঝি যায় হেনকালে॥
এমন দেখিয়া চণ্ডী চিন্তিলেন মনে।
জানিয়া চণ্ডিকা তার হরিলা চেতনে॥
ভোজন করিতে দুয়া ডাকে লহনারে।
গর্জিয়া সে খুল্লনারে বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
যে কালে বান্ধিতে ঠেটি লৈল গুয়াপাণ।
বচনে নাহিক মোর কৈল অবধান॥
মোর সনে বিচার না কৈল গর্ব্ব করি।
এখন খাইব ভাত পেটে পারা মরি॥
বাসি পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন।
তাহা খাইয়া লহনা কাটাইল দিন॥
ঘরের প্রধানা তুমি বড় সবাকারে।
তোমার সকল ভার দোষ দেহ কারে॥
চারি পাঁচ দুঃখে মোর হিয়া হৈল জড়।
তৃণের অধিক ছোট কিসে আমি বড়॥
লহনা দুর্ব্বলা মেলি যত কিছু ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি খুল্লনা তা শুনে॥
সম্ভ্রমে খুল্লনা আসি ধরিল চরণে।
ঘুচিল কন্দল দোঁহে বসিল ভোজনে॥
এক জন সহিলে কন্দল হয় দূর।
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার সজ্জা।

দুর্ব্বলা বুঝিয়া কাজ, আনিল বেশের সাজ,
মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দন।
ভাণ্ডারে প্রবেশি চেড়ী, আনে আভরণ-পেড়ি,
লহনার উচাটন মন॥
পীত তড়িত বর্ণে, হেম-মুকুলিকা কর্ণে,
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলি।
রজত পাশুলি ছটি, পরে দিব্য তুলাকোটি,
বাহু-বিভূষণ ঝলমলী॥
পরে দিব্য পাটশাড়ী, কনকের পরে চুড়ী,
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মতি পলা, কলধৌত-কণ্ঠমালা,
কলেবরে মলয়জ-পঙ্ক॥
নানা আভরণ পরি, ডানি করে নিল ঝারি,
বাম করে তাম্বূল-সাঁপুড়া।
সুনাদ নূপুর পায়, কুঞ্জর গমনে যায়,
লহনা শুনিতে পায় সাড়া॥
হৃদে বিষ মুখে মধু, হাসিয়া লহনা বধূ,
কহে হিত উপায় বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

* * *

খুল্লনার উত্তর।

না বল না বল দিদি বিরোধ বচন।
আপনার পতি দেখ অঙ্গের ভূষণ॥

* * *

সহস্র-কিরণ ধরে সহস্র কিরণ।
সহিতে তাহার তাপ নারে কোন জন॥
তার কোলে ছায়া সন্ধ্যা থাকেন শীতল।
প্রভুর প্রতাপে বনিতার সুমঙ্গল॥

মৃগমদ—মৃগনাভি। কুলুপিয়া—খিলান। ছটি—দীপ্তি। তাম্বূল-সাঁপুড়া—পানের ডিবা।

ভোজনের কালে তাঁরে করেছি ইঙ্গিত।
তাঁর সত্য ভাঙ্গিবারে না হয় উচিত॥
শুনিয়া লহনা রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালি প্রকাশ॥

খুল্লনার বাস গৃহে গমন।

লহনা বিষাদ ভাবে খুল্লনা-বচনে।
আমোদে আকুল রামা যায় পতি স্থানে॥
দুই দিকে দেউটি জ্বলয়ে সারি সারি।
অগুরু চন্দন রামা নিল বাটি পূরি॥
হাতে হেমঝারী নিল সুবাসিত জল।
দেখিয়া লহনা রামা হইল বিকল॥
দুর্ব্বলা রহিল তথা কপাটের আড়ে।
ধীরে ধীরে যায় রামা পতির নিয়ড়ে॥
মাতঙ্গ গমনে রামা যায় বাসঘরে।
দেখিলেন স্বামী আছে বিরহের জ্বরে॥
কি বলি কি করি রামা করে অনুমানে।
দেখাইয়া মুখ রামা ঢাকিল বসনে॥
বুঝিতে দাসীর ভক্তি দেবী মহেশ্বরী।
বাস-ঘরে সাধুর চেতনা নিল হরি॥
স্বামীরে দেখিয়া রামা হৈল চমকিত।
বসিয়া সাধুর পাশে হইল বিস্মিত॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল রামা অগুরু চন্দন।
কর্ণ-মূলে ঘন ঘন ঝঙ্কারে কঙ্কণ॥
মলয় পবন যেন নারী-স্পর্শ পেয়ে।
দ্বিগুণ আইল নিদ্রা খট্টায় শুইয়ে॥
শিরে কর হানি রামা ছাড়য়ে নিশ্বাসে।
বাস-ঘরে মরে পতি মোর কর্ম্মদোষে॥
জাগিয়া উত্তর দেহ মম মনোহারী।
তোমার বিরহে প্রাণ ধরিবারে নারি॥
ভাল ছিল প্রাণনাথ গউড় নগরে।
হেন বুঝি দেশে আইলা মরিবার তরে॥
না জানি কি আছে মোর কপালে লিখন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার আক্ষেপ।

মৃত পতি কোলে করি, কান্দয়ে খুল্লনা নারী,
চক্ষে বহে কালিন্দীর ধার।
বিধির দারুণ দণ্ড, কজ্জলে মলিন গণ্ড,
ধূলায় লোটায় হেম-হার॥
কেমন দারুণ বেলা, পায়রা উড়াতে গেলা,
কোন পাপক্ষণে হৈল দেখা।
কেবল উত্তর দুখ, দেখিলে আমার মুখ,
ভাদ্রচতুর্থীর চন্দ্র-লেখা॥
বিবাহ করিয়া আইলা, রাজসম্ভাষণে গেলা,
সারী শুক হয়ে আইল কাল।
গেলা প্রভু দূর পথ, না পূরিল মনোরথ,
হৃদয়ে রহিল বড় শাল॥
অভয়া করিলা দয়া, আইলে পিঞ্জর লয়্যা,
মোর চান্দ হইলে প্রকাশ।
আজানু দীঘল বাহু, অকালে ভুখিল রাহু,
দৈবে কৈল উদরে গরাস॥
খুল্লনা রাক্ষসগণী, হেন মনে অনুমানি,
বিবাহ করিলে পাপ-কালে।
তার প্রতিকার হেতু, ছাগল রাখিলুঁ নিতু,
এই মোর কলঙ্ক কপালে॥
বিলম্ব করহ কিসে, আনহ মাহুর বিষে,
দুর্ব্বলা প্রাণের সহচরী।
ত্যজিব মনের দুঃখ, লোকে না দেখাব মুখ,
প্রভাত না হবে বিভাবরী॥
পতিব্রতা শিবশক্তি, দেখি খুল্লনার ভক্তি,
সাধুকে চিয়ান কুতূহলে।
ত্যজিয়া মনের ব্যথা, বসনে ঢাকিয়া মাথা,
খুল্লনা লুকায় খট্টাতলে॥

কালিন্দী—যমুনা। মাহুর বিষ—সর্প বিষ।

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ধনপতির নিদ্রাভঙ্গ।

উঠি সদাগর বৈসে শয়ন-আসনে।
ব্যাকুল হইল সাধু মনসিজ-বাণে ॥
উন্মত্ত হইয়া সাধু করে নানা খেদ।
চেতনাচেতন তার নাহি পরিচ্ছেদ ॥
দেখিতে দেখিতে তাহে হারাইলুঁ নিধি।
এত দুঃখ পুরুষের সৃজিলেক বিধি ॥
কহ খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী।
কহনা প্রদীপ মোর কোথা সহচরী ॥
সত্য করি কহ কথা মধুকরবধূ।
খুল্লনার কবরীতে পান কৈলা মধু ॥
চিত্রের পুত্তলি যত আছে গৃহ-ভিতে।
সবে জিজ্ঞাসয়ে সদাগর এক চিতে ॥
এত দিন একলা আছিলুঁ পরবাসে।
স্বপ্নেতে খুল্লনা নারী থাকিতেন পাশে ॥
প্রবাস ছাড়িয়া আমি আসি নিজ ঘর।
কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিল পাগর ॥
খুল্লনা লুকায় সদাগর নাহি জানে।
বিরহে আকুল হৈল সাধু কামবাণে ॥
খুল্লনা চাহিয়া সাধু উচাটন মন।
খট্টাতলে শুনে সাধু নূপুর নিঃস্বন ॥
সত্বরে ধরিল সাধু তাহার অঞ্চল।
সম্ভ্রমে আইল রামা ছাড়ি খট্টাতল ॥
বসিল হাসিয়া রামা পতি-পদতলে।
বিনয় করিয়া কিছু সদাগর বলে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ধনপতির বিনয়।

রামা হে নয়ান না কর বঙ্কা।
তোমার ভাবে, চিত উত্তরোল,
মনে লাগে বড় শঙ্কা ॥
কানড় খোঁপায়, কনক-ঝাঁপা,
পাটের থোপা দোলে।
তোর বোল খানি, মধুরস বাণী,
ভ্রমর পড়িল ভোলে ॥
বয়ান বিমল, কনক-কমল,
গজমতি-হার সাজে।
পাটের সাড়ী, করেছ পরিধান,
চলিতে নূপুর বাজে ॥
কামের ধনুক, কামের শর,
ছেড়েছ সাধুর তরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করিল রচন,
দেবী অভয়ার বরে ॥

---

* * *

কি ব্যাধি জন্মিল হিয়ার মাঝে।
চন্দ্রকর শর সদৃশ বাজে ॥
জ্বর নহে অঙ্গে সদাই তাপ।
জৃম্ভিত মুখে কলেবরে কাঁপ ॥
অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পঙ্ক।
দহে দেহ যেন দংশে ভুজঙ্গ ॥
শুকায় বদন নাহি পিপাসা।
চন্দনের গন্ধ না সহে নাসা ॥
প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত।
কেতকী কুসুম কামের কুন্ত ॥
অপাঙ্গের তূণে তুলিয়া বাণ।
কজ্জল গরল করি আধান ॥
করুণা ত্যজিয়া বিন্ধিয়া বাণ।
ব্যাধি-ভয়ে প্রিয়ে তুমি নিদান ॥

পাগর — পাগল। আসনে — শয্যাতে। পরিচ্ছেদ — ভেদজ্ঞান। ভিতে — দেওয়ালে। উচাটন — আকুল, অস্থির। জৃম্ভিত — হাই। আধান — স্থাপন, ধারণ। নিদান — (এখানে) প্রতিকার।

লোচন গঞ্জে খঞ্জন তোর।
নিত্য হরে মোর লোচন চোর॥
মরমে বিন্ধিল রঙ্গ বকুল।
মধুকর-রব কর্ণের শূল॥
বিষ-বৃষ্টি জ্ঞান কোকিল গান।
হরে মোর প্রাণ জগৎপ্রাণ॥
ব্যাধি হরে তোর বদন-রস।
বৈদ্য হয়ে রাখ আপন যশ॥
তোমার যৌবন মোর জীবন।
চিত্তরঙ্গে করে দুজনে রণ॥
হারি সাধু পড়ে সে পদতলে।
স্থির হয় পুনঃ পুণ্যের ফলে॥
সাধু কহে যত গদ গদ ভাষে।
শুনিয়া সুন্দরী ঈষদ হাসে॥
সাধুরে রামা পরিহার যাচে।
গায়েন মুকুন্দ অক্ষর নাচে॥

সদাগর সমীপে খুল্লনার দুঃখ কথন।

দাণ্ডায়ে পতির পাশে, খুল্লনা মধুর ভাষে,
জানিলুঁ তোমার যত দয়া।
তোমার কপট বাণী, মূল কাটি ঢাল পানী,
দূরে গেলা কন্দল ভেজাইয়া॥
মুখে কর মধু বৃষ্টি, কেবল কপট দৃষ্টি,
হৃদয়ে তোমার হলাহল।
কি পাইলা অপরাধ, কেন এত বিসম্বাদ,
পরে পরে করালে কন্দল॥
সাধুলোক যেবা হয়, কারে নাহি করে ভয়,
দোষ গুণ দেখি দেয় ফল।
না বুঝি তোমাকে ইথে, স্ত্রীকে মার পর-হাতে,
বিপরীত তোমার সকল॥
আইলুঁ তোমার বাস, করিলাম বড় আশ,
বিধি বাম আমার উপর।
আশায় পড়িল বাজ, বনিতা-সভায় লাজ,
লাথি কিলে ভাঙ্গিল পাঁজর॥
তুমি সাধু শুদ্ধমতি, ধর্ম্ম-পথে তব গতি,
প্রকাশ করয়ে জগজন।
অন্নে না উদর পুরি, খুঞার বসন পরি,
এ তোমার ব্যভার কেমন॥
জগজনে তোমা জানি, কুবের সমান ধনী,
সাত নায়ে কর যে ব্যাপার।
তুমি হেন মোর স্বামী, ছাগল রাখিলুঁ আমি,
এই লাভে পূরাবে ভাণ্ডার॥
উথলে আমার বাণী, শ্রাবণের যেন পানী,
সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ।
যত দুঃখ দিল সতা, কহিব কতেক কথা,
তোমার নিদ্রার হয় ভঙ্গ॥
দুর্ব্বলা যেমত আছে, থাকিব তোমার কাছে,
দূর কর জায়া-ব্যবহার।
জানিহে তোমার গুণ, করিবা আমাকে খুন,
লহনা তোমার ক্ষুরধার॥
কহিতে বিদরে বুক, না চাহি তোমার মুখ,
বিধি কৈল অধম অবলা।
সন্তাপে পোড়য়ে মন, দাবানলে যেন বন,
বনে ফিরি কান্দিয়া বিকলা॥
যদি মোর ছিল দোষ, ক্ষমিতে নারিলা রোষ,
গলে কেন নাহি দিলা কাতি।
এই বড় ঠাকুরালি, মুখে দিলা চূণ কালী,
সতিনী হাতিয়া মারে লাথী॥
কহিতে মনের দুঃখ, বিদরে আমার বুক,
মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমিতলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল অভয়া-মঙ্গলে॥

জগৎপ্রাণ—বায়ু। পরিহার—ক্ষমা। ভেজাইয়া—লাগাইয়া। ব্যাপার—ব্যবসায়। ঠাকুরালি—প্রভুত্ব।

সদাগরকে পত্র প্রদান।

দনার ছাট খুঞাবাস, এড়িল প্রভুর পাশ,
পত্র দিল বল্লভের করে।
নিকটে আনিয়া বাতি, সদাগর পড়ে পাঁতি,
ভাসে রামা লোচনের নীরে॥
স্বাক্ষর নিশান পাতি, গৃহ প্রতিকার ইতি,
লহনারে লিখে ধনপতি।
মুড়ায়ে কুন্তলভার, নিবে অষ্ট অলঙ্কার,
পরিধান দিও খুঞা ধুতি॥
দিয়া তারে অন্ন কষ্ট, যৌবন করিও নষ্ট,
নিয়োজিও ছাগল রক্ষণে।
বসন কাড়িয়া লবে, নানাবিধ দুঃখ দিবে,
দিবে তারে খোসলা ওঢ়নে॥
শোয়াবে অজের শালে, অন্ন দিবে সন্ধ্যাকালে,
পূরে যেন অর্দ্ধেক উদর।
যদি তার হয় ব্যাধি, নাহি দিবে ঔষধি,
ডাকিলে সে না দিবে উত্তর॥
নিবারিও তৈল গুয়া, কস্তুরী কুঙ্কুম চুয়া,
লবণ ব্যঞ্জন ঘৃত দধি।
এই কন্যা নিশাচরী, না বল আমার নারী,
নানা দুঃখ দিও যথাবিধি॥
জ্যৈষ্ঠ ত্রয়োদশ দিন, জায়া কৈল মানহীন,
সাক্ষী করি উজানী নগর।
স্বাক্ষর করিয়া পাঁতি, অবশেষে লেখে ইতি,
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

খুল্লনার প্রতি ধনপতি।

পত্র পড়ি পরম লজ্জিত সদাগর।
বলে প্রিয়ে নহে এই আমার অক্ষর॥
যদ্যপি আমার পত্রে থাকে অনুমতি।
করুন আমার দণ্ড দেব পশুপতি॥
সত্য সত্য করি আমি শিবের শপথ।
পাপিনী লহনা তোরে করেছে এমত॥
অপাঙ্গ-তূণেতে ধরি বিষযুত শর।
বিন্ধিয়া ছাড়হ মোর মন-মৃগবর॥
কুলের কামিনী তুমি কুলবতী জায়া।
অবিচারে প্রাণনাথে কেন ছাড় দয়া॥
দরিদ্র আচারহীন যদি হয় পতি।
নিন্দার আশ্রয়ে তবু নাহি ছাড়ে সতী॥
ক্ষমা কর প্রিয়ে, হের ধরি তুয়া হাত।
কোপ দূর কর, হয় যামিনী প্রভাত॥
লহনারে প্রিয়ে তুমি রাখাবে ছাগল।
নিয়মিত অর্দ্ধ সের দিবা হে সম্বল॥
পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা।
শয়ন করিতে তারে দিবে ঢেঁকিশালা॥
এমন শুনিয়া রামা সাধুর বচন।
বার মাসের দুঃখকথা করায় শ্রবণ॥

খুল্লনার বারমাস্যা।

প্রথম জ্যৈষ্ঠেতে গেলা গড়াতে পিঞ্জর।
প্রবলা সতিনী মোর হৈল স্বতন্তর॥
ছাগল রাখিতে পত্র আইল যেই দণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥
শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন।
খুঞা পরাইয়া নিল যত আভরণ॥
আষাঢ়ে গগনে মেঘ উড়িল প্রচণ্ড।
বৃষ্টির বিলম্ব নাহি সহে এক দণ্ড॥
সকল পূরিল মহী নব মেঘে জল।
ছাগল চরাতে প্রভু নাহি পাই স্থল॥
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন মুষলের ধার।
কোলেতে করিয়া ছেলি নালা করি পার॥

ওঢ়নে—গায়ে দিতে। কস্তুরী—মৃগনাভি। বিষযুত—কালকূটযুক্ত। স্বতন্তর—স্বাধীনা।

ছাগল চরাই গিয়ে পুকুরের পাড়ে।
দুরন্ত ছাগল নাহি আইসে নিয়ড়ে॥
পর ক্ষেতে যায় ছেলি পর ক্ষেতে যায় ছেলি।
নগরিয়া লোকে মোরে দেয় গালাগালি॥
প্রচণ্ড বাদল বড় ভাদ্রপদ মাসে।
নদী নালা একাকার কত ঢেউ আসে॥
ছাগলের কানে ধরি করি টানাটানি।
কাঁকালে তুলিয়া বান্ধি খুঞ্চা ধুতি খানি॥
বৃষ্টি বাজে যেন শেল বৃষ্টি বাজে যেন শেল।
তিন দিন ব্যতীতে লহনা দেয় তেল॥
আশ্বিনে ছিলাম নাথ বড় মনোরথে।
শুনিলুঁ পিঞ্জর লয়ে তুমি আইস পথে॥
অনশন ব্রত করি পূজি ভগবতী।
অভাগ্যের ফলে নাহি আইলে প্রাণপতি॥
রামা পরে অলঙ্কার রামা পরে অলঙ্কার।
তৈল বিনা কেশে মোর হৈল জটাভার॥
কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের প্রকাশে।
জগজনে করে শীত নিবারণ বাসে॥
ছমাসের খুঞ্চা খানি হৈল মোর গুঁড়া।
লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া॥
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান।
অগ্নিসেবা করি শীত করি সমাধান॥
মার্গশীর্ষমাসে ধান কাটয়ে সংসারে।
ক্ষেতে ধান কুড়ায়ে অভাগী পেট ভরে॥
দারুণ বিধাতা যদি অন্ন দিল মোরে।
শমন সমান শীত লাগিল আমারে॥
পৌষেতে করয়ে লোকে নানা উপভোগ।
সবাকার বস্ত্র বিধি করিল সংযোগ॥
লহনা প্রসাদ কৈল পুরাণ খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
দুঃখে কর অবধান, দুঃখে কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥
মাঘমাসে অনিবার সর্ব্বদা কুজ্‌ঝটি।
তৃণলোভে ধায় ছেলি না আসে নেউটি॥
দৈবযোগে এক ছেলি খাইল শৃগালে।
অবনী বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে॥
কত করিলাম নতি কত করিলাম নতি।
কেশে ধরি লহনা মারিল কিল লাথি॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত উত্তর পবন।
খণ্ড খণ্ড হৈল মোর খুঞ্চার বসন॥
কাষ্ঠ কুড়াইয়া আনি গহন কাননে।
বিহান বিকাল যায় দহন সেবনে॥
শয়ন ঢেঁকিশালে নাথ শয়ন ঢেঁকিশালে।
নিদ্রা নাহি হয় ক্ষুদ্র পিপীলিকা-জ্বালে॥
চৈত্রেতে চাতক জল মাগে জলধরে।
কমলে লোটায় মধু ভ্রমরী ভ্রমরে॥
বনিতা পুরুষ অঙ্গ পীড়য়ে মদনে।
আমার পোড়য়ে অঙ্গ উদরদহনে॥
মম কর্ম্মদোষে নাথ মম কর্ম্মদোষে।
বিধাতা বঞ্চিত মোবে তুমি দূরদেশে॥
শুভ চন্দ্র হৈল মোর প্রথম বৈশাখ।
চণ্ডীর কৃপায় দূব হইল বিপাক॥
তব আগমন-বার্ত্তা পাইয়া লহনা।
এবে দিন দশ মোবে কবিল মাননা॥
এবে ছেলি নাহি রাখি এবে ছেলি নাহি রাখি।
দিন দশ লহনা আমারে কৈল সুখী॥
খুল্লনার দুঃখ-কথা শুনি সদাগর।
হেঁটমুখ হয়ে সাধু চিন্তেন অন্তর॥
সাধু সঙ্গে খুল্লনা যতেক কথা ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি লহনা তা শুনে॥
সাধুকে ভৎর্সিতে রামা প্রবেশিল ঘরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার বরে॥

সদাগরকে লহনার ভৎর্সনা।

পড়ে শুনে হৈল ভাল, কামমদে মাতোয়াল,
নূতন যৌবনে গেলা ভুলে।

নিয়ড়ে—নিকটে কিম্বা ফিরে। মুড়া—ছেঁড়া কাপড়। খোসামোদ। জ্বালে—যন্ত্রণায়। মাননা—যত্ন, আদর। বিহান—প্রাতঃকাল। নেউটি—ফিরিয়া। নতি—নমস্কার বা

না বুঝিয়া রসগন্ধ, লুবধ ভ্রমর ধন্ধ,
যেন বৈসে শিমুলের ফুলে ॥
দূর করি লজ্জাতঙ্ক, তুমি সাধু রতিরঙ্ক,
ছল কর বনিতার তরে।
রসহীন কাদম্বিনী, চাতক যাচয়ে পানী,
আপন গৌরব দূর করে ॥
অরি তোর পঞ্চবাণ, বিলম্ব না সহে প্রাণ,
অভিসারী তব সহচরী।
দরিদ্র যাচক জন, পেয়ে কৃপণের ধন,
বিনা মূলে হয় অধিকারী ॥
তুমি রতিকলানিধি, জান নানা বৈদগধী,
কুতূহলে তরাসে চঞ্চলা।
স্থিরা সৌদামিনী যেন, আলিঙ্গন ঘনে ঘন,
ধন্য ধন্য বৈদগধী লীলা ॥
লহনা যতেক বলে, শুনি সাধু কোপে জ্বলে,
ক্রোধে বলে হানিয়া দশনে।
লহনার করে পাঁতি, আরোপিল ধনপতি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

লহনাকে ভৎর্সনা ও লহনা কর্ত্তৃক
খুল্লনার নিন্দা।

উজানী নগরবাসী সবে আমি জানি।
একে একে সবার অক্ষর আমি চিনি ॥
পাপমতি হিংসাবতী তুমি লো দুঃশীলা।
কপটে লিখিল পাঁতি তোর সই লীলা ॥
চল ঘর ছাড়ি বাঁঝি চল ঘর ছাড়ি।
যদি না খাইবি বাঁঝি পাচুড়ির বাড়ি ॥
অপমানে লহনা অনল হেন জ্বলে।
সাধুকে গঞ্জিয়া সে নিষ্ঠুর ভাষে বলে ॥
খুল্লনা লইয়া সাধু সুখে ঘর কর।
বিদায় হইয়া আমি যাইব নায়র ॥
সিন্দূরে সুন্দর ফোঁটা করে ভালদেশে।
অধর রঞ্জিত করে তাম্বূলের রসে ॥
করেতে দর্পণ ধরি নেহালে বদন।
অঙ্গে পরে আভরণ করিয়া মার্জ্জন ॥
জাতিযূথী মল্লিকায় সদা বান্ধে কেশ।
স্বামী ঘরে নাহি যার তার কেন বেশ ॥
তুসন্ধ্যা চিরুণী ধরি পাড়ে মোহন পাটি।
সদাই কাজল পরে গলাভরা কাঁঠি ॥
হাতে পাণ মুখে গুয়া বেড়ায় বাটী বাটী।
প্রতিবাসী বলে দেখি এত বড় ঠেঁটি ॥
যৌবন-মদেতে মত্ত কুলের খাঁখার।
এই হেতু নিলুঁ তার অষ্ট অলঙ্কার ॥
স্বামী ঘরে না থাকিলে বেশে কিবা কাজ।
আমি না থাকিলে হৈত তব কুলে লাজ ॥
ছাগল রাখিতে আমি দিলুঁ দুঃখি-জনে।
আপনি ছাগল লয়ে ভ্রমে বনে বনে ॥
তোমার প্রসাদে ঘরে নাই কোন ধন।
আপন আদেশে দেয় ছাগে আলিঙ্গন ॥
আমা হৈতে হৈল তোমার জাতির রক্ষণ।
বিষের সমান তুমি কহ কুবচন ॥
মিথ্যা পরিবাদে রামা কান্দে অভিমানে।
বদন-সরসীরুহ ঝাঁপিয়া বসনে ॥
কার্য্য বুঝি লহনারে ভৎর্সে সদাগর।
পাঁচালি রচিল শ্রীমুকুন্দ কবিবর ॥

লহনার প্রতি খুল্লনার উত্তর।

খুল্লনা বুঝিয়া কাজ, ত্যজি কুল ভয় লাজ,
লহনারে কটু বলে বাণী।
শুন রামা সাবধান, আপনি আপন মান,
রাখি যাহ কুল-কলঙ্কিনী ॥
তুই অতি ক্রূরমতি, জানহ অনেক ভাতি,
নিজ গুণ না কর প্রকাশ।
কিবা মনোহর বেশ, পাকিল মাথার কেশ,
কোন লাজে পতি কর আশ ॥

কাদম্বিনী—মেঘমালা। বৈদগ্ধী—কৌশল; চাতুরী। হানিয়া—চাপিয়া। নায়র পিত্রালয়। পাচড়ি—ছোট লাঠি। বাড়ি—ঘা, আঘাত। পাটি—চুলগুলি মোম দ্বারা বসান। কাঁঠি—কণ্ঠমালার এক একটী ছোট ছোট দানা। ঠেঁটী—বেহায়া। খাঁখার—কলঙ্ক। পরিবাদে—অপবাদে, নিন্দায়। সরসীরুহ—পদ্ম। ভাতি—প্রকার।

ছাড় বাঁঝি আপন বড়াই।
সাধু নাহি ছিল ঘরে, তেঁই ডরাইলুঁ তোরে,
না জানিয়া বলিলুঁ গোসাঁই॥
কেবা ভাল বলে তোরে, কালকূট অন্তরে,
স্বামী সনে না কৈলি সম্ভোগ।
দেখিয়া পরের ধন, সাত পাঁচ চোরের মন,
বুড়াকালে বাড়াইলি রোগ॥
খুল্লনার কটুভাষ, শুনিয়া ছাড়য়ে শ্বাস,
লহনা অনল হেন জ্বলে।
তোরে আমি ভাল জানি, মূঢ়মতি কলঙ্কিনী,
কলঙ্ক রাখিলি নিজ কুলে॥
না জানি রসের সীমা, বহুদিনে পেয়ে তোমা,
সাধু বশ মদন বিহারে।
দরিদ্র যাচক জন, না বুঝিয়া দোষ গুণ,
হেম ত্যজি পিতল আদরে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির সহিত খুল্লনার পাশা খেলা।

খুল্লনার শুনি সাধু দুঃখ অবশেষে।
লজ্জা পেয়ে সদাগর কহে প্রিয় ভাষে॥
তোমা হৈতে প্রিয় নহে লহনা বেণেনী।
বিচারিয়া দিব ফল পোহাক রজনী॥
যামিনী সময়ে দ্বন্দ্ব নহে যুক্তিমত।
কন্দল করিলে হয় রঙ্গরস হত॥
সাধুর বচন শুনি বলয়ে খুল্লনা।
দূর কর প্রাণনাথ কপট রচনা॥
বিশেষ বুঝিলুঁ নাথ তোমার চরিত।
অন্য হাতে অন্যের করহ বিপরীত॥
খুল্লনার অভিমান বুঝি কহে পতি।
প্রেমরসে দ্বন্দ্বরস ছাড়হ যুবতি॥
সদাগর প্রিয়ভাষে রতিরস-আশে।
শুনিয়া সুন্দরী কিছু বলে প্রিয়ভাষে॥
দূর কর প্রাণনাথ রতি-রস-আশা।
আইস যামিনী যোগে দোঁহে খেলি পাশা॥
সদাগর বলে প্রিয়ে পরম মঙ্গল।
পাশায় হারিলে দিব ভাণ্ডার সকল॥
তুমি যদি হার তবে দিবে রতিপণ।
সদাগরে কিছু বামা করে নিবেদন॥
বেছে লব আগে আমি রাজা পাশা সারি।
সাধু বলে প্রিয়ে শেষ হয় বিভাবরী॥
দুর্ব্বলা আনিল পাশা খেলেন দম্পতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

পাশা খেলা আরম্ভ।

মন্ত্রবলে সদাগর পাশা কৈল বশ।
ডাক দিয়া ধনপতি পাশা ফেলে দশ॥
মনে ভাবে সদাগর পাচনি প্রকার।
জোড় দিয়া বান্ধে সাধু ভিতর চৌসার॥
খুল্লনা ফেলিল পাশা পড়িল বা পঞ্চ।
চার পাঁচ বান্ধে রামা করিয়া সুসঞ্চ॥
পাশা ফেলি সদাগর বান্ধিল চৌসার।
বান্ধিয়া খুল্লনা পাশা লয় অ রবার॥
বিঘাত হইয়া পাষ্টি পড়িল দুয়া চারি।
পাটীর পড়নে বুঝে আপনার হারি॥
বুঝিয়া ভাষ্যারে সাধু বলে পুনঃ পুনঃ।
সেয়ান দুর্ব্বলা বলে নাহি সহে গৌণ॥
ধারিলে শুধিতে হয় বড় পরমাদ।
ক্ষীণ তনু পাছে তুমি পাও অবসাদ॥
পাশায় জিনিনু আমি সদাগর বলে।
পণ দেহ রামা বলি ধরিল অঞ্চলে॥
পাশা এড়িয়া সাধু খুল্লনা কৈল কোলে।
দুর্ব্বলা বান্ধিয়া পাশা রাখিল অঞ্চলে॥

রচন—বাক্য। সুসঞ্চ—মিল। বিঘাত হইয়া—ঠোক্কর লাগিয়া। পাষ্টি—পাশা।

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ফুরাল যৌবন কাল, এবে সতিনের জ্বাল,
তৃণসম আপনারে বাসি।
ঔষধ করিলুঁ যত, সব হৈল বিপরীত,
ঠাকুরাণী হয়ে হৈলুঁ দাসী॥
ব্যয় করি নানা ধন, সেবিলাম গুণি-জন,
না হইল সোহাগ সম্পদ।
কুল শীল রূপ ছিল, যৌবন সহিত গেল,
যৌবনের নিছনি ঔষধ॥
যৌবন পরম ধন, যৌবনে পতির মন,
যৌবনে নিছনি আবরার।
যৌবন মোহন ফাঁস, স্বামী যৌবনের দাস,
শোভা পায় যৌবন ভাণ্ডার॥
সঞ্চয় করিয়া গারী, বঞ্চিত লহনা নারী,
যৌবন সহিত গেল মান।
যৌবন টুটিল যদি, শুখাইল সুখনদী,
এবে হৈলুঁ তূলার সমান॥
যৌবন মোহন ফান্দ, ঔষধ বালির বান্ধ,
মৃত্যু ভাল যৌবন বিহনে।
যত পরি অলঙ্কার, সকলি অঙ্গের ভার,
যৌবন তনুর আভরণে॥
ফুরাল বরিষা কাল, পাকিয়া পড়িল তাল,
শূন্য গাছে না চাহে মানব।
যৌবন-ঔষধ-ফলে, পাকিয়া পড়িল তালে,
আর আছে কিসের গৌরব॥
করিয়া কপট ছান্দে, শুনিয়া দুর্ব্বলা কান্দে,
লীলাকে আনিতে দাসা যায়।
সদাগর আইল বাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
হৈমবতী যাহার সহায়॥

লহনার প্রতি ধনপতির প্রিয় বাক্য।

নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন।
লহনার দ্বারে সাধু দিল দরশন॥

সাধুর নিত্য কর্ম্ম।

রাম রাম স্মঙরণে যামিনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে গেলা নিশানাথ॥
কুসুম-শয়নে সাধু ছিল নিদ্রা-ভোলে।
নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে॥
অরুণ লোচনযুগ মলিন অধর।
স্খলিত বসন সাধু পালটে সত্বর॥
বারি হৈতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট।
লজ্জার কারণে সাধু মাথা কৈল হেঁট॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাধান।
অজয় নদীর জলে করি স্নান দান॥
এক ভাবে পূজে সাধু শিবের চরণ।
পরে সাধু কুসুম চন্দন বিভূষণ॥
নানা দিকে নানা কর্ম্ম করে দাসগণ।
অবধানে দেখে সাধু রাজ-প্রয়োজন॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করিয়া খুল্লনা।
চণ্ডিকা পূজয়ে বামা করিয়া কামনা॥
ফল মূল উপহার নৈবেদ্য সাজন।
ভক্তি করি পূজে রামা অভয়া-চরণ॥
পূজা সাঙ্গ করি বামা দিল বিসর্জ্জন।
লহনা লইয়া কিছু শুন বিবরণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

লহনার আক্ষেপ।

দুয়া, ঝাট আনি দেহ মোর সই।
পেঁচার অধিক ভীত, নিমেষ অধিক তিত,
এবে হৈলুঁ বাস ঘরে রই॥

নিদ্রা-ভোলে—নিদ্রাবিহ্বলে। বারি—বাহির। গুণি-জন—বশীকরণ-বিদ্যা-জানা লোক। নিছনি বেশ বিন্যাস।

যতেক যুবতী মেলি, জল খেলে কুতূহলী,
লাজ পেয়ে পুরুষ পালায় ॥
পূর্ব্বের হাব্যাসে বুড়ী, ধরিয়া বেতের বাড়ি,
হাসে নাচে গড়াগড়ি যায়।
সাধুর ভাণ্ডার লুটে, আনি ঘৃত দধি ঘটে,
আনন্দেতে কর্দ্দমে ফেলায় ॥
সাত পাঁচ সখী বেড়ি, ধরিয়া দুর্ব্বলা চেড়ী,
বিবসনা করিয়া নাচায়।
জল-খেলা সাঙ্গ করি, ঘরে চলে যত নারী,
সাধু-ঘরে নানা ধন পায় ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার গর্ভ-সঞ্চার।

দশমী জন্ম তিথি, তনয় লাভ তথি,
শুভযোগে গুরুবার।
সকল দোষহীন, বিচার করিল দিন,
প্রথম গর্ভের সঞ্চার ॥
শঙ্খ বীণা বেণী, কাঁসর বাজে সানি,
পটহ মৃদঙ্গ বাজনা।
স্বস্তিক বাচন, করে দ্বিজগণ,
গণেশ করি আরাধনা ॥
দেবতা মণ্ডপে, টাঙ্গায়ে চন্দ্রাতপে,
কটোরা পুরিয়া চন্দন।
জ্বালিয়া পঞ্চ দীপে, জাহ্নবী-জল সীপে,
করিল সঙ্কল্প বাচন ॥
চৌদিকে দাসীগণ, পূজার আয়োজন,
করিল নৈবেদ্য রচনা।
পূজিল দিবাকর, গোবিন্দ গদাধর,
গৌরীর করিল অর্চ্চনা ॥
পূজিল প্রজাপতি, কমলা সরস্বতী,
বাসব আদি দিক্‌পালে।
ইচ্ছিয়া কার্য্য পুষ্টি, পূজন কৈল ষষ্ঠী,
চন্দন ধূপ দীপ মালে ॥
ব্রাহ্মণ শুভকালে, অনল-কুণ্ড জ্বালে,
আরাধে সুখে প্রজাপতি।
গ্রহের শান্তি ঋদ্ধি, করিল গ্রহশুদ্ধি,
বুঝিয়া জ্যোতিষের গতি ॥
লোহিত পট্টবাসে, পরিয়া পতি-পাশে,
বসিল সুন্দরী খুল্লনা।
যজ্ঞের ধূম দেখি, লোহিত দুই আঁখি,
করিল আসন বন্দনা ॥
স্মরিয়া পুরন্দর, দম্পতী জুড়ি কর,
মিহিরে কৈল অর্ঘ্য দান।
রচিয়া নানা ছন্দ, সুকবি মুকুন্দ,
পাঁচালি করিল বন্ধন ॥

অন্যান্য অনুষ্ঠান।

দক্ষিণা শতেক ধেনু দিল সদাগর।
হোমের তিলক ভালে দিল দ্বিজবর ॥
বেদমন্ত্রে আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যত বন্ধুগণ ॥
আগু যান ধনপতি পশ্চাতে খুল্লনা।
কাঁসর দগড় আদি বাজায় বাজনা ॥
ক্ষীর তিল পিঠালিতে করিয়া মণ্ডলী।
তথি থুয়ে যায় সাধু সাতটি পুতলি ॥
খুল্লনা লহনা তাহা ধরিল অঞ্চলে।
পরিহাসী জন দেখি হাসে কুতূহলে ॥
বন্ধুজনে সদাগর করে পুরস্কার।
আসন বসন স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার ॥
সবারে বিদায় দিল পূরি অভিলাষে।
দিন কাটাইল সাধু হাস্য পরিহাসে ॥

বুড়া—বুড়া। হাব্যাস—আশা; আবাস; উদ্দেশ। সীপ—কোষা। পুষ্টি—মাতৃকা বিশেষ। ঋদ্ধি—উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি; মঙ্গল। মিহির—সূর্য্য।

নিরামিষ অন্ন দোঁহে করিল ভোজন।
ফিরিয়া ডাবরে দোঁহে কৈল আচমন ॥
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন।
বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন ॥
হোথা সুরপুরে কৈল কালীয়দমন।
নাচে মালাধর নৃত্য দেখে দেবগণ ॥
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়া বিচার।
মালাধর অঙ্গে রহে হয়ে অলঙ্কার ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

মালাধরের অভিশাপ।

গৌরীসঙ্গে ত্রিপুরারি, গঙ্গায় সাজায়ে তরী,
কৃষ্ণ-কথায় কুতূহলী মন।
ভাবে সমাকুল চিত, নারদ গায়েন গীত,
বিরচিয়া কালীয়দমন ॥
শ্যামল সুন্দর তনু, করতলে ধরে বেণু,
আজানুলম্বিত বনমালা।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুলি খেলে,
বাহুযুগে হেম তাড় বালা ॥
প্রভু বিশ্বম্ভরকায়, যশোদা-নন্দন রায়,
ভয়ে ভঙ্গ দেয় ফণিগণ।
ফিরি ফিরি বনমালী, দেয় ঘন করতালি,
নাগগণ লইল শরণ ॥

নৃত্য করেন মালাধর।
তাথিনী তাথিনী থিনী, মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনি,
ঘন ঘন বাজিছে নূপুর ॥
গণেশ পাখাজু-পাণি, তাথই তাথই ধ্বনি,
নন্দী ভৃঙ্গী ধরে করতাল।
হরি হর পদ্মযোনি, নৃত্য দেখে মহামুনি,
হরিধ্বনি করে মহাকাল ॥

যশোদা-নন্দন কাছে, ধ্রুপদ তাণ্ডবে নাচে,
ইন্দ্রের কুমার মালাধর।
মুখর নূপুরশালী, কালী মাথে দিয়া তালি,
দেখি আনন্দিত পুরহর ॥
এক শত ফণাশালী, দারুময় দেখি কালী,
মাথে আরোহিল মালাধর।
গলে শোভে গুঞ্জামাল, শিরে শিখিপুচ্ছ-জাল,
গৌরাঙ্গ-বঞ্জিত কলেবর ॥
হয়ে সবে একতালি, পঞ্চতালে হয়ে মেলি,
গান গীত গোবিন্দ-মঙ্গল।
গোবিন্দ-মঙ্গল শুনি, সবে করে হরিধ্বনি,
সবার হৃদয়ে কুতূহল ॥
নত নহে যেই জন, নাট ছলে নারায়ণ,
করিলা তাহারে পদাঘাতে।
ঘন পড়ে ত্যজি ফণা, শত মুখে বহে ফেনা,
খর শ্বাস মুখ নাসা পথে ॥
ভাবে সমাকুল কেশ, ধরিয়া নন্দের বেশ,
আহ্লাদে নাচেন পঞ্চানন।
যশোদার বেশ ধরি, তাণ্ডব করেন গৌরী,
পুলকিত তরুলতাগণ ॥
নাচে তুষ্ট কৃত্তিবাসা, দিল নিজ কণ্ঠভূষা,
হাড়-মাল বিভূতি ভূষণ।
কনক কুণ্ডল হার, হীরার গাঁথনি যার,
প্রসাদ করেন দেবগণ ॥
মণি আভরণ মাঝে, হাড়মালা নাহি সাজে,
দেখিয়া হাসেন মালাধর।
সবার অন্তর্য্যামী, বুঝিয়া প্রমথস্বামী,
কোপ-দৃষ্টে চাহেন শঙ্কর ॥
কোপে কম্পে কলেবর, ডাকিয়া বলেন হর,
মূঢ়মতি শুন মালাধর।
বুঝিলাম তোর মতি, কেবল কপট স্তুতি,
তুঁহু লোভী ধনের কিঙ্কর ॥
আমি উদাসীন জন, হরিভক্তিপরায়ণ,
নাহি সোণারূপা আভরণ।

ভাব—মনোবিকার বিশেষ। পাখাজু—পাখোয়াজ। পুরহর—মহাদেব। মহাকাল—মহাদেব। দারুময়—কাষ্ঠনির্ম্মিত। গুঞ্জা—কুঁচ। কালী—কালীয় সর্প কৃত্তিবাসা—মহাদেব।

তোরে দিলুঁ দিব্যমালা, কর তায় অবহেলা,
এই মালা শ্রীনিকেতন ॥
যতবার মৈলা গৌরী, তার নিদর্শন ধরি,
হাড়ের করিলুঁ কণ্ঠহার।
যে জন পরশে হাড়ে, তারে লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে,
এই মালা ত্রিভুবন সার ॥
এই ত মালার গুণ, সাবধান হয়ে শুন,
পূর্ব্বে ছুঁয়েছিল দশানন।
মালার পুণ্যের পাকে, বিদিত ভুবনলোকে,
পরাজয় কৈল দেবগণ ॥
ধনের করিয়া আঁশ, যেই জন হরিদাস,
তার ভক্তি কেবল ব্যাপার।
যেন মতি তেন গতি, ঝাট চল বসুমতী,
কুলে জন্ম লহ বেণিয়ার ॥
হেন বাক্যে হরতুণ্ডে, কুমারের পড়ে মুণ্ডে,
ভাঙ্গিয়া শতেক ধরাধর।
চরণে ধরিয়া হরে, কুমার বিনয় করে,
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

মালাধরের স্তুতি।

চরণে ধরিয়া স্তুতি করে মালাধর।
এইবার অপরাধ ক্ষম মহেশ্বর ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সনাতন।
তুমি জলশায়ী সর্ব্বহেতু নারায়ণ ॥
তুমি অর্ক তুমি ব্যোম তুমি হুতাশন।
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি প্রভঞ্জন ॥
তুমি যোগ তুমি ধর্ম্ম সুখ মোক্ষ কাম।
বিফল জনম তার তুমি যারে বাম ॥
বিশ্বনাথ নাম ধর ভুবনে বিদিত।
লঘু দোষে গুরু দণ্ড নহেত উচিত ॥
এতেক স্তবন যদি করে মালাধর।
প্রসন্ন হইয়া তারে বলেন শঙ্কর ॥
দেবমানে মহীতলে থাক চারি মাস।
কর গিয়া অভয়ার ব্রতের প্রকাশ ॥
আমার সেবক তথা আছে ধনপতি।
তার বনিতার গর্ভে লহবে উৎপতি ॥
এতেক বচন যদি বলে কামরিপু।
দেখিতে দেখিতে তার লুকাইল বপু ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

মালাধরের মর্ত্ত্যলোকে গমন।

শিবের বচন শুনি, মালাধর বলে বাণী,
হয়ে অতি বিষাদিত মতি।
তোমার ইঙ্গিত পা'য়া, আদেশিলা মহামায়া,
মোরে দিলে বিষম আরতি ॥
কান্দিছেন মালাধর, হইয়া কাতরতর,
গুরুতর মনের সন্তাপে।
ত্যজিয়া অমরপুরী, দেবরূপ পরিহরি,
কেমনে গোঙাব নর-রূপে ॥
নাহি মোর অপরাধ, বিনা দোষে অবসাদ,
দিল মোরে দেব শূলপাণি।
অভয়ার নিজ সাধে, আমার পরাণ বধে,
দুই নারী হৈল অনাথিনী ॥
পদ্মাসনে করি ধ্যান, যোগেতে ছাড়িল প্রাণ,
পড়িয়া রহিল কলেবর।
উজানী নগরে স্থিতি, খুল্লনা সে ঋতুমতী,
প্রবেশিল তাহার উদর ॥
তাহার বনিতাদ্বয়, সঙ্গে অনুমৃতা হয়,
ত্যজিয়া আপন ঘরপুরী।
শোকেতে উন্মত্ত বেশ, গলিত ললিত কেশ,
আম্রের পল্লব করে ধরি ॥
অলক্তক দিয়া পায়, অগুরু চন্দন গায়,
দুই সতী করে চারু বেশ।

শ্রী—লক্ষ্মী। নিদর্শন—চিহ্ন। ব্যাপার—ব্যবসায়। দেবমানের চারিমাস—আমাদের ১২০ বৎসর। গোঙাব যাপন করি।

স্বর্গ-মন্দাকিনী-তীরে, স্নান করি নদীনীরে,
অনলেতে করিল প্রবেশ॥
তার এক জীউ লয়ে, সিংহল পাটনে গিয়ে,
জন্মাইল শালবান ঘরে।
উজানী নগরে স্থিতি, আর জীউ জয়াবতী,
প্রবেশিল বিক্রম-কেশরে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন।

দেবীর আরতি পায়, মর্ত্ত্যে মালাধর যায়,
প্রবেশিল খুল্লনা-উদরে।
মধুমাস সুপ্রকাশ, খুল্লনার পূর্ণ আশ,
নিজ গর্ভে ধরে মালাধরে॥
একদিন পাঠশালে, সখা সঙ্গে পাশা খেলে,
হাস্য পরিহাসে ধনপতি।
হেনকালে পুরোহিত, হয়ে তথা উপনীত,
নিবেদন করে তার প্রতি॥
কি কব কি কব ভায়া, পাঁজি দেখি আইনু ধাঁয়া,
শুনহ আমার নিবেদন।
এই সিত ত্রয়োদশী, খুড়া হইলা স্বর্গবাসী,
বলিবারে তার প্রয়োজন॥
পিঞ্জর গড়াতে গেলা, করিয়া পাশার খেলা,
একবর্ষ গোঙাইলে তথা।
বৎসর তোমার বাসে, জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আসে,
ইথে নাহি কহ কোন কথা॥
এই পুরী উজানী, সকলে তোমারে জানি,
ধনবান খ্যাত সদাগর।
ব্রাহ্মণ যেমন রবি, কুলীন পণ্ডিত কবি,
আসিবে যতেক দ্বিজবর॥
তুমি লোকে খ্যাত দাতা, শুনিয়া শ্রাদ্ধের কথা,
তোমার পিতার খ্যাতি তিথি।
আসিবে ব্রাহ্মণ ভাট, কড়ি চাহি পাটে পাট,
জোড় গড়া কাচা চাহি ধুতি॥
আলচাল ডাল বড়ি, শতেক তঙ্কার কড়ি,
চিঁড়া কলা দধি গুয়া পাণ।
ঘৃত দুগ্ধ মৎস্যরাশি, জোড়ে জোড়ে চাহি খাসী,
জ্ঞাতি কুটুম্বের চাহি মান॥
আমি তব পুরোহিত, অনুক্ষণ চাহি হিত,
পিতৃকার্য্যে ভায়া দেহ মন।
সেবক পাঠাও হাটে, বন্ধুরে আনিতে ভাটে,
করহ পিতার প্রয়োজন॥
পুরোহিত-কথা শুনি, ধনপতি মনে গণি,
দেশে দেশে পাঠায় বার্ত্তন।
সপ্তগ্রাম বর্দ্ধমান, যায় ভাট স্থানে স্থান,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কুটুম্ব সমাগম।

দ্বিজমুখে শুনি সাধু পিতৃকার্য্য শুদ্ধি।
সামগ্রীর সংযোগ করিল যথাবিধি॥
দেশে দেশে আছে যত স্বকুটুম্ব জ্ঞাতি।
প্রত্যেকে সবারে পাঁতি লিখে ধনপতি॥
ব্যবহার সন্দেশ গুবাকে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ঘরে দিয়া আইসে কাণ্ডার বুলন॥
বর্দ্ধমান হৈতে বেণে আইসে ধূসদত্ত।
সর্ব্বজনে গায় যার কুলের মহত্ত্ব॥
চম্পাইনগরে আইসে চাঁদ সদাগর।
সঙ্গে লক্ষ্মী সদাগর চাপিয়া কুঞ্জর॥
কর্জ্জনার বেণে আইসে নামে নীলাম্বর।
নয় ঘোড়া নয় ভাই বিনোদ নস্কর॥
গণেশপুরের বেণে সনাতন চন্দ।
তারা দুই সহোদর গোপাল গোবিন্দ॥
আইসে বাসুলা যার বাড়ী দশঘরা।
সপ্তগ্রামের বেণে শ্রীধর হাজরা॥

জীউ—আত্মা। আরতি—আদেশ। মধুমাস চৈত্র মাস। নগরে—নগর হইতে। বার্ত্তন—(বার্ত্তায়ন) দূত, সংবাদবাহক।

সাঁকো হইতে বেণে আইসে নামে শঙ্খদত্ত।
রাত্রি দিন বহে যার আট ঘোড়ার রথ॥
বিষ্ণুদত্ত আইসে গায়ে পামরী আঁচলা।
সাত ভাই আসে তার সাতখান দোলা॥
কাইতি হইতে আসে যাদবেন্দ্র দাস।
রঘুদত্ত আইসে যার জাড়গ্রামে বাস॥
আইসে গোপাল দত্ত তেঘবার বেণে।
রাত্রি দিন চলে বার্ত্তনের কথা শুনে॥
ত্রিবেণীর দশ ভাই আইল রাম রায়।
কেহ আসে তড়েবাঁকে কেহ আইসে নায়॥
রাম দত্ত আইসে যার বাড়ী লাউর্গা।
পাঁচড়ার বেণে আইল চণ্ডীদাস খাঁ॥
সাতর্গা হইতে আসে বেণে রাম দাঁ।
বিষ্ণুপুরের বেণে আসে ভাগ্যবন্ত খাঁ॥
বাসুদত্ত আইল যার বাড়ী খণ্ডঘোষ।
কুলে শীলে ব্যবহারে যার নাহি দোষ॥
গেতনের মধুদত্ত আইসে পাঁচ ভাই।
মাধব যাদব হরি শ্রীধর বলাই॥
সাধুর শ্বশুর আইল নামে লক্ষপতি।
নানা ধন লয়ে আইসে সাধুর বসতি॥
একে একে বণিকের কত কব নাম।
সাত শত বেণে আইসে ধনপতি-ধাম॥
কেহ লয় পদধূলি কেহ দেয় কোল।
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হৈল গণ্ডগোল॥
সবারে বসায় সাধু লোহিত কম্বলে।
কর্পূর তাম্বূল সবে দিল কুতূহলে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রাদ্ধ সমাপ্তি।

তিল তুলসী গঙ্গাজল, কুপ-বটু রম্ভাফল,
যব দূর্ব্বা কুসুম চন্দন।
ধূপ দীপ ঘৃত দধি, আয়োজন নানা বিধি,
শ্রাদ্ধ করে বেণের নন্দন॥
স্মরি শত দুর্গাবাণী, দ্বিজ করে বেদধ্বনি,
নিয়োজিত কৈল কুশাসন।
দ্বিজগণ তার ঘরে, চতুর্ব্বেদ গান করে,
যজ্ঞেশ্বরে করে আরাধন॥
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, বসিল ব্রাহ্মণ ঘটা,
সগল্লাদ পামরী কম্বলে।
ক্রতুর সময়ে বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চান্দা,
ধূপে আমোদিত কৈল স্থলে॥
পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ দান, দ্বিজগণে সাবধান,
পাত্র বিধিমত করে দান।
যথাবিধি পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ করি সমাধান,
ব্রাহ্মণেরে করে বহুমান॥
যার যত অভিলাষ, পূরায় সবার আশ,
হেমরূপা বৎস ধেনু দিয়া।
শত শত দ্বিজবর, আইসে সাধুর ঘর,
পূজে সবে সন্তোষ করিয়া॥
চন্দন কুসুম মালা, ভরিয়া কনক থালা,
সাধু চলে বান্ধব পূজনে।
দামুন্যা-নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

সম্মান প্রাপ্তির জন্য বিবাদ।

মনে ভাবে সাধু আগে করি কার পূজা।
সবার অধিক বটে চাঁদ মহাতেজা॥
গোত্রেতে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলের প্রধান।
ইহার অগ্রেতে পূজা কেবা পায় আন॥
এমন বিচার সাধু করি সখাসনে।
আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে॥
কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে।
এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে॥

তড়েবাঁকে—নদীতে যেখান অল্প জল আছে তাহা জানিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া। নায়—নৌকায়। ক্রতু—যজ্ঞ।

বণিক-সভায় আমি আগে পাই মান।
সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥
যে কালে বাপের কর্ম্ম কৈল্ল ধূসদত্ত।
তাহার সভায় বেণে হৈল ষোল শত॥
ষোল শতের আগে শঙ্খদত্ত পাইল মান।
ধূসদত্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান॥
ইহা শুনি ধনপতি কবিল উত্তব।
সেইকালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগব॥
ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা।
বাহিব মহলে যাব সাত মবাই টাকা॥
ইহা শুনি হাসি কহে নীলাম্বব দাস।
ধন হৈতে হয় কিবা কুলেব প্রকাশ॥
ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে বাঁড়।
ধনহেতু চাঁদ বেণে সভা মধ্যে যাঁড়॥
চাঁদ বলে তোবে জানি নীলাম্বব দাস।
তোমার বাপেব কিছু শুন ইতিহাস॥
হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা।
যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা॥
নিরন্তর হাতাহাতি বারবধূ-সনে।
নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥
কড়ির পুঁটলি সে বান্ধিত তিন ঠাই।
সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই॥
নীলাম্বর দাস কহে শুন বাম রায়।
পসরা করিলে তাহে জাতি নাহি যায়॥
কড়ির পুঁটলি বান্ধি জাতিব ব্যভার।
এঁটো চোপা খাইলে নহে কুলেব খাঁখাব॥
নীলাম্বর দাস রামরায়েব শ্বশুব।
ধনপতি গঞ্জি কিছু বলয়ে প্রচুর॥
জাতি বাদ নহে ভাই যদি হয় রঙ্ক।
বনে জায়া ছাগ রাখে এ বড় কলঙ্ক॥
কেহ তথা কিছু বলে কেহ দেয় সায়।
বিড়ম্বিত হরিবংশ শুনে রামরায়॥
দামুন্সা-নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য।
শিশুকাল হইতে তায় সেবা কবি নিত্য॥
অভয়াব চবণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

হরিবংশ-কথা।

বেণে বৈসে একজায়, শুনে সাধু রামরায়,
হরিবংশ কহে দ্বিজবব।
বিপক্ষ বণিক হাসে, কেহ বা নিষ্ঠুর ভাষে,
হেঁট মুখে রহে সদাগব॥
কংস বলে শুন ভাই, আপনাব দোষ গাই,
নহি উগ্রসেনেব তনয়।
দুঃশীল দানব বংশ, ভুবনে বিদিত কংস,
কি কাবণে উগ্রসেনে ভয়॥
জন্মেব ভাজন মাতা, যাব বীর্য্য সেই পিতা,
সুতরূপে হয় অন্য কায়।
লোকে অপযশ গায়, জারজাত কংস রায়,
লেখা গেল দেবতা সভায়॥
পুরাণ বসন-ভাতি, অবলা জনেব জাতি,
রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যথা তথা উপনীত, দুহাকার অনুচিত,
হিত বিচাবিয়া দেখ মনে॥
শৈশবে রক্ষিবে তাত, যৌবনেতে প্রাণনাথ,
বৃদ্ধকালে তনয়-রক্ষিতা।
বেদে নাহি দিয়া মন, উগ্রসেন অভাজন,
অন্তঃপুরে না বাখে বনিতা॥
রূপে জিনি দেবমায়া, উগ্রসেনের জায়া,
মোর মাতা কেশিনী অঙ্গনা।
শুন তার দৈবগতি, ছিল বামা ঋতুমতী,
জল-খেলা করিল কামনা॥
সঙ্গে শত দাসীগণ, জল বিহরণে মন,
দেখে বামা পর্ব্বতের শোভা।
দুঃশীল দেখিতে পায়, মোহিত হইল তায়,
কেশিনী দেখিয়া বড় লোভা॥

মরাই—ধান্যরাখিবার আধার। অবধান—মনোযোগ। বারবধূ—বেশ্যা। একজায—একসঙ্গে, একত্রে। জ রজাত—জারজ।

বুঝিয়া কার্য্যের গতি, দুঃশীল দানবপতি,
ধরে উগ্রসেনের মূরতি।
আসিয়া কানন আগে, তারে আলিঙ্গন মাগে,
বামা ভাবে যেন নিজপতি।
দুঃশীল দৈত্যের ভরে, রামা অনুমান করে,
এই বুঝি নহে মোর পতি।
কামরূপী কোন জন, হরিল আমার মন,
কে করিল মোর হেন গতি॥
সতীর হৃদয়ে ভয়, তিল অর্দ্ধ নাহি রয়,
নাহি কহে হাস্য-রস-কথা।
সন্দেহ করিয়া মনে, আসি নিজ নিকেতনে,
স্বামী দেখি মনে ভাবে ব্যথা॥
এ সব রহস্য বাণী, আসিয়া নারদ মুনি,
কহিল আমায় উপদেশ।
সেই সময় হইতে, অন্য নাহি লয় চিতে
উগ্রসেনে নাহি ভক্তিলেশ॥
বনে ফিরে যার নারী, বিফল তাহার গারী,
তার কেন বিবাহের সাধ।
যার অপেক্ষণ বিনে, জায়া ফিরে বনে মনে
অবশ্য তাহার জাতি বাধ॥
অধ্যয়ন সমাধান, দ্বিজে দিল হেম দান,
পাঠক বন্ধন করে পুঁথি।
খলখলি বেগে হাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি॥

ধনপতির প্রতি রামায়ণের দৃষ্টান্ত।

কলহে আরোপি মন, রামদত্ত রামায়ণ,
শুনে ধনপতি বিড়ম্বিতে।
বিপক্ষ বণিক যত, রামদত্ত অনুগত,
শুনে রামায়ণ একচিতে॥
সীতার উদ্ধার হেতু, শ্রীরাম বান্ধিলা সেতু,
পার হৈলা শ্রীরঘুনন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, হনুমান কপিবল,
বেড়িল লঙ্কার উপবন॥
বিভীষণ পরাভবে, রামের শরণ লভে,
গড় বেড়ে কপি দেয় থানা।
বিহার উদ্যান ঘর ভাঙ্গে যত কপিবর,
তরুবর ভাঙ্গে বামসেনা॥
ইহা শুনি দশানন, নিয়োজে রাক্ষসগণ,
ত্রিশিরা নিকুম্ভ ইন্দ্রজিতে।
দেবান্তক মহোদর, নরান্তক নিশাচর,
অতিকায় আদি শত সুতে॥
বিষম সমরে ধীর, সুগ্রীব অঙ্গদ বীর,
পনস কুমুদ হনুমান।
চপেট চাপড়ে রণ, করয়ে বানরগণ
যত সেনা ত্যজিল পরাণ॥
সুমিত্রানন্দন-বাণে, ইন্দ্রজিত পড়ে রণে,
পরাভবে চিন্তিত রাবণ।
কুম্ভকর্ণে প্রবোধিল, রাম-বাণে সেহ মৈল,
দশানন করে বহুরণ॥
রামের সাধিতে মান, ইন্দ্র পাঠাইল যান,
সেই যানে সারথি মাতলি।
চড়ি রাম সেই যানে, যুঝেন রাবণ সনে,
দেখি দেবগণ কুতূহলী॥
বাণে মহামন্ত্র পড়ি, ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে জুড়ি,
মারিলেন রাবণের বুকে।
রথ হৈতে বীর পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশ মুখে॥
রাবণ পড়িল রণে, ইন্দ্রের সন্তোষ মনে,
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে।
কবি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
সীতা আইলা রাম সম্ভাষণে॥
সীতার বদন দেখি, রঘুনাথ হয়ে দুঃখী,
হেঁটমুখে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বাধ—বাধাপ্রাপ্ত, আটক। আরোপি—অর্পণ করিয়া। বিড়ম্বিতে—লাঞ্ছনা করিতে। কপিবল—বানর সেনা। থানা—চৌকী। বিহার—মন্দির। দেবান্তক—দেবগণের নাশকারী। চপেট—চড়। প্রবোধিল—জাগাইল।

সীতে।

এক নিশা যার নারী পরগৃহে থাকে।
অনুদিন তাহাকে গঞ্জয়ে সর্ব্বলোকে॥
চিরদিন ছিলা সীতা রাবণ ভবনে।
আরোপিয় রঘুকুলে কলঙ্ক কেমনে॥
তোমাকে জানকী আমি সতী ভাল জানি।
ভুখিল বাঘের ঘরে যেমন হরিণী॥
সাগর বান্ধিয়া সীতা বধিলুঁ রাবণ।
উদ্ধারিয়া দিলুঁ সীতা যাহ যথা মন॥
হেন বাক্য হৈল যদি রঘুনাথ তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জানকীর মুণ্ডে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া সীতা পড়ে ভূমিতলে।
সুমিত্রানন্দন তাঁর শিরে জল ঢালে॥
অনেক যতনে সীতা পাইল চেতন।
কৃপাময় রঘুনাথ বলেন বচন॥
রহিতে আমার কাছে যদি লয় মতি।
সভায় পরীক্ষা দেও যদি হও সতী॥
এমন শুনিয়া সীতা রামের ভারতী।
পরীক্ষা লইতে সীতা দিলা অনুমতি॥
মরাল বাহনে ব্রহ্মা কৈল অধিষ্ঠান।
পরীক্ষা করিলা সীতা সভা বিদ্যমান॥
পরীক্ষাতে শুদ্ধ হৈল জনকনন্দিনী।
রামসহ বাসঘরে বঞ্চিলা রজনী॥
প্রখর মুখর বড় অলঙ্কার কুণ্ড।
সভা মধ্যে কয় কথা ঘন নাড়ে মুণ্ড॥
চতুর্দ্দশ ভুবনের রঘুনাথ নাথ।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে করে প্রণিপাত॥
তাঁর জায়া বন্দী ছিল অপেক্ষণ বিনে।
পরীক্ষা করিয়া তারে নিলেন ভবনে॥
শ্রীরাম হইতে কিবা বড় ধনপতি।
বনে ছাগ লয়ে যার ভ্রমিল যুবতী॥
সদা ভ্রমে যেই বনে শতেক মাতাল।
সেই বনে তার জায়া ছাগল রাখাল॥
দোষ গুণ তার না করিল বিচারণ।
খুল্লনা রান্ধিলে দেখি কে করে ভোজন॥
খুল্লনা পরীক্ষা দেক যদি হয় সতী।
তবে নিমন্ত্রণে দিব সবে অনুমতি॥
উচিত কহিব তাহে কি আছে শঙ্কা।
পরীক্ষা না হৈলে দিবে এক লক্ষ তঙ্কা॥
এতেক বচন যদি বলে অলঙ্কার।
বণিক সমাজে তার করে পুরস্কার॥
ঝাবি হাতে ধনপতি ছলে ঘরে চলে।
লহনা গঞ্জিয়া কিছু সদাগর বলে॥
শঙ্খদত্ত বলে চল সবে ঘরে যাই।
লক্ষপতি দত্ত দেয় রাজার দোহাই॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

জ্ঞাতিগণের ক্রোধ।

বলে রেগে শঙ্খদত্ত, রাজগর্ব্বে হয়ে মত্ত,
জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল।
জ্ঞাতি যদি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে,
ইহার উচিত পাবে ফল॥
গরুড় বিহঙ্গপতি, তার পুত্র সম্পাতি,
জ্ঞাতিরে লজ্ঘিল অহঙ্কারে।
উড়িতে গগনতলে, পড়য়ে ভানুমণ্ডলে,
তার পাখা পোড়ে রবিকরে॥
ধন লয় নৃপবর, প্রাণ লয় দণ্ডধর,
জাতি লয় জ্ঞাতি বন্ধুজন।
রাজগর্ব্বে হয়ে মানী দশের না বোল শুনি,
সমরে পড়িল দুর্য্যোধন॥
যারে নিন্দে দশ নর, যদি হয় নৃপবর,
তথাপি কলঙ্ক তার যশে।
রজকের শুনি কথা, রাম পেয়ে মনে ব্যথা,
সীতা পাঠাইল বনবাসে॥

চিরদিন—বহুকাল। ভুখিল—ক্ষুধার্ত্ত। ভারতী—বাক্য। মরাল—হংস। মুখর—বাচাল। অপেক্ষণ—রক্ষণ। পুরস্কার—আদর। অভিরোষে—ক্রুদ্ধ হয়। দণ্ডধর—যম।

রাজপাত্র ধনপতি, আর বেণে চয়ে ক্ষিতি,
সকলি রাজার পরিবার।
মিলিয়া সকল ভাই, চলিব রাজার ঠাঁই,
রাজা করে উচিত বিচার॥
কহিয়া এতেক তত্ত্ব, বলে বেণে শঙ্খদত্ত,
চল সবে নিজ ঘরে যাই।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি, বলে সাধু ধনপতি,
দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই॥
বণিক সমাজ রোষে, লক্ষপতি প্রিয় ভাষে,
শঙ্খদত্ত নাহি দেয় মন।
হয়ে সাধু অভিমানী, লহনারে বলে বাণী,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লহনার প্রতি ধনপতির ভর্ৎসনা।

লহনা কি কার্য্য করিলি আমা খেয়ে।
খুল্লনা তোমার পাকে, কাননে ছাগল রাখে
বিপাক পড়িল আমা লয়ে॥
তোর অনুমতি লয়ে, করিলুঁ দ্বিতীয় বিয়ে,
দিব্য দিয়া কৈলু সমর্পণ।
কপটে লিখিয়া পাতি, মজাইলি মোর জাতি
যুগে যুগে রাখিলি গঞ্জন॥
সেই নারী ভাগ্যবতী, ধনবান যার পতি
বিবাহ করয়ে দুই তিন।
এক নারী পুত্রবতী, সবার উত্তম গতি,
সতিনের পুত্র নহে ভিন॥
বিভা কৈলু পুত্রহেতু, স্বর্গ পাইতে ধর্ম্মসেতু,
পরলোকে জল-পিণ্ড-দাতা।
যার যত উপচার পুত্র বিনা অন্ধকার,
নরকে নাহিক পরিত্রাতা॥
অপুত্রক যার গারী, তার ধনে রাজা বৈরী,
পরে লয় আবাস নিবাস।
লোকে নাহি দেখে মুখ, এই ত পরম শোক,
প্রথম বাসরে উপবাস॥
আপনার সুখ-ধ্বংসা, সতিনের কর হিংসা,
করিলি কপট ব্যবহার।
তোমার দারুণ কোপ, কুল যশ কৈল লোপ,
বসুমতী করিল খাঁখার॥
রাজা যদি করে রল, জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল
সর্প যদি খেদাড়িয়া খায়।
তুই পাপমতি বাঁঝি, হইলি অযশভাজী,
কহ মোরে কেমন উপায়॥
কি মোর জীবনে ফল, আনি দেহ হলাহল,
ত্যজিব বিফল জীবলোক।
যদি মরে ধনপতি, তবে দোঁহে হবে প্রীতি,
লহনার দূর হবে শোক॥
আত্মঘাত করে ভালে, কাতি দিতে চাহে গলে
নিশ্বাস জিনয়ে দাবানলে।
খুল্লনা আসিয়া কাছে পরীক্ষা লইতে যাচে
সবিনয়ে সাধু কিছু বলে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনাকে সান্ত্বনা।

তোরে বলি প্রিয়ে বসে থাক গৃহে
পরীক্ষায় নাহি কাজ।
ঠেকিলে পরীক্ষে না দেখিব চক্ষে
ভুবন ভরিবে লাজ॥
যদি থাকে দোষ মোর নাহি রোষ
তুমি ত অবলা জন।
ভ্রমিলা প্রান্তরে কি দোষিব তোরে
আমি পতি অভাজন॥

গন্ধেশ্বরী—দেবী বিশেষ। উপচার—উপকরণ। ভাজী—পাত্রী। ঠেকিলে—অসমর্থ হইলে। প্রান্তরে—মাঠে।

শতেক বনিতা, মধ্যে পতিব্রতা,
ভাগ্যে মিলে একজন।
নারীর চরিতে, শুনেছি ভারতে,
ইতিহাসে দেহ মন॥
সুরসেন-সুতা, তার নাম পৃথা,
কন্যা কালে আনে ভানু।
বিদ্যা শিখি পূর্ব্বে, কর্ণ হৈল গর্ভে,
কর্ণ-পথে তার জনু॥
পাণ্ডু নৃপবরে, বিভা দিল তারে,
শাপে দূর গেল রতি।
তার শুন কর্ম্ম, ইন্দ্র বায়ু ধর্ম্ম,
আনিয়া কৈল সন্ততি॥
পাণ্ডু নৃপমণি, দ্বিতীয় রমণী,
মদ্র-অধিপতি-সুতা।
অশ্বিনীকুমারে, আমি নিজাগারে,
হৈল দুই সুত-মাতা॥
দ্রুপদ-নন্দিনী, শুন তার বাণী,
পঞ্চ জন কৈল পতি।
যুধিষ্ঠির ভীম, নকুল অর্জ্জুন,
সহদেব মহামতি॥
ইন্দ্র সুরপতি, শুন তার গতি,
হরিল গৌতম-দারা।
স্ত্রী নবযুবতী, পাশে নিশাপতি,
গুরু-জায়া হরে তারা॥
দূর কর শঙ্কা, দিব লক্ষ তঙ্কা,
বান্ধবে করিব বশ।
আর যে বিপক্ষ, তারে দিব লক্ষ,
ধন থাকে দিন দশ॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজন।
তাঁর সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণে গান॥

খুল্লনার পরীক্ষাদানে আগ্রহ।

অবধান প্রাণনাথ বলিহে তোমারে।
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে॥
নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক॥
পরীক্ষা দেখাব আমি নাহি কোন দায়।
প্রণতি করিয়া নাথ বলিহে তোমায়॥
ধন দিয়া পরীক্ষা করিবা নিবারণ।
উজানী জুড়িয়া মোর বহিবে গঞ্জন॥
পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন।
গরল ভক্ষিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥
ধনপতি বলে প্রিয়ে থাকহ বসিয়া।
পরীক্ষা দেখাবে তুমি কিসের লাগিয়া॥
যদি তুমি পরীক্ষায় ঠেক গুণবতী।
বণিক-সভায় মোর রহিবে অখ্যাতি॥
খুল্লনা বলেন প্রভু করি নিবেদন।
এক ভাবে সেবি যদি চণ্ডীর চরণ॥
বিপদভঞ্জিনী দুর্গা কহে চারি বেদে।
পরীক্ষায় ভয় নাহি তাঁহার প্রসাদে॥
খুল্লনারে সদাগর বুঝিয়া অপাপ।
হৃদয়ে সন্তোষ বড় ঘুচিল সন্তাপ॥
পুনরপি ধনপতি করে নিবেদন।
খুল্লনা রান্ধিবে সবে করিবে ভোজন॥
স্বপক্ষে বণিক যত করিল আশ্বাস।
হেঁটমুখ করি বলে নীলাম্বর দাস॥
দশমী দিবসে মোর গুরু প্রয়োজন।
কেমতে আমিষ্য আমি করিব ভোজন॥
পূর্ব্বেতে কলহ ছিল ধনপতি সনে।
আখুচী করিল বেণে তাহার কারণে॥
বড়ই চতুর জয়পতির নন্দন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া বলে বিপক্ষের মন॥
ভোজন করিতে তোমা নাহি বলি আমি।
ব্রাহ্মণে রান্ধিবে অন্ন করহ দশমী॥

জনু—জন্ম। রঙ্ক—দরিদ্র। দায়—বিপদ, সঙ্কট। আখুচী—আথেজ, বিবাদ, শত্রুতা, আক্রোশ।

দশমী করিয়া বৈস বণিক-সভায়।
তোমার প্রসাদে মোর যজ্ঞ সিদ্ধ হয়॥
গয়া গঙ্গা করেছি গিয়াছি জগন্নাথ।
সত্য আছে ভিন্ন গোত্রে নাহি খাব ভাত॥
ধনপতি কটাক্ষিয়া বলে ত্বরক্ষর।
রুষিলেন ধনপতি দিলেন উত্তর॥
বায়ান্ন পুরুষ যার লোণের ব্যাপার।
সে বেটা আমার কাছে করে অহঙ্কার॥
হাটে হাটে বেচে লোণ কিনে ডোম হাড়ী।
বিয়াজ লাগিয়া ছুয়ে করে কাড়াকাড়ি॥
মাঝখানে বসিয়া লোণের আড়ম্বরী।
পাঁচপণ বেচিলে একপণ করে চুরি॥
ধনপতি যদি তারে বলে লুণে ভণ্ড।
সবার উকীল হয়ে বলে রাম কুণ্ড॥
নীলাম্বর দাস তারে ঠারিলেক অক্ষি।
হাত পসারিয়া করে সভাজন সাক্ষী॥
জাতিতে বণিক লোণ বেচে সর্ব্বকাল।
কেহ লোণ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল॥
কালি বিয়া কৈলা তুমি রূপসী দেখিয়া।
বনে বনে ফিরে সেই ছাগল রাখিয়া॥
শুখানের মৎস্য আর নারীর যৌবন।
ত্রিপান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥
অযত্নে পাইলে তাহা ছাড়ে কোন জন।
দেখিলে ভুলয়ে ইথে মুনিজনার মন॥
খুল্লনা পরীক্ষা দেক যদি হয় সতী।
তবে নিমন্ত্রণে দিব সবে অনুমতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার পরীক্ষা দিতে অঙ্গীকার।

সভামধ্যে পরীক্ষা করিল অঙ্গীকার।
আট দিকে নানা কার্য্যে ধায় পরিবার॥
স্নান করি গঙ্গাজলে রামা হৈল শুচি।
পট্ট বস্ত্র পরে ইন্দু-কুন্দ-সম-রুচি॥
ধূপ দীপ নানাবিধ নৈবেদ্য পাচলা।
খুল্লনা পূজেন ঘটে শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা॥
প্রদক্ষিণ করিয়া কহেন স্তুতি বাণী।
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কর নারায়ণী॥
কংস-ভয়ে রক্ষা কৈলে দেব নারায়ণ।
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ॥
ষোড়শোপচারেতে পূজিলা রঘুনাথ।
তবে সে রাবণ হৈল সবংশে নিপাত॥
কিঙ্করী বলিয়া মাগো যদি থাকে দয়া।
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কর মহামায়া॥
সুবর্ণের বাটিতে দিলেন অন্ন বলি।
দুর্গা দুর্গা বলিয়া সঘনে হুলাহুলি॥
জ্ঞাতি বন্ধু ধবে ছল অন্ন নাহি খায়।
এই বার রক্ষা কর বণিক-সভায়॥
স্তুতি মাত্রে গগনে উরিলা ভগবতী।
শ্বেত মাছি রূপে ঘটে করে অবস্থিতি॥
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে বারে বারে।
অন্তরে জানিয়া মাতা আইলা পূজাগারে॥
নখ-ইন্দু-ভাসে দূরে গেল অন্ধকার।
কবরী-মল্লিকা-মালে ভ্রমর-ঝঙ্কার॥
চরণে পড়িল রামা মুখে নাহি বোল।
শিরে হাত দিয়া তারে চণ্ডী দিলা কোল॥
পরীক্ষা লইতে তারে দিলা অনুমতি।
আশ্বাস করিলা আমি থাকিব সংহতি॥
এমন বলিয়া তাবে রহিলা অম্বরে।
ধনপতি পরীক্ষা মাগিল উচ্চৈঃস্বরে॥
খুল্লনা পরীক্ষা লয় সাধুর আদেশে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণেতে ভাষে॥

বিয়াজ—সুদ; ফাও। বকাল—মসলা। ত্রিপান্তর—বহুদূর বিস্তৃত মাঠ। লোটায়ে—লুণ্ঠিত হইয়া। পাচলা—পূজোপকরণ বিশেষ। ভাসে—দীপ্তিতে। অম্বরে—আকাশে।

সভায় পরীক্ষা দান।

সাধু ধনপতি দত্ত, আনিয়া পণ্ডিত শত,
সবারে বসায় দিব্যাসনে।
সবে হয়ে এক বুদ্ধি, বিচারে পরীক্ষা বিধি,
ধর্ম্মেরে করিয়া সচেতনে॥
সাধবজনের কর্ম্ম, বন্দনা করিয়া ধর্ম্ম,
লিখে মন্ত্র অশ্বত্থের দলে।
আনিয়া পথিক দুই, তার শিরে পত্র থুই,
ডুবাইল সরোবর জলে॥
খুল্লনা পরীক্ষা লয়, কোন বেণে কিছু কয়,
উজানী নগরে জয়ধ্বনি।
অষ্টনায়িকা লইয়া, খুল্লনারে করি দয়া,
রথ ভরে রহিলা ভবানী॥
দুই জনে ডুবে উঠে, বিপক্ষের মন টুটে,
পরীক্ষায় খুল্লনার জয়।
ফিরাইয়া পুনঃ পাতে, দিল পথিকের মাথে,
ধনপতি বুঝিল নিশ্চয়॥
শঙ্খদত্ত তারে কয়, জলের পরীক্ষা নয়,
পথিক সহিতে ছিল সান।
ত্যজিয়া কপট বিধি, লইবে পরীক্ষা যদি,
মাল ডাকিয়া এক আন॥
সাধুর আদেশে মাল, সর্প আনে যেন কাল,
দুই আঁখি করঞ্জা সমান।
থুইল নূতন ঘটে, গর্জ্জনে কলস ফাটে,
সাপ চালে চন্দ্র মতিমান॥
কনক অঙ্গুরী তথি, ফেলে সাধু ধনপতি,
ধর্ম্মসভা করে হাহাকার।
ভূতলে পাতিয়া জানু, প্রণাম করিয়া ভানু,
অঙ্গুরী তুলিল সাতবার॥
মিলি নীলাম্বর দাসে, রাম দাঁ নিষ্ঠুর ভাষে,
খুল্লনা গঞ্জিয়া কহে কথা।
এ সব কপট ধন্ধ, সাপে দিলে মুখ বন্ধ,
সাপ যেন হৈল মহীলতা॥

আজ্ঞা দিল বুহিতাল, কামারে পাতিল শাল,
সাবল তাতায় হুতাশনে।
প্রভাতের যেন রবি, হইল সাবল-ছবি,
সাধুর সন্দেহ বড় মনে॥
বীজ মন্ত্র লিখি পাতে, দিল খুল্লনার মাথে,
করে দিল অশ্বত্থের দল।
সাঁড়াশী ধরিয়া আনে, খুল্লনার বিদ্যমানে,
জবাফুল সমান সাবল॥
খুল্লনা সাবলে কয়, শুন বহ্নি মহাশয়,
থাক সর্ব্ব জীবের অন্তরে।
যদি বা স্বকৃত পাপ, উচিত করহ দাপ,
সৌম্য হও নহে মোর করে॥
পাতে রামা দুই পাণি, কামারে সাবল আনি,
আরোপিল তার পাণিপুটে।
করে রামা প্রণিপাত, লঙ্ঘিয়া মণ্ডলী সাত,
ফেলাইয়া দিল তৃণকুটে॥
পুড়ে গেল তৃণ-চয়, ধনপতি ত্যজে ভয়,
শঙ্খদত্ত কহে কটুবাণী।
বলিবারে করি ভয়, সাবল পরীক্ষা নয়,
বারিলে সাবল হয় পানী॥
আজ্ঞা দিল বুহিতাল, দ্বিজে দেয় ঘৃতে জ্বাল,
ঘৃত হৈল অনল সমান।
ভয় নাহি করে সতী, আরোপি কাঞ্চন তথি,
তুলিল সবার বিদ্যমান॥
কহেন মাধবচন্দ্র, এসব কপট বন্ধ,
বারিলে অনল হয় জল।
তঙ্কা দেহ এক লাখ, ঘুচিবে সকল পাক,
পরীক্ষায় নাহি কিছু ফল॥
রোষযুক্ত ধনপতি, পুনঃ দিল অনুমতি,
তুলা পরীক্ষার বিধানে।
খুল্লনা করিল তুলা, হারিল বণিকগুলা,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গানে॥

সান—ইঙ্গিত। মাল—সাপুড়ে জাতি বিশেষ। করঞ্জা—করমচা। মহীলতা—কেঁচো। বুহিতাল—যার নৌকা আছে; সওদাগর। বারিলে - মন্ত্রদ্বারা আগুনের তেজ নষ্ট করিলে।

জতু-গৃহের ব্যবস্থা।

ধূসদত্ত বলে ভাই, তোর দায়ে আমি দায়ী,
কহি হিত উপদেশ বাণী।
এসব পরীক্ষা বাজী, ইথে কেহ নহে বাজি,
সবার ধরিলুঁ পদ পাণি॥
আর পরীক্ষা মনে মানি, সবে করে কানাকানি
না ঘুচিল কুলের গঞ্জন।
জৌগৃহ করিল সীতা, সবে কহে সেই কথা,
তাহে সবাকার লয় মন॥
তুমি ত মামাতো ভাই, তোমার কল্যাণ চাই,
কহিলে করহ পাছে রোষ।
জৌগৃহ করুন বধূ, দেখুন ভাস্কর-বিধু,
সবাকার হৃদয়ে সন্তোষ॥
বলে বনমালী চন্দ, নহিলে ঘটিবে দ্বন্দ্ব,
উচিত কহিতে চাহি কথা।
সীতা উদ্ধারিয়া রাম, তবে সে আনিল ধাম,
জৌগৃহ কৈল যবে সীতা॥
হইয়া অবনীরাজা, লোকের করিল পূজা,
আপনি হইয়া ভগবান।
যেই পথ কৈল হরি, তাহা দাড়াইয়া ধরি,
সেই পথে কেবা করে আন॥
জ্ঞাতির শুনিয়া কথা, মনে সাধু ভাবে ব্যথা,
যুক্তি করে খুল্লনা সহিত।
জৌগৃহ নির্ম্মাণ তরে, ডাকে সাধু কারিগরে,
মুকুন্দ রচিল এই গীত॥

জৌগৃহ নির্ম্মাণ।

নিয়োজিল ধনপতি শতেক কিঙ্কর।
কারিগর চাহি ফিরে নগরে নগর॥
যত কারিগর ছিল নগরে নগরে।
জৌগৃহের নামে তারা হেঁট মাথা করে॥
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া।
ঝুলাইল শতপল সুবর্ণ চাঙ্গড়া॥
নগরে নগরে সাধু দিলেন ঘোষণা।
লউক জৌগৃহ গড়ি শতপল সোণা॥
দেবতার পরীক্ষা দেবতাই সে জানে।
জৌগৃহের কথা তারা কানে নাহি শুনে॥
হেনকালে যান চণ্ডী গগনে বিমানে।
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি করে পদ্মা সনে॥
করিলেন চণ্ডী বিশ্বকর্ম্মারে স্মরণ।
স্মৃতিমাত্র বিশ্বকর্ম্মা আইলা তখন॥
বিশ্বকর্ম্মা অষ্টাঙ্গে হইল নতিমান।
আশ্বাসিয়া অভয়া দিলেন তারে পাণ॥
চণ্ডিকা বলেন বাপা বলিহে তোমারে।
মোর দাসী পরীক্ষা লইবে জৌঘরে॥
মোর ব্রতে যদি বিশাই কর অবধান।
খুল্লনার জৌগৃহ করহ নির্ম্মাণ॥
বিশ্বকর্ম্মে আনাইয়া তারে দিলা পাণ।
স্মরণ করিতে তথা আইল হনুমান॥
আইস পুত্র বলি তারে চণ্ডী দিলা ভার।
ঝটিতি নির্ম্মাণ কর জৌয়ের আগার॥
যেই ক্ষণে আদেশ করিলা ভগবতী।
সেইক্ষণে দুই জনে হইল নরাকৃতি॥
অঙ্গীকার কৈল দোঁহে চণ্ডী-বিদ্যমানে।
আসি তথা চাঙ্গড়া ধরিল দুই জনে॥
গৌরব করিয়া তারে সাধু দিল পাণ।
দোঁহে জৌগৃহ গড়ে হয়ে সাবধান॥
ডাক দিয়া আনে যত নগরের নড়ি।
সাতানই বন্দে বিশাই টাঙ্গাইল দড়ি॥
সাত হাত খাদ খোঁড়ে দেখিতে সুন্দর।
জৌয়ের দেওয়াল দিল অতি মনোহর॥
জৌর আড়া, জৌর পেলা জৌয়ের কপাট।
জৌয়ের সাঁড়ক দিল জৌয়ের ঝনকাট॥
জৌয়ের ছাটনী দিল জৌয়ের বান্ধনি।
ষোল পাট দিয়া কৈল জৌয়ের ছাউনী॥

বাজি—ভেল্কী। পাণি—হাত। চাঙ্গড়া—খণ্ড, চাপ, ডাব, তাল। পল—চারি তোলা। জৌ—গালা। গৌরব—সম্মান। নড়ি—জন, মজুর। ঝনকাট—দুয়ারের চৌকাট বা কপালী।

জৌগৃহ নির্ম্মাইয়া হইল বিদায়।
গেলা তুই কারিগর দেবতা-সভায়॥
খুল্লনা চিন্তেন আসি চণ্ডীর চরণ।
•বিষম সঙ্কটে মাতা করহ রক্ষণ॥
ফল মূল উপহার নৈবেদ্যে পূজিলা।
করিয়া পূজেন ঘটে শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা॥
অবনী লোটায়ে রামা করেন স্তবন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার চণ্ডী আরাধনা।

নমহুঁ নমহুঁ বাণী, প্রণমহ নারায়ণী,
অধিষ্ঠান হও পূজা-ঘটে।
বিপদ স্মরিয়ে দাসী, খণ্ডাও বিপদরাশি,
প্রাণ রাখ বিষম সঙ্কটে॥
প্রথমে দানব মারি, ত্রিদশের অধিকারী,
সুরলোকে করিলা সুস্থির।
মহিষ রাক্ষস জন্তু, সবার হরিলা দন্ত,
ত্রিভুবনে তুমি মহাবীর॥
তোমারে করিয়া পূজা, জয়ী হৈলা রাম রাজা,
রাবণেরে করিলা নিধন।
নিশাচরগণ-ভীতা, আপনি রাখিলা সীতা,
রঘুনাথে আনিলা ভবন॥
বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী, সমরবিজয়ী লক্ষ্মী,
অনন্তরূপিণী রাজঋষি।
তোমা ভাবে শুদ্ধমতি, সেই জন মহামতি,
রাখ সতী কুল-অবতংসী॥
মণিআভরণ-যুত, প্রবেশি পাতাল পথ,
নিরুদ্দেশ হৈলা যদুপতি।
দৈবকী রুক্মিণী মেলি, দিয়া জয় হুলাহুলি,
তোমারে করিল স্তব স্তুতি॥
তুমি দিলা বর দান, জয়ী হৈলা ভগবান,
সমরে জিনিলা রঘুপতি।
যশোদানন্দিনী জয়া, শিব দুর্গা মহামায়া,
শশাঙ্কশেখরী শিবদূতী॥
নীলপুরে তুমি নীলা, পুরী কৈলা মুণ্ডশিলা,
রঙ্গিণীরূপিণী ভয়ঙ্করা।
ধরি বিশালাক্ষী নাম বারাণসী কৈলা ধাম,
নৈমিষকাননে লিঙ্গধরা॥
খুল্লনার স্তুতি শুনি, আসি তথা নারায়ণী,
কৃপা করি শিরে দিলা হাত।
লোচনে প্রমোদ বারি, করেন খুল্লনা নারী,
অবনী লোটায়ে প্রণিপাত॥
খুল্লনা চিন্তিয়া ভয়, জৌগৃহ-কথা কয়,
আশ্বাস করিলা ভগবতী।
চণ্ডিকা দিলেন পাণ, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দামুন্যায় যাহার বসতি॥

ভগবতীর দয়া।

খুল্লনার ভগবতী চিন্তিলা কল্যাণ।
পদ্মাবতী সহ চণ্ডী করি অনুমান॥
ভগবতী ধনঞ্জয়ে করিলা স্মরণে।
স্মৃতিমাত্র ধনঞ্জয় আইলা ততক্ষণে॥
প্রণিপাত করি বলে করিয়া অঞ্জলি।
কি করিব আদেশ করহ ভদ্রকালি॥
চণ্ডিকা কহেন বাপু বলিহে তোমারে।
মোর দাসী পরীক্ষা হইবে জৌঘরে॥
হাতে হাতে ধনঞ্জয় কৈলুঁ সমর্পণ।
যতনে করিহ ইহার ভয় নিবারণ॥
সতী দেখি হই আমি চন্দন-শীতল।
বিশেষ তোমার আজ্ঞা পরম মঙ্গল॥
ইহা বলি নিজ স্থানে যান স্বাহানাথ।
খুল্লনা প্রত্যয় হেতু তথি দিল হাত॥
খুল্লনার হাতে অগ্নি তুষারশীতলে।
কি কব শঙ্খের জৌ তাহে নাহি গলে॥

ধনঞ্জয়—অগ্নি। স্বাহানাথ—অগ্নি। শঙ্খের জৌ—হাতের শাঁখায় যে গালা থাকে তাহা।

খুল্লনা আরোপি গলে তুলসীর মালা।
উপনীত হৈল রামা যথা জোঁশালা ॥
বণিক-সমাজ যদি দিল অনুমতি।
জোঁগৃহে প্রবেশ করে তবে শীলবতী ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ·গান মধুর সঙ্গীত ॥

— ——

খুল্লনার জোঁগৃহে প্রবেশ।

চণ্ডীর চরণপদ্ম করিয়া ভাবনা।
সম্মুখ দুয়ারে অগ্নি দিলেক খুল্লনা ॥
সতীদেহ রাখিবারে হইল অনল।
তুষার-শীতল যেন তুষার শীতল ॥
জোঁগৃহে বাড়ে অগ্নি যোজন প্রমাণ।
প্রলয় দেখিয়া সিদ্ধ ছাড়ে নিজ স্থান ॥
প্রথমে গগনতলে উঠে নীল ধুঁয়া।
পেচক চাতক সবে হৈল উভ মুয়া ॥
ক্রমে ক্রমে উঠে বহ্নি জুড়ি দশ আশা।
পথিক চলিতে নারে পথে লাগে দিশা ॥
উত্তর পবনে অগ্নি ডাকে হন হন।
অগ্নির দম্ভোল যেন আষাঢ়ে গৰ্জ্জন ॥
লুকায় গগনবাসী মেঘের আহড়ে।
কেহ বা দিগন্ত হৈল বহ্নি-যুত ঝড়ে ॥
চাল জ্বলে পড়ে চারি পাট কাঁথ গলে।
চারিটা গলিত ভিত্তি পড়ে মহীতলে ॥
মর্ত্ত্যেতে পরীক্ষা শুনি যত দেবগণ।
আইল যতেক দেব যার যে বাহন ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ।
বিমানে চাপিয়া আইল দেখিতে তখন ॥
সকল দেবতা কৈল পুষ্পবরিষণ।
কলিযুগে হেন কর্ম্ম করে কোন জন ॥
সতীর পরীক্ষা কথা শুনেছি শ্রবণে।
খুল্লনা পরীক্ষা এই দেখিলুঁ নয়নে ॥
পলাল সূর্য্যের ঘোড়া শূন্য হৈল রথ।
শচীপতি ফেলিয়া পলায় ঐরাবত ॥
বৃষভ ছুটিল বেগে নিয়া চন্দ্রচূড়।
ফেলায়ে কমলাপতি চলিল গরুড় ॥
ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রবর্ত্তী ফিরে।
ত্রাসে পলাইয়া গেল সমুদ্রের তীরে ॥
শোকে ধনপতি দত্ত ঝাঁপ দিতে চায়।
যত বন্ধুগণ মেলি ধরে রাখে তায় ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

———

খুল্লনার বিচ্ছেদে ধনপতির রোদন।

কান্দে ধনপতি, কবে আত্মঘাতী
লোটায় ধরণীতলে।
মেলি বন্ধু দশে, বান্ধি ভুজপাশে,
না দেয় যেতে অনলে ॥
তোরে না দেখিয়া, বিদরয়ে হিয়া,
আইস প্রিয়ে একবার।
তোমা বিনে মোর, ঘর হৈল ঘোর,
জীবন হইল অসার ॥
আনিতে পিঞ্জর, গৌড় নগর,
গেলাম আপন খেয়ে।
সহিত বাঘিনী, খুল্লনা হরিণী,
উত্তর না বিচারিয়ে ॥
আমি অভাজন, না কৈলুঁ পালন,
রাখিলে ছাগল বনে।
না কবি অপেক্ষা, বিষম পরীক্ষা,
দিলাম তরুণী জনে ॥
তুমি গেলা যথা, আমি যাই তথা,
কর প্রিয়ে মোরে সঙ্গী।
কৃষ্ণসার বিনে, একাকিনী বনে,
না পায় শোভা কুরঙ্গী ॥

শীলবতী—সাধ্বী। প্রলয়—কল্পান্ত, ধ্বংস। সিদ্ধ—দেব-যোনি-বিশেষ। উভমুখ—উর্দ্ধমুখা। আশা—দিক। দিশা—ধাধা; দিক্‌ভ্রম। দম্ভোল—দাপট; প্রতাপ। আহড়ে—আড়ালে। কাঁথ—দেওয়াল। কৃষ্ণসার—মৃগ-বিশেষ।

বন্ধুজন কান্দে, কেশ নাহি বান্ধে,
কান্দে সাধু ধনপতি।
কপট করুণা, কান্দয়ে লহনা,
প্রবোধয়ে লীলাবতী ॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজন।
তাঁর সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণে গান ॥

খুল্লনাব পরীক্ষা হইতে উদ্ধাব।

অবনী লোটায়ে কান্দে সাধু ধনপতি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ শোকাকুল মতি ॥
অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে খুল্লনা সুন্দরি।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি।
ভালই ছিলাম আমি গউড় নগরে।
দেশে আইল্যম আমি তোমা পোড়াবারে ॥
কেমনে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কেমনে পুড়িল তব পাটের বসন ॥
নহলী যৌবন পুড়ি হৈল ছারখার।
তো হেন সুন্দরী রামা না দেখিব আর ॥
ভাসে ধনপতি দত্ত লোচনের নীরে।
বন্ধুদশ মিলি সবে প্রবোধেন তারে ॥
কপটে কান্দয়ে রামা লহনা বেণেনী।
প্রবোধ করেন তাঁরে লীলা ঠাকুরাণী ॥
খুল্লনা বহিনে মোর বড় মায়া মো।
কপট প্রবন্ধে কাঁদে চক্ষে নাহি লো ॥
নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি তাল হেন জ্বলে।
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে ॥
যত বন্ধুগণ সবে করে হাহাকার।
ছলে এক দেখাইল দত্ত অলঙ্কার ॥
জৌগৃহ পুড়িয়া গেলে লুকাইল শিখী।
ধ্যানেতে আছিলা তথা পূর্ণচন্দ্রমুখী ॥
বারাল্য সুন্দরী রামা জয় জয় দিয়া।
মাথায় কেশের পানী পড়িছে খসিয়া ॥
সেই মত আছে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মলি নাহি পড়ে অঙ্গে পাটের বসন ॥
খুল্লনা আইল তথা সভা-বিদ্যমানে।
বণিক-সমাজ তার পড়িল চরণে ॥
বণিক-সমাজ বলে নাহি দিও শাপ।
অপরাধ বিনা মোরা করিয়াছি পাপ ॥
নীলাম্বর দাস বলে আমি তোর ভাই।
অন্ন খেয়ে ঘরে যাই মান নাহি চাই ॥
শঙ্খদত্ত বলে আসি সবিস্ময় বাণী।
তুমি যে মনুষ্য নহ ইহা আমি জানি ॥
খুল্লনা বলেন তবে সভার ভিতরে।
তোমা সবার দোষ নাই দৈবে এত করে ॥
খুল্লনা কহেন কথা গঞ্জি হরিদত্তে।
সভার ভিতরে রামা কথা কহে তত্ত্বে ॥
গঙ্গার কলঙ্ক যেন দেখ পাপ-ভরা।
দেবাসুর নাগ নর দোষহীন কারা ॥
উঠিল বাপের বাদ দেবী বিষহরি।
কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তা নারী ॥
যদি সতী কেহ নাহি এ তিন ভুবনে।
নিষ্কলঙ্ক কেহ নাহি যত বেণেগণে ॥
মন্ত্রণার গুরু তুমি আগে হরি দত্ত।
বিপাকেতে আমা হতে হারালে মহত্ত্ব ॥
ক্ষমানন্দ সদানন্দ থাকে কীর্ত্তিপুরে।
জ্ঞাতি গোত্রে অন্ন জল খাওয়াইতে নারে ॥
কর্জ্জনাব হরি দাঁ তার শুন কথা।
গরু চোর বাদে তার মুড়ায়েছে মাথা ॥
চম্পাইনগরবাসী চাঁদ সদাগর।
ছয় রাঁড় লয়ে তার ঘর স্বতন্তর ॥
শাপ দিল রূপবতী পাইয়া যন্ত্রণা।
সর্ব্বাঙ্গে ধবল হৈল অতি পাপমনা ॥
যতেক বণিক বলে শুনহ বচন।
অভিশাপ খণ্ড মাতা করি নিবেদন ॥

নহলী—নবীন। শিখী—অগ্নি। বারাল্য—বাহির হইল।

বেণের দুর্গতি দেখি খুল্লনার দয়া।
ঘুচান দুর্গতি তার পূজিয়া অভয়া ॥
কাহারে কহিব তত্ত্ব কেবা ইহা জানে।
অভয়-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে ॥

খুল্লনার রন্ধন ও কুটুম্ব ভোজন।

পরীক্ষায় বাঁচে রামা অভয়ার বরে।
রন্ধন করিতে আজ্ঞা দিল সদাগরে ॥
খুল্লনা গঙ্গার জলে কৈল স্নান দান।
চণ্ডিকা পূজয়ে বামা করিয়া বিধান ॥
অভয়া স্মরিয়া বামা বসিল রন্ধনে।
লা যোগায় দ্রব্য যা চাহে যখনে ॥
শাক সূপ রান্ধিয়া ভাজিয়া ওলায় বড়ি।
ঘৃত দিয়া ভাজিল উত্তম পলাকড়ি ॥
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ।
মুঠে নিঙোড়িয়া তাহে দিল আদার রস ॥
খণ্ডে মুগের সূপ উভাবে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালা খান দিলেন উপরে ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধনে।
দুর্ব্বলা জানাল গিয়া সাধু সন্নিধানে ॥
ভোজন করিল যত জ্ঞাতি বন্ধু জন।
খুল্লনা কনক থালে যোগায় ওদন ॥
সুবর্ণের গাড়ুতে লহনা দেই ঘি।
হাসিয়া পরোশে রামা বণিকের ঝি ॥
প্রথমে শুক্তার ঝোল দিল ঘন্ট শাক।
প্রশংসা করেন সবে ব্যঞ্জনের পাক ॥
ভাজা মীন মাংস দিল ঝোলের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত হৈল ভোজন-ভবন ॥
মিঠা দধি খাইল বেণে মধুর পায়স।
ভোজন করিয়া সবে লাজে হইল বশ ॥
ভোজন সমাধি সবে কৈল আচমন।
তাম্বুল কর্পূরে কৈল মুখের শোধন ॥
হরি ঋষি পাইলেন সায়বাণী দোলা।
চন্দন চৌখুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা ॥
কাশ্যপ পাইল মান পাটের পাছড়া।
দূর্ব্বাঋষি পাইলেন চড়িবার ঘোড়া ॥
কৌশিকী পাইল মান সুবর্ণের ঝারি।
সাতগাঁর বেণে পাইল বিচিত্র পামরী ॥
জনে জনে প্রত্যেকে পাইলেন সব।
বৃত্তি বার্ত্তন দেখি করিল গৌরব ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ধনপতির রাজ-সম্ভাষণ।

বিদায় হইয়া গেল জ্ঞাতি বন্ধুজনে।
প্রভাতে চলিল সাধু রাজ-সম্ভাষণে ॥
বিপদ-সাগরে সদাগর হয়ে পার।
নানা ভেট লয়ে চলে রাজ-দরবার ॥
দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পাণ।
ভার দুই দধি চিনি চাঁপা মর্ত্তমান ॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
অবিলম্বে ধনপতি করিল গমন ॥
ভেট দিয়া সদাগর করিলেন নতি।
হেনকালে পুরাণ শুনেন নরপতি ॥
পাঠকে পুরাণ কহে জ্যৈষ্ঠের মহিমা।
জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতির সীমা ॥
যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপূজা।
সপ্ত দ্বীপা অবনীতে সেই জন রাজা ॥
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তারে তুষ্ট শূলপাণি ॥
চামর ঢুলায় যেবা হরি সন্নিধানে।
স্বর্গলোকে যায় সেই চাপিয়া বিমানে ॥
শঙ্খ চন্দনের তরে ভাণ্ডারী ডাকিয়া।
আরতি দিলেন রাজা হাতে পাণ দিয়া ॥

বার্ত্তা—নিমন্ত্রণ। নতি—প্রণাম।

যে কিছু চন্দন ছিল ভাণ্ডার ভিতরে।
ভাণ্ডারী আনিয়া দিল রাজার গোচরে॥
চন্দন দেখিয়া রাজা সক্রোধ-হৃদয়।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে কয়॥

রাজার নিকট ভাণ্ডারীর উক্তি।

অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়,
চন্দন নাহিক এক তোলা।
যত সাধু ছিল ঋণী, এবে সবে হৈল ধনী,
সম্পদে মাতি হৈল ভোলা॥
বিংশতি বৎসর হৈল, রঘুপতি দত্ত মৈল,
ডিঙ্গা ভরি আনিত চন্দন।
আর যত সদাগর, তিলেক না ছাড়ে ঘর,
না পাই চন্দন অন্বেষণ॥
হাতীশালে হাতী মরে, মাহুত হুতাশ করে,
লবঙ্গ নাহিক জায়ফলে।
সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া, নিত্য মরে জোড়া জোড়া,
শঙ্খ নাহি বাজে পূজাকালে॥
ভাণ্ডারে নাহিক নীলা, রসান নিকর শিলা,
মাণিক বিদ্রুম মতি পলা।
যতেক চামর ছিল, সব পুরাতন হৈল,
যেন উড়ে শিমুলের তূলা॥
চামর পামরী ভোট, সগল্লাদ গজ ঘোট,
একখানি নাহিক ভাণ্ডারে।
শঙ্খ পরিবার তরে, রামাগণ সাধ করে,
পিতল ভূষণ পরে করে॥
ভাণ্ডারীর কথা শুনি, রোষযুক্ত নৃপমণি,
ধনপতি দত্তে দিল পাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
অভয়া-মঙ্গল কবি গান॥

রাজসমীপে ধনপতির বিনয়।

নৃপবরে ধনপতি করে নিবেদন।
এবার সফরেতে পাঠাও অন্যজন॥
এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিতালে।
সেই সব ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে॥
জলভেদী ডিঙ্গা মোর হইল পুরাতন।
যাইতে না পারি রাজা সিংহল পাটন॥
পাত্র মিত্র বলে সাধু না কর বিষাদ।
সাধিবে রাজার আজ্ঞা পাইবে প্রসাদ॥
কালুদত্ত কহে সাধু কত কর মান।
থাকহ রাজার রাজ্যে খাওত ইনাম॥
পুনরপি বলে সাধু রাজার চরণে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥
রাজারে করিয়া নতি, বলে সাধু ধনপতি,
সেখানে পাঠাও অন্য জনে।
জুড়িয়া উভয় পাণি, বলে সবিনয় বাণী,
নৃপতি বচন নাহি শুনে॥
নিজ বনিতার কাজ, কহিতে লাগয়ে লাজ,
লোক-মুখে শুনিবে সকল।
হিংসায় আরোপি মন, শূন্য দেখি নিকেতন,
সতিনেরে রাখায় ছাগল॥
হৃদয়ে পাইয়া পীড়া, নাহি সাধু লয় বিড়া,
কোপে রাজা লোহিত লোচন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি, বিড়া লয় ধনপতি,
অঞ্জলি করিয়া নিল পাণ॥
আপন অঙ্গের জোড়া, চড়িবারে দিল ঘোড়া,
কবচ প্রসাদ যমধার।
লক্ষ তঙ্কা দিলা ধন, দিলা নানা আভারণ,
বিদায় হইল সদাগর॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ঋণী—দেনাদার। সফর—পর্য্যটন, দেশ বিদেশে গমন; বুহিতালে—সওদাগরীতে। পাটন—পত্তন, সহর। জোড়া—শাল ইত্যাদি গাত্র বস্ত্র। বিড়া—পানের খিলি। যমধার—অস্ত্রবিশেষ।

লহনার আনন্দ ও খুল্লনার চিন্তা।

সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা দিলা আলিঙ্গন।
ভাই বলে কোল দিল পাত্র মিত্রগণ॥
সবার করিল সাধু চরণ বন্দন।
ভাণ্ডারী আনিয়া তঙ্কা দিল ততক্ষণ॥
লক্ষ তঙ্কা গুণে দিল ডিঙ্গার সাজন।
বিদায় লইয়া সাধু গেল নিকেতন॥
সিংহলে যাইতে সাধু পায় অনুমতি।
লহনা লোকের মুখে শুনিল ভারতী॥
পূর্ব্ব দুঃখে হিয়া সুখে কহে মনের কথা।
বাঁঝি চারি পাঁচ ডাকি ত্যজে মনোব্যথা॥
সিংহলে যাবেন সাধু সাজায়েছে ডিঙ্গা।
পাইকের কুল কুল ঘন বাজে শিঙ্গা॥
সুয়া'পরে চক্ষু দিলে চক্ষে চক্ষে কথা।
মোর সঙ্গে দেখা হৈলে হেঁট করে মাথা॥
সোহাগে ধনের গর্ব্বে না দেখে নয়নে।
দোষমত শাস্তি দিতে বিধাতা সে জানে॥
সুয়া দুয়া সমান হৈল এবে হৈল ভাল।
বিক্রমকেশরী জীয়ে থাকুক চিরকাল॥
তোমার চরণে দুর্গা মাগি এই বর।
পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর॥
এই বর মাগি দুর্গা তোমার চরণ।
দ্বাদশ বৎসর কর সাধুর বন্ধন॥
জীয়ন্ত পতিতে যাব কিছু নাহি সুখ।
সে জন মরিলে তায় কিবা হয় দুঃখ॥
হেলন দোলন তার কে সহিতে পারে।
ভাল হৈল যাবে সাধু সিংহল নগরে॥
উহার হাতে রাঙ্গা শাখা ঐ বরণে গৌরী।
ঐ সে জানে স্ত্রীর কলা মোহন চাতুরী॥
সখী সঙ্গে করে যত লহনা গঞ্জনা।
কপাটের আড়ে থাকি শুনয়ে খুল্লনা॥
ভূপতি-চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
ত্বরা করি সদাগর যান নিজ ধাম॥
চিন্তাতে চিন্তিত সাধু বিরস বদন।
ঝারি হাতে খুল্লনা আইল ততক্ষণ॥
সাধুর মলিন মুখ-সরোরুহ দেখি।
রাজ-দুয়ারের কথা জিজ্ঞাসে সুমুখী॥
বিরস বদনে সাধু কহিল সকল।
আরতি পাইলুঁ প্রিয়ে যাইতে সিংহল॥
এত বাক্য হৈল যদি সদাগর-তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥
শুনিয়া খুল্লনা হৈল সজলনয়ন।
মৃদুস্বরে সদাগরে করে নিবেদন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ধনপতিকে সিংহলে যাইতে খুল্লনার নিষেধ।

প্রাণনাথ সিংহল গমনে নাহি সাধ।
ঘরের চন্দন শঙ্খ, দিয়া হও নিরাতঙ্ক,
রাজস্থানে পাইবে প্রসাদ॥
ভাণ্ডারে আছয়ে নীলা, রসান নিকর শিলা,
মাণিক বিদ্রুম মরকত।
যত আছে নিজাগারে, দেহ লয়ে নরবরে,
সুখে থাক জায়া-অনুগত॥
একলা রাখিয়া মোরে, গেলে পিঞ্জরের তরে,
গোঙাইলে তথা এক সমা।
সতা দিল যত দুঃখ, কহিতে বিদরে বুক,
আমার দুঃখের নাহি সীমা॥
জলে কুম্ভীরের ভয়, কূলেতে শার্দ্দূলচয়,
দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ, সে পায় অনেক ক্লেশ,
কহিল আমার পিতা তথে॥
যাইবে সাগর বেয়ে, সে পথে নাহিক নেয়ে,
পরাণ সঙ্কট লোণা বায়।
শুনিতে পরাণ ফাটে, মকরে মানুষ কাটে,
ধিক ধিক সিংহলে উপায়॥

ভারতী—কথা, সংবাদ। চারি পাঁচ লয়ে—চার পাঁচজন সহচরী লয়ে। সমা—বৎসর।

বহু তিমি তিমিঙ্গিল, আছে প্রাণী প্রতিস্থল,
তনু যার শতেক যোজন।
কি করে ঠমক শিঙ্গা, পক্ষে ছুয়ে লয় ডিঙ্গা,
সেই দেশে সঙ্কট জীবন॥
উড়ুষ কচ্ছপ তুলা, শশা হেন মশাগুলা,
জলৌকা কুঞ্জর-শুণ্ডাকার।
রাজা বড় পাপচিত্ত, ছলে হরি লয় বিত্ত,
শুনেছি দেশের দুরাচার॥
খুল্লনা যতেক কয়, শুনে সাধু কবে ভয়,
সখী-মুখে শুনিল লহনা।
বচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
মনোহর পাঁচালি বচনা॥

সদাগর প্রতি লহনাব উক্তি।

মনে বড় কুতূহল, পড়িছে লোচনে জল,
বৈসে রামা সদাগর পাশে।
কেমন দারুণ বেলা, পিঞ্জর গড়াতে গেলা,
চিরদিন গেল পরবাসে॥
কর প্রভু দড় বুক, না ভাব হৃদয়ে দুঃখ,
কর গিয়া রাজার আরতি।
না কর আসিতে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়ে ভবা,
লাভ করি আসিহ বসতি॥
শ্বশুর আছিলা রঙ্ক, আনিত চন্দন শঙ্খ,
সাজন করিয়া সাত নায়।
বেচি কিনি হৈল ধনী, ইহা সব আমি জানি,
কি বুঝাব অবলা তোমায়॥
তঙ্কা চাহি প্রতি হাটে, বসি খেতে নাহি আঁটে,
যদি হয় কুবেরের ন্যায়।
হিত-উপদেশ বলি, ফুবায় নদীর বালি,
আয় বিনা যদি করে ব্যয়॥
লহনা যতেক ভাষে, শুনি সদাগর হাসে,
দৈবজ্ঞ আনিতে কৈল ত্বরা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ
শুভক্ষণে নায়ে দিল ভরা॥

ধনপতি সদাগবেব সজ্জা।

সিংহলে যাইবে প্রভু দীর্ঘ পরবাস।
লজ্জা খেয়ে বলি মোর গর্ভ ছয় মাস॥
মোর মনে লয় তথা হবে বহু কাল।
তোমার বান্ধব জন বিষম কবাল॥
শঠতা করিয়া তারা যদি ধরে ছল।
সেই কালে কেবা মোব হবে অনুবল॥
শুনহে প্রাণেব নাথ বলি হে তোমারে।
পরীক্ষা লইতে কত পাবি বারে বারে॥
এমত শুনিয়া সাধু খুল্লনা-ভারতী।
জয়পত্র লিখিবারে সাধু কৈল মতি॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল-ধাম খুল্লনা যুবতী॥
তোরে আশীর্ব্বাদ মোর পবম পীবিত।
সন্দেহ-ভঞ্জন-পত্র হইল লিখিত॥
যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
হেনকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস॥
যদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুয়ো।
দেখিয়া উত্তম বরে তার বিভা দিয়ো॥
যদি পুত্র হয় নাম বাখিও শ্রীপতি।
পড়ায়ে শুনায়ে পুত্রে করিও সুমতি॥
দ্বাদশ বৎসরে যদি না হয় আগমন।
আমার উদ্দেশে যাবে দক্ষিণ পাটন॥
তিন নিদর্শন দিল বেণিয়ার বালা।
মাণিক্য অঙ্গুরী আর গায়ের আঁচলা॥
পত্র তুলি দিল সাধু খুল্লনার হাতে।
স্বস্তি স্বস্তি বলি রামা করিলেন মাথে॥
জয়পত্র লয়ে রামা যায় নিকেতনে।
আইল গণক তবে সাধু সন্নিধানে॥

তিমি—প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য। তিমিঙ্গিল—যে তিমিকেও গিলিতে পারে এরূপ প্রকাণ্ড মৎস্য বিশেষ। উড়ুষ—ছারপোকা। জলৌকা—জোঁক। ত্বরা—বোঝাই। অনুবল—সহায। জয়পত্র—বিবাদ-নিষ্পত্তি-সূচক পত্র; সন্দেহ-ভঞ্জন-পত্র। নিদর্শন—চিহ্ন, স্মারক চিহ্ন।

দৈবজ্ঞ পড়িল পাঁজি রাশিচক্র পাতি।
যাত্রা গণিবারে আজ্ঞা দিল ধনপতি॥
গণনা করিয়া ওঝা মনে কৈল সার।
অবধান কর যাত্রা নাহি এই বার॥
পাঁজি বিচারিয়া ওঝা ভাবিয়া লক্ষণে।
শ্রবণাদি ছয় ঋক্ষ না যাই দক্ষিণে॥
অশ্বিনী নহিল যাত্রা তার রাতি সাথ।
নিষেধ ভরণী গুরু তায় ক্ষিতিনাথ॥
কৃষ্ণপক্ষে বলিযোগে নাহি যাত্রা ভাল।
তিথি ত্র্যহস্পর্শ হৈল দশমী করাল॥
দ্বাদশী বিফল যাত্রা ত্রয়োদশী নয়।
তিথি চতুর্দ্দশী রিক্তা ভাল নাহি কয়॥
অতঃপর উশনা পাবেন অস্ত ভাব।
এমন যাত্রায় গেলে নাহি করে লাভ॥
ভাল যাত্রা নাহি সাধু দেখি বিপরীত।
জীবন সংশয় দেখি হারাবে বুহিত॥
এই যাত্রা শুনি সাধু মনে দুঃখ বাসি।
অগ্নিকোণে থাকে কাল তিথি ত্রয়োদশী॥
এমন যাত্রাতে গেলে লোক হয় বন্দী।
কহিলুঁ পঞ্জিকা সাধু শুন খড়ি সন্ধি॥
এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে বাঁকা।
নফরে হুকুম দিয়ে মারে তারে ধাকা॥
অভিশাপ দিয়ে ওঝা চলিল আলয়।
যাত্রা করে ধনপতি গোধূলি সময়॥
পূর্ব্ব হইতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবারু লইয়া সাধু গেল তার কূলে॥
ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন।
জলেতে ডুবারু গিয়া নামে দুই জন॥
প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণে নির্ম্মাণ সে ডিঙ্গার ছৈঘর॥
আর ডিঙ্গা তোলে তার নাম দুর্গাবর।
আখণ্ডল প্রায় তাহে বৈসে সদাগর॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে শঙ্খচূড়।
আশী গজ জল ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকূল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে চন্দ্রপাল।
যাতে ভরা দিলে হয় দুই কূল আলো॥
আর ডিঙ্গা খান তুলে নামে ছোটমুটী।
সেই নায়ে ভরা চাল বায়ান্ন পউটি॥
আর ডিঙ্গা খান তুলে নামে গুয়ারেখী।
দুপুরের পথ যাব মালুম কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে নাটশালা।
তাহাতে দেখয়ে সবে গাবরের মালা॥
মোম ধূনা দিয়া যে গাইল সাত নায়।
ত্বরিত গমনে ডিঙ্গা সাজন করায়॥
সাত খান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে॥
অবিলম্বে সদাগর আইল নিকেতন।
ভাণ্ডার ভিতর সাধু দিল দরশন॥
জৌয়ের মোহর তার ছাব উতারিয়া।
কাঠায় করিয়া ধন লইল মাপিয়া॥
নানা দ্রব্য সদাগর নিল রাশি রাশি।
ভ্রমরার ঘাটে যায় হয়ে অভিলাষী॥
সাধু করে যাত্রা দিন না করে বিচার।
খুল্লনার দশ দিক্ হৈল অন্ধকার॥
ষোড়শোপচারে চণ্ডী পূজেন খুল্লনা।
সদাগরে বার্ত্তা দিতে চলিল লহনা॥
সাধু সন্নিধানে রামা দিল দরশন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি।

সদাগর তোমায় আমায় আছে বিরল কথা।
তোমার মোহিনী বালা, শিক্ষা করে ডাইনি কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা॥
হেম বারি জলগর্ভা, উপরে দীঘল দূর্ব্বা,
অষ্ট শালিতণ্ডুল উপরে।
সিন্দূর চন্দন চুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী গুয়া,
পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে॥

বুহিত—বহিত্র; নৌকা। ছৈঘর—নৌকার বৈঠক ঘর। পউটি—৬৪০ মণ শস্যপরিমাণ। গাবর—সারি গায়ক মাঝি। গোঁজ—খোঁটা। ছাব উতারিয়া—গালা মোহর ভাঙ্গিয়া।

আমান্ন নৈবেদ্য দধি, ফল মূল নানা বিধি,
অগুরু চন্দন ধূপ ধূনা।
দিয়া শঙ্খ জয়ধ্বনি, নিত্য পূজে একাকিনী,
বন্ধুজন করে কানাঘুনা॥
পরিয়া লোহিত বাস, আকুল কুন্তল পাশ,
বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
দেখেছি আপন চক্ষে, কাঙরী কামিখ্যামুখে,
দেয় ওড় পুষ্পের অঞ্জলি॥
যদি পায় গুণবতী, মঙ্গল অষ্টমী তিথি,
যদি বা নবমী চতুর্দ্দশী।
পাইলে এমন তিথি, পূজন করয়ে নিতি,
উপবাসে থাকে দিবানিশি॥
উচ্চে বা প্রধানে দোষ, শেষে না করিহ রোষ,
আপনি করিহ নিবারণ।
যদি হয় মিথ্যা ভাষা, কাটিহ আমার নাসা,
না করিহ মোরে দরশন॥
লহনা যতেক বলে, শুনি সাধু কোপে জ্বলে,
না করিল কুন্তল বন্ধন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সাধুর কোপ।

দেখিয়া সাধুর কোপ হাসয়ে লহনা।
আজি বিধি পূরাইল আমার কামনা॥
স্বামীর সোহাগে তার গর্ব্ব গেল বাড়ি।
দেখিব সোহাগের কিল ভূমে গড়াগড়ি॥
সাধু-আগে চলিল লহনা নারী জন।
পশ্চাতে চলিল সাধু বেণের নন্দন॥
পূজা-গৃহে উপনীত হৈল ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী॥
রোষযুত ধনপতি দেখি সন্নিধানে।
ঘট ছাড়ি পদ্মাসহ রহিলা গগনে॥
দেখি ধনপতি দত্ত জ্বলে কোপানলে।
ধর্ম্ম সাক্ষী করি ধরে খুল্লনার চুলে॥
কোপযুক্ত ভাষে কিছু বলে ধনপতি।
অদৃষ্টে আমার ছিল পাপিনী যুবতী॥
বাম-পথী হয়ে তুমি কর কার পূজা।
এই কথা শুনে যদি ছল ধরে রাজা॥
পুনরপি জ্ঞাতিগণ যদি ছল ধরে।
পরীক্ষা তোমারে কত দিব বারে বারে॥
কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ বধূ।
খুল্লনা গর্জ্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু॥
ভূমিতে দেবীর বারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়॥
কেমন দেবতা এই পূজিস্ ঘটবারি।
স্ত্রীদেবতার আমি পূজা নাহি করি॥
এমন শুনিয়া বামা সাধুর বচন।
অঞ্জলি করিয়া কিছু করে নিবেদন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনার বিনয়।

শুন নাথ পূজার সন্ধান।
রোগশোকদুঃখখণ্ডী, অনুদিন পূজি চণ্ডী,
ইচ্ছা করি তোমার কল্যাণ॥
তুমি যাও পরবাস, আমার হৃদয়ে ত্রাস,
শূন্য হবে মোর জীবলোক।
হয়ে সমাহিত মতি, পূজা করি হৈমবতী,
তুমি যেন নাহি পাও শোক॥
যত দেখ মহাজন, সবাকার প্রয়োজন,
সন্তোষে পূজেন মহামায়া।
হইলে পরে প্রতিকূল, কেবল দুঃখের মূল,
কেহ তারে নাহি করে দয়া॥
ভারাবতারণ আশে, আইলা বসুদেব-বাসে,
ইচ্ছাময় পূর্ণ ভগবান।

কানাঘুনা—কানাঘুষা। বাম-পথী—প্রতিকূলাচারিণী, স্বামীর মতের সহিত যে স্ত্রীর মতের মিল নাই। বারি—ঘট। সমাহিত—সংযত।

দৈবকী আছিলা বন্দী বুঝিয়া কার্য্যের সন্ধি
নন্দগৃহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥
দারুণ কংসের ভয়ে বসুদেব স্থির নহে
থুইলা কৃষ্ণে নন্দের মন্দিরে। :
আসি বসুদেব সাথ, ছাড়িয়া কংসেব হাত,
ভয় খণ্ডি উড়িলা অম্বরে ॥
শ্রীরাম রাবণে রণ, ভয়ে কবে দেবগণ,
বিধি কৈল অকালে বোধন।
চণ্ডী পূজে যেই কাম, রাবণ বধিয়া বাম,
কবিলা সীতার উদ্ধারণ ॥
খুল্লনার কথা শুনি, ধনপতি কহে বাণী,
তুই নইস মোর সহচরী।
মোর ব্রত ভঙ্গ কৈলি, হইলি কুলের কালী,
মেয়ে দেব পূজি হইলি অবি ॥
এরূপ নিন্দিয়া নারী, চরণে ঠেলিয়া বারি,
পুনঃ যাত্রা কবে সদাগর।
ডোমচিল ফিরে মাথে, কাষ্ঠ ভার দেখে পথে
রচিল মুকুন্দ কবিবর॥

মোর ঘট পায়ে ঠেলি, দিয়া যায় গালাগালি,
সহে কেবা এত অপমান।
আমার বচন সাধ, ধনপতি দণ্ডে বধ,
উহার শোণিতে করি স্নান ॥
ডাকি আন যত দানা, ডিঙ্গায় দিউক হানা,
লউক উহার যত ধন।
ডিঙ্গার কাণ্ডাব যত, সকলি করহ হত,
সাধহ আমার প্রয়োজন ॥
আমা সনে করে হঠ, চরণে লঙ্ঘয়ে ঘট,
হৈল বেটা এত অহঙ্কারী।
কোন ছার বেণে জাতি, মোব ঘটে মারে লাথি,
জীবে কি আমার হয়ে অরি ॥
আছুক পূজার কাজ, সুরপুরে হৈল লাজ,
হইল শঙ্কব বিদ্যমান।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান ॥

ধনপতিব প্রতি চণ্ডীর ক্রোধ।

কোপে কাঁপে কলেবর, মুখে গদ গদ স্বর,
মুখ নব মিহিরমণ্ডল।
শির হৈতে খসে বাস, আকুল কুন্তল পাশ,
লোচন লোহিত উৎপল ॥
রণজয়া মহাতেজা, হৈলা অষ্টাদশ ভুজা,
হস্তে শোভে নানা প্রহরণ।
পদ্মাবতী ডাকে আনি, ক্রোধে চণ্ডী কন বাণী
শুন পদ্মা আমার বচন॥
দেহ গো নিশান শিঙ্গা, বুড়াও সাধুর ডিঙ্গা
ধনে প্রাণে মরুক ধনপতি।
সাধিব আপন কাজ, নিশ্চয় বধিব আজ,
কেমনে রাখিবে পশুপতি ॥

পদ্মার উপদেশ।

পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী।
বিচারেতে কার্য্য সিদ্ধি হেন লয় মতি ॥
বিচারেতে কার্য্য সিদ্ধি, অবিচারে নাশ।
কোপ দূর কৈলে হয় পূজার প্রকাশ ॥
পূর্ব্বের বিচার চণ্ডী পাসরিলা কেনে।
মর্ত্তেতে আনিলা রত্নমালা কি কারণে ॥
মালাধরে কি কারণে করালে গর্ভবাস।
হেনকালে ধনপতি না কর বিনাশ ॥
নিজ দেশ ছাড়ি সাধু যাউক কত দূর।
বিদেশে সাধুরে দুঃখ দিব গো প্রচুর ॥
বুড়াইব ছয় ডিঙ্গা লব বসাতল।
এক মধুকরে সাধু যাইবে সিংহল ॥
পশ্চাতে কহিয়া দিব যত আছে সন্ধি।
রাজস্থানে সদাগরে করাইব বন্দী ॥

ডোমচিল—কাল রঙের চিল। বুড়াও—ডুবাও। হঠ—গোঁয়ারতমি। সন্ধি—কৌশল।

কলিতে করহ নিজ পূজার প্রচার।
ইঙ্গিতে কহিয়া দিব বাদের প্রকার॥
ধনপতি সাধু যদি মরে এই কালে।
তবে ত না হবে পূজা অবনীমণ্ডলে॥
এমত শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী।
কোপ নিবারণ মনে কৈলা ভগবতী॥
সম্ভ্রমে চণ্ডীর বারি তুলিল খুল্লনা।
জীবন্যাস করি তার করিল অর্চ্চনা॥
মূঢ়মতি মোর পতি তোমা নাহি ভজে।
আমা দেখে নাথে রাখ পদ-সরসিজে॥
হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি করে প্রণিপাত।
অপরাধ ক্ষম রাখ দাসীর আয়াত॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

ক্ষম অপরাধ, করহ প্রসাদ,
কৃপাময়ী নারায়ণী।
শিরে হেম ঝারি, নাচেন সুন্দরী,
দিয়া জয় জয় ধ্বনি॥
পূরিল কামনা, নাচয়ে খুল্লনা,
দিয়া ঘন করতালি।
দেয় অনুরাগে, চণ্ডী-পদ-যুগে,
সুগন্ধ পুষ্প-অঞ্জলি॥
আদ্যা সনাতনী, শঙ্করঘরণী,
শক্তিরূপা তিন দেবে।
শঙ্খিনী শূলিনী, কপালমালিনী,
তিন লোকে তোমা সেবে॥
ধাত্রী শাকম্ভরী, গৌরী দিগম্বরী,
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।
তুমি ভদ্রকালী, সেবে পুণ্যশালী,
হরতনু-হেমকলা॥
দক্ষমখহরা, ভব-দুঃখ-পারা,
মহাকালী বর্গভীমা।
ব্রহ্মা পুরন্দর, সেবে নিরন্তর,
দিতে নারে তব সীমা॥
যাদব-সেবিতা, নন্দগোপসুতা,
শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী।
ক্ষম গো রঙ্গিণী, মহিষমর্দ্দিনী,
শঙ্করী সিংহবাহিনী॥
দুর্গা শিবা ক্ষমা, চণ্ডী চণ্ডভীমা,
বাল শশি-শিরোমণি।
ভৈরবী ভারতী, বামা সরস্বতী
সংসার-দুঃখ-হারিণী॥
কৌশিকী কৌমারী, রোগ-শোক-হারী,
বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।
উগ্রচণ্ডা চণ্ডী, চণ্ড-মুণ্ড-দণ্ডী,
রক্তবীজ-বিনাশিনী॥
ক্ষম অপরাধ, করহ প্রসাদ,
হৈমবতী পদ্মাবতী।
সাধু শুভকালে, ডিঙ্গা মেলি চলে,
মুকুন্দ রচে ভারতী॥

ধনপতির বিনিময়-দ্রব্য সংগ্রহ।

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
অষ্ট দিক্ হৈতে দ্রব্য আনে কবি ত্বরা॥
কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ পাব,
শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ পাব,
পায়রা বদলে শুয়া।
গাছ ফল বদলে, জায়ফল পাব,
বহড়ার বদলে গুয়া॥

বাদ—বিবাদ। আয়াত—সধবা-চিহ্ন। বিড়ঙ্গ—ঔষধ বিশেষ। প্লবঙ্গ—বানর।

পাটশণ বদলে, ধবল চামর পাব,
কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব,
জোয়ানী বদলে জিরা।
কন্দ বদলে, মাকন্দ পাব,
হরিতাল বদলে হীরা॥
চইয়ের বদলে, চন্দন পাব,
ধূতির বদলে গড়া।
শুকুতা বদলে, মুকুতা পাব,
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
মাস মস্থুরী, তণ্ডুল বরবটি
বাটলা চণক চিনা।
বলদ শকটে, তৈল ঘৃত বটে,
সদাগর আনিছে কিনা॥
গোধূম কিনে যব, খুঁজিয়া সরষপ,
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর, পূরিল বহুতর,
লবণের পাতিয়া গোলা॥
জগদরতংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি রায় রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, কবয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম॥

ধনপতির সিংহলযাত্রা।

ঘর হৈতে ধনপতি করিল গমন।
উভরায় খুল্লনা সে করয়ে ক্রন্দন॥
পথে যাইতে সদাগর লাগিল উচোটা।
নেতের আঁচলে লাগে সেঁয়াকুল কাঁটা॥
যাত্রার সময় ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুরে কাঠের ভার লয়ে যায় পথে॥
শুকানো ডালেতে বসি কু-বোলয় কাউ।
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আধখানি লাউ॥
কচ্ছপ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়।
তৈল লবে তৈল লবে তেলিরা বোলয়॥
চলিলেক সদাগর মনে কুতূহলী।
বাম দিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥
ভ্রমরার ঘাটে সাধু দিল দরশন।
কাণ্ডারী বলয়ে আর কেন বিলম্বন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ধনপতির নৌকারোহণ।

সবাকারে গারী ঘর করি সমর্পণ।
নৌকায় চড়িল করি শিবের স্মরণ॥
ছৈঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর॥
কারু হাতে কেরোয়াল কারু হাতে ফাঁস
কারু হাতে দণ্ড কারু হাতে রায়বাঁশ॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে করি নমস্কার।
হরি হরি বলি ডিঙ্গা বাহে কর্ণধার॥
লহনা খুল্লনা ঠাঁই মাগিল মেলানি।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥
ভাওসিংহের ঘাট খান ডাহিনে রাখিয়া।
মেটাবির ঘাট যায় বামে তেয়াগিয়া॥
ঘন কেরোয়াল পড়ে জলে পড়ে সাট।
এড়াইল চণ্ডীগাছা বোলনপুরের ঘাট॥
ত্বরা করি সদাগর রাত্রিদিন যায়।
পূর্ব্বস্থলী সদাগর বাহিয়া এড়ায়॥
কোথাও রন্ধন কোথা দধি খণ্ড কলা।
নবদ্বীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা॥
চৈতন্য-চরণে সাধু করিল বন্দন।
সেখানে রহিয়া কৈল রন্ধন ভোজন॥
পাড়পুর সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান।
মীর্জাপুর ঘাটে ডিঙ্গা করিল চাপান॥

উভরায়—উচ্চৈস্বরে। উচোটা—উঁচোট। কু-বোলয়—অমঙ্গল ধ্বনি করে। কাউ—কাক। কেরোয়াল—দাঁড়। গাবর—মাঝি। ফাঁস—দড়ি।

নায়ের পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়ামুলুক॥
বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
শান্তিপুর বামেতে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া॥
উলা ছাড়ি চলে ডিঙ্গা খিশমার পাশে।
কুলিয়ার ঘাটেতে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥
মহেশপুর সদাগর করি তেয়াগন।
ফুলিয়ার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন॥
বাম ভাগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু-কূলের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কত করে দান॥
রজতের সীপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভে বসি কেহ করে মস্তক মুণ্ডন॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে॥
ঊর্দ্ধবাহু ডাকে কেহ গঙ্গা নারায়ণ।
সদাগর কর্ণধারে জিজ্ঞাসে কারণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সাধুর মগরায় গমন।

কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল শফর।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর॥
মথুরা দ্বারকা কাশী কনখল কেকয়া।
পুরবক অনায়ক গোদাবরী গয়া॥
শ্রীহট্ট কাঙর কোঁচ হাঙ্গর ত্রিহট্ট।
মাণিকা ফটিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট্ট॥
বাগন মালয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বরী আহুলঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম॥
শিবাতট্ট মহানট্ট হস্তিনা নগরী।
আর যত সফর কহিতে কত পারি॥
ও সব সফরে যত সদাগর বৈসে।
সবে ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ অতি অনুপাম।
সপ্ত-ঋষি-শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান করে সাধু ধনপতি॥
রাঢ় মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম।
দুই দিন সাধু তথা করিল বিশ্রাম॥
কিনে বেচে নানা দ্রব্য নায়ে দিল ভরা।
বাহ বাহ বলি সদাগর করে ত্বরা॥
নায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি॥
গরিফা ছাড়িয়া ডিঙ্গা গেল গোন্দলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া॥
ব্রহ্মপুত্র সন্ধ্যাবতী যেই ঘাটে মেলা।
ইচ্ছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বালা॥
উপনীত হৈল ডিঙ্গা নিমাই তীর্থের ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফুটে॥
ত্বরায় চলয়ে তরী তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে খড়দহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
কুচিনাম ধনপতি দেখিবারে পায়॥
নানা উপচারে তথা পূজে পশুপতি।
কুচিনাম এড়াইল সাধু ধনপতি॥
ত্বরায় বাহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিত্রপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উতরিল অবসান বেলা॥
ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজুলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥

সীপ—কোষা। গর্ভে—নদীগর্ভে। কাণ্ডার—মাঝি। ফরমানি—হুকুম। সফর—নগর।

বালীঘাটা এড়াইল বেণের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
তীরের প্রয়াণ যেন চলে তরিবর।
তাহার মেলানি বাহে মাইনগর ॥
নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাটা বামদিগে থুইয়া।
দক্ষিণেতে বারাশত গ্রাম এড়াইয়া ॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগে উত্তরিল অবসান বেলা ॥
মহেশ পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিল সদাগর ॥
শ্রীনীলমাধব পূজা করেন তৎপর।
তাহার মেলানি সাধু পাইল হাতেঘর ॥
সেই দিন সদাগর হাতেঘরে রয়।
প্রভাত হইলে সাধু মেলে সাত নায় ॥
দুই এক তরণী জলের মধ্যে ভাসে।
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥
দূর হৈতে শুনে সাধু জলের নিঃস্বন।
যেন আষাঢ়ের নব মেঘের গর্জ্জন ॥
মোহনা বাহিয়া সাধু যেতে কৈল ত্বরা।
প্রবেশ করিল সাধু দুর্জ্জয় মগরা ॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
ধনপতি ছলিবারে পাতিলেন মায়া ॥
চণ্ডীর আদেশে ধায় নদ-নদীগণ।
মগরা নদীর সঙ্গে করিতে মিলন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ধনপতিকে ভগবতীর মগরায় ছলনা।

আজ্ঞা দিলা ভবানী, চলিল মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া গগন স্থিতি।
সঙ্গে মকরজাল, ছাড়িয়া পাতাল,
চলিলেন ভোগবতী ॥
প্রবল-তরঙ্গা, চলিল গঙ্গা,
ভৈরব কর্ম্মনাশা।
ধাইল দ্রুতপদ, সঙ্গে মহানদ,
বাহুদা চলে বিপাশা ॥
আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর,
শিলাই চন্দ্রভাগা।
দোনাই কোঁপাই, ধাইল দুই ভাই,
বগড়ির খানা ধায় বগা ॥
ধাইল ঝুমঝুমি, করিয়া দামাদামি,
ক্ষীরাই শুণ্ডাই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলি, পুষ্কর কুতূহলী,
রত্না চলিল রঙ্গে ॥
খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী,
ধায় কাণা দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে, চলে নানা রঙ্গে,
আর বুড়া মন্তেশ্বর ॥
ধাইল বরুণা, চলিল যমুনা,
অজয় আর সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী, বাঁকা ধায় গোমতী,
সরযূ আর কংশাবতী ॥
ধাইল কাঁসাই, মহানদ বিড়াই,
খরস্রোতে বামুনের খানা।
চারি দিকে জল, ধাইল ধবল,
মগরা জুড়িয়া ফেনা ॥
বাজায়ে ডিণ্ডি, কহই চণ্ডী,
নামিলা সত্বর হয়ে।
সঙ্গে কালা ঘাই, লৈয়া সাত ভাই,
সুবর্ণরেখা সঙ্গে লয়ে ॥
দ্বিজ অবতংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম ॥

মেলানি—বিদায়। হাতেঘর=হেতেগড় (বঙ্গবাসী)।

দুর্জ্জয় ঝড়।

ঈশানে উঠিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুড় দুড়॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
নদী জলে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা।
কুল জুড়ে বহে জল একাকার ধরা॥
করিকর সমান বরিষে জল-ধারা।
জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা॥
দিবানিশি সম চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোনজন॥
অবিশ্রান্ত নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি॥
ছৈঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥
চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান।
ডিঙ্গার ছাউনি ভাঙ্গি করে খান খান॥
ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় বীর করে ঢ়ষাঢ়ষি।
কৌতুকে হাসেন জয়া সিংহরথে বসি॥
সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার।
বিষম সঙ্কটে পাব কিরূপে নিস্তার॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শিলা বাজে যেন গুলি, ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি,
বেগে জল যেন বাজে কাঁড়।
বিষম জলের ভয়, প্রাণ স্থির নাহি হয়,
দাঁড়ীতে ধরিতে নারে দাঁড়॥
দুঃসহ বিষম ঝড়ে, গাছ উপাড়িয়া পড়ে,
দুকূল জুড়িয়া বহে ফেনা।
কহ কর্ণধার ভাই, কিমতে নিস্তার পাই,
ভাঙ্গা নৌকা ভাসে কতখানা॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টিজলে ডিঙ্গা বুড়ে,
নেয়ে পাইক জড় হৈল শীতে।
শুন ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার,
জলে অহি ভাসে শতে শতে॥
দেখহ নায়ের পাশে, হাঙ্গর কুম্ভীর ভাসে,
ভয়ঙ্কর বিকট দশন।
কাণ্ডার উপায় বল, দেখি যে প্রলয় জল,
আজি দেখি সংশয় জীবন॥
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা, স্মরণ করহ গঙ্গা,
অন্তকালে ভজ পশুপতি।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে, শঙ্কর বলিয়া কান্দে,
উর্দ্ধবাহু সাধু ধনপতি॥
গুণরাজ মিশ্র-সুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

ধনপতির বিলাপ।

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
অরি হৈল দেবরাজ, বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ,
বরিষে মুষলধারে জল॥
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক, না পাই জীবন রাখ
নাহি জানি কোন গ্রহ-ফল।
নাহি জানি দিবা রাতি, ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি
ঝলকে ঝলকে বহে জল॥

ছয় খানি ডিঙ্গার নাশ।

স্মরণ করিলা চণ্ডী পবন-নন্দন।
অন্তরীক্ষে আইল বীর দেবীর সদন॥
দুটি কান দেখি বীরের বদরীর পাতা।
গুবাক সমান হৈল হনুমানের মাথা॥
অঙ্গুলি প্রমাণ হৈল হনুমান বীর।
পবনের পুত্র হয় পবনেতে স্থির॥

বেঙ্গতড়কা—ভয়ে বেঙ্গ লাফাইয়া উঠে এমন, তড়কা—লাফান বা ভয় পাওয়া। কাঁড়—ধনু এখানে তীর।

অভয়া-চরণে বীর নোয়াইল মাথা।
কি কার্য্য করিব কহ হেমন্তদুহিতা॥
সমুদ্র শুষিব কিবা পাড়িব আকাশ।
সুমেরু তুলিব কিবা করিব গরাস॥
অভয়া বলেন বাছা শুনহ উত্তর।
মোরে নিন্দি বুলে ধনপতি সদাগর॥
লঙ্ঘেছে আমার বারি শুন হনুমান।
ছয় ডিঙ্গা ডুবাও মোর বিদ্যমান॥
এমন আরতি পেয়ে বীর হনুমান।
একবারে ডুবাইল ডিঙ্গা দুই খান॥
দুইখান ডিঙ্গা তার জলে ডুবে গেল।
ধনপতি বলে মোর বিপদ ঘুচিল॥
শিবকে স্মরিয়া তবে বলে সদাগব।
পাঁচ ডিঙ্গা লয়ে যাব সিংহল নগর॥
পুনরপি ক্রোধিত হইয়া হনুমান।
লাফ দিয়া ডুবাইল আর দুইখান॥
পশুপতি স্মরিয়া সে সদাগব বলে।
আর কি করিতে পারে মগরার জলে॥
পুনরায় ক্রোধিত হইয়া হনুমান।
একে একে ডুবাইল ডিঙ্গা ছয়খান॥
হংসডিম্ব প্রায় যেন মধুকর ভাসে।
ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে॥
ঘূরণিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক।
পাকে ফিরে ডিঙ্গা যেন কুমারের চাক॥
বরুণে ডাকিয়া মাতা দিল গুয়া পাণ।
অঙ্গীকার কর বাছা মোর বিদ্যমান॥
শ্রীদাম সুদাম আদি গোপের বালক।
হইলেন প্রজাপতি আপনি পালক॥
তেমনি রাখিবে মোর নায়ের নফর।
মগরায় রাখ ডিঙ্গা জলের ভিতর॥
নাহি হবে দ্বাদশ বৎসর ভুখ শোষ।
এ কর্ম্ম করিলে মোর পরম সন্তোষ॥
যে সকল আজ্ঞা মোরে করিলা ভবানী।
আজ্ঞা অনুসারে কর্ম্ম করিব আপনি॥
সবে মাত্র রাখিল সাধুর মধুকর।
গাইল পাঁচালি শ্রীমুকুন্দ কবিবর॥

নাবিকদিগের রোদন।

কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হাবাই॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাথ।
হলদীগুঁড়া হাবাইল শুকুতাব পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ না দেখিলুঁ মাগু পো॥
আব বাঙ্গাল বলে আমি অই তাপে মৈল।
কালী গুবী দুটী ক্লাগু সেই কোথা গেল॥
এইরূপে শোকে কান্দে যতেক বাঙ্গাল।
জনমের মত সবে হইলুঁ কাঙ্গাল॥
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত।

চণ্ডীব আক্ষেপ।

পদ্মা কেনবা আনিলুঁ নদ নদী।
ডুবাইল সাধুর নায়, শঙ্কর শুনিতে পায়,
তখন করিব কোন বুদ্ধি॥
হয়ে সাধু শুদ্ধমতি নিত্য পূজে পশুপতি,
একভাবে সেবক-বৎসলে।
সাধু সনে কৈলুঁ বাদ, হৈল বড় পরমাদ,
ছয় ডিঙ্গা ডুবাইলুঁ জলে॥
নিত্য সেবে প্রভু হর, তারে মোব বড় ডর,
ব্রহ্মবধ সম তাব বধ।
সদাগরে দিলে দুঃখ, প্রভু না দেখিবে মুখ,
পদে পদে আমাব বিপদ॥
শুনেছি শঙ্কর স্থানে, দেবগণ বিদ্যমানে,
আগে ধনপতির গণনা।

ভুখ—ক্ষুধা। শোষ—পিপাসা।

বাজ বৃষ্টি শিলা পড়ে, যদি সাধু মরে ঝড়ে,
দূর হবে আমার মাননা॥
যত নদ-নদীগণ, মেঘে দেও বিসর্জ্জন,
মন্দিরে চলহ হনুমান।
শিব-পদে দিয়া মতি, সুখে যাক ধনপতি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

ধনপতির কালীদহ গমন।

ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়।
ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর দ্রুতগতি যায়॥
ডাহিনে বামে এড়াইল কত শত দেশ।
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোনার মহেশ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন॥
দক্ষিণে মেদিনী-মল্ল বামে বীর থানা।
কেরোয়ালে ঝমঝমি নদী জুড়ে ফেনা॥
কলাহাটী ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের ঘাট বামদিকে থুইয়া॥
ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারামদের ডরে॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে॥
কনকরচিত চক্র রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর॥
বহিত্র বান্ধিয়া বলে বেনের নন্দন।
এখানে করিব আজি প্রসাদ ভোজন॥
রাজরাজেশ্বর শত দণ্ডবৎ হয়ে।
চলিলেন সদাগর প্রসাদান্ন খেয়ে॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর॥
চিঙ্গড়ীদহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন।
গোঁফ উভ করে যেন নলখড়ি বন॥
সদাগর বলে শুন কাণ্ডার বুলন।
মধ্য গাঙ্গে দেখি কেন নলখড়ি বন॥
কর্ণধার ছিল তাহে বুদ্ধিতে আগলী।
সেই দহে ফেলি দিল গুড়চাউলী॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কাঁকড়াদহেতে ডিঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
দাড়ায় ধরিয়া তার বহিত্র রহায়॥
শৃগালের ডাক তথা কাণ্ডার করিল।
সেই দহ সদাগর বাহিয়া চলিল॥
বুদ্ধি বলে যায় সাধু বহিত্র বাহিয়া।
সর্পদহেতে ডিঙ্গা উত্তরিল গিয়া॥
সুবুদ্ধি কাণ্ডার তাহে বুদ্ধি সৃজিয়ে।
ইসরমূল লয়েছিল নৌকায় বান্ধিয়ে॥
সর্পদহ সদাগর করি তেয়াগন।
কুম্ভীরের দহে ডিঙ্গা দিল দরশন॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
খাজুরের গাছ যেন ভাসিয়া বেড়ায়॥
ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই।
এ সব বিষম দহ কেমনে এড়াই॥
কর্ণধার ছিল তাতে বুদ্ধিতে আগল।
সেই দহে ফেলে দিল পোড়ায়ে ছাগল॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কড়িয়াদহেতে সাধু উত্তরিল গিয়া॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
পুটিমৎস্য সম কড়ি লাফায়ে বেড়ায়॥
সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মনে কর পুটিমৎস্য খাই॥
কর্ণধার বলে সাধু তুমি বড় চাষা।
কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা॥
জোয়ার ভাটা বুঝিয়া লোহার বাড় দিল।
পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দী কৈল
কূলেতে করিয়া খাত পুঁতিয়া রাখিল।
রাম কলার গাছ পুঁতে নিশানি থুইল॥

মাননা—সম্মান, আদর। হারামদ—পর্তুগীজ জলদস্যু। আগলী—দক্ষ; আগাব। রহায়—আটক করে।

সেই দহ সদাগর কৈল তেয়াগন।
শঙ্খদহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
রুই মৎস্য সম শঙ্খ লাফায়ে বেড়ায়॥
ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মনে কর রুই মাছ খাই॥
তুমি নাহি জান সাধু গাঙ্গের আদি মূল।
ইহাকে বলিয়ে সাধু শঙ্খদহ কূল॥
লোহার জালেতে তারা শঙ্খ বন্ধ কৈল।
কূলেতে করিয়া খাদ শঙ্খ রাখি দিল॥
সেই দহ সদাগর ত্বরিত বাহিয়া।
হাথিয়াদহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥
হাথিয়াদহের কিছু শুনহ কাহিনী।
যাহার নাম্বতে আছে দশ যোজন পানী॥
তাহার উপরে গাছ গরু মানুষ বলে।
দহেতে ঠেকিয়া তবে ডিঙ্গা নাহি চলে॥
খরশাণ কাতিখান নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধি বলে যায় সাধু হাথিদহ দিয়া॥
হাথিদহ হৈতে পার হৈল বুহিতাল।
বাম দিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বহিত্র বাহিয়া॥
চন্দ্রকূট পর্ব্বত যথা যক্ষ রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
মোহানে সীতাখালি প্রবেশে হাড়খান।
ত্যাগ করি গেল সাধু লঙ্কার মোহান॥
অলঙ্ঘ্য সাগর ডানি বামে নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেতে সিংহল॥
রাত্রিদিন বাহে সাধু তিলেক না রহে।
উপনীত সদাগর হৈলা কালীদহে॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
ধনপতি ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥
আপনি করিলা মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥
অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবর।
ভাসিতে লাগিল শতদলের উপর॥
পুষ্পের ধনুকে মাতা পূরিল সন্ধান।
ধনপতি হৃদয়ে মারিল পঞ্চবাণ॥
মোহ গেল ধনপতি নায়ের উপর।
চেতন করাল তারে নায়ের গাবর॥
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
কন্যারে ধরিয়া আনি রাখে কোনজনে॥
কাণ্ডার বলয়ে হে অবোধ সদাগর।
কোথায় দেখিলে পদ্মা কামিনী কুঞ্জর॥
বড়ই দুরন্ত এই রাজা শালবান।
ধনপতি বলে ভাই কর অবধান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কমলে কামিনী বর্ণন।

অপরূপ হের আর, দেখ ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি বামা বাম করে, উগারয়ে করিবরে,
পুনরপি করয়ে সংহার॥
কমল-কনক-রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদন-সুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
রাজহংস-রব জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি,
দশ নখে দশ চন্দ্র ভাসে।
কোকনদ দর্প হরে, বেষ্টিত যাবক করে,
অঙ্গুলি চম্পক-পরকাশে॥
অধর বিম্বক-বন্ধু, বদন শারদ-ইন্দু,
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর ফোঁটা,
তনুরুচি ভুবন-মোহন॥

নাম্বতে—নীচে। বুলে—বেড়ায়। জাঙ্গাল—বাঁধ। নায়ের গাবর—গলুইএর মাঝি। যাবক—আলতা।

রামা অতি কৃশোদরী, ভার দুই কুচগিরি,
নিবিড় নিতম্বদেশ তার।
বদন ঈষৎ মিলে, কুঞ্জর উগারি গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকার॥
রামার ঈষৎ হাসে, গগনমণ্ডল ভাসে,
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত কত শত ধায় অলি॥
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষী,
কর্ণধার করে নিবেদন।
করী পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির সিংহল গমন।

হেদেরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষী॥
প্রামাণিক যোজন গভীর বহে জল।
ইথে উপজয়ে ভাই কেমনে কমল॥
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভর।
তরঙ্গের হিল্লোলে করয়ে থর থর॥
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলায় কামিনী উগারয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি রামা তায় করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ।
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ॥
খদির-তাম্বূল-রাগ ওষ্ঠ নাহি ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে॥
উষা উমা হয় কিবা রতি অরুন্ধতী।
ভবানী ভৈরবী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী॥
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত।
হেন বুঝি মোরে কিবা বিধি বিড়ম্বিত॥
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
নিকটে হইল রাজ্য সিংহল নগর॥
জল বিসর্জ্জিয়া সাধু করিল গমন।
রত্নমালার ঘাটে গিয়া দিল দরশন॥
গোজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে
বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে সচকিত হৈলা নৃপমণি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সিংহলে ত্রাস।

কূলে উঠে নেয়ে-পাইক বাজায় বাজনা।
সিংহল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
চমকিত সর্ব্বজনা॥
ঘন বাজে দামামা, চমকিত সর্ব্ব গাঁ,
তবকী তবকে বোল।
পাইক দেয় উড়াপাক, ঘন বাজে বীরঢাক,
কেহ কার নাহি শুনে বোল॥
বরঙ্গ ভেরী, দোসারী মোহরি,
ঘন ঘন বাজে বীর কালী।
শিঙ্গা আর কাড়া, ঘন পড়ে সাড়া,
কর্ণেতে লাগিল তালি॥
ডিমি ডিমি ডম্বুর, পূরয়ে অম্বর,
ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে সানি, রণ জয় বেণী,
সিংহলে উঠিল কম্প॥
খেলে পাইক বাঙ্গালী, খাণ্ডা ফণা বিজুলি,
কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা।

প্রামাণিক—প্রমাণলব্ধ, বিশ্বাসযোগ্য। রেজা—লক্ষ্য।

মণ্ডলী করিয়া, ধায় রায়বাঁশিয়া
কেহ ধায় ফিরায়ে নেজা ॥
পাইকের কল কল, ভরিল সিংহল,
শিঙ্গা কাড়া ঠমক নিশান।
সুভট্ট ভয়ঙ্করী, সঘনে সুছন্দরী,
গগনে হানে শিখিবাণ ॥
খাটায়ে তাম্বু ঘর, বসিলা সদাগর,
পরিসর নদীর কূলে।
দিবানিশি ডাকে, সিংহল কাঁপে,
পরিজন রহে তরুমূলে ॥
মধ্যাহ্ন দিনকৃতি, করিল ধনপতি,
শুনয়ে আগম পুরাণ।
শ্রীকবিকঙ্কণ, কহে নিবেদন,
অভয়া পূর মোর কাম ॥

কোটালের সহিত সদাগরের বচসা।

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে সচকিত হৈল নৃপমণি ॥
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন ॥
দেশ লুটে খাও বেটা দেশের বিধাতা।
ভাল মন্দ নাহি দিস্ দেশের বারতা ॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন।
বারতা জানিয়া শীঘ্র কর নিবেদন ॥
ঘরদল হয় যদি আন মোর পুর।
পরদল হয় যদি মারি কর দূর ॥
বৈদেশিক হয় যদি আন মোর ঠাঁই।
মারি দূর কর যদি না মানে দোহাই ॥
গজস্কন্ধে কালুদত্ত যায় ধাওয়া-ধাই।
কূলেতে উঠিতে দেয় রাজার দোহাই ॥
ঘরদল পরদল নাহি জানি তোমা।
প্রবেশি রাজার পুরে কেন বাজাও দামা ॥
নহি ঘরদল আমি নহি পরদল।
বৈদেশিক সাধু আমি এসেছি সিংহল ॥
রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই।
নতুবা ভাসিব জলে কি করে দোহাই ॥
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকা চুরি।
পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারী ॥
তোর দেশে আসি আমি নাহি খাই জল।
কি কারণে তুই চক্ষু করিস্ পাকল ॥
সাধু নহ চোর তুমি মিছে তোর ভরা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাকা দিবে পারা ॥
সাধু বলে যেই চোর নাহিক পাত্যারা।
দেখহ সকল লোক আপনার পারা ॥
প্রীতিবাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।
শিব বলি যান সাধু রাজার দুয়ার ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ভেট লইয়া সিংহলাধিপতির নিকট
ধনপতির গমন।

করিয়া যুকতি, সাধু ধনপতি,
চিত্তেতে করিয়া ভাবনা।
আনন্দে সদাগর, ভেটিতে নৃপবর,
ভেট দ্রব্য করে সংযোজনা ॥
কলা নিল মর্ত্তমান, দোসালিয়া গুয়াপাণ,
আম্র পনস নারিকেল।
শালি তণ্ডুল গাছ বান্ধি, ফুল মধু বাস দধি,
খাসা চিনি লাড়ু গঙ্গাজল ॥
বারমেসে পাকা তাল, কুল করঞ্জা কামরাল,
পিণ্ডখাজুর দেখিতে সুসার।
রাজহংস পূরি খাঁচা জোড়া কপোতের ছা,
হরিণী লইল কালসার ॥
চামঠুলি ঢাকি আঁখি, লইল সঞ্চান পাখী,
সিংহ ব্যাঘ্র শিকারী কুক্কুর।

রায়বাঁশিয়া—খেলোয়াড়। নেজা—বাটুল; বাণ, বর্শা। পরিজন—অনুচরবর্গ। সুভট্ট—ভাল যোদ্ধা। দিনকৃতি—দৈনিক পূজা আহ্নিক। দিগারী—ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ হেতু প্রাপ্য অর্থ। দোসালিয়া—দুই বৎসরের (পাকা) পাণ। পনস—কাঁটাল।

নিল ঘুঝারিয়া ভেড়া, জিনের সহিত ঘোড়া,
পৃথিবীতে নাহি পড়ে পার॥
শিখিপুচ্ছ বিরচিত, মণি মুক্তা উপনীত,
আতপত্রে শোভে রাঙ্গা ডাটী।
একশত পঞ্চাশ ভেট, কম্বলগড়া বাস ভোট,
ময়ুর-পাখার গঙ্গাজলি পাটী॥
আগে পাছে যায় ভার, দেখি লোকে চমৎকার,
চেয়ে রয় পাটনের লোকে।
সদাগর পিছে নড়ে, হাঁচি জ্যেঠি বাধা পড়ে,
দুঃখ ভাবে বিধির বিপাকে॥
তাড়বালা কানে সোনা, ধায় কত শত জনা,
আগে পাছে পাইক সব ধায়।
রাজার সভায় আসি, প্রণাম করিয়া বসি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায়॥

রাজসমীপে ধনপতির পরিচয় দান।

করি সম্ভাষণ, বেণের নন্দন,
রাখে বদলের সাজ।
দেখিয়া বিস্ময়, চাহে পরিচয়,
নৃপতি সিংহলরাজ॥
করি অবগতি, শুন নরপতি,
গৌড় দেশে মোর বাস।
বিক্রমকেশরী, সাজি সাত তরী,
পাঠাল তোমার পাশ॥
চামর চন্দন, শঙ্খ আদি ধন,
নাহিক রাজার ভাণ্ডারে।
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে, আইলুঁ সিন্ধু বেয়ে,
তোমার এই সফরে॥
গন্ধবেণে জাতি, উজ্জয়িনী স্থিতি,
দত্তকুলে উৎপতি।
অজয়ের তটে, গঙ্গার নিকটে,
বসি নাম ধনপতি॥

রাজা মহাশয়, চাপে ধনঞ্জয়,
প্রজার পালনে রাম।
প্রতাপে অসীম, মল্লে যেন ভীম,
দস্যু চোরে সবে বাম॥
পণ্ডিত সৎকবি, তেজে যেন রবি,
নারদ সমান গানে।
সুমতি সুস্থির, সত্যে যুধিষ্ঠির,
কল্পতরু সম দানে॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজন।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণে গান॥

বিনিময় দ্রব্যের পরিচয় দান।

বদল আশে নানা দ্রব্য এনেছি সিংহলে।
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতুহলে॥
তুরঙ্গ বদলে, কুরঙ্গ দিবে,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ দিবে,
শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ দিবে,
পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে, জায়ফল দিবে,
বহড়ার বদলে গুয়া॥
সিন্দূর বদলে, হিঙ্গুল দিবে,
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটশণ বদলে, ধবল চামর,
কাচের বদলে নীলা॥
লবণ বদলে, সৈন্ধব দিবে,
শুলফার বদলে জিরা।
আকন্দ বদলে, মাকন্দ দিবে,
হরিতাল বদলে হীরা॥

আতপত্র—ছত্র। চাপে—ধনুকে। বাম—প্রতিকূল। মাকন্দ—চন্দন।

চইয়ের বদলে, চন্দন দিবে,
পাটের বদলে গড়া।
শুক্তার বদলে, মুকুতা দিবে,
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
মাষ মসূরী, তণ্ডুল ধূসরি,
বাটুল্যা বরবটী চিনা।
বদল শকটে, তৈল পূরি ঘটে,
সদাগর এনেছে কিন্যা॥
গোধূম যব, খুড়িয়া গম,
তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া বহুতর, পূরেছি মধুকর,
লবণের পাতিয়া গোলা॥
জগদবতংসে, পালধিবংশে,
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম॥

অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিতের কথা।

বদলের সজ্জা রাজা কৈল অঙ্গীকার।
শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যভার॥
সাধুকে তুষিল রাজা ভূষণ চন্দনে।
বিদায় করিয়া দিল রন্ধন ভোজনে॥
অগ্নিশর্ম্মা নামে দ্বিজ রাজপুরোহিত।
রাজার সভায় আসি হৈল উপনীত॥
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিল কম্বলে।
হাস পরিহাস কথা কহে কুতূহলে॥
চারিদিকে দেখিয়া ভেটের আয়োজন।
সহাস্য বদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসেন॥
আজি ভেটদ্রব্য রায় দেখি চারি ভিতে।
মনোহর নানা দ্রব্য পাইলে কোথাতে॥
গৌড় হৈতে আইল সাধু নাম ধনপতি।
নানা ধন দিয়া মোরে করিল প্রণতি॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অতি রোষে।
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে॥
বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন।
কার্য্য কারণের কালে আমি উদাসীন॥
পঞ্চ-পাত্র-মিত্রে রাজা মাথা করে হেঁট।
আমি সব বঞ্চিত সবার কোলে ভেট॥
এত বলি অগ্নিশর্ম্মা যায় সভা ছাড়ি।
প্রবোধ করিল পাত্র তার পায়ে পড়ি॥
রাজার আদেশে পুনঃ কালু দণ্ড পায়।
পুনরপি আনে সাধু রাজার সভায়॥
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে দেশের বারতা।
কিবা নায়ে তটে আইলে কহ সাধু কথা॥
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কমলে কামিনীর কথা।

রাজার আরতি পা'য়া, সঙ্গে সাত তরী লৈয়া,
নদনদী সিন্ধু মহালয়।
অবধান কর ভূপ, যে দেখিলুঁ অপরূপ,
কহিতে পরাণে বাসি ভয়॥
সঙ্গে সাত তরী লৈয়া, আইলুঁ অজয় বৈয়া,
উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে।
ধৌত হরিপদদ্বন্দ্বা, বাহিলুঁ অলকানন্দা,
কুতূহলে আইলুঁ গীত নাটে॥
ডানি বামে যত গ্রাম, তার কত লব নাম,
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে।
প্রভাতে করিয়া স্নান, যথাবিধি পিণ্ডদান,
ঘটে পূরে নিল গঙ্গানীরে॥
রাত্রিদিন বাহি যায়, উপনীত মগরায়,
ঝড় বৃষ্টি হৈল বহুতর।
ছয় ডিঙ্গা হৈল হত, যে দুঃখ কহিব কত,
রক্ষা পাইল এক মধুকর॥

কিন্যা—কিনিয়া।

জাহ্নবী সাগরসঙ্গ, পর্ব্বত-প্রমাণ-ভঙ্গ,
বাহিলুঁ পরাণ করি হাতে।
ডানি ভাগে নীলগিরি, সিন্ধুতটে অবতরি,
দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে॥
কেবল দুঃখের পথ, বাহিলাম নানা মত,
উপনীত হইলুঁ সিংহলে।
সুধন্য সিংহল দেশ, কালীদহে পরবেশ,
জল আচ্ছাদিল শতদলে॥
কালীদহের জলে, কুমারী কমল-দলে
গজ গিলে উগরে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী বালা, মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা,
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা॥
সাধুর বচন শুনি, রোষযুত নৃপমণি,
চাহে রাজা পাত্রের বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
শুনিয়া হাসেন সর্ব্বজন॥

ধনপতির সহিত শালবানের কথোপকথন।

সাধুর বচনে শালবান নৃপ হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে॥
বিদেশে আসিয়া সাধু পাইলে তরাস।
কি ভাগ্যে তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস॥
সাধু বলে স্থানগুণে কর উপলম্ভ।
গজ কন্যা বান্ধি আনি করহ বিলম্ব॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি কর নৃপবর।
কমল কুসুমে পারি ছেয়ে দিতে ঘর॥
বাঁধিয়া আনিতাম রায় কমলকামিনী।
করিলুঁ তোমারে ভয় নৃপচূড়ামণি॥
রাজসভাযোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্রবিচারে উচিত হয় দণ্ড॥
সাধু বলে যদি মিথ্যা আমার রচন।
লুটিয়া লইবে মোর বহিত্রের ধন॥
দ্বাদশ-বৎসর বন্দী থাকি কারাগারে।
যদি দেখাইতে নারি কামিনী কুঞ্জরে॥
রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন।
অর্দ্ধরাজ্য দিব আর অর্দ্ধ সিংহাসন॥
এই বাক্য বলে রাজা সভাবিদ্যমান।
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা ইথে নাহি আন॥
রাজা সাধু মিলি কৈল প্রতিজ্ঞা বচন।
মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কমলে কামিনী দর্শনার্থ সদলবলে
রাজা ও ধনপতির গমন

অপরূপ কথা শুনি, শালবান নৃপমণি,
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে, কুঞ্জর উগারি গ্রাসে,
শুনি পুরে ধায় সর্ব্ব জনা॥
শৃঙ্গ শঙ্খ উচ্চরোল, কত বাজে ঢাক ঢোল,
কাড়া পড়া মৃদঙ্গ করতাল।
ডম্ফ মুহুরি বাজে, বীরকালী তায় সাজে,
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল॥
গজ-পৃষ্ঠে বাজে দামা, সাজিল রাজার মামা,
আড়ম্বরে পূরিল গগন।
ধবল চামর ছটা, উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা,
গণ্ডস্থলে সিন্দূর-মণ্ডন॥
করি-পৃষ্ঠে নরপতি, মাথায় ধবল ছাতি,
চারিদিকে পাত্রের পয়াণ।
যবন কিরাত শক, আগুদলে উজবক,
খোরাসানি মোগল পাঠান॥
আপনার নিজদল, অষ্টশত মল্লবল,
ভূঞা রাজা করিল পয়াণ।
লইয়া আপন সেনা, আগুদলে খানখানা,
ঘন শিঙ্গা ঠমক নিশান॥

ভঙ্গ—তরঙ্গ। উপলম্ভ—তিরস্কার। ভূঞারাজা সামন্ত রাজা।

সাজ বলি পড়ে রা, সাজিল রাজার মা,
কালীদহে দেখিতে কমল।
দাস-দাসীগণ সঙ্গে, চলিলা পরম রঙ্গে,
মনে হয়ে মহা কুতূহল॥
সঙ্গে নবলক্ষ দলে, উত্তবিল নদী-কূলে,
নাবিক জোগায় নৌকাচয়।
নৃপতি চড়িল নায়, কুঞ্জব দেখিতে যায়,
উপনীত হৈল কালীদয়॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শালবানের ক্রোধ।

কালীদহে উপনীত হৈলা নরপতি।
পঞ্চপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি॥
ধনপতি সদাগরে বলে নৃপবব।
দেখাহ কমলে সাধু কামিনী কুঞ্জর॥
হাসিয়া সিদ্ধান্ত করে সাধু ধনপতি।
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি॥
দেখিলুঁ যতেক আমি এক মিথ্যা নয়।
আছিল যে কমল ঢাকিত তব নায়॥
জোয়ারে লেউক ভাটি টুটে যাক্ জল।
দিন দুই তিন থাক দেখাব কমল॥
আমার বচনে রায় কর অবধান।
কাণ্ডার আমার সাক্ষী আছয়ে প্রমাণ॥
আইসরে কাণ্ডার সত্য বলরে আমারে।
তুমি কি দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে॥
সত্য বাক্যে স্বর্গ যায় মিথ্যায় নরক হয়।
হেন মিথ্যা হেতু ভাই ক'রো কিছু ভয়॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় করে পিণ্ডদান ধরে তিল কুশ॥
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্যবাণী।
কহিল পুরাণে শুন ব্যাস মহামুনি॥
সত্য বাণীসম ধর্ম্ম না শুনি শ্রবণে।
অসত্য সমান পাপ নাহি ত্রিভুবনে॥
অবনী বলেন আমি সবাকারে বই।
মিথ্যা যেবা বলে তাব ভার নাহি সই॥
জলে দাণ্ডাইয়া বল পূর্ব্বমুখ হয়ে।
একানৈ পুরুষ তোর আছে দাঁড়াইয়ে॥
মিথ্যা বাক্য যদি কহ হবে ফলাফল।
নবকে পচিবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর॥
সাধুর বচন শুনি বলে কর্ণধার।
আমি নাহি দেখি হেথা কামিনী কুঞ্জর॥
রাজা বলে সাক্ষী হৈও ধর্ম্মার্থকাহিনী।
আপন সাক্ষীতে বেটা হাবিলে আপনি॥
সবে সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগরে।
বাজবাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকরে॥
অভয়ার চবণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কারাগারে ধনপতি।

নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে কালু নিশীশ্বরে।
ঢেকা মাবি সদাগরে লয় কারাগারে॥
নায়ের বাঙ্গাল কান্দে নায়ের নফর।
আর না যাইব ভাই উজানী নগর॥
এক বাঙ্গাল কান্দে বাফোই বাফোই।
যাতুয়ার পাকে সব গেল ওরে বাই॥
আর বাঙ্গাল কাঁদে তার চক্ষে পড়ে লো।
ভাঙ্গেব ছাকনা গেল তায়ে বড় মো॥
আর বাঙ্গাল কান্দে বাই বড় হৈল লাজ।
বিদেশে আসিয়া সাধু করিলে কি কাজ॥

লেউক—গত হউক। ভাঙ্গ—সিদ্ধি। ছাকনা—ছাঁকিবার পাত্র।

আর বাঙ্গাল বলে হের আইস বাই পো।
মাগু মরিলে আর না দেখিব পুনি পো॥
এমনি বাঙ্গাল সব করয়ে রোদন।
সাধুকে করিল রাজা নিগড়-বন্ধন॥
সওয়া ক্রোশ ঘর খান একটি দুয়ার।
দিবস দুপুরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥
বন্দী দেখি সদাগব বলে ভাই ভাই।
সুসারিয়া দেহ মোরে একটুকু ঠাঁই॥
গলায় জিঞ্জির দিল চরণে নিগড়।
বুকে তুলে দিল তার জগদল পাথর॥
জটে দড়ি দিয়া চালে বান্ধিলেক তারে।
নড়িতে চড়িতে তারে পোতামাঝি মারে॥
বন্দীতে রহিল তবে বেণের নন্দন।
কৈলাসে জানিল চণ্ডী যতেক কারণ॥
ব্রাহ্মণী বেশেতে বসি সাধুর শিয়রে।
কৃপা করি ভগবতী বলে ধীবে ধীরে॥
সাধু ধনপতি এবে সেব মহামায়া।
স্বপন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া॥
স্মরণ করিবে যবে ভবানী ভবানী।
কালীদহে দেখাইব কমলে কামিনী॥
তুলি দিব মগরায় ডুবা ছয় নায়।
ভরিয়া ত দিব ধন যত লাগে তায়॥
মণি মুক্তা প্রবালে পূরিয়া মধুকর।
কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহলঈশ্বর॥
তোরে আমি বলি সাধু কবিয়া দঢ়ান।
চণ্ডিকা ভজিলে তবে হইবে ছাড়ান॥
হাটে সুতা বেচিবেক লক্ষপতির ঝি।
সংক্ষেপে কহিলুঁ তোরে আর কব কি॥
ধনপতি নিশি-শেষে দেখিল স্বপন।
সম্ভ্রমে স্মরয়ে সাধু গজেন্দ্র-মোক্ষণ॥
যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি॥
হাসিতে লাগিল দুর্গা সেবক-বৎসল।
দৃঢ় ভক্ত বটে ধনপতি সদাগর॥
পায়েতে ঠেলিল দেবী জগদল পাথর।
বন্ধন উসাস তাব করিল সত্বর॥
বন্দীতে রহিল তথা বেণের নন্দন।
ভিক্ষা করি পোষে তারে কাণ্ডাব বুলন॥
কোথা গেল ক্ষীরখণ্ড চিনি মর্ত্তমান।
ক্ষুধা পাইলে সদাগর তণ্ডুল চিবান॥
কোন দিনে মিলে লোণ নাহি মিলে তেল।
অনুদিন সাধুর হৃদয়ে বাজে শেল॥
কারাগারে সদাগর সিংহল পাটনে।
লহনা খুল্লনা নিয়ে শুনহ বচনে॥
ত্বরায় চলিল চণ্ডী সাধু বন্দী করি।
ব্রত দাসী আছে যথা খুল্লনা সুন্দরী॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

খুল্লনাব সাধ।

শুন দুয়া দাসী বলি তোমাবে।
এবে মোর মন কেমন করে॥
কহি নিজ সাধ শুন গো দাসী।
পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি॥
বাথুয়া ঠনঠনি তেলেতে পাক।
ডগি ডগি তোল ছোলার শাক॥
মীন চড়চড়ি কুমড়া বড়ি।
সরল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ী॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলি চিনি কিছু মিশায়ে খই॥
পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়।
খেতে মনে সাধ করেছি বড়॥
কনক থালেতে ওদন শালি।
কাঁজির সহিত করিয়া মেলি॥
হেন কাঁজি ভুঞ্জি মনেতে ভায়।
কচি কচি মূলা বেগুন তায়।

জগদল—বিষমভারী। পোতামাঝি—কারারক্ষক। দঢ়ান—খুব ঠিক। প্রাণী—প্রাণ। উসাস—আলগা। বন্দীতে—বন্দিভাবে বা বন্ধনেতে। সফরী—পুটি মাছ।

আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা।
আমসী কাসন্দি কুল করঞ্জা ॥
থোড় উড়ুম্বর ইচলী মাছে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে ॥
হিয়া দগদগী অন্তরে ভোক।
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক ॥
মনে কবি সাধ খাইতে মিঠা।
ক্ষীর নারিকেল ছাঁইর পিঠা ॥
বসিতে উঠিতে ফিরয়ে মাথা।
ঘন উঠে হাই কহিতে কথা ॥
সখী সাথে যদি বাড়াই পা।
আলুইয়া পড়ে সকল গা ॥
দুধে তিল গুঁড়ি মিশায়ে লাউ।
দধির সহিত খুদের জাউ ॥
চিঁড়া পাকাকলা দুগ্ধের সর।
কহি তুয়া এই শুন গো আর ॥
ঝুনা নারিকেল চিনির গুঁড়া।
করি আপনার সাধের চূড়া ॥
পতি পরবাসে সতিনী ঘরে।
কে সাধিবে মান কহিব কারে ॥
কি কহিব আর যে উঠে মনে।
শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত ভণে ॥

খুল্লনার সাধ ভক্ষণ।

কি আব খাইতে যায় মন।
কহনা খণ্ডিয়া লাজ, আনিব সাধের সাজ,
ভাণ্ডারে নাহিক কোন ধন ॥
সমর্পিয়া হাতে হাত, দূরে গেলা প্রাণনাথ,
তোমারে আমার বড় ডর।
আসিবেন আজি কালি, এসে পাছে দেন গালি,
এই মোর ভাবনা অন্তর ॥
গর্ভের দেখিয়া ভর, শুয়ে থাক নিরন্তর,
সদাই বদনে উঠে হাই।
দিনে দিনে বল টুটে, সদাই গুকার উঠে,
নাহি জানি কফ পিত্ত বাই ॥
সহিত দুর্ব্বলা সখী, লৈয়া তৈল আমলকী,
স্নান কব গিয়া নদীজলে।
বল হয় অন্ন মূল, কার বলে দিবে শূল,
দিন দিন দেখি ক্ষীণ বলে ॥
লহনার কথা শুনি, খুল্লনা বলেন বাণী,
আপনার শরীর সন্ধান।
উমাপদে হিতচিত, রচিল নূতন গীত,
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান ॥

লহনার প্রতি খুল্লনাব উক্তি।

দিদিগো এবে বড় সঙ্কট পরাণ।
মাতা পিতা দূরে ঘর, স্বামী গেল দেশান্তর,
তুমি সবে জীবন নিদান ॥
গর্ভের দেখিয়া ভর, মনে লাগে বড় ডর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ।
যদি মনোনত পাই, গ্রাস পাঁচ সাত খাই,
পোড়া মীনে জামীরের রস ॥
উদরে পবম ব্যথা, শুন দিদি দুঃখ-কথা,
ওদন ব্যঞ্জন বাসি বাবি।
যদি পাই মিঠা ঘোল, শকুল-বদরী-ঝোল,
তবে খাই গ্রাস দুই চারি ॥
লতাপাতা বন শাক, খর জ্বালে করি পাক,
সান্তোলিবে জোয়ানি ফোড়ঙ্গ দিয়া।
সন্তোলি লবণ তথি, দিবে হিঙ্গু জিরে মেথি,
বহিনেরে যদি কর দয়া ॥
নি-ধান করিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই,
আমড়া সংযোগে রাঙ্গা শাক।
যদি কিছু পাই পূপ, আমে মসূরির সূপ,
আমসিতে প্রাণ পাই রাখ ॥
আমি যেন পাই সোনা, শকুল মৎস্যের পোনা,
গোটা কাসন্দী দিয়া তথি।

ভোক—ক্ষুধা। ছাঁই—তিল নারিকেল গুড় পাক করিয়া যে মিষ্টান্ন হয়। ফিরে—ঘুরে। শূল—প্রসবার্থ বেগ। সবে—একমাত্র। জামীর—লেবু। শকুল-বদরী—কুলে আর শোল মাছের অম্বল। পূপ—পিষ্টক। নি-ধান।—ধান শূন্য।

হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঁজি উদর ভরিয়া ভুঞ্জি,
বন-শাকে বড়ই পীরিতি ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি, আপনি কলমে বসি,
যে বলান যেই বা লেখান।
দামুন্যানগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

শ্রীমন্তের জন্ম।

পূর্ণ হইল দশ মাস ইন্দ্রসুতা গর্ভবাস,
ভুঞ্জিল আপন কর্ম্ম-ফলে।
পশুপতি মারুত লড়ে, অনুক্ষণ ব্যথা পড়ে,
লোটায় খুল্লনা মহীতলে ॥
সখী-স্কন্ধে দিয়া কর, আসে যায় বাড়ী ঘর,
কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পানী।
আনি কেহ প্রিয় সই, মুখে তুলে দেয় খই,
খুল্লনা লহনায় বলে বাণী ॥
হইল উদর ভারী বসিতে উঠিতে নারি,
শুইলে ফিরিতে নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেঁট, ছুঁচে যেন বিন্ধে পেট,
দূর হৈল জীবনের আশ ॥
সংশয় জীবন-আশা, হইল মরণ দশা,
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ।
শত শঙ্কা বলি আমি, মোরে দয়া কর তুমি,
জীবনেতে আমার নিদান ॥
আমার বচন শুন, পড়শী ডাকিয়া আন,
যেবা জানে প্রসব-সন্ধান।
খুঁজিয়া নগরে জ্ঞানী, করগো ঔষধ পানী,
খুল্লনার রাখহ পরাণ ॥
খুল্লনার শুনি কথা, লহনার লাগে ব্যথা,
চলে রামা নগর ভিতর।
সেবক-সন্তাপ-খণ্ডী, ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী,
উরিলেন লহনা-গোচর ॥
কি কব পুণ্যের লেখা, লহনার সনে দেখা,
পড়ে রামা ব্রাহ্মণী-চরণে।
কৃপা করি ঠাকুরাণী, যে জান ঔষধ পানী,
খুল্লনার রাখহ জীবনে ॥
জানি জিজ্ঞাসেন মাতা, শুনহ প্রসব-কথা,
কপটে মন্ত্রিত কৈলা জল।
কেবল পুণ্যের ফল, খুল্লনা পিয়েন জল,
কুমার পড়িল মহীতল ॥
রাত্রি দিন তুয়া সেবি, রচিল নূতন কবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উরগো কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে

শ্রীমন্তের ষষ্ঠীপূজাদি।

প্রসবে খুল্লনা নারী পূর্ণ দশমাসে।
হইল তনয় রূপে দিগ পরকাশে ॥
ক্ষিতিতলে পড়ি শিশু করে উঙা উঙা।
কনকরুচির রূপ কি দিব উপমা ॥
নব শশী জিনি মুখ পঙ্কজ লোচন।
কুন্দে নিরমিল যেন অভিন্ন মদন ॥
হরষিত দুয়া দাসী ধায় দ্রুতপদ।
দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানদ ॥
কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আউড়ি।
দুয়ারে পূজেন ষষ্ঠী স্থাপিয়া গো-মুড়ি ॥
তিনদিনে করে রামা সুপথ্য পাঁচন।
ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা কৈল জাগরণ ॥
সপ্ত দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চনা।
অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহনা ॥
নয় দিনে নত্তা কৈল মনের হরষে।
ষষ্ঠী পূজা কৈল তার একুশ দিবসে ॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া পার্ব্বতী।
কৌতুকে শ্রীমন্ত কোলে কৈলা ভগবতী ॥
চিয়ায়ে খুল্লনা দেখে কোলে নাহি পো।
সবারে জিজ্ঞাসে রামা চক্ষে পড়ে লো ॥

রুচির—উজ্জ্বল। কুন্দ—সূত্রধরদের যন্ত্র বিশেষ। কাড়িয়া—টানিয়া। উপানদ—জুতা।

খুল্লনা বিপদ-সিন্ধু করিলা মার্জ্জন।
এক ভাবে চিন্তে রামা চণ্ডীর চরণ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী॥
এত স্তুতি কৈল যদি খুল্লনা যুবতী।
লহনার খট্টাতলে থুইল শ্রীপতি॥
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হইল খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা॥

শ্রীমন্তের নামকরণ।

দুর্ব্বলা গণকগণে, সম্ভ্রমে ডাকিয়া আনে,
দেখে তারা দীপিকা ভাস্বতী।
পুরোধা পণ্ডিত জন, অবধানে দেই মন,
দেখে তারা শিশুর জাওয়াতি॥
মকরে ধরণী-সুত, বৃষে চাঁদ গুরুযুত,
মেষে লিখে প্রচণ্ড কিরণে।
তুঙ্গ ঘরে বৈসে রাহু, সূচয়ে কল্যাণ বহু,
বুধ লিখে গুরুর ভবনে॥
চাপ লগ্নে শনৈশ্চর, তুলারাশে ভৃগুবর,
মঙ্গল সূচন করে কেতু।
শুভ যোগ কাল দণ্ড, ইথে জাত নহে ছণ্ড,
পিতার উদ্ধারে হবে হেতু॥
সকল বিদ্যায় ধীর, সত্য বাক্যে যুধিষ্ঠির,
দানে হবে কর্ণের সমান।
শুকদেব সম জ্ঞানী, কুবের সমান ধনী,
দীর্ঘজীবী পরম কল্যাণ॥
দ্বাদশ বৎসর কালে, ডিঙ্গা সাজি বুহিতালে,
সিংহলেতে করিবে প্রবেশ।
শালবান নৃপে দণ্ডি, পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী,
করিবেক পিতার উদ্দেশ॥
রূপে অভিনব কাম, ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম,
থুয়ে সবে চলিল ভবনে।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

খুল্লনাকৃত শ্রীমন্তের সোহাগ।

আয় আয়রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায়॥
আনিব তুলিয়ে গগনফুল।
একৈক ফুলের লক্ষৈক মূল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া পরাব হার।
সোনার বাছা কেঁদোনা আর॥
গগন মণ্ডলে পাতিয়া ফাঁদ।
ধরিয়া আনিব গগন চাঁদ॥
সে চাঁদ আনি তোরে পরাব ফোঁটা।
কালি গড়ায়ে দিব সোনার ভেঁটা॥
খাওয়াব ক্ষীরখণ্ড মাখাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পাণ সরস গুয়া॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
রাজার দুহিতা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায়।
কুঙ্কুম কস্তুরী মাখাব গায়॥
পালঙ্কে নিদ্রা যাবে চামর বায়।
শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত গায়॥

শ্রীমন্তের রূপ।

দিনে দিনে বাড়েন শ্রীপতি।
কেবল চণ্ডীর ক্রীড়া, নাহি রোগ নাহি পীড়া,
অন্ধকার হরে দেহজ্যোতিঃ॥
দেহের কনক বর্ণ, গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ,
বিহঙ্গমরাজ জিনি নাসা।
বিচিত্র কপাল তটী, গলায় সোনার কাঁঠি,
কলকণ্ঠ জিনি চারু ভাষা॥
জননীর কোলে নিন্দে, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে
সাধু-সুত করয়ে দেহালা।

দীপিকা ভাস্বতী—জ্যোতিষ গ্রন্থ বিশেষ। নিন্দে—ঘুমের ঘোরে।

ক্ষণেক দোলে, ক্ষণেক লহনা-কোলে,
ক্ষণে কোলে করয়ে দুর্ব্বলা ॥
মৌনে ক্ষণেকে থাকে, উঙা উঙা ক্ষণে ডাকে,
জননীর পরম কৌতুক।
পতি নৃপতির দাস, গেলা দীর্ঘ পরবাস,
দেখিয়া পাসরে সব দুঃখ ॥
জননী লোচন ফাঁদ, বদন শারদ চাঁদ,
লোচনযুগল ইন্দীবর।
কপাট বিশাল পাটা, সিংহ জিনি মাজা ছটা,
অভিনব যেন শক্তিধর ॥
দুই তিন যায় মাস, উলটিয়া দেয় পাশ,
আন বেশ সাধুর নন্দন।
মাস যায় পাঁচ চারি, রূপে অতি মনোহারী,
ছয় মাসে করায় ভোজন ॥
সাত আট যায় মাস, দুই দন্ত পরকাশ,
আন বেশ দিবসে দিবসে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
আলগোছি দেয় দশমাসে ॥

শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া।

এক বৎসরের যবে সাধুর নন্দন।
করতালি দিয়া বালা নাচয়ে অঙ্গন ॥
দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত।
আনন্দ পুলকে শিশু নাচে গায় গীত ॥
কটি-তটে শোভে আর কনক শিকলি।
পদযুগে মল তার করে ঝলমলী ॥
ক্ষণেকে পরয়ে ধড়া ক্ষণে শিরে পাগ।
কনক-রুচির-অঙ্গে লেগেছে পরাগ ॥
মদনগঞ্জন রূপে ভুবন-রঞ্জন।
খুল্লনার বন্দী কৈল লোচন খঞ্জন ॥
আন বেশ দিনে দিনে সাধুর নন্দন।
কৌতুকে খুল্লনা দেয় ভূষণ চন্দন ॥
এক বৎসর নিবড়িল দুই দরশন।
তিন বৎসরের হৈল বেণের নন্দন ॥
চারি বৎসরের যবে বেণিয়ার বালা।
শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা ॥
স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া ভাবনা।
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন খুল্লনা ॥
দিনে দিনে ভাগবত শ্রবণের কালে।
কৃষ্ণ কথা শুনে ছিরা জননীর কোলে ॥
নগরিয়া শিশু সঙ্গে নিত্য করে খেলা।
কৃষ্ণকথা অনুরূপ করে নানা ছলা ॥
অনুরূপে কেহ রহে চরণ নিকটে।
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা ভাঙ্গিল শকটে ॥
পূতনার বেশে কেহ দেয় বিষ-স্তন।
স্তন্যপান করি তার হরিল জীবন ॥
মাতৃবেশে কোলে কেহ করিল কৌতুকে।
বিশ্বরূপ তারে ছিরা দেখাইল মুখে ॥
যশোদা হইয়া কেহ করিলেক কোলে।
সহিতে না পারি ভার রাখিল মহীতলে ॥
কেহ তৃণাবর্ত্ত হৈয়া তুলিল গগনে।
কণ্ঠদেশ চাপি তার বধিল জীবনে ॥
দধি ভাণ্ড ভাঙ্গি হৈল নন্দের নন্দন।
যশোদার বেশে কেহ করিল বন্ধন ॥
বন্ধন আশ্রয় কেহ হৈল উদূখল।
দুই শিশু হৈল তথা অর্জ্জুন যমল ॥
উদূখল টানি তবে চলিল কাননে।
উপাড়িয়া পাড়ে সেই যমল অর্জ্জুনে ॥
কোপ করি কোন শিশু হয় অঘাসুর।
কেহ গোপ-শিশু হয় কেহ বা বাছুর ॥
বাছুর বালক অঘা করিল গরাস।
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা করিল নিরাশ ॥
এমন কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার।
শিশুসঙ্গে খেলে নিত্য মনে নাহি আর ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

পৃষ্ঠা—পীঁড়ি। আবরেশ—ভিন্ন রূপ। আলগোছি—কিছু না ধরিয়া দাঁড়ান। পরাগ—ধূলি অর্থে। ছিরা—শ্রীমন্ত। আবেশ—অনুরাগ; এখানে অনুরূপ। অনুসার—অনুসরণ।

বৎস-হরণ ক্রীড়া।

গড়ান তুপুর বেলা, তৃষ্ণায় শুকায় গলা,
শুন ভাই মোর নিবেদন।
সব শিশু করি মেলা, চিড়া খণ্ড দধি কলা,
এক ঠাঁই করিব ভোজন॥
কনক কদম্ব দলে, পল্লব পলাশ মূলে,
ভোজন করয়ে শিশুগণ।
স্বাদু সব দধি খণ্ড, ইথে নাহি ক্ষীর মণ্ড,
হাসি হাসি করয়ে ভোজন॥
বৎসরূপে শিশুগণ, প্রবেশে গহন বন,
চমকিত হৈল শিশুগণ।
শ্রীপতি বলেন ভায়া, বাছুর আনিব চায়্যা,
সবে সুখে করহ ভোজন॥
ছাড়িয়া ভোজন মতি, শ্রীপতি ত্বরিত গতি,
চলিল বাছুর অন্বেষণে।
চণ্ডীপদে হিত চিত, রচিল নূতন গীত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

ব্রহ্মার বিভ্রম।

কৃষ্ণকথা আবেশেতে সাধু কৈল মন।
শ্রীপতি বাছুর চেয়ে বুলে বনে বন॥
নরসিংহ দাস তথা আইল ব্রহ্মার বেশে।
হরে নিল শিশুগণ দিয়া মায়া-পাশে॥
ক্ষণেক ভাবিয়া মনে বুঝিল শ্রীপতি।
আর নহে কার কর্ম্ম বিধাতার কৃতি॥
কৃষ্ণের চরণে ছিরা আরোপিয়া মন।
মায়ায় করিল বালক বৎসগণ॥
নরসিংহ দাস পুনঃ আইল ব্রহ্মার বেশে।
বালক বাছুর দেখে কৃষ্ণের সকাশে॥
পুনরপি গেলা ব্রহ্মা আপনার স্থানে।
সবারে দেখিল গিয়া আছয়ে শয়নে॥
পুনরপি দেখে শিশু চতুর্ভুর্জ বেশে।
শ্রীকবিকঙ্কণ-গান মধুরস ভাষে॥

প্রলম্ব-বধ ক্রীড়া।

শিশুগণ করি মেলা, কবে ভাগবত খেলা,
কৌতুকে শ্রীমন্ত সদাগর।
যেজন খেলায় হারে, সেইজন কান্ধে করে,
অবধি ভাণ্ডীর তরুবর॥
রূপে অভিনব কাম, শ্রীপতি হইল রাম,
তার সঙ্গে গোবিন্দ মাধব।
মুকুন্দ শ্রীধর হরি, বনমালী ত্রিপুরারি,
নীলকণ্ঠ অচ্যুত যাদব॥
নারায়ণ দামোদর, শঙ্খপাণি পীতাম্বর,
বাসুদেব অজিত বামন।
কংসারি দিবাকর, চতুর্ভুর্জ মুরহর,
কেশব গোপা ' জনার্দ্দন॥
হরি ভাবে গন্ধবেণে, রাম কৃষ্ণ তিন জনে,
তার সঙ্গে দৈত্যারি শঙ্কর।
ভব ভীম গঙ্গাধর, চতুর্মুর্খ পুরহর,
বংশধ্বজ শশাঙ্কশেখর॥
কার্ত্তিক গণেশ হর, স্থাণু শিব গুণাকর,
দনুজারি যশোদানন্দন।
শ্রীদাম সুদাম হল, চতুর্ভুর্জ বৃহন্নল,
ভীমসেন ভরত লক্ষ্মণ॥
নিশ্চয় করিয়া পাড়ে, তুই দলে শিশু তাড়ে,
কৃষ্ণসেনা পাইল পরাজয়।
হয়ে যত শিশু মেলা, সুখে করে নানা খেলা,
বেশ ধরে যেবা মনে লয়॥
প্রলম্বের বেশধর, হৈল বেণে গুণাকর,
তার স্কন্ধে চাপিল শ্রীপতি।
আইল বেণে শিশু যত, গুণাকর অনুগত,
শিশু কান্ধে ধায় লঘুগতি॥
ছুঁইয়া প্রলম্ব গাছে, ধায় গুণাকর কাছে,
ত্যাগ করি অবধি ভাণ্ডীর।
রাম রোষে ঘোর দৃষ্টি, মস্তকে মারিলা মুষ্টি,
নাসাপথে গলয়ে রুধির॥

চায়্যা—চাহিয়া। গড়ান—অতিরিক্ত। কৃতি—কার্য্য।

গুণাকর দাস পড়ে, কদলী যেমত ঝড়ে,
শিশু মেলি জল ঢালে শিরে।
মেলি নগরিয়া ভাই, গিয়া খুল্লনার ঠাঁই,
চূণ মাখি আদ্দাস করে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনা কর্ত্তৃক বালকগণের সন্তোষ বিধান।

করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ,
শুন শ্রীমন্তের মা।
তোমার তনয়, মারয়ে সবায়,
দেখ মারণের ঘা।
সব শিশু মেলি, একসঙ্গে খেলি,
শ্রীমন্ত বড় দুরন্ত।
দারুণ চাপড়ে, সব দন্ত নড়ে,
লাঘবের নাহি অন্ত॥
ভুবনা কিবণা, দুই ভাই কাণা,
চক্ষে দিল বালি গুঁড়া।
যাদব মাধব, দু-ভাই নীরব,
বাসু বেণে হৈল খোঁড়া॥
খুল্লনা ঝাড়ি ধুলা, দিয়া লাড়ু কলা,
তৈল দিল সবাকায়।
করিয়া সুচ্ছন্দ, শ্রীকবি মুকুন্দ,
পাঁচালি প্রবন্ধে গায়॥

শ্রীমন্তের কর্ণবেধ।

করয়ে শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ বালা দিবসে দিবসে॥
না যাও খেলিতে বাছা নিষেধি তোমারে।
অশেষ প্রকারে দুঃখ না দিও আমারে॥
রজনী প্রভাতে যায় বেণিয়ার বালা।
বেগর কন্দলে তোর নাহি হয় খেলা॥
অনেক হেরেছি গো জিনেছি একবার।
সকালে আসিব ঘরে জিনিলে এবার॥
খুল্লনা বলেন দুয়া শুনহ বচন।
ডাক দিয়া দ্বিজবরে আন নিকেতন॥
খুল্লনার বোলে দুয়া চলিল ত্বরিত।
ডাক দিয়া আনে রামা কুলপুরোহিত॥
দ্বিজবরে দেখি রামা করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পুরোহিত সমীপে খুল্লনার নিবেদন।

তোমারে সমর্পি ঘর, গেল সাধু দেশান্তর,
ভাব তুমি লভ্য অপচয়।
আচার বিনয় দীক্ষা, যত্নে করাইবে শিক্ষা,
যাক ছিরা তোমার নিলয়॥
দ্বিজ শ্রীমন্তের করহ কল্যাণ।
যত চাহ দিব ধন, নিবিষ্ট করাও মন,
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান॥
নগরিয়া শিশু সঙ্গে, খেলা করি ফিরে রঙ্গে,
খেলে চিকা গুলি দাঁড়া ভাটা।
পাশাতে হইয়া বশ, ডাকে সদা দশ দশ,
বিপক্ষিকা খেলায় শকটা॥
পাতি খেলে বাঘচালি, জুয়া খেলে কুলিকুলি,
সামরুল শুনাইতে কথা।
গালাগালি ন্যায়বন্ধ, খেলিতে সদাই দ্বন্দ্ব,
না জানি দিবসে থাকে কোথা॥
ঝালি খেলে চড়ি গাছে, জলে খেলে হয়ে মাছে,
জীবন মরণ নাহি গণে।

আদ্দাস—আবেদন। লাঘবের—হীনতার, অপমানের। বেগর—ব্যতীত। কুলিকুলি—পথে পথে। সামরুল—? ঝালি—রকম খেলা।

সাধু হয় যজমান, তেঁই করি অভিমান,
ছিরা রাখ আপন চরণে ॥
শুনি বাক্য খুল্লনার, দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার,
হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ।

পড়য়ে শ্রীপতি দত্ত, বুঝয়ে শাস্ত্রের তত্ত্ব,
রাত্রি দিন করিয়া ভাবনা।
নিবিষ্ট করিয়া মন, লিখে পড়ে অনুক্ষণ,
দিনে দিনে বাড়য়ে ধারণা ॥
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা, ন্যায় কোষ নাটিকা,
গণ বৃত্তি শব্দের বর্ণনা।
জানিতে সন্ধির তত্ত্ব, পড়িল অনেক মত,
বিদ্যা বিনা নহে অন্যমনা ॥
পড়িল কখন দণ্ডী, করিতে কবিত্ব খণ্ডী,
নানা ছন্দঃ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ, পড়িল ভারবি মাঘ,
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল ॥
জৈমিনি ভারতামৃত, তবে পড়ে মেঘদূত,
নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবানিশি নাহি জানি, পড়ে রঘু শ্বেত মুনি,
রাঘব পাণ্ডবী জয়দেব ॥
অব্যাহত বুদ্ধিগতি, পড়ে দুই সপ্তশতী,
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত-উপদেশ কথা, পড়িল বাসবদত্তা,
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী ॥
কাব্যপ্রকাশ পড়ি, অভ্যাস করিল বড়ি,
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
দিবানিশি নাহি জানে, পড়ে সাধু সাবধানে,
প্রসন্ন রাঘব রাম গুণে ॥
বৈদ্যক জ্যোতিষ যত, বিশেষ বলিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
দামুন্যায় যাহার বসতি ॥

ছাত্রগণের নিকট শ্রীমন্তের প্রশ্ন।

সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন।
কৌতুকে শুনেন যত পড়েন ব্রাহ্মণ ॥
কেহ শ্রুতি পড়ে কেহ আগম পুরাণ।
কেহ কেহ পড়ে পাঠ অমৃত সমান ॥
রাম ওঝার পুত্র তার নাম দামোদর।
কুলে ওঝা বাঁড়ুরী পদবী রত্নাকর ॥
পূর্ব্বপক্ষ করে সাধু সভা-বিদ্যমানে।
আপনি দনাই ওঝা করে সমাধানে ॥
পুত্র বুদ্ধে অজামিল বলি নারায়ণে।
বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ চাপিয়া বিমানে ॥
দ্বিজ হৈয়া বহুকাল কৈল বেশ্যা সঙ্গ।
সেজন পাইল মুক্তি এই বড় রঙ্গ ॥
গজেন্দ্র পাইল মুক্তি শ্রীহরি পরশে।
চতুর্ভুজ হৈয়া গেল বৈকুণ্ঠ নিবাসে ॥
দিল কৃষ্ণে পূতনা গরল স্তন্যপান।
রাক্ষসী বৈকুণ্ঠ গেল চাপিয়া বিমান ॥
যশোদা দৈবকী দেবী পাইল যে গতি।
সেই গতি পাইল পূতনা পাপমতি ॥
শূর্পণখা দিতে আইল রামে আত্মদান।
নাক কান কাটি তার কৈল অপমান ॥
নবধা ভক্তির মাঝে আত্মদান বড়।
ইহার উচিত গুরু বল মোরে দড় ॥
মুচুকুন্দ কৈল স্তুতি দৈবকীনন্দনে।
চরণে ধরিয়া কৈল তার প্রদক্ষিণে ॥
সেই জন্মে নহে মুক্তি কিসের কারণে।
তার কেন গর্ভ ভোগ কৈল নিয়োজনে ॥

পক্ষিবধ পাপ করি হৈল দ্বিজবর।
তবে মুক্তিপদ তারে দিলা দামোদর॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মতি॥
'কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা ইথে নাহি সমাধান।
হাসিয়া বলিল গুরু সভা-বিদ্যমান॥
টীকার বিচার কর না বল উচিত।
কেনবা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত॥
সক্রোধ হইল দ্বিজ সাধুর বচনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

গুরুর সহিত শ্রীমন্তের দ্বন্দ্ব।

পঞ্চাশ বৎসর হৈল আমার বয়েস।
অনুক্ষণ পড়াই টীকার নাহি লেশ॥
শিশু বুঝাবারে মোর টীকার বিচার।
ইহার অধিক কিবা অপমান আর॥
বুঝিলুঁ বচন নাহি প্রবেশিবে পেট।
উচিত বলিতে তোর মাথা হবে হেঁট॥
উচিত বলিতে কিবা মান অপমান।
শাস্ত্রের বচনে নাহি কর অবধান॥
গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেনিয়া।
ব্রাহ্মণের পারা নাহি জাতি বল্লালসেনিয়া॥
মাথা হেঁট হবার কারণ আমি চাই।
যদি না বলহ রামচন্দ্রের দোহাই॥
পিতা তোর পরবাসে তোমার জনম।
নাহি জান আপনার জাতির মরম॥
মরে গেল ধনপতি শুনি বহুদিন।
মায়ের আয়তি হাতে আমিষ ভোজন॥
জারজ অধমে আমি শুনাব পুরাণ।
এই হেতু আমার এতেক অপমান॥
রাজার সভায় বাপ আছেন সিংহলে।
কহ যে নিষ্ঠুর কথা সই তার বলে॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া তব সহি কটু কথা।
কহিতে উচিত এবে পাবে বড় ব্যথা॥
উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চঞ্চল।
তমোগুণে কহ কথা হইয়া প্রবল॥
ছুঁতে না জুয়ায় বেটা জারজ অধমে।
উগ্র বলিয়া গালি দেহ রে ব্রাহ্মণে॥
অবিলম্বে চল বেটা পাঠশাল ছাড়ি।
মাথাটা ভাঙ্গিব তোর পাউড়ির বাড়ি॥
ধনের গরব বেটা মোরে না দেখাও।
গৌরব রাখিয়া বেটা হেথা হৈতে যাও॥
ব্রাহ্মণ সভায় কত দিস বাহু নাড়া।
বসিতে উচিত তোরে বেশ্যার পাড়া॥
অবিচারে গুরু মিথ্যা পরিবাদ বল।
জারজের ঘরে গুরু কেন খাও জল॥
পঞ্চাশ কাহন কড়ি লও মাসে মাসে।
আমি যদি জারজ তোমার জাতি কিসে॥
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত।
কোপেতে উন্মত্ত হৈয়া বল অনুচিত॥
আছয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর সদনে।
চাহিলে আনিয়া দেয় উত্তম ব্রাহ্মণে॥
জারজ অধম বেটা জারজ অধম।
তোর ঘরে জল খায় সে কেমন ব্রাহ্মণ॥
এত নিন্দা কথা যদি বলিলা ব্রাহ্মণ।
শ্রীমন্তের চক্ষু হৈল ধারার শ্রাবণ॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
অভয়ামঙ্গল কবি গাইল মুকুন্দ॥

শ্রীমন্তের অভিমান।

কোপে কম্প কলেবর চলিল শ্রীপতি।
ক্রোধে নাহি গুরুপদে করিল প্রণতি॥
দুই চক্ষু হৈল যেন ধারার শ্রাবণ।
ঘরে যায় শ্রীপতি নাহি দেখে গণ॥

পাউড়ি—পাবড়া, ভারী কাঠের একহাত লম্বা লাঠী। পরিবাদ—নিন্দা ; কলঙ্ক। গণ—সহপাঠী।

নিমিষেকে গেল সাধু আপন ভবনে।
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল শয়নে॥
লহনা বিনা যে নাহি দেখে কোন জন।
চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুত লোচন॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন।
পুত্রের বিলম্ব দেখি স্থির নহে মন॥
প্রভাতে চলিল পুত্র গুরুর মন্দির।
বিলম্ব দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির॥
ক্ষণেক রন্ধন শালে ক্ষণেক অঙ্গনে।
রাজপথ নেহালয়ে চঞ্চল লোচনে॥
খুল্লনার আজ্ঞা ধরি চলিল দুর্ব্বলা।
আগে নেহালয়ে দাসী পারাবত-শালা॥
সই সাঙ্গাতি যত আছয়ে নগরে।
একে একে দেখে দাসী সবাকার ঘরে॥
নগর দেখিয়া দাসী আইল নিকেতনে।
নিবেদন করে খুল্লনার বিদ্যমানে॥
বারতা না পাইল যদি দুর্ব্বলার তুণ্ডে।
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥
দুর্ব্বলা করিয়া সঙ্গে চলিল খুল্লনা।
কেন পড়িবারে দিলুঁ খাইয়া আপনা॥
হাপুতীর পুত্র মোর বালতির ভাড়া।
অন্ধক জনার নড়ি দরিদ্রের কড়া॥
তোমা বিনে আর দাঁড়াইতে নাহি ঠাঁই।
কোথা গেলে পাব আমি কুমার ছিরাই॥
চমকিয়া উঠে রামা ডাকে ঘনে ঘনে।
আপনার ছাওয়া দেখি শ্রীমন্ত-ভাবনে॥
নগর ভ্রমিয়া গেল পণ্ডিতের ঘরে।
চরণে ধরিয়া রামা বলে দ্বিজবরে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ওঝার প্রতি খুল্লনার বিনয়।

ওঝাহে নিবেদন কর অবগতি।
কহ মোরে মহাভাগ, কোথা গেলে পাব লাগ,
কোলের বংশধর শ্রীপতি॥
সেবক না ছিল সঙ্গী, হাতে নিল পুঁথি খুঙ্গী,
আইল শ্রীমন্ত পড়িবারে।
হইল দুপুর ভাটী, চাহিলুঁ অনেক বাটী,
ভ্রমি বুলি সুত-অনুসারে॥
চাহিলুঁ অনেক ঠাই, যথা খেলে সঙ্গীভাই,
কেহ নাহি কহিল সন্ধান।
দাসীর বচন শুন, হেম দিব দুই গুণ,
শ্রীমন্ত আমারে দেহ দান॥
জননী-লোচন-তারা, শ্রীমন্ত হইল হারা,
দিবস দুপুরে অন্ধকার।
সমর্পণ কৈলুঁ তোমা, তুমি না করিলে ক্ষমা,
বিপদ সাগরে কর পার॥
যত অন্তেবাসী থাকে, জিজ্ঞাসিলুঁ একে একে,
কহিতে পরাণ মোর ফাটে।
পথে ছিল চোর খণ্ডে, মাইল ফাঁসী দিয়া তুণ্ডে,
কিবা ছিল আমার ললাটে॥
মোর মনে হেন লয়, নিবেদিতে করি ভয়,
হেম নাহি পাও চারি মাস।
বুঝিলুঁ কার্য্যের সন্ধি, গুপ্তে করিয়া বন্দী,
নিতে কিছু করেছ প্রয়াস॥
খুল্লনা যতেক বলে, শুনি দ্বিজ কোপে জ্বলে,
কটুভাষে বলেন বচন।
চণ্ডী পদে হিত চিত, রচিল নূতন গীত,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খুল্লনার প্রতি ওঝার ভৎর্সনা।

তোরে আমি জানি, চল দ্বিচারিণি,
আঁপনা গৌরব রাখি।

অশ্রুত—অশ্রুপূর্ণ। নড়ি—লাঠী। কড়া—কড়ি, ধন। বালতি—দুঃখিনী, অনাথা। ভাড়া—ভাণ্ডার বা মূলধন, পুঁজি। খুঙ্গি—পুঁথি রাখিবার সম্পুট। মহাভাগ—মহাশয়, অতি সৌভাগ্য-শালী। ভাটী—বেলা কিম্বা দুপুর ভাটী, দুই প্রহরের অতিরিক্ত। চাহিলুঁ—দেখিলাম। অন্তেবাসী—ছাত্র।

পড়িয়া শ্রীপতি, গিয়াছে বসতি,
লক্ষ জন আছে সাক্ষী ॥
খুঁজিয়া নগর, ভ্রম নিরন্তর,
পুত্র চাহিবার ব্যাজে।
কুলের রমণী, কুলকলঙ্কিনী,
জলাঞ্জলি দিলি লাজে ॥
ভ্রমিলি গহনে, ছেলি রাখি বনে,
ভ্রমসি সেই অভ্যাসে।
আসি ধনপতি, নাকে দিবে কাতি,
জাতি রাখি যাহ বাসে ॥

* * *

পুত্র তোর ঘরে, চাহিস নগরে,
যৌবন করিয়া ডালি।
করের কঙ্কণে, নেহালি দর্পণে,
বিমল কুলের কালি ॥
তোর কটুবাণী, অগ্নি সম শুনি,
স্ত্রী বলে না কৈলুঁ ক্রোধ।
হইত পুরুষ, বলিত পরুষ,
পিড়ি ঘায়ে দিত শোধ ॥
দ্বিজের কুবাণী, শুনিয়া বেণেনী,
যাইতে না দেখে পথে।
পাঁচালি প্রবন্ধে, রচিল মুকুন্দে,
হিত ভাবি রঘুনাথে ॥

উহার হাতে রাঙ্গা শাঁখা ঐ বরণে গৌরী।
ঐ সে জানে স্ত্রীর কলা মোহন চাতুরী ॥
ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।
মন্দিরে থাকিলে সাধু নাকে দিত পদ ॥
দু-বহিনী দু-সতিনী বসি এক বাসে।
আঁখির তারা পো হারা মোরে না জিজ্ঞাসে ॥
নগর চত্বরে ফিরে কেহ নাহি সঙ্গে।
পুত্র চাহিবার ব্যাজে আছে ভাল রঙ্গে ॥
ঐ যুবতী ঐ পুতন্তী উহারি সে বেটা ॥
দ্বন্দ্ব কন্দলের বেলা দেয় বাঁঝার খোঁটা ॥
ঐ ছোট আমি বড় না মানে দমন।
নাহি মানে হিতাহিত উপায় কেমন ॥
উহার হাতে রাঙ্গা শাঁখা উহার গোরা গা।
ঐ সে পরে পাটের শাড়ী ঐ সে পুতের মা ॥
বসন না দেয় বুকে উদাম মাথার কেশ।
নগরে নগরে ফিরে বারবনিতার বেশ ॥
বারেক সাধু আইলে ঘরে কহিব সন্ধান।
পাড়া পড়শী আয়া দুয়া হইও প্রমাণ ॥
সই সঙ্গে করে যত গঞ্জনা লহনা।
কপাটের আড়ে থাকি শুনয়ে খুল্লনা ॥
পুত্রের সন্ধান পেয়ে ধরে তার পায়।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গায় ॥

লহনা কর্তৃক খুল্লনার দোষ কীর্ত্তন।

খুল্লনা চলিল যদি পুত্রের তপাসে।
আঁখি ঠারে লহনা সখী সঙ্গে হাসে ॥
জানিতে না বলে বাঁঝি সতিনের বাদে।
বাঁঝি চারি লৈয়া কথা কহে মনের সাধে ॥
আর শুনেছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘরের পো ঘরে আছে যায় হাটে বাটে ॥
যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিবার ব্যাজে।
কুলবতী জলাঞ্জলি দিল কুল লাজে ॥

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার প্রবোধ।

বাছারে দূর কর দুয়ারের কপাট।
হারাইলে তুমি বাপা, চেয়ে বুলি হয়ে ক্ষেপা
নগর চাতর হাট বাট ॥

আসিয়া দেখাও মুখ, ঘুচাও মনের দুঃখ,
তোমা বিনে সকলি আঁধার।
কহিয়া আপন কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
আপনি করিব প্রতীকার ॥

ভ্রমসি—ভ্রমণ কর। পরুষ—কর্কশ বাক্য। দিত—দিতাম। উদাম—খোলা, অনাবৃত। প্রমাণ—সাক্ষী।

তোমা চেয়ে ভ্রমি দুঃখে, কাঁটাখোঁচা পায়ে ভুঁকে,
আকুল করিয়া কেশ পশে।
অতি তাপে পোড়ে মন, দাবানলে যেন বন,
দেখিয়া সকল লোক হাসে॥
কি শুনে মায়ের দোষ, কিসে কৈলে অভিরোষ,
প্রকাশ না কর কোন্ লাজে।
যেমন আমার মতি, আমি বা যেমন সতী,
সুবিদিত উজানী সমাজে॥
যাচয়ে যাচক জন, নাহি তারে দিতে ধন,
কেন নাহি কহরে আমারে।
পিতৃপিতামহ-বিত্তে, যেমত তোমার চিত্তে,
ব্যয় কর মাণিক ভাণ্ডারে॥
বিধি মোরে হৈল বঙ্ক, আনিতে চন্দন শঙ্খ,
পিতা তোর গেলরে সিংহলে।
তুমি যদি হও বাম, জীবনে নাহিক কাম,
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া জলে॥
করি নানা পরবন্ধে, ডাকিয়া খুল্লনা কান্দে,
শ্রীমন্তের মনে লাগে ব্যথা।
জননী-ভকতি-শীল, খুলিল কপাটের খিল,
মুকুন্দ রচিল গীত গাথা॥

মাতা পুত্রে কথোপকথন।

ভৃঙ্গারে পূরিয়া দাসী আনিলেক বারি।
চরণ পাখালে তার দুর্ব্বলা কিঙ্করী॥
নারায়ণ তৈল রামা দিল তার গায়।
তোলা জলে শ্রীমন্তেরে সিনান করায়॥
না চাহে মায়ের মুখ নাহি করে মোহ।
বসন ভিজিয়া পড়ে লোচনের লোহ॥
পুত্রের ক্রন্দনে কান্দে খুল্লনা সুন্দরী।
দুর্ব্বলা আনিয়া তার মুখে দিল বারি॥
পুত্রে জিজ্ঞাসিল রামা দুঃখের কারণ।
শ্রীপতি মায়েরে তবে করে নিবেদন॥
পাঠশালে বসি মাতা যত পাই শোক।
হেন মনে করি আমি ত্যজি জীবলোক॥
পণ্ডিত-সমাজে যার পিতৃপরিবাদ।
বিফল জীবন মাতা জীতে কিবা সাধ॥
ইঙ্গিতে বুঝিল রামা পুত্র-অভিমান।
কপটে প্রবোধ করি পুত্রেরে বুঝান॥
জিজ্ঞাসা করহ পুত্র বিমাতার ঠাঁই।
সম্বন্ধে দনাই ওঝা আমার নন্দাই॥
শ্রীমন্ত বলেন মাতা না কহ একথা।
মুকুন্দ রচিত গীত অম্বিকার গাথা॥

শ্রীমন্তের সিংহল গমনে
মাতৃসমীপে প্রার্থনা।

কহিত উচিত কথা, মনে পাছে পাও ব্যথা,
যেবা ছিল আমার কপালে।
সকল ছাওয়াল মাঝে, হেঁটমাথা করি লাজে
আর না আসিব পাঠশালে॥
গুরু সনে হৈল দ্বন্দ্ব, ক্রোধে মোরে বলে মন্দ,
লাজে নাহি করি নিবেদন।
বন পোড়ে দেখে জন, গোপনে পোড়য়ে মন,
জীবনেতে নাহি প্রয়োজন॥
জারজ বলিয়া গালি, মুখে যেন চূণ কালি,
করিল ব্রাহ্মণ অপমান।
ত্যজিব মনের দুঃখ, না দেখিব লোকমুখ,
মরিব করিয়া বিষপান॥
দনাই পণ্ডিত মোরে, কহিল নিষ্ঠুর স্বরে,
কোন কালে মৈল ধনপতি।
মায়ের আয়তি হাতে, ভোজন আমিষ ভাতে,
মিথ্যা হিন্দু কুলেতে উৎপতি॥
দূর কর সব শঙ্কা, ভাঙ্গাও ভাণ্ডারের তঙ্কা,
খাও পর করগো বিলাস।
দূর গেল স্বামী কর্ত্তা, তার নাহি লহ বার্ত্তা,
লোক দিয়া না কর তপাস॥

পাখালে—ধৌত করে। নন্দাই—ননদের স্বামী।

তুমিগো বড়র ঝি, তোমারে বলিব কি,
কেমনে উদরে দেহ ভাত।
নাহি কহ মন-কথা, হৃদয়ে না ভাব ব্যথা,
কোন লাজে পরেছ আয়াত॥
হের আইস বড় মাতা, কহি কিছু দুঃখ-কথা
দেহ মোরে যত চাহি মন।
বাপের উদ্দেশ আশে, চলিব সিংহল দেশে,
সাত ডিঙ্গা করিয়া সাজন॥
ত্যজিব মনের দুঃখ, দেখিব পিতার মুখ,
তরী সাজি চলিব সিংহলে।
শুনিয়া পুত্রের কথা, হৃদয়ে লাগিল ব্যথা
বিনয়ে খুল্লনা কিছু বলে॥
গুণরাজ মিশ্র-সুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

শ্রীমন্তকে সিংহল গমনে খুল্লনার
অনুমতি দান।

যাইবে সিংহল দেশ, পাইবে অনেক ক্লেশ,
তরণী সরণি বহু দূরে।
মাস দুই করি ব্যাজ, বাড়াব করিয়া কাজ,
বাপ তোর আসিবেক ঘরে॥
অকারণে কর শোক, পাঠাইয়াছিলাম লোক
কল্যাণে আছেন তোর বাপ।
ভূপতির মনোরথে, গেছেন তরণী পথে,
নিরন্তর করি পরিতাপ॥
ছিল ডিঙ্গা খান সাত, নিয়া গেল তব তাত,
একখানি নাহি অবশেষ।
সিংহল জলের পথ মিছে কর মনোরথ,
করিবারে বাপের উদ্দেশ॥
যদি শত কারিকর, গড়ে এক বৎসর,
তবে ডিঙ্গা হয় একখান।
করিতে ডিঙ্গার সাজ, কেবল ধনের কাজ,
অবলার কতেক পরাণ॥
বহু তিমি তিমিঙ্গিল, আছে প্রাণিপীড় জল,
তনু যার শতেক যোজন।
কি করে মকর শিঙ্গা, পক্ষী ছুঁয়ে লয় ডিঙ্গা,
সেই রাজ্যে সঙ্কট জীবন॥
যাবে রে সাগর বেয়ে, সে পথে না জীবে নেয়ে
পরাণ সঙ্কট লোণা বায়।
শুনিয়া পরাণ ফাটে, মকরে মানুষ কাটে,
ধিক ধিক সিংহল-উপায়॥
জলে কুম্ভীরের ভয়, কূলে শার্দ্দূলের চয়,
দুষ্টখণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ, সে পায় অনেক ক্লেশ,
করেছে আমার পিতা দত্তে॥
উড়ুর কচ্ছপগুলা, মশা হেন মশাগুলা,
জলৌকা কুঞ্জর-শুণ্ডকার।
রাজা বড় পাপচিত্ত, ছলে হরে লয় বিত্ত,
শুনেছি দেশের দুরাচার॥
খুল্লনা যতেক বলে, শুনি সাধু কোপে জ্বলে,
অনুমতি না দেয় ভোজনে।
খুল্লনা সুধাবতী, বুঝিলা কার্য্যের গতি,
আজ্ঞা দিল সিংহল গমনে॥
কুয়াড়ি কুলেতে জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥
গুণরাজ মিশ্রসুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

ব্যাজ—বিলম্ব। কতেক পরাণ—কত শক্তি।

বিশ্বকর্ম্মার আগমন।

জননী সিংহল যাইতে দিল অনুমতি।
পুলকে পূর্ণিত তনু কুমার শ্রীপতি॥
পরম আনন্দে শিশু কবিল ভোজন।
ফিরিয়া ডাববে সাধু কৈল আচমন॥
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন।
মাণিক ভাণ্ডার হৈতে আনিলেক ধন॥
বান্ধিল বাঁশের আগে পাটের পাছড়া।
গড়াইল শতপল সোনার চাঙ্গড়া॥
দুন্দুভি বিশাল বাদ্য বাজায় বাজনা।
কোটাল সাধুর বোলে দিলেক ঘোষণা॥
ঝাট আসি সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ।
শতপল স্বর্ণ দিব ইথে নাহি আন॥
হেন কালে যান চণ্ডী গগন বিমানে।
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈলা পদ্মা সনে॥
বিশ্বকর্ম্মে ভগবতী কবিলা ধেয়ান।
স্মৃতিমাত্র বিশ্বকর্ম্মা আইল বিদ্যমান॥
তার পুত্র দারুব্রহ্ম আইল সংহতি।
হাতে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥
যদি ভক্তি তোমার থাকয়ে আমাপ্রতি।
সাত ডিঙ্গা গড়ে দিবে আজিকার রাতি॥
চারিপ্রহর রাত্রে করি ডিঙ্গা সাত খান।
মোর কাছে আনি দেহ বীর হনুমান॥
প্রসঙ্গ করিবামাত্র আইল মারুতি।
হাতে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥
নরাকৃতি তিন জন হৈলা অতি বুড়া।
আসিয়া ধরিল তাবা সুবর্ণ চাঙ্গড়া॥
কোটাল আনিল তারে সাধুর সকাশে।
বিশ্বকর্ম্মা বলি তারে শ্রীপতি জিজ্ঞাসে॥
রচিল মধুর পদ একপদী ছন্দ।
অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ॥

শ্রীমন্তের সহিত বিশ্বকর্ম্মার পরিচয়।

শুন কারিগর, কোন্ দেশে ঘর,
পার ডিঙ্গা গড়িবারে।
অতি বলহীন, দেখি কথা ক্ষীণ,
কারণ বলহ মোরে॥
বসনবিহীন, পরেছ কৌপীন,
তথি ডোর শোণ দড়ি।
শত শির গায়, কেশ উড়ে বায়,
গায়েতে উড়িছে খড়ি॥
যষ্টি অবলম্ব, নাহি কিছু দম্ভ,
কুঠারি বাসি পাতনে।
দৈন্য-দুঃখ-ফলে, ভ্রম জরাকালে,
বিফল ডিঙ্গা গঠনে॥
নাহি শুন কানে, না দেখ নয়নে,
বাতাসে দশন নড়ে।
পায়ে বাতশির, যাহাতে অস্থির,
সেই কিবা ডিঙ্গা গড়ে॥
যারে পীড়ে জরা, জীয়ন্তে সে মরা,
কোথা তার অবশেষ।
পুত্র পরিবার, কেবা আছে আর,
কহ মোরে উপদেশ॥
হাসিয়া উত্তর, দিল কারিগর,
বসি পুরন্দরপুরে।
যদি দেহ ধন, এই তিন জন,
পারি ডিঙ্গা গড়িবারে॥
সাধু ভাবি মনে, কারু তিন জনে,
নানা ধনে কৈল পূজা।
পাঁচালি প্রবন্ধে, রচিল মুকুন্দে,
প্রকাশে ব্রাহ্মণ রাজা॥

বিদ্যমানে—নিকটে। কারু—শিল্পী।

ডিঙ্গা গঠনারম্ভ।

দেবকারু বিশ্বকর্ম্মা, তার পুত্র দারুব্রহ্মা,
শিরে ধরি চণ্ডিকার পাণ।
এ চারি প্রহর রাতি, জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি,
সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ॥
হনুমান মহাবীর, নখে করে দুই চির,
কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল।
গাম্ভারী তমাল ডহু, নখে বিদারিল বহু,
দারুব্রহ্ম গড়য়ে গজাল॥
চণ্ডীপদ করি ধ্যান, বন্দিয়া দ্বিজচরণ,
বিশ্বকর্ম্মা ডিঙ্গা আরম্ভিল।
শিলে শিলাইয়া বাসী, পাটি চাঁচে রাশি রাশি,
নানা ফুলে বিচিত্র কলস।
পিতা পুত্রে দুয়ে আঁটি, গজালে গাঁথিল পাটি,
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস॥
প্রথমে করিল সজ্জ, দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ,
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ।
মকর-আকার মাথা, গজদন্তের বাতা,
মাণিকে করিল চক্ষুদান॥
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর, মাঝখানে ছই ঘর,
পাশে গুড়া বসিতে গাবর।
দুসারি বসিতে পাট, উপরে মালুম কাঠ,
পাছে গড়ে মাণিক-ভাণ্ডার॥
গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী, নাম যার গুয়াবেখী,
আর ডিঙ্গা গড়ে রণজয়।
অপরূপ রূপ সীমা, গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা,
গড়িল পঞ্চম মহাকায়॥
গড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বধরা, হীরামুখী চন্দ্রকরা,
আর ডিঙ্গা নামে নাট্যশালা।
চাঁচিয়া কাঁটাল শাল, গড়ে দণ্ড কেরোয়াল,
ডিঙ্গা শিরে বান্ধিল মুড়েলা॥
সাঙ্গ হৈল সাত ডিঙ্গে, আনে ভ্রমরার গাঙ্গে,
কোলে কাঁখে করি হনুমান।
নিশি হৈল অবসান, সবে গেল নিজস্থান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

শ্রীমন্তের ডিঙ্গা দর্শন।

নিশা মধ্যে সাত ডিঙ্গা করিয়া নির্ম্মাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সহিত চলিল হনুমান॥
নিশা অবসানে সাধু দেখিল স্বপনে।
পিতা পুত্রে কোলাকুলি দক্ষিণ পাটনে॥
নিশি শেষে শুনি সাধু কোকিলের ধ্বনি।
শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল গুণমণি॥
রাত্রি প্রভাত হইল পূর্ব্বে পরকাশ।
দিননাথ পরশনে তমঃ গেল নাশ॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপনে।
প্রভাতে চলিল কারিগর অন্বেষণে॥
দেখে সাত ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধা সাত ডিঙ্গা লোহার শিকলে॥
ডিঙ্গা দেখি সদাগর করে অনুমান।
কোন দেব আসি ডিঙ্গা করিল নির্ম্মাণ॥
সিদ্ধ হৈল মোর কার্য্য সাধু আনন্দিত।
দৈবজ্ঞ আনিতে দুয়া চলিল ত্বরিত॥
আইলেন গ্রহ ওঝা সাধু-সন্নিধানে।
শুভ যাত্রা বিচার করিল শুভক্ষণে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

গণক বিদায়।

সাধুহে অবিলম্বে চলহ পাটনে।
ঘুচিবে মনের ব্যথা, দূর কর সব কথা,
পিতা পুত্রে হবে দরশনে॥
শুভযোগ মৃগশিরা, মেরুশৃঙ্গে যেন হীরা,
ভাগ্যযোগে তাহে রবিবার।

গজাল—পেরেক। আঁটি—মিলিয়া। রূপস—সুন্দর

বণিজ দশমী তিথি, বাণিজ্য করণ ইথি,
ইহা বিনা যাত্রা নাহি আর ॥
সাত ডিঙ্গা লয়ে সাথে, চলিবে তরণী পথে,
ছলিবেন পথে ভগবতী।
মগরায় ঝড় বৃষ্টি, দিবে চণ্ডী শুভ দৃষ্টি,
তথি সাধু পাবে অব্যাহতি ॥
কালীদহে উপনীত, দেখি অতি বিপরীত,
কামিনী কমলে গিলে করী।
প্রতিজ্ঞায় পরাজয়, রাজস্থানে পাবে ভয়,
উদ্ধার করিবে মাহেশ্বরী ॥
এই শুদ্ধ সুগণন, অবধান হৈয়া শুন,
এই যাত্রা বিবাহ কারণে।
ঘুচিবে মনের দুঃখ, দেখিবে পিতার মুখ,
কন্যা দিবে রাজা শালবানে ॥
লৈয়া যাবে যত ধন, পাবে তার শত গুণ,
পিতা পুত্রে আসিবে কল্যাণে।
পরম রূপসী ধন্যা, বিক্রমকেশরী-কন্যা,
পুরস্কার করি দিবে দানে ॥
করিয়া প্রত্যক্ষ ভাষা, ঘরে চলে মহযশা,
বসন কাঞ্চন পেয়ে মান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ।

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
আটদিক হৈতে আনে করি বহু ত্বরা ॥
কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ পাব,
শুণ্ঠির বদলে টঙ্ক ॥
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ পাব,
পায়রা বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে, জায়ফল পাব,
বয়ড়ার বদলে গুয়া ॥
সিন্দূর বদলে, হিঙ্গুল পাব,
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাট শণ বদলে, ধবল চামর,
কাচের বদলে নীলা ॥
লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব,
জোয়ানি বদলে জীরা।
আকন্দ বদলে, মাকন্দ পাব,
হরিতাল বদলে হীরা ॥
চইয়ের বদলে, চন্দন পাব,
পাগের বদলে গড়া।
শুক্তা বদলে, মুকুতা পাব,
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥
চিনির বদলে, দানা কর্পূর,
আলতার বদলে লাটী।
সগল্লাদ বদলে পামরী পাব,
কম্বল বদলে পাটী ॥
মাষ মসুরী, বজুল আইরী,
বরবটি বাটুয়াচিনা।
বলদে শকটে, তৈল ঘৃত ঘটে,
বহুতর লৈয়ে যাব কিন্যা ॥
গোধূম কিনে যব, খুজিয়া সর্ষপ,
তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর, পূরিল বহুতর,
লবণের পাতিল গোলা ॥
জগদবরাসে, পালধি বংশে,
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম ॥

লাটী—গালা।

রাজার নিকট শ্রীমন্তের গমন।

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
রাজ সম্ভাষণে হৈল শ্রীমন্তের ত্বরা॥
কান্দি বান্ধি নিল সাধু রাঙন নারিকেল।
ঘড়ায় পূরিয়া নিল লাড়ু গঙ্গাজল॥
জোড়া জোড়া খাসী নিল যুঝারিয়া ভেড়া।
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী নিল দুই জোড়া॥
ভার দশ দধি নিল কলা মর্ত্তমান।
দোখণ্ডী সরস গুয়া বিড়া বাঁধা পাণ॥
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দশ সগল্লাদ থান দশ গড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিত করিয়া সাধু করিল গমন॥
বরুণের শীজা কুড়া কনক আকড়া।
হীরামুখী পানে যার চন্দনের কুড়া॥
উপরে ছাউনি দিল পাটের পাছড়া।
চারিদিকে নামে গজ-মুক্তার ঝারা॥
ময়ূরের পাখা তায় লেগেছে ছিটুনি।
বিনোদ পাটের থোপ রসের দাপনি॥
দোলার উপরে সদাগরের ছেলে গা।
ডানি বামে দেয় শ্বেত চামরের বা॥
নানা দ্রব্য ভেট লৈয়া করিল গমন।
আগে আগে ধায় পাইক শত শত জন॥
কড়িয়া জাঙ্গাল এড়ে বামন শাসন।
ভূপতির দ্বারে আসি দিল দরশন॥
দ্বারী জানাইল গিয়া যথা নরপতি।
ভেট দিয়া প্রণাম করিল শ্রীপতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

রাজার নিকট শ্রীপতির বিদায়।

আইস দত্তের পো বৈস হে কম্বলে।
খুড়া ভাইপো সম্বন্ধে নৃপতি কিছু বলে॥
বিবাহে তোমার মাতা হৈল গেল বুড়ী।
যুবতী দেখিয়া তোমার করাব শাশুড়ী॥
বিবাহ কারণে বাপা এতেক বাভাব।
আজি কেন বাপা এত ভেটের প্রকার॥
তব কালো বাপ গেল দক্ষিণ পাটন।
আনিবারে গেল শঙ্খ চামর চন্দন॥
তব আশীর্বাদে যদি বাপ আইসে জীয়া।
পরম কল্যাণ হয় সেই তবে বিয়া॥
চলিব সিংহলে রায় চলিব সিংহলে।
বিদায় হইব তব চরণ-কমলে॥
পাঠায়ে তোমার বাপে হজায় সিংহলে।
মন যেন বন পোড়ে শোক-দাবানলে॥
শয়নেতে জাগিলে সদাই পাই দুঃখ।
এবে সে শীতল হৈল দেখে তব মুখ॥
দুঃখ বড় হয় বাবা সিংহল গমনে।
সিংহল নগর কথা না করিহ মনে॥
সিংহল গেলেন বাপ সাজায়ে তরণী।
জীবন মরণ তাঁর এক নাহি জানি॥
মায়ের আয়াতি হাতে আমিষ-ভোজন।
কত বা সহিব গুরুজনের গঞ্জন॥
চলিব পাটনে রায় চলিব পাটন।
দেখিব লোচন ভরি বাপের চরণ॥
দরিদ্রের হেম যেন অন্ধের লোচন।
তোমা বিনে অন্ধকার হবে নিকেতন॥
বাপের উদ্দেশে যাবে মায়ের সংশয়।
লভ্য চাহিতে মূল হারাবে নিশ্চয়॥
সাধু জীয়ে থাকে যদি তোমার কপালে।
অবশ্য আসিবে সাধু থেকে কত কালে॥
সাধু বলে নাহি বল বিরোধ বচন।
তোমার চরণে রায় এই নিবেদন॥

রাঙন -রাঙ্গা (যে নারিকেলের কাঁচা অবস্থার রং আরক্ত)।

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম জপ তপ পিতা।
পিতা মহাগুরু পিতা পরম দেবতা ॥
পিতার উদ্দেশে যাব দক্ষিণ পাটন।
ইথে যদি মৃত্যু হয় পাব নারায়ণ ॥
দেহ অনুমতি রায় দেহ অনুমতি।
পিতার উদ্দেশে আমি যাব দ্রুতগতি ॥
আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়া মো।
শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো ॥
শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি দেখিয়া নৃপতি।
ধন্য ধন্য বলি তায় দিল অনুমতি ॥
না কান্দ শ্রীপতি দত্ত বলে নৃপবরে।
দিলাম বিদায় তুমি যাইবে সফরে ॥
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল খাসা জোড়া।
চড়িবারে দিল তারে পার্ব্বতীয় ঘোড়া ॥
আরোপিল অঙ্গে তার ভূষণ চন্দন।
লক্ষ তঙ্কা দিল তারে ডিঙ্গার সাজন ॥
নৃপতি চরণে সাধু করিল প্রণাম।
ত্বরিতে চলিল সাধু আপনার ধাম ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুল্লনার নিকট শ্রীপতির বিদায়।

পাইল বিদায় যদি রাজার সভায়।
অঞ্চলে ধরিয়া কিছু জননী বুঝায় ॥
সিংহলের কথা শুনি লাগে বড় ত্রাস।
যে জন সিংহলে যায় নাহি আইসে বাস ॥
যে যায় তরণীপথে বিষম সঙ্কটে।
রাত্রি দিন জলে ভাসে স্থান নাহি তটে ॥
শিশুমতি তুমি অতি দূর কর দম্ভ।
যাত্রা করি একমাস করহ বিলম্ব ॥
তবে যদি পিতা তোর নাহি আইসে ঘর।
তরণী সাজায়ে যাও সিংহল নগর ॥

এতেক বচন যদি বলিল জননী।
শ্রীমন্ত বলেন কিছু পড়িয়া ধরণী ॥
চলিব পাটনে মাতা ইথে নাহি আন।
যাত্রাকালে নিষেধিলে হয় অকল্যাণ ॥
যদি পিতা পুত্রে মোর হয় দরশন।
আসিয়া করিব পুনঃ চরণ বন্দন ॥
যদি পিতা পুত্রে মোর নহে দরশন।
কামনা করিয়া মোর সাগরে মরণ ॥
আমার বচনে মাতা স্থির কর মতি।
তব আশীর্ব্বাদে যেন আসি শীঘ্রগতি ॥
গণকের কথা হৈল খুল্লনার মনে।
বিদায় দিলেন পুত্রে হরষিত মনে ॥
অভয়ার পূজা রামা কৈল আরম্ভন।
ষোড়শোপচার আনে পূজার কারণ ॥
সঙ্গে এয়োগণ গেল ভ্রমরার তটে।
আম্রশাখা সমন্বিত আরোপিয়া ঘটে ॥
চন্দনের অষ্টদল করিয়া সুন্দরী।
তার মাঝে স্থাপিলেন কনকের ঝারী ॥
চারিদিকে জয় জয় দেয় রামাগণ।
লোকে বলে ধন্য ধন্য বেণের নন্দন ॥
অল্পকালে যায় সাধু দক্ষিণ পাটন।
কেমতে উহার মাতা ধরিবে জীবন ॥
ছাগল মহিষ এনে দেয় বলিদান।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডীর হস্তে শ্রীমন্তকে সমর্পণ।

আরোপিয়া হেম-ঘটে, ভ্রমরা নদীর তটে,
চণ্ডিকা পূজেন খুল্লনা।
আরোপি পদ-ছায়া, শ্রীমন্তে কর দয়া,
পূরাহ দাসীর কামনা ॥
প্রথমে লম্বোদর, পূজিল দিবাকর,
রথাঙ্গপাণি উমাপতি।

পার্ব্বতীয়—পার্ব্বত্য।

ময়ূরবাহন, পূজিল ষড়ানন,
পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা, জ্বাহ্নবীজলগর্ভা,
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারী।
অঞ্জলি সরসিজে, চণ্ডিকা রামা পূজে,
নাচে গায় বিদ্যাধরী ॥
করিয়া শুভক্ষণ, চামর চন্দন,
তরণীধ্বজ আগে বান্ধে।
বংশ কেরোয়াল, ইন্ধন করবাল,
পূজিল দিয়া পুষ্প গন্ধে ॥
গাঁঠের গাবরে, পূজিল কর্ণধারে,
বসন ভূষণ চন্দনে।
ডিঙ্গায় প্রদক্ষিণ, করিল তু-সতিন,
সন্তাষে সখীগণ সনে ॥
নৌকায় দিয়া ভরা গমনে করি ত্বরা,
শ্রীপতি চলিল সিংহলে।
চণ্ডিকা চরণে, করয়ে নিবেদনে,
খুল্লনা লুটায়ে ভূতলে ॥
আসন ভূতশুদ্ধি, করিল যথাবিধি,
ন্যাস করিল ধারণে।
ধেয়ান ধারণে, করিল পূজনে,
যেমন পূজার বিধানে ॥
মায়ের বচনে, চণ্ডীর চরণে,
স্তব করে শ্রীপতি।
করিয়া প্রণিপাত, পূজিল জগন্নাথ,
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি ॥
খুল্লনার পূজাপানী, লইতে নারায়ণী,
অভয়া বরদারূপিণী।
উরিলা পূজা-ঘটে, ভ্রমরা নদীতটে,
ভবানী দুর্গতিনাশিনী ॥
রঘুনাথ নাম, অশেষ গুণধাম,
ব্রাহ্মণ-ভূমি-পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ, রচি চারুপদ,
মুকুন্দ রচে কবিবর ॥

খুল্লনার চণ্ডী স্তব।

অভয়া গো স্থান দেহ চরণ-কমলে।
সকল বিফল ধন্ধ, দূর কর আশাবন্ধ,
মিথ্যা জন্ম হৈল মহীতলে ॥
পতি-পুত্র-ভ্রাতৃ-বন্ধু, সকল গুণের সিন্ধু,
কালচক্র বড় ভয়ঙ্কর।
সজীবে করয়ে গ্রাস, ইথে মিথ্যা অভিলাষ,
মহাব্রত তথি স্বতন্তর ॥
লঙ্ঘিয়া তোমার ঘটে, স্বামী গেলা বিসঙ্কটে,
দূর কৈলে দাসীর আয়াত।
হৈল বড় পরমাদ, জীবনে নাহিক সাধ,
মহীতলে মিছা গতায়াত ॥
ঘর হৈল কারাগার, দিনে হৈল অন্ধকার,
দাসী করি রাখ নিজ দাস।
দারুণ দৈবের ফলে, বন্দী হৈলুঁ মায়াজালে,
সুখে বিধি করিল নিরাস ॥
তুমি দিলে এনে বর, কোলে হৈল বংশধর,
আছিল মনের অভিলাষ।
না পূরিল মনোরথ, সুত যায় দূর পথ,
সুখে বিধি করিল নৈরাশ ॥
পতি-পুত্র-মায়া-মোহে, খুল্লনা ভাসিল লোহে,
প্রবোধ করেন হৈমবতী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
দামুন্যায় যাহার বসতি ॥

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার উপদেশ।

খুল্লনারে চণ্ডিকার বড় মায়া মো।
নেতের আচলে মুছে লোচনের লো ॥
সিংহলে যাইতে পুত্রে দেহ অনুমতি।
বিপদে পুত্রের তব থাকিব সংহতি ॥
খুল্লনা বলেন মাতা অই চিন্তা বড়।
বিপদ সময়ে পুত্রে তুমি পাছে ছাড় ॥

আশাবন্ধ—আশার বাঁধন। নিরাস—ত্যাগ, নিক্ষেপ।

খুল্লনা বিনয় করি করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যা ছাড়িয়া যেন রাম যায় বন॥
বিপদ সময়ে মাতা হবে অনুকূলে।
পতি পুত্র পুনরপি আসেন কুশলে॥
ভগবতী বলে রামা না হও কাতর।
পতি পুত্র তোমার আনিয়া দিব ঘর॥
এতেক শুনিয়া রামা চণ্ডীর বচন।
হাতে হাতে শ্রীমন্তেরে কৈল সমর্পণ॥
শ্রীমন্ত ভাবেন মনে চণ্ডীর চরণ।
জাতপত্র অম্বুবা দিলেন নিদর্শন॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা দিল পুত্র-হাতে।
বিপদ সময়ে যেন চণ্ডী হয় চিতে॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে করিয়া প্রণাম।
ত্বরায় সিংহলে সাধু করিল প্রস্থান॥
মায়ের চরণে ছিরা করিল প্রণাম।
সাধিয়া আপন কার্য্য আইস নিজধাম॥
গতমাত্রে পিতা পুত্রে হবে দরশন।
নেউটিয়া দেশে যেন হয় রে গমন॥
দুর্গম পথেতে দুর্গা করিবে স্মরণ।
বিপদে সঙ্কটে তোরে করিবে রক্ষণ॥
সর্ব্বক্ষণ চিন্তি যেন অষ্টাক্ষর পড়ে।
ধন পুত্র যশ লক্ষ্মী পরমায়ু বাড়ে॥
বিমাতার পায়ে ছিরা কৈল নমস্কার।
বাহুড়িয়া দেশে তুমি না আইস আর॥
কি বোল বলিলে সতাই জন্মাইলে দুখ।
পুনরপি কেমনে দেখিব তোর মুখ॥
খুল্লনা বলেন ছিরা শুন মোর বাণী।
বিপদে রাখিবে তোরে নগেন্দ্রনন্দিনী॥
সবাকারে সম্ভাষ করিল লঘুগতি।
দেবী বলে ভয় না করিহ শ্রীপতি॥
খুল্লনা বলেন মাতা কর প্রতিকার।
থাকিবে নৌকার আগে হয়ে কর্ণধার॥
বই ঘর চাপিয়া বসিল সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়ালে বসিল গাবর॥
দাণ্ডাইয়া বহে সবে ভ্রমরার ঘাটে।
দুর্গা বলে কর্ণধার সাধুর নিকটে॥
কার হাতে কেরোয়াল কার হাতে
কার হাতে জগঝম্প কার হাতে কাঁসি॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
দেখিয়া খুল্লনা রামা হইল কাতর॥
দুর্ব্বলা ধরিয়া তারে লৈয়া যায় ঘরে।
প্রবোধ না মানে রামা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কান্দিয়া খুল্লনা রামা চলিলেন ঘরে।
শ্রীমন্ত করিছে ত্বরা ডিঙ্গা বাহিবারে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা।

প্রথমে ভ্রমরা জলে, শ্রীমন্ত নৌকায় চলে,
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডিকায়।
এড়য় ভ্রমরা-পানী, সম্মুখেতে উজানি,
নিজ গ্রাম এড়াইয়া যায়॥
চাকদা কুমারখালা, এড়ায় সাধুর বালা,
হাড়িয়া কৈল তেয়াগন।
কাণ্ডার মালুমকাঠে, এড়াইল থানা ঘাটে,
মৌনায় দিল দরশন॥
সম্মুখে হুসনপুর, গড় পাড়া কতদূর,
দৌলতপুর বাহিল তখন।
কাণ্ডার মেলান বায়, বাকসা এড়ায়ে যায়,
কাঁকনায় দিল দরশন॥
এড়াইলা গাঙ্গবাড়া, ঘাট কুলীনপাড়া,
ডাইনে এড়ায় কুণ্ডরপুর।
কাণ্ডার মেলান বায়, বাকুলে এড়ায়ে যায়,
বেলেড়া বাহিল কত দূর॥
হাটার মেলান বায়, চরকি এড়ায়ে যায়,
আঙ্গারপুর বেণিয়ার বালা।

জাতপত্র—জন্মপত্রিকা। মালুমকাঠ—মাস্তুল।

সেনালিয়া নব গাঁ, তাহা ত করিল বাঁ,
উত্তরিল সাধু বাগুনকোলা ॥
সম্মুখে উধনপুর, নৈহাটী কত দূর,
শাখারিঘাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানী, মহাপুণ্য মনে গণি,
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ ॥
মণ্ডলঘাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে,
আনন্দিত সাধুর নন্দনে।
সম্মুখেতে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্ল্লভ জানি,
দৈব নাশে যাহার স্মরণে ॥
জলেতে কাঁকড়া ফেলি, দিলেন কনকাঞ্জলি,
শুন ভাই গঙ্গার কথন।
উমাপদে হিত চিত, রচিল নূতন গীত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

— —

গঙ্গার উৎপত্তি কথন।

অবধানে কর্ণধার, শুন পুরাণের সার,
কহিব গঙ্গার উপদেশ।
হরিপদে উৎপত্তি, ব্রহ্মকমণ্ডলে স্থিতি,
হরশিরে করিল প্রবেশ ॥
এককালে পশুপতি, পঞ্চ মুখে করি স্তুতি,
গান গীত হরি সন্নিধানে।
গীতে সমাধিত মন, দ্রব হৈলা নারায়ণ,
বিধি কৈল করঙ্গ আধানে ॥
ব্রহ্মকমণ্ডলে বাস, আছিলা ব্রহ্মার পাশ,
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মলোক।
ইন্দ্রের সাধিতে মান, কৃপাসিন্ধু ভগবান,
কশ্যপ মুনির হইল তোক ॥
হইয়া বামন বটু, ছয় অংশে বেদপটু,
ধরি দণ্ড মেখলা অজিনে।
যুক্তি করি তার সনে, আইলা রাজার স্থানে,
অশ্বমেধ-অবসান-দিনে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি, জিজ্ঞাসেন কৃতাঞ্জলি,
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষ।
কহিলেন ভগবান, ত্রিপদ-ধরণী-দান,
আশে আইলাম তব পাশ ॥
বেশী দিতে চাহে রায়, দ্বিজ নাহি দেয় সায়,
দিল দান তিন পদ ক্ষিতি।
ক্ষিতি জুড়ি পদ একে, আর পদে ঊর্দ্ধলোকে,
তৃতীয়ে বলিব মাথে স্থিতি ॥
হরিপদ নিজধামে, দেখি ব্রহ্মা সসম্ভ্রমে,
পাদ্য দিল কমণ্ডলু ঢালি।
কলুষনাশিনী ক্রমে, আইলা গঙ্গা ধ্রুবধামে,
সুমেরু করিয়া পুণ্যশালী ॥
আসিয়া গগনতলে, ক্রমে ইন্দুমণ্ডলে,
উরিলা কনকগিরিশিরে।
সকল কলুষ-হরা, হইলা গঙ্গা চারি ধারা,
পূর্ব্ব যাম্য পশ্চিম উত্তরে ॥
আসি ইলাবৃতে ধারা, সীতা নামে পুণ্যধারা,
ভদ্রা সে পাবনী সুরধুনী।
ধৌত হরিপদদ্বন্দ্বা, দক্ষিণে অলকনন্দা,
জম্বুদ্বীপনিস্তারকারিণী ॥
পশ্চিমে ভুবনসারা, বঙ্ক নামে পুণ্যধারা,
পবিত্র করিয়া কেতুমাল।
উত্তরে মঙ্গল তারা, ভদ্রা নামে শেষ ধারা,
স্নানে যার পুণ্য সুবিশাল ॥
প্রবাহ অবধি করি, চারি হস্ত ধরি হরি,
ভাগ্যবান বৈসে এইস্থলে।
ইথে যজ্ঞ করে জপ, কেবল অক্ষয় তপ,
মুক্তি হয় যদি মরে জলে ॥
শুনি গঙ্গা অবতার, সুখী হৈল কর্ণধার,
স্নান কৈল সতিল তর্পণে।
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে, জল পূরি নিল ঘটে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

———

করঙ্গ—খুঙ্গি, ভিক্ষাপাত্র। আধান—আধার; পাত্র। বটু—বালক,ব্রহ্মচারী। পট—বস্ত্র।

শ্রীমন্তের ত্রিবেণী গমন।

ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুলপানী ॥
ভাওসিংহের ঘাটখান ডাহিনে এড়ায়ে।
মেটেরি সহর খান বামদিগে থুয়ে।
সঘনে কেরোয়াল পড়ে জলে পড়ে সাট।
নিমিষেকে গেল সাধু যোজনেক বাট ॥
বেলনপুরের ঘাটখান কৈল তেয়াগন।
নবদ্বীপ ঘাটে সাধু দিল দরশন ॥
চৈতন্য-চরণে সাধু করিল প্রণাম।
সেখানে রহিয়া সাধু করিল বিশ্রাম ॥
রজনী প্রভাতে সাধু মেলি সাত নায়।
নবদ্বীপ পাড়পুর বাহিয়া এড়ায় ॥
শীঘ্রগতি মির্জাপুর বাহে তরী ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা ॥
নায়ে পাইট গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মুলুক ॥
বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বামে শান্তিপুর রহে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া ॥
উলা বাহিয়া যায় কিসিমার পাশে।
মহেশ্বরপুরের নিকটে সাধু ভাসে ॥
বামভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবেণী।
দু-কূলে যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি ॥
লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান ॥
রজতের সীপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন ॥
শ্রাদ্ধ করয়ে কেহ জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে লোক সব দেয় ধূপ দীপে ॥
বহিত্র বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর।
গাইল পাঁচালিতে মুকুন্দ কবিবর ॥

সপ্তগ্রাম বর্ণন।

কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট ॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল সহর।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয় নগর ॥
মথুরা দ্বারিকা কাশী কল্পপুর কায়া।
প্রয়াগ কৌরব ক্ষেত্র গোদাবরী গয়া ॥
ত্রিহট্ট কাঙর কোঁচ হাটুর শ্রীহট্ট।
মাণিক ফরিকা লঙ্কা প্রলম্ব লাক্ষট ॥
বাগান বলয়া দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বর আহু লঙ্কাপুর সপ্তগ্রাম ॥
শিবাহট্টা বহাহট্টা হস্তিনা নগরী।
আর যত সহর তা বলিতে না পারি ॥
এসব সহরে যত সদাগর বৈসে।
যত ডিঙ্গা লৈয়া তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥
সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপাম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম ॥
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান দান করিল শ্রীপতি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শ্রীমন্তের গমন।

নায়ে তুলি সদাগর নিল মিঠা পানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি ॥
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে গোন্দলপাড়া ॥
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া।
ব্রহ্মপুত্রে পদ্মাবতী যেই ঘাটে মেলা।
ইচ্ছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বালা ॥
উপনীত হৈল গিয়া নিমাই তীর্থের ঘাটে ॥
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড় ফুল ফুটে ॥

পাইট—নিম্নশ্রেণীর মাঝি সাট—ছিটে। বাট—রাস্তা।

ত্বরায় চলে তরী তিলেক নাহি রহে।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগল মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী।
কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীপতি॥
ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিত্রপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
ধনস্ত গ্রাম খানা সাধু এড়াইল বামে॥
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
ঝালিঘাটা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর॥
নাচনগাছার ঘাট খান বাম দিকে থুইয়া।
ডাহিনেতে বারাশত খলিনা এড়াইয়া॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগ এড়াইল অবসান বেলা॥
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিল সদাগর॥
সঙ্কেতমাধব পূজা করিল সত্বর।
তাহার মেলান সাধু পায় হেতেঘর॥
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর চলে রাত্রি দিন॥
সেই দিন সদাগর হেতেঘরে রয়।
রজনী প্রভাতে সাধু মেলে সাত নায়॥
দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীরখানা।
কেরোয়ালের ঝমঝমি নদী জুড়ে ফেনা॥
তুই এক নৌকা জলের মাঝে ভাসে।
মগরার কথা সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসে॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জ্জন॥
মোহান বাহিল ডিঙ্গা করি ত্বরা ত্বরা।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দুর্জ্জয় মগরা॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥
চারি মেঘে চণ্ডিকা করিলা স্মোঙরণ।
স্মৃতিমাত্রে চারি মেঘে জুড়িল গগন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তকে ভগবতীর মগরায় ছলনা।

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুড় দুড়॥
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষয়ে মুষলধারে জল॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা॥
দিবানিশি ঘনঘন মেঘের গর্জ্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
অবিশ্রাম—নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি॥
পূর্ব্ব হৈতে আইল বন্যা দেখিতে ধবল।
সাত তাল হয়ে গেল মগরার জল॥
ঝঞ্চনা চিকুর পড়ে কামান কৃপাণ।
ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান॥
বাপের উদ্দেশে ছিরা চলিল সিংহল॥
খুল্লনা জননী তার কান্দিয়া বিকল॥
মগরাতে ঝড় বৃষ্টি করিব বিদিত।
দৃঢ় ভক্তি হয় নয় জানিব চরিত॥
বিপদ দেখিয়া ছিরা করে কি স্মরণ।
সঙ্কটে রাখিব আজি দাসীর নন্দন॥
নদনদীগণ যত করিল প্রয়াণ।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

মেলান—ছাড়া; খুলিয়া দেওয়া।

নদনদীগণের মগরায় আগমন।

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।
মগরা নদীর সঙ্গে করিতে মিলন॥

আজ্ঞা দিলা ভবানী, চলিলা মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া গগনে স্থিতি।
সঙ্গে মকরজাল, ছাড়িয়া পাতাল,
রঙ্গে চলে ভোগবতী॥
প্রবল তরঙ্গা, ধাইলা গঙ্গা,
ভৈরবী কর্ম্মনাশা।
ধাইল দ্রুতপদ, শোন মহানদ,
ধাইল বাহুদা বিপাশা॥
আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর,
শিলাই চন্দ্রভাগা।
কোঁপাই দোনাই, ধাইল দুই ভাই,
বগড়ির খানা ধায় বগা॥
ধাইল ঝুমঝুমি, করিয়া দামাদামি,
ক্ষীরাই শুণ্ডাই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলি, গুঙ্করা কুতূহলী,
বন্না চলিল রঙ্গে॥
খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী,
কাণা ধায় দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে, ধাইল রঙ্গে,
বুড়া মন্তেশ্বর॥
ধাইল বরুণা, অজয় যমুনা,
কুতূহলে সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী, কাণা ধায় গোমতী,
সরযূ আর কংশাবতী॥
ধাইল কাঁসাই, মহানন্দা বিড়াই,
খরস্রোত বামনের খানা।
চারিদিকে জল, হইয়া ধবল,
মগরা জুড়িয়া ফেনা॥
বাজায়ে দণ্ডী, কড়াই চণ্ডী,
ধাইল সত্বর হৈয়া।
চণ্ডীর আদেশে, শিলা শিল বরিষে,
কান্দে মাথে হাত দিয়া॥
জগদবতংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম॥

শ্রীমন্তের ব্যাকুলতা।

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
অরি হৈল দেবরাজ, বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ,
বরিষে মুষলধারে জল॥

শিল বাজে যেন গুলি, ভাঙ্গিছে মাথার খুলি,
বেগে বাজে জল যেন কাঁড়।
বিষম জলের রয়, ভয়ে প্রাণ স্থির নয়,
গাবরে ধরিতে নারে দাঁড়॥
দুঃসহ বিষম ঝড়ে, উপড়িয়া গাছ পড়ে,
দুকূল হানিয়া বহে খানা।
কহ কর্ণধার ভাই, কেমনে নিস্তার পাই,
রাশি রাশি কত ধায় ফেনা॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টিজলে ডিঙ্গা বুড়ে,
নায়ে পাইট জড় হৈল শীতে।
শুন ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার,
জলে অহি ভাসে শতে শতে॥
দেখয়ে নায়ের পাশে, মকর কুম্ভীর ভাসে,
গিরিগুহা বিকট দশন॥
কাণ্ডার উপায় বল, দেখিয়ে প্রলয় জল,
আজি দেখি সঙ্কট জীবন॥
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা, স্মরণ করহ গঙ্গা,
অন্তকালে ভজ ভগবতী।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে, ভবানী বলিয়া কান্দে,
হৃদয়ে ভাবিয়া শ্রীপতি॥

খালি জুলি—নালা খাল ইত্যাদি। রয়—বেগ।

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তের চণ্ডিকাস্তব।

রক্ষ মা ভবানি মোরে, কি বলিব সার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর॥
তোমা আরাধিয়া যাত্রা করিলুঁ তরীতে।
সমর্পিয়া দিলা মাতা তব হাতে হাতে॥
তবে কেন বল করে মগরার জল।
নিশ্চয় জানিলুঁ মোর করম বিফল॥
ভগবতী ব'লে সাধু ঝাঁপ দিল জলে।
রথ হৈতে অভয়া শ্রীমন্তে কৈলা কোলে॥
সদয় হইলা মাতা সেবকবৎসল।
চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক হাঁটু জল॥
দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী।
দুর্জ্জয়া দক্ষিণা কালী নগেন্দ্রনন্দিনী॥
নিদ্রারূপা হৈয়া তুমি ভাণ্ডিলে প্রহরী।
যখন নন্দের গৃহে জন্মিল শ্রীহরি॥
নানা অবতারে তুমি বিষ্ণুসহায়িনী।
দুরিতনাশিনী জয়া দুর্গতিহারিণী॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলে কৃষ্ণ হইয়া শৃগালী॥
ভুভার খণ্ডন কৈলে আপনি প্রকার।
কংস-ভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার॥
ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়।
ডিঙ্গা লৈয়া সদাগর দ্রুতগতি যায়॥
ডানি বামে ছেড়ে যায় কত কত দেশ।
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোনার মহেশ॥
সাগরসঙ্গম দেখি কাণ্ডারের রঙ্গ।
কহে সাধু শ্রিয়পতি সাগর প্রসঙ্গ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সগর বংশ উপাখ্যান।

অবধানে কর্ণধার, শুন পুরাণের সার,
সগর বংশের উপাখ্যান।
যার বল গজযুত, ষষ্টি হাজার সুত,
সাগরের করিল নির্ম্মাণ॥
ত্রিভুবন অবতংসে, আছিল মিহির বংশে,
বৃকনামে মহা মহীপাল।
তার সুত হৈল বাহু, বিপ্রচণ্ড যেন রাহু,
অবনী পালেন চিরকাল॥
পাপ-গ্রহ-যোগ-ফলে, পরাজয়ী জরাকালে,
রাজ্য ছাড়ি গেলা বনবাস।
বনে মৈল নরপতি, শশিমুখী তার সতী,
অনুমৃত্যু কৈল অভিলাষ॥
তাবে গর্ভবতী জানি, আসি তথা ঔর্ব্ব মুনি,
মরণ করিল নিবারণ।
নাহি গেল স্বামিসনে, গর্ভকথা সতা শুনে,
বিষ-অন্ন করায় ভোজন॥
সেই গর্ভে দেব-অংশ, গরলে নহিল ধ্বংস,
প্রসবিল রাণী যথাকালে।
গরযুত হৈল সুত, দেখি রাণী অদ্ভুত,
সগর আখ্যান লোকে বলে॥
তিন লোকে খ্যাত কীর্ত্তি, হৈল রাজচক্রবর্ত্তী,
অধিষ্ঠান হৈল সিংহাসনে।
হৈহয় তালজঙ্ঘ, আর যত রিপুভঙ্গ,
একা রাজা জয় কৈল রণে॥
নিষেধ করিল মুনি, নাহি নৃপ বধে প্রাণী,
মাথা মুড়ি পাঠাল কাননে।
সেই কৃপাময় রাজা, সুত সম পালে প্রজা,
বিধাতা সন্তোষ বড় মনে॥

প্রকার—উপায়। বিপ্রচণ্ড—মহাতেজস্বী।

কেশিনী সুমতি আর, নৃপতির দুই দার,
অসমঞ্জা কেশিনীনন্দন।
তার সুত অংশুমান, খ্যাত সর্ব্বগুণধাম,
পিতামহ-হিত-পরায়ণ॥
সুমতির গুণযুত, ষষ্টি হাজার সুত,
অযুত কুঞ্জর মহাবল।
অসমঞ্জা কৈল দোষ, নৃপতি মানিয়া রোষ,
বনবাস দিল প্রতিফল॥
দিয়া আত্ম অনুমতি, রিপুজয়ী নরপতি,
অশ্বমেধে ছাড়ি দিল হয়।
অশ্ব হরি নিশাভাগে, রাখিয়া কপিল আগে,
ইন্দ্র গেল আপন নিলয়॥
যদি হারাইল হয়, সুতে নরপতি কয়,
শুন ষষ্টি সহস্র কুমার।
অশ্ব আনি দিবে মোরে,পরাণে মারিয়া চোরে,
যজ্ঞভার সকলি তোমার॥
যাটি হাজার ভাই, ভ্রমিল অনেক ঠাঁই,
না পায় অশ্বের অন্বেষণে।
না খুঁজি অশ্বের তত্ত্ব, নিমিষ না চলে পথ,
হয় খুঁজে পাইল দক্ষিণে॥
সুড়ঙ্গে ঘোড়ার পদ, দেখি সবে ক্রোধযুত,
সবে মেলি খোঁড়য়ে ধরণী।
নৃপতিকুমার যত, প্রবেশি পাতাল পথ,
দেখিল কপিল মহামুনি॥
ঘোড়া দেখি তার পাশে,কোপে নৃপসুত ভাষে,
বকধ্যানে আছে ঘোড়াচোর।
এতেক নিন্দিয়া তারে, পৃষ্ঠে শেলাঘাত করে,
কোপদৃষ্টে মুনি চায় ঘোর॥
মুনিবর-কোপানলে, নৃপতিকুমার জ্বলে,
একটি না রহে অবশেষ।
আসিয়া নারদ তথা, কহিল সকল কথা,
সগর পাইল বড় ক্লেশ॥
ডাকি আনি অংশুমান, সগর দিলেন পাণ,
চলরে অশ্বের অন্বেষণে।
অবিলম্বে অংশুমান, গেল কপিলের স্থান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা।

রথ ছাড়ি গেল শিশু কপিলের স্থান।
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে অংশুমান॥
অনুগত শিশু আমি কি বলিতে জানি।
আপনার গুণে কৃপা কর গুণমণি॥
কি বলিতে পারি প্রভু তোমার মহত্ত্ব।
পরশিতে নারে তোমা তমঃ রজঃসত্ত্ব॥
আপনার দোষে মৈল সগর-কুমার।
কৃপাময় প্রভু দোষ নাহিক তোমার॥
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে বারেবার।
অনুগ্রহ কর প্রভু তুমি কৃপাধার॥
অংশুমানে তুষ্ট হয়ে মুনি দিলা হয়।
উপদেশ কহে তাকে মুনি মহাশয়॥
তোর পিতৃগণ ভস্ম হৈল কোপানলে।
গতি না হইবে তার বিনা গঙ্গাজলে॥
মুনি প্রদক্ষিণ করি আইল অংশুমান।
ঘোড়া আনিয়া দিল সগর বিদ্যমান।
অশ্বমেধ সাঙ্গ করি সগর নৃপতি।
অংশুমানে রাজ্য দিয়া পাইল দিব্যগতি॥
রাজ্যভার দিয়া সুতে রাজা অংশুমান।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল সাবধান॥
অংশুমানের পুত্র দিলীপ নৃপতি।
সুতে রাজ্য দিয়া গেল ত্রিদিব বসতি॥
দিলীপ করিলে রাজ্য অযুত বৎসর।
পাত্রে রাজ্যভার দিয়া গেল নৃপবর॥
কুলেতে রহিল মাত্র বিধবা রমণী।
অনাহারে তপস্যায় মৈল নৃপমণি।
একদিন দুর্ব্বসা তপস্যা করি যায়।
ভক্তি দেখি তুষ্ট মুনি বর দিল তায়॥

হয়—ঘোড়া। বকধ্যানে—কপট ধ্যানে।

পুত্রবতী হও তুমি আমার বচনে।
মুনি-আশীর্ব্বাদে রামা দুঃখ ভাবে মনে॥
বংশেতে পুরুষ নাহি শুন মহাশয়।
অভাগ্য করেছি হবে কেমনে তনয়॥
মুনি বলে কভু মিথ্যা নহে মোর বাণী।
মম বরে এক পুত্র পাবে দুসতিনী॥

* * *

দুই ভাগে জন্ম নিল পুত্র ভগীরথে।
শাপে বর অষ্টাবক্র দিল দৃঢ়ব্রতে॥
পাত্র মিত্র তারে লয়ে কৈল রাজ্যেশ্বর।
ভগীরথে রাজ্য দিয়া কৈল নৃপবর॥
মায়েরে জিজ্ঞাসে ভগীরথ নৃপমণি।
পিতামহগণ কোথা কহ গো জননী॥
কহিল সুন্দরী তারে সর্ব্ব বিবরণ।
মুনি ঠাঁই শুনে রাজা বিশেষ কথন॥
কুলের বিধান জানি পুরোহিতের স্থানে।
গঙ্গা আনিবারে বালা করিল গমনে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কর গান মধুর সঙ্গীত॥

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন।

ইন্দ্র হরি হর সেবিল জগন্নাথে।
গেলা ব্রহ্মলোকে হরি ভগীরথের সাথে॥
মায়া পাতি প্রভু জল করিল সংহার।
জল না পাইলে গঙ্গা নাহি দিব আর॥
যুক্তি করি গেলা প্রভু ব্রহ্মা সন্নিধানে।
জল চাহি বুলে ব্রহ্মা সকল ভুবনে॥
কমণ্ডলে ছিল গঙ্গা ব্রহ্মা দিল তায়।
গঙ্গা লৈয়া ভগীরথ হইল বিদায়॥
ভগীরথে কৈল গঙ্গা বর মাগ রায়।
ভগীরথ নিবেদন কৈল গঙ্গা-পায়॥
ব্রহ্মশাপে মৈল মোর পিতামহগণ।
আপনি হইবে তার উদ্ধারকারণ॥
সদয় হইয়া গঙ্গা দিলেন অনুমতি।
তপস্যায় গঙ্গা বশ করিল ভূপতি॥
মহীতলে যেতে বড় ভয় করি রায়।
মহাপাপিগণ যদি মোর জলে নায়॥
সেই পাপ খণ্ডাইতে বল মোরে পথ।
শুনিয়া গঙ্গার বাণী বলে ভগীরথ॥
বিষ্ণুভক্তজন তব পরশিবে জল।
এই হেতু পাপ তোমা না করিবে বল॥
তখন শুনিয়া মাতা রাজার ভারতী।
মহেশ সেবিতে তারে দিল অনুমতি॥
আমার ধারণক্ষম শিব মহাবল।
নহিলে ভূতল ভেদি যাব রসাতল॥
শিব বরাবর স্তব কৈল জোড়হাতে।
আসিতে অবনী গঙ্গা হর কৈল মাথে॥
গঙ্গা না দেখিয়া দুঃখিত নৃপবর।
অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর॥
তপস্যায় হরে তুষ্ট কৈল ভগীরথে।
বারাইয়া দিলা গঙ্গা জটাভার হৈতে॥
হর শিব হৈতে গঙ্গা আইলেন অবনী।
আগে চলে ভগীরথ দিয়া শঙ্খ ধ্বনি॥
হিমালয় শিখরে উরিলা নারায়ণী।
গুহা সান্ধাইয়া গঙ্গা না পান সরণী॥
সুরপতি দুঃখিত দেখিয়া ভগীরথে।
প্রসাদ করিয়া ইন্দ্র কহেন ঐরাবতে॥
গজ বলে যদি গঙ্গা দেয় আলিঙ্গন।
গুহা বিদারিয়া দিব করিতে গমন॥
গঙ্গার চরণে নিবেদয়ে নরপতি।
আসিবারে গঙ্গা তারে দিল অনুমতি॥
সহিবারে পারে যদি জলের নিঃস্বন।
নিশ্চয় বলিহ তারে দিব আলিঙ্গন॥
ঐরাবত আসি গুহা ভাঙ্গিল দশনে।
জল-বেগে পড়ে গজ ষোড়শ যোজনে॥
আপনা নিন্দিয়া ঐরাবত মারে রড়।
শ্বাস পালটিতে মাত্র গেল-হেতেঘর॥

বারাইয়া—বাহির করিয়া। সরণী—পথ। সান্ধাইয়া—প্রবেশ করিয়া। নিঃস্বন—ধ্বনি, শব্দ; এখানে বেগ, তরঙ্গ।

সুমেরু ছাড়িয়া চলিলা নারায়ণী।
কত দূরে তপ করে জহ্নু মহামুনি ॥
বৃক্ষাদি ভাসিয়া চলয়ে বাশি রাশি।
স্রোতে ভাসিল মুনির তিল তুলসী ॥
ধ্যান ভঙ্গ হৈল মুনি চতুর্দ্দিকে চায়।
তিল্ল তুলসী তামী কেবা লয়ে যায় ॥
পুনরপি মুনি ধ্যান করিল সত্বরে।
গঙ্গা লয়ে যায় ভাগীরথ নৃপবরে ॥
কুপিত হইল তবে জহ্নু মুনিবর।
গণ্ডূষে করিল গঙ্গা উদর ভিতর ॥
ফিরিয়া দেখয়ে বালা রাজার নন্দন।
হাতে পেয়ে মোর নিধি লৈল কোন্ জন ॥
দেখি ভগীরথ মুনি হৈল ভয়ঙ্কর।
তারে স্তব করে রাজা সহস্র বৎসর ॥
তপস্যায় তুষ্ট যদি হৈল মুনিবর।
মুনি বলে, রাজা তুমি মাঙ্গি লহ বর ॥
ভগীরথ বলে গোসাঞি শুন তপোধন।
গঙ্গা দান দেহ মোরে এই নিবেদন ॥
তপস্যায় তুষ্ট মোরে হয়ে পশুপতি।
বংশ উদ্ধারিতে মোরে দিলা ভাগীরথী ॥
তুমি যদি মোরে কৃপা কর তপোধন।
তবে সে হইবে মোর পিতৃ-উদ্ধারণ ॥
এতেক শুনিয়া মুনি ভাবে মনে মনে।
বাহির করিয়া গঙ্গা দিব বা কেমনে ॥
মুখ দিয়া জল যদি ফেলি ভাগীরথী।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে রহিবে কু-খ্যাতি ॥
নখাঘাতে জানু চিরিল তপোধন।
জাহ্নবী বলিয়া নাম ঘোষে সর্ব্বজন ॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা চলিল সত্বর।
গঙ্গা পেয়ে ভগীরথ হরিষ অন্তর ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

সগরবংশ উদ্ধার।

শুনরে কাণ্ডার ভাই, তীর্থ বড় এই ঠাঁই,
রামায়ণে শুনি ইতিহাস।
সগর বংশের কর্ম্ম, শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
নাহি হয় পাপের প্রকাশ ॥
আগে দেখাইয়া পথ, চলে রাজা ভগীরথ,
বায়ুবেগে জলের প্রয়াণ।
পবিত্র করিয়া ধবা, সুরনদী তীর্থবরা,
আইল সাগর-সন্নিধান ॥
আসি গঙ্গা এই পথে, কহিলেন ভগীরথে,
কোথা মৈল সগরনন্দন।
ভগীরথ বলে বাণী, সবিশেষ নাহি জানি,
আপনি করহ অন্বেষণ ॥
প্রপিতামহের কথা, বিশেষ না জানি মাতা,
নাহি কেহ পুরাতন লোক।
যত আছে চরাচর, নহে তব অগোচর,
কৃপা করি দূর কর শোক ॥
ভগীরথে তুষ্টা হয়ে, আপনি বুলেন চেয়ে,
জুড়িলেন বিংশতি যোজনে।
তনুভস্ম হাড় নখে, পরশি বৈকুণ্ঠ লোকে,
নিলা সবে গগনবিমানে।
নারকী পুরুষ যত, স্বর্গে যায় চড়ে রথ,
ঊর্দ্ধ হস্তে নাচে ভগীরথ।
অমরে দুন্দুভি বাজে, ভগীরথ মহারাজে,
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব যত ॥
যেখানে সগরবংশ, ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস,
অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে,
হৈয়া সবে চতুর্ভুজ বেশ ॥
মুক্তিপদ এই স্থান, এই খানে করি স্নান,
চল ভাই সিংহল নগরে।
তর্পণ করিয়া জলে, ডিঙ্গা লয়ে সাধু চলে,
গাইল মুকুন্দ কবিবরে ॥

তনু-ভস্ম—কপিলের কোপাগ্নিতে দগ্ধ দেহের ভস্ম। সুরনদী—গঙ্গা। মুক্তিপদ—মুক্তি-স্থান।

শ্রীমন্তের জগন্নাথ দর্শন।

প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর চলে রাত্রি দিন॥
দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীরখানা।
কেরোয়ালের ঝমঝমি নদী জুড়ে ফেনা॥
কলাহাট ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের ঘাট বামেতে রাখিয়া॥
ডানি ভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
উত্তরিল সদাগর সমুদ্রের কূলে॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে॥
কনক-রচিত চক্র রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর॥
বহিত্র বান্ধিয়া বলে বেণের নন্দন।
এইখানে রহ করি প্রসাদ ভোজন॥
লোচন ভরিয়া সাধু দেখি জগন্নাথ।
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে প্রণিপাত॥
বটবৃক্ষে সদাগর কৈল আলিঙ্গন।
কিনিয়া প্রসাদ অন্ন করিল ভোজন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান।

ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়, বিশ্ব যার যশ গায়,
দ্রাবিড় ভূপাল যশোধন।
দক্ষিণ জলধিকূলে, অক্ষয় বটের মূলে,
আরোপিল দেব নারায়ণ॥
মুক্তিপদ এই ঠাঁই, শুন রে কাণ্ডার ভাই,
কহিব পুরাণ-ইতিহাস।
পঞ্চক্রোশ নীলগিরি, ইহাতে কৈবল্য পুরী,
ইথে মৈলে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥
পথে বা শশ্মানে মরে, বৃক্ষে বা মণ্ডপে ঘরে,
যথা তথা এই মহাস্থানে।
ইচ্ছা করি যে বা যায়, প্রসঙ্গে সে ফল পায়,
মুক্তি পায় দেহ অবসানে॥
সুভদ্রা বলাই সাথে, দেখ ভাই জগন্নাথে,
সম্মুখে গরুড় মহাবীর।
সুচি হয়ে কর ফোঁটা, প্রদক্ষিণ মণি-কোটা,
কর ভাই বৈকুণ্ঠে মন্দির॥
সম্মুখে বিমলা দেবী, যাহার চরণ সেবি,
ত্যজে নর সংসার-বাসনা।
সঙ্গে গুহ লম্বোদর, সেস্থানে আইলা হর,
হরিভাবে হয়ে দৃঢ়মনা॥
পরশি রোহিণীকুণ্ডে, পাপ কর্ম্ম ইথে খণ্ডে,
শুন রে কুণ্ডের ইতিহাস।
এ কুণ্ডে ত্যজিয়া জীব, সাক্ষাৎ হইলা শিব,
কাক গেল বৈকুণ্ঠ-নিবাস॥
মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান, সিন্ধুতটে পিণ্ডদান,
পিতৃলোক উদ্ধার কারণ।
সেব ভাই নিরন্তর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর,
বটবৃক্ষে কর আলিঙ্গন॥
প্রবল চপলভঙ্গা, স্নান কর শ্বেত গঙ্গা,
নীলমাধবে কর নতি।
ক্ষিতিতে বৈকুণ্ঠপুরী, আমি কি বর্ণিতে পারি,
ইথে সব দেবতার স্থিতি॥
যে বা যার অভিলাষী, অন্তকালে বারাণসী,
লভে যে বা পায় দিব্যগতি।
একদণ্ড বিশ্রামে, সে গতি পুরুষোত্তমে,
বটমূলে যদি করে স্থিতি॥
নীল শৈলে অবতার, চারি বর্ণ একাকার,
কিনি হাটে খায় ভাত পিঠা।
প্রসাদ গঙ্গার জল, ভোজন সমান ফল,
এই অন্ন সুধা হৈতে মিঠা॥
কি আর বুঝাব তোমা, যে অন্ন রান্ধেন রমা,
ভোজন করেন জগন্নাথে।
সুস্বাদ গঙ্গার জল, ভোজন সমান ফল,
দরশনে কলুষ নিপাতে॥

মণিকোটা—মণিকুট্টিম।

ধন্য ক্ষেত্র জগন্নাথ, বাজারে বিকায় ভাত,
কোথাও না শুনি হেন বোল।
ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে, সূপ ঘণ্ট পুরি ঘটে,
আলু-বড়া সুকুতার ঝোল ॥
ক্ষীরখণ্ড ছানা লাড়ু, নানা পানা ভরি গাড়ু,
ক্ষীরপুলী পদ্মচিনি ছানা।
বিতণ্ডা ত্যজিয়া পাণ্ডা, কিনয়ে অমৃত মণ্ডা,
হাটে চাকি বুঝি স্বাদুপানা ॥
ছোলা বড়ি কলাবড়া, আর্দ্রকে বার্ত্তাকু-পোড়া
মানের বেসারি আদাঝাল।
নাফরা ব্যঞ্জন রাজা, ঘৃতে পলাকড়ি ভাজা,
মধুরুচি ব্যঞ্জন রসাল ॥
পথশ্রম হবে মন্দা, কিনহ তোড়ানি জোন্দা,
মরিচ সমান যার তার।
আজানুলম্বিত জটা, কাপড়ি সন্ন্যাসী ঘটা,
অন্ন মাঙ্গে ফিরিয়া বাজার ॥
প্রসাদ শুখান অন্ন, ভেদ নাহি চারি বর্ণ,
দেশান্তরে বয়ে বয়ে খায়।
ক্ষেত্রে বা অক্ষেত্রে খাই, এই অন্ন সুধামই,
ভুঞ্জিলে যমের নাহি দায় ॥
অন্নের বাজার মাঝে, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে,
ঝাট্যাতি বাইতি লয় তোলা।
সুগন্ধ মল্লিকা দনা, কিনয়ে সকল জনা,
তুলসী কাষ্ঠের কণ্ঠমালা ॥
কহি আমি শুন নিষ্ঠ, কুকুর মুখের ভ্রষ্ট,
প্রসাদ না কর চিত্তে আন।
ত্যজ ভাই মিছা যুক্তি, ভুঞ্জিয়া সাধহ মুক্তি,
নহে যজ্ঞ ভোজন সমান ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া, যথা কৃষ্ণ-পদচ্ছায়া,
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারকা।
হরিপদ আর যত, বিশেষ বলিব কত,
এই পুরী মুক্তির সাধিকা ॥
বড় ধন্য নীলগিরি, ইহাতে থাকিয়া হরি,
পদবী লভিলা জগন্নাথ।
বিস্তার উৎকলখণ্ডে, কত কব একদণ্ডে,
ঝাট চল করি প্রণিপাত ॥
কুয়াড়ি বংশজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
এক ভাবে সেবিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীনমাংস ছাড়ি বহু কাল ॥
গুণরাজ মিশ্রসুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
নূতন কবিত্ব রসে, নৃপতির অভিলাষে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

শ্রীমন্তের সেতু-বন্ধ গমন।

রাজরাজেশ্বরে শত দণ্ডবৎ হৈয়া।
চলিলেন সদাগর বহিত্র বাহিয়া ॥
যদি পিতৃসনে মোর হয় দরশন।
দেউল মণ্ডিয়া দিব এ পঞ্চরতন ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
রাত্রি দিন বেয়ে যায় নাহি করে ডর ॥
চিল্‌কা চলয়ে ডিঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
বালিঘাটা বাণপুর বামদিকে থুইয়া ॥
ফিরিঙ্গীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রি দিন বাহে ডিঙ্গা হারামদের ডরে ॥
চিঙ্গড়ির দহে ডিঙ্গা দিল দরশন।
গোঁফ উভ করে যেন খাগড়ার বন ॥
সদাগর বলে শুন কাণ্ডার বুলন।
মাঝ গাঙ্গে কেন ভাই খাগড়ার বন ॥
কর্ণধার আছে তার বুদ্ধির আগলি।
সেই দহে ফেলি দিল গুড় চাউলি ॥
চিঙ্গড়ির দহ সাধু পশ্চাৎ করিয়া।
কাঁকড়ার দহে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া ॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
দাড়ায় ধরিয়া তারা বহিত্র রহায় ॥
দেশের কাঁকড়া রাড় চোয়াড়েতে খায়।
এ দেশের কাঁকড়া বহিত্র রহায় ॥

মধুরুচি—সুস্বাদু। মন্দা—দূরীভূত। তোড়ানি জোন্দা—খুব ঝাল অম্ল। ঝ্যাটাতি—যে দালানে ঝাঁটা দেয়। পঞ্চরত্ন—প্রবাল, হীরক, নীলকান্ত মণি, পদ্মরাগ মণি ও মুক্তা। ফিরিঙ্গী—পর্ত্তুগীজ জাতি।

কাণ্ডার মেলিয়া শৃগালের রব কৈল।
সেই দহ সদাগর বাহিয়া চলিল॥
সর্পদহে তবে ডিঙ্গা দিল দরশন।
যত সর্প ছিল তারা ভাসিল তখন॥
চান্দ্রড় ঈসরমূল নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সর্পদহ বাইয়া॥
সর্পদহ সদাগর কৈল তেয়াগন।
কুম্ভীরের দহে ডিঙ্গা দিল দরশন॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
খাজুরের গাছ যেন কুম্ভীর বেড়ায়॥
সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই।
এ সব বিষম দহ কেমনে এড়াই॥
কর্ণধার ছিল তার বুদ্ধির সাগর।
সেই দহে ফেলে দিল পোড়ায়ে গাড়র॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কড়ির দহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥
নৌকার পাশেতে কেরোয়ালের ঘা পায়।
পুটিমৎস্য সম কড়ি সঘনে লাফায়॥
শ্রীপতি বলিল, শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মনে কর পুটিমৎস্য খাই॥
অবোধ সদাগর তুমি জনমের চাষা।
কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা॥
জোয়ার ভাঁটার বেলা লোহার বাড় দিল।
পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দী কৈল॥
কূলেতে করিয়া খাত নিখাত করিল।
রামকদলীর গাছ নিদর্শন দিল॥
শঙ্খদহে তবে ডিঙ্গা দিল দরশন।
রুহিমৎস্য হেন শঙ্খ লাফায় সঘন॥
শ্রীপতি বলেন শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মন দেহ রুহিমৎস্য খাই॥
তুমি নাহি জান সাধু গাঙ্গের আদি মূল।
ইহারে ত বলে সাধু শঙ্খদহ কূল॥
লোহার জাল দিয়া তারা শঙ্খ বন্দী কৈল।
কূলেতে খুঁড়িয়া খাত শঙ্খ যে রাখিল॥

সেই দহ সদাগর ত্বরিত বাহিয়া।
হাথিয়াদহেতে নৌকা দিল চাপাইয়া॥
হাথিয়াদহের কিছু শুনহ কাহিনী।
যার তলে বয়ে যায় দশ যোজন পানী॥
তাহার উপরে পথ গরু মানুষ বুলে।
দহেতে ঠেকিয়া রয় ডিঙ্গা নাহি চলে॥
খরশাণ কাতি নৌকার আগেতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু হাথিদহ দিয়া॥
হাথিদহ পার যদি হৈল বহিতাল।
বামদিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
বহিত্র বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর।
গাইল পাঁচালিতে মুকুন্দ কবিবর॥

সেতুবন্ধ উপাখ্যান।

শুন সেতুবন্ধের ঘটন।
রঘুবংশের ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ,
যম সনে নহে দরশন॥
ত্রিভুবন অবতংসে, আছিলা মিহির বংশে,
দশরথ নামে নরপতি।
সুতসম দেখি প্রজা, অবনী পালেন রাজা,
অযোধ্যায় তাঁহার বসতি॥
রূপে জিনি দেবমায়া, নৃপতির তিন জায়া,
কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকেয়ী।
কৌশল্যানন্দন হরি, রামরূপে অবতরি,
রণভূমে নিশাচরজয়ী॥
ভরত কৈকেয়ী-সুত, রূপ গুণে অদ্‌ভুত,
সুমিত্রা-নন্দন দুই ভাই।
যমজ লক্ষ্মণ আর, শত্রুঘ্ন পুত্র তার,
অনুজন্মা বিজয়ী সদাই॥
চারি পুত্র বড় তেজা, দেখি আনন্দিত রাজা,
নৃপতি আছিল সিংহাসনে।
সাধিতে যজ্ঞের কাম, মুনি বিশ্বামিত্র নাম,
আসে দশরথ সন্নিধানে॥

গাড়র—ভেড়া। জাঙ্গাল—সেতু অনুজন্মা—কনিষ্ঠ।

ঋষির বচন শুনি, পাঠাইলা নৃপমণি,
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ মুনিসনে।
পথেতে তাড়কা মারি, মুনির কৌতুক করি,
দোঁহে গেল যজ্ঞের সদনে॥
সাঙ্গ করি নিজ যজ্ঞ, মুনি ভারি কর্ম্মবিজ্ঞ,
দোঁহে নিল জনক সদন।
তথা রাম কুতূহলে, নৃপতির যজ্ঞশালে,
হরধনু করিল ভঞ্জন॥
দেখি বড় অদ্‌ভুত, অযোধ্যা পাঠান দূত
দিয়া চারু গজ হয় যান।
শত্রুঘ্ন ভরত সাথে, আইল নৃপ দশরথে,
জনক করিল বহুমান॥
ত্রিভুবনে একধন্যা, রামে দিল সীতা কন্যা,
কিঙ্কিণী কনকভূষাবতী।
সীতানুজা তিন সুতা, রামানুজে দিল তথা,
সবিনয়ে জনক ভূপতি॥
চারি পুত্রবধূ সাথে, চড়ি চারু দিব্য রথে,
অযোধ্যা চলিল মহীপতি।
হরধনু ভঙ্গ শুনি, রুষিয়া ভার্গব মুনি,
আগুলিল রামের পদ্ধতি॥
পরশুরামের গর্ব্ব, শ্রীরাম করিল খর্ব্ব,
স্বর্গপথ রোধে এক শরে।
অমরে দুন্দুভি বেণী, শঙ্খ পড়া বাজে সানি,
রাম আইল অযোধ্যানগরে॥
রামে অনুগত প্রজা, দেখি আনন্দিত রাজা,
সিংহাসন দিতে কৈল মন।
দারুণ কৈকেয়ী-পাকে, বনবাস দিল তাকে,
সঙ্গে গেল জানকী লক্ষ্মণ॥
ভ্রমিতে কানন পথে, শর ধনু করি হাতে,
বিরাধের করিল নিধন।
বাস করি পঞ্চবটী, শূর্পণখার নাক কাটি,
বধ কৈল খর ও দূষণ॥
শূর্পণখা গিয়া লঙ্কা, দশাননে দিল শঙ্কা,
কহিল সীতার রূপ-কথা।
মারীচ সহায় করি, রাক্ষসের অধিকারী,
আইল বীর রামকুঁড়ে যথা॥
হেমমৃগ-রূপ ধরি, শ্রীরামের বরাবরি,
নাচয়ে মারীচ নিশাচর।
সাধিতে সীতার কাম, শর ধনু হাতে রাম,
অনুবর্ত্তী হৈল রঘুবর॥
গিয়া রাম কতদূরে, মারীচ মারিল শরে,
ত্যজে প্রাণ ডাকিয়া লক্ষ্মণে।
রামের সঙ্কট বুঝি, সীতা শোকসিন্ধু মজি,
পাঠান লক্ষ্মণে অন্বেষণে॥
শূন্য দেখি নিকেতন, আসি তথা দশানন,
সীতা লৈয়া গেল দিব্য যানে।
সমরে জটায়ু মারি, রাক্ষসের অধিকারী,
রাখে সীতা অশোক-কাননে॥
মৃগ বধি আসি রাম, শূন্য দেখি নিজধাম,
মূর্চ্ছিত পড়িল মহীতলে।
মনেতে ভাবিয়া ব্যথা, দুজনে চাহিয়া সীতা,
জটায়ু দেখিল কতকালে॥
দোঁহে বসি একস্থলে, ভাসেন লোচন-জলে,
নিজ দুঃখ ভাবে দুই জনে।
একশরে বালি বধি, সুগ্রীবের কার্য্য সাধি,
দোঁহে রহে শিখর কাননে॥
রামের সাধিতে কাজ, হনুমানে কপিরাজ,
পাঠাইল সীতা অন্বেষণে।
লম্ফে সিন্ধু পার হয়ে, সীতার বারতা লয়ে,
আইল বীর রামের সদনে॥
মেলি কপিগণ যত, শিলা তরু ও পর্ব্বত,
নলের আনিয়া রাখে পাশে।
নলের পরশে ভাসে, দেখি কপিগণ হাসে,
সেতুবন্ধ হৈল একমাসে॥
সীতার উদ্ধার হেতু, সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু,
পার হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল, নীল হনু কপিবল,
বেড়িল লঙ্কার উপবন॥

ভূষাবতী—অলঙ্কারযুক্তা। পদ্ধতি—পথ। বেণী—বেণুঅর্থে।

পার হৈয়া প্রভু রাম, বেড়িলেন লঙ্কাধাম,
দ্বারে দ্বারে নিয়োজিল সেনা।
যুকতি করিয়া স্থির, পাঠান অঙ্গদ বীর,
রাক্ষসের করিতে গঞ্জনা॥
অঙ্গদ বীরের বোলে, দশানন কোপে জ্বলে,
সেনা পাতে কবিবারে রণ।
করিয়া অনেক মান, ইন্দ্রজিতে দিল পাণ,
সঙ্গে দিল নব লক্ষ জন॥
বাক্ষসে বানরে রণ, পড়ে যত বীরগণ,
ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশে।
মায়ারূপা করি রণ, বধিল বানরগণ,
রাম লক্ষ্মণ বান্ধি নাগপাশে॥
জয় করি সংগ্রাম, ইন্দ্রজিৎ গেল ধাম,
মুক্ত রাম গরুড় স্মরণে।
সঙ্গে সেনা লক্ষ লক্ষ, পাঠাইলা বিরূপাক্ষ,
রাম তারে করিল নিধনে॥
আনিয়া আপন বাসে, মহোদর মহাপাশে
ত্রিশিরা অতিকা মহাবীর।
ত্রিশিরা অতিকায়, সমর করিতে যায়,
দেখি রণে কেহ নহে স্থির॥
রাম অতি করি রাগ, মুকুট সহিত পাগ,
কাটে তার অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।
মনেতে পাইয়া লাজ, ভঙ্গ দিল রক্ষোরাজ,
কুম্ভকর্ণে কৈল জাগরণে॥
কুম্ভকর্ণ করে রণ, পড়িল বানরগণ,
রাম তারে করিল নিধন।
ইন্দ্রজিৎ আইল রণে, পড়িল বানরগণে,
তবে তারে বধিল লক্ষ্মণ॥
সকল বিনাশ দেখি, দশানন হৈল দুঃখী,
রথে চড়ি যুঝে রামসনে।
যতেক আছিল সেনা, লইয়া রণ-বাজনা,
প্রবেশ করিল গিয়া রণে॥
রামের সাধিতে মান, ইন্দ্র পাঠাইল যান,
সেই রথে সারথি মাতলি।
চড়ি রাম সেই যানে, যুঝেন রাবণ সনে,
দেখি দেবগণ কুতূহলী॥
বাণে মহামন্ত্র পড়ি, ব্রহ্ম অস্ত্র চাপে জুড়ি,
মারে রাম রাবণের বুকে।
রথ হৈতে বীর পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
শোণিত নিকলে দশমুখে॥
রাবণ পড়িল রণে, ইন্দ্রের সন্তোষ মনে,
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে।
করি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
সীতা আইলা রাম দরশনে॥
সীতার বদন দেখি, প্রভু রাম হৈল দুঃখী
করাইল পরীক্ষা দহনে।
সীতার পরীক্ষা দেখি, দেবগণ হৈল দুঃখী,
সবে আইল রাম দরশনে॥
হৈল বাপ দরশন, দেখি ভাই দুই জন,
দোঁহে কৈল চরণ বন্দন।
লক্ষ্মণ বীর করি সাথে, চলিলেন রঘুনাথে,
সমুদ্র করিল নিবেদন॥
শুনিয়া ত সেতুবন্ধ, কর্ণধারে লাগে ধন্ধ,
সেতুভঙ্গ কৈল কোনজনে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

সেতুভঙ্গ বিবরণ।

যেই হেতু সেতু ভঙ্গ, শুনিয়া বাড়য়ে রঙ্গ,
অবধানে শুন কর্ণধার।
এই পথে যান রাম, নিবেদন কৈল কাম,
প্রণতি করিয়া পারাবার॥
শুন প্রভু কমললোচন।
মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ, সাধিলে আপন কাজ
না ঘুচালে আমার বন্ধন॥
রাবণ তোমার অরি, আমি দোষ নাহি করি,
পরদোষে দণ্ড কৈলে মোরে।

বাপ—স্বর্গগত দশরথ রাজা। দহন—অগ্নি।

বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমা কি বুঝাব আমি
বান্ধা গেলুঁ যেন খণ্ডচোরে॥
আমি চিরকাল বর্ত্তি, সগর রাজার কীর্ত্তি,
তুমি হে সগরবংশধর।
রাবণে করিয়া কোপ, নিজকীর্ত্তি কৈলে লোপ
লঙ্ঘিবেক শৃগালে কত সাগর॥
তুমি করি দিলে গণ, পারাবে রাক্ষসগণ,
জনপদ হবে প্রেতপুর।
ধর্ম্মেতে করিয়া দৃষ্টি, রাখহ আপন সৃষ্টি
আমার বন্ধন কর দূর॥
আমা লঙ্ঘে হনুমান সহি আমি অপমান,
কেবল তোমার অনুরোধে।
মোর যত উপবন, ভাঙ্গিলেক কপিগণ,
তোমা দেখি নাহি করি ক্রোধে॥
সমুদ্রের শুনি কথা, শ্রীরামে লাগিল ব্যথা,
আজ্ঞা দিল সুমিত্রানন্দনে
লক্ষ্মণ ধনুক-হুলে, ভাঙ্গি দিল সেতু হেলে,
তিন ঠাই দ্বাদশ যোজনে॥
শ্রীরাম বান্ধিলা সেতু, রাবণ-বিনাশ হেতু,
কহিলেক বাল্মীকি পুরাণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন।

সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
ত্বরা করি চলিলেন বহিত্র বাহিয়া॥
চিত্রকূট পর্ব্বত যথা যক্ষ রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
মোহানাতে সীতাখালি প্রবেশে হাড়খাল।
তেয়াগ করিয়া গেল লঙ্কার ময়াল॥
অলজ্ঘ্য সাগর ডানি বামে নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূরেতে সিংহল॥
রাত্রি দিন যায় ডিঙ্গা তিলেক নাহি রহে।
উপনীত সদাগর হৈল কালীদহে॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥
আপনি করিলা মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥
অমলা কমল হৈলা পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর॥
কত কুঁড়ি হৈল কত ফুল বিকশিত।
ভ্রমরা মজিল তাতে ভ্রমরী সহিত॥
সৃজিলেন মায়াময় কমল-কানন।
সদাগর বিনা নাহি দেখে অন্যজন॥
পুষ্পের ধনুকে মাতা জুড়িয়া সন্ধান।
শ্রীমন্তের হৃদয়ে মারিল কাম-বাণ॥
মোহ গেল শ্রীপতি নায়ের উপর।
চেতন করিল তাবে গাঠের গাবর॥
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
কন্যারে ধরিয়া আনি রাখে কোনজনে॥
কাণ্ডার বলয়ে পরে অবোধ সদাগর।
কোথায় দেখিলে সাধু কামিনীকুঞ্জর॥
বড়ই দুর্জ্জন এই রাজা শালবান।
ধনবৃত্তি লয় আর বধয়ে পরাণ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কালীদহ বর্ণন।

শ্রীমন্ত বলেন ভায়া, দেখরে সকল নায়্যা,
রাখ ডিঙ্গা পুঁতিয়া আলান।
দেখিলে কি শতদল, অতি পরিমিত জল,
চরে পাছে লাগে ডিঙ্গা খান॥
শুন কর্ণধার ভায়া, দেখরে সকল নায়্যা,
মনোহর কমল উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা কিবা করে শিব-পূজা,
কিবা পূজা করে ভগবান॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত, শতদল বিকশিত,
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।

বর্ত্তি—বর্ত্তমান আছি। গণ—পথ, রাস্তা। ময়াল—[illegible], [illegible]। আলান—খোঁটা, খোঁটা। পরিমিত—অল্প।

হেন মোর হয় জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান,
দেখি বহু কুসুম সম্পদ॥
নাহি জানি কিবা হেতু, এককালে ছয় ঋতু,
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু, বরষা শরৎ ঋতু,
বিরহিজনের করে অন্ত॥
রাজহংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি,
প্রিয়ামুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বিন্ধি মাছে, সারস সারসী নাচে,
উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥
ডাহুকা ডাহুকী ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে,
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
চারি পাঁচ মিলি যামী, তাণ্ডব করয়ে কামী,
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥
হেন লয় মোর মতি, দেবতার এই কীর্ত্তি,
অপরূপ দেখি কালীদহে।
কনক-কুমুদ ফুটে, কান্তি কারু নাহি টুটে,
চিত্রগন্ধ লৈয়া বায়ু বহে॥
দেখিয়া কমল-শোভা, সাধুকে পাইল লোভা,
অভয়া পূজিব শতদলে।
কমল কুমুদ দেখি, সুখে সাধু মুদে আঁখি,
কুসুম নিকর পরিমলে॥
পুনঃ সাধু মেলি আঁখি, শতদলে শশিমুখী,
উগারিয়া গিলে করিবর।
পূর্ব্ব তপস্যার ফলে, শ্রীমন্ত দেখিয়া বলে,
দেখ ভাই গাঠের গাবর॥
সাধুর বচন শুনি, কর্ণধার বলে বাণী,
তুমি সাধু বড় ভাগ্যবান।
সকল বিদ্যার বন্ধু, অশেষ গুণের সিন্ধু,
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান॥
দেখি সাধু সুধামুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষী,
কর্ণধার করে নিবেদন।
করী পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।

কমলেকামিনীর রূপবর্ণন।

অপরূপ দেখ আর, ওরে ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, উগারয়ে করিবরে,
পুনরপি করয়ে সংহার॥
কনক কমল রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
উরুযুগ সুন্দর, নাভি গভীর সর,
বাহুযুগ মৃণাল-সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা,
অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
হেমময় হার ছলে, কি শোভা তাহার গলে,
স্থির হয়ে সৌদামিনী বসে।
নিরুপম পরকাশ, মন্দ মধুর ভাষ,
আইসে ভঙ্গী শিখিবার আশে॥
কলাপিকলাপ কেশ, ভুবন মোহন বেশ,
পায়ে শোভে সোনার নূপুর।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিঁন্দূর ফোঁটা,
রবির কিরণ করে দূর॥
রাজহংস-রব জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি,
দশনখে দশ চন্দ্র ভাসে।
কোকনদ দর্পহরে, বেষ্টিত যাবক করে,
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥
অধর বিম্বক বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
অতসী-কুসুম-তনু, ভুরুযুগ কামধনু,
তনুরুচি ভুবনমোহন॥
রামা অতি কৃশোদরী, দুই তার কুচগিরি,
নিবিড় নিতম্ব অতি তার।
বদন ঈষদ মেলে, কুঞ্জর উগারি গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকার॥

রামার ঈশদ হাসে, গগনমণ্ডল ভাসে,
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত কত শত ধায় অলি ॥
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষী,
কর্ণধার করে নিবেদন।
করী পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

শ্রীমন্তের বিতর্ক।

শুনরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষী ॥
যোজনেক প্রমাণ গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল ॥
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভর।
তরঙ্গের হিল্লোলে করয়ে থর থর ॥
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ॥
হেলায় কমলিনী উগারয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বামহাতে ॥
পুনরপি রামা ধরি করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস ॥
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি বাসে লাজ।
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ ॥
খদিরতাম্বুলরাগ ওষ্ঠেতে না ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে ॥
(অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চমেতে গায় অলি নাচে পিকগণ ॥
ক্ষণে উড়ে ক্ষণে পড়ে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর তার চারু কলেবর ॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী।
কামিনী মহুয়া ফুল ফুটে জাতি যূথী ॥
ফুটেছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ কুসুম বক বকুল রঙ্গণ ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে ধবল চামর ॥
বিনোদ পাটের থোপ মুকুতার মাল।
বিচিত্র বিনোদ তাহে সুরঙ্গ প্রবাল ॥) *
তার মাঝে বিকশিত কমল-কানন।
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ॥
উগারিয়া মত্তকরী ধরে বাম করে।
ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ চৌদিকে নেহারে ॥
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে ভুজ তুলি।
পঞ্চম রাগিণী গায় রাগ স্বর মেলি ॥
রবাব মুরজ ডম্ফ করয়ে বাজন।
অঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ॥
কিবা উমা কিবা রমা রতি অরুন্ধতী।
ভবের ভবানী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
ডাকিনী হাকিনী কিবা যক্ষিণী যোগিনী।
কামের কামিনী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত।
হেন বুঝি বিধি করে মোরে বিড়ম্বিত ॥
কমল কুঞ্জর কান্তা দেখে সদাগর।
অন্য কেহ নাহি দেখে নায়ের নফর ॥
নিমিষেকে লখিতে পারিল শ্রীপতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু করেন যুকতি ॥
যে কালে হইল প্রভু যশোদানন্দন।
বাল্যক্রীড়া করি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে করিল দমন।
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখেন নন্দরাণী ॥
সলিল পর্বত সিন্ধু ধরণীমণ্ডল।
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল ॥
হেনমতে ছলে মোরে কেমন দেবতা।
নহে কি কামিনী হৈয়া গিলে গজমাথা ॥
রাজার সভায় থাকে যত সভাজন।
অবশ্য জানিবে তারা এসব কারণ ॥

পদ্মিনী—সুন্দরী রমণী। যূথনাথ—হস্তী। পঞ্চম—রাগ বিশেষ, অতি উচ্চ স্বর। * স্থলজ কুসুমগুলির জলের উপর বিকাশ বর্ণন বোধ হয় প্রক্ষিপ্ত। মাল—মালা।

পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রা আগে সব বিবরণ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর।
নিকট হইল রাজ্য সিংহল নগর॥
জল বিসর্জ্জন দিয়া করিল গমন।
রত্নমালার ঘাটে গিয়া দিল দরশন॥
গৌজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
বাস্ত করি সদাগর উঠিলেন কূলে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।

রত্নমালার ঘাটে শ্রীমন্তের সহিত কোটালের বচসা।

কূলে উঠি নায়ে পাইট বাজায় বাজনা।
সিংহল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
চমকিত সর্ব্বজনা॥
ঘন বাজে দামা, চমকিত সর্ব্ব গাঁ,
তবকী তবকে বোল।
পাইক দেয় উড়াপাক, বাজয়ে জয়ঢাক,
কেহ কার নাহি শুনে বোল॥
ভরঙ্গ ভেরী, দোসাবি মোহরি,
ঘন বাজে বীরকালী।
তূরী শিঙ্গা পড়া, ঘন বাজে কাড়া,
শ্রবণে লাগিল তালী॥
ডিম ডিম ডম্বুর, পূরয়ে অম্বর,
ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে সানি, রণজয়ী বেণী,
সিংহলে উঠিল কম্প॥
খেলে পাইক বাঙ্গালী, খাড়াফলা বিজুলি,
কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা।
মণ্ডলী করিয়া, ধায় রায়বাঁশিয়া,
কেহ ধায় ফিরাইয়া নেজা॥
পাইকের কোলাহল, পূরিল সিংহল,
শিঙ্গা কাড়া টমক নিশান।
সুভট্ট ভয়ঙ্করী, সঘনেন্দু সুন্দরী,
গগনে হানে ধূলাবাণ॥
খাটাইয়া তাম্বুঘর, বসিল সদাগর,
পরিসর নদীর কূলে।
দিবা নিশি ডাকে, সিংহল কাঁপে,
পরিজন রহে তরুমূলে॥
মধ্যাহ্ন-কৃতি করিয়া শ্রীপতি,
শুনেন আগম পুরাণ।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পদে দেহ স্থান॥

কোটালের সহিত শ্রীমন্তের কলহ।

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চ পাত্রে চমকিত হৈল নৃপমণি॥
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনেঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন॥
আসিয়া কোটাল নৃপে নোয়াইল মাথা।
রোষযুক্ত নরপতি কহে কটু কথা॥
লুটে দেশ খাস্ বেটা দেশের বিধাতা।
ভাল মন্দ নাহি দিস্ দেশের বারতা॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন।
বারতা জানিয়া শীঘ্র কর নিবেদন॥
ঘরদল হয় যদি আন মোর পুর।
পরদল হয় যদি মেরে কর দূর॥
বিদেশী হয় যদি আন মোর ঠাঁই।
মেরে দূর কর যদি না মানে দোহাই॥
গজস্কন্ধে কালুদণ্ড যায় ধাওয়াধাই।
কূলেতে উঠিতে দেয় রাজার দোহাই॥
ঘরদল পরদল নাহি জানি তোমা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে কেন বাজাও দামা॥
নহি ঘরদল আমি নহি পরদল।
বৈদেশিক সাধু আমি এসেছি সিংহল॥

দোহাই—শপথ।

রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই।
নতুবা ভাসিব জলে কি করে দোহাই ॥
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরি।
পঞ্চাশ কাহন চাই আমার দিগারী ॥
তোর দেশে আসি আমি নাহি খাই জল।
কি কারণে তুই চক্ষু করিস্ পাকল ॥
সাধু নহ চোর তুই মিথ্যা তোর ভারা।
সাধুরূপে প্রবেশিয়া ডাকা দিবে পারা ॥
সাধু বলে যেই চোর নাহিক পেতেরা।
দেখিস সকল লোকে আপনার পারা ॥
রাজার কোটাল বলি সবে জানে আমা।
কোথা ঘর সদাগর কেবা জানে তোমা ॥
তুমি যদি বট সাধু ওহে সদাগর।
সোনার টোপর ফেল জলের উপর ॥
শ্রীপতি এতেক শুনি সক্রোধ অন্তর।
সোনার টোপর ফেলে জলের উপর ॥
হেন কালে যান চণ্ডী গগন বিমানে।
যুক্তি করেন মাতা পদ্মাবতী সনে ॥
প্রীতি বাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।
চলিলেন মহামায়া দিতে সমাচার ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ভগবতীর ক্ষেমঙ্করীরূপে শ্রীমন্তের
স্বর্ণ-টোপর লইয়া খুল্লনাব
নিকট গমন।

শ্রীমন্ত টোপর ফেলে, দেখিয়া ভবানী বলে,
হের পদ্মাবতী দেখ জলে।
অবোধ খুল্লনা-পুত্র, বুদ্ধি নাহি তিলমাত্র,
টোপর ফেলে, কোটালের বোলে ॥
উহার মাতা খুল্লনা, নিত্য পুজে ত্রিলোচনা,
কৃপাবশে দয়া কৈলুঁ বনে।
আমার দাসীর ধন, নষ্ট হবে অকারণ,
ইহা চক্ষে দেখিব কেমনে ॥
ছিরা আইল পরবাসে, খুল্লনা আকুল দেশে,
রাত্রি দিন মরিছে কান্দিয়া।
টোপর লইয়া সাথে, চল যাই উজানীত,
আসি গিয়া প্রবোধ করিয়া ॥
ক্ষেমঙ্করী-রূপ ধরি, অধরে টোপর করি,
ভগবতী চলিলা উড়িয়া।
পদ্মাবতী করি সঙ্গে, যান মাতা লীলারঙ্গে,
উজানীতে উত্তরিলা গিয়া ॥
চণ্ডিকা করিয়া লীলা, টোপর ফেলিয়া দিলা,
খুল্লনা আছিল যেইখানে।
দেখি রামা আচম্বিত, চমকিয়া উঠে চিত,
টোপর আনিল কোনজনে ॥
পুত্রের টোপর দেখি, মায়ের হৃদয় দুঃখী,
এই মোর ছিরার টোপর।
পাশা খেলে সহচরী, লইয়া খুল্লনা নারী,
ধূলায় ধূসর কলেবর ॥
যে ঘরে খুল্লনা নারী, লুকাইয়া মহেশ্বরী,
খুল্লনারে লাগিল ভর্ৎসিতে।
রাত্রি দিন কান্দ তুমি, সহিতে না পারি আমি,
আইলাম প্রবোধ করিতে ॥
বলে দেবী ত্রিলোচনা, শুন ঝিয়ে খুল্লনা,
সুখে থাক বিনোদ মন্দিরে।
আমি সিংহলেতে যাইয়া, রাজকন্যা বিভা দিয়া,
আনি দিব তোর ছিরা ঘরে ॥
খুল্লনা বলেন দৃঢ়, চণ্ডিকা অবোধ বড়,
সেই ছিরা দিয়াছ আপনি।
হাতে তুলে দিয়া নিধি, পুনঃ কেড়ে লও যদি,
তবে কি করিতে পারি আমি ॥
ঝিয়াগো প্রবোধ দেই, রহিতে শকতি নাই,
সেই ছিরা আছয়ে একেলা।
নাহি জানি কোনখানে, বাদ করে কার সনে,
রাখিতে চাহি যে সেই বেলা ॥

খুল্লনারে প্রবোধিয়া, পদ্মাবতী সঙ্গে লৈয়া,
উপনীত কৈলাস-শিখরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
রচিল মুকুন্দ কবিবরে॥

রাজসম্ভাষণে শ্রীমন্তের গমন ও পরিচয়।

কোটালে তুষিয়া হেথা হইল তৎপর।
রাজসন্নিধানে সাধু চলিল সত্বর॥
কান্দি বাঁধা লইল রাঙণ নারিকেল।
পূরিয়া লইল ঘড়া লাড়ু গঙ্গাজল॥
জোড়া জোড়া লইল খাসী যুঝরিয়া ভেড়া।
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী নিল দুই জোড়া॥
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্ত্তমান।
দোখণ্ডী সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পাণ॥
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দশ সগল্লাদ খান দশ গড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন॥
বরুণের সাজা কুড়া কনক আকুড়া।
হীরামুখী নামে যার চন্দনের পড়া॥
উপরে ছাউনী দিল পাটের পাছড়া।
চারিদিগে নামে গজ-মুক্তার ঝারা॥
ময়ূরের পাখা তায় লেগেছে ছিটনি।
বিনোদ পাটের থোপ রসের দাপনি॥
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা।
ডানি বামে লাগে শ্বেত চামরের বা॥
নানা দ্রব্য লৈয়া ভেট করিল গমন।
আগে পাছে ধায় পাইক শত শত জন॥
বাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত॥
বাম দিকে রাখে সাধু বদলের সাজ।
পরিচয় চাহেন নৃপতি মহারাজ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তের পরিচয় প্রদান।

কর অবগতি, শুন নরপতি,
গৌড়দেশে মোর বাস।
বিক্রমকেশরী, সাজি সাত তরী,
পাঠাল তোমার পাশ॥
গন্ধবেণে জাতি, উজাবনী স্থিতি,
দত্তকুলে উতপতি।
অজয়ের তটে, গঙ্গাব নিকটে,
নিবসি নাম শ্রীপতি॥
চামর চন্দন, শঙ্খ আদি ধন,
নাহিক রাজ-ভাণ্ডারে।
রাজ-আজ্ঞা লয়ে, আইলুঁ সিন্ধু বেয়ে,
তোমার এই সফরে॥
নৃপ মহাশয়, চাপে ধনঞ্জয়,
প্রজার পালনে রাম।
প্রসাদে শঙ্কর, দণ্ডে দণ্ডধর,
চোরখণ্ডে সবে বাম॥
সমরে সাহসী, রূপে যেন শশী,
নারদ-সমান গানে।
সুমতি সুস্থির, সত্যে যুধিষ্ঠির
সুরতরু-সম দানে॥
পবিত্র নির্ম্মল, যেন গঙ্গাজল,
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান।
পুরাণ ভারত, শুনে অবিরত,
দ্বিজে দেই হেম দান॥
পণ্ডিত সৎকবি, তেজে যেন রবি,
রাম-সম দয়াবান্।
প্রতাপে নিঃসীম, মল্লে যেন ভীম,
ধনে কুবের সমান॥

ছিটনি—ঝালর। রসের দাপনি—নেত্র মনের আরামদারক।

বিদ্যা-বিশারদ, অতুল সম্পদ,
অশ্বের শিক্ষায় নল।
প্রজা সব সুখী, নাহি কেহ দুঃখী,
রাজ্যে নাহি তার ছল ॥
সাধুর ভারতী, শুনি নরপতি,
দ্রব্যের জিজ্ঞাসে কথা।
পাঁচালি প্রবন্ধ, গাইল মুকুন্দ,
অম্বিকা-মঙ্গল-গাথা ॥

বাণিজ্য-বিনিময়।

বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে।
যা দিলে যা বদল হবে শুনহ কুতূহলে ॥
কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ দিবে,
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ দিবে,
শুঁঠের বদলে টঙ্ক ॥
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ দিবে,
পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে, জায়ফল দিবে,
বয়ড়ার বদলে গুয়া ॥
সিন্দূর বদলে, হিঙ্গুল দিবে,
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটশণ বদলে, ধবল চামর,
কাচের বদলে নীলা ॥
লবণ বদলে, সৈন্ধব দিবে,
সুলফার বদলে জীরা।
আকন্দ বদলে, মাকন্দ দিবে,
হরিতাল বদলে হীরা ॥
চইয়ের বদলে, চন্দন দিবে,
পাগের বদলে গড়া।
শুক্তার বদলে, মুকুতা দিবে,
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥
চিনির বদলে, দানা কর্পূর,
আলতার বদলে লাটী।
সগল্লাদ বদলে, পামরী দিবে,
কম্বল বদলে পাটী ॥
হলুদ বদলে, গোরোচনা দিবে,
কুরুতার বদলে সানা।
সরিষার বদলে, পারা দিবে,
রাঙ্গতার বদলে সোণা ॥
মাস মসূরী, তণ্ডুল ধূসরী,
ববরটি বাটুলা চিনা।
বদল শকটে, তৈল ঘৃত ঘটে,
বহুতর এনেছি কিন্যা ॥
গোধূম যব, আর্দ্রক সর্ষপ,
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর, এনেছে বহুতর,
লবণে[illegible] তিয়া গোলা ॥
জগবদতংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম ॥

রাজপুরোহিতের আগমন।

বদলের সজ্জা রাজা কৈল অঙ্গীকার।
পঞ্চাশ কাহন দিল রন্ধন ব্যভার ॥
সাধুকে তুষিল রাজা মধুর বচনে।
বিদায় মাগিল সাধু রন্ধন ভোজনে ॥
অগ্নিশর্ম্মা নামে দ্বিজ রাজ-পুরোহিত।
রাজার সভায় আসি হৈল উপনীত ॥
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিল কম্বলে।
হাস্য পরিহাস কথা কহে কুতূহলে ॥
চৌদিকেতে দেখিয়া ভেটের আয়োজন।
সহাস্যবদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসেন ॥

কুরুতা—বাঁশের তৈয়ারি খুব বড় ঝুড়ি। সানা—কাপড় বুনিবার তাঁতের অংশ বিশেষ—যাহার মধ্য দিয়া সূত্র অনুপ্রবিষ্ট রাখিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত রাখা যায়।

আজি কেন ভেট দ্রব্য দেখি চারি ভিতে।
মনোহর নানা দ্রব্য আইল কোথা হৈতে॥
গৌড় হৈতে আইল সাধু নামেতে শ্রীপতি।
নানা দ্রব্য ভেট দিয়া করিল প্রণতি॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অতি রোষে।
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে॥
বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন।
কার্য্য করণের বেলা আমি উদাসীন॥
আমি কেবল বঞ্চিত সবার কোলে ভেট।
পাত্র মিত্র সহ রাজা মাথা কৈল হেঁট॥
এত শুনি অগ্নিশর্ম্মা যায় সভা ছাড়ি।
মিনতি করয়ে পাত্র তার পায়ে পড়ি॥
নৃপতির আজ্ঞা পুনঃ কালুদণ্ড পায়।
পুনর্ব্বার আনে সাধু রাজার সভায়॥
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা।
কিবা নায়ে তটে আইলে কহ সাধু কথা॥
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সমুদ্রে-যাত্রার বিবরণ।

রাজার আদেশ পাইয়ে, সঙ্গে সাত তরী লৈয়ে,
নদ নদী সিন্ধু জলাশয়।
অবধান কর ভূপ, যে দেখিলুঁ অপরূপ,
কহিতে পরাণে বাসি ভয়॥
সঙ্গে সাত তরী লৈয়ে, আইলুঁ অজয় বেয়ে,
উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে।
ধৌত হরিপদদ্বন্দ্বা, বাহিলুঁ অলকনন্দা,
কুতূহলে গাইলুঁ গীত নাটে॥
ডানি বামে যত গ্রাম, তার কত লব নাম,
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে।
প্রভাতে করিয়া স্নান, যথাবিধি পিণ্ড দান,
ঘটে পূরি লইলুঁ গঙ্গা-নীরে॥
রাত্রিদিন বাহি নায়, উপনীত মগরায়,
ঝড় বৃষ্টি হৈল বহুতর।
চণ্ডিকা-ব্রতের ফলে, স্মরণ করিয়া জলে,
ভাগ্যে রক্ষা পাইল মধুকর॥
জাহ্নবী-সাগর সঙ্গ, পর্ব্বত প্রমাণ ভঙ্গ,
বাহিলুঁ পরাণ করি হাতে।
ডানি ভাগে নীলগিরি, সিন্ধুতটে অবতরি,
দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে॥
কেবল দুঃখের পথ, বাহিলাম নানা মত,
উপনীত হৈলাম সিংহলে।
সুধন্য সিংহল দেশ, কালীদহে পরবেশ,
জল আচ্ছাদিল শতদলে॥
কালীদহের জলে, কুমারী কমল-দলে,
গজ গিলি উগারে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী বালা, মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা,
শশিমুখী খঞ্জন-নয়না॥
সাধুর বচন শুনি, রোষযুক্ত নৃপমণি,
চান মহাপাত্রের বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
শুনিয়া হাসেন সর্ব্বজন॥

রাজা ও শ্রীমন্তের প্রতিজ্ঞা।

সাধুর বচনে শালবান রাজা হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে ভাষে॥
বিদেশে আসিয়া সাধুর লেগেছে তরাস।
কি ভাগ্যে তোমার নৌকা না কৈল গরাস
সাধু বলে স্থান গুণে কর উপালম্ভ।
গজ কন্যা বান্ধি আনি করহ বিলম্ব॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি কর নৃপবর।
কমল কুমুদে পারি ছেয়ে দিতে ঘর॥
বান্ধি আনিতাম করী কমলে কামিনী।
করিলুঁ তোমারে ভয় নৃপচূড়ামণি॥

মহাপাত্র—মুখ্য মন্ত্রী। উপালম্ভ—তিরস্কার; দুর্বাক্য।

এমন শুনিয়া রাজা সাধুর ভারতী।
রোষযুত হয়ে কিছু বলে নরপতি।
রাজসভা-যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্ম্ম শাস্ত্র-বিচারে উচিত হয় দণ্ড॥
সাধু বলে যদি মিথ্যা আমার বচন।
লুটিয়া লইবে সাত বহিত্রের ধন॥
দক্ষিণ মশানে মোর বধিহ জীবন।
অবধানে শুন রাজা মোর নিবেদন॥
রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন।
অৰ্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধ সিংহাসন॥
সুশীলাকে দিব দান ইথে নাহি আন।
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সভা বিদ্যমান॥
রাজা সাধু মিলি কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মসী পত্রে লিখিত করিল সভাজন॥
সাজ সাজ বলি রাজা দিলেক ঘোষণা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা॥

সিংহলরাজের কালীদহে গমন।

অপরূপ কথা শুনি, শালবান নৃপমণি,
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে, কুঞ্জর উগারি গ্রাসে,
শুনি পুরে ধায় সর্ব্বজনা॥
শিঙ্গা শঙ্খ উতরোল, কত বাজে ঢাক ঢোল,
কাড়া পড়া মৃদঙ্গ করতাল।
ডম্ফ মহুরি বাজে, বীরকালী তায় সাজে,
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল॥
গজপৃষ্ঠে বাজে দামা, সাজিল রাজার মামা,
আড়ম্বরে পূরিল গগন।
ধবল চামর ছটা, উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা,
গণ্ডস্থলে সিন্দূর মণ্ডন॥
করিপৃষ্ঠে নরপতি, মাথায় ধবল ছাতি,
চারিদিকে পাত্রের প্রয়াণ।
যবন কিরাত শক, আগুদলে উজবক,
খোরাসানি মোগল পাঠান॥
আপনার দল নিজ, লয়ে তুরঙ্গম গজ,
ভূঞা রাজা করিল পয়াণ।
লৈয়া আপনার সেনা, আগু দলে থানাথানা,
ঘন শিঙ্গা টমক নিশান॥
সাজ বলি পড়ে রা, সাজিল রাজার মা,
কালীদহে দেখিতে কমল।
দাস-দাসী করি সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
পদভরে মহী টলমল॥
সঙ্গে নব লক্ষ দলে, উত্তরিল নদীকূলে,
নাবিক যোগায় নৌকাচয়।
নৃপতি চড়িল নায়, কমল দেখিতে যায়,
উপনীত হৈল কালীদয়॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তের প্রতি রাজার ক্রোধ।

কালীদহে উপনীত হৈলা নরপতি।
চারিদিগে মহাপাত্র করিয়া সংহতি॥
শ্রীমন্ত সাধুরে কিছু বলে নৃপবর।
দেখাও কমলে সাধু কামিনী কুঞ্জর॥
ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করে কুমার শ্রীপতি।
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি॥
দেখিনু যতেক আমি এক মিথ্যা নয়।
আছিল কমল বন ঢাকে তব নায়॥
জোয়ার ভাটিয়া যাক টুটি যাক জল।
দিন দুই চারি থাক দেখাব কমল॥
সক্রোধ হইল রাজা সাধুর বচনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

ভূঞা রাজা—ভূমি-ভোগী রাজা, সামন্ত রাজা। ভাটিয়া—শেষ হইয়া যাওয়া।

শ্রীমন্তের বিনয়।

রায় হে, অকারণে কর মোরে রোষ।
বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমা'কি বুঝাব আমি,
সাধু জনের নাহি কিছু দোষ ॥
দেখিতে এ অল্প কাজ, আপনি সিংহলরাজ,
আসিয়াছ নব লক্ষ দলে।
শশিমুখী লাজ ভয়ে, লুকাইলা কালীদয়ে,
কুঞ্জর প্রবেশে বনতলে ॥
কেরোয়ালের টানাটানি, উর্দ্ধ হৈল তল পানী,
ছিঁড়িল কমল-ডাঁটা পাতা।
বিষম জলের রয়, তৃণ দুই খান হয়,
ভেসে গেল ডাঁটা পাতা কোথা ॥
ছিল যেই সরসিজে, সরোজ খাইল গজে,
অলিগণ উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি ত বিদেশী সাধু, তুমি অকলঙ্ক বিধু,
ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে ॥
তোমার মাতঙ্গ বল, আচ্ছাদন কৈল জল,
কবলিত কৈল পদ্ম শুণ্ডে।
রাজবল নবলক্ষ, কেহ নহে মোর পক্ষ,
আমারে না বল রাজা ভণ্ডে ॥
সিংহলে যতেক দেখি, সকলি তোমার সাক্ষী,
মোর সবে জন দুই চারি।
শিখী সর্পে বিসম্বাদ, হৈল বড় পরমাদ,
শুন অকিঞ্চনেব গোহারি ॥
সাধুর বচন শুনি, রাজা পাত্র মনে গণি,
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কর্ণধারের সাক্ষ্য গ্রহণ।

আইস কর্ণধার সত্য বলরে সবারে।
তুমি কি দেখেছ কমল কামিনী কুঞ্জরে ॥
সত্য বাক্যে স্বর্গে যায় মিথ্যা বাক্যে ক্ষয়।
হেন মিথ্যা হেতু বাছা ক'রো কিছু ভয় ॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় পিণ্ড দান করে করে ধরি কুশ ॥
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্যবাণী।
কহিলা পুরাণে ইহা ব্যাস মহামুনি ॥
সত্যবাণীসম ধর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে।
মিথ্যার সমান পাপ না শুনি পুরাণে ॥
অবনী বলেন আমি সবাকারে বহি।
মিথ্যা যেই বলে তাব ভাব নাহি সহি ॥
সর্ব্বজীবসম নৃপে যেই জন ভাণ্ডে।
পরিণামে জানিবে বিধাতা তাবে দণ্ডে ॥
মিথ্যা বল ফলাফল হইবে তোমার।
নরকে পচিবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর ॥
রাজার বচন শুনি বলে কর্ণধার।
আমি নাহি দেখি হেথা কামিনী কুঞ্জর ॥
যেই ক্ষণে আইলাম দক্ষিণ পাটনে।
চক্ষে নাহি দেখি রায় শুনেছি শ্রবণে ॥
রাজা বলে সাক্ষী হৈও ধর্ম্মাধিকারিণী।
আপন সাক্ষীতে বেটা হারিল আপনি ॥
সবা সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগরে।
রাজ বাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকরে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শ্রীমন্তের বন্ধন ও ডিঙ্গা লুট।

আনিয়া নায়ের দড়া, সাধু বান্ধে পিছু মাড়া,
কোটালে গছায় নৃপবর।
ত্যজি দণ্ড কেরোয়ালে, ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে,
নায়ে-পাইক পরাণে কাতর ॥

ছাপাইল—আত্মগোপন করিল; গোহারি—দোহাই; প্রার্থনা। অকিঞ্চন—দুঃখী। গছায় গচ্ছিত করিয়া দেয়।'

লোকে,ভাণ্ডারে কায়স্থ লেখে,
বান্দে শকটে লয় ধন ॥
যে জন পলায়ে যায়, তাড়াতাড়ি ধরে তায়,
বলে লয় বসন ভূষণ।
ধরিয়া সাধুর সঙ্গী লোকের কাঁকালি ভাঙ্গি,
ঢেকা দিয়া কেড়ে লয় ধন ॥
গৌরব করিয়া দূর, কাড়ি লৈল কর্ণপুর,
কান্দিতে লাগিল সদাগর।
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা, কলধৌত-কণ্ঠমালা
নানাধন লুটে নিশীশ্বর ॥
দিবস দুপুরে ডাকা, সদাগরে মারে ঢেকা
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে।
পরাণ রক্ষার আশে, সাধু কহে প্রিয়ভাষে,
সবিনয়ে নৃপতি-চরণে ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

রাজার প্রতি শ্রীমন্তের স্তুতি।

ধরি তুয়া পায়, দোষ ক্ষম রায়,
সত্ত্বগুণে দেহ মন।
আমি শিশু অতি, তুমি মহামতি,
ধর্ম্মধাম যশোধন ॥
প্রাণ ধন লয়ে, আইলুঁ সিন্ধু বেয়ে,
শুনিয়া তোমার যশ।
কীর্ত্তি সনাতনী, রাখ নৃপমণি,
না হও কোপের বশ ॥
জয় পরাজয়, দৈব-দোষে হয়,
হেতু তাহে ভগবান।
সেই মহাশয়, সর্ব্ব জীবময়,
যার মনে সমজ্ঞান ॥
অল্প অপরাধ, এত পরমাদ,
তোমার উচিত নয়।
হইয়া কিঙ্কর, ঢুলাব চামর
দয়া কর কৃপাময় ॥
তোমার চরণে, লইলুঁ শরণে,
তুমি বড় পুণ্যবান।
দূর কর রোষ, ক্ষম মোর দোষ,
দেহ দাসে প্রাণদান ॥
এই কলেবর, মৃত্যু সহচর,
আয়ু শত সমা শেষে।
ক্ষম অপরাধ, করহ প্রসাদ,
প্রাণদান দেহ দাসে ॥
শুনিয়া বিনয়, না হৈল সদয়,
নৃপতি দৈবের দোষে।
কেশে কোতোয়াল, ধরে যেন কাল,
শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে ॥

নাবিকদিগের রোদন।

কান্দেরে বাঙ্গাল সব বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥
পলায় বাঙ্গাল ভাই ফেলাইয়া সোলা।
হেঁট মাথা করি তোলে কাঁখতলির মলা ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই মিছে কৈলুঁ দ্বন্দ্ব।
পুরুষ সাতের মুই হারালুঁ কাসন্দ ॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঁঞি লইল অনাথ।
দুর্ব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বাসি লাজ
অলদি গুড়ি ব্যাসা গেল জীবনে কি কাজ।
ইসদন্ত হুধ্বাপাতা চিহ্ন নাহি পাই।
মজিল হকল ধন কেমনে কুলাই ॥

* বান্দে মহল—বান্দেরাপ্ত। সমা—বৎসর। কাঁখতলি—কক্ষতল।

আর বাঙ্গাল বলে বাই এই ছিল গতি।
সিংহল পাটনে মৃত্যু লিখেছিল বিধি॥
জীবন যৌবন পত্নী ত্যজিলাম্ রোষে।
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে॥
ইষ্টমিত্র কুটুম্বেরে লাগে মায়া মো।
আর বাঙ্গাল বলে না দেখিলুঁ মাগু পো॥
এক বাঙ্গাল বলে কান্দে বাপরে বাফোই।
মোর ঘর এই দেশে হাঁড় সঙ্গের নই॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই তোর কিবা আইল।
কালা গুরী দুটা মাগু নিজ দেশে রৈল॥
আর বাঙ্গাল বলে মোর কি হলো রে বাপ।
পান্ত খাবার হোলা গেল একি মনস্তাপ॥
শিশুমতি সাধু নাহি বুঝি হিতাহিত।
রাজার সভায় কহে অতি বিপরীত॥
বাঙ্গালের বোলে সাধু বিষাদিত মন।
সজল-লোচনে বলে বিনয় বচন॥
না মার বাঙ্গালে শুন প্রভু রাষ্ট্রপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

কোটালের কাছে শ্রীমন্তের বিনয়।

কাঁকালে নায়ের দড়া পিঠে মারে ঢেকা।
দিবস দুপুরে হৈল সাত নায়ে ডাকা॥
সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে।
খানিক পরাণ রাখ বিষম বিপদে॥
শ্রীমন্তের ছিল কিছু গুপ্তভাবে ধন।
ঘুষ দিয়া কোটালের তুষিলেক মন॥
ধন পেয়ে কালুদণ্ড সরস বদন।
শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদন॥
মর্ত্ত্যের দুর্ল্লভ দেখ মনুষ্য-জনম।
অল্পকালে মোরে ভাই ডাকা দিল যম॥
স্নান দান করি যদি দেহ অনুমতি।
তোমার প্রসাদে হয় পরলোকে গতি॥

হাসিয়া ইঙ্গিত তবে কৈল নিশাপতি।
চৌদিকে বেড়িয়া রহে যত সেনাপতি॥
সরোবর বেড়ি রহে পাইকের ঘটা।
স্নান করি করে গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা॥
যব তিল কুশ নিল করেতে তুলসী।
তর্পণে করিল তুষ্ট দেব পিতৃ ঋষি॥
তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি।
মশানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী॥
তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী।
এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥
তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই।
উজানী নগরে দেখা আর হবে নাই॥
তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পোষিণী।
তব হস্তে সমর্পণ করিলুঁ জননী॥
তর্পণের জল লহ জননীর মা।
উজানী নগরে আমি আর যাব না॥
তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা।
তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যায় মাথা॥
সবাকারে সমর্পিলুঁ আপন জননী।
এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥
ঘন ঘন ডাকে তারে নিশির ঈশ্বর।
ত্বরিতে হানিব তোরে বিলম্ব না কর॥
ডাকিয়া কোটাল বলে নিদারুণ কথা।
এখনি মরিবি তুই কি করে দেবতা॥
স্নান করি সদাগর উঠিলেন কূলে।
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা তথা পাইল আঁচলে॥
জননীর কথা তখন হইল স্মরণ।
পুনরপি কোটালের ধরিল চরণ॥
কাটিহ আমারে একদণ্ড বিলম্বনে।
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মরণে॥
কোটাল সাধুর বোলে দিল অনুমতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু পূজেন পার্ব্বতী॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

অল্প কালে—অল্প বয়সে। হোলা—মৃণ্ময় পাত্র বিশেষ। রাষ্ট্র—দেশ। ঘুস - কার্য্য সিদ্ধির জন্য গোপনে দত্ত অর্থাদি। পোষিণী—পালনকারিণী। মেলানি—বিদায়।

মশানে শ্রীমন্তের চণ্ডীর স্মরণ ও স্তব।

পুনঃ স্নান করি সাধু হৈল শুদ্ধমতি।
শ্রীবিষ্ণু স্মরণে শুচি হইল শ্রীপতি ॥
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীর-শোধন।
দূর্ব্বাক্ষত শিরে মুখে মন্ত্র উচ্চারণ ॥
স্থির কলেবর সাধু হৈয়া একমতি।
একভাবে সদাগর চিন্তেন পার্ব্বতী ॥
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা জগতের মাতা।
শৈলেশনন্দিনী শিবে দেবের দেবতা ॥
দেবশত্রু নাশিয়া অমরে কৈলে দয়া।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মাতা তব পদছায়া ॥
নিজ ভুজবলে গো বধিলে দৈত্যরাজে।
লভিলে বিপুল যশ দেবের সমাজে ॥
ব্যাধকে সদয় হয়ে উরিলে কলিঙ্গে।
রাষ্ট্রখণ্ড লয়ে রাজা পূজিল ষড়ঙ্গে ॥
বলি ভক্ষি নৃপতির বিঘ্ন কৈলে নাশ।
বিজন বনে পশুগণে হৈলে সুপ্রকাশ ॥
সাক্ষাৎ হইয়া পশুগণে দিলে বর।
গোধিকা হইয়া গেলে আখেটীর ঘর ॥
ধন দিয়া উরিলে বীরের গুজরাটে।
রাজস্থানে মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে ॥
ছেলি-উপাখ্যানে মোর মায়ে কৈলে দয়া।
দাসীর নন্দনে রাখ দিয়া পদছায়া ॥
পঞ্চমাস আছিলুঁ মায়ের গর্ভবাসে।
দিগন্তর গেল বাপ দীর্ঘ পরবাসে ॥
সে সব ছাড়িয়া মোর লভিল জ্ঞেয়ান।
গুরুর বচনে মোর বাড়ে অভিমান ॥
আতপত্র অঙ্গুরী বাপের নিদর্শন।
তোমারে স্মরিয়া আইলুঁ দক্ষিণ পাটন ॥
মগরায় বহুত হইল ঝড় বৃষ্টি।
খণ্ডিল সকল দুঃখ তব কৃপাদৃষ্টি ॥
সমুদ্রে বাহিলাম নৌকা বড় প্রীতি আশে।
দেশান্তরী হৈল ছিরা পিতার উদ্দেশে ॥
পিতা পুত্রে সিংহলে নহিল পরিচয়।
ধন বৃত্তি গেল আর জীবন সংশয় ॥
কালীদহে কুমারী গজ দেখিলুঁ কমলে।
পুনরপি দৈবযোগে লুকাইল জলে ॥
বিধি প্রতিকূল মা নৃপতি করে বল।
তব নাম অনুপাম বিপদে কুশল ॥
মরিতে স্মরণ করে সাধুর বালক।
কৈলাসেতে ভগবতীর কপালে টনক।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব।

কালী কপালিনী, কৈলাসবাসিনী,
শ্রীমন্তের হইয়া পক্ষ।
কোন্ কোপে মার, কাতর কিঙ্কর,
কৃপা করি পুত্রে রক্ষ ॥
খড়্গ করে ধরি, খল অরি মারি,
খণ্ডাহ মোর দুর্গতি।
গণেশ-জননী, গগন-বাসিনী,
গোকুল-রক্ষণ-গতি ॥
ঘোর দৈত্যনাশী, ঘোর পত্রী শশী,
ঘোররূপা ঘোর রণে।
চণ্ডরূপা চণ্ডী, চণ্ডমুণ্ড-দণ্ডী,
চপলে রাখ চরণে ॥
ছেত্তা প্রিয়পতি, ছলে বলে অতি,
ছল ধরে নিশাপতি।
জয়ঙ্করী জয়া, জীবন রাখিয়া,
জননী খণ্ড দুর্গতি ॥
ঝগড়া ঘুচাইয়া, ঝাট কর দয়া,
ঝটিতি রাখ জীবন।
টঙ্ক টাঙ্গি ধর, টাল অরি মার,
টল টল করে মন ॥

অক্ষত—সমগ্র শস্য, আতপ তণ্ডুল; (দূর্ব্বা + অক্ষত)। পাটন—পত্তন, সহর। রাষ্ট্র—দেশ; রাজ্য। বৃত্তি—ব্যবসায়। টনক—হঠাৎ স্মরণ; পত্রী—নবপত্রিকা-রূপিণী।

ঠাকুরাণী উর, ঠগ নিশাচর,
ঠগ হানিবার তরে।
ডাকিনী হাকিনী, ডম্বরুবাদিনী,
ডরে ছিরা মরে ঘোরে॥
ঢক্ক ঢাঙ্গাতি, ঢোল করে অতি,
ঢাক ঢোল পিছে বায়।
তাপিত-তারিণী, তপস্যা-কারিণী,
ত্রাণ করহ ত্বরায়॥
থর থর করি, থাপি রাজ অরি,
থির করি থাপ মোরে।
দক্ষমখহরা, দুর্গা পরাৎপরা,
দুঃখ খণ্ডাহ আমারে॥
ধরণী-ধারিণী, ধাত্রিকা-কারিণী,
ধরিলে অসুর বলে।
নগের নন্দিনী, নন্দসুতারাণী,
দাসে রাখ পদতলে॥
পদ্মাবতী প্রিয়া, পশুপতি-জায়া,
পার্ব্বতী পর্ব্বতসুতা।
ফেরে ফেরে মতি, ফাঁফরে শ্রীপতি,
ফল হৈল এই মাতা॥
বুদ্ধি-প্রদায়িনী, বন্ধন-নাশিনী,
বাধা দূর কর মাতা।
ভবানী ভারতী, ভব-প্রিয়া ভূতি,
ভৈরবী ভবপূজিতা॥
মস্তকমালিনী, মুকুটধারিণী,
মোহিনী মুণ্ড-নাশিনী।
যমুনা যামিনী, যাদব-ভগিনী,
যমের ভয়হারিণী॥
রঙ্গিণী রমণী, যদি ভববাণী,
রক্ষ রক্ষ রাজস্থানে।
লোলমতি রূপা, লক্ষে কর কৃপা,
লইনু চরণ স্মরণে॥
বিধি বিষ্ণুপ্রিয়া, বর্ণময়ী মায়া,
বিশ্বমাতা শৈলসুতা।
শঙ্খিনী শূলিনী, শঙ্কর-গৃহিণী,
শিবা শৈলসম্ভূতা॥
শশাঙ্কধারিণী, ষড়ঙ্গরূপিণী,
শতভুজা শতাক্ষরী।
সতী সনাতনী, সংসার-নাশিনী,
সেবকে যাহ উদ্ধারি॥
হরি হর বিধি, হইয়া অবধি,
হৈমবতী সবে সেবে।
ক্ষিতিভার হরি, খল অরি মারি,
ক্ষণে মশানে উরিবে॥
সাধু শ্রিয়পতি, কৈল এত স্তুতি,
ভবানী ভবের পাশে।
চঞ্চল আসন, উৎকণ্ঠিত মন,
পাণ মুখ হৈতে খসে॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজন।
তাঁর সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক পুনঃ স্তুতি।

উর চণ্ডী রক্ষিতে কিঙ্করে।
তোমারে পূজিয়া ঘটে, আইলাম বিসঙ্কটে,
নদ নদী বাহি রত্নাকরে॥
বিবুধ-কুলের গর্ব্বে, দৈবকী অষ্টমগর্ভে,
হৈলা শেষে ক্ষিতিভার নাশে।
হরিতে কংসের ভীতি, যোগনিদ্রা ভগবতী,
থুইলা রোহিণী-গর্ভবাসে॥
ভোজরাজ অবতংসে, শ্রীহরি করিয়া অংসে,
বসুদেব গেলা নন্দাগার।
অগাধ যমুনা জল, মায়া করি কৈলে স্থল,
শিবারূপে নদী কৈলে পার॥
উরিয়া নন্দের ঘরে, দারুণ কংসের ডরে,
কৃষ্ণের করিলা ভয় দূর।

বিবুধ—দেবতা।

দৈবকীর কোল হতে, তোমা ধরি পায়ে হাতে,
বধিতে লইল কংসাসুর ॥
ছাড়ায়ে কংসের হাতে, চড়িয়া আলোক-রথে,
গগনে হইলা অষ্টভুজা।
নাম থুইল বনমালী, কুমুদ কণিকা কালী,
অষ্টলোকপাল কৈল পূজা ॥
হইয়া ত যদুবংশে, কপটে ভাণ্ডায়ে কংসে,
হৈলে বসুদেবের শরণ।
বিপদে স্মরয়ে দাস, পূর চণ্ডী অভিলাষ,
দূর কর অকালমরণ ॥
যশোদা-নন্দিনী জয়া, শিব দুর্গা মহামায়া,
শশাঙ্কশেখরা শিবদূতী।
মহিষ রাক্ষস জম্ভ, সবার হরিলে দম্ভ,
ত্রিদিবে স্থাপিলে সুরপতি ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব,
বেদমাতা গায়ত্রীরূপিণী।
অজ আদ্যা মহামায়া, শঙ্করী শঙ্কর-জায়া,
আমি শিশু কি বলিতে জানি ॥
সাধু কৈল এত স্তুতি, কৈলাসেতে ভগবতী,
আসন করয়ে টল টল।
মুখে হৈতে খসে পাণ, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল ॥

শ্রীমন্তকর্তৃক ভগবতীর চৌত্রিশাক্ষরে স্তব।

কহে শ্রিয়পতি মাতা রক্ষা কর মোরে।
কৈলাস ত্যজিয়ে উর সিংহল নগরে ॥
কলিকালে ছিরার কলুষ কর নাশ।
সিংহলেতে উরিয়া রাখহ নিজ দাস ॥
কালী কপালিনী কান্তি কপালকুণ্ডলা।
কালরাত্রি কুরঙ্গাক্ষী কত জান কলা ॥
খরতর রাজা গো যেমন ক্ষুরধার।
খণ্ড খণ্ড কলেবর করিবে আমার ॥
খেদ-খণ্ডন করি খল কর নাশ।
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস ॥
গিরিজা গণেশমাতা গতি সবাকার।
গোকুল রাখিতে গোপকুলে অবতার ॥
গহন নিবিড়ে মাতা দগধে শরীর।
গলিত কবাহ গোরা গলার জিঞ্জির ॥
ঘোররূপা ঘোরাননা ঘোর যে ভুবন।
ঘোর রব কৈলে ঘন ঘণ্টার বাজন ॥
ঘন শ্বাস বহে মুখে বারি হয় ঘাম।
ঘরের সেবক যে স্মরে তব নাম ॥
চঞ্চলচেতন মাতা চল্লিশ বন্ধনে।
চোরের চরিত্র হইল আমার জীবনে ॥
চড় চাপড়ে মাতা চণ্ড কর চূর।
চরাচরগতি মা বন্ধন কর দূর ॥
ছল ধরি ছত্রধারী বধে যে পরাণে।
ছাগলের প্রায় ছেদে দক্ষিণ মশানে ॥
ছেদন করয়ে রাজা তব পদ ছলে।
ছায়া দিয়া রাখ নিজ চরণ-কমলে ॥
জগৎজননী মাতা জীবের জীবনী।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা জয়ন্তী-জননী ॥
জটাজূটবতী জনার্দ্দন-সহায়িনী।
জীবের জীবন যে যাত্রিকা শিরোমণি ॥
ঝটিতে করাহ মাতা ঝগড়া বিমোচন।
ঝর্ঝরবাদিনী মোর রাখহ জীবন ॥
টানাটানি করে চুলে ধরিয়া কোটাল।
টঙ্গ টাঙ্গি হানে কেহ হানে করবাল ॥
টিটকারী টেঙ্করে হইলু পরাজয়ী।
টঙ্কারিয়া রক্ষা মোরে কর কৃপাময়ী ॥
ঠগ নহি ঠাকুরাণী নহি ঠগ-সুত।
ঠাকুরাণী রাখহ ঠগেরে করি হত ॥
ঠন ঠন করিয়া বাজার ঠাট বিন্ধে।
ঠাঁই দেহ ঠাকুরাণী চরণারবিন্দে ॥
ডাকিনী হাকিনী গো ডমরুনিনাদিনী।
ডর মোর নিবারণ করহ আপনি ॥

বারি হয়—বাহির হয়। ছত্রধারী—রাজা।

ডাকা নাহি দিই, নহি ডাকাতের সাথী।
ডাড়ুকা চরণে কেন দু-হাতে চামাতি॥
ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি নহি গন্ধবেণে জাতি।
ঢৌল নাহি করি মাতা পরের যুবতী॥
ঢেকা মারে একেবারে শত শত জন।
ঢালিলুঁ তোমার পদে আপন জীবন॥
ত্রিগুণাত্মিকা তারা ত্রৈলোক্যজননী।
ত্রিশক্তিরূপিণী তুমি তরঙ্গ-নাশিনী॥
ত্বরিতে তারিয়া তোল তাপিত তনয়।
ত্রাণকর্ত্রী তোমা বিনা অন্য কেহ নয়
থর থর করে প্রাণ কোটাল-তর্জ্জনে।
স্থির নাহি হয় মাতা তুয়া পদ বিনে॥
থাকিয়া রাজার আগে মৃত্যু কর দূর।
স্থির কর আসিয়া শ্রীমন্ত সদাগর॥
দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দক্ষের দুহিতা।
দনুজদলনী দয়াবতী বেদমাতা॥
দুর্জ্জয়া দক্ষিণা কালী দুরিতনাশিনী।
দুঃখী দাসে কর দয়া দুঃখ-বিনাশিনী॥
দূর কর দুর্গা মোর অকাল-মরণ।
দুস্তর সাগরে দুর্গা করহ রক্ষণ॥
ধরণী-ধারিণী মাতা ধেয়ান-ধারিণী।
ধরাধর-সুতা দেবী সংসারতারিণী॥
ধরিয়া কমল-ছলে ধরাপতি বধে।
ধরিয়ে বধয়ে প্রাণ বিনা অপরাধে॥
নিত্যানন্দ নারায়ণী নগেন্দ্রনন্দিনী।
নিশুম্ভনাশিনী নীলা নীলপতাকিনী॥
নিগম নিগূঢ় নিদ্রা তুমি নিত্য সতী।
নৃপতি-নিলয়ে ভয় ভাঙ্গ ভগবতী॥
নন্দগোপ-সুতা হয়ে রাখিলে গোকুল।
নৃপের নিকটে আসি হও অনুকূল॥
পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধান।
পাদপদ্ম ছাড়িয়া না ভাবে কভু আন॥
প্রতিদিন পূজে তোমা প্রকৃতিরূপিণী।
পশুসম শিশু আমি কি বলিতে জানি॥
প্রণতবৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবকবৎসলা॥
ফল জল ফুলে রাম পূজিল কাননে।
তার পূজা নিলে মাতা রাবণ নিধনে॥
ফাঁফর করিল মোরে মশান ভিতরে।
ফেফাতুবা হইয়া খুল্লনা পাছে ঘরে॥
বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসারতারিণী।
বন্ধন স্থানেতে হও বন্ধনহারিণী॥
বিপাকেতে বপু যেন লোণে জলবিন্দু।
বারেক করহ রক্ষা জগতের বন্ধু॥
ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরবী ভারতী।
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গ ভগবতী॥
ভদ্রকালী তুমি মাতা শিখরবাসিনী।
ভবভয়হরা তুমি ভবেশঘরণী॥
মৃগাঙ্ক-মুকুটমণি মস্তকমালিনী।
মহিষমর্দ্দিনী মধুকৈটভঘাতিনী॥
যশোদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যোগিনী।
যতনে ভজিলুঁ বাঞ্ছা চরণ দুখানি॥
যমের যন্ত্রণা যেন যতেক যাতনা।
যশ গাই যদি মোর পূরহ কামনা॥
রণপ্রিয়া রণজয়া রুক্মিণী রঙ্গিণী।
রণ অগ্রে হৈলা বাসুদেবের অগ্রণী॥
রঙ্গে রাজা বধ করে রক্ষা নাহি আর।
রঙ্কিণী রুক্মিণী যদি না কর উদ্ধার॥
লভ্যহেতু আইলাম তোমা পূজি ঘটে।
লক্ষ্য দিয়া রাখ মাতা বিষম সঙ্কটে॥
বসুদেবসুতা দেবী নগের নন্দিনী।
বুদ্ধিহরা বুদ্ধিরূপা বন্ধনহারিণী॥
বিসম সঙ্কটে বসুদেবের শরণ।
বিষাণবাদিনী রাখ আমার জীবন॥
শঙ্খিনী শূলিনী শিবা তুমিত শঙ্করী।
শশিশিরোমণি শক্তিরূপা শাকম্ভরী॥
শর্ব্বাণী, সর্ব্বশী শৈল-শিখর-বাসিনী।
শক্তি আদ্যা সনাতনী শিবের ঘরণী॥

ডাড়ুকা—বেড়ি, শিকল। ঢৌল—লাঞ্ছিত। ফেফাতুবা—হতজ্ঞান।

ষড়ঙ্গধারিণী মাতা ষট্‌পদগায়িনী।
ষড়াননমাতা ষষ্ঠী ষড়ঙ্গপূজিনী॥
সতী সত্যসনাতনী সংসারসারিণী
সর্ব্বশুভা মহামায়া সেবকরক্ষিণী॥
সর্ব্বলোকে বলে তোমা সেবকবৎসলা।
সেবক তারিতে উব শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা॥
হরিহর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
হরিলে নন্দের ভয় রাখিলে গোকুল॥
হরজায়া হৈমবতী হেমন্তনন্দিনী।
হও অনুকূল মাতা হরের ঘরণী॥
ক্ষৌণীর হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ।
ক্ষণেক উরিয়া রাখ দাস অতি দীন॥
ক্ষমা করি অপরাধ ক্ষীণ কর অরি।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রক্ষ ক্ষেমঙ্করি॥
ক্ষমা কর মহামায়া অকালমরণ।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন॥
এত স্তুতি কৈল যদি সাধুর নন্দন।
কৈলাসেতে ভগবতীর টলিল আসন॥
অভয়ার চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান হইবে স্বপক্ষ॥

শ্রীমন্তের স্তবে চণ্ডীর উৎকণ্ঠা।

পদ্মা, আজি বড় দেখি অমঙ্গল
মুখে হৈতে খসে পাণ, সচকিত হয় প্রাণ,
আসন করয়ে টল টল॥
আইস পদ্মা প্রিয়সখী, খড়ি পাতি দেখ দেখি,
মন স্থির নহে কি কারণ।
অমর ভুজঙ্গ নরে, কে মোরে স্মরণ করে,
গণে ঝাট কর নিবেদন॥
কপালে টনক পড়ে, অলক ধুতি নাহি উড়ে,
স্পন্দন করয়ে ডানি আঁখি।
হেন মনে অনুমানি, কিবা মোর হয় হানি,
আজি বড় অমঙ্গল দেখি॥
মন উচাটন এবে, খাইতে দন্ত লাগে জিভে,
চলিতে উছট পদে লাগে।
ভোজনে বিষম খাই, মনে বড় দুঃখ পাই,
কালপেঁচা ডাকে চারিদিকে॥
চণ্ডীর বচন শুনি, পদ্মাবতী মনে গণি,
খড়ি পাতি করেন গণন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

খড়ি পাতিয়া পদ্মাবতীর গণনা।

বসিলেন পদ্মাবতী ভাবিয়া ঈশ্বরী।
দেবযোনি গণে আর দেবতার পুরী॥
প্রথমে গণিল পদ্মা অষ্টলোকপাল।
রজনী দিবস খড়ি করেন বিচার॥
দেবতা দানব ভূত প্রেত নিশাচর।
পিশাচ গণিল আর যক্ষ কিন্নর॥
রতির ঈশ্বর কামদেব বৃষধ্বজ।
অনন্যহৃদয়ে অষ্ট গণিল দিগ্‌গজ॥
দশ বিশ দেবগণে একাদশ রুদ্র।
আদিত্য দ্বাদশ সপ্ত গণিল সমুদ্র॥
গণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব যমপুর।
অষ্টবসুগণে আর ডাকিনী কাউর॥
সনকাদি মুনিগণে নারদাদি ঋষি।
অরুন্ধতী বশিষ্ঠের যুগল রূপসী॥
চন্দ্র তারা গ্রহগণ গগনমণ্ডল।
কূর্ম্ম বাসুকি নাগলোক রসাতল॥
হাঙ্গর কুম্ভীর মৎস্য কড়ি ঘড়িয়াল।
প্রত্যক্ষ গণিল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল॥
পুণ্য শরীর বলি অসুরের নাথ।
প্রত্যক্ষ গণিল পদ্মা যতেক পর্ব্বত॥
হরির কিঙ্কর দৈত্য গণিল প্রহ্লাদ।
ক্ষিতিতলে তরুতৃণ পশু নদীনদ॥

ক্ষৌণী—পৃথিবী। বিষম খাই—তাড়াতাড়ি খাইলে অনেক সময় খাদ্য পানীয় তালুতে প্রবেশ করিয়া যে দারুণ যন্ত্রণা দেয় তাহার নাম।

গণিল অনেক লোক দেখিতে না পায়।
সভয়েতে পদ্মাবতী-হৃদয় শুকায়॥
ধেয়ান করিয়া পুনঃ ব্রহ্মে দিল মন।
প্রসন্ন দেখিতে পায় এ তিন ভুবন॥
শুন শুন ভগবতী মোর এক বাক্য।
জ্ঞানলোচনে আমি দেখিলুঁ ব্রত্যক্ষ॥
ধনপতি নামে সাধু বসয়ে উজানী।
তোমার ব্রতের দাসী তাহার রমণী॥
তার পুত্র শ্রিয়পতি বুঝে সর্ব্বকলা।
পড়িবারে গেল সে গুরুর পাঠশালা॥
অধ্যাপক প্রধান পণ্ডিত জনার্দ্দন।
গালি দিল দ্বিজ তাবে জারজ অধম॥
গুরুব বচনে তার মনে বাড়ে ক্রোধ।
উপবাস করি রহে না মানে প্রবোধ॥
জননী কহিল মিথ্যা যতেক প্রলাপ।
সিংহল নগরে বাছা আছে তোর বাপ॥
মায়ের বচনে সাধু বাপেব কাবণ।
বহিত্র সাজিয়া আইল দক্ষিণ পাটন॥
কালীদহে দেখে সাধু কামিনী কুঞ্জরে।
প্রতিজ্ঞা করিল গিয়া বাজাব গোচরে॥
হারিলেক সেই সাধু সাক্ষীর বচনে।
তারে বলি দেয় রাজা দক্ষিণ মশানে॥
জীবনে কাতর বড় দাসীর নন্দন।
সঙ্কট দেখিয়া করে তোমারে স্মরণ॥
ছেলি-উপাখ্যানে তার মায়ে কৈলে দয়া।
দাসীর তনয়ে রাখ দিয়া পদছায়া॥
কি বোল বলিলি পদ্মা জন্মাইলি দুঃখ।
শ্রীমুকুন্দ গান রঘুনাথের কৌতুক॥

চাণ্ডকাব ক্রোধ ও রণসজ্জা।

কোপেতে লোহিত আঁখি, চণ্ডিকা বলেন সখী,
শুন পদ্মা আমার বচন।
রাজাকে বধিয়া আজি, ছিরাবে ধরাব ছাতি,
ঝাট কর সেনার সাজন॥
আমার সেবক ভ্রমে, যদি লয়ে থাকে যমে,
বড়াই করিব তার দূর।
দিয়া বহুতর ক্লেশ, লুটিব তাহাব দেশ,
পোড়াইব সঞ্জীবনীপুর॥
চৌদিকে দুন্দুভি বাজে, চৌষট্টি যোগিনী সাজে
আগুদলে চণ্ডীর পয়াণ।
রণপড়া বাজে ঢাক, ধায় দানা লাখে লাখে,
ধরি তরু পর্ব্বত পাষাণ॥
করে ধরি অসি খাণ্ডা, ডানিভাগে উগ্রচণ্ডা
বামদিকে ধায় চণ্ডবতী।
পরিয়া লোহিত ধুতি, বামদিকে শিবদূতী,
কৌশিকী কালিকা লঘুগতি॥
আইলা চণ্ডী চন্দ্রচূড়া, মহেশ্বরী বৃষারূঢ়া,
ভুজঙ্গবলয়া ত্রিশূলিনী।
আইলা রাজহংস-রথে, কপোতাক্ষ শূল হাতে
ব্রহ্মাণী বাদিনী বিবাদিনী॥
বেদ-বিদ্যাগণ সঙ্গে, সমর-প্রসঙ্গ-রঙ্গে,
আনন্দে নাচয়ে যত সখী।
আইলা দেবী বিমানে, কুমারী ময়ুর-যানে,
শক্তিধরা করালা সুমুখী॥
বৈষ্ণবী গরুড় রথে, শঙ্খ চক্র গদা হাতে,
অসি কাল বিবিধ ধারিণী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী॥

দেবগণের অস্ত্রাদি প্রদান।

পদ্মার বচন শুনি, বোষযুত নারায়ণী,
প্রভাত-অরুণ-বিলোচনা।
কালঘাম বহে মুখে, গগনে মুকুট ঠেকে,
প্রলয় বদন ঘোরাননা॥

ধরিয়া বামনী মায়া, হৈলা দেবী মহাকায়া,
কপালে তিলক দিনমণি।
কোপে কম্পমান তনু, ভুরুযুগ কাম-ধনু,
গগনে পূরিল ঘোরধ্বনি॥
শবারূঢ়া মহাতেজা, হৈলা দেবী দশভুজা,
করে লয়ে নানা প্রহরণ।
নিল ধনু আদি যত, বাণ নিল অসঙ্খ্যাত,
সিফব সফব শরাসন॥
গায়ে আরোপিল রাঙ্গি, ভুষণ্ডী ডাবুস টাঙ্গি,
তবক বেলক চক্রবাণ।
করে নিল ভিন্দিপাল, টঙ্গ টাঙ্গি করবাল,
জাঠা নিল কামান কৃপাণ॥
চণ্ডী করেন অট্টহাস, দেবগণে লাগে ত্রাস,
নিনাদে পূরিল ত্রিভুবন।
যেন দৈত্য-রণ-কালে, মিলি যত দিক্‌পালে,
দিল সবে নিজ প্রহরণ॥
শঙ্খ দিল জলেশ্বর, শক্তি দিল নিশাচর
নাগপাশ দিল অম্বুপতি।
কার্ম্মুক অক্ষয় গুণ, বাণপূর্ণ দুই তূণ,
চণ্ডিকারে দিল সদাগতি॥
বজ্র ত্বরিত গতি, আনি দিল সুরপতি,
কাত্যায়নী ঐরাবত হৈতে।
কালদণ্ড হৈতে যম, দণ্ড দিল অনুপম,
দক্ষ দিল অক্ষমালা হাতে॥
অবনত করি মাথা, কমণ্ডলু দিল ধাতা,
লোমকূপে রশ্মি দিবাকর।
রোষযুক্ত করবাল, সমর্পণ করে কাল,
অবনী লোটায়ে কলেবর॥
ক্ষীর-সিন্ধু দিল হার, অক্ষয় অমূল যার,
চূড়ামণি কনক-কুণ্ডল।
দিল মুকুটের আভা, অর্দ্ধচন্দ্র ইন্দুশোভা,
বাহুযুগে অঙ্গদমণ্ডল॥
রত্নময় অঙ্গুরী, সকল অঙ্গুলে পূরি,
পদাঙ্গুলে পাশুলিরতন।
নূপুর মরাল-ভাষা, দিল দিব্য কণ্ঠভূষা,
অনুপম রতন ভূষণ॥
টাঙ্গি দিল বিশ্বকর্ম্ম, অস্ত্র-অভেদ্য বর্ম্ম,
দিল নানাবিধ প্রহরণ।
দিলেন ভরিয়া গলা, অমল কমল মালা,
উর্ব্বশীর শিরের ভূষণ॥
বিমল সভার সদ্ম, জলনিধি দিল পদ্ম,
কেশরী বাহন হিমবান।
দিলেন করিয়া পূজা, চষক বক্ষের রাজা
যাহাতে অক্ষয় সুধা পান॥
চণ্ডিকার ক্রোধ দেখি, দেবগণ হৈয়া দুখী,
কোলাহল কৈল সুরপুরে।
যুক্তি করি দেবরাজ, জানিতে চণ্ডীর কাজ,
পাঠাইল নারদ মুনিরে॥
শেষ দিল নাগহার, মহামণি ভূষা যার,
যেই প্রভু ধরিল ধরণী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
প্রকাশে ব্রাহ্মণ নৃপমণি॥

চণ্ডিকার ঙ্গরণী ... শ্মশানে গমন।

ইন্দ্রের বচনে মুনি চাপিয়া বিমানে।
দণ্ডমাত্রে গেল চণ্ডিকার বিদ্যমানে॥
চণ্ডিকারে দেব ঋষি নোয়াইল মাথা।
আশীষ করিল তারে হেমন্ত-দুহিতা॥
চণ্ডিকারে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি।
কহ গো এমন বেশে কোথায় সাজনী॥
তোমার ক্রোধেতে হয় প্রলয় সমান।
কার তরে হেন বেশে করিছ পয়াণ॥
এতেক জিজ্ঞাসা যদি কৈল মহামুনি।
নিজ প্রয়োজন কথা কহিলা ভবানী॥
আমার সেবকে লয়ে কাটে শালবান।
কাটিব তাহার মাথা কহিলু বিধান॥

শেষ—অনন্ত। চষক—সুধাপান-পাত্র।

জবতীবেশে চণ্ডিকাব মশানে আগমন

হাসিয়া নারদ মুনি দিলেন উত্তর।
তোমারে উচিত নহে নরের সমর॥
এতেক সাজন ছাড় নরের কারণে।
গরুড় সাজয়ে কিবা মূষিকের রণে॥
তোমার সমরে হরি হরে লাগে ডর।
সিংহ সনে কিবা যুদ্ধ করিবে গাড়র॥
কোটালের স্থানে ভিক্ষা মাগহ আপনি।
ভিক্ষাচ্ছলে সিংহলেতে চলহ ভবানী॥
যদি নাহি দেয়, যুদ্ধ কর' অবশেষে।
সাধু বলি নিল নারদের উপদেশে॥
জরতী ব্রাহ্মণী অস্থিচর্ম্ম বিলোলনা।
মায়া করি ভ্রমে যেন চঞ্চল-পরাণা॥
বাতেতে কাঁকালি বেঁকা যান হয়ে টেড়ি।
উছটের ঘায়ে চণ্ডী যান গড়াগড়ি॥
বামকক্ষে নিল মাতা রঙ্গীন চুপড়ি।
সব্যকরে নিল মাতা শিঙ্গাবেত্র লড়ি॥
করে নিল কুসুম চন্দন দূর্ব্বাধান।
বেদমন্ত্রে শ্রীমন্তের করিতে কল্যাণ॥
সঙ্কেত করিয়া সেনা রাখি এক স্থানে।
সেই ক্ষণে উরিলেন দক্ষিণ মশানে॥
নারদের উপদেশে আইলা ভবানী।
বন্দিয়া ইন্দ্রের সভা যান মহামুনি॥
অম্বিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কোটালের নিকট চণ্ডিকার গমন।

কাঁখে ঝুড়ি হাতে লড়ি, উচ্চৈঃস্বরে বেদ পড়ি,
বিনয়ে বলেন ধীরে ধীরে।
করযুগে করি দর্ভা, কুসুম চন্দন দূর্ব্বা,
আরোপিল কোটালের শিরে॥
কোটাল, আইলাম তোমার সন্নিধান।
তুমি বড় ভাগ্যবান, এই হেতু মাগি দান,
ব্রাহ্মণীর করহ সম্মান॥
জরাযুত হৈল তনু, বসিতে ধরিয়ে জানু,
তুমি ধরি উঠিয়ে যতনে।
হেনজন নাহি কোলে, হাতেতে ধরিয়া তোলে,
দোসর আপন বন্ধুজনে॥
নাতীটি হয়েছি হারা, দেখিলাম তার পারা,
আইলুঁ তোমার সন্নিধান।
চিনিলুঁ আপন নাতি, কোটাল পাইলে কতি,
বাপের পুণ্যেতে কর দান॥
শিশুমতি মোর নাতি, নহে ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি,
নহে খণ্ড বাটপাড় চোর।
কৃপণের যেন কড়ি, অন্ধের যেমন লড়ি,
দান দিয়া প্রাণ রাখ মোর॥
পাইলুঁ অনেক ক্লেশ, ভ্রমিলুঁ অনেক দেশ,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল।
ত্রিগর্ত্ত আগরা দিল্লী, চাহিয়া অনেক পল্লী,
অবশেষে আইলাম সিংহল॥
পিতা মোর কুলে বন্দ্য, কুলে শীলে নহে নিন্দ্য,
স্বামী মোর ঘোষাল পঞ্চানন।
তপস্যা করিয়া আমি, পাইলুঁ দরিদ্র স্বামী,
বুড়া বৃষ সবে যার ধন॥
অবনীতে নাহি ঠাঁই, সমুদ্রে ডুবিল ভাই,
প্রাণনাথ কৈল বিষপান।
দারুণ দৈবের দোষে, দুই পুত্র নাহি পোষে,
কত দুঃখ করিব ব্যাখ্যান॥
তুমি হও পুণ্যবান, নৃপতি রাখিবে মান,
বাড়ুক তোমার পরমাই।
দিশা লাগে পথে যেতে, ছিরা দেহ মোর সাথে,
আশীষ করিয়া ঘরে যাই॥
শ্রীমন্তের শিরে পাণি, আরোপিলা নারায়ণী
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ ভূমির প্রতি, রঘুনাথ নরপতি,
জয়চণ্ডী তারে কর দয়া॥

সব্যকরে—ডান হাত। কতি—কোথায়। ঢাঙ্গাতি—ছলনা। ঘোষাল—বিখ্যাত। দিশা—দিগ্‌ভ্রম।

কোটালের প্রতি চণ্ডীর হিতোপদেশ।

কোটাল, দুঃখ পাই নিজ কর্ম্মদোষে।
জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ, না সেবিলুঁ নারায়ণ,
কাহারে না রাখিলুঁ সন্তোষে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ-কুণ্ডে, বসুধা ব্রাহ্মণ তুণ্ডে,
সম্প্রদান না কৈলুঁ আহুতি।
যত সতীজন প্রতি, না করিলুঁ প্রেমভক্তি,
এই হেতু এ পঞ্চ দুর্গতি॥
আছিল বৈকুণ্ঠপুরী, বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারী,
জয় বিজয় দুই ভাই।
হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গী, বিরিঞ্চিনন্দনে লঙ্ঘি,
বৈকুণ্ঠেতে না পাইল ঠাঁই॥
দ্বিজে নাহি দিল দান, না কৈল গুরুর মান,
দিনে দিনে পরমায়ু নাশ।
লঙ্ঘিয়া কপিল ঋষি, সূর্য্যবংশ ভস্মরাশি,
রামায়ণে শুনি ইতিহাস॥
পাত্রে নাহি দিল দান, অপাত্রে করিল মান,
দরিদ্র হইল এই দোষে।
জীবে না করিল কৃপা, এই হেতু ক্ষীণতপা,
ঘরে ঘরে ফিরি ভিক্ষা আশে॥
অভয়ার কথা শুনি, কোটালিয়া মনে গণি,
সকরুণে করে নিবেদন।
দামুন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

চণ্ডীর প্রতি কোটালের নিবেদন।

হাম পরাধীন, অতিবড় হীন,
বিশেষ রাজার দাস।
ধরি তুয়া পায়, ক্ষম এই দায়,
বধ্য জনের ছাড় আশ॥
কর্ণ বলি আদি, যত যশোনিধি,
আছিল অবনীপাল।
আর ছিল যত, তাহা কব কত,
সকলি হরিল কাল॥
দান কর্ম্মফলে, ছিল মহীতলে,
স্বর্গপুরে হৈল স্বামী।
বিধি সনে বাদ, হৈল পরমাদ,
সে ভাগ্য না কৈলুঁ আমি॥
এই সাধু ভণ্ড, রাজা কবে দণ্ড,
মিথ্যা বচনের দোষে।
রাজার বচনে, এনেছি মশানে,
বান্ধিয়া নায়ের পাশে॥
রাখি তুয়া মান, যদি কবি দান,
পরাণে দণ্ডিবে রাজা।
সাধু বিনে আন, মাগ যেই দান,
করি তোমার পূজা॥
একে ত ব্রাহ্মণী, আর অনাথিনী,
ভিক্ষুক জনের আশা।
কহি উপদেশ, শুনহ বিশেষ,
যদি না হবে নৈরাশা॥
রাজা শালবান, কর্ণের সমান,
যা চাবে তা পাবে দান।
কল্পতরু ত্যজি, হীন জনে ভজি,
সেওড়াতলে সাধ মান॥
এই পাপমতি, যদি বটে নাতি,
করিবে পরাণে রক্ষা।
গিয়া রাজ-ধাম, সাধ নিজকাম,
নৃপবরে মাগ ভিক্ষা॥
কোটালের বাণী, শুনি নারায়ণী,
চাহেন পদ্মার মুখ।
বুঝিয়া ইঙ্গিত, পদ্মা কহে হিত,
যাচ্ঞা বড়ই দুঃখ॥
রাজ সভা স্থান, লৈতে যাবে দান,
দেখা দিবে কতজনে।
সাধু কোলে করি, বৈস মহেশ্বরী,
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥

হাম—আমি। নায়ের পাশে—নৌকার দড়িতে

শ্রীমন্তকে কোলে করিয়া মশানে
চণ্ডীর স্থিতি।

শ্রীমন্তকে কোলে করি বসিলা ভবানী।
ভাই সঙ্গে কোটালিয়া করে কাণাকাণি॥
সেতা বলে নেতা ভাই দেখি বিপরীত।
বুঝিতে না পারি এই বুড়ীর চরিত॥
ব্রাহ্মণীর দেখি কিছু কোপের উদয়।
সেনা মেলি যুক্তি করে কোটাল সভয়॥
আচম্বিতে আইল বুড়ী দক্ষিণ মশানে।
রুধির-নয়নে বুড়ী চাহে ঘনে ঘনে॥
বয়স অশীতিপরা পরা গুণ-বাস।
বল বুদ্ধি টুটা ভক্ষণে অভিলাষ॥
সকল বচনে বুড়ী ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দিবস দুপুরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥
কেমন দেবতা আইল ধরি বৃদ্ধা বেশ।
নাহি লক্ষ্যি বুড়ীর লোচনে নিমেষ॥
চক্ষে নাহি দেখে বুড়ী কর্ণে নাহি শুনে।
একেলা আইল বুড়ী দক্ষিণ মশানে॥
নাহি দান দিতে বুড়ী সাধু [illegible] কোলে।
রাজার বিপক্ষ আজি লবে [illegible] ছলে॥
একেলা আইল বুড়ী হৈল [illegible] জন।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে বুড়ীর লোহিত লোচন॥
ব্রাহ্মণীর বোলে যদি ছাড়ি রাজ-অরি।
সবংশে বধিবে প্রাণ নৃপতি-কেশরী॥
যদি বা হানিয়া যাই রাজ-রিপুজন।
মশানে বুড়ীর ঠাঁই না রবে জীবন॥
কোটালে গর্জ্জিয়া বলে নফর কোটালিয়া।
শ্রীমন্তের চুলে ধর ব্রাহ্মণী [illegible]লিয়া॥
কোপে পদ্মাবতী দিল ঘণ্টা নিশান।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

কোটালের প্রতি শ্রীমন্তের বিনয়।

কোটাল, খানিক জীবন রাখ।
ধরি তুয়া পায়, ক্ষম এই দায়,
সুকৃতি-শরণ দেখ॥
লহ মোর হার, রত্ন-অলঙ্কার,
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা।
ছাড়হ কুন্তল, পিয়ে গঙ্গাজল,
দেহ তুলসীর মালা॥
ঘোর তলোয়ার, দেখি ক্ষুর ধার,
ছিবারে চমক লাগে।
ধর্ম্মে দেহ মন, করি নিবেদন,
কিছু বলি তুয়া আগে॥
লোভে ভাবে দুখ, সাধু পূর্ব্ব মুখ,
বসিল আসন পাতি।
হানে কোতোয়াল, ভাঙ্গে করবাল,
দুঃখ ভাবে নিশাপতি।
কুজ্ঞানী এই বুড়ী, কার্য্যে কৈল দেরী,
ভাঙ্গিল আমার অসি।
নানা অস্ত্র ধরি, দুষ্ট সাধু মারি,
কিসের বিলম্বে বসি॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজন।
তাঁর সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

শ্রীমন্তের প্রতি কোটালের অস্ত্র প্রয়োগ।

পরশিল রে পাইক সাধু বধিবারে।
পূরিয়া সন্ধান, ছাড়িয়া দিল বাণ,
কেহ নিবারিতে নারে॥
দশ বিশ বীরবর, লইয়া যমধর,
শ্রীমন্তে করিতে গুণ্ডা।
ঠেকি সাধু-অঙ্গে, একে একে ভাঙ্গে,
আষাঢ়িয়া যেন ভ্রূকুণ্ডা॥

গুণবাস—সুতার কাপড়। নিশাপতি—কোটাল। গুণ্ডা—গুঁড়া। ভ্রূকুণ্ডা (ঝুরকুণ্ডা)—আষাঢ় মাসে উক্ত নামে এক প্রকার তৃণ জন্মে। তাহার দীর্ঘ বীজকোষ যাহা বস্ত্রাদিতে লাগিবামাত্রই খণ্ডিত হয়।

ঢালি পাইক ঢালকি, ধাইল তবকী,
উভ করি তবকে গুলি।
অনলে দিতে ফুঁ, পুড়িল তবকে মু,
পাছু হয়ে পড়িল গুলি॥
দশ বিশ বীরবর, লইয়া যমধর,
আরোপিল শ্রীমন্ত গায়।
শ্রীমন্ত-অঙ্গে, যমধর ভাঙ্গে,
বীরগণ ফ্যালফ্যাল চায়॥
পূরিয়া তবকী, ধাইল ধানুকী,
ধনুকে সারিয়া কাঁড়া।
পূরিয়া সন্ধান, ছাড়িয়া দিতে বাণ,
ধনুকের ছিণ্ডিল চড়া॥
পরিঘ ভূষণ্ডী, তোমর গণ্ডী,
ডাবুস ছুরিকা শেল।
শ্রীমন্ত-অঙ্গে, একে একে ভাঙ্গে,
বীরগণ চায় ভেল ভেল॥
শ্রীমন্তে বেড়িয়া, রায়বাঁশ সারিয়া,
ধাইল পদাতিচয়।
ভাঙ্গিল রায়বাঁশ, পদাতি পায় ত্রাস,
শ্রীমন্তের হইল জয়॥
জগদবতংসে, পালধিবংশে,
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম॥

চণ্ডীর প্রতি কোটালের ক্রোধ।

সাধু হৈল বজ্রকায়, নানা অস্ত্র ভাঙ্গে গায়,
পাইক কান্দে মাথায় হাত দিয়া।
কোটালিয়া কম্পমান, ঘন বলে হান হান,
দূর কর ব্রাহ্মণী ঠেলিয়া॥
বুড়ি, গৌরব রাখহ আপনার।
হইল দুপ্রহর বেলা, রাজকার্য্যে হৈল হেলা,
ঝাট মারি বিদেশী কুমার॥
মেগে বুল পাড়াপাড়া, পরিধান শতছিঁড়া,
মানুষ লইতে চাহ দান।
কোথাহৈতে আইল বুড়ী, সব কার্য্য হৈল দেরি,
অষ্টলোকপাল পরমাণ॥
শিখিয়া ডাইন কলা, জানিস কতেক ছলা,
আপনা চিনিয়া চল বাস।
শেল অসি শব খাঁড়া, পাইকের যত ভাড়া,
সকল করিলি বুড়ি নাশ॥
কাঁখেতে রঙ্গীন ঝুড়ি, আইল বামনী বুড়ী,
আসিয়া পাতিল নানা মায়া।
শতেক বিনয় কহি, ব্রাহ্মণী বলিয়া সহি,
নাহি যায় মশান ত্যজিয়া॥
হাতে পায় কাঁপে বুড়ী, কোথার বড়াইবুড়ী,
প্রবোধ বচন নাহি শুনে।
সব মিথ্যা যত কয়, অকারণে কর ভয়,
আশু হান বুড়ীকে মশানে॥
মোর বোল শুন নেকা, বুড়ীরে মারিয়া ঢেকা,
মশান হইতে কর দূর।
থাকে যদি বুড়ী সঙ্গে, শেল টাঙ্গি খাঁড়া ভাঙ্গে,
কুজ্ঞানী এ বুড়ী প্রচুর॥
কোটালেরকথা শুনি, নেকা কোটাল মনে গণি,
অভয়ারে ফেলিল ঠেলিয়া।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
গালি দিল ডাকিনী বলিয়া॥

কোটালের সঙ্গে যুদ্ধ।

আইলুঁ ভিক্ষার আশে নাহি দিলে ভিখ।
কিসের কারণে বেটা বল ধিক্‌ধিক্‌॥
ব্রাহ্মণী-লঙ্ঘন করি যাবিরে অল্লাই।
পহিলা রণে পড়িবে তোমরা দুই ভাই॥

চড়া—ধনুকের ছিলা। বুল—বেড়াও। ভাড়া—পুঁজি। বড়াইবুড়ি—অতি বৃদ্ধা। অল্লাই—অল্প আয়ু।

ব্রাহ্মণীর তরে যে বলহ কুবচন।
অনুমানে বুঝি তোর নিকট মরণ॥
আসিহ বুড়ী আমার পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।
মাগিয়া লইস্ ভিক্ষা যেবা লয় মনে॥
দূর কর বিষাদ বুড়ি মানুষের কথা।
সদাগরে দিতে পারে কার দুটা মাথা॥
মশান ছাড়িয়া বুড়ী ঝাট চল দূর।
গৌরব করিব দূর ধরিয়া চিকুর॥
কোপে পদ্মা বাজাইল নিশানের ঘণ্টা।
আইল দানা দুই ভাই নামে রণঝণ্টা॥
নেতা কোটালের ঘাড়ে মারে সাতহাতা।
করের প্রহারে তার ছিঁড়ে গেল মাথা॥
যুঝয়ে দেবীর দানা কোটালের ঠাটে।
রণ-ভেরী শব্দে গগনতল ফাটে॥
মার মার করিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক।
দুই দলে রণপড়া বাজে জয়ঢাক॥
ঝট ঝট করিয়া তবকে পূরে গুলি।
রণঝণ্টা যুদ্ধ করে মাথার ভাঙ্গে খুলি॥
রণে পদ্মাবতী দিল দুন্দুভি নিশান।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

যুদ্ধবর্ণন।

জরতী ব্রাহ্মণীবেশে যুঝেন ভবানী।
ঘরদল পরদল, বাজয়ে মাদল,
কেহ কার নাহি শুনে বাণী॥
ভ্রুকুটি-কুটিলা, পিঙ্গল জটিলা,
পরিহিত চীরবসনা।
কড় মড়ি দন্তা, সমর-দুরন্তা,
ভয়দা ভীষণ-বদনা॥
কৃত-নরমালা, পলিত জটিলা
অভিনব জলধর-নাদা।
শত শত ডাকিনী, সঙ্গে চলে ব্রাহ্মণী,
ছাড়িয়া কুল-মর্য্যাদা॥
লোহিত-লোচনা, লোহিত-বসনা,
আজানুলম্বিত জটা।
রণভূমে কালী, বিষম করালী,
জলধর জিনিয়া ছটা॥
বেড়িয়া মশান, পাইকের চাপান,
ঘন পড়ে দামামা সাড়া।
রণে অতি মাতালা, কালী ধায় বেতালা,
খেতে ধায় মেলিয়া দাড়া॥
মুটে মুটে জটাজটি, দুই দলে কাটাকাটি,
কার কেহ নাহি শুনে বোলে।
পাইয়া সমর, নাহি চিনে ঘর পর,
চটাচটি পড়িল তলে॥
খরতর দৃষ্টে, গজবর-পৃষ্ঠে,
মাহুত মারিল কুম্ভ।
পরিহরি শুণ্ডী, ধরিয়া চণ্ডী,
বাড়িয়া ভাঙ্গিল দন্ত॥
করিবর শুণ্ডা, ধরিয়া চামুণ্ডা,
ঘন দেই গগনে পাক।
গজবর চাপনে, পড়িল মশানে,
পদাতিক লাখে লাখ॥
বিন্ধি যমধর, পড়িল বীরবর,
গদা হাতে পড়িল গাদী।
ঢালি পাইক তবকী, পড়িল ধানুকী,
বেগে ধায় রুধিরের নদী॥
সেতাই নেতাই, কোটাল দুই ভাই,
পাতিয়া মহিষা ঢালে।
আকাশে কুমুদা, ধাইল মামুদা,
ধরিয়া পূরিল গালে॥
পড়িল সেনাগণ, কোটাল ত্যজে রণ,
চলিল নৃপতি ঠাঁই।
সুকবি মুকুন্দ, রচিল প্রবন্ধ,
শ্রীকবিচন্দ্রের ভাই॥

জরতী—বুড়ী। পলিত—শুক্ল; শুভ্র। দাড়া—দংষ্ট্রা। কুম্ভ—বাণ, তলোয়ার। শুণ্ডী—হাতী। বাড়িয়া—আঘাত করিয়া।

রাজার নিকট কোটালের নিবেদন।

অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়,
প্রাণ লৈয়া পলাও নৃপমণি।
তোমারে ত বলি দঢ়, আহড়ে আহড়ে লড়,
নাহি দেখে যাবৎ ব্রাহ্মণী॥
তোমার আদেশ পেয়ে, বিদেশী সাধুরে লয়ে,
হানিবারে গেলাম মশানে।
নাহি দেখি নাহি শুনি, আইল এক ব্রাহ্মণী,
সাধুকে লইতে চাহে দানে॥
তুমি নৃপ-শিরোমণি, অলঙ্ঘ্য তোমার বাণী,
ব্রাহ্মণীকে নাহি দিলুঁ দান।
হুঙ্কার ছাড়িল বুড়ী, যোজনেক পথ জুড়ি,
তার ঠাটে বেড়িল মশান॥
ব্রাহ্মণী দিলেক হানা, পড়িল অনেক সেনা,
একটি না রহে অবশেষ।
তোমারে বারতা দিতে, আছিলাম এক ভিতে
মড়ায় করিয়া পরবেশ॥
বুড়ী ধরণী ধরিয়া উঠে, রণে যেন তারা ছুটে,
একটি নাহিক কাঁচা কেশ।
শুনিতে না পায় কাণে, নাহি দেখে বিলোচনে,
অকস্মাৎ করিল প্রবেশ॥
বৈদেশিক সদাগরে, বসাইলাম হানিবারে,
বুড়ী এড়াইলেক এ রণ।
না দেখিলুঁ পরতেখ, না লাগে কৃষ্ণের রেখ,
কে সহিবে তার প্রহরণ॥
কাঁখে ঝুড়ি হাতে লড়ি, আইল ব্রাহ্মণী বুড়ী,
কোন নৃপতির হৈয়া চর।
হেন মোর লয় মনে, কোন রাজা আইল রণে,
রক্ষিতে শ্রীমন্ত সদাগর॥
কোটালের কথা শুনি, রোষযুক্ত নৃপমণি,
কোপে রাজা পূরিল অন্তর।
ঘন পাক দেয় গোঁফে, দশনে অধর চাপে,
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

রাজার সমর-সজ্জা।

কোটালের কথা শুনি কাঁপে সর্ব্ব গা।
সাজ সাজ বলি দামামায় পড়ে ঘা॥
চলিলেন যুবরাজ রাজার আরতি।
লেখা জোখা নাহি যত চলে সেনাপতি॥
আস্তে ব্যস্তে তুলিয়া চৌদোল করে কাঁধে।
ধরণী কম্পিতা হৈল বাজনার নাদে॥
রায়বীণা গন্ধবীণা বাজে রুদ্রবীণা।
দগড় দোগড়ি বায় শত শত জনা॥
হস্তীর গলায় ঘণ্টা বাজে ঠনঠনি।
কাংস্য করতাল বাদ্য বিপরীত শুনি॥
জয়ঢাক বীরঢাক রাক্ষসী বাজনা।
প্রলয় সময় যেন পড়ে ঝনঝনা॥
হাতে দামা কান্ধে ঢোল তরল নিশান।
দামামা দগড় বাজে বাজে সিন্ধুয়ান॥
বিষম তবল আগে আরোপিল কাটি।
বরুজ কামান হাতে শেলপাট জাঠি॥
যবনিয়া অশ্ব'পর যবন সওয়ার।
ঘোররূপ যবন সব বলে মার মার॥
পার্ব্বতীয়া অশ্ববরে সোণার বিম্বকী।
কণ্ঠেতে দিয়াছে হার করে ঝিকিমিকি॥
ঢালি পাইক ধায় রণে হাতে খাণ্ডা ঢাল।
ডানি বামে অস্ত্র সাজে বিক্রমে বিশাল॥
ধানুকী পাইক ধায় হাতে ধনুঃশর।
কটিতটে তরবার চলিল সত্বর॥
চৌকনিয়া পাইক চৌকন শোভে করে।
হাড়িয়া চামর বান্ধে বাঁশের উপরে॥
বিচিত্র পামরী, গলে পারিজাত মালা।
বীরভাবে ধায় নানা জানে যুদ্ধকলা॥
ভীমার্জ্জুন কোটাল ধাইল দুর্ব্বার।
ভিড়নে চলিল সঙ্গে বাইশ হাজার॥
রাজপুত্র যুবরাজ চলে আগুয়ান।
শকটে তুলিয়া নিল বিচিত্র কামান॥

আহড়ে—অন্তরালে। হানা—ঘোষণা, আওয়াজ। চৌকনিয়া—চারিপলবিশিষ্ট গদাধারী। তবল—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ বিম্বকী—শোভাময়। ভিড়নে—অধীনে।

বারুই বরজে যেন ঘন পাড়ে কাটি।
খোজা মিঞা সাজিল হাতেতে রাঙ্গা লাঠি॥
লহ লহ করে যত হস্তীকেব শুণ্ড।
পিপীলিকার সারি যেন পাইকের মুণ্ড॥
বারুই বরুজে যেন বেছে তোলে পাণ।
পাখরিয়া ঘোড়া সাজে কাহনে কাহন॥
ডানিদিকে কোটাল চলিল ভীমমল্ল।
রাজার জামাতা চলে নামে বীরশল্য॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
আগুদলে সাজে গজ পাখরিয়া ঘোড়া॥
তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে তূণেতে পূর্ণিত কৈল বাণ॥
রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাঁটা।
তিন ভাই তীব বিন্ধে দিয়া চূণের ফোঁটা॥
পাইকের প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল॥
পথে যাইতে বিভাগ করিয়া নিল ঠাট।
রণমুখে সেনাপতি আগুলিল বাট॥
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন।
মশান বেড়িয়া রহে রাজ-সেনাগণ॥
দেখিয়া ফাঁফর হৈল কুমার শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভাবতী॥

মশানে চণ্ডীর প্রতি শ্রীমন্তের
করুণা বাক্য।

অভয়া, ঝাট চল ত্যজিয়া মশান।
তুমিগো অবলা জাতি, আমি নহি রণে কৃতী
কেন মাতা হারাবে পরাণ॥
আট দিকে আগু দলে, পড়ে বজ্রসার শিলে,
ধূমে আচ্ছাদিত দিনমণি।
মেঘের গর্জ্জন জিনি, কামানের শব্দ শুনি,
সেনাভরে কাঁপয়ে মেদিনী॥
দেখিয়া লাগয়ে ধাঁন্ধা, তুরঙ্গে তবক বাঁধা,
আসোয়ার কবচমণ্ডিত।
কোঙর ভাঙর সাথে, কামান কৃপাণ হাতে,
কত আইসে সমরে পণ্ডিত॥
মাথায় সুরঙ্গ ডালী, তবকী বেলকী ঢালী,
পাইক আইসে পণে পণে।
পরাণ করিয়া পণ, আইসে করিবারে রণ,
সাহস করহ অকারণে।
কপালে সিন্দুর ফোঁটা, আইসে মাতঙ্গ ঘটা,
সাজি আইসে যেন কাদম্বিনী।
গজপৃষ্ঠে দামা ঘণ্টা, দেখি লাগে উৎকণ্ঠা,
কেমনে বুঝিবে একাকিনী॥
মাথায় ধবল ছাতি, গজপৃষ্ঠে নরপতি,
বার শত আইসে সেনাপতি।
চৌদিগে বেড়িল বথ, পলাইতে নাহি পথ,
জীবনে নাহিক অব্যাহতি॥
শ্রীমন্তের শুনি কথা, বলেন শিখরি-সুতা,
দূর কর মনের বিষাদ।
আইসে রাজা শালবান্, তোরে দিতে কন্যা-দান
অকারণ গণহ প্রমাদ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পদ্মাবতীর নিকটে দানাদিগের মহলা।

বচন বলিতে মাত্র হইল বিলম্ব।
ভগবতীর দানা আসি করে মহাদম্ভ॥
চণ্ডিকারে প্রণাম করয়ে আট গোলা।
পদ্মার নিকটে দেয় আপন মহলা॥
মহলা করয়ে দানা নামে ধুঁয়াপাঁশ।
পৌটী চালের ভাত করে এক গ্রাস॥

পাখরিয়া—পক্ষীর মত গতিশীল। কৃতী—দক্ষ। কোঙর—পুত্র। ভাঙর—ভ্রাতুষ্পুত্র। মহলা—শিক্ষার্থ পরীক্ষা। পৌটী—ষোল বিশ; আঠার মণ।

মহলা করয়ে দানা নামে তালজংঘ।
বার মাস রণ করে নাহি দেয় ভঙ্গ ॥
মহলা করয়ে দানা নামে রণঘাটু।
সমুদ্রের মাঝে যার জল এক হাঁটু ॥
মহলা করয়ে দানা নামে বাঘমুয়া।
নিশ্বাস ছাড়িতে যার নিকলয়ে ধুঁয়া ॥
চিকিমিকি করে দানা নামে আচাভুয়া।
নরমাথা খায় যেন সরসিয়া গুয়া ॥
মহলা করয়ে দানা নামে মহাকাল।
হাতী ঘোড়া দাঁতে বিন্ধে যেন পাকাতাল ॥
মহলা করয়ে দানা আউটি বেতাল।
দন্তগুলা মেলে যেন পাটুয়া কোদাল ॥
যেই দেবস্থরে রণ হৈল সত্যযুগে।
মাংস খেয়ে উদর পূরিল তিন ভাগে ॥
যেই কালে শ্রীরাম রাবণে হৈল রণ।
মাংস খেয়ে উদর পূরিল দুই কোণ ॥
দ্বাপরে হইল কুরুপাণ্ডবের রণ।
মাংস খেয়ে উদর পূরিল এক কোণ ॥
উপবাসী আছি গো কলির কটা দিন।
রণ না পাইয়া মাতা হৈয়া গেছি ক্ষীণ ॥
হাসিয়া অভয়া সবাকারে দিল পাণ।
সংগ্রাম করহ সবে মোর বিদ্যমান ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শিলাতরু করে ধরি ফেলে মারে দানা।
ঢেকানে ঠেলিয়া ফেলে নৃপতির সেনা ॥
দুই দলে হাতাহাতি বেড়িল মশান।
মাহুত উপরে ডাক ছাড়ে হান হান ॥
রণতলে উপনীত হৈল যেই দণ্ডে।
করের চাপড় মারি ছিঁড়ে ফেলে মুণ্ডে ॥
সিংহজোড়া নামে দানা উঠিল গগনে।
কর হৈতে কেড়ে নিল সবার কামানে ॥
আগু হৈল ফরিকাল ঢালে মাথা পুতে।
সিংহ বাঘা দুই ভাই রহে দুই ভিতে ॥
মেঘে যেন বরিষায় বরিষয়ে বাণ।
কাড়িয়া লইল দানা ধনু দুইখান ॥
কামানিয়া কামান পাতিল থরে থরে।
তালফল সম গোলা পূরিল ভিতরে ॥
গুরু স্মরিয়া তাহে ভেজায় অনলে।
পাছু হয়ে পড়ে গোলা নৃপতির দলে ॥
নৃপতির ঠাটগুলি খেয়ে বুলে তালি।
হাসেন চণ্ডিকা দেখি ঠাটের আউলী ॥
পুড়ে মরে সেনা দেখি পুরোধা ব্রাহ্মণ।
বরুণের মন্ত্র ওঝা করিল স্মরণ ॥
মন্ত্র-চিন্তন-ফলে স্রোতে বহে জল।
রাজার সৈন্যের দলে নিভায় অনল ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

দানাদিগের যুদ্ধ।

পাইকে পাইকে দেখাদেখি হৈল যথা।
আগে মৈল ফরিকাল ঢালে পুঁতি মাথা ॥
তবকী ছাড়য়ে গুলি বড়ই দুঃশীল।
চৈত্রমাসে মেঘে যেন বরিষয়ে শিল ॥
রাজ-সেনা দেবী-সেনা দোঁহে বাজে রণ।
দুই দলে কাটাকাটি শুনি ঝনঝন ॥

দেবীগণের যুদ্ধে আগমন।

চণ্ডনাদ চণ্ডিকা ছাড়েন চণ্ড রণে।
তিনলোকে চমৎকার কিছুই না শুনে ॥
রত্নের কুণ্ডল কর্ণে করে ঝিলিমিলি।
রাকা সুধাকরে যেন অচল বিজুলি ॥
পলিত ভুরুর ঘটা নব শশিকলা।
আজানুলম্বিত গলে দোলে মুণ্ডমালা ॥

সরসিয়া—সরস। পাটুয়া—কার্য্যোপযুক্ত। ফরিকাল—খেলোয়ার পাইক বিশেষ। আউলী—বিশৃঙ্খল।

চারি মুখে ব্রাহ্মণী পুরেন শঙ্খধ্বনি।
বারাহী খেটকধরা ঘর্ঘরনাদিনী॥
অশনি-উজ্জ্বল-করা ধাইল ইন্দ্রাণী।
কৌমরী বিষমজিতা ময়ূরবাহিনী॥
রণস্থলে পাঞ্চজন্য বাজান বৈষ্ণবী।
সমরে বিষম শিঙ্গা বাজয়ে দুন্দুভি॥
রণস্থলে নারসিংহী ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দিবস দুপুরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥
আদ্যা সনাতনী মাতা কাল অবতার।
ত্রিশূল পট্টিশ অসি শেল যমধার॥
ধাইতে চরণ দুটা পড়ে ক্রোশে ক্রোশে।
মাতৃগণ সঙ্গে ধায় ব্রাহ্মণীর বেশে॥
রণে হৈলা চণ্ডী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশ।
ধবল চামর জিনি লম্বমান কেশ॥
রুচির বদন তনু জলধর জিনি।
সিন্দূর তিলক যেন শোভে দিনমণি॥
বাহন ছাড়িয়া সবে ধায় মহীতলে।
যুগান্ত প্রলয়-ঝড় উবিল সিংহলে॥
যোগিনী-সমব নাহি সহে রাজসেনা।
আগে পিছে পথ আগুলিল সব দানা॥
মশানে ফিরয়ে দানা অতি বড় দীন।
পুকুর গাবালে যেন মড়া হৈল মীন॥*
সঘনে যোগিনীগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
সিংহল নগরে হৈল বড় পরমাদ॥
পশ্চাতে আইল তবে রাজা শালবান।
পঞ্চপাত্র সঙ্গে ভূঞা পাইক প্রধান॥
হয় বল গজে রাজা বেড়িল মশান।
হেমময় দণ্ডছাতা চামর নিশান॥
যোগিনীর বোলে দানা রুষিল সঘনে।
ভুজঙ্গ পড়িল যেন গরুড়ের রণে॥
আজ্ঞা দিল দানাগণে হাসিয়া অভয়া।
পঞ্চপাত্র মহীপালে রাখ করি দয়া॥
আমার ব্রতের হেতু রাজা শালবান।
যতনে রাখিবে সবে উহার পরাণ॥

সঘনে লোফয়ে দানা তাড়িপত্র খাঁড়া।
যারে হানে মশানেতে সেই হয় গুঁড়া॥
ঘরদল পরদল কেহ নাহি চিনে।
মশানের ধূলা লাগে সবার নয়নে॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় রণ চরণে চরণে।
দশনে দশনে যুঝে মাতঙ্গমগণে॥
কাঁড়েতে পাইক যুঝে কেহ ঢাল মাথে।
ঠেলাঠেলি করি কেহ যায় যমপথে॥
রুধিরের নদীতে সাঁতারে ঘোড়া হাতী।
স্থল নাহি পায় অশ্ব ডুবে মরে তথি॥
কলিকালে রণ নাহি পেয়েছিল দানা।
উলটি পালটি রণতলে দেয় হানা॥
গজদন্ত-গদাপাণি ফিরে দানাগণ।
মারিয়া গদার বাড়ি হরিল জীবন॥
জীয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাছে বাছ।
কৃষাণ যেমন ধবে উজানের মাছ॥
গজ পৃষ্ঠে তুলিল শ্রীমন্ত সদাগরে।
ধবল চামর ছাতা ধরাইল শিরে॥
শালবানের চিত্তেতে লাগিল বড় ধন্ধ।
অম্বিকামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ॥

শোণিতেব নদী।

অকালে বরিষা হৈল দক্ষিণ মশানে।
শোণিতের খালিজুলি, ভরিয়া বহে কুলি,
সিংহল ভরিল বানে॥
রুষিয়া সমরে, উরিলা অম্বরে,
কালিকা কাদম্বিনী।
দামামা ডম্বুর, ভরিল অম্বর,
কেহ কার নাহি শুনে বাণী॥
খরতর নখরে, হয় গজ বিদরে,
নৃসিংহরূপিণী শিবানী।
শোণিতেব নীরে, ভাসি ভাসি ফিরে,
দেখিয়া হাসেন ভবানী॥

গাবালে—ঘাঁটালে। * পুকুরের জল খুব ঘাঁটাইয়া দিলে মাছগুলি মৃতপ্রায় হয়। তাড়িপত্র—তালপত্র। গজদন্ত-গদাপাণি—হাতীর দাঁতের গদা হাতে। বাছে বাছ—দলে দল।

শোণিতের উপরে, ভাসে গজবরে,
দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ।
চণ্ডী রণস্থলে, কাটেন কুতূহলে,
দানবের বাড়য়ে রঙ্গ॥
ধরিয়া খাণ্ডা, কাটেন চামুণ্ডা,
সিংহল নৃপতির দল।
রুধিরের পানা, পান করে দানা,
মনেতে বড় কুতূহল॥
দেখিয়া বলবান, নৃপতি ত্যজে মান,
ধায় যত পদাতিক শিক।
রুধিরের জলাশয়, দেখিয়া লাগে ভয়,
ফুটিল যেন পুণ্ডরীক॥
সঘনে ছাড়ে গুলি, শ্রবণে লাগে তালি,
মেঘে যেন বরিষয়ে শিল।
রুধিরের নীরে, ভাসি ভাসি ফিরে,
দানাগণ তিমিঙ্গিল॥
জগদবতংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম॥

মশানে পিশাচদিগের মাংসের বাজার।

জুড়িয়া ক্রোশেক বাট, বসিল প্রেতের হাট,
মুন্সিব সর্ব্বমঙ্গলা।
জোড়া শিঙ্গা বাজে কালী, বাজনা বাজায় ঢুলী
চৌদিকে লম্বিত মুণ্ডমালা॥

অপরূপ প্রেতের বাজার।
কেহ কাটে কেহ কোটে, কেহ জুখি ভাগ বাঁটে,
কোন প্রেত হয় খরিদ্দার॥
ফুলধরা ওড়ফুল, মালার লক্ষেক মূল,
দন্ত গাঁথি করে কুন্দমালা।
মালা গাঁথে নানা ধারা, লোচনপঙ্কজতারা,
পিশাচ মালিনী মহাবলা॥

মাংসপিঠা রসপানা, কিনয়ে সকল দানা,
ঘটে রক্ত মদের পসার।
কোন পিশাচের ঝি, মনুষ্যমাথার ঘি,
কিনয়ে বেচয়ে ভারে ভার॥
হাড়ের ঘটি বাটি, হাঁটুর চাকি রুটী,
অঙ্গুলি হয় কলার পসার।
কোন পিশাচের বেটা, মাথা নিয়ে খেলে ভাটা,
জোড়ে জোড়ে বেচয়ে কুমার॥
পিশাচী পসারীগুলা, বেচে গজদন্ত-মূলা,
কুড়ি দরে নখ পানীফল।
কেহ কিনেকাঁচা রান্ধা, কেহ কিনেদিয়ে জোন্দা,
মাংসভক্ষ্য নানা উপচার॥
উত্তরী উটের নাড়ী, কুঞ্জর চর্ম্মের শাড়ী,
চর্ম্ম হয় পাটের পসার।
পটুকা ঘোড়ার নাড়ী, মাপে জুখে লয় কড়ি,
প্রেত তাঁতি করয়ে ব্যাপার॥
মশানে ভীষণরবা, হোয়া হোয়া করে শিবা,
বাসি মড়া করে টানাটানি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ,
পরিতুষ্টা যাহাবে ভবানী॥

রাজসৈন্যের রণভঙ্গ।

কাটা স্কন্ধে লুকাইল যত ছিল বুড়া।
মরা ছলে পড়ে রহে নৃপতির খুড়া॥
ফেলিয়া চামর ছাতা যান কাশীরাজ।
শাল্যরাজা পলাইল পেয়ে বড় লাজ॥
অনুশাল্য পলাইল শাল্যের সোদর।
ফেলি নবদণ্ড ছাতা যান পুরন্দর॥
পাত্র হরিহরে কিছু জিজ্ঞাসিল রায়।
বিষম সঙ্কটে করি কেমন উপায়॥
প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে যত সেনা।
আগু পাছু আগুলিয়া পথে মারে দানা॥
পড়িল অনেক সেনা পর্ব্বতের চূড়া।
নবলক্ষ দল মৈল আর বৃদ্ধ খুড়া॥

মুকুন্দ—প্রধান লেখক।

পিতা পুত্র খুড়াকে না দেখে নরপতি।
ভাসিয়া লোচনজলে করে আত্মঘাতী॥
রাজার রোদন শুনি হিত চিন্তি মনে।
প্রণতি করিয়া বলে নৃপতিচরণে॥
এ জন মনুষ্য নহে হেন অনুমানি।
অবলা করয়ে রণ কোথাও না শুনি॥
আমর বচনে রায় হিত চিন্ত মনে।
অভয়া আসিল কিবা দক্ষিণ মশানে॥
পরিহার করহ কুঠার বান্ধি গলে।
বিনয় করহ ব্রাহ্মণীর পদতলে॥
পাত্রের বচনে রাজা হিত চিন্তি মনে।
ডাক দিয়া আনাইল পুরোধা ব্রাহ্মণে॥
শালবান করি গলে কুঠার বন্ধন।
ব্রাহ্মণের হাতে দিল কুসুম চন্দন॥
সকরুণ হয়ে রাজা করিল গমন।
দক্ষিণমশানে গিয়া দিল দরশন॥
বিনয় করিয়া রাজা বলে ধীরে ধীরে।
গাইল পাঁচালি শ্রীমুকুন্দ কবিবরে॥

চণ্ডীর প্রতি শালবানের স্তুতি।

জুড়িয়া উভয় পাণি, শালবান নৃপমণি,
সকরুণে করে নিবেদন।
আমি অতি হীনতপা, এই হেতু নাহি কৃপা,
মায়ারূপে কৈলা আগমন॥
ধরিয়া ব্রাহ্মণী বেশ, আইলা সিংহল দেশ,
রাখিতে কিঙ্কর শ্রিয়পতি।
না জানিয়া কৈলুঁ দোষ, দূর কর অভিরোষ,
তুয়া বিনে অন্য নাহি গতি॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজঃ তম সত্ত্ব,
বিধি ধ্যানের অগোচর।
হরি হর প্রজাপতি, না পায় তোমার মতি,
দৈত্য বধি রাখিলা অমর॥
যতেক আমার সৃষ্টি, সকলি তোমার দৃষ্টি,
কৃপা করি দিলে নারায়ণী।
আমি অতি হীন তপা, যদি না করিবে কৃপা,
পদতলে ত্যজিব পরাণি॥
দুরিতদলনী নাম, তিন লোকে অনুপাম,
কেহ কহে সেবকবৎসলা।
নিজমায়া করি দূর, পবিত্র করহ পুর,
কৃপা কর শ্রীসর্ব্বমঙ্গলা॥
শুন মাগো মহামায়া, জানিলুঁ তোমার দয়া,
বড় নিদারুণ হৈলা তুমি।
আপন সেবক জনে, কেন এত বিড়ম্বনে,
কত দোষ কবিলাম আমি॥
সিংহল পাটন যবে, লোকশূন্য ছিল তবে,
করিলাম সেকালে স্মরণ।
দিয়া মোবে পদছায়া, আপনি করিলে দয়া,
বলাইলা সিংহল পাটন॥
আমি মাতা শালবান, লহ মোরে বলিদান,
পূরুক তোমার অভিলাষ।
দেখিয়া রাজার মুখ, মনে চণ্ডী ভাবে দুঃখ
ভগবতী অট্ট অট্ট হাস॥
নৃপবরে ভগবতী, হইলা সদয় মতি,
কহিলা তোমার নাহি দোষ।
শ্রীমন্তে করহ মান, সুশীলা করিয়া দান,
তবে মোর হবে পরিতোষ॥
সেবক সাধুর পো, দেখে লাগে মায়া মো,
রঙ্গে আইল দীর্ঘ পরবাস।
আসিয়া তোমার পুরী, কিবা দিল ডাকা চুরি,
তার কেন ধনে প্রাণে নাশ॥
তুমি বেড়াইতে পথে, দুগণ্ডা না ছিল হাতে,
পরধন লৈতে কর মন।
যত আইসে সদাগর, রাখ তারে বন্দিঘর,
লুঠ করি লহ যত ধন॥
দূর কর অভিমান, শুন রাজা শালবান
অকপটে দিলুঁ পরিচয়।

পরিহার—ক্ষমাপ্রার্থনা। পাটন—পত্তন, সহর। বন্দিঘর—কয়েদীদের থাকিবার ঘর।

খণ্ডিয়া তোমার ত্রাস, রাখিলুঁ আপন দাস,
আর মনে না করিহ ভয়॥
আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি, সকলি আমার কীর্ত্তি,
ত্রয়ী বিদ্যা অনাদি বাসনা।
মহাযোগ কালরাত্রি, গায়ত্রী ভুবন-ধাত্রী,
ক্রিয়া শক্তি সংসারবাসনা॥
পাষণ্ডজনার পক্ষ, বিরিঞ্চি-তনয় দক্ষ,
তার আমি হইলুঁ দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতী, বিভা কৈলুঁ পশুপতি,
সুরলোকে হৈলাম মোহিতা॥
মেনকা উদরে জাতা, হইলুঁ শিখরিসুতা,
তপস্যা করিলুঁ হরহেতু।
মোর বিবাহের তরে, ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে,
হরকোপে মৈল মীনকেতু॥
তোমার বিনয়ে রায়, ক্ষমিলুঁ সকল দায়,
মোর দাসে দেহ কন্যাদান।
চণ্ডীর বচন শুনি, রাজা কহে জোড়পাণি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

শালবান রাজার উক্তি।

আমি যদি জানিতাম এমন বিচার।
করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার॥
সভাতে তোমার দাস হৈল পরাজয়ী।
পণ্ডিতে জিজ্ঞাস মাতা যে বলিল ওই॥
না মাগিল পরাজয় করিয়া অঞ্জলি।
কন্যা দিতে বল মাতা তব ঠাকুরালী॥
সাক্ষী নাহি দেয় তার কাণ্ডার বুলন।
এখন জানিলুঁ তব দাসীর নন্দন॥
এখন জানিলুঁ মাতা এমত যুকতি।
কামিনী কমল করী তুমি ভগবতী॥
আমি ক্ষত্রী বণিকেরে বল কন্যা দিতে।
জাতি নাশ করিতে তোমার লয় চিতে॥
আমার বচন রাজা না করিলে দড়।
মোর বাক্য অল্প হইল জাতি হৈল বড়॥
আমার বচন শুন ছাড় অভিমান।
শ্রীমন্ত সাধুকে তুমি কর কন্যাদান॥
যদি সে কমল করী পারে দেখাবারে।
তবেত সুশীলা দিবে শ্রীমন্ত সাধুরে॥
এমত শুনিয়া রাজা চণ্ডীর ভারতী।
করপুটে প্রতিজ্ঞা করিল নরপতি॥
ভুবন-মোহন-বেশ ধরিল পার্ব্বতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

শালবান রাজার কমলে কামিনী দর্শন।

মায়াময় হৈল নদ, তথি বহে কালীহ্রদ,
দুকূল হানিয়া বহে জল।
ভুবন-মোহিনী নারী, উগারিয়া গিলে করী,
অধিষ্ঠান হইল কমল॥

দেখ রায় কালীদহ-জল!
কমল-কানন তায়, চঞ্চল দক্ষিণ-বায়,
অলিকুলে করে কোলাহল॥
কনক-কমল-রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনসুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, রতি রম্ভা তিলোত্তমা,
চিত্রলেখা কিবা অরুন্ধতী॥
কলাপি-কলাপ-কেশ, ভুবন-মোহন বেশ,
পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর-ফোঁট,
রবির কিরণ করে দূর॥
বালা অতি কৃশোদরী, ভার দুই কুচগিরি,
নিবিড় নিতম্ব দেশ তার।
বদন ঈষদ মেলে, কুঞ্জর উগারে গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকার॥

ঠাকুরালী—কর্তৃত্ব। শুন—গ্রহণ কর; মানিয়া চল। অধিষ্ঠান—উপস্থিতি।

রামার ঈষদ হাসে, গগনমণ্ডল ভাসে,
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত শত তথি ধায় অলি॥
পদ্মপাতে করি ভর, গিলে রামা করিবর,
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্র মিত্র পুরোহিত, সবে হৈল চমকিত,
শ্রীমন্তে করিল পুরস্কার॥
হৈয়া রাজা সবিস্ময়, মেগে নিল পরাজয়,
কুঠারি বন্ধন করি গলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলে॥

রাজার কন্যাদানে অঙ্গীকার ও খেদ।

তোমার আদেশ মাথে, লৈলু আমি জোড় হাতে
বিলম্বে করিব কন্যাদান।
বেদের উচিত কর্ম্ম, আদেশ করহ ধর্ম্ম,
তুমি সর্ব্ব জীবের পরাণ॥
দেহগো অভয়া পাণ, সুশীলা করিব দান,
যেবা ছিল কপালে লিখন।
কমল-কুঞ্জর-বালা, সকলি তোমার লীলা,
তুমি কৈলে এত বিড়ম্বন॥
মজি আমি শোক-সিন্ধু মরিল অনেক বন্ধু,
খুড়া জ্যেঠা তনয় সোদর।
জ্ঞাতি বন্ধু মৈল যত, নির্ণয় করিব কত,
তাপে শুকাইল কলেবর॥
কি কহিব মনস্তাপ, রণে মৈল বৃদ্ধ বাপ,
যাবৎ না করি সপিণ্ডন।
বৎসরেক যবে যায়, তবে শুচি মোর কায়,
বিলম্বে করিব কন্যাদান॥
যত মৈল বন্ধুলোক, কত নিবারিব শোক,
প্রবোধ না মানে মোর মন।
বঞ্চিল আমারে বিধি, চিতা শত জ্বালি যদি
ছয়মাসে পোড়ে বন্ধুজন॥
বলে কর অবধান, দিব আমি কন্যাদান
বিভা দিব বৎসরেক বই।
সন্তাপ করিয়া দূর, পবিত্র করহ পুর,
অধিষ্ঠান হও কৃপাময়ী॥*
রাজার শুনিয়া কথা, অভয়ারে লাগে ব্যথা
শ্রীমন্তেরে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দেবী প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি।

রাজার বচন শুনি বলেন পার্ব্বতী।
বৎসরেক সিংহলেতে রহিবে শ্রীপতি॥
সুশীলা করিয়া বিভা চলিবে উজানী।
প্রকাশ করিবে মোর ব্রতের কাহিনী॥
চণ্ডীর বচন শুনি বলেন শ্রীপতি।
অভয়ার পদে সাধু করিয়া প্রণতি॥
কৈলাস-গমনে মাতা যদি কর ত্বরা।
যাইবে আমারে পার করিয়া মগরা॥
রাজা অবিচারী, পাত্র বড়ই নিষ্ঠুর।
সভার পণ্ডিত যেন ছুতে কাটে ক্ষুর॥
আগুনের কণা গো কোটাল কালুদণ্ড।
তুমি গেলে মোরে না রাখিবে একদণ্ড॥
এমন শুনিয়া তবে বলে পদ্মাবতী।
লোক জীয়াও প্রতাপ দেখুক নরপতি॥
এতেক শুনিয়া মাতা স্মরে হনুমান।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

রাজসেনার প্রাণদান।

হনুমান, ঝাট আন বিশল্যকরণী।
তোমারে সহায় করি, সমর-সাগরে তরি,
সীতা উদ্ধারিল রঘুমণি॥

পুরস্কার—পূজা, সম্মান, আদর। কুতূহলে—আমোদের জন্য। * 'কৃপাময়ীর' সঙ্গে 'বই' এর মিলনের জন্য ময়ীকে মই পড়িতে হইবে। জীয়াও—বাঁচাও। বিশল্যকরণী—শেল-ব্যথা-নাশিনী ঔষধ-লতা-বিশেষ।

শুন পুত্র হনুমান, লহরে আমার পাণ,
যাহ ঝাট গন্ধমাদনে।
বিশল্যকরণী আদি, আন নানা মহৌষধি,
প্রাণদান দেহ সেনাগণে॥
অস্থিসঞ্চারিণী নাম, আছে তথা অনুপাম
ভাঙ্গা অস্থি যাতে জোড়া যায়।
ক্রোধ করিবেন হর, অবিলম্বে যাব ঘর,
হও পুত্র বারেক সহায়॥
রাবণ পুত্রের শোকে, লক্ষ্মণ বীরের বুকে,
শেলাঘাতে হরিল জীবন।
রামের সাধিতে মান, লক্ষ্মণের প্রাণদান,
আনি দিলে গন্ধমাদন॥
কুবেরের অনুচর, আছে তথা যক্ষবর,
ঔষধের করিয়া রক্ষণ।
তোমা বিনে অন্যবীর, সমরে নহিবে স্থির,
বিলম্ব করহ অকারণ॥
চণ্ডীর আদেশ পায়, পবননন্দন ধায়,
এক লাফে দ্বাদশ যোজন।
আনি বীর গিরিরাজ, সাধিল চণ্ডীর কাজ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

মৃত সেনাগণের জীবনলাভ।

হনুমান আনি দিল বিশল্যকরণী।
অস্থি-সঞ্চারিণী আর মৃত-সঞ্জীবনী॥
আজ্ঞা দিল বাটিবারে চণ্ডী কৃপানিধি।
জয়া বিজয়া পদ্মা বাটেন মহৌষধি॥
তিন মহৌষধি থুইল নূতন কলসে।
জীয়ে মৃত সেনা সব ঔষধের বাসে॥
প্রথমে দিলেন জয়া যুবরাজের গায়।
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী বলে কুমার পলায়॥
যে জনার অঙ্গে লাগে ঔষধের বাস।
অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠে উলটিয়া পাশ॥
ঔষধ পরশে উঠে নৃপতির বাপ।
সিংহলের লোকের ঘুচিল মনস্তাপ॥
জলবিন্দু দিল চণ্ডী গজরাজ মুণ্ডে।
সারিয়া উঠিল গজ উর্দ্ধ করি শুণ্ডে॥
রণে কাটা গিয়াছিল যত যত ঘোড়া।
ঔষধি পরশে স্কন্ধে মুণ্ড লাগে জোড়া॥
যেইজনে মহারণে গিলিল রাক্ষসী।
ঔষধ-পরশে আইসে মুখ হৈতে খসি॥
গৃধিনী শকুনি যার খাইল লোচন।
ঔষধ পরশে তার হইল নূতন॥
নিজ দলে জীয়ে উঠে নৃপতির মামা।
সব সেনা জীয়ে উঠে জোড়া বাজে দামা॥
ছত্র নবদণ্ড মাথে রাজার কুমার।
উঠিল রাজার ভাই বীর পুরন্দর॥
জীয়ে উঠে ঔষধ পরশে দিক্‌পালা।
বিদর্ভ নৃপতি উঠে নৃপতির শালা॥
ঔষধ পরশে উঠে নৃপতির দলে।
সমস্ত উঠিল আর মল্ল কুতূহলে॥
নয় কাহন বাগদী জীয়ে কাঁড়ে তারা যম।
বার কাহন হাড়ী জীয়ে তের কাহন ডোম॥
পদাতিক উঠিল ধরিয়া অসি ঢাল।
সবে নাহি জীয়ে উঠে নেব কোতোয়াল॥
পূর্ব্বে ব্রাহ্মণীকে দিয়াছিল পাকনাড়া।
এই হেতু নেব কোটাল হৈল বাসীমড়া॥
নেব কোটাল নাহি জীয়ে রাজা দুঃখমতি।
চণ্ডিকারে রাজা পুনঃ করিল প্রণতি॥
নেব কোটাল হয় মোর জ্ঞাতির প্রধান।
কেমনে অশুচি হৈয়া কন্যা দিব দান॥
চণ্ডীর আদেশ ধরি কুমার শ্রীপতি।
নেব কোটালের ঘাড়ে মারে তিন লাথি॥
আখি কচালিয়া উঠে নেব কোতোয়াল।
কুন্তল বাঁধিয়া উঠে ধরি অসি ঢাল॥
কোপে নেব কোটাল বলয়ে কটুবাণী।
আগেতে হানিয়া ফেল জরতী ব্রাহ্মণী॥

অনুচর—দাস, রক্ষক।

নেব কোটালের শির ধরি দণ্ডরায়।
সমর্পণ কৈল লয়ে অভয়ার পায়॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শালবান কর্তৃক ভগবতীর স্তব।

কিরীটিনী কুণ্ডলিনী, কালী কান্তি কপালিনী,
কুমুদা কর্ণিকা কামেশ্বরী।
খড়্গিনী খেটকধরা, খল দৈত্য-কুলহরা,
খগেন্দ্রবাহনা সহচরী॥
গয়া গঙ্গা গোদাবরী, গণমাতা গণেশ্বরী,
গোপকন্যা গায়ত্রী গান্ধারী।
ঘোরঘণ্টা নিনাদিনী, ঘর্ঘরাস্যা পতাকিনী,
ঘৃণাময়ী তুমি ঘনেশ্বরী॥
প্রচণ্ডা চামুণ্ডা চণ্ডী, প্রচণ্ড-দানব-দণ্ডী,
চণ্ডবতী চরাচরগতি।
ছত্রের জননী জয়া, ছলদৈত্য মহামায়া,
ছত্রহরা তুমি ছত্রবতী॥
জয়ঙ্করী তুমি জয়া, জানিলুঁ তোমার মায়া,
জয়কারী জয়পতাকিনী।
ঝটিতি করিয়া কাজ, রাখিলে সিংহলরাজ,
মহারণে ঝর্ঝরবাদিনী॥
টঙ্কার করিয়া চাপে, টানিয়া টনক রূপে,
টলমল করালে অসুরে।
ঠক দৈত্যকুলে হানি, ঠাঁই দিলে ঠাকুরাণী,
ঠেল তব কে সহিতে পারে॥
সুশীলা আমার কন্যা, এতদিনে হৈল ধন্যা,
তোমারে কবিলুঁ সমর্পণ।
বিবাহ করাহ তার, সকলি তোমার ভার,
শুভদিন করি শুভক্ষণ॥
রাজার বচন শুনি, ভগবতী মনে গণি,
চান চণ্ডী পদ্মার বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিলা বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

বিবাহের লগ্ননির্ণয়।

চণ্ডিকার আদেশে বসিল পদ্মাবতী।
ডানকরে নিল খড়ি বাম করে পুঁথি॥
সপ্তশলাকা আদি কবিল বিচার।
বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সারোদ্ধর॥
নক্ষত্র রেবতী শুভযোগ রবিবার।
এই বই বিবাহের দিন নাহি আর॥
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়া যুকতি।
নৃপবরে বিবাহের দিল অনুমতি॥
ইষ্টমিত্র বন্ধুজনে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রতি দ্বারে রম্ভাতরু কৈল আরোপণ॥
সুশীলার বিভা হেতু পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে গীত নাট বিয়াল্লিশ বাজনা॥
অভয়া বলেন শুন কুমার শ্রীপতি।
কালি বিভা করিবে সুশীলা রূপবতী॥
নিরামিষ করি আজ থাকিবে নিয়মে।
বিবাহ করায়ে কালি যাব নিজ ধামে॥
এতেক বচন যদি বলিল পার্ব্বতী।
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে শ্রিয়পতি॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পিতার জন্য শ্রীমন্তের খেদ।

অভয়া, বিবাহের না কর যতন।
বাপের চরণ দেখি, তবে আমি হই সুখী,
তোমা বিনে কে মোর শরণ॥

ঠেল—বেগ, শক্তি।

সেবক বলিয়া যদি, কৃপা কর কৃপানিধি,
রাখ মোর বাপের জীবন।
কহগো উপায় কথা, কেমনে দেখিব পিতা,
আপনি করহ অন্বেষণ॥
বাপের উদ্দেশে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়ে ভরা,
জীবন মরণ নাহি জানি।
শোকে জর-জর হিয়া, কেমনে করিব বিয়া,
কেমনে বা যাইব উজানী॥
অনেক বৎসর হৈল, নিরুদ্দেশে পিতা গেল,
ভাল মন্দ না পাই বারতা।
মায়ের আয়াত হাতে, ভোজন আমিষ্য পাতে,
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল কথা॥
বাপের উদ্দেশ-আশে, এলাম সিংহল দেশে,
না পাই পিতার অন্বেষণ।
গুরুর বচন শাল, গলে দিব করবাল,
পিতা বিনে বিফল জীবন॥
একে একে দ্বীপ সাত, ভ্রমিয়া খুঁজিব তাত,
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা।
বিচারিয়া নানা তন্ত্র, লইব রামের মন্ত্র,
নিশাচরে না করিব শঙ্কা॥
নিরুদ্দেশে গেল বাপ, নিরন্তর পাই তাপ,
নহে শুচি আমার জননী।
দেখিয়া দাসীর পো, না করিলে মায়া মো,
কেমনে লইবে পুষ্প পানী॥
গণকে কহিল মোরে, পিতা তোর কারাগারে,
আজি হৈতে দ্বাদশ বৎসর।
পিতা করে নান্দীমুখ, তবে বিবাহের সুখ,
পদতলে রাখহ কিঙ্কর॥
শ্রীমন্তের শুনি কথা, চণ্ডিকার লাগে ব্যথা,
চান দেবী পদ্মার বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কারাগার হইতে বন্দী মুক্তি।

শ্রীমন্তের বোলে চণ্ডী ভাবেন বিষাদ।
ধান্য-দূর্ব্বা দিয়া নৃপে কৈলা আশীর্ব্বাদ॥
চিরজীবী হও রায় পরম কল্যাণ।
আমার বচনে দেহ বন্দিঘর দান॥
হাসিয়া নৃপতি দিল সাতঘর বন্দী।
শ্রীমন্ত দেখিয়া হৈল হৃদয়ে আনন্দী॥
পোতামাঝি আনি দেয় বন্দী শয় শয়।
একে একে সাধু তার লয় পরিচয়॥
শতেক কামার বৈসে সাধুর নিকটে।
বন্দীর ডাড়ুকা তারা ছেয়ানিতে কাটে॥
দাড়ি চুল নখ তার মুড়ায় নাপিত।
নানাধনে বন্দিগণে করেন ভূষিত॥
নাম গ্রাম তাহার জিজ্ঞাসে বারে বার।
সকল বন্দীরে সাধু কৈল পুরস্কার॥
পথের সম্বল হাঁড়ি চাল করে দান।
কাহনেক কড়ি দেয় ধুতি এক থান॥
মস্তকের পাগ দেয় গায়ের পাছড়া
ব্রাহ্মণ বন্দীরে সাধু দিল খাসা জোড়া॥
সাতঘর বন্দী গেল করি আশীর্ব্বাদ।
আঁধার কোণে ধনপতি ভাবেন বিষাদ॥
সকল বন্দীর সাধু ঘুচাল ডাড়ুকা।
মোরে বলি দিয়া বুঝি পুজিবে চণ্ডিকা॥
এমন বিষাদ সাধু ভাবে মনে মনে।
মৃষার মাটি গায়ে মাখে আঁধারিয়া কোণে॥
প্রাণভয়ে লঘু লঘু ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মুখে ধূলা উড়ে তার হৃদয়ে তরাস॥
না পাইয়া বন্দি-ঘরে পিতৃদরশন।
সবামাঝে শ্রিয়পতি করয়ে রোদন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কাণ্ডার নিকটে শ্রীমন্তের বিলাপ।

কাণ্ডার ভাই, আর না যাইব উজাবনী।
ধরি হে তোমায় পায়, কহিবে আমাব মায়,
শ্রীমন্তের ডুবিল তবণী॥
ধূলায় লোটায়ে কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্ধে,
বাপ বলি ডাকে উভবায়।
না দেখিয়া তুয়া মুখ, হৃদয়ে রহিল দুঃখ,
না বসিব বেণের সভায়॥
খণ্ডিয়া সকল রাজ্য, সাগরে কবিব কার্য্য,
পূজা করি সঙ্কেতমাধব।
ভুঞ্জিব সংসার-সুখ, দেখিব বাপের মুখ,
পুনরপি হইয়া মানব॥
যত ছিল কুলদর্প, তথি হৈল কালসর্প,
কপট-পণ্ডিত জনার্দ্দন।
জাতি হিংসা পবিবাদ, দেবে কৈল পরমাদ,
কে করিবে কলঙ্ক-ভঞ্জন॥
সাধুর রোদন শুনি, পোতামাঝি মনে গণি,
দেউটি ধবিয়া বাম করে।
দশ বিশ মাঝি মেলি, উকটে ইন্দুর-ধূলি,
প্রবেশিয়া আন্ধারিয়া ঘরে॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কারাগার হইতে ধনপতিকে আনয়ন।

দশ বিশ পোতামাঝি হয়ে একমেলি।
ছয় বন্দিশালে তারা উকটিল ধূলি॥
অবশেষে প্রবেশিল আন্ধারিয়া ঘরে।
সওয়া ক্রোশ ঘরখান একটি দুয়ারে॥
আহল বাহল চাহে আন্ধারিয়া কোণে।
কিচ মিচ করে কত ছুঁচা পণে পণে॥
খুঁজিতে খুঁজিতে বন্দীর বুকে লাগে পা।
অন্নকষ্টে বন্দী ছাড়ে বিপরীত রা॥
ক্রোধে পোতামাঝি তার ধরিলেক চুলি।
অনেক প্রকারে তারে দেয় গালাগালি॥
দারুণ প্রহার তায় উদরেব জ্বালা।
ঘনশ্বাস বহে তার কাণে লাগে তালা॥
দুই পোতামাঝি তার ধবি দুই নড়া।
শ্রীমন্তেব আগে লয়ে ফেলে যেন মড়া॥
অতি লম্বা দাড়ি আচ্ছাদয়ে নাভিদেশ।
বিঘত প্রমাণ নখ জটাভার কেশ॥
তৈল বিবর্জ্জিত তার গায়ে উড়ে খড়ি।
সদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধুকড়ি॥
তিন চারি ডাকে দেয় একটা উত্তর।
বন্দী দেখি সদাগর চিন্তেন অন্তর॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তেব পিতৃদর্শন।

স্মরিয়া মায়েব কথা, ত্যজে ছিবা মনোব্যথা,
অনিমিষ লোচনযুগল।
ত্যজিয়া অন্য প্রসঙ্গ, নেহালে বন্দীর অঙ্গ,
আনন্দে লোচনে বহে জল॥
দেখিয়া বন্দীর ঠাম, সাধু করে অনুমান,
হেন বুঝি এই মোর বাপ।
যাত্রায় শৃগাল বাম, পূরিল মনের কাম,
ঘুচিল মনের পরিতাপ॥
জননী বলেছে মোর, জনক কনক-গৌর,
বাম নাসার উপরে আঁচিল।
দীর্ঘ যেন তালশাখী, বিকচ কমল আঁখি,
হৃদয়ে আছয়ে সাত তিল॥
শিবপূজা প্রতিদিন, কপালে প্রণাম চিন,
বামদন্ত ঈষৎ উজ্জ্বল।

খণ্ডিয়া—ত্যাগ করিয়া। উকটে—খোঁড়ে। আহল বাহল—আড়ালে ও সামনে। নড়া—হাত। ধুকড়ি—ছেঁড়া কাপড়। ঠাম—গঠন।

বিহঙ্গম জিনি নাসা, কোকিল জিনিয়া ভাষা,
শ্রুতশালী গমনে চঞ্চল ॥
কুটিল কুন্তল নীল, ভালে আছে সাত তিল
কণ্ঠমূলে আছে তিন রেখা।
চণ্ডীর হয়েছে ক্রোধ, এই হেতু পায়ে গোদ,
বন্দিশালে পাবে তার দেখা ॥
জরুড় দক্ষিণ করে, কুন্তল সকল শিরে,
সদাই রুদ্রাক্ষমালা গলে।
বিদরে বিলম্বে দেখি, ধনপতি হয়ে দুঃখী,
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ধনপতির বিনয়।

ধনপতি বলে রায় কর অবধান।
পৃথিবী ভিতরে নাহি তোমার সমান ॥
ধর্ম্মঅবতার তুমি রাজার জামাতা।
উদ্ধারিলে বন্দিগণে হয়ে তুমি পিতা ॥
গুণের সাগর তুমি দয়ার নিধান।
পূর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলে হৈল তোমা দরশন ॥
তুমি শিশু আমি বয়োধিক শূদ্র জাতি।
এই হেতু রায় তোমা না কৈলুঁ প্রণতি ॥
তোমা হৈতে দূর হৈল আমার বিষাদ।
শিবপূজা করিয়া করিব আশীর্ব্বাদ ॥
অবিচ্ছেদে কর রাজ্য দীর্ঘ পরমাই।
মাতা পিতা সুখে থাকুক হও সাত ভাই ॥
চিরদিন রায় আমি আছিলাম বন্দী।
কোথা গেল দুই জায়া হৈয়া নিরানন্দী ॥
দেহ এক খানি ধুতি পথের সম্বল।
মহাদেব পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল ॥
ঝটিতি বিদায় দেহ পথ বহু দূর।
বন্দিশালে দুঃখ আমি পেয়েছি প্রচুর ॥
বিদায় বিলম্বে মোর মনে লাগে ধন্দ।
শিবের কৃপায় মোর দূর কর বন্ধ ॥
এতেক বচন যদি বলিলেক বন্দী।
শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসে তারে হৃদয় সানন্দী ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

পিতাপুত্রে কথোপকথন।

কহ কহ ওহে বন্দী তুমি কোন্ জাতি।
কি নাম তোমার কোন্ দেশে অবস্থিতি ॥
কোন্ কুলে উৎপত্তি বাস কোন্ গ্রাম।
তোমার রাজ্যের রাজা তার কিবা নাম ॥
দেহ পরিচয় বন্দী, দেহ পরিচয়।
পুরস্কার করি তোমা করিব বিদায় ॥
গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম।
সাকিন মঙ্গলকোট উজাবনী গ্রাম ॥
দত্তকুলে উৎপত্তি নাম ধনপতি।
বিক্রমকেশরী মহীপালের খেয়াতি ॥
দুঃখ পাইলুঁ দুঃখ পাইলুঁ বন্দিশালে।
বিধির লিখন দুঃখ আছিল কপালে ॥
পিতা পিতামহের বন্দী কহ তব নাম।
কতেক দিবস বন্দী ছাড়িয়াছ গ্রাম।
কোন্ গোত্র বন্দী তব মাতা কার ঝি ॥
কহ তব মাতামহের গোত্র কুল কি ॥
তোমারে দেখিয়া মোর বড় লাগে দয়া।
পরিচয় দেহ বন্দী কপট ত্যজিয়া ॥
রঘুপতি পিতামহ পিতা জয়পতি।
ভুবনে বিদিত উজাবনী অবস্থিতি ॥
গোত্র দূর্ব্বা ঋষি মোর মাতা চন্দ্রমুখী।
মাতামহ সোমচন্দ্র গোত্রেতে সৌনকী ॥
শুন রাজার জামাই, শুন রাজার জামাই।
কথা শেষ হৈল মোর আর কিছু নাই ॥
পাণিগ্রহণ কৈলে কোন্ বণিকের ঝি।
কোন্ দেশে ঘর তার কুল বটে কি ॥

কয় জায়া তোমার জায়ার কিবা নাম।
কপট ত্যজিয়া বন্দী কহ সাবধান॥
দুঃখ পাইলে প্রচুর, দুঃখ পাইলে প্রচুর।
হেথা হৈতে উজানী নগর কত দূর॥
শ্বশুর আমার বটে নিধি লক্ষপতি।
ইছানীনগরে দুই ভার্য্যার বসতি॥
গোত্রে কাশ্যপ তাঁরা দত্তকুলে স্থান।
দুই জায়া লহনা খুল্লনা অভিধান॥
বন্দী দ্বাদশ বৎসর, বন্দী দ্বাদশ বৎসর।
এ তিন মাসের পথ উজানী নগর॥
উজানী নগর বহু দিবসের পথ।
সিংহল আইলে বন্দী কোন্ মনোরথ॥
অকপটে কহ বন্দী নিজ অভিসন্ধি।
কি কারণে দ্বাদশ বৎসর হৈল বন্দী॥
কহ আপন বারতা, কহ আপন বারতা।
দুঃখ লাগে শুনিয়া তোমার দুঃখ কথা॥
রাজার ভাণ্ডারে নাহি চামর চন্দন।
তেকারণে আইলাম দক্ষিণ পাটন॥
কালীদহে দেখিলাম কমলের বন।
কহিলুঁ রাজার ঠাঁই প্রতিজ্ঞা-বচন॥
প্রতিজ্ঞায় পরাজয়ে নিগড় বন্ধন।
রাজা লুঠ করিলেক বহিত্রের ধন॥
যদি বন্দী হৈলে তুমি দৈবের ঘটনে।
পুত্র তব উদ্দেশ না করে কি কারণে॥
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে দয়া।
কেমনে উদরে অন্ন দেয় দুই জায়া॥
কহনা স্বরূপ বন্দী, কহনা স্বরূপ।
কি কারণে অন্বেষণ নাহি করে ভূপ॥
ভাগ্য নাহি করি রায় কোথা পাব পো।
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে মো॥
কি করিবে সহজে অবলা দুই জায়া।
গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া॥
কি জিজ্ঞাস মহাশয়, কি জিজ্ঞাস মহাশয়।
শ্বশুর মাতুল বন্ধু তুমি কৃপাময়॥

যদি পুত্র নাহি তোমার নাহিক দুহিতা।
অপেক্ষণ বিনে আছে কেমনে বনিতা॥
ছাড়িলে মন্দির বন্দী কেমন সাহসে।
কেমনে যুবতী জায়া বৈসে শূন্যবাসে॥
কহনা বিশেষ বন্দী, কহনা বিশেষ।
সিংহলে আসিতে কেন নিলে নৃপাদেশ॥
পুত্র কন্যা নাহি মোর প্রথম যুবতী।
কনিষ্ঠা বনিতা মোর ছিল গর্ভবতী॥
যখন তাহার গর্ভ হৈল ছয়মাস।
হেনকালে নৃপাদেশে আসি পরবাস॥
পুত্র কন্যা হৈল তার একই না জানি।
কহিতে কহিতে বন্দীর চক্ষে পড়ে পানী॥
ঘরে সবাই অবলা, ঘরে সবাই অবলা।
পুরাতন চেড়ী মাত্র আছয়ে দুর্ব্বলা॥
নানা ধন দিয়া বন্দিগণে কৈলে দয়া।
আমারে বিদায় কর দিয়া পদছায়া॥
দেহ ধুতি একখানি, দেহ ধুতি একখানি।
ভিক্ষা করি খেয়ে রায় যাইব উজানী॥
এতেক শুনিয়া বলে সাধুর নন্দন।
আমার রসুয়ে আজি করিবে ভোজন॥
প্রভাতে সংহতি করি দিব যে তোমারে।
দিন চারি পাঁচে যাবে উজানী নগরে॥
গন্ধবণিক জাতি গৌড়দেশে ঘর।
পরিচয় নাহিক কেমন দ্বিজবর॥
যখন করিলে আজ্ঞা করিব ভোজন।
এক মুষ্টি চালু দেহ পথের জলপান॥
উজানী নগরে হৈলুঁ রাজার চাকর।
তরণী সাজায়ে আ'ল এই ত সফর॥
মাধবআচার্য্য-সুত আমার সংহতি।
চিন দেখি যদি বটে উজাবনী স্থিতি॥
মহাকুল বন্দ্যঘাটী উত্তম ব্রাহ্মণ।
বন্দিশালে নাহি দোষ করহ ভোজন॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া সাধু দিল অনুমতি।
পুনর্ব্বার সাধু বলে করিয়া মিনতি॥

অপেক্ষণ—রক্ষণ। আ'ল—আসিলাম।

দ্বাদশ বৎসর শিবপূজা নাহি করি।
এই হেতু যত দুঃখ দিল ত্রিপুবারি॥
শিবপূজা আয়োজন যদি দেহ মোরে।
তোমার প্রসাদে পূজি মৃত্তিকাশঙ্করে॥
দিব দিব বলি সায় দিল শ্রিয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব ভারতী॥

———

ধনপতিব প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ।

পিতৃ-পরিচয়ে সাধু হৈল আমোদিত।
দাড়ি নখ কেশ তার মুড়ায় নাপিত॥
কেহ শিরে তৈল দিয়া আঁচড়ে চিকুর।
কুঙ্কুম চন্দনে কেহ মলা করে দূর॥
নারায়ণ তৈল অঙ্গে দেয় কোন জন।
প্রসাধনী লয়ে করে জটার বর্জ্জন॥
কেহ জল ভরিয়া আনয়ে ভারে ভারে।
স্নান করে সদাগর জল ঢালে শিরে॥
পরিধান কোন জন জোগায় বসন।
কেহ সজ্জা করি দেয় পূজা-আয়োজন॥
মালাকার পুষ্প আনে সাধুর গোচর।
মনের আনন্দে পূজা করে সদাগর॥
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস করি সদাগর।
জীবন্যাস দিয়া পূজে মৃত্তিকাশঙ্কর॥
শিব শিব নাম মন্ত্রে করিল পূজন।
মুখবাদ্য করে নৃত্য ঘণ্টার বাদন॥
ক্ষমস্ব বলিয়া সাধু দিল বিসর্জ্জন।
পূজা সাঙ্গ করি সাধু ভাবে মনে মন॥
আমারে রাখিয়া কেন করিল সম্মান।
না জানি চণ্ডীর কাছে দেয় বলিদান॥
শ্রীপতি সময় বুঝি ভাবি মনে মন।
ভোজন করিবে বলি করে নিবেদন॥
সাধু বলে উদর পূরিয়া অন্ন খাই।
অদৃষ্টের ফলে পিছে যা করে গোঁসাই॥

কিঙ্করে পাতিয়া দিল গাম্ভারী আসনে।
একস্থানে দুইজনে বসিল ভোজনে॥
শিব স্মরিয়া দোঁহে কৈল আচমন।
হেমথালে দ্বিজবর জোগায় ওদন॥
ভোজনের কালে সাধু করে অনুমান।
ব্যঞ্জন ছাড়িয়া অন্ন অমৃত সমান॥
অন্ন কষ্ট পাই আমি দ্বাদশ বৎসর।
আজি কৃপা করি অন্ন দিল মহেশ্বর॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধয়ে ব্রাহ্মণ।
পিতা পুত্রে দুইজনে করিল ভোজন॥
ভোজন কবিয়া দোঁহে বৈসে একস্থল।
কর্পূর তাম্বূল খায় হাসে খল খল॥
হেনকালে শ্রিয়পতি করিল উত্তর।
পড়িবাবে জান কিছু বাঙ্গালা অক্ষর॥
সাধুব বচন শুনি বন্দী কহে বাণী।
নাগবী বাঙ্গালা বায় পড়িবারে জানি॥
শ্রীমন্ত বচনে বন্দী পত্র লয়ে করে।
ছাব উতারিয়া পত্র পড়ে ধীরে ধীরে॥
স্বস্তি আগে পড়িয়া পড়িল ধনপতি।
অশেষ-মঙ্গল-ধাম খুল্লনা যুবতী॥
তোবে আশীর্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পীরিত।
সন্দেহ-ভঞ্জন-পত্র করিলুঁ লিখিত॥
যখন তোমাব গর্ভ হৈল ছয় মাস।
সেইকালে রাজাদেশে যাই পরবাস॥
যদি কন্যা হয় নাম শশিকলা থুয়ো।
দেখিয়া উত্তম পাত্র কন্যা বিভা দিও॥
যদি পুত্র হয় নাম থুইও শ্রীপতি।
পড়ায়ে শুনায়ে তারে করিবা সুমতি॥
দ্বাদশ বৎসর যদি না হয় আগমন।
পিতার উদ্দেশে যাবে সিংহল পাটন॥
পত্র পড়ি সদাগর কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কেমনে আইল পত্র দুর্জ্জয় সফরে॥
এ তিন মাসের পথ পুরী উজাবনী।
অনেক দিবসে আসি সাজিয়া তরণী॥

সায়—সম্মতি। প্রসাধনী—চিরুণী।

না জানি আইল পত্র কেমন বিপাকে।
আরোহণ করে মন কুমারের চাকে॥
কার তরে সঞ্চয় করিলু ঘর বাড়া।
কোথা গেল লহনা খুল্লনা দুই নারী॥
দারুণ কর্ম্মের ফলে দৈব মোরে দণ্ডী।
ধনপতি জীতে দুই জায়া হৈল রাণ্ডী॥
পত্রে নিদর্শন ছিল মাণিক্য অঙ্গুরী।
রাজা লুঠ কৈল কিবা উজানী পুরী॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে দিয়া হাত।
স্মরয়ে শঙ্কর ত্রিলোচন বিশ্বনাথ॥
বাপের ক্রন্দনে কান্দে কুমার শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

— — —

শ্রীমন্তের পরিচয় দান।

না কান্দ না কান্দ বাপ, দূর কর মনস্তাপ,
আমি যে তোমার বংশধর।
তোমার উদ্দেশ আশে, আইলুঁ সিংহল দেশে,
আজি মোর প্রসন্ন বাসর॥
করি শুভক্ষণ বেলা, পায়রা উড়াতে গেলা,
নগরিয়া মেলি কুতূহলে।
ইছানীনগর পথে, বেগে ধায় ব্যোমপথে,
পড়ে পায়রা খুল্লনা-অঞ্চলে॥
বিভা হেতু কৈলে মন, সঙ্গে ওঝা জনার্দ্দন,
গেলা লক্ষপতির ভবনে।
খুল্লনা বিবাহ করি, আইলে তুমি নিজ পুরী,
পিছে গেলে রাজসম্ভাষণে॥
রাজা পাইল সারী শুয়া, তোমারে দিলেন গুয়া,
আনিবারে স্বুবর্ণ-পিঞ্জর।
সপ্তমায়ের পায়, সমর্পিয়া মোর মায়,
গেলা বাপ গউড় নগর॥
বৎসর বিলম্ব তথা, ছাগল রাখিল মাতা,
কাননে চণ্ডিকা দিলা বর।
কেবল চণ্ডীর দয়া, আইলে পিঞ্জর লৈয়া,
কতকাল সুখে কৈলে ঘর॥
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, নাহি খায় অন্ন জল,
পরীক্ষায় মাতা শুদ্ধ সতী।
শঙ্খ চন্দনের তরে, সাজি সাত তরিবরে,
রাজা দিল বিষম আরতি॥
তুমি যাও পরবাস, মাতা বৈল আদ্দাস,
নিদর্শন দিলে জয়পাঁতি।
মাতা পূজে ভদ্রকালী, তাঁর ঘট পায়ে ঠেলি,
সিংহলে আইলে লঘুগতি॥
ঘট লঙ্ঘনের ফলে, বাঁধা ছিলে বন্দিশালে,
আমার হইল উৎপত্তি।
পোষেন পালেন মাতা, শুনান তোমার কথা,
যতনে পড়ান নানা পুঁথি॥
গুরু সনে হৈল দ্বন্দ্ব, গুরু মোরে বৈল মন্দ,
গালি দিল ব্রাহ্মণ সভায়।
তোমার উদ্দেশ তত্ত্বে, লইয়া রাজার বিত্তে,
ভরা দিয়া আইলুঁ সাত নায়॥
উপনীত মগরায়, বড় বৃষ্টি হৈল তায়,
কালীদহে হৈলুঁ উপনীত।
বিকচ কমলদলে, কন্যা হয়ে গজ গিলে
পুনঃ উগারয়ে বিপরীত॥
প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে, হারি সভা বিদ্যমানে,
মশানে কোটাল বধে প্রাণ।
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে, উরিয়া মশান দেশে,
চণ্ডী রক্ষা করিলা পরাণ॥
নৃপতি করিল মান, নিজ কন্যা দিবে দান,
বন্দিঘর মাগি লৈলুঁ দান।
দেখিয়া তোমার মুখ, পাসরিলুঁ সব দুখ,
বিভা করি যাব নিজ স্থান॥
শ্রীমন্তের কথা শুনি, ধনপতি বলে বাণী,
না বলিহ এমন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সপ্ত মা—সৎ মা। উদ্দেশ—অনুসন্ধান।

শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ।

তোরে আমি বল্লি দড়, সিংহলিয়া ঠগ বড়,
ইহার দয়ার নাহি লেশ।
বিবাহে নাহিক কাজ, সভাতে পাইবে লাজ,
অবিলম্বে চল যাই দেশ॥
নৃপতি অধর্ম্মশীল, দয়া নাই এক তিল,
নিষ্ঠুর সভার যত লোক।
কৃপণ দারুণ ভণ্ড, লঘুদোষে গুরুদণ্ড,
পরধন খেতে যেন জোঁক॥
বচন বিষের কণা, সভামাঝে শুচিপনা,
মহাপাত্র যমের সমান।
না দেখি এমন পুরী, দেখিতে দেখিতে চুরি,
কায়স্থের কি কব ব্যাখ্যান॥
বেদ পাড়ি ছয় অঙ্গ, সভাতে পণ্ডিত ঢঙ্গ,
অধর্ম্ম-ধর্ম্মের-অধিকারী।
নিত্য দিয়া পরে দুঃখ, ইচ্ছে আপনার সুখ,
অপরাধ বিনে হয় অরি॥
কোটালিয়া দেয় ফাঁস, রান্ধা ভাতে পোতে বাঁশ
পরধন খায় ঢেষা দিয়া।
স্থাপ্যধন প্রজা হরে, এ দুঃখ কহিব কারে,
কত দুঃখ সহে পাপ হিয়া॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি শঙ্কা, লুঠ কৈল লক্ষ তঙ্কা,
অন্নবস্ত্র বঞ্চিত আমারে।
বারমাস ভিক্ষা করি, পোতামাঝি তাহে অরি,
মজিলাম বিপদ সাগরে॥
সিংহলের ভোগ যত, বিশেষ কহিব কত,
ভোগ কৈলে আপনি মশানে।
তোর পরমায়ু বলে, মোর শিব-পূজা ফলে,
জীয়ে আছ পরম কল্যাণে॥
গোত্রে আমি দূর্ব্বাঋষি, মোর কুল সবে ঘোষি
দেশে গিয়া দিব সাত বিয়া।
সিংহলিয়া দুরাচার, ভারত-ভূমির পার,
চারি মাস দৃঢ় কর হিয়া॥

যত দোষ দেয় তাত, শ্রীমন্ত জুড়িয়া হাত,
মেগে লয় পিতার চরণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে॥

শ্রীমন্তের বিবাহ অধিবাস।

নৃপতি শালবান, সুশীলা দিতে দান,
করিল শুভক্ষণ বেলা।
আরোপি হেমকুম্ভ, করিল কার্য্যারম্ভ
বিচিত্র বান্ধিল ছাঁদলা॥
নৃপতির অভিলাষে, কন্যার অধিবাসে,
করিল বেদের বিধান।
কপাল জুড়ি ফোঁটা, চৌদিকে দ্বিজঘটা,
সঘনে বেদ উচ্চারণ॥
সুশীলা রূপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতি,
পরিয়া বসিল আসনে।
চৌদিকে দ্বিজমণি, করেন বেদধ্বনি,
কন্যার গন্ধাধিবাসনে॥
মহী গন্ধ শিলা, দূর্ব্বা পুষ্পমালা,
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর, কজ্জল কর্ণপুর,
শঙ্খ দিল যথাবিধি॥
বাঁধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপপাত্র,
মস্তকে করিল বন্দনা।
সুবর্ণ-সীঁথি শিরে, অঙ্গুরী দিল করে,
করিল আশীষ যোজনা॥
রজত দর্পণ, তাম্র গোরোচন,
সিদ্ধার্থ চামর পবনে।
মোদক দিয়া লাজ, পূজিল চেদিরাজ,
কন্যার গন্ধাধিবাসনে॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পূজা করি,
দিলেন বসুধারা দান।

জো—ধাঁড়ি। ঢঙ্গ—শঠ।

বস্থুর পূজা করি, নৃপতিকেশরী,
করে নান্দীমুখের বিধান ॥
কাঁখে হেম ঝারি, রাজার সুন্দরী,
জল সহে ঘরে ঘরে।
যত এয়ো মেলি, দেয় হুলাহুলি,
তণ্ডুল মঙ্গল করে ॥
অধিবাস আদি, শ্রীমন্ত যথাবিধি,
করে বেদের বিধানে।
করিয়া সুছন্দ, সুকবি মুকুন্দ,
অম্বিকা-মঙ্গল ভণে ॥

শ্রীমন্তের বিবাহ।

রাজা করে কন্যাদান, দ্বিজগণে বেদগান,
গায় নাচে যত বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি, পটহ দুন্দুভি বেণী,
আনন্দিত নৃপতিকেশরী ॥
পাটে চড়ে রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি,
শুভক্ষণে দুজনে চাওনি।
দিল স্ত্রী পতির গলে, আপনার কণ্ঠমালে,
রামাগণে দিল জয়ধ্বনি ॥
অভয়া-কৃপার ফলে, করে কুশে গঙ্গাজলে,
নরপতি করে কন্যাদান।
রথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধৌত-কণ্ঠমালা,
দিয়া জামাতার কৈল মান ॥
বাজায় মৃদঙ্গ পড়া, দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া,
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণীসোম, লাজাহুতি কৈল হোম,
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি।
দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে, ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে,
রাত্রি গেল কুসুম-শয্যায়।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায় ॥

শ্রীমন্ত ছলনার্থে পদ্মার সহিত
চণ্ডীর মন্ত্রণা।

শ্রীমন্তেরে রাজা যদি কৈল কন্যাদান।
নানা ধন দিয়া তার সাধিল সম্মান ॥
ভোজন করিল সাধু ক্ষীরখণ্ড ঝোলে।
ফুলঘরে শুইল সাধু রাজকন্যা কোলে ॥
মনে মনে বিচার করেন ভগবতী।
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুকতি ॥
খুল্লনা দুঃখিনী মোর হয় ব্রতদাসী।
পতিপুত্র হৈল তার সিংহলপ্রবাসী ॥
কি বুদ্ধি করিব পদ্মা বল গো উপায়।
কেমন প্রকারে সাধু নিজদেশে যায় ॥
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী।
কপট করিয়া ধর খুল্লনা-আকৃতি ॥
মায়া পাতি বৈস মাতা সাধুর ফুলঘরে।
স্বপন কহনা বসি সাধুর শিয়রে ॥
এমত শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী।
সেইক্ষণে ধরিলেন খুল্লনা-মূরতি ॥
অবিলম্বে পশিল সাধুর ফুলঘরে।
শিয়রে বসিয়া কথা কন ধীরে ধীরে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

চণ্ডীর স্বপ্ন প্রদান।

চিরো পুত্র স্মরয়ে জননী।
রাজভোগে পড়ি ভোলে, কামিনী পাইয়া কোলে
পাসরিলে অভাগী জননী ॥
দশদিন দশমাস, তোরে দিলা গর্ভ-বাস,
পুষিলাম বড় মনোরথে।
পড়াইলুঁ দিয়া বিত্ত, জানিলে বিদ্যার তত্ত্ব,
তুচ্ছ তব হৈল ধর্ম্মপথে ॥

বাপের উদ্দেশে ত্বরা, সাত নায়ে দিয়ে ভরা,
সিংহলে যাইলে লঘুগতি।
বিলম্ব দেখিয়া তোর, নৃপতি করিল জোর,
লুঠে নিল সকল বসতি ॥
রাজা নিল বাড়ী ঘর, আশ্রয় করিলুঁ পর,
দু-সতিনে সূতা বেচি হাটে।
পরের ভানিয়া ধান, দু-সতিনে রাখি প্রাণ,
তুমি নিদ্রা যাও হেম খাটে ॥
বাপ তোর গুণপূর্ণ; আমার অষ্টাঙ্গ শীর্ণ,
বামহাতে আয়তি লোহার।
উদরে অন্নের জ্বালা, কর্ণেতে লাগয়ে তালা,
তৈল বিনে কেশ জটাভার ॥
মজি আমি শোকসিন্ধু, ভূপতি তোমার বন্ধু,
শাশুড়ী তোমার পাটরাণী।
শালা তোর যুবরাজ, সাধিলে আপন কাজ,
পাসরিলে অভাগী জননী ॥
হেম খাটে যাও ঘুম, যেমন রোহিণী সোম,
দুইজনে আছ কুতূহলী।
আমি যে করিলুঁ ইচ্ছা, সকলি হইল মিছা,
স্মরি মোরে দিহ জলাঞ্জলি ॥
কি কব দুঃখের কথা, হের দেখ রুখু মাথা.
শত ছেঁড়া কানি পরিধান।
যৌবনে হইলুঁ বুড়ী, গায়েতে উড়য়ে খড়ি
শত শির দেখ বিদ্যমান ॥
মায়ের করুণবাণী, শ্রীপতি স্বপনে শুনি,
উঠে সাধু ত্যজিয়া শয়ন।
ভূতলে লোটায়ে কান্দে, গান মনোহর ছন্দে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

স্বপ্নদর্শনে শ্রীমন্তের রোদন।

কান্দয়ে শ্রীমন্ত সাধু জননীর মোহে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে ॥
এখনি আছিলে মাতা শিয়রে বসিয়া।
ক্রোধযুক্ত হয়ে গেলে মোরে না বলিয়া ॥
দেখিলুঁ স্বপনে যত সকলি স্বরূপ।
আমার বিলম্বে ঘর লুঠ কৈল ভূপ ॥
কেন বা চণ্ডিকা মোরে রাখিলে মশানে।
জলে ঝাঁপ দিয়া আমি ত্যজিব জীবনে ॥
ত্যজে সাধু অঙ্গদ কঙ্কণ কর্ণপুর।
অঙ্গুরী অঙ্গদ কণ্ঠমালা করে দূর ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে ঘা।
গদগদ ভাষে বলে কোথা গেলে মা ॥
জাগিল সুশীলা রামা স্বামীর ক্রন্দনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

শ্রীমন্তের প্রতি সুশীলার প্রবোধ।

স্বামীর ক্রন্দন ধ্বনি, শুনি রাজনন্দিনী,
উঠে রামা আকুল কুন্তলে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, স্বামীর চরণে পড়ে,
সকরুণ ভাষে কিছু বলে ॥
প্রভু, কি কারণে করহ ক্রন্দন।
রাজার জামাতা তুমি, বিশেষ আমার স্বামী,
কেন দুঃখ ভাব অকারণ ॥
প্রিয়ে, মায়ের মলিন মূর্ত্তি,আপনার অপকীর্ত্তি
স্বপন দেখিলুঁ সুবিশাল।
দেখিলুঁ অদ্ভুত যত, তাহা বা কহিব কত,
কহিতে হৃদয়ে বাজে শাল ॥
তুমি বাপঘরে থাক লো রূপসী।
মায়ের হাব্যাসে মরি, ত্বরায় সাজায়ে তরী
দেখিব মায়ের মুখশশী ॥
প্রভু, স্বপন স্বরূপ নয়, অকারণে কর ভয়,
শুন নাথ আমার বচন।
কলধৌত কর দান, সাধহ দ্বিজের মান,
আজি শুন গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥

আয়তি—সধবা চিহ্ন। হাবাশে—অদর্শন দুঃখে। গজেন্দ্রমোক্ষণ—কুম্ভীর-কবলিত হস্তী একমনে ভগবানকে স্মরণ করিলে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান আবির্ভূত হইয়া তাহার সেই বিপদ দূর করিয়া ছিলেন।—(ভাগবত)

দান দিব যথাশক্তি, শুনিব গজেন্দ্র-মুক্তি,
প্রতিকারে অবশ্য কল্যাণ।
মরমে পরম ব্যথা, তবে ঘুচে মন-কথা,
যদি মাতা দেখি বিদ্যমান ॥

অকারণে কেন ভাব দুঃখ।
বিভারাতি সুমঙ্গল, নয়নে না আন জল,
ভৃঙ্গারে পাখাল চাঁদমুখ ॥
তোমার বদন-চাঁদা, মোর মন-মৃগ বান্ধা,
তিল অর্দ্ধ না দেখিলে মরি।
দেয়াব বারতা আনি, সপ্তদিনে উজাবনী,
পাঠাইয়া চানুর কেশরী ॥
জায়ার বচন শুনি, বলে সাধু গুণমণি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
মনেতে জন্মিল দুখ, দেখিব মায়ের মুখ,
কত কব দুঃখের সূচন ॥
আমার অস্থির মন, পাঠাইবে অন্য জন,
ইথে নহে আমার প্রতীতি।
যদি যাবে মোর সনে, বিচার করিয়া মনে,
ঝাট মোরে দেহ অনুমতি ॥
হয়ে মোরে কৃপানিধি, বিলম্ব করহ যদি,
সিংহলে থাকহ বারমাস।
সিংহলের ভোগ যত, তাহা বা কহিব কত,
এ দাসীর রাখহে আব্দাস ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সুশীলার বারমাস্যা বর্ণন।

বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়।
প্রচণ্ড তপন-তাপে তনু নাহি সয় ॥
চন্দনাদি তৈল দিব সুশীতল বারি।
শ্যামলি গামছা দিব সুগন্ধি কস্তুরি ॥
পুণ্য বৈশাখ মাস, পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়া দ্বিজের পূরিব অভিলাষ ॥
নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ ॥
শীতল চন্দন দিব চামরের বায়।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায় ॥
নিদাঘ জ্যৈষ্ঠমাসে, নিদাঘ জ্যৈষ্ঠমাসে।
পূরিবে উদর নাথ পাকা আম্ররসে ॥
আষাঢ়ে গর্জ্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ুর।
নব জলে মদমত্ত ডাকয়ে দাদুর ॥
আমার মন্দিরে থাক না চলহ দূর।
শালি অন্ন দধিখণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর ॥
আষাঢ় সুখের হেতু, আষাঢ় সুখের হেতু।
নিদাঘ বরিষা হিম একে তিন ঋতু ॥
সঙ্কট সময় বড় ধারার শ্রাবণ।
সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ ॥
জলধারা বরিষয়ে আটদিকে ধায়।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায় ॥
পূরাব অভিলাষ, পূরাব অভিলাষ।
মনোহর ঘরে নাথ করাইব বাস ॥
ভাদ্রপদ মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আট দিকে জল ॥
মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারী।
চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী ॥
মধু ঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস।
আর না করিহ প্রভু উজাবনী আশ ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করিবে হরষে।
ষোড়শোপচারে অজা গাড়র মহিষে ॥
তত ধন দিব আমি যত দেহ দান।
সিংহলের লোক যত করিবে সম্মান ॥
আমি কহিয়া রাজায়, আমি কহিয়া রাজায়
আনাইব তোমার জননী সংমায় ॥

আব্দাস—প্রার্থনা।

বৃষ্টি টুটিয়া আইলে কার্ত্তিকের মাসে।
দিবসে দিবসে ক্রমে হিম পরকাশে॥
তুলী পাড়ি, পাছুড়ি করাব নিয়োজিত।
অর্দ্ধরাজ্য দিব বাপে করিয়া ইঙ্গিত॥
পুণ্য কার্ত্তিক মাস, পুণ্য কার্ত্তিক মাস।
দান দিয়া তুষিও দ্বিজের অভিলাষ॥
সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাসে।
ধান চাল মুগ মাষ পূরিব আওয়াসে॥
রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার।
কৃপা করি নিবেদন রাখহ আমার॥
ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম যার ঘরে নাহি চাষ॥
পৌষে তূলী পাতি তৈল তাম্বূল তপনে।
শীত নিবারণ দিব তসর বসনে॥
শীত গোঙাইবে নাথ অষ্টম প্রকারে।
মৎস্য মাংস মধুপান আদি উপহারে॥
সুখে গোঙাইবে হিম, সুখে গোঙাইবে হিম।
উজাবনী নগরে বাসিবে যেন নিম॥
মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করি স্নান।
সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥
মিষ্ট অন্ন পায়স যোগাব প্রতিদিন।
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মীন॥
মাঘ ঋতু কুতূহলে, মাঘ ঋতু কুতূহলে।
শীতল যোগাব আমি বিহানে বিকালে॥
ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে॥
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া করিয়া ভূষিত।
ফাগু দোল করিয়া গোঁয়াব নিত নিত॥
সখী মেলি গাব গীত, সখি মেলি গাব গীত।
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত॥
মধুমাসে মলয় মারুত বহে মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে।
মধু পানে গোঙাইব সদা গীত নাটে॥
মোহন মধুমাসে মোহন মধুমাসে।
বিনোদ মন্দিরে থাক না যাইহ বাসে॥
সুশীলার অভিলাষ শুনি সদাগর।
হেঁটমুখ করি তারে দিলেন উত্তর॥
সর্ব্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ।
বারমাস্যা গীত গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তের সঙ্গে দাসীর কথাবার্ত্তা।

না লাগিল সুশীলার মোহন প্রবন্ধ।
স্বামীর গমনে মনে লাগে বড় ধন্ধ॥
সুশীলার খসি পড়ে গাত্র অলঙ্কার।
লোচনে নিকলে জল কালিন্দীর ধার॥
পতির গমনে রামা পরম আকুল।
মায়ে বার্ত্তা দিতে যায় নাহি বান্ধে চুল॥
গদ গদ ভাষে বলে স্বামীর গমন।
শুনি পাটরাণী হৈল বিরস বদন॥
জামাতা রাখিতে রাণী উপায় চিন্তিয়া।
সেয়ান নামেতে চেড়ী আনে ডাক দিয়া॥
প্রসাদ করিয়া রাণী তারে দেয় পাণ।
নিযুক্ত করিল যেতে জামাতার স্থান॥
আমার বচনে তুমি কহ এক কথা।
সিংহল ছাড়িয়া যেন না যান জামাতা॥
দাসী যায় লঘুগতি, দাসী যায় লঘুগতি।
যেইখানে বসি আছে জামাতা শ্রীপতি॥
করে লয়ে আমলা সুগন্ধি তৈলবাটি।
সাধুর নিকটে যেয়ে কহে পরিপাটী॥
শুন সবিনয়, সাধু শুন সবিনয়।
ঘর হৈতে বাহির নহিবে দিন নয়॥
যাত্রা করিয়াছি আমি যাইব উজানী।
বাহির হবার দোষ কহিলে সে জানি॥
আর কি বিলম্ব সত্বর চড়ি গিয়া নায়।
শাশুড়ীর ঠাঁই ঝাট করাহ বিদায়॥

তুলী—লেপ। খামার—শস্য রাখিবার স্থান।

আমি যাব নিজ ধাম, আমি যাব নিজ ধাম।
শাশুড়ীর ঠাঞি ঝাট জানাহ প্রণাম॥
শালবাহনের কুলে আছে পরম্পরা।
বিভা করি নয় দিন না লইবে খরা॥
না করিবে নয় দিন ভানু দরশন।
শাশুড়ী তোমার তরে করে নিবেদন॥
পরস্পর আছে মোর কুলের নিয়ম।
ভানু দরশন বিনা না করি ভোজন॥
আছয়ে তোমার যদি ভানু দরশন।
শাশুড়ী তোমার তরে করে নিবেদন॥
মোর কুলে পরস্পর আছয়ে আচার।
বিভা করি নয় মাস নহে নদী পার॥
তবে যদি মনে কর যাইবার ত্বরা।
বৎসরেক বই পার হইবে মগরা॥
মণি মুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ।
চামর চন্দন হীরা মাণিকের বঙ্ক॥
পিতা পুত্রে নরপতি পাঠাল সিংহল।
বিলম্ব দেখিয়া রাজা যদি করে বল॥
কি করিবে নিয়মে, কি করিবে নিয়মে।
গুণে কল্পতরু রাজা দোষে হয় যমে॥
অনুমতি দেহ যদি এই অনুরোধ।
বিক্রমকেশরী রায় না করিবে ক্রোধ॥
রাজ-বলে বিলম্ব করাবে একমাস।
বিলম্ব দেখিয়া রাজা করিবে সর্ব্বনাশ॥
নৃপতি পাঠাল শঙ্খ আনিতে চন্দন।
হইল বিষম সঙ্গ সঙ্কট জীবন॥
আছে দৈবের প্রহার, আছে দৈবের প্রহার।
সিংহলে আসিয়া দুঃখ পাইলে অপার॥
বেঁটে রাজ্য দিব বাপা দ্বিগুণ প্রমাণ।
প্রাণসম সুশীলা তোমারে দিলুঁ দান॥
পিতা পুত্রে রহিলাম দুর্জ্জয় সিংহলে।
দুই মাতা দাসী বিনে কেহ নাহি ঘরে॥
জননীর মোহে মন করে উচাটন।
নিষেধ না কর যাব নিজ নিকেতন॥
আছে রাজ ব্যবহার, আছে রাজ ব্যবহার।
মিথ্যা বলি ধন লহ লোকের প্রহার॥
হারিলে আপন মুখে কমল কারণে।
তেঁই এত দুঃখ পাইলে দৈবের ঘটনে॥
জামাতার মত থাক কত হও ঠেঁটা।
শ্বশুরের দোষে আর কত দেহ খোঁটা॥
জানিলুঁ নিশ্চয়, এবে জানিলুঁ নিশ্চয়।
জামাতা ভাগিনা যম • আপনার নয়॥
দৈবের ঘটনে বিভা হৈল রাজসুতা।
আছিল পরমায়ুবল তেঁই বাঁচে মাথা॥
কথার প্রসঙ্গ হেতু আমরা সে ঠেঁটা।
সিংহলে সজ্জন নাহি সব লোক শঠা॥
চেড়ীর সহিত সাধু যত কিছু ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি রাণী সব শুনে॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্যালক-পত্নী সহ শ্রীমন্তের সম্ভাষণ।

এই কথা আলাপেতে আছেন শ্রিয়পতি।
শ্যালকবনিতা আসি হৈলা উপনীতি॥
মোহিতে সাধুর মন কহে প্রিয়ভাষে।
অন্তরে তাপিত সাধু নাহি হয় বশে॥
শুন রাজার জামাতা, শুন রাজার জামতা।
পণ্ডিত হইয়া কহ অজ্ঞানের কথা॥
পুরুষ ভ্রমর মত্ত মধু প্রতি আশে।
কুসুম সন্ধানে ফিরে নাহি রহে বাসে॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা এড়ি মধুকর।
ধুতুরা কুসুম আশে যায় বনান্তর॥
ভাল যে বলিলা রামা গঞ্জিয়া আমারে!
এক ফুলে মধুপান না করে ভ্রমরে॥
কামিনী পুরুষ ভিন্ন নহে কোন কালে।
শরীর চলিতে ছায়া তার সনে চলে॥

খরা—রৌদ্র। ঠেঁটা—রঙ্গপ্রিয়। খোঁটা—অসৎ বিষয়ের উল্লেখ করা। মুদ্রিত পুস্তকে "জন" থাকিলেও জামাতার ও ভাগিনার সমধর্ম্মিত্ব হেতু যম শব্দেরই প্রয়োগ সঙ্গত। শঠা—চতুর, প্রবঞ্চক। উপনীতি—উপস্থিত।

শুন লো অঙ্গনা, হেদে শুন লো অঙ্গনা।
হেন বুঝি মনে কিছু করহ কামনা॥
কহিতে বদনে সাধু লাজ নাহি বাস।
ত্যজিয়া আপন নারী অন্যে কর আশ॥
সাধু কহে আপনি কহিলে রূপবতী।
পুরুষ ভ্রমর সম সব ফুলে মতি॥
হাসিয়া কহেন কথা যুবরাজবধূ।
নিবাস কুসুমে আগে পান কর মধু॥
শ্রীমন্ত কহেন ফুলে ভিন্ন ভিন্ন রস।
পরের আছুক কাজ নিজ কর বশ॥
যদি পতিভক্তি থাকে যাবে আমা সনে।
নহিলে রাখিয়া যাব যুবরাজ স্থানে॥
তব দলের ব্যভার, তব দলের ব্যভার।
সিংহলে নাহিক সাধু এমত আচার॥
সিংহলের নীত রামা আমারে বিদিত।
এ দেশে আইলে হয় সকল রহিত॥
এবে জানিলুঁ নিশ্চয়, এবে জানিলুঁ নিশ্চয়।
কহিল আমার পিতা এক মিথ্যা নয়॥
বুঝিয়া সাধুর মন রামা যায় বাসে।
রাণীর নিকটে রামা কহিল বিশেষে॥

শ্রীমন্তের স্বদেশ গমনে রাজার নিষেধ।

সত্বরে চলিল রাণী রাজ-সন্নিধানে।
জামাতা গমন বলে রাজা শালবানে॥
সত্বরে আসিয়া রাজা সাধু সন্নিধানে।
ধীরে ধীরে কহে রাজা মধুর বচনে॥
বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপা পূর অভিলাষ।
বিলম্ব করিয়া যদি থাক একমাস॥
জননী স্মরণে মন করে উচাটন।
না কর নিষেধ যাব আপন ভবন॥
এ ধন ভাণ্ডার রাজ্য সমর্পিনু যারে।
সে কেন যাইবে রাজ্য উজানী নগরে॥
তোমার ভাণ্ডারে ধন সম্পদ তোমার।
আমার ভাণ্ডারে আছে পরশপাথর॥
যাহার ভাণ্ডারে আছে পরশপাথর।
সে কেন আসিবে রাজ্য সিংহল নগর॥
ধন আশে তুয়া দেশে নাহি আসি আমি।
বচনেক বলি অবধান কর তুমি॥
রাজার ভাণ্ডারে নাহি শঙ্খ আর চন্দন।
তরণী সাজায়ে বাপা আইল পাটন॥
এ বার বৎসর হৈল তবু নাহি যায়।
বাপের উদ্দেশে আমি আইলুঁ হেথায়॥
সাধিলুঁ আপন কার্য্য করিব গমন।
স্বপনে দেখিলুঁ মাতা স্থির নহে মন॥
কহিয়ে তোমায় আমি ধর্ম্মের কাহিনী।
আনিব তোমার মাতা খুল্লনা যোগেনী॥
আপনারে কহ রায় ধনের ঈশ্বর।
আমার রাজ্যের রাজা বিক্রম কেশর॥
পাঠাইয়া দিব যে কোটাল হিম কর।
নায়ে ভেড়ি আনে যেন উজানী নগর॥
সব কোটালের বল দেখেছি মশানে।
যে জন যুঝিতে গেল মৈল সেইক্ষণে॥
সিদ্ধান্ত করহ বাপা সকল বচনে।
কহিলে না বলে কথা যেবা লয় মনে॥
যার মাতা থাকে সেই জন প্রাণ পায়।
যার মা না থাকে সেকি পরাণ হারায়॥
যাবত বাঁচিয়া থাকে তদবধি আশ।
মৈলে মাতা পিতা দেখ কে করে প্রত্যাশ॥
এক বলিতে জামাই বলয়ে সাত আট।
না দেখি তোমার পারা নগরিয়া ঠাট॥
নিজ দোষ নাহি দেখ লোকে বল ঠাট।
ধন বৃত্তি লহ আর বল কাট-কাট॥
সুশীলা বলেন বাপা কত পাড় ছটা।
পশ্চাতে তোমার বোল হবে মোর খোঁটা॥
এ বোল শুনিয়া রাজা কান্দে উভরায়।
নিশ্চয় যাইবে দেশে দিলাম বিদায়॥

নায়ে ভেড়ি—নৌকায় চড়াইয়া। কাট-কাট - কর্কশ।

রাম রাম স্মরণেতে রজনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে গেল নিশানাথ॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপনে।
হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে॥
বিনয় করিয়া কিছু বলেন ভূপতি।
পিতার সহিত তাহা শুনেন শ্রীপতি॥
ধনপতির হাতে ধরি বলে দণ্ডরায়।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গায়॥

ধনপতির প্রতি শালবানের স্তুতি।

কান্দে রাজা শালবান, শোকে হইয়া অজ্ঞান,
বেহায়ের ধরিয়া চরণ।
জুড়িয়া উভয় পাণি, বলে সবিনয় বাণী,
মোহে রাজা অশ্রুত লোচন॥
সম্পদ করিলে নষ্ট, পাইলে অনেক কষ্ট,
তৈল বিনে কেশে হৈল জটা।
বেহাই হইবে তুমি, কেমনে জানিব আমি,
সুশীলা ঝিয়ের হৈল খোঁটা॥
তুমি বন্দী উপবাসী, আমি ভোগ-অভিলাষী,
কেবল করিলু বিষপান।
তুমি শিব-পরায়ণ, আমি অন্ধ পশুজন,
না করিল মোবে অভিমান॥
দ্বাদশ বৎসব বন্দী, করি তোমা নিরানন্দী,
এবে গণি হৃদয়ে বিষাদ।
দুঃখ পাইলে বহুকাল, হৃদয়ে রহিল শাল,
করিলুঁ অনেক অপরাধ॥
হয়ে তুমি নিরাতঙ্ক, চামর চন্দন শঙ্খ,
যত ইচ্ছা ভরা দেহ নায়।
লিখন আছিল ভালে, দুঃখ পাইলে বন্দিশালে,
না কহিও রাজার সভায়॥
লুঠ গেল যত ধন, লহ তার সাতগুণ,
নিজ পুঁজি করিয়া প্রমাণ।
রাজার শুনিয়া কথা, ধনপতি বাজে ব্যথা,
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান॥

ধনপতির উক্তি।

বাজারে করিয়া নতি, বলে সাধু ধনপতি,
তোমার নাহিক অপরাধ।
বশ নহে নিজলোক, এই হেতু পাই শোক,
কারাগারে পাইলু বিষাদ॥
দ্বাদশ বৎসর হৈতে, পূজা করি একচিত্তে,
বংশে বংশে মৃত্তিকাশঙ্কর।
দারুণ আমার জায়া, নিত্য পূজে মহামায়া,
বামাজাতি হয়ে স্বতন্তর॥
সুরধুনী জলগর্ভা, অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা,
হেম ঝারি করি আবাহন।
শনি মঙ্গল বারে, পূজে ষোড়শোপচারে,
ছাগ মেষ দিয়া বলিদান॥
সেই মেয়ে-দেবতা, দিলেক এতেক ব্যথা,
ডুবাইল মোর ছয় নায়।
দেখাইল হয়ে অরি, কমলে কামিনী করী,
হারিলাম তোমার সভায়॥
যদি মোর যায় প্রাণ, মহাদেব বিনা আন,
অন্য দেব না করি পূজন।
হৈয়ে মোর অর্দ্ধ অঙ্গ, করে মোর ব্রত ভঙ্গ,
জায়া হয়ে হৈল অভাজন॥
শুনিয়া সাধুর বাণী, শালবান নৃপমণি,
কহেন করিয়া জোড়হাত।
শুন সাধু মূঢ়মতি, না পূজিলে ভগবতী,
অসন্তোষ হন বিশ্বনাথ॥
ভেদ সাধু কর জন্তু, শিব শক্তি একতনু,
ভাবিলে যমের নাহি দায়।
হরি হর প্রজাপতি, পূজে নিত্য হৈমবতী,
সুরমুনি যাহারে ধেয়ায়॥

সংসার-সাগর পার, করিতে নাহিক আর,
বিনা দুর্গা পতিতোদ্ধারিণী।
আমার শপথ তোরে, আর যদি কহ কারে,
ধীর হয়ে অজ্ঞানের বাণী॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তকে রাজার পুরস্কার।

হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে।
পুরস্কার করে রাজা দিয়া নানা ধনে॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দিল যতেক যুবতী॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
খমক ঠমক শিঙ্গা সানি জগঝম্প॥
মৃদঙ্গ মুহরি বীণা বাজে বীরকালী।
দোসরী মুহুরী বাজে কাংস করতালি॥
কৌতুকে যৌতুক দিল যত বন্ধুজন।
রজত কাঞ্চন হার নানা আভরণ॥
নানা ধনে জামাতারে কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশভার॥
কেহ শ্বেত কেহ নেত কেহ পাটশাড়ী।
কুঙ্কুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি॥
বিদায় হইয়া বর কন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চরত্ন হাতে দিল রাজার মহিলা॥
হাঁসা ঘোড়া খাসাজোড়া সোনালিয়া জিন।
রাজহংস পারাবত খাসি জোড়া তিন॥
দশ সহচরী দিল সুশীলার সাথে।
নানাধন যৌতুক দিলেন নরনাথে॥
শয়ন ভোজন পান নির্ণয় করিয়া।
দিলেন কনকপাত্র ভাণ্ডারী আনিয়া॥
দ্বিগুণ করিয়া ডিঙ্গা দিলেন ভূপতি।
করে কুশে স্বস্তি বলি দিলেন শ্রীপতি॥
শিরে তুলি জামাতারে দিল দূর্ব্বাধান।
আশীষ করিল দোঁহে থাকিহ কল্যাণ॥
জামাতার হাতে কৈল কন্যাসমর্পণ।
শিশুমতি সুশীলার করিহ পালন॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
বিদায় হইয়া কৈল সুশীলা গমন॥
সুশীলার সঙ্গেতে বাঘব দ্বিজবর।
ধনপতি নরপতি গজের উপর॥
অনুব্রজী গেল রাজা রত্নমালার তীরে।
শ্রীমন্ত চড়িয়া চলে তুরঙ্গ উপরে॥
দাণ্ডায়ে রহিল লোক রত্নমালার ঘাটে।
সুশীলা চাপিল গিয়া গাস্তাবের পাটে॥
সবাকারে শ্রীমন্ত করিল সম্ভাষণ।
ধনপতির করে সবে চরণ বন্দন॥
কেহ লয় পদধূলি কেহ দেয় কোল।
নমস্কার আশীর্ব্বাদে হৈল গণ্ডগোল॥
বিদায় হইয়া সবে চাপিলেন নায়।
পিতা মাতা পদে শীলা মাগিল বিদায়॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সুশীলার গমনে রাণীর রোদন।

সুশীলা হইয়া কোলে, ভাসিল নয়ন-জলে,
রাজরাণী কান্দে উভরায়।
পদ্মিনী সমান ধন্যা, কারে দান দিলুঁ কন্যা,
কে তোমারে কোথা লয়ে যায়॥
তোমার বিহনে মোর, এ ঘর হইল ঘোর,
মোহেতে বিদরে মোর বুক।
পুষিয়া পালিয়া বালা, কারে সাজি দিলুঁ ডালা,
আর না দেখিব চাঁদমুখ॥

পঞ্চরত্ন—হীরক, মুক্তা, পদ্মরাগ, স্বর্ণ ও বিদ্রুম। অনুব্রজী—যিনি পশ্চাতে যাইতেছেন।

আন্ধার ঘরের মণি, যাবে মোর উজাবনী,
আর না হইবে দরশন।
ক্ষিতিতলে ঢালি গা, ললাটে হানয়ে ঘা,
কোশপাশ না করে বন্ধন॥
রাণীর ক্রন্দন শুনি, যত পুরনিতম্বিনী,
ধরণী লোটায়ে সবে কান্দে।
আকুল যতেক রামা, ক্রন্দনে নাহিক সীমা,
ধৈর্য্য হয়ে বুক নাহি বান্ধে।
উপদেশ কহে লোক, নিবারে রাণীর শোক,
শুভক্ষণে শীলা চড়ে নায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ,
হৈমব্রতী যাহার সহায়॥

— - —

ধনপতির স্বদেশ যাত্রা।

সুশীলা বলেন মা কাঁদিয়া কেন মর।
মনেতে ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর॥
রই ঘর চাপিয়া বসিল সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর॥
কার হাতে বাঁশ কার হাতে কেরোয়াল।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন বুহিতাল॥
এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়।
নেতের আঁচলে শীলা জননী ফিরায়॥
ক্রন্দন করয়ে সবে সুশীলার মোহে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের বোহে॥
কোথা হৈতে আইল বিদেশী সদাগর।
জিনিয়া চল্লিল রাজ্য সিংহলনগর॥
রত্নমালা বাহি ডিঙ্গা গেল বহু দূর।
নেউটিয়া গেল লোক আপনার পুর॥
পিতা পুত্রে উপনীত কালীদহের জলে।
তাহারে গঞ্জিয়া ধনপতি কিছু বলে॥
জানিলাম তোমারে কপট মায়ানদ।
বিপদ করালে তুমি দেখায়ে সম্পদ॥

অগস্ত্যমুনির যদি দরশন পাই।
তাঁহারে সহায় করি তোমারে শুকাই॥
নিজ প্রয়োজন-কথা কহিল শ্রীপতি।
অবধানে পুত্রমুখে শুনে ধনপতি॥
শ্রীপতি বলেন কেন দোষ রত্নাকর।
জননী ভবানীপদে মেগে লহ বর॥
দক্ষিণ পাটনে যবে করিলে গমন।
সতাই-বচনে ঘট করিলে লঙ্ঘন॥
সেইকালে অরিষ্ট হইল বহুতর।
জননী ভবানী-পদে মেগে লহ বর॥
ভকত-বৎসলা দেবী দেখি মোর মুখ।
প্রাণে না মারিল তোমা দিল বহু দুঃখ॥
শ্রীমন্তের বচনে হাসেন ধনপতি।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে দ্রুতগতি॥
চন্দ্রকূট পর্ব্বত খান যক্ষ রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
মোহানে সাতাখালি প্রবেশে হাঁড়খাল।
এড়াইল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
প্রকার প্রবন্ধে হাথিদহ হৈলা পার।
ডাহিনে সুমেরুশৃঙ্গ লঙ্কার দুয়ার॥
মনোহর দ্বীপখান রহিল দক্ষিণে।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিনে॥
চিত্রভঙ্গ দ্বীপখান সাধু কৈল বাম।
শঙ্খদহে দুই দণ্ড করিল বিশ্রাম॥
পুতিয়া রাখিয়াছিল গর্ত্তের ভিতর।
তুলিয়া লইল শঙ্খ নৌকার উপর॥
কড়িয়াদহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন।
উপাড়িয়া কড়ি লয়ে করিল গমন॥
ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রি দিন বেয়ে যায় হারামদের ডরে॥
মগধ মল্লদ্বীপখান বাহিল ত্বরিত।
জলোকার দহে ডিঙ্গা হৈল উপনীত॥
সর্পদহ কুম্ভীরদহ বাহে কর্ণধার।
বেলা অবসানেতে কাঁকড়াদহ পার॥

বুহিতাল—নৌকা-ওয়ালা। লঙ্ঘন—অবজ্ঞা। অরিষ্ট—অমঙ্গল। প্রকার প্রবন্ধে—কলে কৌশলে।

চিঙ্গড়ির দহ বাহে পরম হরিষে।
বিশ্রাম করিল আসি দ্রাবিড়েয় দেশে॥
এক দুই দিন নৌকা জলের মাঝে ভাসে।
উৎকলের কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে॥
বালিঘাটা রামপুব বাহিল ত্বরিত।
চুলভাঙ্গা চিলিকায় হৈল উপনীত॥
কোথায় রন্ধন কোথায় চিঁড়াখণ্ড দধি।
রাত্রিদিন বাহে সাধু লবণ-জলধি।
বামভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
উপনীত সদাগর সমুদ্রের কূলে॥
সেই স্থানে রহি করে প্রসাদ ভোজন।
দেউল নিছিয়া দিল পঞ্চমরতন॥
লোচন ভরিয়া সবে দেখে জগন্নাথ।
প্রসাদ ব্যঞ্জন সবে কিনে খায় ভাত॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল্ল গাবর॥
অঙ্গারপুরের খাল পশ্চাৎ করিয়া।
বাহিলেন কলাহাটি ধূলিগ্রাম দিয়া॥
দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীরখানা।
কেরোয়ালের ঝম ঝমি নদী জুড়ে ফেনা॥
ধনপতি বলিল নিকট হৈল দেশ।
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোণার মহেশ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্র দিন॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন॥
বাহ বাহ বলি কর্ণধার ঘন বলে।
আসিয়া ঠেকিল ডিঙ্গা মগরার জলে॥
মগরার জলে আসি বলে ধনপতি।
এই স্থানে ছয় ডিঙ্গা নিল পশুপতি॥
শিব শিব ব'লে সাধু জুড়িল ক্রন্দন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

মগরা দর্শনে ধনপতির খেদ।

মগরা, তরণী আমারে দেহ দান।
আমি নাহি করি দোষ, কেন কর অভিরোষ,
করিলে অনেক অপমান॥
ভাসিয়া তোমার জলে, সবে যায় কুতূহলে,
আমারে করিলে বিপরীত।
নায়ের নফর যত, সকল করিলে হত,
ডুবাইলে এ ছয় বুহিত॥
আমি যাব নিজ ধাম, শুনিয়া আমার নাম,
আসিবে সবার পরিজন।
যে জনার মৈল স্বামী, তারে কি বলিব আমি,
কি বলি করিব প্রবোধন॥
নানা রঙ্গ নানা রসে, আইলুঁ লভ্যের আশে,
বিনাশ করিলে মোর মূল।
বিদেশে মারিয়া পর, ঘর আইল সদাগর,
ঘোষণা রহিবে বুকে শূল॥
কারে লয়ে ঘরে যাই, মৈল সোমদত্ত ভাই,
এক নায়ে আঠার ভাগ্নিনা।
পুত্র তুমি যাহ ঘরে, আমি প্রবেশিব নীরে,
বিধি দিল দারুণ যন্ত্রণা॥
মৈল ছয় ভাই পো, তারে বড় মায়া মো,
কত মৈল কাণ্ডার বাঙ্গাল।
কাণ্ডার বাঙ্গাল যত, সকলি হইল হত,
রহিল হৃদয়ে শোক শাল॥
শুন পুত্র বলি বাণী, তুমি যাহ উজানী,
আমি আর না যাইব দেশ।
লহনা খুল্লনা জনে, দেশে আছে দুই জনে,
সমভাবে দেখিবে বিশেষ॥
লহনা খুল্লনা কাছে, পুরাতন চেড়ী আছে,
দুর্ব্বলা রাখিহ গৃহকাজে।
সম্ভাষা করিহ রাজা, শিবের করিহ পূজা,
খ্যাতি হবে উজানী সমাজে॥
শুন পুত্র বলি আর, সবিনয়ে পরিহার,
জানাইল নৃপতির পায়।

পশুপতি—মহাদেব। মূল—পুঁজি।

বিধি প্রতিকূল সাথে, আসিতে আসিতে পথে,
পিতা মোর মৈল মগরায় ॥
শুনিয়া বাপের কথা, শ্রীপতিরে লাগে ব্যথা,
অভয়াবে করেন স্মরণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ধনপতিব বিনষ্ট ধনাদি প্রাপ্তি।

এত বলি সদাগর কবে আত্মঘাতী।
মগরার জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি ॥
যেইক্ষণে সদাগব ঝাঁপ দিল নীবে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তেব শিবে ॥
মহামায়া গগনে হাসেন খল খল।
চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক হাঁটু জল ॥
একান্তে শ্রীমন্ত ভাবে চণ্ডীব চবণ।
বিষম সঙ্কটে রাখ বাপের জীবন ॥
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার স্মরণ।
দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখ পাইল দেবগণ ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
গিরিজা গণেশমাতা হরের ঘরণী ॥
এত স্তুতি কৈল যদি বেণেব নন্দন।
বরুণে ডাকিয়া মাতা বলিলা তখন ॥
চণ্ডী বিদ্যমানে সিন্ধু শিরে ধরি পাণ।
ডুবা ডিঙ্গা তুলিয়া দিলেন ছয় খান ॥
যতেক কাণ্ডার ছিল সুখের শয়নে।
যোগনিদ্রা ত্যজি সবে পাইল চেতনে ॥
কাণ্ডার বুলন বলে ধনপতি ভাই।
ঝড় বৃষ্টি দূরে গেল চল ডিঙ্গা বাই ॥
নিজপ্রয়োজনকথা বলে ধনপতি।
আমারে করিলা দয়া দেব পশুপতি ॥
শ্রীমন্ত চিন্তিল তথা চণ্ডীর চরণ।
এতেক সঙ্কটে মাতা করিলে রক্ষণ ॥
দুর্গতিনাশিনী মাতা মোরে করি দয়া।
ডুবান তরণী মাতা দিলা উদ্ধারিয়া ॥
পিতারে বুঝায়ে সাধু করে নিবেদন।
উদ্দেশে চণ্ডীর পদ করহ স্মরণ ॥
অসাধ্য সাধন দেখ চণ্ডীর চরণ।
মরিলে জীবন পায় হারাইলে ধন ॥
সঙ্কট-তারিণী মাতা সাধিলা সম্মান।
মরিল রাজার সেনা দিলা প্রাণদান ॥
বিবাদ কবিয়া ডিঙ্গা ডুবাইলা জলে।
বরুণের গোচরে রাখিলা সেই কালে ॥
কৃপা কবি ভগবতী দিলা পুনর্ব্বার।
সেই মত আছে যত নায়ের নফর ॥
সঙ্কটতারিণী মাতা বিপদকুশল।
সেবকবৎসলা মাতা পরম মঙ্গল ॥
উজানীতে গেলে দিব শতেক ছাগল।
কর্ণধাবে আজ্ঞা দিল ডিঙ্গা বেয়ে চল ॥
অভয়াব চবণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

ভাগীবথীব তটবর্ণন।

ধনপতি বলে ভায়া, ত্বরিত চলহ বাইয়া,
বাহ ডিঙ্গা হয়ে একমন।
চিরদিন পরবাসে, ত্বরিতে চলহ দেশে,
উদ্ধার করিল পঞ্চানন ॥
বাহ বাহ কর্ণধারে, ঘন ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
দেশের হাবেশে ধনপতি।
দিন যায় কল্প কল্প, কণ্টক সমান তল্প,
তরণী চলায় লঘুগতি ॥
এড়াইয়া মগবায়, রাত্রি দিন ডিঙ্গা বায়,
দূর পথ ক্ষণেকে নিয়ড়।
বাজায় ঠমক শিঙ্গা, রাত্রি দিন বায় ডিঙ্গা,
উত্তরিল সাধু হেতেগড় ॥
কালীপাড়া মহাস্থান, কলিকাতা কুচিনান,
দুইকূলে বসাইল হাট।

হাবেশে—উৎকণ্ঠায়। তল্প—বিছানা। নিয়ড়ে—কাছে।

পাষাণে রচিত ঘাট, দুকূলে যাত্রীর ঠাট,
কিঙ্করে বসায় নানা নাট ॥
বায় ডিঙ্গা নিরন্তর, ডাহিনে হালিসহর,
ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
বিশ্রাম করিয়া তথি, স্নান করে ধনপতি,
ডিঙ্গা পূরে নানা ধন কিনি ॥
কোঙর নগর নাম, বেয়ে যায় অবিশ্রাম,
বামে কোদালিয়া গুপ্তিপাড়া।
অম্বিকা সহর দিয়া, সদাগর যায় বাইয়া,
বাহ বাহ বলি পড়ে সাড়া ॥
ডানি বামে যত গ্রাম, তার কত লব নাম,
বায়ুবেগে চালায় তরণী।
গাবরে তরণী বায়, অজয় বাহিয়া যায়,
যোজনেক রহিল উজানী ॥
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব, বলে ধনপতি দত্ত,
কর্ণধার যাহ মমপুরে।
লহনা খুল্লনা যথা, জানাও কুশল তথা,
পুত্রবধূ বরণের তরে ॥
দিবানিশি তুয়া সেবি, রচিল মুকুন্দ কবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উরগো কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

ধনপতির নিজালয়ে দূতপ্রেরণ।

আদেশিল ধনপতি যদি কর্ণধারে।
দণ্ডমাত্রে কর্ণধার গেল নিজপুরে ॥
বেগে ধায় কর্ণধার সাধুর আবাস।
নাহি জিজ্ঞাসিতে বার্ত্তা কহে স্পষ্ট ভাষ ॥
সহাস্য বদনে কহে সাধুর বারতা।
আইল শ্রীপতি দত্ত উদ্ধারিয়া পিতা ॥
সুকৃতি তোমার পুত্র ভুবনে বিদিত।
এখনি দেখিবে তারে বধূর সহিত ॥
পুত্রের বারতা পেয়ে হৈল আনন্দিত।
উঠানে টাঙ্গায় চান্দা রজ্জু চারিভিত ॥
দুর্ব্বলা ডাকিয়া আনে এয়ো সপ্তজন।
ডিঙ্গা মঙ্গলিতে রামা করিল গমন ॥
দূর হইতে জননীরে দেখিয়া শ্রীপতি।
সম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁর পায়ে করে নতি ॥
সত্বরে খুল্লনা রামা পুত্র করি কোলে।
অভিষেক কৈল দুই লোচনের জলে ॥
ভ্রমরার কূলে আসি এয়ো সাতজন।
উতরিয়া পুত্রবধূ নিল নিকেতন ॥
নিছিয়া ফেলিল রামা ডিঙ্গা মধুকর।
নানাধন লয়ে ধনপতি আইল ঘর ॥
এয়োগণে সদাগর দিলেন ভূষণ।
বিদায় হইয়া সবে গেল নিকেতন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

বর-কন্যার গৃহে গমন।

ডিঙ্গা ছাড়ি চাপে দোলা, সঙ্গে রাজকন্যা শীলা,
শিরে স্বর্ণ-মুকুট ভূষণ।
বাজায় মঙ্গল পড়া, জগঝম্প ডম্প কাড়া,
আগে পাছে বাজায় বাজন ॥
গায় সুমঙ্গল গীত, সবে হৈল আনন্দিত,
বৃদ্ধ যুবা তনয়া তনয়।
উজানীর যত লোক, সবার ঘুচিল শোক,
বর-কন্যা দেখিবারে ধায় ॥
আকুল কুন্তলভার, না জানে পড়িল হার,
একপদে আরোপি নূপুর।
কার বা নূপুর হাতে, বসন নাহিক মাথে,
কেহ বলে আইসে কত দূর ॥
এক কর্ণে অবতংস, উপরে বসন অংশ,
নাহি জানে কোন রামাগণ।

উতরিয়া—নামাইয়া।

ধায় কোন শশিমুখী, অঞ্জনিয়া এক আঁখি,
এক করে অঞ্চলবসন ॥
অবরোধে কোন নারী, বারি হৈতে নাহি পারি,
গবাক্ষে করয়ে সচকিত।
গবাক্ষে আরোপি মুখ দেখিয়া পরম সুখ,
বর-কন্যা রূপেতে উদিত ॥
নগরে খেলার ভাই, শ্রীমন্তের মুখ চাই,
প্রেমযুত-পূর্ণিত-লোচন।
পুলকে পূর্ণিতকায়, কেহ নাচে কেহ গায়,
কেহ কেহ দেয় আলিঙ্গন ॥
বন্দিয়া ত গুরুজন, সাধু আইল নিকেতন,
মাতা আইল তারে মঙ্গলিতে।
শিরে দিয়া দূর্ব্বাধান, নিছিয়া ফেলিল পাণ,
পুত্রবধূ আনিল গৃহেতে ॥
পাছে ধনপতি দত্ত, সিংহলের যত বিত্ত,
বলদে শকটে আনে ঘরে।
লহনা খুল্লনা তথা, জিজ্ঞাসে স্বামীর কথা,
নিজপতি চিনিতে না পারে ॥
গুণরাজ মিশ্রসুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিল অনেক পুরাণ।
গোবিন্দ-পদারবিন্দ, বিগলিত মকরন্দ,
তাহে অলি শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

জননীর নিকটে শ্রীমন্তের সিংহলের দুঃখ নিবেদন।

শুন শুন ওগো মা, পাইলুঁ দুঃখের ঘা,
বিশেষ কহি গো সব কথা।
রোগশোকদুঃখখণ্ডী, পূজা না করিয়া চণ্ডী,
তেঁই হৈল পঞ্চম অবস্থা ॥
চণ্ডীর হয়েছে ক্রোধ, সেই হেতু পায়ে গোদ,
গায়ে দাদ কেশ নাহি মাথে।
অন্ন কষ্টে খায় নীর, তেঁই গায়ে শতশির,
এত দুঃখ ধরিয়া বিপথে ॥
বাপের উদ্দেশ আশে, গেলাম সিংহল দেশে,
বান্ধা গেলাম শমনের পাশে।
দুস্তর সিন্ধুর জল, বাহিলুঁ দুর্গম স্থল
কেবল তোমার উপদেশে ॥
সম্ভাষিয়া মহীপাল, কহিব উত্তর কাল,
সিংহলের যত বিবরণ।
যদি হয় পঞ্চমুখ, তবে নিবেদিয়ে দুঃখ,
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পিতাপুত্রে রাজসম্ভাষণে গমন।

শকটে আরোপি শঙ্খ-চন্দনের ভরা।
পিতা পুত্রে কৈল রাজসম্ভাষণে ত্বরা ॥
ভার দশ দধি খণ্ড কলা মর্ত্তমান।
দোখণ্ড সুরস গুয়া বিড়া বান্ধা পাণ ॥
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
পার্ব্বত্য টাঙ্গন নিল সফরিয়া ভেড়া ॥
কান্দি বান্ধি লইল রাঙণ নারিকেল।
ঘড়ায় ভরিয়া নিল লাড়ু গঙ্গাজল ॥
রাজহংস পারাবত নিল জোড়া জোড়া।
খান দশ সগল্লাদ খান দশ গড়া ॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
আগে পাছে লয়ে ধায় শত শত জন ॥
রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত ॥
রাজা বলে কহ সাধু সিংহলের কথা।
বড় কার্য্য কৈলে তুমি উদ্ধারিলে পিতা।
বলে সাধু শ্রিয়পতি রাজার ইঙ্গিতে।
রাত্রি দিন দুই মাস যাই নৌকা পথে ॥
জল বিনা বিশ্রাম করিতে নাহি স্থল।
কত দিনে গিয়া রায় পাইলুঁ সিংহল ॥
কালীদহ নামে তথা আছে এক হ্রদ।
তাহে ফুটে কমল কুমুদ কোকনদ ॥

অঞ্জনিয়া—কাজল পরিয়া। বারি—বাহির। ঘা—আঘাত।

কমলের উপরে বসিয়া বরনারী।
ক্ষণে গ্রাস করে ক্ষণে উগারয়ে করী॥
জাগরণে স্বপন প্রকার অপরূপ।
প্রতিজ্ঞা করিল শুনি সিংহলের ভূপ॥
প্রতিজ্ঞায় পরাজয়ি রাজা নিল ধন।
মশানে কোটাল নিল বধিতে জীবন॥
বিষম সঙ্কটে পূজা কৈলুঁ ভগবতী।
চণ্ডিকা আইল তথা ব্রাহ্মণী জরতী॥
আমারে মাগিল চণ্ডী না দিল কোটাল।
এই হেতু চণ্ডী রণ করিল বিশাল॥
পরাজয়ে রাজা কৈল কন্যা অঙ্গীকার।
বন্দিদান লয়ে কৈলুঁ পিতার উদ্ধার॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
খল খল হাসে পাত্র মিত্র নরপতি॥
পাত্র বলে হেন কথা কোথাও না শুনি।
মনুষ্যের হেতু রণ করেন ভবানী॥
বিরিঞ্চি মাধব প্রজাপতি পুরন্দর।
ধ্যানেতে চরণ যাঁর না পায় অন্তর॥
সওদা করি বুল বেটা পাটনে পাটনে।
তোমারে চণ্ডিকা দেখা দিল কোন গুণে॥
আছিল রাজার পাত্র নামে স্ফুটভাষী।
সাধুর বচনে তার উপজিল হাসি॥
তুমি যে চণ্ডীর দাস দেখি সর্ব্বজনে।
এক্ষণে দেখাও যদি কামিনী বারণে॥
শুনিয়া পাত্রের বাক্য বলে নরপতি।
এই যদি সত্য হয় দিব জয়াবতী॥
এই যদি সত্য নহে বেণের নন্দনে।
আমি বলি দিব তোরে উত্তর মশানে॥
রাজা সাধু দোঁহে কৈল প্রতিজ্ঞা-পূরণ।
মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন॥
হাসে সর্ব্বজন মুখে আরোপি বসন।
শ্রীমন্তের বোলে না প্রত্যয়ে কোনজন॥
স্ফুটভাষী পাত্র বলে শুনহ গোঁসাই।
বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশ কেন নাই॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

উত্তর মশানে শ্রীমন্তের প্রতি চণ্ডীর দয়া।

ক্রোধিত হইল রাজা সাধুর বচনে।
মিথ্যা কথা কহ বেটা আমার সদনে॥
উত্তর মশানে বলি দিব রে শ্রীপতি।
নহে হেথা কমলে দেখাও গজপতি॥
একে কোটালিয়া তাহে রাজ-আজ্ঞা পায়।
করে ধরি সদাগরে সভাতে উঠায়॥
ঢেকা মারি লৈয়া যায় উত্তর-মশানে।
সাধু বলে নরপতি এত ক্রোধ কেনে॥
তোমার ভরসা কবি বিদেশীর ঠাঁই।
দৈবদোষে স্বদেশে তোমার কৃপা নাই॥
শ্রীমন্ত বলেন রক্ষা কর মহামায়া।
উজানীতে আসিয়া বারেক কর দয়া॥
বিক্রমকেশরী হৈল সিংহলের রাজা।
উজানীতে আসিয়া বারেক লহ পূজা॥
তোমা বিনা কে মোর করিবে প্রতিকার।
সেবক বলিয়া মাতা করহ উদ্ধার॥
দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখী হৈল সুরপতি।
বলে জিনি অরি তার নিল ধন ক্ষিতি॥
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়॥
রাবণের বধ হেতু মিলিয়া দেবতা।
তোমারে বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥
ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ।
তবে ত রাবণ হৈল সবংশে নিপাত॥
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে॥
নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিল ভগবতী।
দুই অসুরের বধ নারায়ণে মতি॥

বোধন—জাগান, জাগন।

সদাগর স্তবন করয়ে এক চিতে।
হেনকালে অভয়া আছিলা ইলাবৃতে।
স্তুতিমাত্রে গগনে উরিলা ভগবতী।
সাধুকে হানিতে যথা নিল নিশাপতি॥
কোটালিয়া শ্রীপতিরে কাটিবারে তোলে।
চণ্ডিকা কোটালে ঠেলি সাধু কৈলা কোলে॥
দেবীকে প্রহার করে কোটালের সেনা।
দেবীর ইঙ্গিতে ধায় ষোলকোটি দানা।
দানাকে প্রহার করে কোটালের গণে।
আঁকড়ি করিয়া লয়ে পূরিছে বদনে॥
পড়িল সকল সেনা হয়ে গাদাগাদি।
উত্তর-মশানে বহে রুধিরের নদী॥
শত শত জনে পাতিলেক অসি ঢাল।
একে একে ধরি দানা লয়ে পূরে গাল॥
ভগ্নপাইক কহে গিয়া নৃপের সদনে।
উত্তর-মশানে মৈল যত সেনাগণে॥
তোমার আজ্ঞায় সাধু নিলাম মশানে।
এক বুড়ী আসি সব করিল নিধনে॥
শুনিয়া ধাইল রাজা বিক্রমকেশরী।
পাত্র মিত্র সঙ্গে লয়ে ধর্ম্ম-অধিকারী॥
শ্রীমন্ত বসিয়া আছে অভয়ার কোলে।
গলায় কুঠার বান্ধি পড়ে পদতলে॥
জীয়াইয়া দেহ মোর মৃত সেনাগণ।
তবে জয়াবতী আমি করি সমর্পণ॥
এতেক শুনিয়া চণ্ডী হইলা ব্রাহ্মণী।
কমণ্ডলু জল দিয়া জীয়ায় বাহিনী॥
রাজা বলে দেখাইলে কমলের বন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া কন্যা করি সমর্পণ॥
এতেক বচন যদি শুনিলা ভবানী।
মায়াময় হৈল নদ দেখে নৃপমণি॥
মায়া পাতিলেন গৌরী হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥
অমলা কমল হৈল পদ্মা কবিবর।
হাসিতে লাগিল শতদলের উপর॥
মায়াময় হৈল নদ দেখে নরপতি।
জানিল মনুষ্য নয় সাধু শ্রিয়পতি॥
ভ্রমরাতে ভবানী পাতিল অবতার।
মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গলের সার॥

বিক্রমকেশরীর কমলে কামিনী দর্শন।

মায়াময় হৈল নদ, তথি হৈল কালীহ্রদ,
দুকূল হানিয়া বহে জল।
কমল কানন তায়, চঞ্চল দক্ষিণ বায়,
অলিকুল করে কোলাহল।

দেখে রাজা ভ্রমরার জলে।
ভুবনমোহিনী নারী, উগারিয়া গিলে করী,
অধিষ্ঠান করিয়া কমলে॥
শ্বেত-রক্ত-নীল-পীত, শতদল বিকশিত,
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
এমন সবার জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান,
দেখি বহু কুসুম সম্পদ॥
কনক কমল রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা উমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
কলাপি-কলাপ কেশ, ভুবনমোহন বেশ,
পায়ে শোভে কনক নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কারে শোভা,
রবির কিরণ করে দূর॥
বালা অতি কৃশোদরী, ভার দুই কুচগিরি,
নিবিড় নিতম্ব অতি ভার।
বদন ঈষদ মেলে, কুঞ্জর উগারি গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকার॥
দুই করে শোভে শঙ্খ, ভুবন মোহন রঙ্ক,
মণিময় মুকুট কুণ্ডল।

গণে—দলে, স্বপক্ষে। ভগ্নপাইক—যে পদাতিক যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া জ্ঞাতব্য সংবাদ রাজাকে প্রদান করে। বাহিনী—সেনাদল।

ভূরুযুগ কামধনু, ললাটে প্রভাত-ভানু,
কটাক্ষে টলায় ভূমণ্ডল ॥
বামার ঈষদ হাসে, কুঞ্জর উগারি গ্রাসে,
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদন-কমল গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত কত শত ধায় অলি ॥
পদ্মপাতে করি ভর, গিলে রামা করিবর,
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্র মিত্র পুরোহিত, দেখে সবে আনন্দিত,
শ্রীমন্তেরে করে পুরস্কার ॥
দেখি রাজা সবিস্ময়, মেগে নিল পরাজয়,
কুঠার বন্ধন করি গলে।
শ্রীমন্তে করিল মান, নিজ কন্যা দিতে দান,
উমা গেলা গগনমণ্ডলে ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

———

জয়াবতীর বিবাহ।

নৃপতি পুণ্যবান, জয়াকে দিতে দান,
করিল বেলা শুভক্ষণ।
আরোপি হেমঘটে, যুগল করপুটে,
গণেশ করিল আবাহন ॥
নৃপতি অভিলাষ, কন্যার অধিবাস,
করিল বেদের বিধান।
কপাল জুড়ি ফোঁটা, বসিল দ্বিজ-ঘটা,
সভায় বেদ উচ্চারণ ॥
জয়া রূপবতী, হরিদ্রাযুত ধুতি,
পরিয়া বসিল আসনে।
যতেক বিপ্রমুনি, করে বেদধ্বনি,
কন্যার গন্ধাধিবাসনে ॥

স্বস্তিক সিন্দূর, কজ্জল কর্পূর,
শঙ্খ দিল যথাবিধি।
মহী গন্ধ শিলা, দূর্ব্বা পুষ্পমালা,
ধান্য ফুল ঘৃত দধি ॥
বান্ধিল করে সূত্র, প্রশস্ত দীপ পাত্র,
মস্তকে করিল বন্দনা।
সুবর্ণ সিঁথি শিরে, অঙ্গুরী দিয়া করে,
করিল আশীষ যোজনা ॥
রজত দর্পণ, তাম্র গোরোচন,
সিদ্ধার্থ চামর চন্দন।
মোদক দিয়া লাজ, পূজিল চেদিরাজ,
করেন গন্ধাধিবাসন ॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পূজা করি,
দিলেন বসুধারা দান।
বসুর পূজা আদি, করিল যথাবিধি,
নান্দীমুখের বিধান ॥
কক্ষে হেমঝারি, রাজার সুন্দরী,
জল সহে ঘরে ঘরে।
যতেক এয়ো মেলি, দেয় হুলাহুলি,
মঙ্গল আচার করে ॥
অধিবাস আদি, সাধু যথাবিধি,
করিল বেদের বিধানে।
করিয়া নানা ছন্দ, সুকবি মুকুন্দ,
অভয়া-মঙ্গল ভণে ॥

———

রাজা করে কন্যাদান, দ্বিজগণে বেদ গান,
নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি, পটহ দুন্দুভি বেণী,
আনন্দিত নৃপতি কেশরী ॥
পাটে চড়ে রূপবতী, প্রদক্ষিণ করে পতি,
শুভক্ষণে দুজনে চাহনি।
দিলেন পতির গলে, আপনার কণ্ঠমালে,
রামাগণে দেয় জয়ধ্বনি ॥

মেগে নিল—স্বীকার করিল।

অভয়ার অনুকূলে, করে কুশ গঙ্গাজলে,
নৃপতি করেন কন্যাদান।
রথ গজ ঘোড়া দোলা, কলধৌত-কণ্ঠমালা,
দিয়া জামাতার কৈল মান॥
মৃদঙ্গ বাজয়ে পড়া, দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থিছড়া,
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম, লাজাহুতি কৈল হোম,
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি॥
দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে, ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে,
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায়॥

ধনপতির হর-গৌরী দর্শন।

শ্রীমন্তকে রাজা যদি করে কন্যাদান।
নানাধন দিয়া তার সাধিল সম্মান॥
ভোজন করিল সাধু ক্ষীরখণ্ড ঝোলে।
শয়ন করিল রাজকন্যা করি কোলে॥
রাম রাম স্মরণেতে রজনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে গেল নিশানাথ॥
কুসুম-শয্যায় সাধু ছিল নিদ্রাভোলে।
নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
খমক ঠমক শিঙ্গা সানি জগঝম্প॥
কৌতুকে যৌতুক দেয় যত বন্ধুজন।
বসন কাঞ্চন-হার বিবিধ ভূষণ॥
কেহ শ্বেত কেহ নেত কেহ পাটশাড়ী।
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি॥
বিদায় হইয়া বরকন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চরত্ন হাতে দিল রাজার মহিলা॥
রাজ পথে যায় সাধু নগরে নগরে।
ধনপতি লয়ে কিছু শুনহ উত্তরে॥
ধ্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
পার্ব্বতী হইল তাঁর অর্দ্ধ কলেবর॥
বামভাগে সিংহ রহে দক্ষিণেতে বৃষ।
বামভাগে চণ্ডী রহে দক্ষিণে মহেশ॥
বিভূতি-ভূষণ-হর স্ফটিক বরণ।
বাম ভাগে হৈলা গৌরী বরণ কাঞ্চন॥
অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দুর।
ডানি কর্ণে অহি রহে বামে কর্ণপুর॥
বামকরে শঙ্খ সব্যে ভুজঙ্গ বলয়।
কেবল ভাবিতে হর ধ্যান নাহি রয়॥
অর্দ্ধ অঙ্গে শিব শিবা রহেন ধেয়ানে।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমানে॥
দুই জনে একতনু মহেশ-পার্ব্বতী।
না জানিয়া এত দুঃখ হৈল মূঢ়মতি॥
চর্ম্মচক্ষে তোমা আমি না চিনিলুঁ মা।
এই হেতু আমার ডুবিল ছয় না॥
না জানিয়া তোমা সহ হইলাম দ্বন্দ্বী।
এই হেতু দ্বাদশ বৎসর হৈলুঁ বন্দী॥
দোষ ক্ষমা করি মোর লহ পুষ্পজল।
অন্তকালে চরণ-কমলে দিও স্থল॥
পূজা সাঙ্গ করিয়া দিলেন বিসর্জ্জন।
শুভক্ষণে বরকন্যা আইল নিকেতন॥
উত্থানের ডালা সজ্জা করিল লহনা।
জয় দিয়া পুত্রবধূ করিল উত্থনা॥
শ্রীমন্তে সুশীলা কিছু করে অভিমান।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

সপত্নী দর্শনে সুশীলার অভিমান।

কান্দে শালবানের নন্দিনী।
এলায়ে কুন্তলভাঁর, ত্যজি নানা অলঙ্কার,
স্বামীকে গঞ্জিয়া বলে বাণী॥

জন্ম হৈল সুখ স্থলে, ছিলাম মায়ের কোলে,
না জানিলাম দুঃখের বারতা।
অলপ বয়সে দুখ, ধরণে না যায় বুক,
কোন দোষে দিলে মোরে সতা॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা, ত্যজিয়া আইলাম এথা,
তোমারে করিলুঁ আমি সার।
তুমি যদি হৈলা বাম, জীয়া মোর কিবা কাম,
দুই কুলে রহিল খাখার॥
খলের বচন কিবা, যেমন কূর্ম্মের গ্রীবা,
প্রবেশয়ে ভিতর বাহিরে।
সুকৃতি জনের অন্ত, যেমন কুঞ্জর দন্ত,
বারি হৈলে না যায় অন্তরে॥
চিরকাল থাক জীয়া, আর কর সাত বিয়া,
শীলা মাঙ্গে সিংহল-বিদায়।
শুন প্রভু বলি কাম, অন্তরে না হবে বাম,
সাজন করিয়া দেহ নায়॥
শীলা ভাষে কোপানলে, শ্রীপতি করুণ বোলে,
না বলিহ মোরে মিথ্যাভাষী।
রাজা করে কন্যাদান, আমি কি বলিব আন,
সতা নহে জয়া তোমার দাসী॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা, যে মোর আছয়ে যথা,
সব ত্যজি পাইলুঁ তোমারে।
আমি তোকে বলি ক্ষেম, তুমি না করিলে প্রেম
দুই কুল বহিল শীলা রে॥
আনি ভৃঙ্গারের বারি, পাখালে খুল্লনা নারী,
প্রেমবতী বধূর বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিল বন্ধ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

চণ্ডীর জরতীবেশে শ্রীমন্তকে
যৌতুক দান।

মাথায় চণ্ডীর বারি, লইয়া খুল্লনা নারী,
নানারত্ন বিলায় ভাণ্ডারে।
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া, শঙ্খ বাজে জোড়া জোড়া,
ঘন দেয় জয় জয়াকারে॥
দুই জায়া দুই পাশে, শ্রীমন্ত বসিল বাসে,
যৌতুক দেয় যত বন্ধুগণ।
বসন কাঞ্চন-হার, দিয়া করে ব্যবহার,
কেহ দেয় বিবিধ-ভূষণ॥
হীরা নীলা মতি পলা, ভরিয়া কনক-থালা,
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা ধান।
জরতী ব্রাহ্মণী বেশে, উরিলা সাধুর বাসে,
আইলা যৌতুক দিতে দান॥
চতুর সাধুর বালা, বুঝিয়া চণ্ডীর ছলা,
দণ্ডবতে পড়িল চরণে।
মায়েরে কহিল বাণী, এইরূপে নারায়ণী,
মোরে রক্ষা করিল মশানে॥
শুনিয়া পুত্রের কথা, খুল্লনা পুলকযুতা,
বসাইল কনক আসনে।
দেয় রামা হাত সান, ধনপতি ত্যজি মান,
দণ্ডবতে পড়িল চরণে॥
ক্রোধে ভাষে ভগবতী, উঠ উঠ ধনপতি,
এমত মিনতি কি কারণে।
কত কৈলে তিরস্কার, এবে কর নমস্কার,
সে সব নাহিক তোর মনে॥
স্মরিয়া পূর্ব্বের দোষ, অভয়া করিল রোষ,
গর্জ্জিয়া বলেন নারায়ণী।
তুমি পুরুষের রাজা, মেয়ের করিবে পূজা,
তোর ঘরে কেবা খাবে পানী॥
মেয়ে দেব পূজা করি, হইবে শিবের অরি,
কেন তুমি পূজ নারায়ণী।
তোরে আমি বলি বাণী, না পূজহ নারায়ণী,
পূজন করহ শূলপাণি॥
দেখিয়া চণ্ডীর রোষ, করিবারে পরিতোষ,
মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে।
এই সাধু মূঢ়সমা, যদি না করিবে ক্ষমা,
মায়ে পোয়ে কাতি দিব গলে॥

সব্যে—দক্ষিণে। উথনা—বমন করা।

অনুকূল দোঁহা প্রতি, হইলা সদয় মতি,
কোপ দূর করিলেন মনে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণে॥

চণ্ডীর বরে ধনপতির সুন্দরস্বরূপ প্রাপ্তি।

লজ্জা খণ্ডি কহি আমি আপন মরম।
তুমি কি না জান পতিব্রতার ধরম॥
সতী মানে পতি নারায়ণ-সমতুল।
পরের পুরুষ যেন সিমুলের ফুল॥
যবে ছিল ওগো মাতা স্বামী মোর কোলে।
পরশ হইলে অঙ্গ হইত শীতলে॥
পূর্ব্বে ছিল মোর স্বামী হেম-কলেবর।
এখন পরশে অঙ্গ হয় জর-জর॥
লোণা পানী খেয়ে সাধুর লাউ পানা পেট।
শ্বাস কাশ মাথাব্যথা শির করে হেঁট॥
খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয় হইয়া।
কিঙ্করীর সম্বন্ধে সাধুকে কৈল দয়া॥
যেইক্ষণে সদাগর নিবারিল ক্রোধ।
সেইক্ষণে ঘুচাইল পদযুগে গোদ॥
যেইক্ষণে কৃপাদৃষ্টি করিল ভবানী।
সেইক্ষণে লোচনের ঘুচাইল ছানি॥
অভয়া সাধুরে যদি চান কৃপাদৃষ্টে।
সেইক্ষণে কুঁজভার ঘুচাইল পৃষ্ঠে॥
চণ্ডীর পায়ের ধুলা গায়ে মাখে সাধু।
সেইক্ষণে ঘুচিল গায়ের ব্যথা দাদু॥
অভয়া করিল যদি কৃপাবলোকন।
সদাগর হৈল যেন অভিন্ন মদন॥

অষ্টমঙ্গলা।

শ্রবণ-মঙ্গল-কথা, দেবীর পূজার গাথা,
শুনিলে বিপদ-প্রতিকার।
এই ব্রত ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ,
কলিযুগে হইল প্রচার॥
নাহি ছিল ত্রিভুবন, একা ছিল নারায়ণ,
অন্ধকারে ভাবে ভগবান।
পেয়ে তাঁর কৃপাদৃষ্টি, বিধাতা করিল সৃষ্টি,
ত্রিভুবন করিল নির্ম্মাণ॥ ১॥
পাষণ্ড জনের পক্ষ, বিরিঞ্চি তনয় দক্ষ,
তার আমি হইলুঁ দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতী, বিভা কৈল পশুপতি,
সুরলোকে হইলুঁ পূজিতা॥
পিতৃমুখে পতিকুৎসা, দেহ ত্যাগে কৈলুঁ ইচ্ছা,
পিতৃলোকে বিপদদায়িনী।
হরে তার সেই অঙ্গ, কৈলুঁ তার মখভঙ্গ,
দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ-কারিণী॥ ২॥
মেনকা উদরে জাতা, হইলুঁ শিখরি-সুতা,
তপস্যা করিলুঁ হর হেতু।
মোর বিবাহের তরে, ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে,
হরকোপে মৈল মীনকেতু॥ ৩॥
কংস নদীর কূলে, তমাল তরুর মূলে,
বিশ্বকর্ম্মা দেহারা নির্ম্মাণ।
হয়ে অলক্ষিত রূপে, স্বপন কহিয়া ভূপে,
পূজা লৈলুঁ নৃপতির স্থান॥ ৪॥
পূজা লয়ে যাই বাস, পুণ্ড কৈল আদ্দাস,
তার পূজা লৈলুঁ বিজুবনে।
লইয়া পশুর পূজা, সিংহেরে করিয়া রাজা,
স্থাপিলাম দণ্ডক কাননে॥
বাসব পূজেন হর, ফুল জোগায় নীলাম্বর,
ছলে নিলুঁ ব্যাধের ভবনে।
নাম হৈল কালকেতু, সম্বল উপায় হেতু,
প্রতিদিন বধে পশুগণে॥ ৫॥

দাদু—দাদ্।

নানাবিধ স্তববাণী, পশুর গোহারি শুনি,
অভয় দিলাম সেই বনে।
আপনি গোধিকা বেশে, অবতরি বনদেশে,
মহাবীরে দিলুঁ দরশনে॥
আইলাম দিতে বর, দরিদ্র ব্যাধের ঘর
কোপে বান্ধি দিল চারি পদ।
লইল আপন বাসে, ধরি আমি নিজ বেশে,
খণ্ডাইলুঁ বীরের বিপদ॥
মোর বাক্যে দিয়া মন, কাটিল গহনবন,
বসায় নগর গুজরাট।
নগর চত্বর মাঠে, নাট গীত গুজরাটে,
চৌরাশী বাজার গোলাহাট॥
দুর গেল শাপ-কাল, বন্দী কৈল ক্ষিতিপাল,
স্বপন কহিলুঁ নৃপবরে।
বসাইয়া নিজ পাটে, রাজা কৈলুঁ গুজরাটে,
মোরে পূজে গেল স্বর্গপুরে॥ ৬॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকী বালা, নাম তার রত্নমালা,
তাল ভঙ্গে আনিলাম ক্ষিতি।
কৈলুঁ তার অভিধান, খুল্লনা হইল নাম,
মাত্রা রম্ভা পিতা লক্ষপতি॥
দ্বাদশ বৎসর বেলা, সখীসঙ্গে করে খেলা,
পায়রা উড়ায় ধনপতি।
সন্ধানেতে দিল হানা, নিজ গৃহে যাইতে কাণা,
তোমার আঁচলে কৈল স্থিতি॥
তোমা দেখি ধনপতি, পাঠাইল দ্বিজ তথি,
সম্বন্ধ করিল বিচারিয়া।
দ্বিজ আইল উজানী, কহিল সকল বাণী,
ধনপতি তোমা কৈল বিয়া॥
রাজা সারী শুয়া পায়, পিঞ্জর আনিতে তায়,
গেল সাধু গৌড় পাটনে।
ছাগল রাখিতে বনে, অসন্তোষ পাও মনে,
আনি দিলুঁ স্বামী নিকেতনে॥ ৭॥
ছলিয়া আনিলুঁ পূর্ব্বে, জন্মাইলুঁ তোর গর্ভে,
মালাধর গন্ধর্ব্ব-নন্দন।

ছাগল রক্ষণ তরে, জ্ঞাতি বন্ধু ছল ধরে,
প্রতিকার করিলুঁ তখন॥
নাহি লয় নিমন্ত্রণ, সাধু অসন্তোষ মন,
তুমি মোরে করিলে স্মরণ।
নানাবিধ স্তুতি শুনি, আসি পুরী উজানী,
তোমারে দিলাম দরশন॥
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, নাহি খায় অন্ন জল,
পরীক্ষায় কৈলুঁ শুদ্ধমতি।
শঙ্খ চন্দনের তরে, ধনপতি সদাগরে,
রাজা দিল সিংহলে আরতি॥
সিংহলে চলিল পতি, তুমি আছ গর্ভবতী,
উত্তম বিচাব করি মনে।
দৈবদোষে ধনপতি, মোর ঘটে মারে লাথি,
তোমা দেখি কৈলুঁ পরিত্রাণে॥
উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি সাত নায়,
কালীদহে হৈল উপনীত।
বিকচ কমল দলে, কন্যা হয়ে গজ গিলে,
বাজার সভার হৈল ভীত॥
গেল সাধু রাজধানী, কহিল সকল বাণী,
রাজা সাধু আসি কালীদয়।
না দেখি কমল বন, নৃপতি ক্রোধিত মন,
বন্দী করি রাখিল তাহায়॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী, করাইলুঁ নিরানন্দী,
করিলাম বাদের সুসার।
ব্রতদাসী তুমি আমা, ছাড়িতে না পারি তোমা,
দিলুঁ পুত্র শ্রীপতি কুমার॥
ব্যয় করি বহুবিত্ত, শিখাইলে বিদ্যাতত্ত্ব,
যতনে রাখিয়া সুপণ্ডিত।
গুরুসনে কৈল দ্বন্দ্ব, গুরু তারে বলে মন্দ
সিংহলে চলিল আচম্বিত॥
উপনীত মগরায়, ঝড় বৃষ্টি সাত নায়,
বিপদে পাইল অব্যাহতি।
কালীদহে অবতরি, কমলে কামিনী করী,
দেখিল কুমার শ্রিয়পতি॥

কাণা—ভয়ে অন্ধপ্রায় হইয়া।

গেল ছিরা রাজধানী, কহিল কৌতুক বাণী,
রাজাসনে আসি কালীদয়।
না দেখি কমল বন, নৃপতি ক্রোধিত মন,
কাটিবারে নিল তোর পোয়
ছিরা কৈল স্মরণ, আসি আমি ততক্ষণ,
তব পুত্রে করিলাম রক্ষা।
রাজার সমর তলে, চৌষট্টি যোগিনী বলে,
যুঝিলাম তোমা ঝিয়ে দেখ্যা॥
তব পুত্রে দিতে বর, ভিক্ষা কৈলুঁ বন্দিঘর,
পিতা পুত্রে হৈল পরিচয়।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা, বিভা দিলুঁ রাজকন্যা,
নানাধন ডিঙ্গার সঞ্চয়॥
উপনীত মগরায়, তুলে দিলুঁ ছয় নায়,
এনেদিলুঁ সুত বধূ পতি।
শুন গো শুন গো ঝি, অবশেষে আছে কি,
কন্যা দিল বিক্রমভূপতি॥ ৮॥
অষ্টমঙ্গলা সায়, শ্রীকবিকঙ্কণ গায়,
অমর সাগর মুনিবরে।
চারি প্রহর রাতি, জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি,
পাইলেন প্রসাদ আদরে॥

চণ্ডী কর্ত্তৃক কলির মাহাত্ম্যকথন।

নারদী পুরাণ মত, কলির চরিত্র যত,
শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরী।
তুমি গো পরম শুচি, ত্যজ ভোগ-অভিরুচি,
অবিলম্বে চল সুরপুরী॥
মহা ঘোর কলিকাল, নীচ হবে মহীপাল,
সর্ব্বভোগ নীচের সাধন।
সঙ্গদোষে পাবে দুখ, ধর্ম্মপথ পরাঙ্মুখ,
কলিকালে বেদের নিন্দন॥
অধমে করিয়া পূজা, বিশেষ হইবে রাজা,
সম্ভাষ ছাড়িবে গুরুজনে।
কৃতঘ্ন হইবে নর, প্রাণি-পীড়া নিরন্তর,
বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণে॥
ধর্ম্ম নাহি পাবে স্থান, অধর্ম্মে সবার মান,
ষোড়শ বৎসরে হৈবে জরা।
বিদ্যায় না দিয়া মতি, সবে যাবে অধোগতি,
কুলবধূ হবে স্বতন্তরা॥
গুরু নিন্দা করি দ্বিজ, পরিহরি ধর্ম্ম নিজ,
সবে হবে শূদ্রের সমান।
বাড়িবেক কাম কোপ, অনুদিন ধর্ম্ম লোপ,
টুটিবেক জপ তপ দান॥
বৃথা মাংসে অভিরুচি, ব্রাহ্মণ নহিবে শুচি,
ধার্ম্মিকে করিবে উপহাস।
লোভে অতি পাপমতি, অকর্ম্মে সবার মতি,
পরান্নে সবার অভিলাষ॥
যতেক ব্রাহ্মণগণ, অধর্ম্মে করিবে মন,
অযাজ্য করিবে যজমান।
সতত কহিবে মিছা, না করিবে শাস্ত্র-ইচ্ছা,
লুপ্ত হইবে হরিনাম॥
নহিবে ব্রাহ্মণ ভব্য, লাহা লোহা লোণ গব্য,
বিক্রয়ে সঞ্চিবে বহু ধন।
অধার্ম্মিক হবে নর, দু-তিন জাতিতে ঘর,
যার ধন সেই কুলজন॥
করিবে অধর্ম্ম পথ, পিতৃ হিংসিবেক সুত,
গুরু হিংসিবেক ছাত্রগণ।
দারুণ কলির গতি, বনিতা নিন্দিবে পতি,
এই হেতু অকাল মরণ॥
শুন ঝিয়ে উপদেশ, বিষম কলির শেষ,
পঞ্চবর্ষে নারী গর্ভবতী।
বিষম কলির কাজ, সঙ্গদোষে পাবে লাজ,
শেষে হবে অনেক দুর্গতি॥
যত হবে কলি বৃদ্ধি, নহিবে বেদের শুদ্ধি,
হরিভক্তি হীন হবে নর।
বিষম কলির কথা, শুনিতে লাগয়ে ব্যথা,
অনাবৃষ্টি শতেক বৎসর॥

দেখ্যা—দেখিয়া, মুখ চাহিয়া।

শুনিয়া চণ্ডীর কথা, খুল্লনা পাইল ব্যথা,
পুনরপি করে জিজ্ঞাসন।
কহিলে কলির দোষ, না কহিলে গুণলেশ,
ইহা আমি ভাবি অনুক্ষণ॥
পিতা মাতা জ্ঞাতি ত্যজি, জায়ার কুটুম্ব ভজি,
পরম দুর্ল্লভ হবে নারী।
দিয়া অনেকের দুখ, করিবে আপন সুখ,
স্থাপ্য ধন করিবেক চুরি॥
বধূজন যবে বলী, শাশুড়ীর ধরি চুলি,
শ্বশুরে করিবে অপমান।
অতিথি দেখিয়া লোক, মনেতে করিবে শোক,
শুন ঝিয়ে কলির বাখান॥
না মানিয়া পর্ব্ব দিশ, পরিহরি নিরামিষ,
দ্বিজে গাভী করিবে দোহন।
ক্ষিতি হবে হীনফলা, প্রজা পাবে করজ্বালা,
রাজা হয়ে হবে অভাজন॥
আপনার প্রশংসা, অন্যের করিবে হিংসা,
নিরবধি হবে কু-ভোজন।
পাপমতি নর মাঝে, দেবকন্যা নাহি সাজে,
বিলম্ব করহ অকারণ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কলির গুণ-কীর্ত্তন।

আগম পুরাণে যত আছে কলিগুণ।
কহি ঝিয়ে সব কথা সাবধানে শুন॥
যেই ধর্ম্ম হয় সত্যে দ্বাদশ বৎসরে।
ত্রেতাযুগে এক অব্দে কহিলুঁ তোমারে॥
দ্বাপরে ত সেই ধর্ম্ম হয় এক মাসে।
কলিতে সে ধর্ম্ম হয় রজনী দিবসে॥
ধ্যান করি হরিপদ পায় সত্যযুগে।
ত্রেতাযুগে হরিপদ পায় দানযোগে॥
দ্বাপরে বৈকুণ্ঠ চলে পূজিয়া গোপালে।
হরিসংকীর্ত্তনে পদ পায় কলিকালে॥
কলির চরিত্র যত বিষম গণন।
ইহাতে ঔষধ কিছু আছয়ে কারণ॥
কলিকাল-গরলে ঔষধ নারায়ণ।
বদনে করিলে পান না দেখে শমন॥
ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়।
জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয়॥
নারায়ণপদে যেবা করে নমস্কার।
কলি নাহি বাধে তারে না বাধে সংসার।
শিবপূজা করে যেবা দেবীপরায়ণে।
আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মীনারায়ণে॥
খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয় হৃদয়া।
কর গো করুণাময়ি শিবরামে দয়া॥

হরিনামের মহাত্ম্য কথন।

হরির নামের কথা কলুষনাশিনী।
শুনিল চণ্ডীর মুখে বেণের নন্দিনী॥
লোচনে শ্রবণে দূর ছয় মাসের পথ।
দেখিয়াছি আমি হরিনামের মহত্ত্ব॥
অভয়া বলেন ঝিয়ে শুন ইতিহাস।
হরিনাম গুণ দেখাইল কৃত্তিবাস॥
একদিন ভিক্ষাছলে দেব পঞ্চানন।
বৈকুণ্ঠে মাগিতে ভিক্ষা করিল গমন॥
একে একে ভিক্ষা কৈল সবার ভবনে।
অবশেষে গেল যথা প্রভু নারায়ণে॥
নানা কথা আলাপে দুজনে কুতূহলে।
নানারত্ন ভিক্ষা দিল মহেশের থালে॥
পারিজাত মালা দিল ক্ষীরোদক-বাস।
বিদায় হইয়া হর আইল কৈলাস॥

ক্ষীরোদকবাস—ক্ষীরসমুদ্রে যাঁহার বাস, নারায়ণ।

ঘন শিঙ্গা বাজে ঘন বাজয়ে ডম্বরু।
গুহ গজানন বলে আইলা দেবগুরু॥
মালা গলে দেখি গুহ বলে শুন বাপা।
এই মালা মোরে দিবে যদ্দি থাকে কৃপা॥
গণেশ ডাকিয়া দেয় মাথার শপথ।
এই মালা মোরে দিয়া পূর মনোরথ॥
মালা হেতু দুই ভাই বাজিল কন্দল।
বাঁটিয়া না লয় দোঁহে চাহেন সকল॥
এই মালা সীমন্তিনী শিরে ধরে যেবা।
স্বামীর সৌভাগ্য হয়, না হয় বিধবা॥
হরয়ে পলিত জরা অকাল-মরণ।
আধি ব্যাধি নাহি হয় সর্পের দংশন॥
এইত মালার গুণ আমি ভাল জানি।
সহস্র বৎসরে মালা নহে পুরাতনী॥
শিশুর কন্দল হর ভাঙ্গিতে নারিয়া।
প্রবোধ করেন তায় উপায় সৃজিয়া॥
সর্ব্বতীর্থ করি যেবা আইসে এক দিনে।
অন্যে নাহি পায় মালা সেইজন বিনে॥
ইহা শুনি কার্ত্তিকের বাড়ে অনুরাগ।
ময়ূর চড়িয়া গেল দক্ষিণ প্রয়াগ॥
ত্রিবেণী পাইয়া পূজা কৈল সপ্তঋষি।
সাগর সঙ্গম কৈল হয়ে উপবাসী॥
বায়ুবেগে ময়ূর চলিল নীলাচলে।
নীলাচল দেখি গেল সমুদ্রের কূলে॥
সেতুবন্ধ প্রয়াগ পশ্চিমে বারাণসী।
হিঙ্গুলাজ হরিদ্বার যত তীর্থরাশি॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী বৃন্দাবন।
নানাতীর্থ করিয়া বেড়ায় ষড়ানন॥
মূষিকবাহন মনে করিয়া ভাবনা।
লইল কৃষ্ণের নাম হয়ে দৃঢ়মনা॥
সর্ব্বতীর্থে স্নানসম হরিসংকীর্ত্তন।
নিশ্চয় জানিয়া গেল যথা পঞ্চানন॥
মহেশ বলেন বাছা তনু তোর ছোট।
কেমনে এতেক তীর্থ করি আইলে ঝাট॥
গজানন বলে প্রভু শুন পঞ্চানন।
সর্ব্বতীর্থ হরিনাম দৃঢ় কৈলুঁ মন॥
যেখানে করয়ে ভক্ত গোবিন্দের গান।
সেইখানে সর্ব্বতীর্থ হয় অধিষ্ঠান॥
হরিকথা প্রেমালাপে দোঁহে কুতুহলে।
কৃপা করি দিল মালা গণেশের গলে॥
বেলা অবসান হৈল আইল ষড়ানন।
মালা গলে দেখে হৈল চমকিত-মন॥
প্রকাশ করিয়া বাবা ভাণ্ডিলে আমারে।
বিনাতীর্থে মালা দিলে দেব লম্বোদরে॥
বিচারে হারিল শেষে দেব ষড়ানন।
হরিনামের মহিমা এই সাবধানে শুন॥
খুল্লনা বলেন মাতা যাব তব সনে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥

খুল্লনা ও সস্ত্রীক শ্রীমন্তের স্বর্গে গমন।

স্বর্গে যাবে খুল্লনা উঠিল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে উজানীতে উঠিল ক্রন্দনা॥
বাপের চরণে ছিরা করিল প্রণতি।
কোলে করি তাহারে বলেন ধনপতি॥
খুল্লনা প্রণাম করে পতির চরণে।
চরণে ধরিয়া রামা করে নিবেদনে॥
অনুমতি দেন নাথ যাই সুরপুরী।
ইন্দ্রের নর্ত্তকী আমি রহিতে না পারি॥
এত শুনি ধনপতি কান্দে উভরায়।
যাইবে ছাড়িয়া আমি না দিব বিদায়॥
এই বড় গঞ্জনা রহিল মোর মনে।
সিংহলেতে পশুপতি রাখিল বা কেনে॥
সেইখানে প্রাণ যদি যেত বাজস্থানে।
তবে কেন এত আমি দেখিব নয়ানে॥
খুল্লনা বলেন বৃথা ভাব সদাগর।
অভয়ার বরে তোমার হবে বংশধর॥

পলিত—বার্দ্ধক্য হেতু কেশাদির শুক্লতা। আধি—মনঃপীড়া, বিপদ। হিঙ্গুলাজ—করাচী হইতে উত্তরে প্রায় ১০ মাইল দূরে তীর্থ বিশেষ।

নিজপতি স্থানে রামা হইল বিদায়।
লঘুগতি চারিজনা পুষ্পরথে যায়॥
হয় জুড়ি মাতলি আনিল পুষ্পযান।
তাহে উঠে মালাধর দ্বিজে দেয় দান॥
হেনকালে ধনপতি বলে সবিনয়।
শূন্য করি লয়ে যাবে আমার নিলয়॥
পুত্রবধূ জায়া স্বর্গে যায় তোমা সনে।
কি কার্য্য করিব মাতা বিফল জীবনে॥
জ্ঞান কহে অভয়া সাধুরে প্রিয়ভাষে।
মোর মোর বলিতে অবনী শুনি হাসে॥
এ মহীমণ্ডলে ছিল যত মহীপাল।
তনু ধন ভূমি তার সংহারিল কাল॥
প্রিয়ব্রত আদি করি এ মহীর মাঝ।
বেণ সিন্ধু যযাতি শান্তনু মহারাজ॥
অর্জ্জুন খট্টাঙ্গ রঘু মান্ধাতা ভরত।
নমুচি সগর রাম নৃপ ভগীরথ॥
ক্ষিতিতে উৎপত্তি এই ক্ষিতিতে নিবৃত্তি।
বিশেষ কহিব কত শুন ধনপতি॥
লহনার গর্ভে হবে বংশের সঞ্চার।
তাহে লয়ে সুখে সাধু করহ সংহার॥
জ্ঞান পেয়ে সদাগর রহিলেন ঘরে।
বায়ুবেগে রথ খান উঠিল অম্বরে॥
মন্দাকিনী-জলে চারিজনে করি স্নান।
পূর্ব্বমূর্ত্তি পেয়ে সবে গেল নিজস্থান॥
শুভবার্ত্তা পেয়ে শচী হয়ে আনন্দিত।
পাটের চান্দোয়া টাঙ্গাইল চারি ভিত॥
আরোপিল দধি বিভূষিত পূর্ণঘটে।
রোপিল কদলী তরু নৃত্য করে নটে॥
সুত বধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পাণ।
পুত্রবধূ লয়ে গৃহে করিল পয়াণ॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
খমক টমক শিঙ্গা সানি জগঝম্প॥
দোসরী মহরী বেণী বাজে করতাল।
সুরপুরে হইল আনন্দ-কোলাহল॥
মালাধর হৈতে হৈল পূজার প্রকাশ।
সাঙ্গ হৈল দেবীর পূজার ইতিহাস॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

অবতরি বসুমতী, পূজা লয়ে ভগবতী,
বসিলেন হর-সন্নিধানে।
কৈল তাঁরে প্রণিপাত, বর দিল ভূতনাথ,
জিজ্ঞাসিল তাঁহার কল্যাণে॥
শুনিয়া শিবের বাণী, জুড়িয়া উভয় পাণি,
নিবেদয়ে শিখরি-দুহিতা।
তুমি যার পরিত্রাতা, তার অকুশল কোথা,
এবে আমি ভুবন-পূজিতা॥
ছাড়িয়া কৈলাস গিরি, গেলাম মহেন্দ্র পুরী,
পাইলাম অতুল সম্মান।
পূজা পাই যে যে দেশে, নিবেদিব সবিশেষে,
একদণ্ড কর অবধান॥
সহস্রাক্ষ নৃপমণি, সকল পুরাণে জানি,
আগে তারে নিলুঁ জনপদ।
সুকবি পণ্ডিত সভা, দেশের পরম শোভা,
নিকটে আছয়ে কংসনদ॥
সুরম্য দেখিয়া স্থান, হৈলুঁ তথা অধিষ্ঠান,
বিশ্বকর্ম্মা দেহারা নির্ম্মাণ।
স্বপনে বুঝায়ে রাজা, নিলাম তাহার পূজা,
মহিষ ছাগল বলিদান॥
জয়া বিজয়া সাথে, পূজা লয়ে যাই পথে,
পশুগণ পায় দরশন।
লোটায়ে চরণে ধরি, করিলেক গোহারি,
তার ভয় কৈলুঁ নিবারণ॥
পাইয়া উত্তম বাস, পশুগণ হৈল দাস,
প্রণাম করিল সবিনয়।

বনে বনে ভ্রমি তুলি, বিকঙ্কত সেয়াকুলি,
আম জাম দিল শয় শয় ॥
দিলে তুমি অনুমতি, নীলাম্বরে নিলুঁ ক্ষিতি,
জন্ম কৈলুঁ ব্যাধের ভবনে।
নাম হৈল কালকেতু, দিনের সম্বল হেতু,
প্রতিদিন বধে পশুগণে ॥
পশুর নিস্তার-বীজ, ধন তারে দিলু নিজ,
কাটাইল গহন কানন।
বসাইল গুজরাট, জুড়িল চৌকোশ বাট,
কৈল বীর আমার পূজন ॥
বীরের প্রতাপ শুনি, সাজিলেন নৃপমণি,
রণে জিনি নিল কারাগারে।
নিগড় বন্ধনে বীর, হয়ে বড় অস্থির,
একভাবে স্মরয়ে আমারে ॥
কারাগারে অবতরি, তার বন্ধন দূর করি,
স্বপনে তাড়িলু নৃপবরে।
বীরের সম্মান করি, রাজা পাঠাইল পুরী,
আমা পূজি গেল স্বর্গপুরে ॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকী বালা, নাম তার রত্নমালা,
তালভঙ্গে লইলাম ক্ষিতি।
হৈল গন্ধবেণে জাতি, খুল্লনা লইল খ্যাতি,
মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি ॥
মধ্যে রাজ্য উজাবনী, তথি বেণে বৈসে ধনী,
তোমার সেবক ধনপতি।
লহনা তাহার নারী, সাধু নিবসয়ে পুরী,
বিভা কৈল খুল্লনা যুবতী ॥
রাজা পায় সারী শুয়া, গৌড় যাইতে গুয়া,
সোণা দিল পিঞ্জর গড়াতে।
নিয়োজিল স্বতন্তর, বাঁঝি হৈল দুরন্তর,
সতা দিল ছাগল রাখিতে ॥
ছাগল হারায়ে বনে, পঞ্চ বিদ্যাধরী সনে,
খুল্লনা পূজিল পুষ্পজলে।
আমি দিলুঁ বরদান, লহনা সাধিল মান,
সাধু ঘরে আইল পূজাফলে ॥
স্বামীর সৌভাগ্যবতী, রঙ্গেতে ভুঞ্জিল অতি,
হৈল তার গর্ব্বের সঞ্চার।
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, হয়ে আমি অনুবল,
পরীক্ষায় করিলুঁ উদ্ধার ॥
কুঙ্কুম কস্তুরী পঙ্ক, চামর চন্দন শঙ্খ,
নাহি ছিল রাজার ভবনে।
রাজার আদেশ পায়, ভরা দিয়া সাত নায়,
চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে ॥
সাধু রহে নদীতটে, খুল্লনা পূজয়ে ঘটে,
আমারে করিয়া আবাহনে।
পাপিষ্ঠ বাঁঝির বোলে, কোপে ধনপতি জ্বলে,
মোর ঘট লঙ্ঘিল চরণে ॥
ঝড় বৃষ্টি পথে করি, মগরায় অবতরি,
ডুবাইলুঁ ছয় ডিঙ্গা জলে।
বাড়িবে তোমার ক্রোধ, সবে তব অনুরোধ,
তেঁই প্রাণ রাখি ভালে ভালে ॥
কালীদহের জলে, কুমারী কমলদলে,
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।
সাধু ধনপতি দেখে, মসীপত্র আনি লিখে,
অন্য নাহি দেখে কোন জনা ॥
গিয়া নৃপতির স্থান, সভা-জন বিদ্যমান,
করে সাধু প্রতিজ্ঞা পূরণ।
প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে, রহে বন্দী কারাগারে,
নিল রাজা যত ছিল ধন ॥
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী, রোষযুত শূলপাণি,
কটুভাষে বল্লেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

গৌরীর প্রতি শিব-উক্তি।

গৌরি, কত বা সহিব বারে বারে।
যে জন সেবক মোর, সে জন বিপক্ষ তোর,
যুগে যুগে বিড়ম্ব আমারে ॥

বিকঙ্কত—বঁইচিফল। শয় শয়—শত শত। চৌকোশ—চারি ক্রোশ। তাড়িলুঁ—তৎ‍সিনু। অনুবল—সহায়। নিগড়-শিকল।

জম্ভ দানব সুত, মোর অতি প্রিয়ভক্ত,
মহিষ আছিল মোর দাস।
রাখিলে অমরনাথ, তাদের করিলে পাত,
আমার করিলে কার্য্যনাশ॥
মহাপরাক্রম দম্ভ, শুম্ভ আর নিশুম্ভ,
চণ্ডমুণ্ড আর ধূম্রলোচন।
পূজিত সেবক নিজ, মহাবীর রক্তবীজ,
তারে কৈলে রণে নিপাতন॥
লঙ্কার রাবণ রাজা, কবিত আমার পূজা,
তার তুমি বিপদের মূল।
হইয়া রামের পক্ষ, বধিলে সেবক মুখ্য,
হৃদয়ে রহিল বড় শূল॥
রাবণের অপরাধ, এই হেতু পরমাদ,
শুনি আমি না করিলুঁ রোষ।
উদ্ধারি রামের জায়া, বারণে করিয়া দয়া,
কেন না করিলে সমঞ্জস॥
ছিল বেণে ধনপতি, তার কৈলে দুর্গতি,
বিশ্রাম করিতে নাহি ঠাঁই।
যথা বেণে ধনপতি, তথায় আমার স্থিতি,
সিংহল নগরে আমি যাই॥
করিব সিংহলপতি, ধরাব ধবল ছাতি,
উদ্ধারিব ধনপতি দত্তে।
বন্দী কৈলে মোর দাস, আমার মহিমা নাশ,
কত দুঃখ নিবারিব চিত্তে॥
শিঙ্গা ডম্বরু মাল, শূল হাতে বাঘছাল,
বলদে করিল আরোহণে।
রোষযুত দেখি হরে, জুড়িয়া উভয় করে,
চণ্ডী তার পড়িল চরণে॥
করিয়া প্রণতি স্তুতি, কহিলেন ভগবতী,
মোর কিছু শুন নিবেদন।
খালাস করেছি তারে, কেন রোষ কর মোরে,
তার হেতু না কর চিন্তন॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
নিরবধি পূজিয়া গোপাল।
আজ্ঞা পেয়ে নিরন্তর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥

শিবপ্রতি গৌরী-উক্তি।

আগে ধনপতি দত্ত কৈল নিজ দোষ।
চিরকাল তারে না থুইলুঁ অভিরোষ॥
অপুত্রক ধনপতি কৈলুঁ পুত্রবান।
বন্দী দান লয়ে কৈলুঁ সাধুর ছোড়ান॥
এতেক বচন যদি বলিলা পার্ব্বতী।
হাসিয়া জিজ্ঞাসে তারে দেব পশুপতি॥
কহ প্রিয়ে কেমনে আছেন ধনপতি।
তাহার গৌরব কৈলে আমার পীরিতি॥
অতঃপর কহ চণ্ডী পূজার বারতা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মঙ্গলের গাথা॥

শিবের আদেশে চণ্ডীর অন্যান্য সংবাদ কথন।

পঞ্চমাস গর্ভবতী, খুল্লনা উত্তমমতি,
সাধু বন্দী রহিল বিদেশে।
খুল্লনার গর্ভবাসে, দেব মালাধর বৈসে,
প্রসব হইল দশমাসে॥
নাম হৈল শ্রীপতি, নানা বিদ্যা ধীর মতি,
গুরু সনে করিল কন্দল।
গুরু দিল পরিবাদ, হৈল বড় পরমাদ,
কারণ পিতার সুমঙ্গল॥
রাজা যে বিদায় করি, ভরা দিয়া সাত তরী,
গেল পুত্র পিতার উদ্দেশে।
বুঝিতে তাহার মন, কৈলুঁ ঝড় বরিষণ,
মগরাতে উন্মত্ত বেশে॥
কালীদহের জলে, কামিনী কমলদলে,
গজ গিলি উগারি বারণ।

সাধু শ্রীপতি দেখে, মসীপত্র আনি লিখে,
অন্যে নাহি দেখে কোন জন ॥
গিয়া নৃপতির স্থান, সভাকার বিদ্যমান,
সাধু কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
রাজারে দেখাতে নারে, প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে,
নিল রাজা যত ছিল ধন ॥
কোমরে নায়ের কাছি, লয়ে অষ্ট দূর্ব্বা গাছি,
অষ্টতণ্ডুলযুত করি।
স্নান করি সরোবরে, সত্বরে কুসুমনীরে,
পূজা কৈল আমারে স্মঙরি ॥
বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে, গেলাম সিংহল দেশে,
যথা বসে কোটাল শ্রীপতি।
করি তারে কল্যাণ, শ্রীমন্ত মাগিলু দান,
না দিল কোটাল দুষ্টমতি ॥
লয়ে চতুরঙ্গ দল, আচ্ছাদিয়া মহীতল,
যুঝিতে আইলা নৃপমণি।
দারুণ দানার চড়ে, নব লক্ষ দল পড়ে,
উরিলাম সমরে আপনি ॥
বুঝিয়া আমার কাজ, নৃপতি পাইল লাজ,
রাজাকে দিলাম পরিচয়।
মৃত-সেনা পায় প্রাণ, সুশীলা করয়ে দান,
আমার সেবকে সবিনয় ॥
দান লয়ে কারাগার, পিতা কৈল উদ্ধার,
ছোড়ান করিল ধনপতি।
লুঠ গেল যত ধন, দিল তার সাত গুণ,
খণ্ডাইল সকল দুর্গতি ॥
রাজার বিদায় পেয়ে, যায় সাধু তরী বেয়ে,
মগরায় দিল দরশন।
তথা আমি অবতরি, তুলে দিলু ছয় তরী,
দিলাম সকল ধনজন ॥
হয়ে বড় অভিলাষী, সদাগর দেশে আসি,
গেলাম রাজার সম্ভাষণে।
শুনিয়া সাধুর কথা, নৃপতি পুলকযুতা,
শ্রীমন্তে করিল কন্যাদানে ॥
ত্রিসন্ধ্যা পূজয়ে হর, গৌরী গুহ লম্বোদর,
খণ্ডিলাম সকল দুর্গতি।
তোমার সেবক জনা, কৈল মোর অর্চ্চনা,
ভুবনে বিদিত হইল গতি ॥
কবি আমি প্রণিপাত, ত্যজ কোপ ভূতনাথ,
শ্রবণমঙ্গল গুণধাম।
তোমার সেবক জন, মোর কৈল আরাধন,
ভুবনে বিদিত হৈল নাম ॥
হর গৌরী প্রিয়ভাবে, বসিলেন কৈলাসে,
চামর ঢুলায় পদ্মাবতী।
সমাপ্ত হইল গীত, জগজনে পায় প্রীত,
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি ॥

গ্রন্থ শ্রবণের ফল।

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। *
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥
অভয়া-মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ॥
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যে বা মনোরথ পূরে তার আশ ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ ॥
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি ॥
সর্ব্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত।
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত ॥
আসোর সহিত মাতা হবে বরদায়।
যে জন শুনায় আর সেই জন গায় ॥
সঙ্কল্প করিয়া আর যে জন গাওয়ায়।
একান্ত হইয়া মাতা তারে বরদায় ॥
এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ।
বিপদে রাখিবে দুর্গা আর পঞ্চানন ॥
সমাপ্ত হইল এই ষোল পালা গান।
অভয়া-চরণে ভণে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

* শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক-গণিতা—১৪৬৬ শাক অর্থাৎ ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে ১৪৯৯ শাক অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃঃ। রস নয় প্রকার বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট আছে, এজন্য এরূপ ধরা হইয়াছে। আর এরূপ ধরা না হইলে তৎকালে মানসিংহের অধিকার কাল হইয়া উঠে না।

কবির ক্ষমা প্রার্থনা

ক্ষম গো অভয়া, দাসে কর দয়া,
গচ্ছ গচ্ছ নিজ ধাম।
দোষ করি ক্ষমা, আশীষ মা সমা,
সত্ত্বগুণে মোক্ষ কাম॥
দিন নিশা আট, শুনি গীত নাট,
ভাল মন্দ হৈল যে যা।
দোষ নাহি লবে, গুণ আদরিবে,
করি দণ্ডবত সেবা॥
ত্রেপান্তরা বিলে, আজ্ঞা মোরে দিলে,
গীত হৈল নিরমাণ।
কাব্য নব রসে, যশ জপযশে,
আপনি তুমি প্রমাণ॥
পাইয়া ইঙ্গিত, করিলুঁ সঙ্গীত,
কৈলুঁ আত্মসমর্পণ।
দোষ গুণ তারি, তুমি মহেশ্বরী,
এই মোর নিবেদন॥
মন্ত্রতন্ত্রহীন, পূজা অষ্ট দিন,
যে বা হৈল মোর জ্ঞানে।
করিয়া অঞ্জলি, হরি হরি বলি,
দোষের নাশ নিদানে॥

পশু-মৃগ-ব্যাধে, তোমারে আরাধে,
যেই জন জানে এই।
অতি আমি অন্ধ, দূর কর ধন্ধ,
মূর্খ জানি কৃপামই॥
জনমে জনমে, তোমার চরণে,
মজুক আমার চিত।
দিবে বল স্বর, মাঙ্গি এই বর,
যেন গাই তব গীত॥
যে বা শুনেনরে. যে যা ইচ্ছা করে,
তার পূর্ণ কর আশ।
নায়ক বসতি, লক্ষ্মী উপস্থিতি,
অন্তে নিবে নিজ পাশ॥
গায়নে বায়নে, নায়ক সজ্জনে,
কৃপা কর মহামায়া।
শ্রীকবিকঙ্কণে, রাখিবে চরণে,
দোষ ক্ষম সর্ব্বজয়া॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজন।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

পরিশিষ্ট। (ক)

পাদটীকায় অনুল্লিখিত শব্দগুলির অর্থ।

পত্রাঙ্ক	শব্দ ও অর্থ
১।	দ্বীপী—ব্যাঘ্র।
৩।	লালমডোর—পইতা।
৬।	ত্রয়ীবিদ্যা ত্রিবেদাত্মিকা।
	শ্রবণ-মলে—কাণের ময়লায়।
৭।	বচন-গোচর—বর্ণনীয়।
৯।	তমালশ্যামলা—তমালবৃক্ষে শ্যামবর্ণা।
	প্রবল-চপল-ভঙ্গা—অত্যন্ত বেগবতী।
১০।	দিকপাল—পূর্ব্বাদি দশদিকের রক্ষক, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ব্রহ্মা ও অনন্ত।
	সুমঙ্গল সূত্র—হাতে সূতায়—অর্থাৎ বিবাহের সময় হাতে যে সূতা বাঁধা হয় তাহা লইয়া অর্থাৎ বিবাহের পরেই।
১৪।	ধাওয়াধায়ি—হাঁপাইতে হাঁপাইতে।
	বিচেতা—চৈতন্যহীন।
১৫।	জিউ—প্রাণ। পসালা—বারংবার বর্ষণ।
১৬।	উপজীবে—বাঁচিবে। কেঁদো—ব্যাঘ্রবিশেষ।
	সঙ্কে সঙ্ক—যথাযোগ্য স্থানে; মিল অনুসারে।
১৭।	মুড়—মাথা। তথি—তাহাতে।
১৯।	অনুচরী—সহচরী (পত্নী হইতে অভিলাষিণী)।
	ঝারি—জলপাত্র বিশেষ।
২১।	পিঙ্গ—হরিদ্রাবর্ণ।
২২।	অণিমা—স্বীয় শরীরকে ইচ্ছামত সূক্ষ্ম করা।
	লঘিমা—স্বীয় শরীরকে ইচ্ছামত লঘু করা।
২৩।	মাতৃকা—গৌরী, পদ্মা, শচী মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা।
	নান্দীমুখ—বিবাহাদিতে অনুষ্ঠেয় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ
২৪।	গারুড়—সর্প-ভয় নাশক মণিবিশেষ।
	কোঁয়াজ্বর—বাতশিরার জ্বর।
২৪।	ওকড়া—এক রকম পাঁচন।
২৫	গেঁজ—বেঁজা। পট—কাপড়।
২৭।	গোঁড়াও—কাটাও।
২৮।	খোটা—কৃতকার্য্যের উল্লেখে দোষ দেখান।
	উজানভাটী—(এখানে) এদিক ওদিক।
	কোচ—জাতি বিশেষ।
২৯।	সন্তোলিয়া—সাতলাইয়া।
	জুয়ায়—উচিত হয়।
৩১।	বন্দ—গৃহ-পত্তনের হিসাববিশেষ।
	জগন্তি—সিংহাসন। কৃষ্ণবক—ঝাঁটিফুল।
৩৮।	বাকসনা—বকফুল।
	বনিকার—সোঁদালিফুল।
৩৯।	শ্রীফলকণ্টক—বেল কাঁটা।
৪৩।	কাঞ্জি—আমানি। ইচলি—চিংড়ি মাছ।
৪৭।	ছাদনা—যে স্থানে বিবাহ অধিবাস হয়।
৪৮।	সজ্জ—সাজ (তরকারী প্রভৃতি)।
৪৯।	গড়ায়—দেয়।
	নগরচাতর—সহরের নিকটস্থ ফাঁকা জায়গা
	থাখরা—ভোজন-পাত্র।
৫০।	সারকচু—মানকচু।
৫৩।	গবয়—পশু বিশেষ। জম্বুকী—শৃগালী।
৫৪।	সোঙরি—মনে করিয়া।
	শরভ—অষ্টপাদ মৃগ বিশেষ।
	করভ—হস্তিশাবক।
৫৬।	বাগুড়া—জাল।
	আগুলি—বন্ধ করিয়া।
	গোঁফে তোলা—গোঁফে চড়।
	চক্রাবর্ত—গোলাকারে ভ্রমণ।
৬১।	পসার বিক্রয় দ্রব্য ভার।
	কাঠা—শস্য মাপিবার পাত্র।

পত্রাঙ্ক	শব্দ ও অর্থ
৬২।	কাঙ্কা—(কঙ্ক) হাড়গিলে পাখী।
	ঘড়াল—কুম্ভীর। গোনস—বোড়া সাপ।
৬৬।	লোকবাদ—লোক-নিন্দা।
৬৯।	দোপাটা—ওয়াড়; চাদর। খরা—রোদ।
৭১।	চোরখণ্ডা—চোরছেঁচোড়।
৭৩।	পুরোধা—পুরোহিত।
৭৪।	তরাজু—নিক্তি (কাঁটা)।
	বেঙ্গা পিত্তল—সাধাবণ পিতল অপেক্ষা অধিকতর হরিদ্রাবর্ণ পিতল বিশেষ।
	সেয়ানা—চালাক।
৭৫।	আন—অন্য। কুড়া—কুটীর।
	ডুলিচা—আসন বিশেষ।
	দিশপাশ—দিকেব শেষ অর্থাৎ খুব বেশি।
৭৬।	উটকিয়া—তুলিয়া তুলিযা।
৭৮।	থৈকর—রাজমিস্ত্রি।
৭৯।	ঝালি—নালা।
	বাউটি—গোলাকার খিলানের মত।
	হালা—মুষ্টিপরিমিত শস্যগুচ্ছ।
	আয়ুষ্মান—তিথি নক্ষত্রের যোগবিশেষ।
	আওয়াস—ঘর। দুর্গামেলা—দেবীপূজা গৃহ।
৮০।	দলিজ—মুসলমানের বৈঠকখানা।
৮২।	দোলমাল—স্রোতোজলে ভাসমান।
৮৩।	বাহুদা—মহানদী।
৮৪।	ইনাম—পুরস্কার। জট—চুল।
৮৫।	বই—বাদে। পঙ্কক—শুল্ক।
	পুঁড়া—খড়ে বোনা মোটা দড়ির বেষ্টনে তৈয়ারি একপ্রকার ধান্যাদি বীজ রাখিবার উপায়। (পশ্চিম বঙ্গে ইহা খুব প্রচলিত)
	ভানা—চাল তৈয়ারি করা।
৮৬।	নাগা—আটক। দাগা—কষ্ট।
	কাচা—ছোট কাপড়। খয়রাত—দান।
	পাঁচবেরি—যাহা পাঁচবার করিতে হয়।
	মোকামে—আস্তানায়। শিরণি—নৈবেদ্য।
	নিকা—বিবাহ (বিধবা বিবাহ বা অপরের পরিত্যক্ত স্ত্রীর গ্রহণ)।
৮৭।	কলন্দর—মুণ্ডিত-কেশ মুসলমান সন্ন্যাসী।
	সুধার সারি—সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ।
	আওয়ারি—দল। পড়ুয়া—বিদ্যার্থী।
	বোচকা—পুঁটুলি।
৮৮।	মাসরা—মাসহারা (মাসিক দেয়)।
	ঝুপড়ি—ছোট ঘর।
	চাপগারি—একরকম ব্যায়াম।
	আখড়া—কুস্তি করিবার জায়গা।
	দীপিকা ভাস্বতি—রাশিচক্রেব সংস্থান।
৮৯।	ঘনা—যাহারা ঘানী চালায়।
	আঙ্গারখি—লৌহাস্ত্রবিশেষ।
৯০।	বাটা—পানের মসলাদি রাখিবার পাত্র।
	মাছুয়া—জেলে।
৯১।	পানই—জুতা।
	টোকা—ধুচুনি। লেটা—ফ্যাসাদ।
	ঠাকুরাল—প্রভুত্ব।
৯৩।	লুণ—উপকার।
৯৪।	রাকাপতি—পূর্ণচন্দ্র। কজুয়া—পেটা-ঘড়ি।
৯৭।	চৌখণ্ডিয়া—সমচতুষ্কোণ।
৯৮।	মালসাট—মালকোঁচা; স্পর্দ্ধা প্রকাশক স্ফূর্ত্তি
	উড়াপাক—বেমুখ দেওয়া।
৯৯।	ছত্রাকার—চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া; ছত্রভঙ্গ।
১০০।	নখর-রঞ্জিত—নখের শোভাসম্পাদনকারী।
	ঋষ্যমূক—পূর্ব্বঘাট ও নীলগিরির মধ্যস্থ পর্ব্বত।
	জায়গিরি—জায়গির; পুরস্কার স্বরূপে রাজা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূমি।
	চতুরঙ্গবল—হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক।
১০৩।	স্বতন্তর—স্বাধীন।
১০৫।	কপোলকুন্তলা—যাঁহার চুলগুলি আলুথালু হইয়া কপোলে ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে।
	কঞ্জমুখী—পদ্মাননা। ছায়া—আশ্রয়।
	চঞ্চলচেতন—অস্থিরচিত্ত।
১০৬।	ঝনঝনা—বিপদ। ফাঁপর—বিপন্ন।
	যোষা—স্ত্রী।
	যুগন্ধরা—যুগন্ধর নামক পর্ব্বতে যাঁহার বাস

পত্রাঙ্ক	শব্দ ও অর্থ
১০৯।	বিধান—সম্মতি।
	চৌথুরী—চৌকি।
১১০।	সঞ্জীবনী—জীবনদায়িনী ঔষধবিশেষ।
	মন্ত্রিত—মন্ত্র-পূত।
১১১।	ছুরক্ষর—মন্দকথা। খারিজ—আলাদা।
১১১।	উত্তরোল—উচ্চৈঃশব্দ।
১১২।	টিটকারী—বিদ্রূপ; ঠাট্টা।
	বেড়াবাড়ি—সকলে মিলিয়া লাঠি দ্বারা প্রহার।
	কালহাঁড়ি—ছুতো হাঁড়ি, রন্ধনাদি দ্বারা যাহা অশুচি হইয়াছে!

পত্রাঙ্ক	শব্দ ও অর্থ
১১৬।	আয়তি—আদেশ। তাণ্ডব—নৃত্য।
১১৭।	সুরঙ্গ—সুলোহিত। সুধর্মসভা—দেবসভা।
১১৮।	করঞ্জা—অম্লরসবিশিষ্ট ফল বিশেষ।
	ফাড়িয়া—টানিয়া।
	দিয়ালা—শিশুদের নিদ্রাবস্থায় হাসি-কান্না প্রকাশক মুখভঙ্গী।
১১৯।	ভৃঙ্গার—গাড়ু।
	চাঁচর—কুঞ্চিত।
	চিকুর—চুল।
	গুরুয়া—স্থূল।
১২০।	পগার—সীমান্তের উচ্চ আইল।
	রামা—যুবতী স্ত্রী।
১২১।	অভিরোষে—রাগ করে।
	পুষ্পিতা—ঋতুমতী।
	অভিরাম—সুন্দর; প্রিয়দর্শন।
১২৩।	বসু—ধন।
	দোজবেরে—যে পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়।
	পাখালে ধোয়।
	নেহালে—দেখে।
১২৪।	ওদন—খাদ্যদ্রব্য।
	পয়োশে—পরিবেষণ করে।
১২৫।	কপট-প্রবীণ—অত্যন্ত শঠ।
	শিশির—শীতকাল। পল—৪ তোলা।
১২৬।	দোযাম—দ্বিতীয় প্রহর।
	প্রেমবন্ধ—ভালবাসার বাঁধন।
১২৬।	সুরঙ্গ—খুব ভাল লাল রং।
	চিনির গাছ—জালাবন্দী চিনি। বাঁকুড়া অঞ্চলে এক জালা কোন জিনিষকে এক গাছ বলে।
১২৭।	বসুধারা—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে দেওয়ালে চেদি রাজের উদ্দেশে যে ঘৃতধারা দেওয়া যায়।
	দোছটি—দুই ফেরা।
	পুনর্ব্বসু—ফোঁটা; তিলক?
	পাকড়ি—পাকুড়।
	আকুল কুন্তল—এলো চুল।
	আঁটুলি—জীবদেহস্থ এক প্রকার উপজীব।
১২৮।	সমঞ্জস—মিটমাট।
১৩০।	দোখণ্ডি সরস গুয়া—দু-টুকরো চিকি সুপারি।
	খগান্তক—পক্ষি-শিকারী ব্যাধ।
	মৃগান্তক—পশু-শিকারী ব্যাধ।
	কলবিঙ্ক—চড়াই পাখী। কামী—চক্রবাক।
	কুরর—ঈগল পাখী। কর্কট—করকটা।
	কুলিঙ্গ—ফিঙা। কালকণ্ঠ—ময়ূর।
	কাদম্ব—রাজহংস। কারণ্ডব—বালিহংস।
	কপিঞ্জল—তিত্তির। তাম্রচূড়—মোরগ।
১৩১।	পক্ষ—পাখী।
১৩২।	নতিমান—প্রণত।
১৩৩।	বিষ্ণুপদ—আকাশ।
	বন—বল। বর্ণ—অক্ষর।
১৩৪।	পুরুষকার—পুরুষত্ব।

পত্রাঙ্ক	শব্দ ও অর্থ
১৩৪।	কোদণ্ড—ধনুক।
১৩৫।	কামে—ইচ্ছায়।
১৩৬।	পাড়ি—খুঁটির উপরিস্থ কাঠ।
	বলয়—সাঁওরন। ছাঁচার নিকটস্থ চালের সর্ব্বনিম্নস্থ কাঠ।
	কুটী—বাঁকা; গোলাকার।
১৩৭।	সোয়ামী—স্বামী।
	কলাপী—ময়ূর।
	মাছিতা—ব্রণ। গাহা—৫ টায় এক গাহা।
১৩৮।	টুটা কম।
১৩৯।	পত্রিকা কলাগাছ—পাতকলার গাছ।
	ক্ষীরা—শশা।
	কবর-বিছাতি—গোরের উপরিস্থ বিচুটি।
	উপরাগ—চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ।
১৪০।	মুখটী—শাঁখের ভিতবের নিবেট অংশ।
	জোমা—জোড়া।
১৪১।	ঠোনা—আঙুল বাঁকাইয়া গালে মারা।
	দোহাই—দিব্য। আয়াত—সধবা চিহ্ন।
১৪৭।	অপেক্ষণ—দেখা।
	গ্রামযাজী—পুরোহিত।
১৪৮।	ধাতকী—ধাইফুল।
	ষট্‌পদী—ভ্রমরী।
১৪৯।	মাতয়াল—উন্মত্ত।
১৫০।	উছট—হোঁচট।
১৫২।	পুষ্পপাণি—হাতে ফুলযুক্ত।
	মতিমত—যেমন কাজ করিয়াছে তদুপযুক্ত।
১৫৩।	গোঁয়াও—কাটাও।
	সুজিন—উত্তম হাওদাযুক্ত।
	ফাঁসুড়ে—দস্যু।
১৫৮।	ঝাঁপিয়া—ঢাকিয়া।
১৫৯।	দোহারা—দ্বিগুণ।
১৬০।	ভুঞাই—খাওয়াই।
১৬১।	উভমুখে—উর্দ্ধ মুখে। ধাই—দাসী।
	থাম আলু—চুবড়ী আলু।
	জুখে—মাপিয়া; ওজন করিয়া।

পত্রাঙ্ক	শব্দ ও অর্থ
১৬১।	ব্যাজ—ফাও।
১৬২।	পঞ্জি—পাঁজি।
	মীনরাশির কল্যাণ—বসন্ত-মঙ্গল।
	ছোঁচা—লোভী, নির্লজ্জ।
	বোঁচা—কানকাটা।
১৬৩।	কচা—ডাঁটা।
১৬৪।	ফেণী—বড় বাতাসা; কলার স্তবক।
	পর্য্যায়—সমানার্থবোধক।
	মদলেখা—কামোদ্দীপক।
	গুপ্ত প্রকার—গুপ্তভাব।
১৬৬।	ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্রলেখা—নষ্টচন্দ্র।
	কানড়—স্ত্রীলোকের কেশ বিন্যাস বিশেষ।—প্রথমে চুলগুলি ১৬ গুচ্ছ করিয়া পরে চার চার গুচ্ছে এক একটী বিননী পাকাইয়া চাব বিননী দ্বারা যে কুণ্ডলাকৃতি খোঁপা বাঁধা হইত তাহার নাম কানড় খোঁপা। ঝাপা—শিবোভূষণ বিসেষ।
১৬৮।	জায়া-ব্যবহার—পত্নীর মত আচরণ।
১৭০।	রতিরঙ্ক—কামাতুব।
১৭২।	দ্বন্দ্বরস—ঝগড়ার আমোদ।
	চৌসার—কেতাবন্দী; (দক্ষতার সতি পাশার চাল করা)।
১৭৪।	সুয়া—সৌভাগ্যশালিনী।
১৭৫।	বেজক—ভয়কম্পিত।
	মুরল—বাঁশের পিচকারী। বায়—বাজায়।
১৭৬।	কটোরা—খুরি, বাটী।
১৭৭।	ডাবর—জলপাত্র।
	গুঞ্জামালা—কুঁচের মালা।
১৮০।	কুশবটু—কুশময় ব্রাহ্মণ।
১৮১।	চোপা—কলার খোসা।
১৮৪।	খেদাড়িয়া—তাড়িয়া। ঠেক—অসমর্থ হও।
১৮৬।	কটাক্ষিয়া—কটাক্ষ করিয়া।
	দুরক্ষর—দুষ্টকথা।
১৮৭।	অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী।

পত্রাঙ্ক	শব্দ ও অর্থ
১৮৭।	ধন্ধ—ধাঁধা।
১৮৮।	আড়া—কড়ি ; সাঙ্গা।
	পেলা—চালকাটের সহিত সংলগ্ন বক্রকাষ্ঠ। যাহা দেওয়ালে আটকান থাকে।
	সাঁড়ক-চালের রো গুলি যাহাতে বাঁধা থাকে।
	ছাটনি—চালের ছাউনি ভিতর দিকে বাহির হইয়া না পড়ে এজন্য চালের উপর যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাখারি বিছাইয়া দেওয়া যায়।
	পাট—সুরু।
১৮৯।	নমস্তুঁ—প্রণাম করি।
	কটুতৈল—সরিষার তেল।
	সায়বাণী—বহুমূল্য, ধনীদের ব্যবহারোপযুক্ত
	রসান—স্বর্ণাদি ধাতুমার্জ্জনোপযোগী প্রস্তর বিং
১৯৫।	পাটন—সহর।
১৯৬।	ঋক্ষ—নক্ষত্র।
	রিক্তা—চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি।
	খড়ি—কাজ। সন্ধি—অনুসন্ধান।
	ষোড়শোপচার—(শক্তিপূজায় ষোড়শোপচার এই) পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, মদ্য, তাম্বূল, তর্পণ ও নতি। (অন্যপূজায়) -আসন, স্বাগত পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও চন্দন।
	বারি—ঘট। দীঘল—লম্বা।
১৯৭।	আমান্ন—চাউল। মোদক—মিষ্টান্ন।
	বেড়ি—প্রদক্ষিণ।
১৯৯।	বদল আশে—বিনিময়ের ইচ্ছায়।
	টঙ্ক—সোহাগা, টাকা।
২০০।	কন্দ—ওল ; কর্পূর।
	মাকন্দ—চন্দন। চাপান—উপস্থিত।
২০১।	নিমাই তীর্থের ঘাট—বৈদ্যবাটীর নিকট।
২০২।	ঢুঁষাঢুষি—পরস্পরে ঘাত প্রতিঘাত।
	কাতি—কাত ; এক পাশ হইয়া যাওয়া।
২০৪।	শুকুতা—শুক্তা।
২০৫।	গুড়চাউলী—গুড়মিশ্রিত চাউল।
	তেয়াগন—পরিত্যাগ। বাড়—জাল।
	মোজা—আবরণ।
	নিশানি—চিহ্ন ; চিনিবার উপায়।
২০৬।	বিম্বক—বাঁধুলি ফুল।
	শিখিবাণ—অগ্নিবাণ।
	দিনকৃতি—দিনের কাজ। ভরা—নৌকা।
	পাত্যারা—প্রত্যয়, বিশ্বাস।
২১০।	হরিপদদ্বন্দ্বা—হরির চরণদ্বয়।
২১১।	উজবক—(উজবেগ) আফগান সৈন্য।
	খোরসানি—পারস্য দেশের সেনা।
	খানখানা—প্রধান সৈন্যচালক।
২১২।	বাফোই—বাপ্‌রে। যাদুয়া—মায়াবী।
২১৩।	পুনি—আবার। দৃঢ়াণ—সত্য।
	ব্রতদাসী—ব্রত-পরায়ণা।
	ডগডগি—কচি কচি।
২১৪।	পূপ—পিঠা।
২১৫।	ইন্দ্রসুতা—মালাধর।
	আউড়ি—সূতিকা গৃহের অগ্নি ?
২১৬।	ধরণীসুত—মঙ্গল।
	রাশে—রাশিতে। ছণ্ড—খারাপ।
২১৮।	ভাণ্ডীর—বৃক্ষ বিশেষ।
২১৯।	চিকা—একপ্রকার খেলা।
২২০।	সপ্তশতী—চণ্ডী। শ্রুতি—বেদ।
	আগম—আগতং শিববক্ত্রেভ্যোগতঞ্চ গিরিজা শ্রুতৌ। মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম মুচ্যতে।
২২২।	হাপুতী—সন্তানবিহীনা, অপুত্রী।
	লাগ—মিলন, দেখা। বুলি—বেড়াইয়া।
	সুত অনুসারে—ছেলের জন্য।
২২৩।	পুতন্তী—পুত্রবতী। ছাওয়াল—ছেলে।
২২৬।	বাসি—ছুতারদের তীক্ষ্ণধার কুঠার।
	বাতশির—গোদ।
২২৭।	ভন্ত—তেও মান্দার।

পত্রাঙ্ক	শব্দ ও অর্থ
২২৭।	মুড়েলা—দেওয়ালের সর্ব্বোচ্চ স্তবক।
২২৯।	যুঝরিয়া—লড়ায়ে।
	আকুড়া—মাছ ধরার কাঁটার মত বক্রমুখ কাষ্ঠ খণ্ড। সাধারণতঃ এখন কৃষিকার্য্যে ঐ আকারের লৌহখণ্ড ব্যবহৃত হয়।
	পাছড়া—কাপড়।
	ছিটুনি—ঝালরে লম্বিত সুদৃশ্য বস্তু সকল।
২৩১।	তরণীধ্বজ—নৌকার ধ্বজা।
	ভরা- বোঝাই।
২৩২।	রইঘর—নৌকার মধ্যস্থ ঘর।
২৩৬।	লা—নৌকা। রয়—বেগ।
২৩৭।	আবর্ত্তশালী—তরঙ্গযুক্তা।
	গরযুক্ত—বিষযুক্ত।
২৩৯।	দৃঢ়ব্রত—উগ্রতপা।
২৪০।	তামী—কোষা প্রভৃতি পূজোপকরণ।
২৪২।	চাকি—আস্বাদ করিয়া।
	স্বাদুপানা—মিষ্টত্ব। কাপড়ি—কপট।
	বাইতি—বাদ্যকর। নিষ্ঠ—মনোযোগ দিয়া।
২৪৩।	চান্দড়—সর্ব্ববিষ নিবারক ঔষধ বিশেষ।
২৫৫।	ছাপাইল—লুকাইল।
	ধর্ম্মাধিকারিণী—দেবী।
	পিছুমোড়া—হাত দুখানি পিঠের দিকে লইয়া যাইয়া বাঁধা। নায়ে-পাইক—মাঝি।
২৫৬।	সোলা—লঘুকাষ্ঠ নির্ম্মিত সন্তরণের উপায়।
	ব্যাসা—ভাসিয়া। হর্ব্বধন—সমস্ত ধন।
	হকল—সকল। হকুতা—শুক্তা।
২৫৮।	ষড়ঙ্গ—হস্তদ্বয়, পদদ্বয়,কটি ও মস্তক এই ছয় অঙ্গ ভূমি স্পর্শ দ্বারা প্রণাম।
	ছেত্ত—বধ্য।
২৫৯।	ঠগ—দুষ্ট। ষড়ঙ্গরূপিণী—বিশ্বরূপিণী।
২৬০।	টেক্কর—কুৎসা; নিন্দা।
২৬১।	ত্রিগুণাত্মিক—সত্ত্ব, রজঃ, তম গুণবিশিষ্টা।
	রঙ্গিণী—ক্রীড়াশীলা।
২৬২।	ক্ষোণী—পৃথিবী।
২৬৭।	পারাবার-পারে—সমুদ্র পারে।
	সুকৃতি-শরণ—পুণ্যবানের আশ্রয়।
২৬৯।	ভ্রূকুটি-কুটিলা—ভ্রূভঙ্গি-পরায়ণা।
	পিঙ্গল জটিলা—হরিদ্রা বর্ণ জটাযুক্তা।
	সমর দুরন্তা—রণোন্মাদিনী।
	মাতালা—উন্মত্তা।
	বেতালা—বিশৃঙ্খল গতিশীলা।
২৭২।	ঢেকানে—ধাক্কায়।
২৭৩।	উজানের মাছ—বর্ষাকালে পুকুরে জল ঢুকিতে থাকিলে পুকুরের যে মাছগুলি সেই জল বাহিয়া বাহির হয়।
২৭৮।	বই—বাদে।
২৭৭।	পাকনাড়া—হাতে ধরিয়া টানা।
	কচালিয়া—রগড়াইয়া।
২৮১।	বিঘত—অর্দ্ধহস্ত।
২৮৩।	রন্থয়ে—রান্নায়।
২৮৮।	রুখু—তৈলহীন।
২৮৯।	শ্যামলি গামছা—শ্যামল বর্ণের গামছা।
	দাদুর—বেঙ।
২৯২।	পরশ-পাথর—স্পর্শমণি; যাহার স্পর্শে লৌহ সোনা হয়।
২৯৩।	নিরানন্দী—বিমর্ষ।
২৯৬।	পঞ্চম রতন—হীরা, মুক্তা, নীলকান্ত, পদ্মরাগ ও বিক্রম।
৩০০।	স্ফুটভাষী—স্পষ্ট-বক্তা।
৩০৩।	একতনু—একাঙ্গ।
	উত্থানের ডালা—বরণডালা।
৩০৪।	মূঢ়সমা—অজ্ঞানপ্রায়।

পরিশিষ্ট (খ)

কবি কঙ্কণ চণ্ডীতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩২৭। তৃতীয় সংখ্যা)

লেখক—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন।

১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা শেষ করেন। এই কাব্যে তাৎকালিক বাঙ্গালা জাতির গৃহস্থালীর কথা, সমাজ-বিন্যাসের কথা, সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের কথা এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে—পারিপার্শ্বিক জগতের চিত্র এরূপ নিখুঁত ভাবে এই কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিতে করিতে সত্য সত্যই আমাদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী জাতির দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের একখানি অপূর্ব্ব আলেখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, তখনকার বাঙ্গালী জাতির গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ও ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। বড় লোকদের বাড়ীতে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, অনাথশালা ও অতিথিশালা স্থাপিত থাকিত।[১] প্রবাসীদিগের ব্যবহারের জন্য 'দীঘল মন্দির' থাকিত।[২] নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থগণ ইষ্টদেবের পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না।[৩] এ কালের ন্যায় সে কালেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের চূড়ামণি ছিল।[৪] তৎকালেও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মুখুটি, চাটুতি, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, ঘোষাল, গাঙ্গুলি, পুতিতুণ্ড, গুড় প্রভৃতি উপাধির প্রচলন ছিল, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে 'গাঁই নাই গোত্র আছে' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; মূর্খ ব্রাহ্মণেরা নগরে যাজন করিত এবং চন্দন-তিলক পরিয়া ঘরে-ঘরে দেবপূজা ও শ্রাদ্ধ করিয়া বেড়াইত; ঘটক ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিলে তাহারা 'কুলপঞ্জী' বিচার করিয়া যদৃচ্ছা গালাগালি করিত; নগরের এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বাস করিত ও 'দীপিকা ভাস্বতী' ধরিয়া জাত বালকের ঠিকুজি কুষ্ঠী রচনা করিত; বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি ছিল; সন্ন্যাসী ও কপালী গায়ে নানা তীর্থের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত; বৈষ্ণবেরা কাঁথা, কম্বল, লাঠী লইয়া, গলায় তুলসীমালা পরিয়া, 'গীতনাটে' কালযাপন করিত।[৫]

১। আওয়াসের পূর্ব্বদেশে, বিচিত্র কলস বৈসে, সারি সারি বিষ্ণুর দেউল। ৭৯পৃঃ
নগর চাতর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে, অনাথমণ্ডপ ভাতশালা॥

২। বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে, প্রবাসি-জনের তথি মেলা। ৮০পৃঃ

৩। আশ্রয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া, পূজা কৈলুঁ কুমুদ প্রসূনে। ৫পৃঃ

৪। কুলে শীলে নিরবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের বাস।

৫। কুলে শীলে নহে নিন্দ্য, মুখুটি চাটুতি বন্দ্য, কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলি ঘোষাল।
পুতিতুণ্ডি বৈসে হড়, রাইগাঁই কেশরি গুড় ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলিন্দাল॥
পারীঘাতী পীতিতুণ্ডি, ঝিকরারী মালখণ্ডী, ব্রাহ্মণ বড়াল কুলমাল।
চোটচণ্ডী পলসাই দীর্ঘাড়ী কুসুম গাঁই সাঁই-গাঁই কুলভি পড়্যাল॥
কড়িয়াল কুলস্যাল সিমলাল কুড়িলাল পিপলাই বৈসে পূর্ব্ব গাঁই।
ধনে মানে অতি চণ্ড বাপুলি বিশাল-মুণ্ড করাল নিবসে সিমলাই॥

গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্যগণ প্রভাতে উঠিয়া, কপালে 'উর্দ্ধফোঁটা' কাটিয়া, শিরে বসন বাঁধিয়া, জর্জ্জর ধুতি পরিয়া, কাঁধে পুথি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; তাহাদের পাশে 'অগ্রদানী' ব্রাহ্মণেরা প্রত্যহ রোগীর সন্ধান লইত।[১] কায়স্থগণ সকলেই লেখাপড়া জানিত; ইহারা মহাজন, ভব্য ও নগরের শোভাস্বরূপ ছিল, ভাল বাড়িতে বাস করিত এবং ভূসম্পত্তিশালী ছিল; মাহেশের ঘোষ কুলে-শীলে দোষহীন ছিল, বসু মিত্র কুলের প্রধান ছিল; পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্ত, দাস, কর, নাগ সোম, চন্দ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধি কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।[২] বণিক্ ও গোপগণ শান্ত শিষ্ট ছিল ও কৃষিকার্য্য

পালধি হিজল গাঁই মাসচটক ভিঙ্গসাই কাঞ্জারী সাহরি ভুরিষ্টাল।
বটগ্রামী নন্দী গাঁই ভাটাতি সিদ্ধলদায়ী, নায়েবী কোয়ারী মতিলাল॥
গাঁই নাই গোত্র আছে বসিল বীরের কাছে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সাত শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু নিত্য পড়ে বেদ যজু বেদবিদ্যা পড়ে অবিরত॥
কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজ কহে কথা কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।
...মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে চাউলের বোচকা বাঁধে টান॥
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধিভাণ্ড তেলিঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথাও মাসরা কড়ি কেহ দেয় দালি বড়ি গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি॥
... ... নাগরিয়া শ্রাদ্ধ করে গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাজ করি দ্বিজে কয় কাহন দক্ষিণা হয় হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥
গালি দিয়া লণ্ডভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে কুলপাঁজী করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে যাবৎ না পায় পুরস্কার॥
... ... এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বৈসে বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতী ধরে শাস্ত্র বিচার করে বালকের লেখে জন্মপাঁতি॥
মাথায় পিঙ্গল জটা সন্ন্যাসী কাপালী ঘটা ঝুপড়ি বাঁধিয়া একপাশে।
গায়ে নানা তীর্থ চিন্ ভিক্ষা করি অনুদিন একপাশে তারা সব বৈসে॥
সদা লয় হরিনাম ভূমি পাইয়া ইনাম বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।
কাঁথা কম্বল লাঠি গলায় তুলসী কাঁঠি সদাই গোঙায় গীত নাটে॥ ৮৭।৮৮পৃঃ

১। বৈদ্য জনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে, উর্দ্ধফোঁটা করে ভালে বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া জর্জ্জর ধুতি কাঁধে করি নানা পুঁথি গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
বৈদ্য জনের পাশে অগ্রদানীগণ বসে নিত্য করে রোগীর সন্ধান ৮৩।৮৯পৃঃ

২। কায়স্থ আইল মহাজন।...
প্রসন্ন সবারে বাণী, লেখা পড়া সবে জানি, সর্ব্বজন নগরের শোভা।
...কুলে শীলে নাহি দোষ কেহ মাহেশের ঘোষ বসু মিত্র কুলের প্রধান।

করিত।[১] তেলিরা কেহ চাষ করিত, কেহ তেল বেচিত, কেহ ঘানি পাড়িত।[২] কামারেরা কোদাল প্রভৃতি লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণ করিত।[৩] তাম্বূলী পানের বীড়া বিক্রয় করিত।[৪] কুম্ভকারেরা মৃত্তিকা দ্বারা হাঁড়ি, কুঁড়ি, মৃদঙ্গ, দগড়, কাড়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিত।[৫] তন্তুবায় ভুনীধুতি ও জোড়গড়া বুনিত।[৬] মালীরা ফুলের মালা ও সাজি লইয়া, ফিরিত।[৭] বারুই বরজ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত।[৮] নাপিত 'কক্ষতলে কাতি করিয়া', 'রসাল দর্পণ করে' লইয়া বেড়াইত।[৯] মোদকেরা চিনির কারখানা করিত ও খণ্ড নাড়ু প্রস্তুত করিত এবং শিরে পসরা লইয়া নগরে নগরে শিশুদিগের নিকট বিক্রয় করিত।[১০] 'সরাকে'রা নিরামিষভোজী ছিল ও নেতবস্ত্র ও পাটশাড়ী বুনিত।[১১] গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক, মণিবণিক্, কাংস্যবণিক্ বহু ছিল; কাংস্য-বণিকেরা ঝারি, খুরি, থাল, বাটী, খোবা, হাঁড়ি,সীপ, সাঁপুড়ি, চুণাতি, বাটা, ঘাঘর, ঘণ্টা, সিংহাসন, পঞ্চপ্রদীপ প্রস্তুত করিত।[১২] গন্ধবণিকদের মধ্যে 'দুর্ব্বাসা ঋষি' প্রভৃতি গোত্র ছিল এবং বর্দ্ধমান, উজানী, মহাস্থান প্রভৃতি গ্রামে তাহাদের সমাজস্থান ছিল।[১৩] সুবর্ণ-বণিকগণ রজত, কাঞ্চন বিক্রয় করিত এবং কৌশলে সকলের ধনরত্ন

তব গুণে হয়ে বন্দী পাল পালিত নন্দী সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ এক স্থানে করিব নিবাস॥
···বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ীভূমি শুনি বীর হৃদয়ে উল্লাস॥ ৮৯পৃঃ

১। নিবসে বণিক্ গোপ না জানে কপট কোপ ক্ষেতে উপজায় নানা ধন। ৮৯পৃঃ
২। তেলি বৈসে শতজনা কেহ চাষী কেহ ঘনা কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল। ৮৯পৃঃ
৩। কামার পাতিয়া শাল কোদালী কুড়ালি ফাল, গড়ে টাঙ্গী আঙ্গারখি শেল।৮৯পৃঃ
৪। লইয়া গুবাক পাণ বসিল তাম্বূলীজন মহাবীরে নিত্য দেয় বীড়া। ৮৯পৃঃ
৫। কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুড়ি গড়ে পেটে মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া। ৯০পৃঃ
৬। শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায় ভুনী ধুতি বুনে জোড় গড়া। ৯০পৃঃ
৭। মালী বৈসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে মালা মোড় গড়ে ফুলঘর। ৯০পৃঃ
৮। বারুই নিবসে পুরে বরজ নির্ম্মাণ করে মহাবীরে নিত্য দেয় পাণ। ৯০পৃঃ
৯। নাপিত নিবসে তথা কক্ষতলে করি কাতা করে ধরি রসাল দর্পণ। ৯০পৃঃ
১০। মোদক প্রধান জনা করে চিনি-কারখানা খণ্ড লাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে শিশুগণে করয়ে যোগান॥ ৯০পৃঃ
১১। সরাক বসে গুজরাটে জীবজন্তু নাহি কাটে সর্ব্বকাল করে নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাটশাড়ি দেখি বড় বীরের হরিষ॥ ৯০পৃঃ
১২। পুরে বসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপ ধুনা পসরা সাজিয়ে চলে হাটে।
শঙ্খবেণে কাটে শঙ্খ কেহ করে নবরঙ্গ মণিবেণে বসে গুজরাটে। ৯০পৃঃ
কাঁসারি পাতিয়া শাল গড়ে ঝারি খুরি থাল ঘটী বাটী বড় হাঁড়ী সীপ। ৯০পৃঃ
ডাবর চুণাতি বাটা সাঁপুড়া ঘাঘর ঘণ্টা সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ। ৯০পৃঃ
১৩। গোত্র দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণ্যা। ফতেপুর, বোড়শূল গ্রাম মহাস্থান ইত্যাদি—

লুণ্ঠন করিত।[১] পল্লব গোপেরা 'বাথান' রাখিত ও কান্ধে ভার লইয়া দধি বিক্রয় করিত।[২] মৎস্যজীবী ও চাষী, এই দুই শ্রেণীর কৈবর্ত্ত ছিল।[৩] কলু, বাইতি, বাগদি, মাছুয়া, কোচ, ধোবা ও দরজী, এই সকল ইতর জাতি নিজ নিজ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিত।[৪] সিউলীরা খেজুরের রসের গুড় করিত।[৫] ছুতারেরা চিড়া কুটিত, খই ভাজিত এবং শকট ইত্যাদি কাষ্ঠদ্রব্য তৈয়ার করিত।[৬] পাটনী পারাপার করিত।[৭] ভাটেরা ভিক্ষা করিত।[৮] চৌহুলি, চূণারী, মাঝি, কোরাঙ্গা, ভরদ্বাজী ও মালেরা নগরের বাহিরে বাস করিত।[৯] চণ্ডালেরা লবণ, পানিফল ও কেশুর বিক্রয় করিত।[১০] গোহাল্যা গীত গাইয়া বেড়াইত; কোয়ালি ও মারাঠারা নগরের এক দিকে বাস করিত; শোলঙ্গেরা প্লীহা ভাল করিত ও চক্ষের ছানি কাটিত; কোলেরা হাটে ঢোল বাজাইত; জায়াজীবী ও কেওয়ালা পুবান্তে বাস করিত; হাড়িরা ঘাস কাটিয়া বেচিত ও শুঁড়ীর আঙ্গিনায় মদ্য পান করিত; চামারেরা মোজা, পানই, জিন প্রস্তুত করিত; বয়নীরা চালুনী ঝাঁটা প্রস্তুত করিত, ডোমেরা টোকা, ছাতা তৈয়ার করিত, নগরের এক পার্শ্বে বেশ্যারা বাস করিত।[১১] ব্রাহ্মণেরা 'বল্লান-সেন্যা' অর্থাৎ বল্লালী কৌলীন্য-

১। সুবর্ণবণিক্ বসে রজত কাঞ্চন কসে পোড়ে ফোড়ে হইলে সংশয়।
দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে সবার ধন হাত বদলিতে ভাল জানে। ৯০পৃঃ
২। পল্লব গোপ বসে পুরে কান্ধে ভার বিকি করে বনভাগে বসায় বাথানে। ৯০ পৃঃ
৩। মৎস্য বেচে চষে চাষ বসে দুই জাতি দাস। ৯০পৃঃ
৪। ...কলুরা নগরে পাতে ঘানী। ৯০পৃঃ
বাইতি নিবসে পুরে নানাবিধ বাদ্য করে নগরে মাঞ্জুবী বিকিকিনি॥ ৯০পৃঃ
বাগদী নিবসে পুরে নানা অস্ত্র ধরি করে দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে জাল বুনে মৎস্য ধরে কোচগণ বসে লীলা রঙ্গে॥
নগর করিয়া শোভা বসিল অনেক ধোবা দড়ায় শুকায় নানা বাস।
দরজী কাপড় সিয়ে বেতন করিয়া জীয়ে গুজরাটে বসে একপাশে॥ ৯০ পৃঃ
৫। সিউলি নগরে বসে খেজুরের কাটি রসে, গুড় করে বিবিধ বিধান॥ ৯০ পৃঃ
৬। ছুতার হাটের মাঝে চিড়া কোটে খৈ ভাজে কেহ করে চিত্র নিরমাণ॥ ৯১ পৃঃ
৭। পাটনি নগরে বসে রাত্রিদিন জলে ভাসে পার করি লয় রাজকর। ৯১ পৃঃ
৮। ...বসে তথি রাজ ভাট ভিক্ষা মাগি বুলে ঘর ঘর॥ ৯১ পৃঃ
৯। চৌহুলি চূণারী মাঝি, কোরাঙ্গা ভরদ্বাজী মাল বসে পুরের বাহিরে। ৯১ পৃঃ
১০। চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে পানীফল কেশুর পসারে॥ ৯১ পৃঃ
১১। গোহাল্যা গাইয়া গীত কোয়ালি ফিরয়ে নিত এক ভিতে বসিল মারাঠা।
... ... শোলঙ্গে পীলিহা কাটে ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা॥
কুলিঙ্গ কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল জায়াজীবী বসিল কেওলা।
বেহারা বসিল হাড়ি ঘাস কাটি লয় কড়ি শুঁড়ির অঙ্গনে যার মেলা॥
মোজা পানই আর জীন নিরময়ে প্রতিদিন চামার বসিল এক ভিতে।
বিউনী চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে টোকা ছাতা জীবিকার হেতু একচিতে।
নগরের একপাশে বারবধূ জন বসে... ....." ৯১ পৃঃ

বিশিষ্ট ছিলেন।[১] মুসলমানদের মধ্যে গোলা, জোলা, মুকেরি, পীঠারি, কাবারি, গয়সাল, কাল, সানাকর, তীরকর, পটিয়া, কাগতি, কলন্দর, রঙ্গরেজ, হাজাম, কসাই, দরজি, বেনটা, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি জাতিভেদ ছিল।[২] তাহারা প্রাতঃকালে লাল পাটি বিছাইয়া নমাজ পড়িত, পীর পয়গম্বরের আরাধনা করিত, কোরাণ পড়িত, পীরের শীরণি দিত, মাথায় কেশ রাখিত না। কাবারি জাতি ব্যতীত আর সকলে দাড়ি রাখিত; মাথায় টুপি দিত, ইজার পরিত, আহার করিয়া কাপড়ে হাত মুছিত, নিকা করিত, মুরগী ও বকরি জবাই করিয়া তাহার মাংস খাইত, মক্তবে পড়াশুনা করিত।[৩] এই সময় হিন্দুগণের মধ্যে শুভ দিন দেখিয়া গর্ভাধান, সাধভক্ষণ, নামকরণ, কর্ণবেধ, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারগুলি যথাযোগ্য শাস্ত্রানুসারে এবং আড়ম্বর ও পান-ভোজনের সহিত

১। "ব্রাহ্মণের পাবা নাহি জাতি বল্লাল-সেনিয়া।" ২২১ পৃঃ

২। রোজা নমাজ করি কেহ হৈল গোলা। তাসন করিয়া নাম বলাইল জোলা॥
বলদ বাহিয়া কেহ বলায় মুকেরি। পিঠা বেচিয়া নাম কেহ বলায় পিঠারি॥
মৎস্য বেচি নাম কেহ ধরাল কাবারি। নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি॥
হিন্দু হয়ে মুসলমান হয় গয়সাল। নিশাকালে মাগে ভিক্ষা নাম ধরে কাল॥
সানা বান্ধি নাম বলাইল সানাকর। জীবন উপায় তার পেয়ে তাঁতি ঘর॥
পট পড়িয়া বুলে কেহ নগরে নগর। তীরকর হয়ে কেহ নিরমায় শর॥
কাগজ কুটিয়া নাম ধরায় কাগতি। কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি॥
বসন রঙ্গায়ে কেহ ধরে রঙ্গরেজ। * * * সুন্নত করিয়া নাম বলায় হাজাম।
* * গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই।
...কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা।
নেয়াল বুনিয়া নাম বলায় বেনটা। ৮৭ পৃঃ

৩। 'আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোগল কাজি খয়রাতে বীর দিল বাড়ী।
* * ফজর সময়ে উঠি, বিছায়ে লোহিত পাটি পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে অনুদিন পড়য়ে কোরাণ।
সাঁঝে ডালা দেই হাটে পীরের শিরণি বাঁটে সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানিশবন্দ কারো নাহি করে চন্দ প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে দশরেখা টুপি মাথে ইজার পরয়ে দৃঢ় নারী।
.. ...আপন টোপর নিয়া বসিলা অনেক মিঞা ভুঞ্জিয়া কাপড়ে পোঁছে হাত।
সাবানি লোহানি আর লোদানি সুরয়ানি চার পাঠান বসিল নানা জাত॥
......মোল্লা পড়ায়ে নিকা, দান পায় সিকা সিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া!
করে ধরি খর ছুরি মুরগী জবাই করি দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেয় মাথা * *
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব স্থান মখদম পড়ায় পঠনা। ৮৬ পৃঃ

অনুষ্ঠিত হইত।[১] সন্তান প্রসবের পর চালের খড় দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইত; সূতিকা-ঘরের দ্বারে গোমুণ্ডে ষষ্ঠীমূর্ত্তি স্থাপন করা হইত ও হুলুধ্বনি দ্বারা নাড়ি ছেদন করা হইত।[২] সুতিকাগারের দুয়ারে জাল, বেত্র ও উপানদ্ ঝুলাইয়া দেওয়া হইত।[৩] প্রসবের তৃতীয় দিবসে প্রসূতিকে পাঁচন খাওয়ান হইত।[৪] ছয় দিনে রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক ষষ্ঠীপূজা, সপ্তম দিনে সপ্তঋষির অর্চ্চনা, অষ্টম দিনে অষ্টকলাই, নবম দিনে নত্তা, একুশ দিনে ষষ্ঠীপূজা করা হইত।[৫] শিশুকে ঘুম পাড়াইবার নিমিত্ত এখনকার ন্যায় তখনও ছড়াগান প্রচলিত ছিল।[৬] স্ত্রীলোকেরা দোছটী করিয়া বার হাত শাড়ী পরিত।[৭] মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া ধনশালী গৃহস্থেরা সুপাঠকের মুখে পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতেন।[৮] ব্রাহ্মণসজ্জনেরা খড়্গ নির্ম্মিত কোষায় তর্পণ করিতেন।[৯] মেয়েরা 'গুয়া-মুটী' নামক এক প্রকার খোঁপা বাঁধিত ও দর্পণে মুখ দেখিত।[১০] পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী ও গায়ে পাছড়া ব্যবহার করিত।[১১] মেঘডুম্বুর নামক শাড়ী ও কাঁচুলী ধনী স্ত্রীলোকদিগের পোষাক ছিল।[১২] তাহারা 'কজ্জল' পরিত, পিঠালী ও হলুদ মাখিয়া

১। "সকল দোষহীন বিচার করিল দিন প্রথম গর্ভের সঞ্চার।
* * স্মরিয়া পুরহর দম্পতী জুড়ি কর মিহিরে কৈল অর্ঘ্য দান ১৭৬ পৃঃ
"নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু চাহিয়া আনিল আয়োজন।" ৪৪ পৃঃ
চারি পাঁচ মাস গেল ছয়েতে প্রবেশ। * * * গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু।
* * পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ বেধন। ৪৫ ও ২১৯ পৃঃ
শুনি বাক্য খুল্লনার দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে। ২২০ পৃঃ
রবিবার ত্রয়োদশী নক্ষত্র রেবতী। বিবাহে সঞ্চয়কেতু দিল অনুমতি॥ ৪৭ পৃঃ
ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন, কুটুম্বসমাগম, শ্রাদ্ধ সমাপন, দ্রষ্টব্য।
১৭৯—১৮০পৃঃ

২। "কাড়িয়া চালের খড় জালিল আউড়ি। দুয়ারে পূজেন ষষ্ঠী স্থাপিয়া গোমুড়ী॥
২১৫ পৃঃ
"হুলাহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন। ১১৮ পৃঃ

৩। "দুয়ারে বাঁধিল জাল বেত্রে উপানৎ।" ২১৫ পৃঃ

৪। তিন দিনে কৈল তার সুপথ্য পাচন। ২১৫ পৃঃ

৫। ছয় দিনে কৈল ষষ্ঠী পূজা জাগরণ। সপ্তম দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চন।
অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহনা। নয় দিনে নত্তা করিল মনের হরিষে।
ষষ্ঠী পূজা কৈল তার একুশ দিবসে॥ ২১৫ পৃঃ

৬. খুল্লনাকৃত শ্রীমন্তের সোহাগ দ্রষ্টব্য। ২১৬ পৃঃ

৭। দোছুটি করিয়া পরে বার হাত সাড়ী। ১৫৯ পৃঃ

৮। মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করি স্নান। সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পূরাণ॥২৯০ পৃঃ

৯। ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গ দরে এক পণ। ব্রাহ্মণ সজ্জনে লয় করিতে তর্পণ॥ ৪৯ পৃঃ

১০। কবরী বাঁধিল রামা নামে গুয়াঠুটি। দর্পণে নিহালে রামা যেন গুয়াগুটি॥১৫৯ পৃঃ

১১। মস্তকে পাগ দিল গায়েতে পাছড়া। ২৮০ পৃঃ

১২। বাছিয়া পরয়ে মেঘডম্বুর কাপড়। ১৫৯ পৃঃ
হৃদয়ে কাঁচুলী আচ্ছাদন॥ ৬২ পৃঃ

গায়ের ময়লা পরিষ্কার করিত, কুলুপিয়া ও 'শ্রীরাম লক্ষ্মণ' নামক শঙ্খ পরিধান করিত।[১] গরীবেরা 'আমানি' ভক্ষণ করিত।[২] বিবাহের সময় স্ত্রী-আচার হইত এবং বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রিগণ মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিত।[৩] স্ত্রীআচারকালে কাপাসের ক্ষেত হইতে গোমুণ্ড আনিয়া তদুপরি বরকে দাঁড় করাইয়া রাখার নিয়ম ছিল।[৪] যুবতীরা 'স্বামীর সম্ভোগচাঁদ' এর সহিত 'বাঘতেল' মিশাইয়া, তাহা মুখে মাখিয়া 'স্বামি-বশীকরণের' চেষ্টা করিত।[৫] স্ত্রীলোকেরা রক্তবস্ত্র পরিয়া, মাথার চুল এলাইয়া, মঙ্গলবারে, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিত এবং চণ্ডীর ঘট মাথায় করিয়া নাচিয়া বেড়াইত।[৬] চণ্ডীর নিকট শূকর, (এমন কি, চুপে চুপে) নরবলি পর্য্যন্ত দেওয়া হইত; মহিষ ছাগ, মেষ, রোহিত ও রাজহংস বলি হইত এবং সময়ে সময়ে পূজক নিজের অঙ্গ কাটিয়া রুধির উৎসর্গ করিতেন।[৭] লগ্নাচার্য্যেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাঁজি শুনাইয়া ও কুশাই ওঝারা কাঁধে কুশের বোঝা লইয়া, বেদমন্ত্র পড়িয়া লোকের নিকট কড়ি আদায় করিত।[৮] বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, কার্ত্তিক ও মাঘমাসে নিরামিষ ভক্ষণ

১। কজ্জল গবল বিশিখ প্রবল ধবসি কিবা কারণে॥ ৬৫ পৃঃ
পিঠালী হরিদ্রা লয়ে, খুল্লনারে বুলি চেয়ে, করিতে অঙ্গের মলা দূর। ১৬০ পৃঃ
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ। ১৬৫ পৃঃ
"কেমনতে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।" ১৯১ পৃঃ

২। "আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥ ৬৯ পৃঃ
পাথরে আমানী ভরি দিল সঞ্জয়ের নারী। ৪৮ পৃঃ

৩। রম্ভাবতী স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি। পায়ে পাদ্য শিরে অর্ঘ্য ঢালি দিল দধি॥
সূতা দিয়া মাপে রম্ভা বরের অধর। তেন মত মাপে আর দুইখানি কর॥
আনিল এয়োর সূতা নাটাই সহিত।
সাত ফের ফেরাইয়া করিয়া বেষ্টিত॥ ১২৮—১২৯ পৃঃ
জুড়িয়া ক্রোশেক বাট চলে বরাতির ঠাট চমকিত ইছানি নগর।
দুই দলে ঠেলাঠেলি চুলাচুলি গলাগলি বরাতি দেউড়ি নাহি ছাড়ে॥" ১২৮ পৃঃ

৪। কাপাসের ক্ষেত হইতে আনিল গোমুণ্ড। দাণ্ডাইয়া সাধু তায় রবে দুই দণ্ড।
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান। মৌনে রহিবে সাধু গোমুণ্ড সমান॥ ১২৮পৃঃ

৫। স্বামীর সম্ভোগচান্দ রাখিবে যতনে।
বাঘতৈল সনে বামা মাখিবে বদনে॥ ১৬০পৃঃ

৬। পরিয়া লোহিত বাস, আকুল কুন্তলপাশ, বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
দেখেছি আপন চক্ষে কাণ্ডরী কামাখ্যা মুখে দেয় ওড় পুষ্পের অঞ্জলি॥
যদি পায় গুণবতী মঙ্গল অষ্টমী তিথি যদি বা নবমী চতুর্দ্দশী।
পাইলে এমন তিথি পূজন করয়ে নিতি উপবাসী থাকে দিবা নিশি॥ ১৯৭পৃঃ

৭। মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংস লক্ষেক দিল বলিদান। ৩৩পৃঃ
তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা। ৮১পৃঃ
মোরে কিবা বলি দিয়া পূজিবে চণ্ডিকা॥ ২৮০পৃঃ

৮। প্রবেশিতে হাট মাঝে আসি হরি মহারাজে ডাকে মীন রাশির কল্যাণ।
আসিয়া তোমারে গজি শ্রবণ করাইল পঞ্জী, দিলুঁ তারে কাহনেক দান॥

ও উপবাস করিবার প্রথা ছিল এবং ঐ সকল মাস পুণ্যমাস বলিয়া বিবেচিত হইত, বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণকে দান করা এবং মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান ও দান করা, সুপাঠক আনিয়া পুরাণ পাঠ শ্রবণ করা, পিষ্টক ও পায়স ভোজন কবার রীতি ছিল।[১] মাঙ্গলিক কার্য্যে 'কৃষ্ণচরিত্র' গান করিবার এবং ভাগবত ও ভারতপুরাণ পাঠ করিবার প্রথা ছিল।[২] আশ্বিন মাসে অম্বিকাপূজা ও ফাল্গুনে দোলযাত্রা উৎসব হইত।[৩] দোলযাত্রা উৎসবে হরিদ্রা ও কুস্কুমের পিচকারী দেওয়া হইত।[৪] বণিকেরা গন্ধেশ্বরীর পূজা করিত।[৫] শীতকালে তূলী, তসর বসন, পাছুড়ী ও নেহালী নামক শীতবস্ত্র ব্যবহার করিত।[৬] গরীবেরা 'আগুন ও রৌদ্র' পোহাইত এবং 'খোসলা' নামক শীতবস্ত্র দ্বারা শীত নিবারণ করিত।[৭] 'শ্যামলী গামছা' নামক এক প্রকার গামছার প্রচলন ছিল।[৮] বিলাসীবা কাণে স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিত, গায়ে

কান্ধেতে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা, বেদ পড়ি কবিল আশীষ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিলুঁ তারে পণ দশ .. ... ১৬২পৃঃ

১। পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস। দান দিয়া দ্বিজের পূরিবে অভিলাষ॥
পুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য কার্ত্তিক মাস। দান দিয়া তুষিও দ্বিজের অভিলাষ॥
মাঘ মাসে প্রভাত সময়ে করি স্নান। সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুবাণ॥
পিষ্টক পায়স যোগাইব প্রতিদিন।
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মীন। ২৮৯পৃঃ
বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥ ৬৮পৃঃ

২। এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে॥
দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত। ২১৭পৃঃ
কেহ পড়ে ভারত পুবাণ॥ ৮৭পৃঃ

৩। আশ্বিনে আম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে। ৬৯পৃঃ
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে। ষোড়শোপচারে অজা গাড়ব মহিষে॥
ফাগুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ আমি করিব রচনে॥ ২৮৯পৃঃ

৪। হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া করিয়া ভূষিত।
ফাগুদোল করিয়া গোঙাব নিতনিত॥ ২৮৯পৃঃ

৫। বলে সাধু ধনপতি, দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই। ১৮৪পৃঃ

৬। পৌষে তূলী-পাতি তৈল তাম্বূল তপনে।
শীতনিবারণ দিব তসর বসনে। ২৯০পৃঃ
নেয়াল বুনিয়া নাম বলায় বেনটা। ৮৭পৃঃ

৭। হরিণ বদলে পাইনুঁ পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥ ৬৯পৃঃ

৮। শ্যামলী গামছা দিব সুগন্ধি কস্তুরী। ২৮৯

চন্দন মাখিত এবং মুখে গুয়া ও হাতে পাণ লইয়া, তসরের কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।[১] 'উপানৎ' বা জুতার প্রচলন ছিল; লোকে শয়নের পূর্ব্বে পা ধুইয়া পাদুকা ব্যবহার করিত।[২] মাঙ্গলিক কার্য্যে কদলীবৃক্ষ রোপণ, নাট্যগীত ও বিয়াল্লিশ বাজনা হইত।[৩] লোকেরা মস্তকে পাগড়ী, পরিধানে ধুতি, গায়ে 'পাছড়া', 'খাসাজোড়া' 'ধোকড়ি', 'খুঞা', 'খোসলা' প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবহার করিত।[৪] বাঙ্গালী পাইক খাঁড়া, ফলা, বিজুলী, রেজা, রায়বাঁশ, লেজা প্রভৃতি অস্ত্রচালনায় নিপুণ ছিল।[৫] বাউরীরা দোলা বহন করিত।[৬] তাম্বু, আতপত্র, ভোটকম্বল, ময়ূরপাখা, গঙ্গাজলি পাটি প্রভৃতির প্রচলন ছিল।[৭] লোকে হাঁচি জ্যেঠির বাধা মানিত।[৮] 'মসীপত্রে চুক্তি লেখা হইত।[৯] বিদেশ যাত্রাকালে যাত্রীরা রাস্তায় কখন 'রন্ধন করিয়া' আহার করিত, কখন 'চিড়া কলা' ভোজন করিত।[১০] পুরুষের একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা ছিল।[১১] মাথায় ও শরীরে তেল মাখিবার প্রথা ছিল।[১২] 'পাঠশালায় সাধরণতঃ

১। নগরে নাগর জনা কানে লম্বমান সোনা বদনে গুবাক হাতে পাণ।
চন্দনে চর্চ্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু তসর বসন পরিধান॥ ৯৫পৃঃ

২। দুয়ারে বান্ধিল জাল, বেত্র, উপানৎ। ২১৫পৃঃ
চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। পদ্মনাভ স্মরি সাধু করিল শয়ন। ১৬৫পৃঃ

৩। প্রতিদ্বারে রম্ভাতরু কৈল আরোপণ। • ঘরে ঘরে গীত নাট বিয়াল্লিশ বাজন॥

৪। কাহণেক কড়ি দিল ধুতি একখান॥ মস্তকের পাগ দিল গায়ের পাছড়া।
ব্রাহ্মণ বন্দীরে সাধু দিল খাসাজোড়া॥ ২৮০পৃঃ
সওদাগর আচ্ছাদন না ছাড়ে ধোকড়ি। ২৮১পৃঃ
কাকাঁলে তুলিয়া বান্ধি খুঞা ধুতিখানি। ১৮২পৃঃ
লহনা প্রসাদ কৈল পুরাণ খোসলা ১৭০পৃঃ

৫। খেলে পাইক বাঙ্গালী খাণ্ডা ফলা বিজুলী কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা।
মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া কেহ ধায় ফিরায়ে লেজা॥ ২০৭।২০৮পৃঃ

৬। গমনের শুভবেলা, বাউরী যোগায় দোলা। ৪৭পৃঃ

৭। টাঙ্গায়া তাম্বুঘর বসিলা সদাগর। ২০৮পৃঃ
শিখিপুচ্ছে বিরচিত মণিমুক্তা উপনীত আতপত্রে শোভে রাঙ্গা ডাটি।
একশত পঞ্চাশ ভোটকম্বল গড়াবাস, ময়ূর পাখার গঙ্গাজলী পাটি॥ ২০৯পৃঃ

৮। সদাগর পাছে নড়ে হাঁচি জেঠি বাধা পড়ে। ২০৯পৃঃ

৯। মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন। ২৫৪পৃঃ

১০। কোথাও রন্ধন কোথা চিড়াখণ্ড কলা॥ ২৯:পৃঙ

১১। সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল।
কর্পূর তাম্বুল লয়ে দু সতীনে থাকে শু-- ১৩৩পৃঃ

১২। তৈল বিহনে তার গায়ে উড়ে খড়ি। ২৮১পৃঃ

ক খ গ, আঠার ফলা, রক্ষিত পঞ্জিকা, টীকা, ন্যায়, কোষ, গণবৃত্তি, দণ্ডী, পিঙ্গল, ভারবি, মাঘ, জয়দেব প্রভৃতির গ্রন্থ, ব্যাসের জৈমিনি ভারত, কালিদাসের মেঘদূত ও কুমারসম্ভব, নৈষধচরিত, রাঘব পাণ্ডবীয়, সপ্তশতী, মুদ্রারাক্ষস, মালতীমাধব, হিতোপদেশ বাসবদত্তা, কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র, দীপিকা, ভাস্বতী, কাব্যপ্রকাশ, রত্নাবলী, সাহিত্যদর্পণ, বৈদ্যকশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, প্রভৃতি পড়ান হইত।[১] সভায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরণে জল, কপালে চন্দন ও গলায় মালা দিয়া সম্মান করা হইত।[২] 'গুবাক ও সন্দেশ' পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইত।[৩] খট্টায় 'তুলী' পাড়িয়া মশারি টাঙ্গান হইত।[৪] চিকা কড়ি, বিপক্ষিকা, শকটা, কোড় ভেটা; বাঘচালি জুয়া, অক্ষ, ভেড়ার যুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়া প্রচলিত ছিল।[৫] হীরা, নীলা, মতি, প্রবাল প্রভৃতি সংযুক্ত অলঙ্কার, কণ্ঠমালা, কুণ্ডল, স্বর্ণচুড়ি, মুকুতার বেড়ী, সুবর্ণ কাঁঠি, কনক শিকলি, নূপুর, কিঙ্কিণী, মল ও বাঁকি, অঙ্গুরী, পাশলি, বালা, শাঁখা অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রচলন ছিল।[৬] ভদ্রলোকেরা 'লম্বা কোঁচা' করিয়া কাপড় পড়িত।[৭]

১। পড়য়ে সাধুর বালা ক খ গ আঠার ফলা সুবিহানে করিয়া যতনে।
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায়কোষ নাটিকা গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ॥
পড়িল কখন দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী নানা ছন্দ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগে পড়িল ভারবি মাঘে বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল॥
জৈমিনি ভারতামৃত ব্যাস পড়ে মেঘদূত নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেত মুনি রাঘব পাণ্ডবী জয়দেব॥
অব্যাহত বুদ্ধিগতি পড়ে দুই সপ্তশতী পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী॥
কাব্য প্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল খড়ি, রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
…বৈদ্যক জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত একে একে পড়িল শ্রীপতি॥ ২২০পৃঃ

২। আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে॥
কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে॥ ১৮০পৃঃ

৩। ব্যবহার সন্দেশ গুবাকে নিমন্ত্রণ। ১৭৯পৃঃ

৪। খট্টায় পাড়িয়া তুলী টাঙ্গায় মশারি জালি। ১৩৬পৃঃ

৫। খেলে কড়ি চিকা দাঁড়া ভাটা। ২১৯পৃঃ
পাশাতে হইয়া বশ ডাকে সদা দশ দশ বিপক্ষিকা খেলায় শকটা।
পাতি খেলে বাঘচালি, জুয়া খেলে কুলিকুলি সামরুল শুনাইতে কথা॥ ২১৯পৃঃ
"জোড়া জোড়া খাসি নিল যুঝরিয়া ভেড়া।" ২২৯পৃঃ

৬। হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি।
পুরাতে জায়ার সাধ কিনিল পাটের জাদ মণিময় মুকুতার বেড়ি॥" ৭৫ পৃঃ
বিচিত্র কপাল তটি গলায় সুবর্ণ-কাঁঠি ১৬ পৃঃ
কটিতটে শোভে আর কনকশিকলি। পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি॥"
"সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে," "রজত পাশলি ছটি", "সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক, অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ," মাণিকের অঙ্গুরী, মণিময় কাঞ্চন নূপুর॥

৭। পাটনীর বসন পরি ভূমে লম্বা কোঁচা॥ ৯২ পৃঃ

স্ত্রীলোকেরা শিরে তৈল দিয়া কবরী বান্ধিত ও সরস সিন্দুর কপালে পরিত।[১] তাহারা পরস্পর দেখা হইলে মাথার 'উকুণী' তুলাইয়া লইত।[২] কড়ি দিয়া লোকে বেসাতি করিত।[৩] দরিদ্রেরা কাঁচড়া 'খুদের' জাউ, লবণ, কলমি ও পুতি শাক খাইয়া জীবনধারণ করিত ও চিড়া খই মুড়ি' জলযোগ করিত।[৪] এ কালের ন্যায় সে কালেও 'বাঙ্গালেরাই' মাঝির কার্য্যে পটু ছিল।[৫] শঙ্খ, ঘণ্টা, ডম্ফ, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু বিষাণ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছিল।[৬] ঝাঁট ও জল দিয়া ভোজনের ঠাঁই করিত।[৭] পা ধুইয়া ও জল দিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভোজনে বসিত।[৮] জনার্দ্দন স্মরণ করিয়া, গণ্ডূষ করিয়া ভোজনে বসিত।[৯] মুকুন্দরাম তৎকালের বড় লোকদের শয্যারচনা ও রন্ধন-প্রণালীর জীবন্ত চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

দুর্ব্বলার শয্যারচনা।

"সাধুর আদেশ ধরে' প্রবেশি শয়ন-ঘরে
খট্টা করে চন্দনে ভূষিত।
সুগন্ধি কুসুমদাম আমোদিত করে ধাম
লহনার উচাটন চিত॥
দুর্ব্বলা সানন্দমনা করে আয়োজন নানা
করিলেক বিনোদ আসন।
চৌদিকে উন্নত স্থলে মণিময় দীপ জ্বলে
যেন দেখি ইন্দ্রের ভবন॥
ধবল চামর বান্ধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা
প্রতিচালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড়
মাঝে মাঝে লাল পাট ডোরা॥
দুই দিকে আলবাটী জলপুরা গাড়ু দুটী
দুই দিকে রাখে দুই পাখা।
বাটা ভরি বীড়াগুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া
সুগন্ধি চন্দন মদলেখা॥

১। "শিরে তৈল দিয়া তার বাঁধিল কবরী।
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী॥" ৬১ পৃঃ
২। মোর মাথার গোটা কত দেখহ উকুণী॥ ৬১ পৃঃ
৩। "কাহণ পঞ্চাশ কড়ি লয়ে চলহ বাজার।"
কাঁচড়া ক্ষুদের জাউ রান্ধিহ যতনে। ৬১ পৃঃ
৪। রাঁধিবে নালিতা শাক হাঁড়ি দুই তিন॥
লবণের তরে চারি কড়া কর ঋণ॥" ৬১ পৃঃ
ঝুড়ি দুই তিন রান্ধি কলমী কাঁচড়া॥
আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি। ৬১ পৃঃ
ছুতার নগর মাঝে চিড়া কোটে খই ভাজে। ৯১ পৃঃ
৫। কাঁদে রে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাত।
হলদী গুঁড়া হারাইল শুকুতার পাত॥ ২০৪ পৃঃ
৬। শঙ্খ ঘণ্টা ডম্ফ মৃদঙ্গ জগঝম্প বাজয়ে ডম্বরু বিষাণ।
ছায়ামণ্ডপ মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে"। "মৃদঙ্গ মন্দিরা বায়
৭। ঝাঁটিজল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল"
৮। পা পাখালিয়া বীর জল দিল মুখে।
ভোজন করিতে বীর বসিলা কৌতুকে॥ ৪৯.পৃঃ
৯। সোঙরিল জনার্দ্দন প্রধান পুরুষ।
সুরনদী জলে সাধু করিল গণ্ডূষ॥

শয্যা বিছাইয়া দাসী ধরিতে না পারে হাসি
বার চারি গড়াগড়ি যায়।"

খুল্লনার রন্ধন।

"প্রভুর আদেশ ধরি রান্ধয়ে খুল্লনা নারী
স্মরিয়া সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘি লবণ ঝাল আদি নানা বস্তুজাল
সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥
বার্ত্তাকু কুমুড়া কচা তাহে দিয়া কলা মোচা
বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।
ঘৃতে সন্তোলন তথি হিঙ্গু জীরা দিয়া মেথি
সুক্তার রন্ধন পরিপাটী।
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি নটে শাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ি কাঁটাল-বীচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক তৈলেতে বেথুয়া পাক
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥
দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড জ্বাল দিল দুই দণ্ড
সন্তোলিল মউরির বাসে।
মুগ সুপে ইক্ষুরস কই ভাজে গণ্ডা দশ
মরিচ গুঁড়িয়া আদারসে॥
মসূরী মিশ্রিত মাস সূপ রান্ধে রস বাস
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিতলের কোল রোহিতমৎস্যের ঝোল-
মানকচু মরিচভূষিত॥
বোদালি হিলঞ্চাশাক কাটিয়া করিল পাক
ঘন বেসার সন্তোলন তৈলে॥
কিছু ভাজে রাই খাড়া চিঙ্গড়ীর তোলে বড়া
খরসুলা ভাজি কিছু তোলে॥
করিয়া কণ্টকহীন আম্রযোগে শোল মীন
খর লোণ ঘন দিয়া কাঠি॥
রান্ধিল পাকাল ঝষ দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাটি॥
কলাবড়া মুগসাউলি ক্ষীরমোন্না ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অন্ন রান্ধে সব শেষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
পণ্ডিত রন্ধন-উপদেশে॥"

এই সময় যাত্রাকালে উচোট লাগা, আঁচলে কাঁটা ফোটা, ডোমচিল মাথার উপরে উড়া, কাঠুরিয়া কাষ্ঠ-ভার লইয়া আসা, শুকান ডালে কাউয়া ডাকা, যোগিনীর ভিক্ষা মাগা, খণ্ডিত লাউ দেখা, কমঠ লইয়া ধীবর চলিয়া যাওয়া, তেলির 'তৈল লবে, তৈল লবে' বলিয়া চাৎকার করা, বামে ভুজঙ্গ ও দক্ষিণে শৃগাল দর্শন অশুভচিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত।[১]

১। "পথে যাইতে সদাগর হৈল লাগিল উচোটা। নেতের আচলে লাগে সেঁয়াকুল কাঁটা॥
যাত্রার সময় ডোমচিল উড়ে মাথে। কাঠুরে কাঠের ভার লয়ে যায় পথে॥
শুকানো ডালেতে বসি কু-বোলয় কাউ। যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আধখানা লাউ॥
কচ্ছপ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়। তৈল লবে তৈল লবে তেলিরা বোলয়॥
চলিলেক সদাগর মনে কুতুহলী। বামদিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥২০০ পৃঃ

পরিশিষ্ট (গ)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূলানুসন্ধান

"ভারতবর্ষ"-সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে উদ্ধৃত।

লেখক—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন বি এল, বিদ্যাভূষণ।

কবি লোক-শিক্ষক। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় কেবল শিক্ষিত সমাজের জন্য তাঁহার কাব্য রচনা করেন নাই। নিরক্ষর জনসাধারণের জন্যও তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দীন-হীন কাঙ্গালের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চণ্ডী-কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নিরক্ষর জনসাধারণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার,—তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি শিক্ষা দেওয়া। তাই তিনি সমুদায় শাস্ত্র হইতে তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার এই কাব্য-তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কাব্যে তিনি কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও অবিদিত নাই। আমার বোধ হয়, যাঁহারা চণ্ডীকাব্যের মধ্যে কেবল মৌলিকতার অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা কবির গৌরবের হানি করেন। ধরিতে গেলে, তাঁহার কাব্যে বিরাট্ হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ অতি সরলভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে বেদ আছে, উপনিষদ আছে, দর্শন আছে, পুরাণ আছে, ইতিহাস আছে, স্মৃতিশাস্ত্র আছে, এমন কি, তন্ত্র-শাস্ত্রের মারণ-বশীকরণের পর্য্যন্ত অভাব নাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন,—

"গুণি রাজা মিশ্র সুত সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামুন্যা নগর বাসা সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

এই অনেক পুরাণের মধ্যে, কোন্ স্থান হইতে তাঁহার কাব্যের কোন্ অংশ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টার জন্যই এই সামান্য প্রসঙ্গের অবতারণা। এইরূপ প্রবন্ধ সঙ্কলনের উপযুক্ত শক্তি, শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি আমার কিছুই নাই; সুতরাং পদে পদে অক্ষমতা লক্ষিত হইবে। তবে ইহা কবিকঙ্কণ চণ্ডী সম্পাদনরূপ বিরাট্ ব্যাপারে কাষ্ঠমার্জ্জারের সামান্য সহায়তা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এইমাত্র ভরসা।

"ব্রহ্মার মানস পুত্র হইল চারিজন" হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি-প্রকরণ রচনায় কবিকঙ্কণ শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধের সৃষ্টিবর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থলগুলি তুলনায় সমালোচনার যোগ্য—

ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈলা চারিজন।
সনৎকুমার আর সনক সনাতন॥
সনন্দ হইল তথা চারির পূরণ।

ইহার মূল—

"ভগবদ্ধ্যান পূতেন মনসান্যাং স্ততোঽসৃজৎ।৩
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতন মাত্মাভূ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ॥ ৪।

চারি পুত্র ত্যজে যদি পিতৃ অনুরোধ।
বিধাতার হৃদয়ে জন্মিল বড় ক্রোধ॥
সেই ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি হইল বিধাতার।
তাহাতে জন্মিল নীললোহিত কুমার॥
শিশু ভাবে মহাদেব করেন রোদন।
নাম ধাম জায়া মোর কর নিয়োজন॥

ইহার মূল—

সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতোঽনুশাসনৈঃ।
ক্রোধং দুর্ব্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে॥ ৬
ধিয়া নিগৃহ্য মাণোঽপি ভ্রুবোর্মধ্যাৎ প্রজাপতেঃ।
সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ॥ ৭।
সবৈরুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান্ ভবঃ।
নামানি কুরুমে ধাতঃ স্থানানিচ জগদ্গুরো॥ ৮।

আপনার তনু ধাতা কৈল দুইখান।
বাম দিকে হইল নারী দক্ষিণে পুমান্॥
শতরূপা নামে নারী মনোহর তনু।
পুরুষ হইল স্বায়ম্ভুব নামে মনু॥

ইহার মূল—

এবং যুক্তকৃতস্তস্মদৈবক্ষা বেক্ষতস্তদা।
কস্যরূপমভূদ্দ্বিধা যৎ কায় মভিচক্ষতে॥ ৫১।
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত: ॥৫২
যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনু স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রীয়াসীচ্ছত রূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ॥ ৫৩

গুণ ভেদে এক দেব হইলা তিন জন।
রজোগুণে পিতামহ মরালবাহন॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশকারণ॥

স্বষ্টিপ্রকরণের এইস্থলে মুকুন্দরাম বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের সাহায্য লইয়াছেন।

সংক্রান্তায়াং সিসৃক্ষায়াং পুরুষে তত্র তাদৃশে।
শক্তিমান্ পুরুষোঽভূতস্ত্রিবিধশ্চঃ গুণৈস্ত্রিভিঃ।২৬।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃ সত্ত্ব তমোময়াঃ।
ত্রীনেতান্ পুরুষান্ জাতান্ দদর্শ পরমা জাতা।
পরমোপাধয়ো ভূতাস্তদা তে পুরুষাস্ত্রয়॥ ২৭।

বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ মধ্যখণ্ড ৬ অধ্যায়

ভগবানের বরাহ-রূপ ধারণ ও জলমগ্না ধরিত্রীর উদ্ধার প্রবন্ধ রচনায় কবি শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন।

"মনুর প্রজা-সৃষ্টি" শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫৪, ৫৫ ও ৫৬ শ্লোক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। শ্লোক তিনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তদা মিথুন ধর্ম্মেণ প্রজাহ্যেষাং বভূবিবে॥ ৫৪।
সচাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম॥ ৫৫।
আকূতিং রুচয়ে প্রদাৎ কর্দ্দমায় তু মধ্যমান্।
দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যত আপূরিতং জগৎ॥৫৬।

"ভৃগু মুনির যজ্ঞ" রচনায় কবিকঙ্কণ শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৮ম শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন। ভাগবতকার যে ঘটনা পাঁচটি মাত্র শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই সরল ভাষায় পল্লবিত আকারে এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

কবি শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ম হইত ১৭শ শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার "দক্ষের শিব-নিন্দা" রচনা করিয়াছেন। এস্থলেও তিনি মূল ঘটনা বজায় রাখিয়া বর্ণনা পল্লবিত করিয়াছেন।

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ প্রবন্ধের—

"এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন।
কোপে কম্পমান তনু লোহিতলোচন॥
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল নিল হাতে।
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে॥
মহাদেবে যেই মুখে বল কুবচন।
অচিরাৎ হবে তোর ছাগল-বদন॥

ভাগবতের যে দুইটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া এই অংশ রচিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণী-
র্নন্দীশ্বরো রোষ কষায় দূষিতঃ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ্জ দারুণং
যে চান্বমোদং স্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ॥ ১৯
বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ মোহস্ত্বিতরাং দক্ষো বস্ত মুখোঽচিরাৎ॥২২

শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়।

"পরস্পর দুইজনে হবে প্রতিকূল।
জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গনকুল॥

হইতে আরম্ভ করিয়া "দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপে"র অবশিষ্টাংশ এবং "শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা" শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধের উমারুদ্র সংবাদ নামক তৃতীয় অধ্যায় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কবি এ-স্থলে অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনাদি করিয়াছেন। যে-স্থলে ভাগবতকারের সতী বলিতেছেন, "যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে চলুন আমরা সকলেই গমন করি।" সেই স্থলে মুকুন্দরামের সতী দক্ষালয়ে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কেবলমাত্র বলিতেছেন—

"তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাসে।"

ভাগবতকারের শিব যে-স্থলে বলিয়াছেন, "যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তুমি তথায় গমন কর

তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজন-সন্নিধানে পরাভব সদ্যই মরণের নিমিত্ত কল্পিত হয়।”

যদি ব্রজিস্বতি হায় মদ্বচো
ভদ্রং ভব্যতা ন ততো ভবিষ্যতি।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো
যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে॥১৫।

কবিকঙ্কণের শিব এতদূর অগ্রসর হন নাই, তিনি এক কথায় বলিয়াছেন—

“বাপ-ঘরে যদি চল, তবে না হইবে ভাল,
অবশ্য হইবে বিড়ম্বন।”

কবিকঙ্কণের শিবের কথার মধ্যে আমরা ভাগবত-কারের শিবের কথার ন্যায় ভবিষ্যতের আভাষ পাই না।

“গৌরীর দক্ষালয়ে গমন” “দক্ষের প্রতি গৌরীর নিবেদন” এবং “সতীর দেহত্যাগ” প্রবন্ধের শেষ অংশ, অর্থাৎ

“হৃদয়-সরোজে চিন্তি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি ভগবতী পরিলা বসন॥
যোগেতে ছাড়িলা তনু জগতের মাতা।”

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায় অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এ-স্থলেও কবি মূল আখ্যায়িকার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনাদি করিয়াছেন। ভাগবতকারের সতী শিবের অনুমতি না পাইয়া বন্ধু দর্শন বাসনায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া একবার ঘর একবার বাহির এইরূপ করিতে থাকেন এবং স্নেহবশতঃ রোদন করিতে করিতে অশ্রুধারায় ব্যাকুল হইয়া শিবের প্রতি সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিকঙ্কণের সতী অনুমতি না পাইয়াই কোপবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। উক্ত ৪র্থ অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৪ শ্লোক এবং চতুর্থ স্কন্ধের “দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংস” নামক পঞ্চম অধ্যায় অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার “দক্ষযজ্ঞনাশে শিবদূতের গমন ও “দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গ” রচনা করিয়াছেন। উভয়ের উপাখ্যান-ভাগ এক হইলেও বর্ণনায় পার্থক্য আছে। বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া যজ্ঞকুণ্ডে ফেলিবার কথা উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষের ছাগমুণ্ড, বীরভদ্রের কৈলাস গমন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবের স্তব, দক্ষের জীবন লাভ প্রভৃতি বিষয়গুলি ভাগবতকারের পরিকল্পিত হইলেও, উহার বর্ণনাভঙ্গী, আভ্যন্তরীণ খুটিনাটি (detail) গুলি কবিকঙ্কণের নিজের। উহার জন্য তিনি কাহারও নিকট ঋণী নহেন।

“শিব নিন্দা শ্রবণের করিব প্রতিকার।
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর॥”

ইত্যাদিব কল্পনা ভাগবতকারের নহে। কবি এ-স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের পরিকল্পনার সাহায্য লইয়াছেন;—অবশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের সতী দক্ষালয়ে গমনোপলক্ষে বলিতেছেন—

“যদি শ্রোষ্যামি তে নিন্দাং তদা ত্যক্ষ্যাম্যহং তনুং।
কথ্যতে ভবতাপ্যেবং মন্নিন্দা শ্রোষ্যতে ত্বয়া॥
যত্র ত্বয়া ন গন্তব্যং তজ্জাতাহং নতে প্রিয়া।
অতএব ময়া ত্যাজ্যং দেহক্ষোভয়থা শিব॥
দক্ষজেন শরীরেণ নাহং তে নিকটোচিতা।
ইতি কৃত্বা কিয়ত্তেদং শরীরং বিহিতং ময়া॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড,৬অধ্যায় ৮৬,৮৭ ও ৮৮শ্লোক।

শ্রীমদ্ভাগবতকার সতীর দেহত্যাগের পর হিমালয়ের গৃহে জন্ম ও শিবের সহিত বিবাহের কথা দুইটি মাত্র শ্লোকে শেষ করিয়াছেন—

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্ব্বকলেবরম্।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম॥
তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা।
অনন্য ভাবৈক গতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পুরুষম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায় ৫৫ ও ৫৬ শ্লোক।

“সতী স্কন্ধ শিবের ভ্রমণ” বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড দশম অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক অবলম্বনে রচিত হইয়াছে—

এবং বিলপ্য বহুধা হর প্রাকৃত লোকবৎ।
বাহুভ্যাং তাং পরিষ্যজ্য জগ্রাহ শিরসা পিতাম্।১৭
গৃহীত্বা শিরসা কালীং দেবীং দাক্ষায়ণীং শিবঃ।

পরমং মোদমাপন্নো জগদাত্মানমাত্মনা ॥ ১৮
কদাচিচ্ছিরসাধায় কদাচিদ্বামপাণিতঃ।
কদাচিদ্দক্ষিণে হস্তে ধৃত্বা দাক্ষায়ণীং শিবঃ ॥
ননর্ত্ত ধরণীখণ্ডে মহা তাণ্ডব পণ্ডিতঃ ॥ ২১
তত্রোপায়ং বিনিশ্চিত্য বিষ্ণু পালন পণ্ডিতঃ।
সতীদেহং মহাদেব শিরস্থং ভীত ভীতবৎ।
সুদর্শনেন চক্রেণ চিচ্ছেদ খণ্ডশঃ শনৈঃ ॥ ২৯
চক্রেণ বিষ্ণুণাচ্ছিন্না দেব্যা অবয়বাস্ততে।
নিপেতুর্ধরণৌ বিপ্র সা সা পুণ্যতরা ক্ষিতি ॥ ৩১
ক্বচিৎ পাদৌ ক্বচিজ্জঙ্ঘে ক্বচিজ্জিহ্বা ক্বচিন্মুখম্।
ক্বচিৎস্তনৌ ক্বচিদ্বক্ষঃ ক্বচিদ্বাহু ক্বচিৎ করৌ ॥
ক্বচিৎ পার্শ্বে ক্বচিদ্ যোনি পপাত শিবমস্তকাৎ ॥৩২
যত্র যত্র সতীদেহভাগাঃ পেতুঃ সুদর্শনাৎ ॥
তে তে দেশা ধরাভাগা মহাভাগাঃ কিলাভবন্ ॥৩০
তেতু পুণ্যতমা দেশা নিত্যং দেব্যাহ্যধিষ্ঠিতা।
সিদ্ধপীঠাঃ সমাখ্যাতা দেবানামপি দুর্লভাঃ।
মহাতীর্থানি তান্যাসন্ মুক্তিক্ষেত্রানি ভূতলে ॥ ৩৪

কিন্তু হিংলাজ, জালামুখী, "ক্ষীরগ্রাম" "বারাণসী" ও "কামাখ্যা" ব্যতীত কবিকঙ্কণের পীঠস্থানগুলি তন্ত্রের পীঠস্থান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাতেও আবার তিনি হিংলাজে ব্রহ্মরন্ধ্রের পরিবর্ত্তে নাভিস্থল, জালামুখীতে জিহ্বার পরিবর্ত্তে বক্ষঃস্থল ও ক্ষীরগ্রামে দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠের পরিবর্ত্তে পৃষ্ঠদেশ ফেলিয়াছেন।

"হিমালয়ের প্রতি নারদোপদেশ" "ইন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মবাক্য" ও "হর-কোপানলে মদন ভস্ম" রচনায় মুকুন্দরাম বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন। তুলনায় সমালোচনার জন্য নিম্নলিখিত স্থলগুলি উদ্ধৃত হইল।

"কৃতাঞ্জলি দ্বিজবরে জিজ্ঞাসেন গিরি।
কোন বরে বিভা দিব মোর কন্যা গৌরী ॥"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—

হিমালয় উবাচ –

প্রভো ত্বমেক তত্বজ্ঞো দুহিতুর্মে বরং বদ।
কস্মৈ দেয়া চ মে কন্যা কং প্রাপ্য সুখিনী ভবেৎ।১৫

যে-স্থলে চণ্ডী-কাব্যে আছে—

"হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ।
গৌরী হইতে বাড়িবেক তোমার সম্পদ ॥
অচিরাতে হবে গৌরী হরের গৃহিণী।"

সে স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে—

নারদ উবাচ—

অস্তি যোগ্য পতিঃ শৈল দুহিতুস্তবনান্যথা।
যং প্রাপ্তুং যততে পুত্রী তব জানাম্যহং ত্বতম্।
কৈলাসে বসতিস্তস্য ত্বয্য পোষ চ তিষ্ঠতি ॥ ১৬
স্বয়মাত্মা মহাবাহুঃ কুবের যস্য কিঙ্করঃ।
তস্মৈ দেহি সুতাং কন্যামর্চ্চনীয়ায় দৈবতৈঃ ॥১৭ ॥

যে-স্থলে চণ্ডী-কাব্যে আছে—

"এমত সময় শিব তপস্যা কারণে।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে ॥
দেখি আনন্দিত বড় হইল হিমালয়।
অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয় ॥
আমার আশ্রম আজি হইল পুণ্যশালী।
সংযোগ হইল যাহে তব পদধূলি ॥
আমার কামনা নাথ করহ সফল।
মোর কন্যা নিত্য দিবে কুশ-পুষ্প-জল ॥
হেমন্তের বচন শুনিয়া পশুপতি।
গৌরীকে করিতে সেবা দিলা অনুমতি ॥
নানা উপহারে গৌরী পূজেন শঙ্করে।"

সে-স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে –

"ইত্যুক্তলস্তর্দধে শম্ভুরুমা পিত্রালয়ং যযৌ।
তদা নারদবাক্যেন জ্ঞাত্বা শৈলেশ্বর শিবম্।
শিবস্য পরিচর্য্যায়ৈ উমাং পুত্রীং দিদেশ হ ॥৩৮
পিত্রাজ্ঞয়া স্বাভিমতঃ সিষেবে যত্নতঃ শিবম্ ॥

চণ্ডী-কাব্যের যে-স্থলে আছে—

"ইন্দ্রের আজ্ঞায় কাম হয়ে ত্বরাযুত।
সঙ্গে নিল সহচর বসন্ত-মারুত ॥
ফুলময় ধনু নিল ফুল পঞ্চ বাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে কল-গান।

যেখানে আছেন হর অজিন-আসনে।
ঝারি হাতে আছে গৌরী তাঁর সন্নিধানে॥
সম্মোহন বাণ বীর পূরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইল অন্তরে॥
ধ্যান ভঙ্গ হয়ে হর চারিদিকে চান।
সম্মুখে দেখেন চাপ ধরি পঞ্চবাণ॥
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন॥"

কন্দর্পস্তু সমাগত্য পুষ্পধন্বা স্ত্রিয়ান্বিত।
সন্দধে পুষ্পধনুষি মোহনাদিনি জৈমিনে॥ ৪১
মূর্ত্তিমত্র বসন্তোঽভূদ্ বিলসৎ পুষ্প সঞ্চয়ঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা তু মহাদেবো বচন্যারম্ভমাত্মনঃ॥ ৪২
তৎ কারণং মৃগ্যমাণো মণ্ডলীকৃত কার্ম্মুকম্।
কামং দদর্শ পার্শ্বস্থং দৃক্‌পাতাৎ ভস্ম চাকরোৎ॥৪৩

এ-স্থলে কুমারসম্ভবে আছে—

অথেন্দ্রিয় ক্ষোভময়ুগ্মনেত্রঃ
পুনর্বশিত্বাৎ বাক বন্নিগৃহ্য।
হেতুং স্বচেতো বিকৃতের্দিদৃক্ষু
র্দিশামুপান্তেষু বিসসর্জ্জদৃষ্টিম্॥৩।৬৯

কালিদাসের মহাদেব তখন—

"দদর্শ চক্রীকৃত চারুচাপং
প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্।" কুমারসম্ভব।

"রতির খেদ" রচনায় দু' এক স্থলে কালিদাসের কুমারসম্ভবের সাহায্য লইলেও অধিকাংশই মুকুন্দ-রামের মৌলিক।

যে-স্থলে কবিকঙ্কণের রতি বলিতেছেন—
"তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক না জীয়ে রতি।"
সে-স্থলে কালিদাসের রতি বলিতেছেন—

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ
ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতিমে।
বচনীয় মিদং ব্যবস্থিতং
রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি॥

যে-স্থলে মুকুন্দরামের রতি বলিতেছেন—
"বসন্ত প্রভুর সখা মোরে আসি দেই দেখা
কুণ্ড কাটি জ্বালহ অনল।"

সে-স্থলে কালিদাসের রতি বলিতেছেন—

কুরু সম্প্রতি তাবদাশুমে
প্রণিপাতাঞ্জলি যাচিতশ্চিতাম্॥

এক স্থলে মুকুন্দরামের রতি বলিয়াছেন—
"মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক জীয়ে
আমি মরি তোমার বদলে।"

এ কল্পনা করিব নিজের; তাঁহার এ চিত্রের তুলনা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৫৫ অধ্যায়ের ১ম—১১ শ্লোক অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার "রতির প্রতি দৈব বাণী" রচনা করিয়াছেন; এবং মৎস্য-পুরাণ ১৫৪ অধ্যায়ের ৩০৮—৩১০ শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার গৌরীর তপস্যা রচনা করিয়াছেন।

"শঙ্করের ছলনা" ও "হরগৌরীর কথোপকথন" রচনায় কবিকঙ্কণ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের ২৬শ হইতে ৩৬শ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন।

চণ্ডী-কাব্যের শিব-বিবাহের পুরোহিত ব্রহ্মা।
"ব্রহ্মা পুরোহিত হৈল বাকের বিধান।
হিমালয় আনন্দে করেন কন্যা দান॥" ইত্যাদি

মৎস্য-পুরাণে দেখিতে পাই—

প্রণতেনাচলেন্দ্রেণ পূজিতোঽয়ম্ চতুর্ম্মুখঃ।
চকার বিধিনা সর্ব্বং বিধি মন্ত্র পুরঃসরম্॥৪৮৩
সর্ব্বেণ পাণিগ্রহণমগ্নিসাক্ষিকমক্ষতম্।
দাতা মহীভৃতাং নাথো হোতা দেব চতুর্ম্মুখঃ॥৪৮৪
বর পশুপতিঃ সাক্ষাৎ কন্যা বিশ্বারণি স্তথা।
চরাচরাণি ভূতানি সুরাসুর বরানিচ॥ ৪৮৫
মৎস্য-পুরাণ ১৫৪ অধ্যায়।

শিবের বর-বেশ, বিবাহ-যাত্রা, নারীগণের বর-দর্শনার্থ ঔৎসুক্য ও কথোপকথন উভয় গ্রন্থেই আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঘটনা এক থাকিলেও, বর্ণনায় যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

কদাচিদ্গন্ধতৈলেন গাত্র মভ্যজ্য শৈলজা।
চূর্ণৈরুদ্বর্ত্তয়ামাস মলিনাম্বরিতাং তনুম্।

উদ্বর্ত্তনকং গৃহ্য রজশ্চক্রে গজাননম্।

মৎস্য-পুরাণ ১৫৪ অধ্যায় ৫০২ শ্লোক।

কবি মৎস্য-পুরাণের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া তাঁহার "গণেশের জন্ম" লিখিয়াছেন। মৎস্য-পুরাণকার পুতুলটিকে গজানন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ তাহাকে মস্তকহীন করিয়া সৃষ্টি করতঃ তাহার স্কন্ধে সদ্যঃ-ছিন্ন গজমস্তক যোজনা করিয়া তাহার দেহে জীবন-সঞ্চার করাইয়াছেন। এই গজ-মস্তক যোজনের পরিকল্পনা তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, গণেশ-খণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায় হইতে কি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্য খণ্ড ৩০শ অধ্যায় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলা কঠিন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে, নন্দী উত্তর-শীর্ষ-শয়ান ঐরাবতের মস্তক ছেদন করিয়া শিবের নিকট আনিয়া দেন; এবং শিব সানন্দে ঐ গজমুণ্ড গণেশের স্কন্ধে যোজনা করিবামাত্র উহা একটি সুন্দর স্থূল গজেন্দ্র-বদন বালকে পরিণত হইয়াছিল।

শির যোজনমাত্রেণ বালসোপ্যতি সুন্দর।
খর্ব্ব স্থূলতরো দেবো গজেন্দ্রবদনাম্বুজঃ ॥৭৬
স্থানভ্রষ্টং শিবঃ শুক্রঃ তত্যাজ পৃথিবীতলে।
তৎ সর্ব্ব ব্যাপকং ভূতমগ্নিঃ সংজগৃহেচতৎ ॥৫৪
অগ্নিস্ত সর্ব্বদেবানাং সম্মতে নচ তৎ কিয়ৎ।
গঙ্গায়ৈধারয়ামাস সাতু গঙ্গা সুদুর্দ্ধরম্।
শৈবং তেজস্ত তত্যাজ কৈলাসে শিবকাননে ॥৫৫
তস্মাৎ প্রাণী সমুত্তস্থৌ সেনানী দীর্ঘলোচনঃ।
মহাবলো মহাসত্ত্বঃ শিবপুত্রঃ মহাভুজঃ ॥৫৬
কৃত্তিকাদি গবাং ষণ্নাং মাতৃণাং স পয়ঃ পপৌ।
তেনাসৌ কার্ত্তিকেয়াদি নামকো গুহনাদ্ গুহঃ ॥৫৮
ষড়ভির্বৈক্তৈ পপৌ দুগ্ধং তেন ষড়্বক্ত উচ্যতে
দত্তঃ শিবাদয় স্তস্মৈ শস্ত্রকাস্ত্রাদি বাহনম্ ॥৫৯

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য খণ্ড ২৩ অধ্যায়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই পাঁচটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "কার্ত্তিকেয়ের জন্ম"-কথা লিখিয়াছেন। মূল গ্রন্থের আখ্যান ভাগের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া পল্লবিত বর্ণনা দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইয়াছেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে কালকেতুর বরলাভ, মঙ্গলচণ্ডীর গোধিকারূপ ধারণ, কমলে-কামিনী, শালবাহন রাজা ও বণিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্বং কালকেতু বরদা চ্ছল গোধিকাসি
যাত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহন নৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
রক্ষেহম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড ৪৫ শ্লোক।

এই শ্লোকটিতে কালকেতু, ধনপতি ও কমলে-কামিনীর কথা উপলক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, ঐ পুরাণ-রচনার সময় এই উপাখ্যানগুলি জনসমাজে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। উহা অবলম্বন করিয়া দ্বিজ জনার্দ্দন তাঁহার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত-কথা রচনা করেন। উহাতে কালকেতুর উপাখ্যান ও ধনপতির উপাখ্যান অল্প কথায় বর্ণিত আছে। এই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত-কথা অবলম্বন করিয়া, বলরাম কবিকঙ্কণ, মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি তাঁহাদের চণ্ডী-কাব্য রচনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম তাঁহার দিক্-বন্দনা কবিতায়, বলরামকে "গীতের গুরু" বলিয়া বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রথম সর্গ ৫ম হইতে ১৪শ শ্লোক, অর্থাৎ জয়দেব-কৃত দশ অবতারের স্তব অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার "বিশ্বকর্ম্মার দশ অবতার লিখন" রচনা করিয়াছেন। জয়দেবের বর্ণনা অপেক্ষা মুকুন্দরামের বর্ণনা কিছু অধিক পল্লবিত, কিন্তু উভয়েই বুদ্ধদেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণাবতার ও কৃষ্ণলীলা জয়দেবের কবিতায় নাই,—কবিকঙ্কণের কবিতায় আছে।

"মাণ্ডব্য মুনির শূলের কথা" ও বেদবতীর উপাখ্যান" রচনায় কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৬ অধ্যায়ের ১৪—৮৫ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন;

কিন্তু বেদবতী, শতশিরা ও লক্ষহীরা এই নামগুলি মার্কণ্ডেয় পুরাণে নাই। এ-স্থলে মুকুন্দরাম মূল ঘটনার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।
(এই অংশ অনেক মুদ্রিত পুস্তকে নাই। ক, ক, চ সম্পাদক)

মহাভারত বনপর্ব্বের পতিব্রতা-মাহাত্ম্য পর্ব্বাধ্যায়ের সাহায্য লইয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার "সতী সাবিত্রী উপাখ্যান" রচনা করিয়াছেন; এবং উপাখ্যান-ভাগের কোন হানি না করিয়া, তিনি অতি সংক্ষেপে সাবিত্রীর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতকার যাহাতে ৭টি অধ্যায় লাগাইয়াছেন, কবিকঙ্কণ তাহা চতুর্দ্দশটি মাত্র ত্রিপদী শ্লোকে শেষ করিয়াছেন। ইহা কম ক্ষমতার কথা নহে।

মুকুন্দরাম কালিকা-পুরাণের দুর্গার ধ্যান অবলম্বন করিয়া তাঁহার "মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ" শীর্ষক কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। তুলনা করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত কয়েকটি স্থল নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"সিংহ পৃষ্ঠে আরোপিযা দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপণ॥"

এ-স্থলে মূলে আছে

দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
"বাম করে মহিষের ধরিলেন চুল।
ডানি করে বুকে তার আঘাতিল শূল॥"

মূলে আছে—

শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্গদন্ত্র বিভূষিতম্॥
*　　*　　*　　*
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটী ভীষণাননম্।
সপাশ বাম হস্তেন ধৃত কেশঞ্চ দুর্গয়া॥
"পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন।
শোভে বাম করে পাঁচ পঞ্চপ্রহরণ॥
অসি চক্র শূল শক্তি সুশোভিত শর।
পাঁচ অস্ত্রে শোভা করে ডানি পাঁচ কর॥"

ইহার মূল—

ত্রিশূলং দক্ষিণেধ্যেয়ং খড়্গাং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ॥
খেটকং পূর্ণ-চাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেবচ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
"বাম দিকে লম্বমান শোভে জটাজুট।"
"অঙ্গদ কঙ্কণযুতা হৈলা দশভূজা—"

ও

"তপ্ত কল-ধৌত জিনি হৈল অঙ্গ শোভা।
ইন্দীবর যিনি তিন লোচনের আভা॥
শশিকলা শোভে তাঁর মস্তক-ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদ ইন্দু জিনিয়া বদন॥"

যে শ্লোকদ্বয় অবলম্বনে এই অংশ রচিত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥

এই সকল স্থলেও কবি মূল গ্রন্থের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতঃ ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥৬৬
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্ত নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥৬৭
তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টম বর্ষায়াঃ কন্যায়াস্ত প্রশস্যতে॥৬৮
সংবর্ত্ত সংহিতা।

সংবর্ত্ত সংহিতাব এই শ্লোক তিনটি অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব" কবিতায় লিখিয়াছেন—

"অষ্টম বৎসরে কন্যা　　বিভা দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আনি　　কহিয়া মধুর বাণী
পণ বিনা করে সমর্পণ॥

নবম বৎসরে যদি বর আনি যথাবিধি
তনয়া করয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল সুরপুরে পায় স্থল
পিতৃলোকে পায় বহুমান॥
কেহ না বুঝাল তোমা সুতা হইল দশ সমা
তথাচ না কৈলে কন্যা দান।
প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বসে
নব রস হয় একস্থান॥
না করিলা কর্ম্ম ভাল এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়।
দ্বাদশ বৎসর বেলা কন্যা হয় রজস্বলা
পুরুষেরে নাহি করে ভয়॥
তাবত পুরুষে ভয় যাবত পুষ্পিতা নয়
রহে সয়ে তাবত কামনা।
নর দেখি অভিরাম যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরক-যন্ত্রণা॥"

এ-স্থলে কবিকঙ্কণের বর্ণনা পল্লবিত। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে একটি করিয়া ব্যাখ্যা যোজনা করিয়াছেন এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জনাদিও করিয়াছেন।

"অপ্রদাতা পিতাবাচ্য" সম্ভবতঃ মহাভারতের এই বচন অনুসারে তিনি কেবল পিতাকেই পাপভাগী করিয়াছেন, সংহিতাকার এ-স্থলে পিতা, মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকলকেই পাগভাগী করিয়াছেন। সংবর্ত্ত সংহিতার ৬৬ শ্লোকের ৩য় ও ৪র্থ চরণের "দশ বর্ষা ভবেৎ কন্যা অতঃ উৰ্দ্ধং রজস্বলা॥" স্থলে "দশমে কন্যকা প্রোক্তা দ্বাদশেতু রজস্বলা॥" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। কবি সম্ভবতঃ এই পাঠান্তরের উপর নির্ভর করিয়া "দ্বাদশ বৎসর বেলা কন্যা হয় রজস্বলা" বলিয়াছেন।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥
মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায় ৩য় শ্লোক।

মনুর এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

"শৈশবে রক্ষিবে তাত যৌবনে প্রাণের নাথ
বৃদ্ধকালে তনয়-রক্ষিতা।"

হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্বের ৮৩ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়া মুকুন্দরাম তাঁহার "হরিবংশ কথা" কংসের জন্ম বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন। কূটবুদ্ধি রাম রায়, স্ত্রীজাতি অরক্ষিত অবস্থায় থাকিলে তাহাদের কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা, এই কথা সমর্থনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা হরিবংশ পাঠ করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিতেছে।

রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১১৭শ হইতে ১২০ শক্তি সর্গের সাহায্য লইয়া কবি তাঁহার "রামায়ণ কথন" এর শেষ অংশ রচনা করিয়াছেন। ধনপতিকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য, রামায়ণ হইতে জানকীর অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ শুনাইয়া, রামদত্ত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্বমত সমর্থন করিতেছে।

কবিকঙ্কণ তাঁহার যতু-গৃহের কল্পনা মহাভারত, আদিপর্ব্ব, যতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায়ের ১৪৪ অধ্যায়ের ৮ম হইতে ১১শ শ্লোক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে তিনি মহাভারত হইতে কেবলমাত্র কল্পনা বা ideaটি গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য কিছুই নহে।

ষষ্ঠে মাস্যন্ন মশ্রীয়াৎ চূড়াকর্ম্ম কুলোচিতম্।
কৃত চূড়ে চ বালে চ কর্ণবেধো বিধীয়তে॥
ব্যাস সংহিতা, প্রথম অধ্যায় ১৮ শ্লোক।

ব্যাস-সংহিতার এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডী-কাব্যে অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধাদি সংস্কারগুলির বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়ার পরিকল্পনা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

"নিশ্চয় জানিনু যদি আমারে বঞ্চিল বিধি
নাহি পিতা জীয়েন পরাণে।
আসিয়া আপন দেশে করিয়া পুত্তলীকুশে
করিব পিতার পরিত্রাণে॥"

এইরূপ মৃতদেহের অভাবে মৃত ব্যক্তির কুশ-পুত্তলি বা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দাহ করিবার ব্যবস্থা কূর্ম্মপুরাণ উপরিভাগের ২৩ অধ্যায়ে আছে।

কবিকঙ্কণ তাঁহার 'সগরবংশ উপাখ্যান' রচনায় রামায়ণ আদিকাণ্ডের ৩৮, ৩৯ ও ৪০ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়াছেন ; এবং "ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা" "জহ্নুমুনি হইতে গঙ্গার উদ্ধার" ও "সগর-বংশ উদ্ধার" রচনায় উহার ৪১, ৪২ ও ৪৩ সর্গের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল স্থলে রামায়ণের বর্ণনা অপেক্ষা কবিকঙ্কণের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্যখণ্ড ২৪ অধ্যায় ৬ শ্লোক।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা কৃষ্ণ পদ ছায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারকা।
হরি পদ আর যত বিশেষ বলিব কত
এই পুরী মুক্তির সাধিকা॥"

শ্রীপতির জগন্নাথ দর্শন প্রবন্ধ রচনায় কবি স্কন্দ-পুরাণ উৎকল খণ্ডের সাহায্য লইয়াছেন। সমস্ত উৎকল খণ্ডে যাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তিনি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"বিস্তার উৎকল খণ্ডে কত কব একদণ্ডে
ঝাট চল করি প্রণিপাত।"

কবিকঙ্কণের সেতুবন্ধ বিবরণ বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণের গল্পটি কবি ত্রিপদী ছন্দের ৪০টি মাত্র শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে "এক নিশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

"সলিলে ডুবিলে মহী আশ্রয় করিয়া অহি,
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবদান কালে প্রভুর শ্রবণ মলে
দুই দৈত্য কৈল মহারণ॥
মধু যে কৈটভনাম দুই দৈত্য অনুপাম
বিধাতারে কৈল বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি সে আমারে কৈল স্তুতি
তার আমি হইলাম শরণ।"

এই কবিতাংশ রচনায় কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮১ অধ্যায় (দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী মধুকৈটভ বধ) ৪৮ হইতে ৫৩ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন।

মুকুন্দরাম "হনুমানের প্রতি ঔষধ আনয়নে দেবীর আজ্ঞা" ও "মৃত সৈন্সের পুনর্জীবন প্রাপ্তি" রচনায় রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১০২ সর্গের ২৯—৪১ শ্লোকের সাহায্য লইয়াছেন। রামায়ণের হনুমান বিশল্যকরণী, সাবল্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানকরণী চিনিতে না পারিয়া সমগ্র গিরিশৃঙ্গই আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত বহুদর্শী চণ্ডী কাব্যের হনুমানের পক্ষে বিশল্যকরণী, অস্থি-সঞ্চারিণী ও মৃতসঞ্জীবনী চিনিতে কষ্ট হয় নাই। এবার তিনি কেবল গাছই আনিয়াছেন, পাহাড় তুলিয়া আনিবার আবশ্যকতা হয় নাই।

"ধনপতির হর-গৌরী দর্শন।" কবিকঙ্কণ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বনে হর-গৌরী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ বিরাট কল্পনা, এরূপ মনোহর বর্ণনা কোন দেশের কোন কাব্যে আছে কি না সন্দেহ। শ্রীকালিকা পুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে প্রথমে এই হর-গৌরী রূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। মূলতঃ সেই কল্পনা অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ এই অংশ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু স্থানে-স্থানে অন্যান্য পুরাণের বর্ণনারও যে সাহায্য না লইয়াছেন এমন বোধ হয় না।

যোগেনাত্মা সৃষ্টি বিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গ প্রকৃতি স্মৃতঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ১ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

এ-স্থলে কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

"মুদিত নয়নে সাধু ভাবে মহেশ্বর।
পার্ব্বতী হইল তার অর্দ্ধ কলেবর॥"

বাম ভাগে সিংহ হইল দক্ষিণ ভাগে বৃষ।
পতি বাম ভাগে গৌরী দক্ষিণে মহেশ॥"

মৎস্যপুরাণ ২৬০ অধ্যায়ের ১—১০ শ্লোকে আমরা অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনা দেখিতে পাই। উহার দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—

ঈশার্দ্ধেতু জটাভাগ বালেন্দু কলয়াযুতঃ।
উমার্দ্ধে চাপি দাতব্যো সীমন্ততিলকাবুভৌ॥
বাসুকিং দক্ষিণে কর্ণে বামে কুণ্ডলমাদিশেৎ।
নানা রত্ন সমাপেতং দক্ষিণে ভুজগাঙ্কিতম্॥"

এ-স্থলে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

"অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দূর।
ডানি কর্ণে অহি বাম কর্ণে মণিপুর॥
ডানি ভাগে জটাজুট বামে অলি কেশ।
অর্দ্ধেক ভূষণ অহি অর্দ্ধ রত্নদেশ॥"

হরগৌরী রূপের আধ্যাত্মিক অর্থ অতি গভীর। সৃষ্টি সম্বন্ধে ও ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকগণের চরম সিদ্ধান্ত যাহা তাহারই সমন্বয় এই হরগৌরী রূপ কল্পনা। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই-ই নিত্য—সমস্ত বিশ্বই পুরুষ-প্রকৃতির বিকাশ। উচ্চস্তরের মানব হইতে বায়ু-সাগরে ভাসমান ধূলিকণা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই চৈতন্যরূপী পুরুষের অংশ ও প্রকৃতির জড়াংশ রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই এই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত প্রকৃতি-পুরুষের লীলা। হরগৌরী রূপ এই বিশ্বের গূঢ়তম রহস্যের পরিচায়ক। কবিকঙ্কণ ধনপতির হৃদয়ে এই দার্শনিক তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন ও শিখাইয়াছেন যে, হরগৌরী বা পুরুষ-প্রকৃতি এইরূপে সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বঘটে বিরাজমান, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কিছুই নয়—"শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদ কথঞ্চন"। তাই ধনপতির "কেবল ভাবিতে হয় ধ্যান নাহি রয়"; "অর্দ্ধনারী শিব বিনা না রহে ধেয়ান"। বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া কবি তাঁহার "কলির দোষ কীর্ত্তন" রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"নারদী পুরাণমত কলির চরিত্র যত
শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরী।"

তুলনায় সমালোচনার জন্য নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত হইল।

কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

"মহা ঘোর কলিকালে বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণে।"

ইহার মূল

"ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে দ্বিজা বেদ-পরাঙ্মুখা।২৯
ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদ-নিন্দকাঃ॥"

কবিকঙ্কণের—"নীচ হবে মহীপাল" ইত্যাদির মূল—

"রাজানশ্চার্থ নিরতাস্তথা লোভপরায়ণাঃ।৪৬

তাঁহার—"ষোড়শবৎসরে হইবে জরা।" মূল—

"পরমায়ুশ্চ ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ।"৬৫

ধার্ম্মিকে করিবে উপহাস" ইহার মূল

"ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে নরং ধর্ম্মপরায়ণং।
অসূয়া নিরতা সর্ব্বে উপহাসং প্রকুর্ব্বতে॥"৪২

ব্রাহ্মণগণ

"লোভে অতি পাপ মতি অকর্ম্মে সবার মতি
পরান্নে সবার অভিলাষ॥"

ইহার মূল

"লোভাভিভূত মানসঃ সর্ব্বে দুষ্কর্ম্মশীলিনঃ।
পরান্ন লোলুপা নিত্যংভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়॥"৪০

"করিবে অধর্ম্ম পথ পিতৃ হিংসিবেক সুত,
গুরু হিংসিবেক ছাত্রগণ।
দারুণ কলির গতি বনিতা নিন্দিবে পতি"

ইত্যাদির মূল—

"দ্বিষন্তি পিতরং পুত্রা গুরুং শিষ্যা দ্বিষন্তি চ।
পতিং চ বনিতা দ্বেষ্টি রুক্ষে কৃষ্ণত্বমাগতে॥"৩৯

"পঞ্চ বর্ষে নারী গর্ভবতী" এবং "সপ্ত অর্দ্ধে নারী গর্ভবতী" ইহার মূল—

"পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্যা প্রসূয়তে॥"৬৬

"দরিদ্র হইবে বৈশ্য ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্য
ভিক্ষাজীবী হবে সব লোক।"

ইত্যাদি কবিতাংশের মূল—

"ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা সর্ব্বে ধর্ম্ম পরাঙ্মুখা।
অল্পার্থাশ্চ ভবিষ্যন্তি তপঃ সত্য বিবর্জ্জিতা॥"৬৪

এবং

"কিঙ্করাশ্চ ভবিষ্যন্তি শূদ্রাণাঞ্চ দ্বিজাতয়ঃ।"৩৮

"কলির গুণ কীর্ত্তনও" উক্ত বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের সাহায্য লইয়া রচিত হইয়াছে।

যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈ স্ত্রেতায়াং হায়ণেহপিযৎ।
দ্বাপরে তচ্চ মাসেন চাহরাত্রেণ তৎকলৌ॥৯৬
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়ং দ্বাপরেঽর্চ্চয়॥
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্যকেশবম্।৯৭

বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের এই শ্লোকদ্বয় অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

"যেই ধর্ম্ম হয় সত্যে দ্বাদশ বৎসরে।
ত্রেতাযুগে এক অব্দে কহিলুঁ তোমারে॥
দ্বাপরেতে সেই ধর্ম্ম হয় এক মাসে।
কলিতে সে ধর্ম্ম হয় রজনী দিবসে॥
ধ্যান করি হরি-পদ পায় সত্য যুগে।
ত্রেতাযুগে হরি-পদ পায় দান যোগে॥
দ্বাপরে বৈকুণ্ঠে চলে পূজিয়া গোপালে।
হরি-সংকীর্ত্তনে পদ পায় কলিকালে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার গজেন্দ্র মোক্ষণ রচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ হইতে ৩৪ শোক ও তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০ হইতে ৩৩ শ্লোকের উপর কবি বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পাণ্ড্য দেশীয় এক অতিশয় ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি অগস্ত্যের শাপে পৃথিবীতে গজ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গজরূপী ইন্দ্রদ্যুম্ন একদিন করিণীগণ সহ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিকূট পর্ব্বতস্থ হ্রদের জলে অবগাহনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছিল। ঐ সরোবরে কুম্ভীরবেশী হুহু নামক গন্ধর্ব্ব বাস করিত। অনন্তর কুম্ভীর উক্ত হস্তীর পদধারণ করিয়া প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। হস্তী উপায়ান্তর না দেখিয়া নারায়ণের স্তব করিতে লাগিল। তখন ভগবান বিষ্ণু কুম্ভীরের সহিত তাহাকে উত্তোলন করতঃ চক্র দ্বারা কুম্ভীরের মস্তক ছেদন করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দেন। পরিশেষে কুম্ভীর ও গজেন্দ্র উভয়েই ভগবানের করস্পর্শে শাপ-মুক্ত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধ, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়, বিশেষতঃ প্রথম অধ্যায়ের ১৯—৩২ শ্লোক এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০—২৩ শ্লোক অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ তাঁহার অজামিলের মুক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উভয় স্থলে কবি শ্রীমদ্ভাগবতের মূল আখ্যায়িকার কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই।

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্ব খণ্ড ২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ জপতপ পিতা।
পিতা মহাগুরুজন পরম দেবতা॥

পরিশিষ্ট। (ঘ)

ভারতবর্ষ-সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে উদ্ধৃত।

মহারাজ বিক্রমকেশরীর ও তৎপ্রতিষ্ঠিত শিব-মূর্ত্তির পরিচয়।

বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মের উন্নতি হয়। সেই সময়ে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্কের সময় নাগার্জ্জুন নামক একজন বৌদ্ধ আচার্য্য মহাযান মত প্রচার করেন। অঙ্গ বঙ্গ ও মগধের অধিবাসিগণ তাহা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ শূন্যবাদের ভিত্তির উপর তিনি হিন্দু শাস্ত্রের যোগ ও ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা প্রবর্ত্তিত করেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হইতেই হিন্দু তান্ত্রিকতা বঙ্গদেশে পুষ্টিলাভ করে, এবং বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতার স্রোত প্রবাহিত হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তরাজগণের অনুগ্রহে ও চেষ্টাতেই বঙ্গদেশে পুনরায় পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে। গুপ্ত নৃপতিগণ এই তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করায় বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতাই প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে এই তান্ত্রিক ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হয়। বঙ্গদেশে এই সময়ে তান্ত্রিকগণ কর্ত্তৃক কালিকা চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতহয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যখন হিন্দু-ধর্ম্মের চরম উন্নতি হয় তখন মঙ্গলকোটে শ্বেতনামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শৈব ছিলেন এবং বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য প্রচার করেন।

শ্বেত রাজার পর বিক্রমকেশরীর নাম শুনা যায়। তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। তিনি চাঁদসাগরের সম-সাময়িক রাজা। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বিক্রমকেশরীর বিষয়ে অবগত হওয়া যায়:—

উজানী নগর অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা।
করে শিবপূজা উজানীর রাজা,
কৃপা কৈল দশভুজা॥
যেন রঘুরাজা, হেন পালে প্রজা,
কর্ণের সমান দাতা।

* * *

উজানীর কথা গড় চারিভিতা
চৌদিতে বেউড় বাঁশ।
রাজার সামন্ত নহি পায় অন্ত,
যদি ভ্রমে একমাস॥

ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, তিনি অতি প্রবলপ্রতাপশালী ও শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন।

একদিন বিক্রমকেশরীর রাজ-সভায় পুরাণ পাঠ হইতেছিল। সেই উপলক্ষে কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন:—

পাঠকে পুরাণ কহে জ্যৈষ্ঠের মহিমা।
জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতির সীমা॥
যেই জন চন্দনেতে করে শিবপূজা।
সপ্তজন্ম অবনীমণ্ডলে হয় রাজা॥
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় ঋণী॥
* * * শঙ্খ চন্দনের তরে ভাণ্ডারী হইয়া।*

পুরাণ-পাঠকের মুখে বিক্রমকেশরী উক্ত বিবরণ শুনিয়া ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া চন্দন ও শঙ্খ আনিতে বলিলেন। চন্দন অল্প দেখিয়া বিক্রম-কেশরী বিশেষ দুঃখিত হইয়া ধনপতি দত্তকে সিংহলে বাণিজ্যার্থ পাঠাইলেন। ইহার দ্বারা জাত হওয়া যায় যে, তিনি পরম শৈব ছিলেন এবং কেবল শিবপূজার অঙ্গহানি ভয়ে চন্দন আনিবার জন্য

দুর্ব্বলা বাজারে যায় পাছে দশ ভারী যায়
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী
তৈল সের দরে দশবুড়ি ॥

উপরিউক্ত বিষয়গুলি আলোচনা কবিলে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, বিক্রমকেশরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ, ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার রাঢ় প্রদেশে শৈব-ধর্ম্ম এবং নানা স্থানে শিবলিঙ্গ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়েই মঙ্গলকোটে মঙ্গলচণ্ডী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃঃ ৬৪৭ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে তিব্বতবাসী এবং নেপালবাসীবা মিথিলা বঙ্গ প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া সহস্র সহস্র গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নবদ্বীপবাসীরাও উড়িষ্যা, বঙ্গ প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া কর্ণসুবর্ণে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে ঘোর অত্যাচার করে। এই সকল কারণে প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে ও সেই সঙ্গে অত্যাচার প্রভাবে মঙ্গলকোটের শিবমূর্ত্তি মৃত্তিকা চাপা পড়িয়াছিল ইহাই আমাদের অনুমান।

এখন উক্ত উজানীর রাজা বিক্রমকেশরীর নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি "ন্যাংটেশ্বর শিব" নামে মঙ্গলকোটের অনতিদূরবর্ত্তী "বাবলাডিহি শঙ্করপুর" নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ বাটীতে আছেন। (বাবলাডিহি যাইতে হইলে বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলের সাঁওতা বা নিগন ষ্টেশনে নামিয়া পশ্চিমে দুইক্রোশ গো-গাড়ীতে যাইতে হয়।)

উক্ত শিবমূর্ত্তি কত দিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারে না; তবে প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে তাহা এই :—(১) "ন্যাংটেশ্বর" শিব মঙ্গলকোটের বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর। মঙ্গলকোটের দক্ষিণে রাউদ নামক পুষ্করিণীতে শিবমূর্ত্তিটি বাবলাডিহির জনৈক ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায় না, তবে অনুসন্ধানে জানা যায় তিনি বর্ত্তমান সেবাইতগণের পূর্ব্বপুরুষ। কথিত আছে, তিনি পরম নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক ও শিবভক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বনাথকে দেখিবার জন্য কাশীধাম যাইবার ইচ্ছায় মঙ্গলকোটের নিকট অজয় নদের অভিমুখে যাইতেছিলেন। তৎকালে কাশী, কি কোন সুদূর প্রদেশে যাইতে হইলে, উজানী প্রদেশের লোকেরা যে, অজয় নদে নৌকা আরোহণে যাইতেন, তাহা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাঠে বিশেষ অবগত হওয়া যায়। বাবলাডিহি হইতে মঙ্গলকোট আসিতে হইলে রাউদ পুষ্করিণীর তীর দিয়া আসিতে হয়। ব্রাহ্মণ রাউদ পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে "ও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ" এই শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, আপন মনে চলিতে লাগিলেন। পুনরায় সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাইয়া, ব্রাহ্মণ চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন, এবং যখন তিনি পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট আসিলেন, তখন তাঁহার বোধ হইল যেন, জলমধ্য হইতে তাঁহাকে কে ডাকিতেছে। ব্রাহ্মণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?" জল মধ্যে হইতে উত্তর হইল, "আমি বিক্রমাদিত্যের শিবমূর্ত্তি, তুই আমাকে তুলিয়া বাটী লইয়া চল, আমি তোর বাটী যাইব।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু, আপনি রাজার শিব, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, কেমন করিয়া আমি আপনার সেবা চালাইব?" আবার জল মধ্য হইতে উত্তর হইল, "তোকে অন্য কিছু দিতে হইবে না, কেবল 'শিবায় নমঃ' বলিয়া বিল্বপত্রে পূজা করিবি। আর এক বেলা আতপ ৮০ গোয়া দুগ্ধ যথাসাধ্য ও মিষ্টান্ন যথাসাধ্য দিয়া ভোগ দিবি। তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব। আর আমার পূজার জিনিস আমি নিজেই যোগাড় করিয়া লইব।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু, আপনার মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।" এই কথা বলিবামাত্র ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ-প্রস্তরময় দিগম্বর শিবমূর্ত্তি ঘাটে দেখিতে পাইলেন, এবং

তৎক্ষণাৎ জল মধ্যে সেই মূর্ত্তি প্রবিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ পরম আহ্লাদিত হইলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ সেই পুষ্করিণীর তীরে শিবের পূজা ও ভোগ দিয়া বাটী লইয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্র স্থানীয় লোকের মুখে এই প্রবাদ অন্য রকমে শুনিতে পাওয়া যায়:—(২) মঙ্গলকোটের সমীপে কুনুই নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। বর্ষার পর নদীর তীরস্থ মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া পড়াতে উক্ত মূর্ত্তি বাহির হয়। তাহা দেখিয়া সূত্রধরেরা বলিয়াছিল যে, আমরা লইয়া ঢেঁকির গড় প্রস্তুত করিব, এবং রজকেরা বলে, আমরা কাপড় কাচিব। সকলেই একখানা পাথর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল, কারণ মূর্ত্তিটি উবু হইয়া পড়িয়া ছিল। বাবলাডিহি নিবাসী ব্রাহ্মণ উহা দেখিয়া লইয়া যায় ও পূজা প্রকাশ করে। এখন নাংটেশ্বর শিবের যাঁহারা দৈব ঔষধ খান, কিম্বা ধারণ করেন, তাঁহারা সূত্রধরের চিড়া, কিম্বা রজকের ধৌত কাপড় পুনরায় জলে ধৌত না করিয়া ব্যবহার করেন না। তাহা যদি না করবে, তাহা হইলে দৈব ঔষধের ফল হয় না। এ কথা বাবলাডিহি প্রদেশস্থ লোকেরা বিশেষরূপে অবগত আছেন।

মূর্ত্তিটি দেখিতে ৬ষ্ঠ কি ৭ম বর্ষ বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তাঁহার চরণের দুই পার্শ্বে নন্দী ও ভৃঙ্গীর মূর্ত্তি আছে। নন্দী ও ভৃঙ্গীর পার্শ্বে দুইটি ছোট শিবমূর্ত্তি আছে। কোমরের উভয় পার্শ্বে দুইটি হস্তী ও সিংহ মূর্ত্তি আছে। বাম কর্ণ ও দক্ষিণ কর্ণের নিকট দুইটি উলঙ্গ শিবমূর্ত্তি আছে। চরণের নীচে পদ্ম, তাহার নীচে বৃষের মূর্ত্তি আছে; বৃষের উভয় পার্শ্বে কয়েকটি দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে।

মূর্ত্তিটি দেখিলেই অনুমান হয় যে, তাহা বৌদ্ধ-যুগের পরে প্রস্তুত; কারণ প্রস্তর হইতে খোদিত করিয়া প্রস্তুত। সমস্ত মূর্ত্তিগুলি একখানি প্রস্তর হইতে খোদিত। জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্ত্তি যাহা মঙ্গলকোটের নিকট অজয় নদের গর্ভে পাওয়া গিয়াছে, এই মূর্ত্তি কতক অংশে ঠিক একরূপ। (উক্ত শান্তিনাথের মূর্ত্তি সাহিত্য-পরিষদের জন্য কলিকাতায় আনীত হইয়াছে)।

পরিশিষ্ট (ঙ)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর নানা মুদ্রিত পুস্তকে ও হস্তলিখিত পুঁথিতে প্রচুর পাঠ-বৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের আদর্শ মুদ্রিত পুস্তকে নাই—অথচ অন্যান্য মুদ্রিত পুস্তকে বা পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ কবিতা বা কবিতাংশগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

মহাদেব-বন্দনা।

২ পৃঃ—সরস্বতী-বন্দনার পূর্ব্বে।

সম্পুট করিয়া কর, বন্দোঁ প্রভু মহেশ্বর,
বৃষভ-বাহন শূলপাণি।
দেখি কোটি ইন্দু কিবা, জিনিয়া অঙ্গের আভা
চরণে মঞ্জীর করে ধ্বনি॥
অজিন রচিত মাঝে, রতন কিঙ্কিণী সাজে,
ভুজঙ্গ বলিয়া যোগপাটা।
সুরঙ্গ অরুণ-বন্ধু, অধব আনন ইন্দু,
নীলকণ্ঠ শিরোপরি জটা।
জটাতে আছয়ে গঙ্গ, অৰ্দ্ধ তার সতী অঙ্গ,
বিভূতি ভূষণ কলেবরে।
গলে শোভে হাড়মাল, অর্দ্ধচন্দ্র-রেখা-ভাল,
অঙ্গদ বলয় ভূষা করে॥
রাগ তান মান ভেদ, সঙ্গে করি চারি বেদ,
বদনে নাচয়ে যার বাণী।
শৃঙ্গে রাম ধ্বনি করি, ডম্বুর বোলয়ে হরি,
যার গানে হৈলা মন্দাকিনী।
বন্দে প্রভু ভূতনাথ, ভবেশ ভবানী সাথ,
ভবভীম ভঞ্জে পরায়ণ।
ভব-ভয়ে করি কৃপা, ভীতি ভঞ্জ মহাতপা,
ভবনাথ ভবানী-ভরণ॥
নিরঞ্জন নিরাকার, নিগম পুবাণ সার,
নিগূঢ়-বিষয়-নারায়ণ।
রোগ শোক দুঃখহরা দৈন্য-দুঃখ-পাপহরা,
মোক্ষদাতা পতিত-পাবন।
বন্দে প্রভু দিগম্বরে, খটক ডমরু করে,
বৃষে আরোহণ পঞ্চানন।
প্রমথগণের নাথ, গুহগণের সাথ,
সুরাসুর নরের জীবন।
তুমি হরি যোগরাজে, এ তিন ভুবন পূজে
তুমি হরি গুণের আশ্রয়।
করিয়া তোমারে সেবা, মুনিগণ মহাতপা,
সিদ্ধ সাধ্য তোমার আশ্রয়॥
তুমি হরি পুণ্যরাশি, শূল অগ্রে বারাণসী,
যাহাতে বৈকুণ্ঠ অবতার।
তাতে যেই মরে জীব, সে জন সাক্ষাৎ শিব,
কি কহিব মহিমা তাহার।
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র-হৃদয়-নন্দন।
তাঁহাব অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সরস্বতী-বন্দনা।

সরস্বতী-বন্দনার পূর্ব্বাংশ।

নমহুঁ নমহুঁ বাণী, কৃপা কর নারায়ণী,
বিষ্ণু-প্রিয়া পূজ পদ্মাসনে।
পুস্তক লইয়া করে, উর দেবি এ আসরে,
চন্দ্রাননি হাস্যবদনে॥
হিমদিগ্ধ চন্দন, শরদিন্দু গঞ্জন,
তনু-রুচি অকথ্য কথন।
সুগন্ধি চন্দন গায়ে, যোজন সৌরভ ধায়ে,
কণ্ঠে রত্নহার বিভূষণ।

শুকদেব-বন্দনা।

৪পৃঃ—গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, এই অংশের পূর্ব্বে।

বন্দে শুকদেবের চরণ।
যেই মুনি সর্ব্বজন, হৃদয়ে পদ্ম যেন,
প্রবেশ করিল কোপে বন।
যেই মুনি নিরুপম, জ্ঞান দীপের
লিখন নিগমের সার।
প্রকাশিল ভাগবত, সংসারের জীব
সভাকার করিল উদ্ধার।
শিশুকালে বনবাস, তেজি সব অভি
উপনয়ন আদি ছাড়িয়া।
পুত্র বলি ব্যাস ডাকে, উত্তর না দিল ত
তপোবনে প্রবেশ করিয়া।
বিবসন কলেবরে, শুকদেব ক
তারে দেখি বিদ্যাধরীগণে।
অঙ্গে নাহি দেয় বাস, তার পাছে চলে ব
অবিলম্বে চীর পরিধানে।
দেখি এত অদ্ভুত, কহে পরাশর-
লাজ কেন কর বধূজনে।
মোর পুত্র গুণধাম, নবীন-জলদ
দেখি কেন না পর বসনে।
তবে বিদ্যাধরী ব্যাসে, হাসিয়া মধুর
ভেদবুদ্ধি না আছে তাহার।
স্ত্রীপুরুষে ভেদবান্, কভু নহে দিব্য
বুঝিয়াছি চরিত্র তোমার।
এমত তাহার গুণ, শুনিয়া ত তপে
ত্যজিলেন সুতের বিরহে।
গোবিন্দ-পদারবিন্দ, বিগলিত মক
অলি কবিকঙ্কণে গাহে।

দিগ্-বন্দনা।

প্রথমে বন্দিব দেব ধর্ম্ম নৈরাকার।
একই মণ্ডপে বন্দোঁ এ চারি দু-আ
বৃষভবাহনে বন্দোঁ দেব পঞ্চানন।
দেবগণ সঙ্গে বন্দোঁ মরাল-বাহন।

গরুড়ের পিঠে বন্দোঁ দেব-নারায়ণ।
রাশিচক্র সহিত বন্দিব গ্রহগণ॥
অযোধ্যা নগরে বন্দোঁ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
সীতা-ঠাকুরাণী আর ভরত শত্রুঘন॥
ওড়িষ্যায় বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ।
সুভদ্রা বলাই বন্দোঁ করি প্রণিপাত॥
নবদ্বীপে বন্দোঁ গোরা শচীর কুমার।
হরিনাম দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার॥
অবনী লোটায়্যা বন্দোঁ শচী ঠাকুরাণী।
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিলা আপনি॥
কীর্ত্তন সিজ্জন কৈল খোল করতাল।
প্রকাশি জীবের লাগি প্রেমের পসার॥
যেই জন নাম লয় নাম দেন তারে।
প্রভু নামে বান্ধ ভেলা সিন্ধু তরিবারে॥
দশ অবতার বন্দোঁ এক চিত্ত মনে।
বরাহ নৃসিংহ কূর্ম্ম অদিতি-বাঙনে॥
দামুন্যার ঠাকুর বন্দিব চক্রাদিত্য।
যার পাদপদ্ম সেবি করিলুঁ কবিত্ব॥
বোড় গ্রামের বলরামে নত কৈলুঁ শির।
হনুমান্ বন্দিব গরুড় মহাবীর॥
কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দোঁ কোঙাগ্রি নগরে।
চন্দ্রকোণার গড়পতি বন্দোঁ মল্লেশ্বরে॥
তাটেশ্বর গোটেশ্বর বন্দিলুঁ গোস্তানে।
অগ্নিমুখ হর বন্দোঁ বাস পলাসনে॥
লাড়িচা নগরে বন্দোঁ সর্ব্বমঙ্গলা।
অসুর বধিয়া মায়ের গলে মুণ্ডমালা॥
মুণ্ডখোপ গ্রামে মাতা বন্দোঁ মস্তেশ্বরী।
জয়চণ্ডী মাতা বন্দোঁ চয়ড়া নগরী॥
কাইতির বাণেশ্বর বন্দি গাব আগে।
মৌলার রঙ্কিণী বন্দোঁ মস্তকের পাগে॥
ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা বন্দিলুঁ বিধিমতে।
তমলুকের বর্গভীমা বন্দোঁ মুক্তি মাথে॥
আমতার মেলায়ের চরণ বন্দিয়া।
খান্দী বিশালাক্ষী বন্দোঁ প্রণাম করিয়া॥
বিক্রমপুরের বাশুলী বন্দিলুঁ গীতনাটে।
বাছাবাড়ি নীল মাতা রাজবোলহাটে॥

চণ্ডীপুরের বারাহী বন্দিলুঁ বিধিমতে।
বড়ই পিরিতি মাতার কুসুম পরিতে॥
শিবাক্ষেত্রে বন্দোঁ মাতা উত্তরবাহিনী।
ইলীপুরের রঙ্কিণীকে জোড় করি পাণি॥
বালিগড়্যার ভগবতীর পদে পরণাম।
বৈদ্যপুরে ভদ্রীরূপে করয়ে বিশ্রাম॥
পাড়াধুয়ার কামার বুড়ীর বন্দিয়ে চরণ।
দশঘরার বিশালাক্ষী হও সুপ্রসন্ন॥
তেরঘরার বিশালাক্ষীর পদে কৈলুঁ নতি।
রামনগরের ভবানীরে করিয়া ভকতি॥
রাণীহাটের ভগবতীর পদে কৈলুঁ নতি।
মুণ্ডমালা গলে শোভে ভীষণ মূরতি॥
চারি চতুষ্কল ঘর দেখিতে সুন্দর।
ডানি বামে দুই পীঁড়া অতি মনোহর॥
রক্তমুখী রঙ্কিণী যে রক্ত পীঠ বসি।
কেহ নাহি জানে স্থান গুপ্ত বারাণসী॥
হাথে তালে বন্দিলুঁ বড়ার বিষহরি।
চারিদিগে নাগেতে বেষ্টিত যার পুরী॥
ভ্রষ্ট কেদারপুর আর হাসনহাটী।
যথা তথা বুলা চলা মণ্ডলগ্রামে বাটী॥
বালীডাঙ্গার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর চরণ।
প্রণাম করিয়া যত দেবদেবীগণ॥
জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালিদাস।
আদিকবি বাল্মীকি বন্দিলুঁ মুনি ব্যাস॥
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ পরিচয়॥
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণ॥
গায়ন গুণিন্ লেই নাটুয়া লেই পো।
কবিত্ব শিখিলুঁ মাতা তব মায়া মো॥
হাথে তালে ডাকি আমি হইয়া কাতর।
নায়কের আসরে দুর্গা উরহ সত্বর॥
দুই পাল্যের কন্ধে দিয়া দুই পাও।
আমার কন্ধেতে বসি রহনি খেলাও॥
ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ শ্রীধর্ম্মের পা।
লবধ হইয়া যে মোর আসরে করে ঘা॥

তিনি মোর ভগিনী আমি তার ভাই।
আসরেতে করে ঘা চণ্ডীর দোহাই॥
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়।
হরি হরি বলহ বন্দনা হৈল সায়॥

দক্ষের ছাগমুণ্ড।

১৫ পৃঃ—বীরভদ্রের কৈলাসে গমন এই অংশের পূর্ব্বে।

দক্ষযজ্ঞ নাশি বীর মনে অভিলাষ।
দণ্ডমাত্র বীরভদ্র আইলা কৈলাস॥
সঙ্গে ষোলকোটি লড়ে প্রেত ভূত দানা।
দামামা দগড় কাড়া ব্যাল্লিশ বাজনা॥
প্রণাম করিয়া শিবে কৈল নিবেদন।
প্রসাদ করিয়া তারে দিলা নানা ধন॥
এমন দক্ষের মখ শুনি বিনাশন।
তপস্যায় মন দিলা দেব পঞ্চানন॥
ছাগলের মুণ্ড দক্ষে করিল জোড়ন।
কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

সতীস্কন্ধে শিবের ভ্রমণ।

বৈরাগে চলিলা ত্রিলোচন।
ব্রহ্মা আদি পুরন্দরে, রহাবারে যত্ন করে
নাহি শুনে কাহার বচন॥
সতীকে লইয়া শূলে, তুলিয়া স্কন্ধের মূলে,
ত্রিভুবন করেন ভ্রমণে।
কাটিতে সতীর শব, জগতের নাথ দেব,
অনুমতি দিল সুদর্শনে॥
চক্র কীটরূপ ধরি, শরীরে প্রবেশ করি,
গ্রন্থে গ্রন্থে কাটিতে লাগিল।
বাম চরণ নিলা, পড়িল যে ঘাটশিলা,
তার নাম রুক্মিণী হইল॥

দক্ষিণ চরণবরে, পড়িল যে যাজপুরে,
তার নাম হইল বিরজা।
দেবতা সকল মেলি, সিদ্ধপীঠ তারে বলি,
সুরপতি তার করে পূজা।
চক্রে সব্য হাথ কাটে, পড়ে রাজবোলহাটে,
বিশাল লোচনী মাহেশ্বরী।
সতী দক্ষিণ হাথ, বালিডাঙ্গায় হৈল পাত,
রাজেশ্বরী বলি নাম ধরি।
তবে সদাশিব রায় মহাপরিশ্রম পায়,
ক্ষীরগ্রামে করিলা বিশ্রাম।
তাহে পৃষ্ঠদেশ পড়ে, দেবের আনন্দ বাড়ে,
যোগাদ্যা হইল তার নাম।
তবে প্রভু ধূর্জ্জটে, গেলেন নগরকোটে,
দিবসেক রহিলা পিনাকী।
মস্তক কাটে চক্রকীট, সেই মহাসিদ্ধপীঠ,
তার নাম হৈল জ্বালামুখী।
তবে ত দেবের রাজ, উত্তরিলা হিংলাজ,
নাভিস্থল পড়িল তথায়।
দেবকরে তন্ত্রমান, সেই মহাসিদ্ধস্থান,
জপিলে পাতক নাশ পায়।
ঈশানে ঈশান যায়, উত্তরিলা কামিখ্যায়,
তথা হৈল দেবী-প্রিয়স্থান।
মধ্য অঙ্গ কাটে কীট, সেই মহাসিদ্ধপীঠ,
কাণ্ডরূপ-কামাখ্যা তার নাম।
তবে ত কৈলাসবাসী, উত্তরিলা বারাণসী
বক্ষঃস্থল পড়িল তাহাতে।
বিশালাক্ষী রূপ হৈল, সর্ব্বদেবে পূজা কৈল,
উঠে শিব শূল করি হাথে॥
প্রভু শূল শূন্য দেখি, স্নেহেতে সজল আঁখি,
অস্থিখণ্ড পাইল শূল-আগে।
কারুণ্য-পদাঙ্ক বলি, সেই অস্থি কণ্ঠে ধরি,
ধ্যান করি বসিলেন যোগে।
সিদ্ধপীঠ যত স্থান, শঙ্কর সাধয়ে জ্ঞান,
কার্য্যসিদ্ধ হয় জপগুণে।
শুন রে সাধক ভায়্যা, এই স্থানে জপ গিয়া,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

ইন্দ্র প্রতি ব্রহ্মবাক্য

১৯ পৃঃ—কামদেব ভস্ম এই অংশের পূর্ব্বে।

শুনিয়া ইন্দ্রের কথা, হৃদয়ে পরম ব্যথা,
বলে ব্রহ্মা ইন্দ্রের সম্মুখে
আমার যুকতি ধর, উপায় বিশেষ কর,
পরিহরি হৃদয়ের দুঃখে॥
শুন শুন পুরন্দর আমি তারে দিনু বর,
হৈল সেই ভুবনে দুর্জ্জয়
গাছ আরোপিয়া মাঠে, সে আপনি নাহি কাটে
যদি সেই বিষবৃক্ষ হয়॥
সংগ্রামে তাহাকে জিনে, কেবা আছে ত্রিভুবনে
সংসারে অধিক বল ধরে।
তার সিদ্ধ কলেবর, সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর,
তার বলে ত্রিভুবন হারে॥
বরুণ পবন যম, কেহ নহে তার সম,
বিষ্ণুচক্রে ক্ষয় নাহি যায়।
মহেশের পুত্র হবে, ষড়ানন নাম থুইবে,
তবে তার মরণ নিশ্চয়॥
সেই দেব পশুপতি, তপস্বী পরম যতি,
আঁখি মিলি নাহি চাহে নারী।
শঙ্করের তেজ সয়, হেন নারী কেবা হয়,
বিনা দেবী হেমন্ত-কুমারী॥
চল দেব ইন্দ্ররাজ, সাধহ আমার কাজ,
দেবী আছে শম্ভু সন্নিধানে।
করাইবে ধ্যান ভঙ্গ, হয়ে যেন এক অঙ্গ,
আরতি দেই কাম-বাণে।
আর যেই কথা কই, তারে তুমি হবে জয়ী,
যুক্তি করি যাহ নিজ বাস।
অভয়া চরণে চিত, রচিয়া নৌতুন গীত,
পঞ্চালিকা করিলা প্রকাশ॥

২৪ পৃষ্ঠা—নারীগণের পতিনিন্দা অংশে।

পাক্‌তেলে চুল পেকেছে বয়স কোথা গ্যাছে?
পোএর হয়্যাছে পো নাতির হয়্যাছে ঝি।
স্থবির হয়্যাছে তম্নু বয়েস বটে কি॥

রূপে গুণে সুন্দরী নাতিন ভাল আছে।
এমন বরে বিভা দিয়া রাখি আপন কাছে

মহাদেবের ভিক্ষায় গমন।

২৮ পৃঃ—গণেশের জন্ম এই অংশের পূর্বে

প্রভাতে উঠিয়া হর, ভিক্ষা মাগে মহে
ত্রিদশভুবন-অধিকারী।
শুনিয়া শিবের শিঙ্গা, ধায় যত ভিক্ষা চি
সাথে ফিরে আওয়ারি আওয়ারি॥
দুই হাথে ঝুলি বায়, মধুর সঙ্গীত গ
মাগে ভিক্ষা থাকিয়া অঙ্গনে।
পুণ্যবতী যত নারী, চা'ল কড়ি দেই দা
শিবথালে দেই ভাগ্যবানে॥
গোপনারী দেয় দধি, সূত্রধর চিড়্যা খ
মদক সন্দেশ খণ্ড চিনি।
তিলা সন্দেশ আন, তাম্বুলিনী গুয়া প
তৈল দিল কলুর রমণী॥
শিবের হৃদয়ে জেনে, লোণ আনি দিল যে
কুঁচিলা সরস হরীতকী।
যুয়ান জীরা তেজপাত, যোগান সিদ্ধির প
হরষ হইল হর দেখি॥
প্রভুর ত্রিশূল নন্দী, বাণ্যা-ঘরে থুয়্যা ব
কুঁচিলা গাঁজাই নিলা ধার।
শুদি বল-কুতূহলে, ফণিরাজ পাটা প
যান হর কুঁচনীর দ্বার।
একে ত কোঁচের মেয়্যা, হরের বারতা পে
ভিক্ষা দিতে আইল তখন।
পুরাতন দেখি হরে, কাঁচলী অঙ্গে
কুচযুগে না দেই বসন॥
দশ পাঁচ সখী মেলি, শিবের বসন
কেহ বা টানয়ে পরিহাসে
বসি কুঁচনীর পাশে, শিব নিরানন্দে ভ
যুবতী বুড়ার নাঞি বাসে॥
হ্যাদেলো কুঁচনী বামা, গৌরী ভাল ঝাঁনে ছ
কিবা যুবা নহলী যৌবন।

নিয়া না জানে যে,কি কাজে না আনে ভজে
জানি যদি দেহ আলিঙ্গন ॥
রের হাস্য ভাসে, কুঁচনী রমণী হাসে,
বিভা কৈলে যুবতী রমণী।
লি মোরা যাব তথা, তোমার বিক্রমের কথা,
জ্ঞাত হব তার মুখে শুনি ॥
রাজ-মিশ্রসুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিলা অনেক পুরাণ।
ভা-নগরবাসী, সঙ্গীত অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

হরগৌরীর পাশক্রীড়া।

৭ পৃঃ—গৌরীর পাশাখেলা ও মেনকার
তিরস্কার এই অংশের পূর্ব্বে।

খুরা রঙ্গে হরের সঙ্গে,
দুহে বসি কুতূহলে।
ন সময়, জয়া পাশা দেয়,
হর বলে গৌরী খেলে ॥
া বলে বাণী, শুন শূলপাণি,
যদিবা খেলিবা রঙ্গে।
শা খেলিবে, হারিলে কি দিবে,
বলি তবে খেল সঙ্গে ॥
 ত্রিনয়নী, যদি হারি আমি,
গায়ের ভূষণ দিব।
পি খেলিব, কহ সদাশিব,
তোমার কি ধন পাব ॥
 ত্রিপুরারি, শুন তুমি গৌরি,
খেলহ আগে ত পাশা।
রি পরাজয়, দৈবে যদি হয়,
তবে করিহ লৈতে আশা ॥
 মোর বাণী, প্রভু শূলপাণি,
ইহা ত না বুঝি আমি।
নিরা হারিবে, কিবা ধন দিবে,
তাহা রাখ আগে তুমি ॥

কথায় না যায়, গৌরী ধন চায়,
হাসিয়া বলেন শূলী।
শুন মোর পণ, আছে যেবা ধন,
নিবে ত সিদ্ধির ঝুলি ॥
মহেশ শঙ্করী, খেলে পাশা সারি,
রচিয়া হীরার ঢাল।
বসিয়া খেলিতে, লাগিল কহিতে,
সাক্ষী হইও মহাকাল ॥
দশ দশ দশে, ডাকে ভুবনেশে,
চরের গতি খেলে।
দেখি অভিমুখে, পাষ্টি ঘষি বুকে,
পার্ব্বতী চৌরঙ্গ ফেলে ॥
হাতে করি বলে, পদ্মা কুতূহলে,
এক দানে দুই কাট।
সাতা সাতা বলি, ডাকে ত্রিপুরারি,
দোয়া চারি হৈল বাট ॥
ত্রিপুরা ফেলিল দুরী।
পড়িল দু তিয়া, সুখ হৈল হিয়া,
হারিল মদন-অরি ॥
বুদ্ধি পাইল লোপ, শিবের বাড়ে কোপ,
বলে পাত আর চা'ল।
ভিক্ষার কারণে, যাইবা বিহানে,
জিনি লেহ বাঘছাল
পাশা কর দূর, শুনহ ঠাকুর,
সভার আছয়ে কাজ।
তুমি ভূতনাথ, খেল মোর সাথ,
হারিলে পাইবে লাজ ॥
পুন খেলে গৌরী, দশ দুই চারি,
খেলিল করিয়া শলী।
দু-তিয়া ফেলিয়া, হারিল খেলিয়া,
হরিণ-লাঞ্ছনমৌলি ॥
কহে সদাশিব, আছে মোর দৈব,
সম্মুখে নিবসে কাল।
হারিল শঙ্কর, দেব দিগম্বর,
ছাড়ি দিল বাঘ-ছাল ॥

পাশা-ছাড়ি যান, করিল ভোজন,
দুহে কভু ভিন্ন নহে।
শ্রীকবি মুকুন্দ, রচি পরিবন্ধ,
দেবের চরণে কহে ॥

৫৬ পৃঃ—ভগবতীর গোধিকা রূপধারণ এই
অংশের ৮ম পংক্তির পর।

প্রণতি করিয়া সভে করে অভিমানে।
ভয়ঙ্কর দন্তাল শ্যামল কলেবর।
কিবা জলধর আল্য ছাড়িয়া অম্বর ॥
ভল্লুক শার্দ্দূল পশু কোক বরাগণে।
প্রণতি করিল আসি চণ্ডীর চরণে ॥
ছোট বড় পশু আল্য চণ্ডী সন্নিধানে।
প্রণাম করিয়া সভে করে নিবেদনে ॥
সভাকারে অভয় দিলেন ভগবতী।
আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি ॥
পশুগণের অঙ্গে চণ্ডী বুলান পদ্মহাথ।
সভার দুরিত মাতা করিল নিপাত ॥
লুকাকায় হও পশু বলেন অভয়া।
বিদায় দিলেন পশু সন্তোষ করিয়া ॥
বর পায়্যা পশুগণ হরষিত মনে।
ছোট বড় পশু সব গেলা নিজস্থানে ॥

ফুল্লরার পুনর্ব্বার উপদেশ।

৬৭ পৃঃ—পুনর্ব্বার ফুল্লরার উপদেশ
এই অংশের পূর্ব্বে।

করিয়া উভয় প্রাণি, বলে ব্যাধ-নিতম্বিনী,
শুন রামা দ্বিজের বনিতা।
স্বরূপে কহিয়ে তোকে, ঠেকিলা বিষম পাকে
কি কারণে আইলে তুমি এথা ॥
তোর, অতি পীন পয়োধর, গুরুয়া নিতম্বভর,
তুয়া রূপে উজ্জ্বল কুটীর।
নৌতুন যৌবন রাশি, কিবা পিয়া পরবাসী,
তেঞি ঘরে নাহি রহ থির ॥

মাণ্ডব্য নামেতে মুনি, সকল পুরাণে শুনি
তার শুন দৈব কারণ
মুনি হয়্যা কুতূহলী, পতঙ্গেরে দেয় শূলী,
ব্যোম-পথে করায্য গমন ॥
মুনির দৈবের পাকে, অধিপতি সেই লোকে,
হেন কালে হারাইল হয়ে।
ঘোড়া-চোর পায়্যা ত্রাস, অশ্ব রাখি মুনি পাশ,
পলাইয়া গেল প্রাণ-ভয়ে ॥
ঘোড়া খুজিবারে ধাই, পরাইল মুনির ঠাঁই,
বান্ধিয়া আনিল হাথে গলে।
নৃপাজ্ঞায় নিশাপতি মুনিরে ধরিয়া তথি
আরোহণ করায্য ত্রিশূলে ॥
ভারত-বিধান-ক্রমে, শুনেছি পণ্ডিত-ধামে
অবনীতে দারি সুরপতি।
জানি বা জানিতোপার, জানি বা জানিতে নার,
কালক্রমে পাইল স্বামী সতী ॥
বেদবতী নামে দারা, স্বামী যার শতশিরা,
অবিরাম শরীর গলিত।
পতিব্রতা হয় যেবা, তেন মতি করে সেবা,
স্বামীর পালন করে নিত ॥
পতির আদেশ ধরি, নিজ-পতি কান্ধে করি,
গঙ্গা-স্নান করিবারে যায়।
গঙ্গার ওকূল ধারে, অঙ্গ মার্জ্জন করে
বারবধূ দেখিবারে পায় ॥
মুনি বলে শুন সতি, ইহার ভুঞ্জিব রতি,
বারবধূ লক্ষহীরা সনে
সতী নিতি দ্বারাগারে, অঙ্গন মার্জ্জন করে,
বেশ্যা বিস্ময় ভাবে মনে ॥
দৈবযোগে বেশ্যা সনে, দেখাদেখি দুই জনে,
হাস্যরসে দুজনে কথনে।
বেদবতী বলে বাণী, বেশ্যা বিস্ময় গুণি,
ভাগ্য করি সে মানিল মনে ॥
মানিল মানস পূর্ণ, নিজাগারে আসি তূর্ণ,
কান্ধে করি স্বামী লয়্যা যায়।
ত্রিশূলেআছিলা মুনি, তমোঘোরে নাহি জানি,
মাথা বাজে সে মুনির পায় ॥

যোগ বলে হরি-সঙ্গ, যে মোর করিল ভঙ্গ,
দেবতা অসুর কিবা নর।
যদি হয় দেব ঋষি, সে মরিবে গেলে নিশি,
বাগ্‌বজ্র দিল মুনিবর ॥
শুনি বলে বেদবতী, যদি আমি হই সতী,
এ যামিনী না পোহাবে আর।
মুনি সতী বিসংবাদ, হৈল বড় পরমাদ,
অলঙ্ঘ্য বচন দুঁহাকার ॥
পূরিতে পতির আশ, রাববনিতার পাশ,
পতিব্রতা লয়্যা যায় স্বামী।
দেখিয়া ত ব্যাধি-কায়, বেশ্যা না পরশে তায়,
আইলা মুনি না পোহায় যামী ॥
অনিবার বিভাবরী, যথা বেদবতী নারী,
সেবে দেব জুড়ি দুই কর।
সতীর আদেশ ধরি, উঠিল তিমির-অরি,
মরে মুনি, জিয়াল অমর ॥

১২ পৃঃ—কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি এই
অংশের ১০ম পংক্তির পরে।

পুনর্ব্বার কহে বীর করিয়া প্রণাম।
কহ মাতা শুনিব তোমার শত নাম।
তোমার চরণ মাতা দেখিলুঁ বিদ্যমান।
কর্ণের সন্দেহ ঘুচে শুনিলে অভিধান।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত মধুরস বাণী।
আপনার নাম মাতা কহিছেন আপনি।

চণ্ডীর শত নাম।

ব্যাধের নন্দন, শুন হে বচন,
এই মোর শত নাম।
এতিন ভুবনে, কেবা নাহি জানে,
সব ঠাঞি মোর ধাম।
চামুণ্ডা চর্চ্চিকা, চক্রিণী চণ্ডিকা,
চামুণ্ডা চণ্ডবতী মহামায়া।
শুভা শুভঙ্করী, শুভ আমি করি,
তোমারে করিলুঁ দয়া।

ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী, নরসিংহবাহিনী,
কুমারী শক্তিরূপিণী।
জয়ঙ্করী জয়া, শঙ্করী অভয়া,
বেদবতী নারায়ণী ॥
কালী কপালিনী, কৌশিকী মালিনী,
বৈষ্ণবী শিব-বনিতা।
গৌরী শাকম্ভরী, গঙ্গা সুরেশ্বরী,
আমি আদ্যা-দেবী-সুতা ॥
গোকুলে গোমতী, দক্ষগৃহে সতী,
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
ভয়ঙ্করী ভীমা, উগ্রচণ্ডা বামা,
মহাতেজা কংসাগারে ॥
যমুনা যোগিনী, যশোদা-নন্দিনী,
যোগনিদ্রা জয়প্রদা।
মৃড়ানী অম্বিকা, প্রচণ্ড-বালিকা,
ধরি খড়্গ চর্ম্ম গদা।
কালিকা কল্যাণী, মোরে সবে জানি,
কার্ত্তিকী কামরূপিণী।
গৌরী খগেশ্বরী, চণ্ডী জলেশ্বরী,
জয়-ধৃতি তপস্বিনী।
যক্ষী নিত্য পুটা, ত্রিনেত্রা ত্রিপুটা,
ত্রিপুরা দ্বারবাসিনী।
গদিনী চক্রিণী, পিলঙ্গা মোহিনী,
সাবিত্রী ঘোর-রূপিণী ॥
ক্ষমা সরস্বতী, কামাখ্যা কিরাতী,
চণ্ডমুণ্ডা চতুর্ভুজা।
ত্রপা সৃষ্টিকর্ত্রী, শর্ব্বাণী সাবিত্রী,
সহস্রাক্ষী দশভুজা ॥
অপর্ণা নাগাঙ্গী, প্রত্যঙ্গী নীলাঙ্গী,
ঘণ্টেশ্বরী জগন্মাতা।
শান্তি মোর নাম, ভুবনে উপাম,
শুনহ নামের কথা ॥
দুর্গবিনাশিনী, ভৈরবভামিনী,
নগেন্দ্র-নন্দিনী চণ্ডী।
বেণু সপ্তস্বরা, মুরজা মন্দিরা,
বাজায় দুন্দুভি দণ্ডী ॥

ঈ-নল-দল, চরণ-যুগল,
তথি শোভে নখচন্দ্র।
রণে চণ্ডীর, বাজয়ে মঞ্জীর,
গতি গজপতি-মন্দ॥
য়ানের কোণে, আছে কত তূণে,
অসুর নাশের ইষু।
াভি সরোবর, তথির উপর,
ভ্রময়ে ভ্রমর শিশু॥

বণিককে স্বপ্ন-প্রদান।

৭৩পৃঃ—কালকেতুর অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে
বণিকালয়ে গমন এই অংশের পর।

শ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন।
াটে নিদ্রা যায় বাণ্যা বিনোদ শয়ন॥
ণিক্ শিয়রে মাতা কহেন স্বপন।
ালি, প্রভাতে আসিবে কালু ব্যাধের নন্দন॥
মূল্য করিয়া দিহ বদলিয়া ধন।
এতেক কহিয়া হৈল চণ্ডীর গমন॥
ষা হৈতে উঠে বীর প্রত্যুষ বিহান।
অঙ্গুরী লইয়া বীর করিল পয়াণ॥
হাবীর আইলা যথা বণিকের ঘর।
াইলেন পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর॥

একাকী কালকেতুর যুদ্ধ।

১০২ পৃঃ—কালকেতুর বন্ধন এই অংশের
পূর্ব্বে।

ভাড়ুর বিলম্বে, কোটাল সানন্দে,
বেড়িল কালুর ঘর।
গজের আড়ম্বর, শুনিয়া বীরবর,
বাহির হইলা সত্বর॥
মুটকির ঘায়, বীর মারে তায়,
যুঝয়ে বীর কোটালে।
ধরিতে যে যায়, মুটকির ঘায়,
পড়য়ে অবনীতলে॥

তেজিয়া প্রাণ-ভয়, করে বীর রণ জয়,
ধরিতে আইল দুই মাল।
দুই মুটকির ঘায়, দুঁহে গড়াগড়ি যায়,
শিরে ঘা হানে কোটাল॥
ধরিয়া বীর রণে, তুরঙ্গ-চরণে,
মাথায় তুলিয়া দেই নাড়া।
রঙ্গ ছাড়িল, তুরঙ্গ পড়িল,
হাথে রহিল ফড়া॥
করিবর-শুণ্ডে, ধরিয়া মুণ্ডে,
মুটকি মারি দিল টান।
ভাঙ্গিল মুণ্ড, ছিণ্ডিল শুণ্ড,
কাঁকুড়ি যেন খান খান॥
বীরের বিক্রম, দেখিয়া নিরুপম,
অভয়া চিন্তেন মনে।
ললিত প্রবন্ধ, দ্বিজবর মুকুন্দ.
অভয়া-চরণে ভণে॥

ধনপতির পারাবতক্রীড়ায় গমন।

১২০ পৃঃ—ধনপতির পারাবত ক্রীড়া
ও খুল্লনা দর্শন এই অংশের পর।

পায়রা উড়াইতে যায় সাধু ধনপতি।
যত নগরিয়া ভাই করিয়া সংহতি॥
মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ॥
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত।
হরিহর জনার্দ্দন কুল-পুরোহিত॥
দামোদর গদাধর সুবল সুদাম।
হরিহর পীতাম্বর আর শিবরাম॥
নন্দরাম পরমানন্দ বিনোদ বিক্রম।
বাসুদেব কামদেব আর সনাতন॥
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস।
পুরুষোত্তম আল্যা আর শ্যাম হরিদাস।
অনন্ত অচ্যুত আইল আর অভিরাম।
চক্রপাণি চতুর্ভুজ আল্যা ভৃগুরাম॥

মুরারি দৈত্যারি শ্রীগোবিন্দ ভবানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সভার আনন্দ॥
যত নগরিয়া বেণে সদাগর সাথ।
যতনে লইল সব নিজ পারাবত॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পারাবত-নমাবলী

লয়ে নিজ পারাবত, চলে ধনপতি দত্ত,
লড়াইতে নগরিয়া সাথে।
করি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
কিঙ্করে পিঞ্জর লৈল মাথে॥
খতি-মারি পাত-শালিকা শ্বেত নেতা নয়নসুখা
করট তামট সুলক্ষণ।
সৌঙ্গ-মুখ রজ-গোলা, শিখরিয়া ঘন-লোলা,
সাঙলী সুবলী সুদর্শন॥
পারুল্যা বাতাস্যা হাসা, নাট্টা খাটা বুড়ী ডাসা
জটাসিন্দুরিয়া বনজয়া।
নীল-কুমুদ কুথা, ঘিরিণি দীঘল-মুখা,
মন-সুখা রাঙ্গা দেউলিয়া॥
সিংহ বাঘা রণজিতা, কম্বরা কপালচিতা,
সিন্দু মাট্যা পাঙ্শা পাথরা।
মাণিক দোসলি মুড়া, আভাঙ্গা পরনা চূড়া,
পালট বিলটি রতিভোরা॥
পাঙশি পাথরি টাঙ্গি, হাঁসী ডাশী বুড়ি রাঙ্গি,
নানা রঙ্গে লইল পায়রা।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
রঘুনাথ নৃপতি-কেশরী।

রামাগণের পতিনিন্দা।

১২০ পৃঃ—দুর্ব্বলার নিকটে লহনার
খেদ এই অংশের পূর্ব্বে।

সভে বলে খুল্লনার বর মিলেছে ভালো।
মদনমোহন বরের রূপে ঘর করেছে আলো॥

এক যুবতী বলে দিদি মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
কোন দেশে নাহি সই দুঃখিনী মোর পারা।
কোলের কাছে রহিতে সদাই করে হারা॥
আর যুবতী বলে পতির বর্জ্জিত দশন।
শাক সূপ ঘণ্ট বিনা না করে ভোজন॥
দড ব্যঞ্জন আমি সই যেই দিনে রান্ধি।
মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোণে বসি কান্দি॥
আর যুবতী বলে সই মোর গোদা পতি।
কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি॥
ভাদ্র মাসের পাঁকই বড়ই দুরবার।
গোদে তেল দিয়া কত তুলিব নেকার॥
আর যুবতী বলে সই আমার পতি কালা।
আনের সংসার সুখ মোরে বিষম জ্বালা॥
ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে।
রাত্রি হৈলে নিদ্রা যায় গরুড়-শয়নে॥
আক্সোর মিশালে বুড়ী নানা কাছ কাচে।
পাক-তৈলে দেখ মোর কেশ পাকিয়াছে॥
পোরগ তৈলে চুল পাক্যাছে বয়স কোথা আছে
রূপে গুণে সুন্দরী নাতিন ঘরে আছে।
হেন বরে বিয়া দিয়া রাখি আপন কাছে॥
বর দেখি আয়োগণ খায় মন-কলা।
ধনপতি দত্তে সাধু দিল বরমালা॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

ব্যাধের শারিকা বন্দীকরণ।

১৩০ পৃঃ—শারীশুকের উপদেশ
এই অংশের পূর্ব্বে।

শ্রমযুক্ত দুই ভাই বসি তরুতলে।
শারী শুক দুইপাখী আছে সেই ডালে॥
শারী বলে ওহে শুক আজি লাগে ভয়।
হেন বুঝি বনে আইল কালের সঞ্চয়॥
এ বন ছাড়িয়া চল অন্য বনে যাই।
গহন কাননে গিয়া মিষ্ট ফল খাই॥
তুণ্ডের আহার খসি পড়ে নিরন্তর।
ছটফট্ করে প্রাণ বুকে লাগে ডর॥
নিবসি কাননে প্রিয়ে কিছু ভয় নাঞি।
সাহসে করহ ভর যা করে গোসাঞি॥
এই বনে বহুকাল করিলাম বাস।
কেমনে ছাড়িবে প্রিয়ে বাপের নিবাস॥
দৈবে যদি করে দয়া সর্ব্বঠাঞি তরি।
অন্য দেশে গেলে প্রিয়ে ঘরে বসি মরি॥
শারীশুক দুঃখ ভাবে বৃক্ষের উপর।
তরুতলে বসি শুনে দুই ব্যাধবর॥
বাম করে পাতা লতায় পাতে নানা ছলা।
আটা ফান্দ দিয়া ত চালায় সাতনলা॥
পাখে আটা দিয়া ব্যাধ করে নানা সন্ধি।
উড়িয়া পালাল শুক শারা হৈল বন্দী॥

শারী-শুক-সংবাদ।

১০২ পৃঃ—রাজার সহিত শারীশুকের
কথোপকথন এই অংশের পূর্ব্বে।

রায় হে! দুখ নিবেদি তোমায়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মগতি, বিধি বিড়ম্বিতে স্থিতি,
পুণ্যবান্ তোমার সভায়॥
কহে পক্ষী শারী শুক, নিবেদি আপন দুখ,
শুন হে নৃপতি দণ্ডরায়।
পূর্ব্ব পাপের ফলে, জন্ম হৈল-পক্ষি-কুলে,
আছিলাম ধর্ম্মের সভায়॥
আমার জন্মের বাণী, শুন ওহে নৃপমণি,
মোরে দুখ দিল কর্ম্মদায়।
পূর্ব্বেতে অধর্ম্ম কৈল, পক্ষি-কুলে জন্ম হৈল,
বীরবাহু রাজার তনয়॥
শুনহ পাপের কথা, দশ সহস্র ছিল মাতা,
এক কোটি অশ্ব পদাতিক।
রাহুত মাহুত যত, তার নাম লব কত,
চৌদ্দ লক্ষ আছিল বাহক॥
বিশ্বামিত্র মুনির শাপে, জন্ম হৈল পক্ষি-রূপে,
পূর্ব্বকর্ম্ম না যায় মোচন
বিধি নিয়োজিল যত, সেহ কভু নহে হত,
পক্ষিযোনি হইল জনম॥
বৃন্দাবন পৈতৃক স্থান, কালিন্দীতে স্নান দান,
জন্ম মোর কল্পতরুমূলে
বৃন্দাবনে চান্দমুখ, দেখিয়া পরম সুখ,
আছিলাম আনন্দ মঙ্গলে॥
গোপের বালক-সঙ্গে, ছিলাম পরম রঙ্গে,
নিরবধি দেখি চান্দমুখ।
বৃন্দাবনে বাস করি, নিরবধি দেখি হরি,
তথা বিধি গিয়া দিল দুখ॥
বিধি কৈল বিড়ম্বন, গেলাম নন্দন বন,
সুরপতি দেখিল আমায়।
অনেক প্রকার করি, আমা দুহা পক্ষী ধরি,
লয়ে গেলা দেবতা-সভায়॥
সভা করি সুরপতি, আমা দুহা লয় তথি,
দেখিতে আইলা দেবগণ।
পক্ষিমুখে অমৃতবাণী, তুষ্ট হৈলা দেব মুনি
সবে কৈল পুষ্প বরিষণ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, কথায় দিলেন মন,
শাস্ত্র-কথা কহিলুঁ বিস্তর।
নারদাদি মহামুনি, বিশ্বনাথ সুরধুনী,
মুগ্ধ হৈল সকল অমর॥
বার দিন সভা করি, ধন্য অমরাপুরী,
বড় জ্ঞান কৈল সুররায়।
সভাতে আলাপ করি, ভেদ নাহি সুরপুরী,
কত দিন ইন্দ্রের সভায়॥
স্বর্গদ্বার নাম পুরী, শ্রীবৎস অধিকারী,
চিন্তা নাম ভার্য্যা মহোদরী।
শ্রীবৎস ইন্দ্রের সখা, সুরপুরে পায় দেখা,
আমা মাগি নিল ইন্দ্রঠাঁই॥
সুবর্ণ-পিঞ্জর পর, পুষিতেন নৃপবর,
ঘৃত অন্ন যোগান ব্রাহ্মণে।
গুরু কৈল বৃহস্পতি, নানা শাস্ত্রে দিয়া মতি,
শুনি সদা বেদান্ত ব্যাখ্যানে॥
কাবা কোষ অলঙ্কার, দীপিকা ন্যায় আর,
নৈষধ বিবিধ বিধানে।

আগম পুরাণ মুনি, নাগান্ত যোগান্ত জানি,
মাঘ ভট্টি জানি রামায়ণে ॥
জানি সব শাস্ত্র তন্ত্র, কণ্ঠস্থ শ্রীভাগবত,
অষ্টাদশ পুরাণ নিবারে।
সংসারে হারালু যত, পণ্ডিত আমার মত,
আইলাম তোমা বরাবরে॥
দর্পে রায় কহে বাণী, স্বর্গ মর্ত্ত্য তবে জানি,
নারিবে জিনিতে রত্ন-সভা।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী, পুত্র সনে আগুসরি,
সেই সভায় সরস্বতী প্রভা॥

প্রহেলিকা।

১৩৩ পৃঃ—প্রহেলিকা অংশের মধ্যে এই ছয়টি প্রহেলিকা বসিবে।

মৎস্য মকর নহে পানী পানী বুলে।
হাঙ্গর কুম্ভীর নহে দেখিলে সে গিলে॥
গিলিয়া উগারে সেই দেখে জগজন।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন॥১॥
বনেতে জনম তার নহে ত হরিণী।
অনেক আহার করে নাহি খায় পানী॥
বুঝিয়া চলিয়া বার্ত্তা দেয় আসি কানে।
বীরের কিঙ্কর নহে বুঝহ সিয়ানে॥২॥
কমল জিনিয়া তার দেহের বরণ।
চরণ অনেক ধরে গজেন্দ্র গমন॥
বুঝহ পণ্ডিত তার শয়ন কুণ্ডলী।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে অদ্ভুত হিঁয়ালী॥৩॥
চক্ষু আছে মূল আছে নাহি তার পা।
সভাকার হাথে থাকে কৃষ্ণবর্ণ গা॥
শিরের উপরে থাকি করয়ে আহার।
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে হিঁয়ালীর সার॥৪॥
যোগী নয়, সন্ন্যাসী নয় মাথায় হুতাশন।
হেলে নয় শিলে নয় ডাকে ঘনেঘন॥
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় চুম খায় তার মুখে॥৫॥

বৃক্ষ-অগ্রে বৈসে সেই নহে পক্ষজাতি।
ত্রিলোচন জটাভার নহে পশুপতি॥
নদনদী নয় তার অঙ্গময় কায়।
রক্তমাংসে জড়িত নয় নারে বলায়॥৬॥

পিঞ্জর বর্ণন।

১৫৩ পৃঃ—ধনপতির স্বদেশে যাত্রা এই অংশের পূর্ব্বে।

গঢ়ে কারিগর, সুবর্ণ-পিঞ্জর,
দেখিতে অতি মনোহর।
কুম্ভ সারি সারি, অতি মনোহারী,
গঢ়ে চতুঃশালা ঘর॥
জালি হুতাশন, আউটে কাঞ্চন,
চারি ভিতে স্বর্ণ বাড়।
স্বর্ণময় ঘর, দেখিতে সুন্দর,
পক্ষী বসিবার আড়॥
তাতে স্বর্ণ কাটি, বর্ণ দিয়া মোটি,
চৌদিকে স্বর্ণের জাল
স্বর্ণ জল বাটী, অতি পরিপাটী,
স্বর্ণের গড়িল থাল॥
স্বর্ণের কলস, দেখিতে রূপস,
বিচিত্র পতাকা উড়ে
স্বর্ণের কপাট, অতি বড় আঁট,
আপন ইচ্ছায় গড়ে॥
সুবর্ণ নূপুর, গঢ়েন প্রচুর,
চৌদিকে ঝম ঝম বাজে
অরুণ বরণ, ভুবনমোহন,
যেন রবি রথ সাজে॥
গঢ়িল পিঞ্জর, নাম বিশ্বম্ভর,
নিল রাজ সন্নিধানে।
দেবতা নির্ম্মাণ, অতি অনুপাম,
তাহে দিল চক্ষুদানে॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

খুল্লনার প্রতি লহনার উপদেশ।

১৬৫ পৃঃ—খুল্লনার সজ্জা এই অংশের পরে

তুঁহু অতি ক্ষীণ বালা, নাহি জান রতি কলা,
না যাইহ সাধুর নিকটে।
রাহুর ভুখিল বেলা, যেন নব শশিকলা,
পড়িবেক বিষম সঙ্কটে॥
রতি রঙ্গ সদাগর, চির দিনে আইলা ঘর,
জরজর মনমথ-শরে।
মদনে আকুল চিত, নাহি গণে হিতাহিত,
কিআকুল বিরহের জ্বরে॥
আকুল দেখিয়া জায়া, সাধ নাহি করে দয়া,
বিনয় বচন নাহি শুনে।
রাহুর ভুখিল বেলা, যেন নব শশিকলা,
মূঢ়মতি তুঁহু কাম-বাণে॥
যাবে কি সাধুর পাশে, নিরানন্দে সাধু ভাসে,
চিরদিন বিরহ-সাগরে।
কামে অতি তনু জরি, তুঁহু গো নৌতুন তরী,
কেমনে করিবে পার তারে॥
শুন গো প্রাণের সই, অকপটে তোরে কই,
আমি জানি সাধুর বারতা।
লহনা যতেক ভাষে, শুনিয়া খুল্লনা হাসে,
লহনার মনে লাগে ব্যথা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়-মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র-হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

লহনার প্রতি খুল্লনার উত্তর।

শুন গো প্রাণের দিদি লহনা বহিনি।
রমণে রমণী মরে কোথাও না শুনি॥
আগে দেখ স্বর্গে মঘ মহাবলবান্।
কেমনে কামিনী শচী দেয় রতি দান॥
তবে দেখ রঘুনাথ মহাশক্তি ধরে।
কেমনে কামিনী সীতা তার ঘর করে॥

দশমুণ্ড বিশ বাহু লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে শৃঙ্গার তায় সহে মন্দোদরী ॥
ভীম সম বলবান্ নাহি ত্রিভুবনে।
কেমনে দ্রৌপদী তবে তাহার রমণে ॥
অসিতার চারু অঙ্গ নিন্দিত কমল।
কেমনে শৃঙ্গার সহে না খায় গরল ॥
সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।
ভবানী কেমনে সহে তাহার রমণ ॥

পুনঃ লহনার উপদেশ।

কোথারে চল্যাছ একেশ্বরী।
বোল মোরে প্রাণের দোসরি।
বুঝি পারা যাত বাস ঘরে।
ভেটিবারে কান্ত সদাগরে ॥
তোমার নাহিক ইথে দোষ।
শৃঙ্গার ভুঞ্জিতে পরিতোষ ॥
দুঃখ বড় শৃঙ্গার-সমরে।
সমানে সমানে বল করে ।
যেমন শৈচান কাক নাশে।
রাহু যেন চন্দ্রমা গরাসে ॥
ভেক যেন ধরে বিষধরে।
মৃগপতি যথা করিবরে ॥
যেন ধরে মর্কট মক্ষিকা।
বিড়ালেতে যেন মূষিকা ॥
চিলে যেন ছুয়্যা লয় মীন।
তেন তোর সুরতি সঙ্গীন ॥
মোরা আজি হয়েছি গুর্ব্বিণী।
লাজ বাসি যাইতে একাকিনী ॥
লাজ ভয় নাহি তোর ঠেঁটী।
আমি কেন বলি খায়্যা মাটি ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।
লহনারে প্রবোধ বচনে ॥

——

১৫৬ পৃঃ—খুল্লনার উত্তর এই অংশের ২য় পংক্তির পরে।

স্বামীর প্রতাপ বনিতার সুলক্ষণ।
দশশত বাহু ধরে বলির নন্দন ॥
সহে তার বনিতা কেমনে আলিঙ্গন।
রতি সুখ বিনা তার না পূরে যে মন ॥
দশ মুখে চুম্বন সহেন মন্দোদরী।
ভিন্ন নাহি কৈল বিধি কুমারীর পুরী ॥
ভোজন বেলায় পতির করেছি আশ্বাস।
তার সত্য ভাঙ্গিতে আমার বড় ত্রাস ॥

বিহার বর্ণন।

১৬৭ পৃঃ—ধনপতির বিনয় এই অংশের পরে।

মনে মদনে দুহে বাজল দ্বন্দ্ব।
আকুল মুগধে পড়ি গেও ধন্দ ॥
মানিনী রমণী না বৈসে পতি পাশে।
নয়নে আরতি নাহি ভজে রতিরসে ॥
বিমল কমল ঝাঁপই করতলে।
পীন কঠিন অঙ্গ দরশায় ছলে ॥
সুপুরুখ পরশহি মদন-বিকাশ।
বালার হৃদয়ে লজ্জা ভয় বিনাশ ॥
লাজ তেজিয়া রামা করে নিবেদন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

——

১৭০ পৃঃ—সদাগরকে লহনার ভৎর্সনা এই অংশের প্রথমাংশে

লাজে পড়িল দ্বিজরাজ।
অপরূপ তুঁহু অলি, মুকুলে করহ কেলি,
ধনি ধনি বিদগধ রাজ ॥

সাধুর বিলাস।

১৭১ পৃঃ— লহনার প্রতি খুল্লনার উত্তর এই অংশের পূর্ব্বে।

আলিঙ্গন প্রেমরসে, দুহুঁ দুহাঁ ভুজপাশে,
দুই তনু নিবিড় বন্ধন।
বলয়া ঘাঘর বাজে, অনঙ্গ-সমরে যুঝে,
অভিনব রতিয়ে মদন।
শোভে অতি অনুপাম, বহে বিন্দু বিন্দু ঘাম,
উতরোল স্তরাস কৌতুকে।
স্থির সৌদামিনী যেন, আলিঙ্গন ঘনে ঘন,
দুই তনু নিবিড় পুলকে।
সাধু মদনের সখা, অধরে কজ্জল রেখা,
কপালে সিন্দূর বিভূষণ।
নিভৃতে নিকসে শ্বাস, মুখে গদগদ ভাষ,
দূর গেল কবরী বন্ধন ॥

ধনপতির পুনর্ব্বিবাহ।

১৭৬ পৃঃ—খুল্লনার গর্ভসঞ্চার এই অংশের পূর্ব্বে।

পরিহাসিজন যত হরিষ অন্তর।
বিবাহের উদযোগ করিল সদাগর ॥
বেদ-বিহিত আদি যত কর্ম্ম ছিল।
হরষিতে পুরোধা সকল সমাপিল ॥
আনন্দে মঙ্গলধ্বনি করয়ে যুবতী।
মাথায় মুকুট দিয়া বসিল দম্পতী ॥
নানা অলঙ্কার দিল উত্তম বসন।
গণেশ স্থাপিয়া পঞ্চ দেবতা পূজন ॥
ষোড়শ মাতৃকা পূজা কৈল দ্বিজগণ।
হরিষে করিল সভে ষষ্ঠীর পূজন ॥
নির্ম্মাইল পিঠালীর একুশ পুতলী।
দম্পতী প্রবেশে ঘরে হয়্যা কুতূহলী ॥
পিঠালীর পুতলী সাধু কুড়াইয়া চাল।
একত্র করিয়া রাখে নেতের আঁচল ॥
উত্তম আসনে আসি বসিল দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দেই যতেক যুবতী ॥
কেহ নেত কেহ খেত কেহ পাটসাড়ী।
কুঙ্কুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি ॥
বিদায় হইয়া গেল যত আইয়োগণ।
খুল্লনা সহিত সাধু আনন্দিত-মন ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

সাধুর প্রতি জনার্দ্দন ওঝার উক্তি।

১১ পৃঃ—ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন এই অংশের পূর্ব্বে।

মরতে আইল কোঙর দেবীর আরতি।
মধুমাসে খুল্লনা হইলা গর্ভবতী।
মধুমাস আপনায় মাধব পরবেশ।
দলাই পণ্ডিত কিছু বলে উপদেশ।
নিশ্চিন্ত রহিলা কেন বেণ্যার নন্দন।
এই মাসে হয় তোমার গুরু বিয়োজন।
সাধু বলে বহুদিন আছে সেই তিথি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী।

রমণীগণের খেদ।

১২০ পৃঃ—খুল্লনার জৌগৃহে প্রবেশ এই অংশের পূর্ব্বে।

বিষাদ ভাবিয়া কান্দে যতেক রমণী।
কেমনে তরিবে তুমি জৌয়ের আগুনি।
ছিল এক অনলে মজিল লঙ্কাদেশ।
কেমনে জৌয়ের ঘরে করিবে প্রবেশ।
উভরায় কান্দিছে খুল্লনার বাপ মা।
ঝি ঝি বলিয়া রম্ভা কান্দে উচ্চ রা।
মা বলে মোর ঝিয়ে না যাবে আগুনি।
থাকিবে আমার গৃহে হইয়া গৃহিণী।
খুল্লনা বলেন যদি না যাব অনলে।
অভাগীর কলঙ্ক রহিবে দুই কূলে।
বণিক-সভায় যদি দিল অনুমতি।
জৌগৃহে প্রবেশ করিল রূপবতী।

চণ্ডিকার স্তব।

১২২ পৃঃ—খুল্লনা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব এই অংশের পূর্ব্বে।

নমহ নমহ বাণী, কৃপাময়ী নারায়ণী.
অধিষ্ঠান হও পূজা-ঘটে।
রমণ করয়ে দাসী, খণ্ডিয়া বিপদরাশি,
প্রভু রাখ বিষম সঙ্কটে॥

মণি হরণে কীর্ত্তে, প্রবেশি পাতাল পথে,
নিরুদ্দেশ হৈলা যদুপতি।
রুক্মিণী দৈবকী মিলি, দিয়া জয় হুলাহুলী,
তোমার করিল অবস্থিতি॥
তুমি দিলে বরদান, জয়ী হৈলা ভগবান,
সমরে জিনিল জাম্ববানে।
জাম্ববতী করি বিয়া, আইলা স্যমন্তক লয়্যা,
শ্রীহরি দ্বারকা মহাস্থানে॥
গোকুলে গোমতী নামা, তমলুকে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে, বিজয়া নন্দের ঘরে,
হরি-সন্নিধানে মহামায়া॥
খুল্লনার স্তুতি বাণী, শুনিয়া ত নারায়ণী,
কঙ্কণ সিন্দুর দিল দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

১২৯ পৃষ্ঠার প্রথমেই

শিবা ক্ষমা চণ্ডী, চণ্ডমুণ্ডখণ্ডী,
বালশশি-শিরোমণি।
ভৈরবী ভারতী, রামা সরস্বতী,
সংসার-দুঃখতারিণী॥
কৌশিকী কৌমারী, রোগ-শোকহারী,
বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।
চণ্ডবতী চণ্ডা, চামুণ্ডা প্রচণ্ডা,
শ্রীফল-শাখা-বাহিনী॥

কমলে কামিনী দর্শন।

২০৬ পৃঃ—কমলে কামিনী বর্ণন এই অংশের পূর্ব্বে।

ধনপতি বলে ভায়্যা, দেখহ সকল ছায়্যা,
রাখ ডিঙ্গা পুতিয়া আলান।
দেখি লাখ শতদলে, অতি পরিমিত জলে,
চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গা খান॥

গভীর দেখিয়ে জল, তাহে নানা উৎপল,
মনোহর কমল-উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা, কিবা করে শিব-পূজা,
কিবা পূজে প্রভু ভগবান॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত, শতদল বিকসিত,
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন মোর লয় জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান,
দেখি বহু কুসুমসম্পদ।
নাহি জানি কিবা হেতু, এককালে ছয় ঋতু,
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু, বরিষা শরৎ ঋতু,
বিরহিজনের করে অন্ত॥
রাজহংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি,
প্রিয়ামুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বান্ধি মাছে, সারস সারসী নাচে.
উঠে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥
বনে বাহুকা ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে,
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
সঙ্গে চারি পাঁচ যামী, তাণ্ডব করয়ে কামী
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥
হেন মোর লয় মতি, বিধাতার নহে কীর্ত্তি,
অপরূপ দেখি কালীদহে।
কমলে কুমুদ ফুটে, কার কান্তি নাহি টুটে,
চিত্র গন্ধ ভাল বায়ু বহে॥
কি আশ্চর্য্য কালীদহে, স্রোতে বৃক্ষ নাহি রহে,
দেখিয়া আমার বপু কম্পে।
গো গজ বাহন অরি, তার পৃষ্ঠে ভর করি,
শতদলে ফিরে লম্ফে লম্ফে॥
দেখিয়া কমল-শোভা, সাধুকে লাগিল লোভা,
শঙ্কর পূজিব শতদলে।
কমলে কামিনী দেখি, সুখে সাধু মুদে আঁখি,
কুসুম-নিকরোপরি পড়ে॥
পুন সাধু মিলে আঁখি, শতদলে শশিমুখী,
উগারি গিলয়ে করিবরে।
পূর্ব্বজনমের ফলে সাধু দেখে শতদলে,
দেখ ভাই গাঁইটা গাবরে॥

সাধুর বচন শুনি, কর্ণধার বলে বাণী,
তুমি ধন্ত দিব্য-গেয়ান।
সকল বিদ্যার বন্ধু, অশেষ গুণের সিন্ধু,
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান॥
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাখী.
কর্ণধার করে নিবেদন।
করী পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ধনপতির মিনতি।

২১২ পৃ:—কারাগারে ধনপতি
এই অংশের পূর্ব্বে।

রায়, অকারণে কর তুমি রোষ।
বিচারে পণ্ডিত তুমি, তোমা কি বুঝাব আমি,
এ সাধু জনের নাহি দোষ।
দেখিতে অলপ কাজ আপনি সিংহলরাজ,
সাজি আইলা নবলক্ষ দলে।
শশিমুখী লাজ-ভয়ে, গেল ছাড়ি কালীদহে,
গজ প্রবেশিল বনতলে।
কেরোয়ালের টানাটানি, তল হৈল ঊর্দ্ধপানী,
ছিঁড়িল সকল ডাটিলতা।
বিষম জলের বায়, তৃণ দুইখান হয়,
ভাসি গেল ডাটি লতা পাতা।
তোমার মাতঙ্গ বল, আচ্ছাদন কৈল জল,
কবলিত কৈল পদ্ম শুণ্ডে।
রাজবল নবলক্ষ, কেহ নহে মোর পক্ষ,
আমারে না বল রাজা ভণ্ডে।
ছিল পঙ্কে সরসিজ, সরসিজ খাইল গজ,
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি বৈদেশিক সাধু, তুমি অকলঙ্ক বিধু,
ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে।
সিংহলের যত পক্ষী, সকল তোমার সাক্ষী,
মোর সবে জনা দুই চারি।
শিখী তৃণে বিসম্বাদ, হৈল বড় পরমাদ,
শুন অকিঞ্চনের গোহারি।

সাধুর বচন শুনি, মহারাজ মনে গুণি,
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

সাধ-দ্রব্য-সংগ্রহ।

২১৫ পৃ:—শ্রীমন্তের জন্ম এই
অংশের পূর্ব্বে।

শাক তুলিবারে দুয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি।
দোছটি করিয়া পরে বার হাথ সাড়ী॥
নট্যা রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্গ নালিতা।
তিক্ত-পলতার শাক কলতা-পলতা॥
সাঁজতা বনতা বন-পুই ভদ্রপলা।
তিজলী কলমী শাক জাঙ্গি ডাডি পলা॥
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে।
মুহুরী শুলফা ধন্যা ক্ষীরপাই বেতে॥
বাড়ি বাড়ি ফিরে দুয়া দিয়া বাড় নাড়া।
ডগী ডগী তোলে যত সরিষার আড়া॥
রন্ধন করিতে লহনার হৈল ত্বরা।
ঘণ্টে পূরিয়া এড়ে মাটিয়া পাথরা॥
ঘৃতে জবজব কৈল নালিতার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিল দৃঢ় পাক॥
খণ্ডে মুগের সূপ উভারে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালা থালি তাহার উপরে॥
কটু তৈলে ভাজে রামা চিতলের কোল।
রোহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল॥
বদরী শকুল মীন রসাল মুসুরী।
পল দুই ভাজে রামা সরল সফরী॥
কতকগুলা তোলে রামা চিঙ্গড়ীর বড়া।
কচি কচি গোটাকতক ভাজিল কুমুড়া॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

যে দিনে যেন সাধ করিল খুল্লনা।
সেই দিনে সেই সাধ জুগায় লহনা॥
সূতিকাভবনে তথা আইল ভবানী।
খুল্লনার শিরে চণ্ডী আরোপিল পাণি॥
খুল্লনা দেখিল তারে ব্রাহ্মণীর বেশে।
চিনিল চণ্ডিকা রামা চক্ষের নিমেষে॥
কপটে অভয়া তারে দিলেন ঔষধ।
চণ্ডীর ঔষধে তার ঘুচিল আপদ॥
দেবী সঙরিয়া রামা দিল ধর্ম্মশূল।
ভূতলে পড়িল তার গর্ভের ফুল॥
উঙা উঙা করে শিশু পড়িয়া ভূতলে।
দেখিবারে বন্ধু জন ধায় কুতূহলে॥
চালের কাড়িয়া খড় জ্বালিল আগুনি।
গোমুণ্ডে দুয়ারে স্থাপিল যষ্টি-বুড়ি॥
হুলাহুলি দিয়া কৈল নাড়ির ছেদন।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কুসুমের উপবন, আকুল করয়ে মন,
ঝাট নাশ যাউক বসন্ত।
নিদ্রায় ছিলাম আমি, একত্র আছিলা স্বামী
বাহু পসারিয়া কৈলুঁ কোলে।
স্বপনে পাইলুঁ নিধি, মোরে বিড়ম্বিল বিধি,
চিয়াইলুঁ কেন কিসের বোলে।
কত তাপ করে সতী, হেন কালে লীলাবতী
লহনারে বসাইল তথা।
তাপ খণ্ডিবার তরে, মধুর মধুর স্বরে,
ভাগবতের গান গুণ-গাথা।
গুণিরাজ মিশ্রসুত, সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
তার বংশে রঘুনাথ, রাজা গুণে অবদাত,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

২২০ পৃঃ—১০ম পংক্তির পরে।

[illegible] কামব্যথা, [illegible]না ঢাকিস মাথা,
মাতিয়া যৌবনমদে ॥
বসন্ত কাবাড়ি, ভ্রম বাড়ী বাড়ী,
চাহিয়া কাম-ঔষধে ॥

শ্রীমন্তের বিনয়

২০০ পৃঃ—চণ্ডীর হস্তে শ্রীমন্তকে সমর্পণ
এই অংশের পূর্ব্বে।

মা গো নিষেধ করহ অকারণ।
আছে বা না আছে পিতা, জানিতে সে সব কথা,
অন্বেষণে চলিব পাটন ॥
[illegible]কুল কর্ম্মের পতি, খুড়া জেঠা নাহি জ্ঞাতি,
কে ধরিবে কুলে তিল কুশ।
[illegible]পিণ্ড বিমুখ, অনুদিন বাঢ়ে দুখ,
উপবাসী পুরাণ পুরুষ ॥
[illegible]ভরসা মিছা, স্বামীর করহ ইচ্ছা,
স্বামী বিনে যুবাকালে জরা।
[illegible] হৈলে উদয় শশী, মলিন যেমন নিশি,
কি[illegible] করে শত শত তারা ॥

নিশ্চয় জানিলুঁ যদি, আমারে বঞ্চিল বিধি,
নাহি পিতা জীয়েন পরাণে।
আসিয়া আপন দেশে, করিয়া পুত্তলী কুশে,
করিব পিতার পরিত্রাণে ॥

শ্রীমন্তের বিলাপ।

২৫৬ পৃঃ—রাজার প্রতি শ্রীমন্তের স্তুতি
এই অংশের পর।

প্রাণ যাবে দক্ষিণ মশানে।
সাধু শুনিলেন ইহা মনে।
ভাই কর্ণধার বৈস কাছে।
মাকে কহিও বারতা বিশেষে ॥
ভিক্ষা করি খেয়ে যাও বাসে।
নিবেদন করিও রাজ পাশে ॥
বলিও, না পাইল পিতার অন্বেষণ।
সিংহল পাটনে গেল ধন ॥
শ্রীমন্তের লইল পরাণ।
মিনতি করিও রাজস্থান ॥
দুই মাতার করিহ পালন।
সাধু তব কৈল নিবেদন ॥
গুরুর চরণে বল্য নতি।
মশানে কাটা গেলেন শ্রীপতি।
বল্য বল্য গুরুর সদনে।
কাটা গেল তোমার বচনে ॥
দুর্ব্বলাকে কহিবে প্রণাম।
দুই মায়ে নাহি হন বাম ॥
বিমাতাকে বলিহ প্রণতি।
মরিতে শ্রীমন্ত কৈল মতি ॥
খুল্লনার করিহ পালন।
জানাবে আমার নিবেদন ॥
মায়ের একক আমি পো।
কেমনে তাজি মায়া মো ॥
কহিও এই সকরুণ বাণী।
শ্রীমন্তের ডুবিল তরণী ॥

কিবা বসন্তে কাটিল শ্রীপতি।
প্রকার করিয়া কহিবে ভাতি ॥
যদি, তোর মুখে পাবে সমাচার।
তখনি হইবে অন্ধকার ॥
শুনিয়া ত কর্ণধার কান্দে।
কেশপাশ তথি নাহি বান্ধে ॥
সাধু ধরে কাণ্ডারের গলা।
ধূলায় ধূসর দোঁহে হৈলা ॥
নায়্যা পাইট কান্দে উভরায়।
সাধুর বদন সভাই চায় ॥
শুনিয়া কোটাল কাঁপে রোষে।
সভা ঠেলি ধরিলেক কেশে ॥
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে।
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

শ্রীমন্তকে অভয়-দান।

২৬৭ পৃঃ—শ্রীমন্তকে কোলে করিয়া মশানে
চণ্ডীর স্থিতি এই অংশের পূর্ব্বে।

পুত্র পুত্র বলি দেবী ডাকে বিপরীত।
উপাড়িয়া পড়ে কোটাল্যা-গায়ে লোমাঞ্চিত।
মায়া পাতিয়া বলেন সর্ব্বমঙ্গলা।
কোটালের ঠাঞি ত মাগেন সাধুর বালা।
বয়সে অধিক দেখি গৃহ পরবাস।
বলবুদ্ধি টুটা ভক্ষণে বড় আশ।
একাকিনী ব্যাধিমতী শোকেতে ব্যাকুলা।
নিবারিতে না পারি উদরে পোড়ে জ্বালা।
একাকিনী করি মোরে জীয়ায় বিধাতা।
এমন সময় করি উদরের চিন্তা।
দান করি দেহ মোরে সাধুর কোঙর।
অভাগিনীর হয় ভিক্ষা করিতে দোসর।
শ্রীমন্ত বসিয়া আছে বকুলের তলে।
সভা-বিদ্যমানে চণ্ডী সাধু কৈল কোলে ॥

সিংহলেশ্বর প্রতি চণ্ডীর দয়া।

২১৫ পৃঃ—চণ্ডীর প্রতি শালবনের স্তুতি এই অংশের পূর্ব্বে।

শুন মাতা অভয়া, জানিলুঁ তোমার দয়া,
বড় নিদারুণ মাতা তুমি।
আপন সেবক জন, রাখিতে করিলে মন,
কত দোষ করিলাম আমি।
দক্ষিণ পাটন যবে, লোকশূন্য হৈল তবে,
করিলাম সে কালে স্মরণ।
দিয়া মোরে পদ ছায়া, আপনি করিলে দয়া,
বসাইলা সিংহল পাটন।
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি ঢাঙ্গাতি,
তোমার চরণে মোর আশ।
দেখিয়া রাজার মুখ, নিজ মনে ভাবি দুখ,
ভগবতী অট্ট অট্ট হাস।
নৃপবরে ভগবতী, হইলা সদয়মতি,
কহিল তোমার নাহি দোষ।
শ্রীমন্তের করি মান, সুশীলা করহ দান,
শ্রীমন্ত আমার নিজ দাস।
সেবক সাধুর পো, দেখি লাগে মায়া মো,
রঙ্গে আইল দীর্ঘ পরবাস।
আসিয়া তোমার পুরী, কিবা কৈল ডাকা চুরি,
কেনে কর ধনে প্রাণে নাশ।
তুমি বেড়াইতে পথে, দুগ গুা না ছিল হাথে,
পর-ধন নিতে কর মন।
সদাগর যত আইসে, মারি বধি রাখ পাশে,
লুঠ করি লহ যত ধন।
দূর কর অভিমান, শুন রাজা শালবান্,
অকপটে দিয়ে পরিচয়।
খণ্ডিয়া তোমার ত্রাস, রাখিলুঁ আপন দাস,
আর মনে না করিহ ভয়।
আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি, সকল আমার কীর্ত্তি,
ত্রয়ীবিদ্যা অনাদি বাসনা।
মহাযোগ কালরাত্রি, গায়ত্রী ভুবন-ধাত্রী,
ক্রিয়া শক্তি সংসারবাসনা।
সলিলে ডুবিলে মহী, আশ্রয় করিল অহি,
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবসান কালে, প্রভুর শ্রবণমলে,
দুই দৈত্য কৈল মহারণ।
মধু যে কৈটভ নাম, দুই দৈত্য অনুপাম,
বিধাতারে কৈল বিড়ম্বন
নাভিপদ্মে প্রজাপতি, সে আমারে কৈল স্তুতি,
তার আমি হৈলাম শরণ।
পাষণ্ড জনের পক্ষ, বিরিঞ্চিনন্দন দক্ষ,
তার আমি হইলুঁ দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতী, বিভা কৈলুঁ পশুপতি,
সুরলোকে হৈলাম মোহিতা॥
পিতৃমুখে পতি-কুৎসা, শুনি ত্যজিলাম ইচ্ছা,
পিতৃকুলে বিবাদদায়িনী।
ত্যজিলাম সেই অঙ্গ, কৈলুঁ তার মখভঙ্গ,
দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশকারিণী॥
মেনকা-উদরে জাতা, হৈলাম শিখরিসুতা,
তপস্যা করিলুঁ হর হেতু।
মোর বিবাহের তরে, ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে,
হরকোপে মৈল মীনকেতু॥
নিশুম্ভ মহিষ শুম্ভ, রক্তবীজ মহাদম্ভ,
বধিয়া রাখিলুঁ ত্রিভুবন।
আদ্যাশক্তি মহামায়া, হৈলাম হরের জায়া,
পূজা মোরে করে সর্ব্বজন॥
উরিয়া নন্দের ঘরে, দারুণ কংসের ডরে,
কৃষ্ণের করিতে ভয় দূর।
দৈবকীর কোলে হৈতে, আমা ধরি পায়ে হাথে,
বধিতে তুলিল কংসাসুর॥
ছাড়ায়্যা কংসের হাথে, চটি অলক্ষিত রথে,
গগনে হৈলাম অষ্টভুজা।
নাম হৈল বনমালী, কুমুদা কালিকা কালী,
অষ্টলোকপাল করে পূজা॥
শ্রীমন্ত আমার দাস, আইল বাণিজ্য আশ,
কোন্ দোষে লুঠ কৈলে ধন।
ধন লয়্যা বধ প্রাণ, কত সব অপমান
এই হেতু কৈলুঁ এত রণ॥
তোমার বিনয়ে রায়, ক্ষমিলুঁ সকল দায়,
মোর দাসে দেহ কন্যা-দান।
চণ্ডীর বচন শুনি, রাজা করে জোড় পাণি,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

দেবীর শত নাম

রাজার নন্দন, শুনহ বচন,
এই মোর শত নাম।
এ তিন ভুবনে, কে বা নাহি জানে,
সব ঠাঁই মোর ধাম॥
চামুণ্ডা চর্চ্চিকা, প্রচণ্ড কালিকা,
চণ্ডবতী মহামায়া।
শুভা শুভঙ্করী, আমি শুভ করি,
তোমারে করিলুঁ দয়া॥
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী, নরসিংহবাহিনী,
বৈষ্ণবী শিববনিতা।
গৌরী শাকম্ভরী, গঙ্গা সুরেশ্বরী,
আমি আদ্যা বেদমাতা॥
গোকুলে গোমতী, দক্ষগেহে সতী,
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
ভয়ঙ্করী ভীমা, উগ্রচণ্ডা বামা,
মহাতেজা কংসের আগারে॥
যমুনা যোগিনী, যশোদানন্দিনী,
যোগনিদ্রা জয়প্রদা।
মৃড়ানী অম্বিকা, চণ্ডমালাত্মিকা,
খড়্গচর্ম্মধারী গদা॥
শিবা শিবদূতী, বিজয়া পার্ব্বতী,
বিষ্ণুপ্রিয়া বিশালাক্ষী
খেটকধারিণী, খড়্গিনী শূলিনী,
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী॥
কালিকা কল্যাণী, মোরে সবে জানি,
কৃত্তিকা কামরূপিণী।
আমি সুরেশ্বরী, চণ্ডী জলেশ্বরী,
জয়দুর্গা তপস্বিনী॥
রঙ্কিণী ত্রিজটা, ত্রিরেখা ত্রিকূটা,
ত্রিপুরা ত্রাম্বরবাসিনী।

দিনী চক্রিণী,   শিঙ্গলা মোহিনী,
সাবিত্রী যোক্ষদায়িনী ।
শ্বা সরস্বতী,   কামাখ্যা কিরাতী,
চণ্ডমুণ্ডা চক্রচূড়া ।
স্যা কালরাত্রি,   সর্ব্বাণী সাবিত্রী,
সহস্রাক্ষি দশভূজা ॥
পর্ণা মৃগাক্ষী,   প্রভাক্ষী নীলাক্ষী,
মহেশ্বরী জগন্মাতা ।
দিহ মোর মায়,   ভুবনে উপায়,
শুনহ মায়ের কথা ॥
রাজা রঘুনাথ,   গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান ।
তার সভাসদ,   রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

শ্রীমন্তকর্ত্তৃক চণ্ডীপূজার মহিমা কীর্ত্তন ।

২৮৬ পৃঃ—শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির
নিষেধ এই অংশের পূর্ব্বে ।

[illegible] মুখে যদি হৈলে হেন বোল ।
প্রেম-আনন্দে সাধু হইল বিভোর ॥
[illegible] সদাগর পুত্র কৈল কোলে ।
[illegible] ভাসিল প্রেম-লোচনের জলে ॥
কণ্ঠে কণ্ঠ দিয়া দোঁহে করয়ে রোদন ।
কাকমদ হেন হৈল দুহার বদন ॥
[illegible] ধনপতি দত্ত পুলকিত অঙ্গ ।
পুত্র পুত্র বলি সাধুর হইল তরঙ্গ ॥
তুমি পুত্র হৈলে মোর কুলের প্রদীপ ।
[illegible] আইলে পুত্র সিংহল এ দ্বীপ ॥
[illegible] লাগি আইলে পুত্র ভাসি সিন্ধুজলে ।
[illegible] ঠেকিয়া ছিলে কোটালের ছলে ॥
[illegible] বলেন বাপা তোমার আশীষে ।
বিসংকটে আইলাম সিংহল দেশে ॥
[illegible] পূজিয়া বাপা পাইলে এত দুখ ।
তোমার চন্দ্র দেখি পাইলাম বড় সুখ ॥

অভয়া তেজ দুর্গা ভজ শুন মোর বাণী ।
বিসংকটে রক্ষা করিবেন ভবানী ॥
আদ্যাশক্তি নারায়ণ ইন্দ্র আদি পূজে ।
ব্রহ্মা হরি হর শুক চরণের রজে ॥
বিপদনাশিনী দুর্গা হরের ঘরণী ।
যাঁহার প্রসাদে সাজি আইলাম তরণী ॥
এ বোল শুনিয়া সাধু ক্রোধযুত হৈল ।
আমার বংশেতে কেন কুপুত্র জন্মিল ॥
যত যত বৃদ্ধ পুরুষ মোর বংশে ছিল ।
শিব পূজি সভে তারা স্বর্গপুরী গেল ॥
মাইয়া দেবতা আমি পূজা নাহি করি ।
শিব না ছাড়িব আমি প্রাণে যদি মরি ॥
উত্তর না দিল তারে বুঝি কার্য্যগতি ।
ধনপতি ক্রোধ দৃষ্টি দেখিয়া শ্রীপতি ॥
মনোভাবে এতাদৃশী এই বুদ্ধি হৈতে ।
শিবশক্তি এক বুদ্ধি নাহি ভাবে চিতে ॥
শ্রীমন্ত বলেন বাপা শুন নিবেদন ।
রাজা করিবেন মোরে কন্যা সমর্পণ ॥
এ বোল শুনিয়া সাধু বোলে উচ্চৈঃস্বরে ।
বিবাহে নাহিক কার্য্য চলহ দেশেরে ॥
অনাচার এই দেশে না যায় কথন ।
কহি কিছু শুন পুত্র ইহার কারণ ॥
সিংহলের নিন্দা সাধু করিল আপনি ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব্ব কাহিনী ॥

শ্রীমন্তের সহ শালবানের কথোপকথন

২৯৩ পৃঃ—ধনপতির প্রতি শালবানের
স্তুতি এই অংশের পর ।

না লাগিল পাটরাণীর যতেক প্রবন্ধ ।
জামাতার গমনে লাগিল বড় ধন্ধ ॥
সত্বরে আইলা রাণী রাজা সন্নিধান ।
নানা মত করি রাণী রাজাকে বুঝান
জামাতার গমন শুনি নৃপ শালবান ।
সত্বরে আসিয়া রাজা জামাতা বুঝান ॥

মণি মুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ।
চামর চন্দন হীরা মাণিকের স্তম্ভ ॥
নরপতি তোমারে দেখিব প্রাণ পারা ।
বিলম্ব হইলে বাপা পূরে দিব ভরা ॥
বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপা পূর অভিলাষ ।
বিলম্ব না কর যদি থাক এক মাস ॥
এতেক বচন যদি বলিলা নৃপতি ।
প্রিয়পতি বলে কিছু করিয়া প্রণতি ॥
জননী স্মরণে চিত্ত করে উচাটন ।
বিরোধ না কর যাব নিজ নিকেতন ॥
রহিবারে সিংহলে বলেন নৃপবর ।
অনুমতি রহিতে না দিল সদাগর ॥
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা করিয়া বিচার ।
ধনপতি দত্তের করিল পুরস্কার ॥
রথ তুরঙ্গম গজ দেই বর দোলা ।
চন্দন চৌধুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা ॥
ধনপতি দত্তে কিছু নিবেদিল রায় ।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণ গায় ॥

কন্যাগমনে রাজারাণীর বিলাপ ।

২৯৪ পৃঃ—শ্রীমন্তকে রাজার পুরস্কার
এই অংশের পূর্ব্বে ।

কান্দে লীলাবতী নারী সুশীলার মোহে ।
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে ॥
ননির পুতলী ঝিয়ে আন্ধারের বাতি ।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা মদনের রতি ॥
সাজায়্যা কাহারে দিল সুবর্ণের ডালি ।
তিমির নাশয়ে বাছার দন্তপংক্তিগুলি ॥
এ চাঁদবদনী ঝিয়ে পাসরো কেমনে ।
নিশ্চয় মরিব আমি তোমার বিহনে ॥
কোথাকারে যাবে লীলা দীর্ঘ পরবাস ।
জনক জননী ছাড়ি হেন অভিলাষ ॥
হাকান্দ হাকান্দ লীলা মায়ের করুণে ।
ধরিতে না পারে প্রাণ সিংহলের জনে ॥
অবিরত কান্দে যত সিংহলের লোক ।
পাসরিতে নারে লোক সুশীলার শোক ।

পালবান্ রাজা কান্দে বিদরয়ে হিয়া।
বাহির হইয়াছে প্রাণ হৃদয় কাটিয়া ॥
নানাধন দিলা রাণী পেটারি সিন্দুক।
ধরণী লোটায়া কান্দে বিদরয়ে বুক ॥
সাজিয়া সিন্দুক পেড়ি দিল ভারে ভার।
দিলেন অনেক ধন বহুমূল্য যার ॥
সুশীলা করিয়া কোলে কান্দে পাটরাণী।
দাস দাসী সঙ্গে দিল সাজিয়া তরণী ॥
অচেতন হইয়া রহিলা লীলাবতী।
সুশীলা বাপের পদে করিল প্রণতি ॥
সুশীলা করিয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
মধুর সঙ্গীত গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

গজেন্দ্রমোক্ষণ ও অজামিলের মুক্তি

৩০৮ পৃঃ—হরিনামের মাহাত্ম্য কথন
এই অংশের পূর্ব্বে।

শুন ঝিয়ে হয়ে সাবধান।
কহি আমি ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ,
গজেন্দ্র-মোক্ষণ উপাখ্যান ॥
করি গজ-মনোরথ, সঙ্গে নারী শত শত,
জলক্রীড়া করিল কামনা।
আসি সরোবর-জলে, খেলা করে কুতূহলে,
চারিদিকে বেষ্টিত অঙ্গনা ॥
লিখন আছিল ভালে, আসিয়া এমত কালে,
কুম্ভীরে ধরিল আচম্বিত।
নিজ পরিবার যত, একালে শত শত,
টানে সবে হয়ে সবিস্মিত ॥
গজ কহে ওরে ভাই, ইহাতে নিস্তার নাই,
বিনা প্রভু দেব ভগবান্।
ভয়ে ভাবি গজপতি, নানাবিধ করে স্তুতি,
আসি হরি কৈল পরিত্রাণ ॥
ছিল অজামিল দ্বিজ, পরিহরি কর্ম্ম নিজ,
কুলটা সহিত কৈল বাস।
অন্ধ মাতা পিতা ছিল, পুত্র হেতু প্রাণ দিল,
না করিল সংসারের আশ।
অজামিল দুরাচার চারি পুত্র হৈল তার,
কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ।
হৈল তার শেষ দশা, ছাড়িল সকল আশা,
যমপুর করে আগমন।
সুত বুদ্ধে নারায়ণে, ডাকিলেন তেকারণে,
নিজ দূতে করে নিয়োজন।
আসি তার বরাবরি, যমদূতে দূর করি,
নিজ লোকে লইল তখন।
পাইয়া অন্তরে ভয়, ডাকিয়া সে পাপী কয়,
কোথা গেলা পুত্র নারায়ণ।
শুন ঝিয়ে অনুপাম, পুত্রভাবে লৈল নাম,
দ্বিজ কৈল বৈকুণ্ঠ গমন।
কি কহিব অনুপম, না হয় নামের সম,
জপ যজ্ঞ আদি যত দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

যমদূতের সহিত দেবীর যুদ্ধ।

৩১০ পৃঃ—হরগৌরীর কথোপকথন
এই অংশের পূর্ব্বে।

ব্যোমযানে লঘুগতি যান ভগবতী।
হেনকালে যমদূত আগুলে পদ্ধতি।
নিরাতঙ্কে জীব লয়ে যাও অগোচরে।
বান্ধিয়া লইব তোমা যম বরাবরে।
এতেক কহিলা দূত পসারিয়া পাণি।
বিমানে বিরোধ করে না ছাড়ে সরণী।
রবিসুত-দূতের শুনিয়া ভারতী।
হাসিয়া ইঙ্গিত তায় করে পদ্মাবতী।
কহ কহ ওরে দূত শুনি অনুপাম।
কার অনুচর তোরা তার কিবা নাম।
এতেক শুনিয়া দূত জ্বলে কোপানলে।
দশনে অধর চাপি দম্ভ করি বলে ॥
শুন হে অবলা তোরে দিয়ে পরিচয়।
সঞ্জীবনীপুর-নাথ যম মহাশয়।
কালরূপে জীবগণে আনি নিজ পুরে।
সুমার করেন ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে।
হরি হর বিরিঞ্চি যতেক সুরগণ।
এই সব দেবে করে সুমার সমাপন।
হেন বুঝি আজি তোমার বিধি হৈলা বাম।
কতকাল যমপুরে করিবে বিশ্রাম।
শুনিয়া সরোষ পদ্মা দূতের বচন।
সমূদা মামূদা দানা ডাকিল তখনে।
শ্রুতিমাত্রে আইলা দানা যথা হৈমবতী।
দূত নিবারণে পদ্মা দিল অনুমতি ॥
যমদূতে শিবদূতে বাজিল সমর।
হান হান করে পদ্মা রথের উপর ॥
পায়ে ধরি যমদূতে ফিরাইল পাক।
আকাশে ফিরয়ে যেন কুম্ভারের চাক ॥
হস্ত পদ ভাঙ্গিল পাইল বড় লাজ।
উর্দ্ধমুখে ধায় দূত যথা ধর্ম্মরাজ ॥
নিবেদন করয়ে করিয়া জোড় পাণি।
গাইল মুকুন্দ যারে সদয় ভবানী ॥

শুন শুন ধর্ম্ম রায়, নিবেদি তোমার পায়,
আজি বড় পাইনু অপমান।
তোমার আদেশ মাথে, করি ধাই যোগপথে,
আনি যত জীবের পরাণ ॥
এক রথে এক নারী, লঞা যায় জীব কাড়ি,
যায় বেগে নাহি শুনে বাণী।
দেখি অতি অদ্ভুত, শুনহ মিহিরসুত,
আগুলিনু তাহার সরণি ॥
কহিতে করিয়ে ভয়, তোমাকে বাঁধিয়া কয়,
প্রাণ শেষ তাহার তাড়নে।
ত্যজি সঞ্জীবনীপুর, যাও বাঁধ ছাড় দূর,
বিষয় করিয়া সমাপনে ॥
শুনিয়া দূতের বাণী, ক্রোধে ধর্ম্ম নৃপমণি,
সাজ বলি দিলেন ঘোষণা।
সাজ বলি পড়ে ডাক, দামামা দগড় ঢাক,
উতরোল বাজিল বাজনা ॥

দেখিতে লাগয়ে ভয়, সাজে দূত শয় শয়,
কালদণ্ড পাশ করে ধরি।
না পায় পথ, রথ রথী শতে শত,
পদাতি তুরঙ্গ মত্তকরী॥
হান হান মার মার, ইহা বিনা নাহি আর,
শ্রবণে শুনিয়ে যমপুরে।
যমের আদেশ পায়, বায়ু বেগে যেন যায়,
ভয়ে সুরগণ যায় দূরে॥
উপনীত চণ্ডীর সম্মুখে।
অভয়া বলেন সখী, কিবা অপরূপ দেখি,
বুঝি হয় সমর-কৌতুকে॥
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী, পদ্মাবতী কন বাণী,
রণ হেতু আইসে যম-সেনা।
শুনি হৈমবতী হাসে, শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে,
স্মরণে ধাইল যত সেনা॥

প্রবেশিল যত সেনা শমন-সমরে।
দেবীর সেনাগণ, করয়ে গর্জ্জন,
ঘন সিংহনাদ পূরে॥
যমের বীরবর, ছাড়য়ে খর শর,
দানায় কাটয়ে শির।
মেলিয়া দশন, নাচয়ে দানাগণ,
লুফিয়া ধরয়ে তীর॥
ধাইল ধানুকী, শত শত তবকী,
তবকে পূরিয়া গুলি।
আকাশে কুম্ভ, ছাড়িল মামুদা,
ভাঙ্গিল মাথার খুলি॥
পড়িল তবকী, পলায় ধানুকী,
শরাসন ফেলিয়া দূরে।
ধরিয়া ত রণে, তুরঙ্গ-চরণে,
দানাগণ গগনে পূরে॥

করিবর-মুণ্ডে ধরিয়া শুণ্ডে,
তুলিয়া আছাড়ে ক্ষিতি।
ভাঙ্গিয়া দশন, পড়িল করিগণ,
দেখিয়া পলায় রথী॥
কুপিয়া বীরগণ, করয়ে বরিষণ,
বাণ যেন পড়য়ে শিল।
আসিয়া মহাকাল, ধরিয়া পূরে গাল,
কাহার শিরে মারে কীল॥
ছায়ে দিনমণি, করি ঘোর ধ্বনি,
দানা ধায় লাখে লাখ।
রথ রথী ধরিয়া, ফেলয়ে তুলিয়া,
ফিরে গেল কুম্ভারের চাক॥
কুপিয়া দানাবর, না চিনে ঘর পর,
ঘন ঘন করে হান হান।
বীরবর লম্ফে, বসুধা কম্পে,
যম-সেনা ছাড়য়ে প্রাণ॥

চণ্ডীর সমীপে যমের বিনয়।

শুনিয়া সমর কথা শমন কুপিত।
কলেবর কম্পমান্ ডাকে বিপরীত॥
চারি দিকে সাজ বলি পড়িল ঘোষণা।
দুন্দুভি মাদল আদি বাজয়ে বাজনা॥
চতুরঙ্গ দলে সাজে চতুর্দ্দশ যম।
মহিষে মিহিরসুত অতি অনুপম॥
ব্যোমযানে যেখানে আছেন ভগবতী।
সত্বরে শমন আসি হৈল উপনীতি॥
সম্মুখে দেখিল যম হেমন্ত-দুহিতা।
মহিষের পৃষ্ঠে যম হেঠ কৈল মাথা॥
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে ধর্ম্মরায়।
সম্ভ্রমে ধরিল গিয়া অভয়ার পায়॥
অপরাধ ক্ষমা করি দূর কর রোষ।
না জানিয়া গিরিসুতা কৈনু আমি দোষ॥

করপুটে করি স্তুতি শিরে দিয়া হাথ।
তিন লোক ত্রাণ হেতু তুমি সবে নাথ॥
মধুকৈটভের ভয়ে মরাল-বাহন।
হরি-নাভিপদ্মে থাকি করিল স্তবন॥
করিলে করুণাময়ি কৃপাদৃষ্টি তারে।
ত্রাণ পাইল চতুর্ম্মুখ অসুরের করে॥
মহিষাসুরের ভয়ে পেয়ে পরাজয়।
সুরপুর ত্যজে ইন্দ্র পেয়ে বড় ভয়॥
মহিষে করিলে ক্ষয় ক্ষিতিভার নাশি।
তবে সুরপুরে ইন্দ্র রাজা হৈলা আসি॥
ঘোর কলি-সাগরে তোমার নামে তরি।
বারেক লইলে নাহি যায় যোর পুরী॥
তিন গুণে তিন দেব সংসার কারণ।
একা ত্রিনগুণা তুমি সেবকশরণ॥
কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ।
কৃপা করি দূর কর অম্বরের দুখ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি শিখর-নন্দিনী।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়ে নারায়ণি॥
শুনিয়া ধর্ম্মের স্তব হরের ঘরণী।
আশীষ করিয়া তার শিরে দিল পাণি॥
বিদায় হইলা ধর্ম্ম করিয়া প্রণতি।
দানাগণ সঙ্গে উঠিলা ভগবতী॥

কবির প্রার্থনা।

অপরাধ ক্ষমা কর হরের ঘরণী।
পুনঃপুনঃ করি নতি জোড় করি পাণি॥
হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন।
বদনে লইয়া কর বৈকুণ্ঠ গমন॥
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

পরিশিষ্ট (চ)

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য পাঠ করিতে গেলেই তৎকাল-প্রচলিত কতকগুলি ক্রিয়াপদ ও শব্দ আমাদের দৃষ্টি বিশেষরূপে — করে। পাঠকগণের সুবিধার্থ আমরা এই স্থলে তাহাদের একটা বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলাম। কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতেই এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

প্রাচীন ক্রিয়াপদের তালিকা।

আইলাঙ—আসিলাম
আলাম— ঐ
আইলা—আসিলেন
আঁটা—আঁটিয়া
আন্ত—আনয়ন কর
আন্তাছি—আনিয়াছি
আল্য, আলো—আসিল
আল্যা—আসিলেন
আলি—আসিলি
আলাল্য—আলুলায়িত করিল
আলাইয়া—আল্গা হইয়া
আলাইও—আল্গা করিও
আস্ত—আইস
আস্তে—আইসে, আসে
উঠ্যা—উঠিয়া
উড়্যা—উড়িয়া
উত্তর্যা—উত্তীর্ণ হইয়া
উভার—নামাও
উভারে—নামায়।
উভারিল—নামাইল
এড়াল্য—এড়াইল
এলায়্যা—এলাইয়া
কয্য—কহিও
কয়্যা—কহিল
কয্য, কয্যো—কহিও
কয়্যা—কহিয়া

কর্যাছ—করিয়াছ
করায়্যা—করাইয়া
করাল্য—করাইল
করাল্যে—করাইলে
করিঞা—করিয়া
কাট্যা—কাটিয়া
কাঢা—কাড়া
কাঢিয়া—কাড়িয়া
কিন্যা—কিনিয়া
কুড়ায়্যা—কুড়াইয়া
খণ্যে—খুঁড়িয়া
খস্যে—খসিয়া
খায়্যা—খাইয়া
খাল্য—খাইল
খিয়াইব—খেয়া দিব
খেম—ক্ষমা কর
খোয়াল্যে—খোয়াইলে
গঢ়াইতে—গড়াইতে
গঢ়িয়া—গড়িয়া
গঢিল—গড়িল
গঢিবারে—গড়িতে
গঢ়ে—গড়ে
গণ্যে—গণনা করিয়া
গায়্যো—গাহিয়ো
গেও—গেল
গেল্যা—গেলে

গোঙালা—কাটাইল
গোড়ায়—চলে
গোড়ায়্যা—ব্যতীত করি
গ্যাছে—গিয়াছে
গ্যালে—গেলে
ঘুচায়্যা—ঘুচাইয়া
ঘুচাল্য—ঘুচাইল
ঘুচাল্যে—ঘুচাইলে
চড়ায়্যা—চড়াইয়া
চঢি, চঢ়িয়া—চড়িয়া
চল্যাছ—চলিয়াছ
চায়্যা—চাহিয়া
চিআর—জাগায়
চিনিঞা—চিনিয়া
চিহ্নি—চিনি, জানি
ছাড়্যা—ছাড়িয়া
ছাড়্যাছ—ছাড়িয়াছ
ছিঁড়্যা—ছিঁড়িয়া
ছিণ্ডিল—ছিঁড়িল
ছুঞা—ছুঁইয়া
ছুঞিতে—ছুঁইতে
ছুঁয়া—ছুঁইয়া
ছুয়্যাছিলে—ছুঁইয়াছিলে
জড়ায়্যা—জড়াইয়া
জন্মায়্যা—জন্মাইয়া
জানায়্যা—জানাইয়া

জালাল্য—জালাইল
জানিঞা—জানিয়া
জীয়্যা—বাঁচিয়া
জীয়ায়্যা—বাঁচাইয়া
জীয়াল্য—বাঁচাইল
টাঙ্গায়্যা—টাঙ্গাইয়া
টাঙ্গাল্য—টাঙ্গাইল
টুট্যা—টুটিয়া, ভাঙ্গিয়া
ডাক্য—ডাকে, ডাকিও
তেজিয়া—ত্যাগ করিয়া
থাক্য—থাকিও।
থুয়্যা—থুইয়া, রাখিয়া
থুয়্যাছিলাম—থুইয়াছিলাম
দঢ়ায়্যা—দৃঢ় করিয়া
দঢ়ায়েছি—দৃঢ় করিয়াছি
দাণ্ডাল্য—দাঁড়াইল
দাণ্ডাইতে—দাঁড়াইতে
দিলাঙ—দিলাম
দিহ—দিও
দেই—দেয়
দেখাল্য—দেখাইল
দেখ্যা—দেখিয়া
দেখ্যাছি—দেখিয়াছি
দেখ্যাতে—দেখাইতে
দেখিলাঙ—দেখিলাম
ধর্যা—ধরিয়া
ধরাল্য—ধরাইল
ধায়্যা—ধাইয়া
নমহ—নমস্কার করি
নাঞি—নাই
নাম্বিছে—নামিতেছে
নাম্বিয়া—নামিয়া
নিঞা—লইয়া
নিশালিল—[illegible]
পড়ায়্যা—পড়াইয়া
পড়া—পড়া
পঢ়য়ে, পঢ়ে—পড়ে
পঢ়িয়া—পড়িয়া
পঢ়িবারে—পড়িতে
পরাল্য—পরাইল
পর্য্যা—পরিয়া
পর্য্যাছ—পরিয়াছ
পর্য্যাছে—পরিয়াছে
পলায়্যা—পলাইয়া
পাক্যাছে—পাকিয়াছে
পায়্যা, পায়্যে—পাইয়া
পায়্যাছি—পাইয়াছি
পায়্যাছিলা—পাইয়াছিলেন
পায়্যাছিলাম—পাইয়াছিলাম
পাল্য—পালন করিও
পাল্যা—পাইল
পাল্যে—পাইলে
পাঠাল্য—পাঠাইল
পাতায়্যা—পাতাইয়া
পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে
পাত্যাছে—পাতিয়াছে
পালাল্য—পলাইল
পাসরো—ভুলিয়া যাও
পূর্য্যা—পূরিয়া
পূরায়্যা—পূর্ণ করাইয়া
পূর্য্যাছি—পূর্ণ করিয়াছি
পেয়্যা—পাইয়া
পেল্যা—পাইল
পোড়ায়্যা—পোড়াইয়া
পোহাল্য—পোহাইল
ফুরাল্য—ফুরাইল
ফেলায়্যা—ফেলাইয়া
ফেল্যা—ফেলিয়া
বন্দো—বন্দনা কর
বল্য—বলিও
বল্যা—বলিয়া
বসায়্যা—বসাইয়া
বসাল্য—বসাইল
বইসে—বসে
বল্যো, বল্যা—বলিয়া
বইস—বস
বস্যাছিল—বসিয়াছিল
বস্তে—বসিয়া
বলাসি—বলাও
বয়্যা—বহিয়া
বাজায়্যা—বাজাইয়া
বান্ধে—বাঁধে
বাঢ়েন—বাড়েন
বাঢ়িবেক—বাড়িবেক
বাঢ়িয়া—বাড়িয়া
বাঢ়ায়—বাড়ায়
বাড়্যা—বাড়িয়া
বাঢ়া—বাড়া
বাঢ়ে, বাঢ়য়ে—বাড়ে
বাড়াল্য, বাঢ়াল্য—বাড়াইল
বাঢ়িল—বাড়িল
বাঢ়াইব—বাড়াইব
বান্ধাল্য—বান্ধাইল
বারাল্য—বাহির হইল
বায়্যা—বাহিয়া
বিছায়্যা—বিছাইয়া।
বুঝ্যা—বুঝিয়া
বুঝাল্য—বুঝাইল
বুল্যা—ভ্রমণ করিয়া
বেচাও—বেচাইব
বেচ্যা—বেচিয়া
বেড়ায়্যা—বেড়াইয়া
বেড়াল্য—বেড়াইল
বেড়্যা—বেড়িয়া
বেঢ়ি—বেষ্টন করিয়া
বেঢ়িল—বেষ্টন করিল
বৈসে—বসে
বেট্যা—বাঁটিয়া

প্রাচীন ক্রিয়াপদ তালিকা

আইও, আয়্যো—এয়ো, সধবা স্ত্রী
আওয়াস—আবাস
আজোর—অপরের
আন্ধল—অন্ধকার
আয়োত, আয়্যাত—আয়তি
আরে—অন্যে, অপরে
আবাড়্যা—আবাড়িয়া
আঁকুড়ি—আঁকশী
একু—এক
কতি—কোথায়
কথোদিন—কতদিন
কাপড়্যা—কপটী
কাজ—কারণ
কুড়্যা—কুটীর
কুম্ভার—কুম্ভকার
কেনি—কেন
খেণে খেণে—ক্ষণে ক্ষণে
খেমা—ক্ষমা
খেয়াতি—খ্যাতি
গহীন—গহন
গুঞ্জা—গুঞ্জারা
গোসাঞি—গোঁসাই
চাল্যা, চালু—চাউল
ছাঞি—ছাঁই
ছুতি—দ্যুতি
জোয়া—জোড়া

ঝাট্যাতি—যে বা দেয়
ঝিঞা—কন্যা ([illegible])
ঠাঞি—ঠাঁই
ডেড়ি—দেড়ি
তুঞি—তুই
তেঞি—তেঁই; অত
তৈনমত—সেইর
তোহার—তোমা
ধেয়ান—ধ্যান
নওলী—নবীন
নাঞি—নাই
নাগর্যা—নগরি
নামকে—নীচে
নায়র—পিত্রালয়
নায়্যা—নাবিক
নিবালে—নির্জনে
নৌতুন—নূতন
পখুর—পুকুর

ফেকনা—পেখম
বনি—বহিন
বড়ি—বড়

বজ্জালসেজা—বজ্জসেনিয়া
বাগাণ—বেগুন
বাণ্যা—বেণে

বাণ্যানী—বেণেনী
বাপকালি—অতি প্রাচীন
বাহি—বাহির
বিমরিষ—বিমর্ষ
বৌহারি—বৌ
ভাবকী—মুখভঙ্গী
ভিনু—ভিন্ন
মাগু—স্ত্রী
মাঝিয়া—মেঝে
মাতা—মত্ত
মায়্যা, মেয়া—মেয়ে
যৈছ—যেমন
রাখে—রাখিতে
লোণ—লবণ
সভার, সভাকার—সকলের
সভারে—সকলকে
সভে—সবে
সিজন—সৃজন
সেহ—সেও
সোঙরণ—স্মরণ
হাথে—হাতে
হাব্যাসে—উদ্দেশ
হেঠ—হেঁট
ক্ষেণেক—ক্ষণেক